দ্য লর্ড অব দ্য রিংস্

দ্য টু টাওয়ার্স

জে.আর.আর টকিয়েন

ভাষান্তর: মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন

SUVOM BELAL

রুখতেই হবে সাউরানকে। কিছুতেই সে যেন ফিরে না পায় সর্বনাশা রিংটি। পেলে গোটা মধ্যবিশ্ব হবে ছারখার। মুক্তিপথের ক্লান্তপথিক গ্যাণ্ডালফকে এসব বড় ভাবাচ্ছে। তার ওপর 'কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটার' ভূমিকায় নেমেছে সারুম্যান দ্য হোয়াইট, হোয়াইট কাউন্সিলের কর্ণধার-গ্যাণ্ডালফের এক সময়ের সুহৃদ। তবে অকুতোভয় গ্যাণ্ড লফ হাত গুটিয়ে বসে নেই, জড় করছে তার অন্য মিত্রদের-ল্যাগোল্যাস দ্য এলফ, গিম্‌লি দ্য ডুয়ার্ফ, সায়ারের ফ্রোডো ব্যাগিন্স ও বিলবো ব্যাগিন্স, এরাথর্ন- তনয় এরাগর্ন, রিভেণ্ডেল এর অধিপতি এলরণ্ড, রোহানের দণ্ডমূণ্ডের কর্তা থিওডেন। এরা কি পারবে সাউরানের পৃথিবীজোড়া কুপ্রভাব নস্যাৎ করতে? ঘরের শত্রু সারুম্যানকে নিয়েই বা কি করবে গ্যাণ্ডালফ? লরিয়েনের যাদুসম্রাজ্ঞী গ্লাড্রিয়েলও যে কিছু বুঝতে পারছে না। গন্ডরের পতন তো চার আনা হয়ে গেছে। কোথায় থামবে মর্ডরের ডার্কলর্ড? কি হবে বৈশ্বিক সাম্যভাবের ভবিষ্যত?

দ্য টু টাওয়ারস্

দ্য লর্ড অব দ্য রিংস্'র

দ্য টু টাওয়ারস্

জে. আর. আর টকিয়েন

ভাষান্তর

মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন

সম্পাদনা

রিয়াজ লিটন

অনুপম ইসলাম

মোঃ রফিকুল বারী

ঐশী পাবলিকেশন্স

অনুবাদ

দ্য লর্ড অব দ্য রিংস

দ্য টু টাওয়ার্স

মূলঃ জে.আর.আর.টোলকিন

অনুবাদঃ মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০০৯

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রকাশক
খন্দকার আরিফ আল হাসান
ঐশী পাবলিকেশন্স
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৬৬৬২

প্রচ্ছদ
মূল বই অবলম্বনে জাহাঙ্গীর হোসেন

কম্পোজ
সৃজনী

মুদ্রণ
আল কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, হৃষিকেশ দাস লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

মূল্য : ৩৫০ টাকা

The Two Towers (The Lord of the Rings) by J.R.R. Tolkien, Translated by Md. Tofazzel Hossen Published by Khandakar Arif Al-Hasan. Oishi Publications 38/2-Ka Banglabazar, Dhaka-1100. Date of Publication : February 2009, Price : 350 Tk. only.

ISBN : 984-70301-0005- 3

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
শু
ভ
ম
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ

পরলোকগত শিক্ষক বাবাকে–
যাঁর অনুপ্রেরণায় বিশ্বসাহিত্যে দুর্বলতা...

অনুবাদক-কথন

কারণ আর কিছুই না। কিছু না কিছু করা আর কি। কিংবা, খানিকটা সাইনবোর্ড সর্বস্বতার মোহ। এ মোহে বেসামাল হয়ে অনুবাদ জগতে প্রবেশ আর কি। ঠিক প্রবেশ না বলে 'ভর্তি হওয়া' বলাটা মানানসই। আবার 'ভর্তি হওয়া' খারিজ করে দিয়ে 'ফুসকি' মারা বলা অধিক যুতসই বোধকরি। ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সে অধ্যয়নকালে শিক্ষকদের মূল্যবান লেকচারের ফাঁকে জাত-বেজাত লেখক ও বইয়ের কথা শুনতাম। এসবের মোজেজা কায়দা মাফিক ঠাওরাতে না পারলেও গ্রন্থ আর গ্রন্থকারের নামগুলো বেশ মিঠেকড়া মনে হতো; যেমন—ফিওদর দস্তয়ভস্কি, এ্যন্থনি চেখভ, কোচম্যান, ভিক্টর হুগো, ভলতেয়ার, দান্তে, আর্মস এ্যান্ড দ্য ম্যান, বার্নার্ড'শ, বেকন, মিল্টন, বায়রন, দ্য মাদার, ম্যাক্সিম গোর্কি, ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট, শেক্সপিয়ার, কিং লেয়ার, গোস্তাভ কুর্ভে, পুশকিন, ওয়ার এ্যান্ড পিস, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, দ্য ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দ্য সী, মার্ক টোয়েন, টম সয়ার, লা মিজারেবল, ডিকেন্স, এ টেল অব টু সিটিস, টলস্তয়, ফানি হিলস্, আলবার্তো মুরাবিয়া, ম্যাকাইভেলি ইত্যাদি। আমার অধিকাংশ বদমাশ বন্ধুর কিছু কিছু বিদ্বানও যাদের হাত ধরে কখনও-সখনও একুশের বইমেলাতে যাওয়া পড়ত এবং পড়ে। বিসমিল্লাহ্তে আমি লেনিনের রাজনৈতিক দর্শনে হাত দিয়েছিলাম। দোকানি বইটার দাম হাঁকালো সাড়ে পাঁচশ টাকা। শুনে আমি তা এক প্রকার ছুড়ে ফেললাম, যেন কোন তাঁতানো কড়াইয়ে অজান্তে ছোঁয়া লেগেছে। কেনা হয়নি বই। ফিরে বার এক বইচোর বাহিনীতে যোগদান করে বাংলা একাডেমীর বইমেলায় হাজিরা দিলাম। দলনেতা বলল–শুরুতে আমি অভিযান করব, ধরা পড়লে এই কি হয়েছে, ব্যাপার কি—হ্যানত্যান করে তোরা আমাকে খালাস করে আনবি। অবশ্য, বইয়ের দামটা মিটিয়ে দিস। নেতা বার্নার্ড'শ-এর ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান মেরে দিয়ে গেল ধরা পড়ে। তাৎক্ষণিক তার পূর্বেকার হুকুম তামিল করলাম। সে মুহূর্তে আমি একটু বাড়াবাড়ি রকমের করিৎকর্মা হয়ে পুরো পরিবেশটাকে সরগরম করে ছাড়লাম। কারণ, অনার্সে আমার কোনো বই ছিল না। বই পড়ার অবসর কৈ? সারাবেলা যে পরগৃহে প্রাইভেট আর রোড মাস্টারি নিয়ে থাকতে হতো। রোডমাস্টারি আজো অব্যাহত। রাত এগারটার পর আর কেতাবে মন বসত না। সুতরাং আমার প্রাপ্তি ছিল লাড্ডুর একটু উপরে। এম.এ. তে বই চাই। তবে মালকড়ি কোথা পাই? / সদাশয় বন্ধু জুটোলাম তাই / বিনে খরচায় যদি বইগুলো পাই। বই চুরিতে আমি সফল হইনি কোনদিন। শেষটায় মাস্টার্স পরীক্ষার বছর দুয়েক পর সিলেবাসের সব বই বাদেও আরো কিছু বই আয়ত্ত্বে এনেছিলাম। তার মধ্যে অনুবাদগ্রন্থও ছিল। এখান থেকেই পরিচিত হলাম পাভেল, লেনিন, আন্না কারেনিনা,

সোনিয়া, বিয়াত্রিস, জাঁ ভল জাঁ, পিয়েরি, রাসকলোনিকভ প্রমুখ বিশ্ব চরিত্রের সাথে, যদিও আমার যাত্রাটা খানিকটা গুপ্ত কারণে ভিন্ন আঙ্গিকে।

ভাবতাম—ভালো করে ইংরেজি পড়তে পারলে সাহিত্যের ভেতরের জিনিস সম্পর্কে কিছু জানা যেত। তাই অনেকটা অচল বয়সে আবার তা সব তালিম করতে লেগে গেলাম, যা সব বাল্যঋতুতে শিক্ষক বাবার কাছ থেকে শিখেছিলাম কাঁথা কম্বলের মধ্যে শুয়ে। আমার নিরীহ বাবা ১৯৩৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পাঁজিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স করেছিলেন। একথা মনে হয় ২০০০ সালে তার প্রয়ানের পর হতে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় তার মুখে Rip van Winkle, Taming of the Shrew (মুখরা বশীকরণ)-এর গল্প শুনতাম। মুখরা বশীকরণ নিয়ে কথা একটু বেশি হতো। কারণ বাবা, মা-কে মুখরাবানু জানতেন। তলের কথা হলো, চৈত্রের কাঠফাটা দুপুরে বৃদ্ধা মা থাকত চুলোর ধারে। মার তখন বইয়ের কথা শুনতে পরাণ চাইত না। বাবা কিন্তু নাছোড়বান্দা, শুনতেই হবে। মা-ও অপারগ। শেষ-মেষ পতিব্রতার ললাটে লেগে গেল মুখরাবানুর চিরঞ্জীব সিলমোহর। মা-বাবার শোরগোল নিয়ে আমার যশোরের পাঁজিয়া ইউনিয়নে (পাথরঘাটা-মনোহরনগরে) কিংবদন্তীর কমতি নেই। যাক, প্যাঁচালী রেখে ঘরে ফিরে আসি।

অস্বাভাবিক বিদ্যোৎসাহী এক বড় ভাই এর কাছে শুনেছিলাম— দেড় দুই পুরুষ আগেও এদেশের এক শ্রেণীর পাঠক ইউরোপিয়ান, আমেরিকান—এমনকি পঞ্চান্ন হাজার ছয়শ বর্গমাইলের বাইরের সাহিত্যকে বাঁকা চোখে দেখে এসেছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো—তাদের নাতী-নাতনীরা এখন সে সব সাহিত্যধর্মী বইয়ে নাক গুঁজে পড়ে থাকে। আমি খানিক আশ্বস্ত হলাম। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে একআধটু অনুবাদ বই পড়তে পড়তে আমারও লোভ হতে শুরু হলো। কিন্তু মুখে তালা মেরে রাখলাম। খুব বেশি সময় অনড় থাকতে পারিনি। অন্তরের খায়েস ফাস করলাম এক ইয়ার দোস্তের কাছে। সে শোনামাত্র আমি কানা ছাগল বনে গেলাম। আমাকে বলল, কানা ছাগলের নাম পদ্মলোচন।

কানা মেয়ে বললেও চিরাচরিত কথাটাকে প্রবাদ বাক্য মেনে নিয়ে হজম করতে পারতাম। হল বদহজম। সে কারণে আমি বোধ হয় গ্যাসট্রিক সমস্যার সেকেন্ডারি রোগী। বন্ধুর ফোঁড়ন কাটা কথাকে বেপরোয়া অনুপ্রেরণা মেনে নিয়ে হাতেখড়ি নিলাম 'দ্য লর্ড অব দ্য রিংস'-এর মাধ্যমে। সুধী পাঠক! প্যাঁচালীর কোনো আগা-পাছা নেই বলে পরিণতিহীন এক পরিণতি টেনে বলব—এ বইয়ের লেখক ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত অশ্রান্ত পরিশ্রম করে বইটি শেষ করেছেন। তিনি নিজেই বইয়ের অপরিমিত অসঙ্গতি স্বীকার করেছেন। এ অসঙ্গতি মেরামতকর্মে থাকা অবস্থায় ১৯৮৭ সালে ইংরেজ সাহিত্য লিজেন্ড খ্রিস্টোফার টকিয়েন (J.R.R. Tolkien) অন্তর্ধানে চলে যান। পরবর্তীতে তার পুত্র রজার হার্পার কলিন্স (বর্তমানে দুনিয়া বিখ্যাত প্রকাশনা হারপার কলিন্স পাবলিকেশন্স -এর স্বত্ত্বাধিকারী) আমাদের উপমহাদেশে (সম্ভবত ২০০৩ সালে) এ অমর কীর্তি পাঠিয়ে দেন। বইখানা একখানা ত্রয়ী (Trilogy)। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং ভয়াবহতাকে আগাম কল্পনা করে লেখক এ বই রচনা করতে গিয়ে বাহ্যতঃ সায়েন্স ফিকশনে ঢুকে পড়েন, যেখানে আছে কমেডি, মেলোডি, ট্রাজেডি, রোমান্স ইত্যাদি উপসর্গের সরব উপস্থিতি। এখানকার রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে আধুনিক মারণাস্ত্রের কোনো প্রয়োগও নেই। তা সত্ত্বেও লোমহর্ষক ঘটনাবলি—Thousand and One Nights (আলিফ লায়লা) এর ঘটনাসমূহকে ষোলআনা চ্যালেঞ্জ করেছে বলা যাবে। সময় সংকটের দরুণ বইটা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশক পাঠক দরবারে হাজির করছেন। উল্লেখ্য, বইয়ের প্রাথমিক সোপানে আপনারা যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করতে পারেন। কারণ, সেখানে ঘটনার পৌনপুণিকতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু, গোলাপে হাত দিতে গেলে কাঁটার গুঁতো খাওয়া অসম্ভব কিছু না। তাছাড়া, ইংরেজি ভাষা, এমনকি স্ব-ভাষায়ও পাণ্ডিত্য না থাকার কারণে ভাসা-ভাসা ধারণায় তেঁতুল পাতায় হাতির নাচনের ন্যায় দুরূহ অনুবাদকার্যটি সুরাহা করেছি। যেহেতু, বইখানার জন্মদাতাই ভুলের কথা স্বীকার করেছেন, সেহেতু ভুল থেকে ভুলের পয়দা চিরাচরিত সামাজিক বাস্তবতায় খুব স্বাভাবিক। তাই আনাড়ি আনকোরা অনুবাদককে কৃপাদৃষ্টিতে দেখার জন্য অসংখ্যবার পাঠক সমীপে মিনতি করছি, যদিও ছাগলের তিন নম্বর শিশুর মতো আঠারো আনা লাফাচ্ছি।

'বাড়ির পুকুর ইলিশ মাছের বাসা না'—বলেছিলেন আমার অতিশয় মান্যবর শিক্ষক ড. মফিজুর রহমান। আর একদিন বললেন—খ্যাপলা জালে সাগরের মাছ ধরা যায় না। তোমরা সব না পড়ে বৈতরণী পার হবার তালে আছো। আমার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান আনোয়ারুল হক স্যার Bacon's Essay পড়ানোর সময় প্রায়ই বিশ্বসাহিত্যের গুণকীর্তন করে ক্লাসের সময় পার করে বিদায় হতেন। মগজে রোপিত সেসব শিক্ষকের কথাগুলো মাঝে মাঝে আমাকে শিহরিত করত। পরে এ শিহরণই অনুবাদ করার (হাতিয়ার) কলমটা আমার হাতে গুঁজে দিলো, বোধকরি। আমার এ কর্মে নেপথ্য অনুপ্রেরণা স্বরূপ পয়লা নম্বরে উক্ত দুই মহান শিক্ষকের উদ্দেশে সালাম ঠুকব।

কাজটি সমাধা করার ক্ষেত্রে আর যারা আমাকে উৎসাহের যোগান দিয়েছে, তাদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তবুও আমি অভিনন্দন জানাব মেজো ভাই মোঃ আকরাম হোসেন, সক্রেটিস (এক সময়ের বিশ্বস্ত সহকর্মী গোলাম নবী রাজু), কবি আহসান উল্লাহ সান, সীমা, লিটন ভাই, সাজ্জাদ হোসেন সবুজ, আব্দুল্লাহ আল রাকিব, মোবারক হোসেন, মাসুম, ইলিয়াস মাহমুদ, শারমিন আক্তার, ইব্রাহীম এবং দুরন্ত অথচ অসাধারণ মেধাবী ছাত্র রাব্বি ও অক্ষরকে। আরো অভিনন্দন জানাই—আবাল্য সকল বন্ধু ও সুধীকে। পরিশেষে অভিনন্দন জানাব ঐতিহ্যবাহী ঐশী পাবলিকেশন্স-এর স্বত্বাধিকারী খন্দকার আরিফ আল হাসানকে। তিনি তার অকৃপণ প্রচেষ্টায় অসংখ্য সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বইখানি সময়মতো প্রকাশ করেছেন। তাই প্রকাশকের পাওনা শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে কৃচ্ছতা পায়ে ঠেলতে পিছু হটা নিতান্ত অসম্ভব।

(মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন)

সম্পাদকের কথা

The Lord of the Rings একখানা কালজয়ী Trilogy। বইটি বিশ্বসাহিত্যের এক অনবদ্য ও অমর সৃষ্টি। বিশাল এর প্রেক্ষাপট। দীর্ঘ ১৪ বছর (১৯৩৬-১৯৪৯) নিরন্তর পরিশ্রম করে জে.আর. আর টকিয়েন বইটি রচনা করেছেন। তবে এই কালজয়ী বইটির আবেদন কখনই সময়ের ফ্রেমে বাধা যাবে না। প্রথম খণ্ডে (The Fellowship of the Rings) কাহিনীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। এ কারণে রস আস্বাদনে অনেক পাঠক পূর্ণ তৃপ্তি পাননি। তবে শুরুতেই বলে রাখা দরকার অনুবাদক মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন গ্রন্থটি ভাষান্তর করেছেন। রূপান্তরের সাগরে ডুবলে এর রসাস্বাদন সম্ভব নয়। কবুল করতে দ্বিধা নেই যে, প্রথম খণ্ড জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে সর্বোচ্চ স্থান পেলেও ভাষান্তরের অর্থাৎ অনুবাদের প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা নমনীয়তার দিক দিয়ে সচ্ছল ছিল না। বর্তমান অনুবাদ কর্ম (The Two Towers) টি কতটুকু পাঠকপ্রিয়তা পাবে জানি না। কিন্তু মনে করি প্রথম খণ্ডের চেয়ে এই খণ্ডটি জনপ্রিয়তায় ডিঙ্গিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় খণ্ডে (The Two Towers) কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়ে শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করেছে। এই খণ্ডে অনুবাদক পাঠকদের নিয়ে ডুব দিতে সক্ষম হয়েছে অথৈ সাগরে, যার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকরা পৌঁছে যাবে তৃতীয় খণ্ড (The Return of the King) এর দ্বারপ্রান্তে।

আমরা মনে করি, আমাদের অভিমত অনেকের কাছে ভিন্নতা পেতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। তবে আমরা আপনাদের মতামতের উপর বরাবরই শ্রদ্ধাশীল।

The Lord of the Rings সায়েন্স ফিকশনের আদলে লিখিত হলেও এর উপর নির্মিত ২০০৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রকে ইতিহাসের এক নম্বর চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। জে.আর. আর টকিয়েন বইটি বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে আগাম কল্পনা করে লিখেছেন। কল্পনার মধ্য দিয়ে এক সময় ফিকশনে ঢুকে পড়েন। The Lord of the Rings বইটি কমেডি, মেলোডি, ট্রাজেডি ও রোমান্সের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। তারই সাথে যুক্ত হয়েছে অনুবাদকের নানা প্যাঁচালী।

যেকোনো মূল্যে সাউরান পেতে চায় সর্বনাশা রিংটি। তার পথের কাঁটা গ্যাণ্ডালফ। গ্যাণ্ডালফ জানে সাউরান রিংটি পেলে মধ্যবিশ্ব অবশ্যই ধ্বংস হবে। তাই তো

গ্যাণ্ডালফের ভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু রিংটি কার কাছে অথবা কোথায় রয়েছে? গ্যাণ্ডালফ হাত গুটিয়ে বসে না থেকে তার ভাবনায় ভাবিয়েছেন—ল্যাগোল্যাস দ্য এলফ, গিম্‌লি দ্য ডুয়ার্ফ, সায়ারের ফ্রোডো ব্যাগিন্স ও বিলবো ব্যাগিন্স, মহাবীর এরাথর্ন-পুত্র এরাগর্ন, রিভেন্ডেল-অধিপতি এরলরন্ড ও রোহানের মহারাজ থিওডেনকে। এরা সকলেই গ্যান্ডালফের বন্ধু। রিংটি সংগ্রহ করে একেবারে শেষ করার লক্ষ্যে তাদের মিলিত হওয়া। কিন্তু সকলে মিলিত হয়েও কি সাউরানের ষড়যন্ত্র দমিয়ে রাখতে পারবে? পারবে তার চিন্তা চেতনাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে? গ্যান্ডলফকে এটাও ভাবতে হচ্ছে ঘরের শত্রু সারুম্যান তার পথের অনুসারী হবে কিনা। কারণ, সারুম্যানের সাথে তার বন্ধুত্বের ফাটল ধরেছে। লরিয়েনের যাদুসম্রাজ্ঞী গ্লাড্রিয়েল বিষয়টি নিয়ে বেশি দূর ভাবতে পারে নি। তার ভাবনা আরো কিছুটা অগ্রসর হলে এতোটা ভাবতে হতো না গ্যান্ডালফকে। তাই একটি প্রশ্ন বারবারই উঠে আসে—তৎকালীন Ethnic parity'র ভবিষ্যৎ কি হবে? British Sunday Times পত্রিকায় The Lord of the Rings সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, 'ইংরেজি ভাষাভাষী দুনিয়া দু'অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। এক অংশে আছে তারাই যারা The Lord of the Rings পড়েছে। আর বাকি অংশে আছে যারা পড়তে যাচ্ছে।' বইটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে বিধায় বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের ক্ষেত্রে আমরাও একটি মন্তব্য করতে চাই—অনূদিত বইটি যারা পড়বে, যারা পড়তে যাচ্ছে এবং যাদের পড়ার সৌভাগ্য হবেনা। এখানে কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী জগত তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

অনুবাদ অনেকটা কাশ্মীরি শালের মতো। সামনে এক রকম আর ভেতরে অন্য রকম। তোফাজ্জেল বইটি ভাষান্তরের মাধ্যমে তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তা না হলে The Lord of the Rings হয়তো আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যেতো। অনুবাদকের লিখনশৈলীতে বইটি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। পাঠকের সামনে বইটি তিনি যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন বলে আমরা মনে করি, যদিও পাঠকের আকাঙ্ক্ষা শতভাগ পূর্ণ করতে পারেনি। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, মূল বইয়ের শব্দ চয়ন (Diction) গুলো অনেক আগের। যেমনটি আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের শব্দ চয়নে দেখে থাকি। মেঘনাদবধ কাব্যে সমুদ্রকে তিনি প্রচেতঃ বলেছেন। একইভাবে জে. আর. আর টকিয়েন One Hundred and Eleven-কে Eleventy One লিখেছেন। এই জাতীয় শব্দাবলীর মর্মোদ্ধারে কখনো কখনো চোট পেয়েছেন, বোধ করি। আধুনিক ইংরেজি অভিধানের সময় (সংস্করণের ক্ষেত্রে) ৫২-৫৩ বছর ধরা যেতে পারে। অথচ অনুবাদকের বয়স মাত্র ৩৬-৩৭ বছর। অতএব, মাঝে মধ্যে ছন্দ পতন কি একেবারে অসম্ভব? তারপরও অনেক দুরূহ বিষয় খোলাখুলিভাবে তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। হারিয়ে যাওয়া অতীতকে আমাদের চোখের সামনে আলোকিত করে সহানুভূতিতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্ধকার একটি জগতকে আমাদের

সামনে আলোকিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এই কাজের জন্য তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিতে সক্ষম হবেন। আলাদা ভাবে Index ও Appendix ব্যবহার না করে বইয়ের পাতায় পাতায় যতদূর সম্ভব সন্নিবেশিত করেছেন। আমরা অনুবাদকের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাই। আশা করবো অনুবাদক প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো তৃতীয় খণ্ডটি যথা সময়ে সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারবেন।

বইটির ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তারপরও আপনাদের বরাবর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। পরবর্তী সংস্করণে ভুলত্রুটি সংশোধনের আবারও সুযোগ পাব। বইটি প্রকাশে ঐশী পাবলিকেশন্স এর স্বত্ত্বাধিকারী খন্দকার আরিফ আল হাসানকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

(রিয়াজ লিটন)
পরিচালক, আবহমান
পাঁজিয়া, যশোর।
ও
সভাপতি
যশোর ছড়া পরিষদ, যশোর।

(অনুপম ইসলাম)
কবি ও প্রাবন্ধিক
কেশবপুর, যশোর।

(মোঃ রফিকুল বারী)
অধ্যক্ষ
কেশবপুর কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
বোমিরের প্রস্থান ১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়
রোহানের আরোহী ২৬
অধ্যায় তিন
ইউরাক হাই ৪৮
অধ্যায় চার
ট্রিবিয়ার্ড ৬৩
পঞ্চম অধ্যায়
সাদা আরোহী ৮৬
অধ্যায় ছয়
স্বর্ণ ভবনের রাজা ১০৬
অধ্যায় সাত
হেলমসাডিপ ১২৬
অধ্যায় আট
আইজেনগার্ডের পথে ১৪৪
নবম অধ্যায়
ভাসমান মালামাল ১৬২
দশম অধ্যায়
সারুম্যানের কণ্ঠস্বর ১৭৮
এগারো অধ্যায়
স্মৃতিফলক (Palantir) ১৯০
অধ্যায় বার
স্মিয়াগল বশীকরণ ২০৪
অধ্যায় তের
জলার পথ ২২১
অধ্যায় চৌদ্দ
রুদ্ধ কালো দ্বার ২৩৭

অধ্যায় পনের
লতাপাতা ও সিদ্ধ শশকের কথা ২৪৯
অধ্যায় ষোল
পশ্চিমের জানালা ২৬৫
অধ্যায় সতের
নিষিদ্ধ নদী ২৮৬
অধ্যায় আঠার
ক্রসরোডে অভিযান ২৯৮
অধ্যায় উনিশ
ক্রিথ্ আঙ্গলের সোপান শ্রেণী ৩০৭
অধ্যায় বিশ
সেলব্য'স লেয়ার ৩২৩
অধ্যায় একুশ
মাষ্টার শ্যাম পন্ডিতের চয়েস (পছন্দ) ৩৩৫

দ্য টু টাওয়ারস্

প্রথম অধ্যায়

ব্রোমিরের প্রস্থান

এ্যারাগর্ণ সবেগে পাহাড়ের উপর হেঁটে চলল। মাঝে মাঝে নিচু ভূ-খণ্ডে চোখ বোলাল। হবিটরা কোমল পায়ে ছোটে, রেঞ্জারের পক্ষেও তাদের পদচিহ্ন আবিষ্কার করা সহজ না। কিন্তু পাহাড় শীর্ষের অদূরে একটা ছোট্ট নদী পথ কেটে ধাবিত হচ্ছিল। সেখানকার ভেজা মাটিতে পাওয়া গেল যা সে খুঁজছিল।

সে ঠিক ধরেছিল। ফ্রোডো পাহাড় চূড়ায় উঠেছিল। যে পথে উঠেছিল সে পথেই আবার নেমেছিল।

এ্যারাগর্ণ ইতস্তত বোধ করল। হতবিহ্বলতার মধ্যে কোন নির্দেশিকা পাওয়া যায় কিনা ভেবে উঁচু আসনের দিকে তাকাল। বাঁধান পাথরের ওপর দিয়ে হঠাৎ সে চূড়ার দিকে ছুটল। তারপর উঁচু আসনে বসে বাইরে নজর দিল। কিন্তু রৌদ্র কালচে মনে হল। দূরের পৃথিবী আবছায়া। উত্তরের দূর পাহাড় ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। আর একটু চেষ্টা করার পর দেখতে পেল প্রকাণ্ড এক ঈগল যা ঊর্ধাকাশ থেকে ধীর লয়ে মাটির দিকে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় নিচেই রিভারের পশ্চিম পাশের বন্যভূমি থেকে আওয়াজ আসল। সে শক্ত হয়ে গেল। হৈ হট্টগোলের মধ্যে অর্কদের কণ্ঠ নির্ণয় করে ফেলল। অকস্মাৎ গভীর তানের হর্ন বেজে উঠল যা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে গুহায় গুহায় ঘুরে বেড়াল। জল প্রপাতের গর্জনের সাথে শুরু হয়ে গেল।

এ হলো ব্রোমির যে কাজে আসে। এ্যারাগর্ণ প্রায় লাফ দিয়ে নিচের দিকে ছুটল। মনে মনে ভাবল হায়ইরে, দুর্ভাগ্য আজ আমাকে পেয়ে বসেছে, যাই করতে যাচ্ছি ব্যর্থ হচ্ছি। শ্যাম কোথায়, যত সে ছুটতে থাকে তত চিৎকার বাড়ে, কিন্তু ব্রোমিরের হর্ণ ক্ষীণ অথচ বেপরোয়ার মত বেজে চলল। অর্কদের ভয়াবহ আর্তচিৎকার তীক্ষ্ণ হলে হর্ণের আহ্বান থেমে গেল। এ্যারাগর্ণ শেষ ঢালে নামল। কিন্তু পাহাড় পাদদেশে নামবার আগেই সব শব্দ থেমে গেল। ঝকমকে তলোয়ারখানা কোষমুক্ত করে বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়ে ইলেণ্ডিল! ইলেণ্ডিল! চিৎকার করে ছুটে চলল।

সম্ভবত পার্থ গ্যালেন থেকে এক মাইল দুরে কিন্তু লেকের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র খোলাস্থানে ব্রোমিরকে পাওয়া গেল, গোটা শরীর কালো পালক ওয়ালা অগুনতি তীরে বিদ্ধ, তখনো তলোয়ারখানা হাতে ধরা ছিল, তবে এটা আছাড়ের কাছ থেকে ভাঙ্গতা আরহণ দু'ভাগ হয়ে পাশে পড়েছিল। অর্কদের কতক মৃতদেহ তার পাশে স্তূপীকৃত ছিল।

এ্যারাগর্ণ হাটু গেঁড়ে তার পাশে বসল। ব্রোমির চোখ মেলে কথা বলার চেষ্টা করল।

শেষে করুণ সুর বের হল। বলল, ফ্রোডোর কাছ থেকে আমি রিংটি নেবার চেষ্টা করেছিলাম। দুঃখিত, আমি তার খেসারত দিয়েছি। দৃষ্টি পতিত শত্রুর দিকে ফেরালো; কমপক্ষে বিশজন হবে। হাফলিংরা চলে গেছে, অর্কদের হাতে ধরা পড়েছে। মনে হয় এখনো বেঁচে আছে। অর্করা তাদের বেঁধে ফেলেছিল। সে থেমে চক্ষু মুদল। কিছুক্ষণ বাদে সে আবার বলল, বিদায়, এ্যারাগর্ণ। মিনাষ্ট্রিথে গিয়ে আমার লোকদের বাঁচাও। আমি ব্যর্থ:

তার হাত ধরে এবং কপাল চুম্বন করে এ্যারাগর্ণ বলল, না! তুমি জয়ী। সামান্য জনে এমন বিজয় অর্জন করে না। শান্তিতে থাক। মিনাষ্ট্রিথ পরাভূত হবে না।'

ব্রোমির মৃদু হাসল।

'তারা কোন পথে গেল? ফ্রোডো সেখানে ছিল? এ্যারাগর্ণ বলল,

কিন্তু ব্রোমির আর কোন কথা বলল না।

এ্যারাগর্ণ বলল, 'হায়রে নিয়তি! ডিনেথরের লের্ড অব দ্য টাওয়ার অব গার্ড উত্তর পুরুষ এভাবে চলে না! এক আমিই ব্যর্থ, আমাকে বিশ্বাস করা গ্যাণ্ডালফের ভুল হয়েছে। এখন আমি কী করব? ব্রোমির বলে গেল মিনাষ্ট্রিথে যেতে, এবং আমিও তা চাই। কিন্তু রিং আর তার বাহক কোথায়? তাদেরকে কী করে পাব? কিভাবে অভিষ্ট লক্ষ বিনাশ থেকে রক্ষা পাবে?'

সে কিছুক্ষণ হাটু গেঁড়ে বসে মাথা নত করে অশ্রুপাত করল, তখনো ব্রোমিরের হাত আঁকড়ের পশ্চিম ঢালের বৃক্ষমধ্য দিয়ে চুপিসারে বুকে হেঁটে আসছিল। গিম্‌লির হাতে কুঠার। আর ল্যাগোলাসের হাতে লম্বা ছুরি, তার সমস্ত তীর খরচ হয়ে গেছে। তারা খোলা জায়গায়। সে বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল। শোকে হুমড়ে মুচড়ে শির নত করে দাঁড়িয়ে থাকল। ইতোমধ্যের ঘটনা বুঝতে তাদের সময় লাগেনি।

এ্যারাগর্ণের দিকে গমনোদ্যত হয়ে ল্যাগোলাস বলল, ইস! বনে বহু অর্ককে আমরা খুঁজে নিয়ে হত্যা করেছি। কিন্তু এখানে আমাদের আরো দরকার ছিল। হর্ণের শব্দ শুনে আসলাম, কিন্তু দেরী হয়ে গেল। আপনি বোধ হয় সাংঘাতিক আহত।

এ্যারাগর্ণ বলল, ব্রোমির নিহত আমি অক্ষত, কারণ, আমি তার সাথে ছিলাম না, ছিলাম পাহাড়ের উপরে। হবিটদের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সে চলে গেল।

গিম্‌লি চেঁচিয়ে বলল, 'হবিটদের! তবে তারা কোথায়? কোথায় ফ্রোডো?'

এ্যারাগর্ণ ক্লান্তি ভরে জবাব দিল জানি না; মারা যাওয়ার আগে ব্রোমির বলেছিল অর্করা তাদের ধরেছিল। আমি তাকে মেরি ও পিপিনের পিছনে পাঠিয়েছিলাম। জানি না, ফ্রোডো বা শ্যাম তার সাথে ছিল কিনা, আজ যা করলাম সব বিফলে গেল। কী করব এখন?

ল্যাগোলাস বলল, আগে মৃতের সৎকার করব, জঘন্য অর্কদের মাঝে তাকে আবর্জনার মত ফেলে রাখা যায় না।

গিম্‌লি বলল, কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে। বিলম্ব ক্ষতির বাহন। অবশ্যই আমরা

অর্কদের পিছু নেব। কোম্পানীর কারো কারো কয়েদ হয়ে থাকার সম্ভাবনা আছে।

এ্যারাগর্ণ বলল, কিন্তু রিংবাহক তাদের সাথে আছে কিনা আমরা জানি না। তাকে কি পরিত্যাগ করতে হবে? আগে কি খোঁজ-খবর করব না? সামনে এখন বিপজ্জনক বাছ বিচার।

ল্যাগোলাস বলল, যা না করলে নয় তাই আগে করা যাক। হাতে যথেষ্ট সময় বা উপযুক্ত সরঞ্জাম নেই যাতে করে আমাদের কমরেডের সমাধিফলক বানাতে পারি। তবে একটা শিলাস্তূপ অবশ্যই বানাতে পারতাম।

গিম্‌লি বলল, দীর্ঘ মেহনত করতে হবে। হাতের কাছে কোন পাথর নেই।

এ্যারাগর্ণ বলল, তাহলে আমরা তার এবং পরাজিত শত্রুদের অস্ত্রসহ তাকে কোন নায়ে উঠিয়ে রাউরাসের জলপ্রপাতের কাছে আন্দুইনে পাঠিয়ে দিই। গণ্ডরের নদী অন্তত: তার হাড়গুলিকে রক্ষী প্রাণীদের কবল থেকে রক্ষা করবে।

তড়িঘড়ি অর্কদের মৃতদের হাতিয়ার, শিরস্ত্রাণ, ঢাল এক জায়গায় জড় করা হল। সেগুলো তাদের তৈরি না। এ্যারাগর্ণ বলল, দেখ, এতগুলো নিঃসন্দেহে হবিটরা বানিয়েছে, লুণ্ঠিত হয়েছিল। দুটো ছুরি প্রমাণ করে যে আমাদের বন্ধুরা যদি বেঁচে থাকে তাহলে তারা এখন নিরস্ত্র। আমি এগুলো রাখব, দেখি ফিরিয়ে দেয়া যায় কিনা।

ল্যাগোলাস তীরগুলো নিল, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। সেগুলোর পানে নিবিষ্টচিত্তে তাকিয়ে থাকল।

এ্যারাগর্ণ লাশগুলির দিকে চোখ ফিরিয়ে মন্তব্যের সুরে বলল, এরা সবাই মর্ডরের লোক না। কিছু নর্থের কিছু মিষ্টি মাউন্টেনের। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে তাদের পোশাক পরিচ্ছেদ অর্ক স্টাইলের না।

চারজন বিরাট মূর্তি সৈন্য ছিল, কৃষ্ণগাত্র, তীর্যক দৃষ্টি এবং হাত পা প্রকাণ্ড, তাদের খাট তলোয়ারগুলো চওড়া পাতের, অর্কের মত বক্র না। এবং তাদের ধনুকগুলি চিরশ্যামল বৃক্ষ কাষ্ঠের, আকারে মেনদের মত। ঢালগুলির মাঝে হাতের প্রকৃতি, লোহার শীরস্ত্রাণের সামনে রুন অক্ষরে 'এস, লেখা, সাদা ধাতুর কারুকাজ, এ্যারাগর্ণ এরকম চিহ্ন আগে দেখেনি। সে গূঢ়ার্থ বোঝার চেষ্টা করল।

গিম্‌লি বলল, 'এস হল সাউরানের প্রতীক। সহজ মর্মার্থ।

ল্যাগোলাস বলল, না। সাউরান এলফদের রুণ অক্ষর ব্যবহার করে না।

এ্যারাগর্ণ বলল, সে নিজের আসল নাম ব্যবহার করে না, এমনকি সে কারোর উচ্চারণ করার অনুমতি পর্যন্ত দেয় না। সে সাদা রং ব্যবহার করে না। অর্করা বারাড্ডুরের সাউরান সেবায় লোহিত চোখের (Red Eye) চিহ্ন ব্যবহার করে।

সে এক মুহূর্ত ভেবে আবার বলল, বোধ হয়, 'এস' সারুম্যানের প্রতীক। আইজেন গার্ডে দুর্বৃত্ত পা রেখেছে এবং ওয়েষ্ট (West) আর নিরাপদ না। গ্যাণ্ডালফের ধারণাই ঠিক হল। বিশ্বাসঘাতক সারুম্যান কোনভাবে আমাদের খবর জেনে গেছে। খুব সম্ভবত

গ্যাণ্ডালফের পতনের কথা শুনেছে। মারিয়ার গুপ্তচররা সম্ভবত লরিয়েনের রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়েছে বা তারা সে অঞ্চল এড়িয়ে অন্য পথে আইজেন গার্ডে প্রবেশ করেছে। অর্করা দ্রুত পথ চলে। কিন্তু সারুম্যান অনেকভাবে খবর শোনে, তোমাদের কি পাখিদের কথা মনে আছে?

গিম্‌লি বলল, না: আমাদের ধাঁধার উত্তর দেবার সময় নাই। চলো ব্রোমিরকে নিয়ে যাই।

এ্যারাগর্ণ বলল, তারপর কিন্তু উত্তর দিতে হবে, সঠিক পথ বেছে নিতে হবে।

গিম্‌লি বলল, মনে হয় বাছার কোন সময় নেই। কুঠারখানা নিয়ে ডুয়ার্ফ কিছু ডাল কাটল। এগুলো দিয়ে ধনুকের রশির সাহায্যে চালা তৈরি করা হল যার ওপরে তারা আলখিল্লা বিছিয়ে দিল। এ নামকাম ওয়াস্তে শবযানে ব্রোমিরের লাশ নদীতীরে নেয়া হল। সাথীরা তার শেষ যুদ্ধের সূচক কিছু তার সাথে দিতে চাইল। ব্রোামির ছিল যেমন দীর্ঘ তেমন শক্তিশালী তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল না।

ইতোমধ্যে ল্যাগোলার্স জানাল তীরে মাত্র দুখানা নৌকা ছিল এবং অন্যগুলো যে লাপাত্তা।

এ্যারাগর্ণ জিজ্ঞাসা করল, অর্করা সেখানে গেছে কি?

গিম্‌লির জবাব, আমরা তেমন আলামত পাইনি। অর্করা সমস্ত নৌকা এবং মালপত্র সিজ বা ধ্বংস করে থাকতে পারে।

তারা এখন ব্রোমিরকে নৌকার মাঝখানে শোয়াল, ধূসর হুড লম্বা কাল চুলগুলি আঁচড়িয়ে বাঁধের উপরে সুবিন্যস্ত করা ছিল লরিয়েনের সোনালী কোটিবন্ধ তার কোমরে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল, পাশে ছিল শিরস্ত্রাণ। কোলের মধ্যে ছিল তার দ্বিখণ্ডিত হর্ণ, তলোয়ার এর বাট আর বিচূর্ণ অংশ। তার পায়ের নিচে ছিল শত্রুদের তলোয়ারগুলো। তারপর শবযানের অগ্রভাগ অন্য নৌকার পশ্চাদভাগের বেঁধে নিয়ে তারা তীর বরাবর চলল। দ্রুত ধাবমান এক চ্যানেলের মধ্য দিয়ে নৌকা পার্থ গ্রালেনের শ্যামল তৃণভূমি পেরিয়ে গেল। টল ব্রাণ্ডিরের শক্ত ধার ঝলমল করে উঠল। এখন মধ্য বিকাল। দক্ষিণে রাউরাসের তরুতে ঝিলিমিলি আবছা সোনালী দেখাল। জলপ্রপাতের বজ্রগর্জন থমথমে হাওয়ায় দোলা দিল।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারা শবের নৌকা ছেড়ে দিল। এখন ব্রোমির একাগুয়ে বিশ্রাম আর শান্তিময় পরিবেশে প্রবাহমান পানিবক্ষে ভেসে চলল। সোনালী আলোয় দূর থেকে দূরে সরে যেতে যেতে অকস্মাৎ হারিয়ে গেল। রাউরাস অপরিবর্তনীয়ভাবে চেঁচিয়ে চলল। রিভার ডিনেথর পুত্রকে চিরদিনের মত নিয়ে গেল, মিনাস্ট্রিথের হোয়াইট টাওয়ারে প্রভাত বেলায় আর তাকে দণ্ডায়মান দেখা যাবে না। কিন্তু গণ্ডরে অনেক দিন চলা হত যে নৌকা জল প্রপাত, তরঙ্গয়াতিত জলরাশি পেরিয়ে অসগ্লিয়াথের মধ্য দিয়ে আন্দুইনের বহুবাক ছাড়িয়ে রাতের তারকাতলের মহাসাগরে (Great Sea) নেমে পড়েছিল।

কিছুক্ষণের জন্য তিন সাথী তার পানে তাকিয়ে নিরবে দাঁড়িয়েছিল। তারপর এ্যারাগর্ণ

কথা বলল, হোয়াইট টাওয়ার থেকে লোকে তাকে খুঁজবে। কিন্তু সে আর আসবে না। অতপর সে গান ধরলঃ

রোহানের জলাবিল, তৃণভূমি সব পেরিয়ে
প্রাচীর ঘেঁষে ঐ পশ্চিমা বায়ু আসছে ধেয়ে।
'খবর কি হে মুসাফির বায়ু বলবে রাতে ডেকে
ব্রোমির কোথায়, চন্দ্র তারকালোকে?'
' দেখেছি তারে হাঁটতে আমি ধুঁধু ঐ জনারণ্যে,
দেখেছি তারে ছুটতে আমি উত্তরের ওই তিমিরে।
তারপরে আর বারেক চেয়ে হেরিনি তারে,
উত্তরী বায় মনে কয়, শিঙা বাজাতে শুনেছে তারে।'
'ওরে ব্রোমির! পশ্চিম সোপান হতে এ চোখ চেয়েছিল দূরে,
অথচ তুমি নির্জনপুরী থেকে এলে না ফিরে'।

তারপর ল্যাগোলাস গাইল:

সাগর মোহনা, মরুর পাহাড় হয়ে
দক্ষিণা বায়ু এসেছে অমনি ধেঁয়ে,
হুংকার তুলেছে গেটে (Gate of kings)
আর শঙ্খবিলাপ এনেছে বয়ে।
'দক্ষিণের খবর বল, হে দীর্ঘশ্বাসী বায়, জানবে কি সাঁঝে?
কোনখানে সে, পরান প্রিয় ব্রোমির, শোকাতুর আমি, চলে গেল সে যে!'
'থাকে সে কোথা শুননা আমার কাছে, কংকাল সব সেখানে পড়ে,
ঝড়ো আকাশতলে, শুক্লতীর আর কৃষ্ণ তীরে,
অনেকগুলি আন্দুইন গেছে ফেলে খুঁজতে সাগরে।
শুধাও আমায় উত্তরি বায় কেমন
সেত আমায় খবর দিয়ে এই পাঠাল যেমন!'
'ওরে ব্রোমির! গেট পেরিয়ে সাগরপানে পথ যে গেছে দক্ষিণে,
কিন্তু আসল শুধু শংখচিল কোন খবর চিনে।'

আবার গাইল এ্যারাগর্ণ:

গেট অব দ্য কিং হয়ে উত্তরি বায় চলে,
রাউরাসের ওই বজ্র হুংকার ফেলে।
টাওয়ার ধারে উচ্চতারে
শিঙাটি তার বাজত অভিসারে।

উত্তরের খবর কি হে শক্তিমতী সমীকরণ, কইবে আমারে?
ব্রোমির কোথায়, ভয়শুন্য? সে যে এখন অনেক দূরে।
'শুনেছি তার চিৎকার এ্যামন হেনতলে, লড়েছি বহু শত্রু সাথে।
দুভাগ হওয়া বর্ম আর ভাঙ্গা অসি চলে গেছে নদী পথে।
উন্নত শির সেই জ্বাজল্যমান কায়া সব কিছু আছে ঠিক,
আর রাউরাস, সোনালী উর্মিমালা কিছুতে যায়নি উল্টো দিক।'
'আরে ব্রোমির! টাওয়ার অবগার্ড উত্তর পানে নিত্য চেয়ে যে রবে
সবকিছু এ ধরনী বুকের ক্ষয়ে না যাবে যবে।'

শেষকৃত্যানুষ্ঠান সমাপ্ত হল, দ্রুত তারা পার্থগ্যালেনের দিকে ফিরল। গিম্‌লি বলল, তোমরা পূর্বের হাওয়া আমার জন্যে রেখে দিলে। কিন্তু আমি কিছু বলব না।

এ্যারাগর্ণ বলল, উচিৎ কাজ করেছে। তারা মিনাষ্ট্রিথে পূবালী বায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তবে তারা তার কাছে কোন খবর জানতে চায় না। কিন্তু এখন ব্রোমির তার পথ ধরেছে, এবং আমরা আমাদের পথে চলব।

মাটির দিকে ঝুঁকে সে সবুজ প্রান্তরকে জরিপ করে নিল। সে বলল, কোন অর্ক এদিকে আসেনি। আবার নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এ স্থানটা আমাদের পদচিহ্নে ভরা। জানিনা, ফ্রোডোকে খোঁজা শুরু করার পর কোন হবিট এখানে ফিরে এসেছিল কিনা। সে তীরের দিকে ফিরে গেল, যেখানে দাঁড়াল তার কাছ থেকেই একটা ক্ষুদ্র নালা নদীতে নেমে ছিল। 'এখ্যানে কিছু স্পষ্ট পদচিহ্ন আছে। সে বলল, 'একজন হবিট পানি পার হয়েছে এবং আবার ফিরেছে। কতক্ষণ আগে তা বলতে পারব না।'

গিম্‌লি বলল, তাহলে এ ধাঁধাঁ তুমি বুঝলে কি করে?

এ্যারাগর্ণ তাৎক্ষণিক জবাব না দিয়ে শিবিরে ফিরে গিয়ে লাগেজের প্রতি দৃষ্টি বোলাল। সে বলল, দুটো প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে না। একটা নিশ্চয় শ্যামের হবে, তাহলে জবাব হল: ফ্রোডো নৌকা করে গেছে, সঙ্গে ভৃত্য। আমরা বাইরে থাকাকালীন সে এখানে ফিরেছিল। পাহাড়ে উঠবার সময়ে শ্যামের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তাকে আমাকে অনুসরণ করতে বলেছিলাম। প্রত্যক্ষভাবে সে তা করেনি। সে তার মনিবের মানসিক অবস্থা টের পেয়েছিল। তাই ফ্রোডোর পক্ষে তাকে ফেলে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

গিম্‌লি বলল, কিন্তু কোন কিছু না জানিয়ে আমাদের ফেলে গেল কেন? আশ্চর্য কাণ্ড!

এ্যারাগর্ণ বলল, এবং সাহসী কাণ্ড বটে। ভাবছি শ্যামের কথাই সঠিক। ফ্রোডো তার কোন বন্ধুকে যমপুরী মর্ডরে নিয়ে যেতে চায়নি। কিন্তু সে জানত তাকে একাই যেতে হবে। আমাদের কাছ থেকে পৃথক হওয়ার পর তার কিছু একটা ঘটেছিল।

ল্যাগোলাস বলল, সম্ভবত শিকারি অর্কের ভয়ে পালিয়েছে। এ্যারাগর্ণ বলল, নিশ্চয়ই পালিয়েছিল। তবে অর্কদের ভয়ে না। এ্যারাগর্ণ ব্রোমিরের শেষ কথাগুলো নিজের মধ্যে আটকে রাখল।

ল্যাগোলাস বলল, আচ্ছা, এখন অন্তত এটুকু বুঝলাম যে ফ্রোডো নদীর একুলে আর নেই, শ্যাম সাথে আছে। শুধুমাত্র সে তার মালপত্র নিতে পারে।

গিম্‌লি বলল, তাহলে এখন আমাদের কাজ হল, হয় বাকি নাওগুলো নিয়ে ফ্রোডোকে অনুসরণ করা না হয় পায়ে হেঁটে অর্কদের অনুসরণ করা। দুটোই ক্ষীণ আশার ব্যাপারতো ইতোমধ্যে মূল্যবান সময় অপচয় হয়ে গেছে।

এ্যারাগর্ণ বলল, আমাকে ভাবতে দাও! আমি একটা সঠিক পন্থা বাতলাতে পারি, যাতে করে আজকের দিনের রাহুদশার পরিবর্তন হতে পারে। কিছুক্ষণ সে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে থাকল। আমি অর্কদের পিছু নেই' সে বলল। আমি অর্কদের অনুসরণ করব। ফ্রোডোর সাথে আমি মর্ডরে যেতে পারতাম। কিন্তু অরণ্যভূমে তাকে খোঁজার অঙ্গ দুটো জীবনকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করা। আমার মন পানির মত বুঝতে পারছে রিংবাহকের পরিণতি আর আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। কোম্পানী তার দায়িত্ব পালন করেছে। তবু আমরা যারা আছি তারা এক বিন্দু শক্তি থাকতে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারি না। এসো! এখন যাই। ফেলার মত যা কিছু আছে পিছনে ফেলে যাব। রাত দিন এগোব।

শেষ নৌকাখানি ডাঙ্গায় তুলে তারা গাছের নিচে উপুড় করল। তার নিচেই অপ্রয়োজনীয় এবং পরিবহন অসাধ্য মালপত্র রাখল। তারপর পার্থ গ্যালেন ছাড়ল। ব্রোমিরের পতনস্থলে পৌঁছাতে বিকেল গড়িয়ে গেল। সেখান থেকে তারা অর্কদের চলার পথ সহজেই খুঁজে নিল।

ল্যাগোলাস বলল, এমন পদবিক্ষেপে অন্য কিছু চলে না। মনে হচ্ছে নারকীয় সুখ উপভোগ করতে করতে অর্করা তাধিং তাধিং করে চলে গেছে।

এ্যারাগর্ণ বলল, তবে তারা সবেগে হেঁটেও ক্লান্ত হয় না। এবং পরে সম্ভবত আমাদের শক্ত জমিতে পথ খুঁজতে হবে।

গিম্‌লি বলল, চলো তাই করি। ডুয়ার্ফরাও হাঁটতে জানে, অর্কদের আগে ক্লান্ত হয় না। কিন্তু তাদেরকে আমরা অনেক পিছনে থেকে তাড়া করতে যাচ্ছি।

এ্যারাগর্ণ বলল, হ্যাঁ, আমাদের সবার ডুয়ার্ফদের মত সহ্য শক্তি দরকার। আশা নিরাশার মধ্যে আমরা শত্রু ধাওয়া করব। এসপার নয় ওসপার!

যদি তাড়াতাড়ি চলতে পারি, তবে তা হবে অর্কদের দুর্ভাগ্য! আর আমাদের তিন জ্ঞাতির (ডুয়ার্ক, মেন, এলফ) জন্য হবে এক বিস্ময়কর ইতিহাস। এগোয় শিকারীরা!

হরিণের মত সে সামনে ঝাপ মারল। বনের মধ্য দিয়ে শ্রান্তিহীন ভাবে তাদেরকে পরিচালিত করল। সে স্থির সংকল্পবদ্ধ। বন পিছনে রেখে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন দীর্ঘ, শক্ত ঢালে আরোহন করল, সূর্যালোক ইতোমধ্যে লোহিত হল। পাথুরে ভূখণ্ডে ধূসর ছায়া নামল। কাফেলা এগিয়ে চলল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রোহানের আরোহী

গাঢ় অন্ধকার। পশ্চাতে বৃক্ষমধ্যে কুয়াশার আবাস যা আবার আন্দুইনের অস্পষ্ট কিনারায় আনাগোনা করছিল। আকাশ নির্মেঘ। তারা জাগল। বাড়ন্ত চাঁদ পশ্চিমে হেলছিল, এবং পাহাড়ের ছায়াগুলি কালো হয়ে উঠছিল। পাহাড়ের পাদদেশে এসে তাদের পদধাপ মন্থর হল। কারো পদচিহ্ন অনুসরণ করে পথ চলা অত সহজ না। এখানে এ্যামিন মুইলের চূড়াগুলি হুঁচোট খাওয়া দীর্ঘ দু সারিতে বিভক্ত হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে গলে গেছে। প্রতিচূড়ার পশ্চিম পাশ দুরুহ রকমের খাড়া। কিন্তু পশ্চিম ঢালগুলো তুলনামূলক ইতিবাচক, সংকীর্ণ খাঁজযুক্ত তিন সহচর সারারাত ধরে অস্থিময় চূড়াগুলি টেনে হেঁচড়ে পার হয়ে অন্য পাশের গভীর উপত্যকার অন্ধকারে নামল।

ভোরের আগে ঝিঁঝি ডাকা মুহূর্ত তারা সেখানে সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম সারল। চন্দ্র অনেক দূরে চলে গেছে, উপরে তারারাজি মিটমিট করতে লাগল। পিছনের পাহাড় শ্রেণী এখনো দিনের প্রথম আলো দেখেনি এ্যারাগর্ণ এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকল। কারণ, অর্কদের পদচিহ্ন উপত্যকায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ল্যাগোলাস বলল, তারা কোন পথে গেছে মনে কর? আইজেন গার্ড বা ফাংগনের সোজাপথ ধরার জন্য উত্তর দিকে? নাকি এন্টাশের উদ্দেশে দক্ষিণে?

এ্যারাগর্ণ বলল, লক্ষ তাদের যাই থাক, তারা নদীর দিকে যাবে না। যদি না রোহানে যথেষ্ট বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থাকে এবং সারুম্যানের শক্তি সাংঘাতিক না বেড়ে থাকে তাহলে তারা রোহারিমের প্রান্তরে আড়পথ খুঁজবে। চল আমরা উত্তরে তল্লাসি চালাই!

উপত্যকা পাথুরে নালার মত পাহাড় শ্রেণীর মাঝ দিয়ে ছুটে গেছে। তলদেশে এক ক্ষুদে ঝর্ণা পড়ে আছে। ডালে এক খাড়া চূড়া কঠোর চোখে তাকিয়ে আছে। আর তাদের বামে আছে ধূসর ঢালসমূহ, শেষ রাতে নিষ্প্রভ ও ছায়া সদৃশ দেখায়। দু এক মাইল কাফেলা উত্তর দিকে এগোয়।

এ্যারাগর্ণ ভূমিতে ইতিউতি দৃষ্টিপাত করে পদচিহ্ন খুঁজতে থাকে। ল্যাগোলাস কিছুটা সামনে থেকে আকস্মিক চিৎকার দিলে অন্যেরা সেদিকে দৌড়ে যায়।

সে বলল, 'যা আমরা খুঁজছি তার কিছুটা ইতোমধ্যে ছেড়ে এসেছি। দেখ! সে আঙ্গুল ইশারা করল, এবং কিছুক্ষণ আগে ঢালের পাদদেশে সেগুলিকে তারা বড় পাথরখণ্ড ভেবেছিল তা আসলে গায়ে গায়ে লেগে থাকা কতক দেহ। অর্কদের পাঁচটি লাশ। নিষ্ঠুর ভাবে কুঁচি কুঁচি করা, দুটো দেহ মুণ্ডুহীন। মাটি কালো রক্তে রঞ্জিত।

গিম্‌লি বলল, যা তুমি হিসেব কর না কেন, আশাব্যঞ্জক কিছু ভাবছি। অর্কদের শত্রুরা

আমাদের দোস্ত হতে পারে। এ পাহাড়ে কেউ বাস করে?

এ্যারাগর্ণ বলল, না। রোহিরিমের কেউ কেউ কদাচিৎ এখানে আসে। কিন্তু তা মিনাষ্ট্রিথ থেকে দূরে। মনে হয় মেনদের কোন গ্রুপ কোন কারনে এখানে অনুসন্ধানে এসেছিল।

গিম্‌লি বলল, তুমি কী মনে কর?

এ্যারাগর্ণ জবাব দিল, মনে হচ্ছে , শত্রুরাই সঙ্গে করে শত্রু নিয়ে এসেছিল। এগুলি দূর-দুরান্তের নর্দার্ন অর্ক। নিহতদের মধ্যে অদ্ভুত ব্যাজ পরিহিত কোন বড় অর্ক নেই। আমার অনুমান ঝগড়া লেগেছিল, আজেবাজে লোকদের পক্ষে এটা অসম্ভব কিছু না। পথ নির্দেশনা নিয়ে বোধ হয় বিবাদ বেঁধেছিল।

গিম্‌লি বলল, অথবা বন্দীদের নিয়ে। আমরা ভাবতে পারি তাদের শেষ মীমাংসা (বন্দীদের ব্যাপারে) এখানে হয়নি।

এ্যারাগর্ণ খানিকটা সময় জমিনে নিরিক্ষা চালাল, কোন মারামারির আলামত পাওয়া গেল না। তারা সামলে চলল। বিবর্ণ পূবালী আকাশ দেখা দিল, তারাগুলি ভস্ম হতে থাকল এবং ধূসর একটা আলো ধীরে প্রকটিত হতে লাগল। আর একটু উত্তরে এক ভাঁজের মধ্যে এঁকেবেঁকে চলনরত একটা ছোট্ট নদী পাথুরে পথ করে উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে নেমে পড়েছে। এটার ভিতরে কিছু লতাগুল্ম এবং দুপাড়ে ছিল ঘাসের চাপড়া।

এ্যারাগর্ণ শেষ পর্যন্ত পথটি পেল। তর্ক বিতর্কের পর অর্করা এ পথেই গিয়েছিল।

অনুসরণকারীরা চটপট নতুন পথ ধরল। রাতের বিশ্রামে নবতেজ লাভ করে তারা পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত ধূসর পাহাড় শীর্ষে পৌছাল। তাদের কেশ আর আলখিল্লায় কোমল পবন পরশ বুলিয়ে দিল: প্রভাতের কনকনে হাওয়া পিছনে তাকিয়ে রিভারের ওপর প্রজ্বলিত পাহাড়গুলি দেখল। সুর্যের লোহিত কিনারা দিগন্ত রেখায় ভেসে উঠল। তাদের সামনের পৃথিবী নিরব, আকারহীন ধূসর। তারপর রাতের আঁধার মিলিয়ে গেল, জাগরিত ধরনীর রং ফিরে আসল। রোহানের সুবিশাল প্রাঙ্গন সবুজে ভরে উঠল। তাদের বামে প্রায় ত্রিশ লিগ দূরে নীল আর বেগুনী লাল হোয়াইট মাউন্টেন দাঁড়িয়েছিল, জেট ব্লাক চূড়া সমন্বিত, চিকচিকে তুষার টুপি পরিহিত, প্রভাতের গোলাপী আভায় স্নিগ্ধ।

এ্যারাগর্ণ চিৎকার ছুড়ল, গণ্ডর! গণ্ডর! যদি সুসময়ে আর একবার তোমার দিকে ফিরে তাকাতাম! এখনো আমার পথ তোমার দক্ষিণা স্রোতস্বিনীর দিকে না।

গণ্ডর! আজো পড়ে তুমি পর্বত সাগর মাঝে!

পশ্চিমা বায় বইত সেথা; সাবেক বাজার কানন মাঝে

রূপালী বৃক্ষ (silver tree) পরে আলোক বৃষ্টি ঝরে।

গর্বিত প্রাচীর! হোয়াইট টাওয়ার! হে পালক মুকুট সোনালী রাজাসন! হে গণ্ডর, গণ্ডর! মেনরা সবে কি রূপালী গাছে আবার ফেলবে নয়ন,

বা পশ্চিমা বায় বহিবে কি আর আগের মতন?

এখন যাই চল – সে বলল, দক্ষিণ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পশ্চিম আর উত্তর পানে নিক্ষেপ করল।

সাথীদের পদতলে অবস্থিত চূড়াটি সরাসরি নিচের দিকে খাড়া হয়ে নেমেছিল।

এটার নিচে প্রায় কুড়ি ফ্যাদম দূরে প্রশস্থ, এবড়ো থেবড়ো এক তাকের মত ছিল যা আকস্মিকভাবে দূরারোহ এক ছোট্ট পাহাড় কিনারায় শেষ হল। এভাবে এ্যামিন মুইল রোহিরিমের সবুজ সমতল ভূমি দেখতে পেল।

উপরে বিবর্ণ আকাশপানে আঙ্গুল তুলে ল্যাগোলাস মোটা গলায় বলল, তাকাও! আবার ঈগল এসেছে। মনে হচ্ছে এ এলাকা থেকে অনেক দূরে। দেখ, কত বেগে ছুটছে। এ্যারাগর্ণ বলল, প্রিয়তম ল্যাগোলাস! আমি কিন্তু দেখছি। নিশ্চয়ই অনেক উপরে উড়ছে। এটা যদি আগের ঈগলটি হয় তবে কী বার্তা আনল কি জানি। কিন্তু লক্ষ কর। নিকটে সমভূমিতে অধিক বেগবান কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ওখানে কী যেন নড়াচড়া করছে।

হ্যাঁ, অনেক কিছু দেখা গেল। এটা ছিল পদাতিক এক বড় কাফেলা। ল্যাগোলাস ঠাহর করতে পারল না এরা কোন প্রজাতির মানব। তারা আনুমানিক বার লিগ দূরে ছিল।

গিম্‌লি বলল, মনে হয় আমাদের আর পদচিহ্ন দেখে পথ খোঁজার দরকার নেই। যত সত্বর সম্ভব এ সমভূমি দিয়ে কোন পথ বের করা যাক।

এ্যারাগর্ণ বলল, আমার সন্দেহ হয়, অর্কদের আগে তাড়াতাড়ি কোন পথ তুমি খুঁজে পাবে কিনা যা আবার অর্করা নির্বাচন করতে পারে।

তারা এখন দিবালোকে শত্রুদের অনুসরণ করল। মনে হল অর্করা সর্বাত্মক বেগে চলেছে। মাঝে মধ্যে অনুসরণ কারিরা তাদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র দেখতে পেল: খাবারের থলি, শক্ত রুটির ছাল, একটা কালো আলখিল্লা, স্নাইকওয়ালা লোহার ভারী ভাঙ্গা জুতা শত্রুই চিহ্ন তাদেরকে একটা বন্ধুর উতরাই বরাবর উপরের দিকে নিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এক গভীর পাথুরে ফাঁটলে পৌছাল যেখন থেকে এক ক্ষুদে জলধারা কলকল করে নিচে নামছে। সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্যে একটি খাড়া সিঁড়িপথ যা সমতলভূমিতে নেমে পড়ে ছিল। তলদেশে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তারা রোহানের তৃণভূমি পেয়ে গেল। এটা সুবিস্তীর্ণ, এ্যামিন মুইলের পাদদেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পড়ন্ত জলধারা ঘন হেলেঞ্চা লতাগুল্মের মধ্যে হারিয়ে গেল এবং তারা দূরে সবুজ টানেলের মধ্যে এটার টুং টাং শব্দ শুনতে পেল। কাফেলা মনে করল তারা পাহাড়ের পিছনে শীতকাল ত্যাগ করে এসেছে। তাদের বর্তমান পরিবেশের বাতাস কোমল, উষ্ণ আর কিছুটা সুধাময় যেন ইতোমধ্যেই ঋতুরাজের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। ল্যাগোলাস এমনভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানল যেন মরু ভূমিতে বুকের ছাতি ফাটানো তৃষ্ণা নিবারন করতে সক্ষম হল।

সে বলল, আহ! কি তাজা ঘ্রাণ! ঘুম থেকে আরাম দায়ক। এসো দৌড়াই!

এ্যারাগর্ণ বলল, এখানে হালকা পা দ্রুত চলবে অর্কদের চেয়েও দ্রুত। এখন আমরা তাদের নিডরানকেহ্রাস করার সুযোগ পেয়েছি!

তারা শিকারের গন্ধ পাবার মত করে শিকারি কুকুরের মত চোখে আলোর ঝলকানি সারিবদ্ধভাবে চলল। একটুখানি পশ্চিমে সুগন্ধি কিছু ঘাস মাটির সাথে লেপটে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল, দানবাকায় কোন অমার্জিত পায়ের পিড়নে অনেকটা এরকম হয়। এ্যারাগর্ণ চিৎকার পেড়ে একপাশে ঘুরল।

'থামো! আর আমার পিছু এসো না!' সে দ্রুত ডান দিকে দৌড়াল। সেদিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টমণ্ডিত কিছু পদচিহ্ন গিয়েছিল। এ চিহ্ন সামান্য এগিয়ে আবার পূর্বোক্ত স্থানে ফিরে এসে অন্যান্য ফুটপ্রিন্টের সাথে একাকার হতে দেখা গেল। শেষপ্রান্ত থেকে ঘাসের উপর থেকে কিছু একটা কুড়িয়ে নিয়ে এ্যারাগর্ণ চটপট ফিরে আসল।

সে বলল, 'হ্যাঁ, পুরো স্পষ্ট এতো কোন হবিটের পদচিহ্ন, মনে হয় পিপিনের। সে অন্য সবার থেকে ক্ষুদে। দেখো তোমরা!' সে এমন একটা কিছু সামনে এগিয়ে ধরল যা রোদে ঝিকমিক করছিল। সেই বৃক্ষশূন্য সমভূমিতে এটাকে বিচবৃক্ষের কচিপাতার মত অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ল্যাগোলাস, গিম্‌লি একসুরে বলল, এটা এলভেন আলখিল্লায় ব্রুচ (অলংকারময় স্টিকার)!

এ্যারাগর্ণ বলল, লরিয়েনের পাতা এমনিতে পড়ে না। এটা দৈবক্রমে ঝরেনি। নিশ্চই দৃষ্টি আকর্ষণী কোন ইংগিত। মনে হয়, পদচিহ্ন বিশিষ্ট পথ থেকে পিপিন দৌড় মেরে পালিয়ে ছিল।

গিম্‌লি বলল, তাহলে একমাত্র সে-ই বেঁচে ছিল। আর এটা এবং পদছাপ রেখে গিয়ে উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রেখেছে।

উৎসাহব্যাঞ্জক। অযথা আর আমরা পিছু ধাওয়া করব না।

ল্যাগোলাস বলল, তাহলে ধরে নেয়া যায় সে তার সাহসিকতাকে অত সস্তায় বিকিয়ে দেয়নি। এসো, আমরা যাই! এই হর্ষোৎফুল্ল যুবা হবিটের চিন্তা আমার অন্তর পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে।

দিবাকর মর্ধাহ্নে উপনীত হবার পর ধীরে পশ্চিমে হেলতে লাগল। দূর দক্ষিণের সাগর বুকের হালকা মেঘ মৃদু হাওয়ায় প্রবাহিত হচ্ছিল। সুর্য ডুবল। পিছনে ছায়া নামল যা ইষ্ট (East) থেকে দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে। এখনো অনুসরণকারীরা সামনে যেতে লাগল। ব্রোমির মারা যাবার পর একদিন চলে গেল, এবং অর্করা অনেক আগে সমভূমিতে তাদের আর কোন ফেলে যাওয়া চিহ্ন পাওয়া গেল না।

চারিধারে রাতের ছায়া আপতিত হলে এ্যারাগর্ণ থামল। দিনে মাত্র দু'বারের সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম হয়েছে, এবং বারো গিল দূরত্ব অতিক্রম করা হয়েছে। সে বলল, আমরা কি রাতে বিরাম নেব, নাকি যতক্ষণ শক্তি আছে ততক্ষণ চালিয়ে যাব? অবশ্যই এটা এক কঠিন সিদ্ধান্ত।

ল্যাগোলাস বলল, শত্রুরা বিরাম না নিলে অনেক পিছনে পড়ে যাব, যদি আমরা ঘুমাই।

গিম্‌লি বলল, অর্করা পথে থামবে আমরা নিশ্চিত?

ল্যাগোলাস বলল, তারা দিনে উন্মুক্তভাবে কদাচিৎ হাটে। নিশ্চই তারা রাতে বিশ্রাম করবে না।

গিম্‌লি বলল, কিন্তু রাতে হেঁটে আমরা তাদের পিছু নিতে পারব না।

ল্যাগোলাস বলল, যতদূর বোঝা যাচ্ছে, পদচিহ্ন ডান বাম কোন দিকে বেঁকে যায় নি।

এ্যারাগর্ণ বলল, তাই বোধ হয়। অন্ধকারে চলতে আমরা পারব। কিন্তু যদি পদছাপ কোন দিকে বেঁকে যায়, তবে তা দিবালোকে আবার খুঁজে নিতে বিলম্ব হবে।

গিম্‌লি বলল, এবং এও ঠিক যে শুধুমাত্র দিনে আমরা পথ খুঁজে পাব। যদি কোন কয়েদি পূর্ব দিকে পালায়, ধরো রিভারের দিকে মর্ডরের দিকে, আমরা চিহ্নগুলি ছেড়ে যেতে পারি। কোন দিন জানতে পারব না।

এ্যারাগর্ণ বলল, তথাস্ত। কিন্তু আমি যদি ঠিক মত চিহ্নগুলি পর্যালোচনা করি, সাদা হাতের (White hand) অর্করা প্রভাব বিস্তার করার সময় পাবে, এবং এখন পুরো দলটি আইজেন গার্ড অভিমুখী। তাদের বর্তমান পথ এরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গিম্‌লি বলল, তারপরও তাদের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করে নিশ্চিত হওয়া হঠকারিতা হবে। পলায়নের ব্যাপারে কী হবে? আমাদের অন্ধকারেই চিহ্নগুলো অতিক্রম করা উচিৎ ছিল যা তোমাকে ক্রুচের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

ল্যাগোলাস বলল, অর্করা তখন দ্বিগুণ প্রহরার ব্যবস্থা রাখবে, আর কয়েদিরা থাকবে আরো ক্লান্ত। যদি আমরা কিছু একটা না করি, তবে দোসরাবার পালাবার সুযোগ হবে না। কিভাবে কি করা যায় বুঝতে পারছি না। প্রথমেই আমাদের ওভারটেক করতে হবে।

গিম্‌লি বলল, তবে আমি ডুয়ার্ফ যে অসংখ্য অভিযানে অভিজ্ঞ এমনকি আমার সম্প্রদায়ের কেউ বিরতি ছাড়া একদমে আইজেনগার্ডে পৌঁছাতে পারবে না। আমার অন্তরটাও পোড়ে। আমি দ্রুত যাত্রারাম্ভ করতে পারতাম। কিন্তু ভালভাবে দৌড়ানোর জন্য অবশ্যই একটু বিশ্রাম দরকার। আর এটা করার জন্যে অন্ধকার রাতই হবে উপযুক্ত।

এ্যারাগর্ণ আগেই জানত এটা কঠিন সিদ্ধান্ত। সে এখনো এ বিতর্কের সূরাহা জানে না। অথচ সে সাথীদের পথ নির্দেশক, পিছু ধাওয়া করাতে সুদক্ষ। তাকেই রায় ঘোষণা করতে হবে। ল্যাগোলাস চায় একত্রে সামনে এগুতে। এ ব্যাপারে এ্যারাগর্ণের মতামত দরকার। এ্যারাগর্ণ স্বীয় মতামতকে এখন খামাখা ভাবছে। কারণ অর্গানিথ থেকে তার জল্পনা কল্পনা ভুলে পর্যবসিত হয়েছে। উত্তর, পশ্চিমের জটপাকানো অন্ধকারের দিকে ফিরে সে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকল।

পরিশেষে সে মুখ খুলল, অন্ধকারে আমরা যাবো না। পদচিহ্ন এবং অন্যকারোর যাতায়াতের বিষয়ে বেখেয়াল হলে আরো বিপদের সম্ভাবনা আছে। যথেষ্ট জোৎস্না থাকলে, কাজে লাগাতে পারতাম, কিন্তু হায়! চন্দ্র আগেভাগে ডুবে গেছে, সে আবার নবাগত ও ফ্যাকাশে।

'এবং আজ রাতে সে ঢাকা থাকবে,' ফিসফিস করে গিম্‌লি বলল। 'লেডি যদি আমাদের ফ্রোডোর মত একটা প্রদীপ দিত!'

'এটা যাকে অর্পণ করা হয়েছে তার বেশি দরকার,' এ্যারাগর্ণ বলল, তার আয়ত্তেই সঠিক অনুসন্ধান। এমন সময়ে মহান কর্মযন্ত্রের আমাদের ভূমিকা নগণ্য হয়ে পড়েছে, এখন পিছু ধাওয়া করা বৃথা, না জয় না হয় ক্ষয়, এ মুহূর্তে আমি এমন কিছু ভাবছি। চলো, যতদুর পারা যায় সময় কাজে লাগাই।'

মাটিতে আছড়ে পড়ে সে তাৎক্ষণিক ঘুমিয়ে পড়ল। টিল ব্রাণ্ডিরের রাত থেকে সে ঘুমায়নি। আকাশে প্রভাতের আভাসের আগেই সে উঠে বসল। গিম্‌লি তখনো তন্দ্রামগ্ন। ল্যাগোলাস পবনহীন রাতের কিশোর বৃক্ষের মত ভাবুক, নির্বাকচিত্তে দাঁড়িয়ে উত্তরের গুমোট আঁধারে হতাশ দৃষ্টি ফেলে রাখল। এ্যারাগর্ণের দিকে ফিরে ব্যথিত হৃদয়ে বলল, তারা এখন অনেক অনেক দূরে। মন বলেছে তারা রাতে বিশ্রাম নেয়নি। একমাত্র কোন ঈগলই তাদের ওভারটেক করতে পারে।

এ্যারাগর্ণ বলল, তবুও তাদের আমরা অনুসরণ করব। সে ডুয়ার্ফকে জাগালো। 'এসো! আমরা এখনই যাব' সে বলল, ঘ্রাণ নিস্তেজ হয়ে আসছে।'

গিম্‌লির মতে এখনো অন্ধকার। তাছাড়া সূর্য না উঠা পর্যন্ত পাহাড় শীর্ষে চড়ে ল্যাগোলাস অর্কদের দেখতে পাবে না। আবার ল্যাগোলাস ভাবছে তারা কোন কায়দায় তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে কিনা।

'দৃষ্টি যেখানে ব্যর্থ হবে মাটি সেখানে খবর বলবে,' এ্যারাগর্ণ বলল, 'তাদের জঘন্য পদচাপে জমিন আলবত আর্তনাদ করে উঠবে'। সে ঘাসে ঢাকা জমিতে কান চেপে গতরের আলস্য ঝাড়ল। তারপর দীর্ঘক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকল। ঝলমলে প্রভাতের মলিন আলোয় চারদিক ভরে গেল। পরিশেষে সে গাত্রোত্থান করলে সাথীরা তার মুখ দেখতে পেল। সমস্যা ক্লিষ্ট পাণ্ডুর বদন।

সে বলল, মাটির খবর অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ। এখনকার কতক মাইলের মধ্যে কোন কিছু হাঁটাহাঁটি করছে না। আমাদের শত্রুরা ফাঁকা পা ফেলে। তবে অশ্বখুরের আওয়াজ খুব বেশি। নিদ্রার মধ্যে এমন আওয়াজ শুনে আমার স্বপ্ন বিঘ্নিত হয়েছে। দেখলাম ঘোটক দল পশ্চিমে যাচ্ছে। কিন্তু এখন সেগুলি আমাদের ছেড়ে বহু উত্তরে চলে গেছে। এ ভূখণ্ডে কী ঘটছে তাই ভাবছি।

ল্যাগোলাস বলল, চল আমরা যাই!

পিছু ধাওয়ার তৃতীয় দিবস শুরু হল। রোদেলা মেঘলা আবহাওয়ায় তারা কদাচিৎ থেমে ছিল। তখনও লম্বা পদবিক্ষেপে হাঁটল, কখনো ওরা দৌড়াল। কোন ক্লান্তিই তাদের ভেতরের আগুনকে নেভাতে পারল না। প্রায় নির্বাক হয়ে সুবিশাল নির্জন প্রান্তরে পথ চলতে লাগল। ধূসর-সবুজ মাঠের পটভূমিতে তাদের এলভেন আলখিল্লা মিশে গেল। এমনকি মধ্যাহ্নের খাড়া সুর্যালোকের খুব কাছ থেকে এলফ্‌দের চোখ ছাড়া অন্য কোন চোখে তা পড়বে না। দূর থেকে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। মাঝে মাঝে লরিয়েনের লেমবাস

(কেক) খেয়ে তারা নয়া শক্তিতে চলতে লাগল। খাদ্যসামগ্রী উপহারের জন্য লোডিকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না।

কোন বিরতি বা বাঁক ছাড়া শত্রুদের পথ একেবারে সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছিল। দিন আবার শেষ হলে তারা বৃক্ষশূন্য এক দীর্ঘ ঢালে পৌছাল। সেখান থেকে জমিন উঁচু হতে হতে কুঁজের মত, নিষ্পাদপ ভূমিতে পৌছাল। অর্কদের চিহ্ন ক্ষীণ হতে শুরু করল। কারণ মাটি শক্ত আর তৃণ (ঘাস) খাটো। বামে খানিক দূর থেকে এন্টাশ নদী সবুজ চত্বরে রূপালী সুতোর মত বেঁকে চলল। চলমান আর কিছু দেখা গেল না। দক্ষিণে কুয়াশা, মেঘে ঢাকা মিষ্টি মাউন্টেন তলে রোহিরিমের বসতবাটিগুলি এখনো বহু লিগ দূরে। আগে হর্ণ লর্ডের তাদের রাজ্যের এই পূর্ব দিকস্থ ইস্টেনেমে (Estemnet) অসংখ্য অশ্ব প্রজনন ক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল। এবং এখানে শীতকালেও পশুপালকরা শিবির স্থাপন করে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করত। কিন্তু এখন চারিদিকে খাঁ খাঁ এখানকার নিরবতা শান্ত পরিবেশের নির্জনতার মত মনে হচ্ছে না।

গাঢ় অন্ধকারে আবার তারা থামল। রোহানের সমতলে সাথীরা চব্বিশ লীগের অধিক হেঁটেছে। পূর্বের ছায়া মধ্যে এ্যামিন মুইল ঢাকা পড়ে গেল। কুয়াশামাখা আকাশে জালি চাঁদ মিটমিট করছিল। আর নালায়েক আলোতে তারারাজি নিষ্প্রভ হল।

ল্যাগোলাস বলল, এখন থামাটা নিদারুন ব্যাপার। অর্করা আমাদের সামনে এমনভাবে ছুটছে যেন সাউরানের চাবুক সদাসর্বদা তাদেরকে শাসাচ্ছে। মনে হয় তারা এতক্ষণ জঙ্গলের কালা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে।

গিম্‌লি দাঁতে দাঁত পিষল। বলল, এ হল আমাদের আশা আর কঠোর শ্রমের তিক্ত যবনিকা।

এ্যারাগর্ণ বলল, সম্ভবত আশা কিন্তু কঠোর পরিশ্রম পণ্ড হয়নি। আমরা পিছু হটবোনা, যদিও আমি ক্লান্ত।' সে পূর্বের ফেলে আসা আঁধারের দিকে তাকাল। এ অঞ্চলে আশ্চর্য কিছু একটা আছে। এরূপ নিরবতাকে সন্দেহ হয়। এমনকি বিবর্ণ চাঁদকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তারাগুলি নিভু নিভু। আমি এমন পথশ্রান্ত কদাচিৎ হয়েছি, কোন রেঞ্জার পদচিহ্ন ধরে পথ চলতে এমন ক্লান্ত হয় না। এমন কোন শক্তি এখানে আছে, যা শত্রুদের গতির জোগান দিচ্ছে আর আমাদের সামনে অদৃশ্য বাঁধার প্রাচীর তুলে ধরছে। ক্লান্তি আমাদের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, শরীরে না'।

এ্যামিন মুইল থেকে নামার পর ল্যাগোলাস্‌ও এরকম ভেবেছে। অদৃশ্য শক্তি পিছনে না সামনে। সে রোহানের খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কাস্তে বাঁকা চাঁদের নিচে পশ্চিমের বিদ্‌ঘুটে অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

এ্যারাগর্ণ বিড় বিড় করে বলল, সারুম্যান! কিন্তু সে আমাদের পশ্চাদপসরণ করাবে না! আমরা আর একবার থামবই থামব; কারণ দেখো! এমনকি চাঁদ পর্যন্ত কুণ্ডলাকার মেঘের মধ্যে পড়ে আছে। প্রভাত ফিরে এলে আমাদের রাস্তা হবে উত্তরমুখী, অসমতল উচ্চভূমি আর জলাবিলের মধ্যিখান দিয়ে।

প্রভাত হতে না হতে ল্যাগোলাস জাগো! জাগো! শব্দ শুনল, সে থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এটা এক রক্তিম প্রত্যয়। জঙ্গলের আড়ালে অদ্ভুত কিছু একটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ভাল-মন্দ কিছু বুঝতে পারছি না। তবে আমাদের আহ্বান করা হচ্ছে! জাগো অন্যেরা তড়িঘড়ি করে উঠে পড়ে তাৎক্ষণিক আবার যাত্রা করল। নিষ্পাপ অসমতল ভূমি ধীরে ধীরে সন্নিকটস্থ হল। মধাহ্নের একঘণ্টা আগে তারা অসমতল উচ্চভূমিতে পৌছাল; সবুজ ঘাট, তৃণময় শুষ্কভূমি। সর্বদক্ষিণের ঢালে একটা বৃত্তাকার বলয় ছিল যেখানে ঘাসগুলি মুণ্ডন করা। এরমধ্যে অর্ক পদচিহ্ন পাওয়া গেল যেখান থেকে রাস্তা পাহাড় কিনারা ধরে উত্তরে চলে গেছে। এ্যারাগর্ণ চিহ্নগুলো খুঁটিয়ে দেখল।

সে বলল, তারা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিল। কিন্তু বহির্মুখী চিহ্নগুলি পুরনো মনে হচ্ছে। তোমার আশংকা ফলে গেল, ল্যাগোলাস। আমার ধারণা এখানে ছত্রিশ ঘণ্টা আগে অর্করা ছিল। যদি তারা এক নাগাড়ে চলে থাকে, তবে গতকালই তাদের ফাংগর্ণের সীমান্তে পৌছানোর কথা।

গিম্‌লী বলল, তা এখনো অনেক বাকি আমার অনুমান এ অসমতল উচ্চভূমি উত্তর দিকে আট লিগ বা আরও দূরত্বে চলে গেছে, তারপর উত্তর-পশ্চিমে এন্টাশের উৎসস্থানে অন্য এক বিশাল ভূখণ্ড আছে যা সম্ভবত আরো পনের লিগের পথ।

গিম্‌লী বলল, বেশ, চল আমরা সামনে যাই। আমার পদযুগল মাইলকে মাইল পথকে গ্রাহ্য করে না। মন একটু ফুরফুরে থাকলে এগুলো বেশ খেলে।

অসমতল উচ্চভূমির কাছাকাছি পৌছালে সূর্য দিগন্ত রেখায় নামল। তারা কতকঘণ্টা ধরে বিরামহীন এগুচ্ছে। এখন আস্তে হাঁটছে। গিম্‌লির মেরুদণ্ড বেঁকে এসেছে। কায়িক পরিশ্রম বা অভিমানের ব্যাপারে ডুয়ার্করা কংকর কঠিন। তবে এই অন্তহীন পিছু অনুসরণে তার মনোবলে এক আধটু চিড় ধরেছে বলা যায়। তার পিছনে আছে নীরব কঠিন এ্যারাগর্ণ। অনেকটা কুকুরের মত শুকে শুকে মাটিতে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে। ল্যাগোলাস বাতাসে ভেসে চলেছে তবে এলফ্‌দের রুটি থেকে সে সকল প্রকার পুষ্টি আহরণ করেছিল। সে ঘুমাতে পারত, যদিও এ মহামারির সময়ে এমন চোখ বোজাকে ঘুম হয়তো বলা যায় না। এমনকি এ বিশ্বের আলোতে সে চোখ খোলা রেখে চলে ছিল।

সে বলল, আমরা ওই সবুজ পাহাড় পদানত করব। ক্লান্তক্লিষ্ট হয়ে সবাই তাকে অনুসরণ করল। এটা ছিল অসমতল উচ্চভূমি গুলির সর্ব উত্তরের পাহাড় যা নগ্ন দেহে দণ্ডায়মান। সূর্যাস্তের পর সাঁঝের আঁধার পর্দার মত নামল। তারা এখন নিরাকার ধূসর পৃথিবীতে একাকী। কেবলমাত্র দূর উত্তর-পশ্চিমে গাঢ়তর অন্ধকার যার নীচে মিষ্টি মাউন্টেন ও জঙ্গল লুকিয়ে ছিল।

গিম্‌লি বলল, এখানে পথ চলার মত কোন আভাস দেখা যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা পড়ছে। এখানে বিশ্রাম করা যাক।

এ্যারাগর্ণ বলল,উত্তরি বাতাসে তুষারকণা মিশে আছে। ল্যাগোলাস বলল, এবং ভোরের আগে উত্তরি বায় পূবালী বায়ে পরিণত হবে। তবে পুরো নিরাশ হয়ো না। অনাগত

কাল অজানা থাকে। প্রায়ই সূর্যোদয়ের পর পরামর্শ মেলে।

গিম্‌লী বলল, পিছু ধাওয়া শুরু করার পথ থেকে তিনটে সূর্য উঠেছে এবং তা কোন পরামর্শ আনেনি।

রাত সাংঘাতিক হিমেল হয়ে উঠল। এ্যারাগর্ণ গিম্‌লি থেকে থেকে ঘুমাল, তারা জেগে ল্যাগোলাসকে পাশে দাঁড়ান দেখল মাঝে মাঝে স্ব-ভাষার গান মুখে নিয়ে এদিক সেদিক করছিল। এমতাবস্থায় উপরে সাদা তারা দেখা গেল। অতএব, নিশাবসান হল। উলঙ্গ নির্মেঘ ভোর। পূবালী বাতাস ছাড়ল। চারিধারে বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা ভূখণ্ড।

পূর্বদিকে রোহানের ঝড়ো উচ্চভূমির অকর্ষিত উন্মুক্ত প্রান্তর দেখা গেল যা অনেক দিন পূর্বে তারা গ্রেট রিভার থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। দশ ফিট দূরে বায়ু কোণে কাংগর্ণের কালো জঙ্গলের সদম্ভ উপস্থিতি টের পাওয়া গেল। তারও ওপারে মিষ্টি মাউন্টেনের সর্বশেষ দীর্ঘ চূড়া মেথেড্রাস (Methedrads) যেন মেঘের মধ্যে ভেলার মত ভাসছিল। সরু এন্টাশ জঙ্গল থেকে দ্রুত গতি সহকারে সে দিকে ছুটছিল। আর অর্ক পদচিহ্ন মোড় নিতে শুরু করল।

এ্যারাগর্ণ দূরের সবুজ অঙ্গবনে একটা ছায়া দেখল, দ্রুত চলমান অস্পষ্ট ছায়া। মাটিতে শুয়ে পড়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। দীর্ঘ সরু হাত দিয়ে দৃষ্টি আড়াল করে ল্যাগোলাস তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে কোন ছায়া দেখল না। দেখল প্রচুর সংখ্যক অশ্বারোহীর ক্ষুদ্র মূর্তি। তাদের বর্শাডগায় মৃত্যু পথযাত্রীর দৃষ্টি মধ্যে সকালের সরষে ফুলের মত কিছু প্রতিফলিত হচ্ছিল। তাদের অনেক পিছে বাঁকা সুতার মত হয়ে কালো ধোঁয়া উড়ছিল।

শূন্য মাঠে গিম্‌লি ঘাসের বুকে বাতাসের শব্দ শুনল। এ্যারাগর্ণ লাফিয়ে ওঠে চিৎকার দিল আরোহী! তেজী ঘোড়ায় চড়ে বহু আরোহী আমাদের দিকে তেড়ে আসছে।

ল্যাগোলাসের মতে তারা সংখ্যায় একশ পাঁচ জন। তারা হলদে কেশী; তাদের বর্শাগুলো জ্বলজ্বলে আর খুব দীর্ঘ। এ্যারাগর্ণ এলফ্‌দের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ বলে মেনে নিল।

ল্যাগোলাস বলল, আরোহীরা পাঁচলীগের একটু দূরে আছে।

গিম্‌লি ভাবছে, পাঁচলিগ হোক বা এক লীগ হোক এ খোলামাঠে তাদের থেকে পালান যাবে না। তারা কি অপেক্ষা করবে নাকি নিজ গতিতে চলবে?

এ্যারাগর্ণ বলল, আমরা অপেক্ষা করব। আমি ক্লান্ত, তাছাড়া আমাদের পশ্চাদ্ধাবন ব্যর্থ হয়েছে। আরোহীরা আমাদের সামনেই ছিল। তারা ফিরে আসছে। তাদের কাছ থেকে অর্কদের খবর পাওয়া যেতে পারে।

গিম্‌লী বলল, অথবা বল্লমের গুতো খাওয়া যেতে পারে। ল্যাগোলাস বলল, তিনটা খালি জিন দেখা যাচ্ছে। অথচ কোন হবিটকে দেখা যাচ্ছে না।

এ্যারাগর্ণ বলল, আমি বলিনি যে সুখবর পাব, তবে এখানে ভালমন্দ কিছু একটা অপেক্ষা করছে।

যাত্রীত্রয় এবার পাহাড় চূড়া থেকে ধীরে উত্তরমুখী ঢাল বেয়ে নামতে থাকল, যাতে

করে আরোহীদের দৃষ্টি মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা থাকল না।

তারা পাহাড়ের পাদদেশের একটু উপরে থেমে শরীরে আলখিল্লা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে একত্রে গুটিসুটি মেরে মলিন ঘাসের উপর বসে রইল। হৃদয় ভারী করা মুহূর্তে ধীরে ধীরে কাটল গিম্‌লী অস্বস্তি বোধ করল।

সে বলল, এস আরোহীদের বিষয়ে তুমি কী জান, এ্যারাগর্ণ? আমরা কি আকস্মিক মরণের জন্য এখানে বসে আছি?

এ্যারাগর্ণ বলল, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। তারা অহংকারী এবং স্বেচ্ছাচারী, তবে সাচ্চা হৃদয়ে কর্ম ভাবনায় উদার, সাহসী কিন্তু নিষ্ঠুর না, জ্ঞানী তবে মুর্খ। অন্ধযুগের (Dark Year) আগে মেন সন্তানদের আদলে তারা গান গাইতে পারে, তবে লিখতে পারে না। কিন্তু জানি না পরবর্তীতে এখানে কি ঘটেছে, জানিনা, সারুম্যানের বিশ্বাসঘাতকতা আর সাউরানের হুমকির মধ্যে রোহিরিম (অশ্বারোহী জাতি) এখন কি অবস্থায় থাকতে পারে। অনেকদিন ধরে তাদের সাথে গণ্ডরের লোকদের বন্ধুত্ব আছে। যদিও তারা এক রকম না। স্মরণাতীত কালে ইয়লদ্য ইয়াং তাদেরকে নর্থ (North) থেকে এনেছিল ডেলের বার্ডিংসদের (Barding of Dale) সাথে তাদের আত্মীয়তা আছে, আত্মীয়তা আছে বন্য বিয়র্নিসদের (Beorningsoṭ wood) সাথে যাদের অনেকেই দীর্ঘ আর কমনীয় চেহারার অধিকারী। যাহোক তারা অন্তত অর্কদেরকে প্রেম নিবেদন করবে না।

গিম্‌লী বলল, কিন্তু গ্যাণ্ডালফ কোন গুজব অনুসারে বলেছিল তারা মর্ডরে খাজনা পাঠায়।

এ্যারাগর্ণ বলল, আমি বিশ্বাস করি না যা ব্রোমির করত। ল্যাগোলাস বলল, তুমি এখনই সত্য জেনে যাবে। তারা কাছে এল বলে।

শেষ পর্যন্ত গিম্‌লিও অশ্বখুরের স্পন্দন শুনতে পেল। অশ্বারোহীরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে নদী ঘুরে উচ্চ অসমতল ভূমির নিকটবর্তী হল। তারা হাওয়ার বেগে ছুটছিল। এখন নির্ভেজাল চিৎকার রব ঘণ্টাধ্বনির মত ভেসে আসতে লাগল। তারা অকস্মাৎ বজ্রের মত আবির্ভূত হল, এবং সম্মুখের আরোহী পাদদেশ অতিক্রম করবার সময় একপাশে ঘুরে গিয়ে দক্ষিণে অসমতল উচ্চভূমির পশ্চিম কিনারা বরাবর পিছন দিকে চালনা করল। বর্ম পরিহিত লোকের লম্বা সারি গতি, উচ্ছলতা, নির্দয়তা আর সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ।

ঘোড়াগুলির অদ্ভুত দৈহিক উচ্চতা, শক্তিশালী ও নিখুঁত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাদের ধূসর আবরণী চকচকে হয়ে উঠল। দীর্ঘলেজ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল। কেশরগুলি গর্বোদ্ধত ঘাড়ে বিনুনী করা। আর সওয়ারীরাও মানানসই। তাদের হাল্কা হলুদাভ চুলগুলি শিরস্ত্রাণের নিচ দিয়ে অনুভূমিকভাবে বাতাসে ভাসতে লাগল। মুখমণ্ডলে রুক্ষতা আর তীক্ষ্ণতার ছোঁয়া। তাদের হাতে ছিল অ্যাশ কাঠের হাতলওয়ালা বর্শা, পিঠের উপরে খোদাই শিল্পে কারুকার্যময় ঢাল ঝুলছিল, কোমর বন্ধনীতে লম্বা জলোয়ার গুঁজা, এবং বার্নিশ করা

বহির্বাস হাঁটু অবধি নামান।

তারা রেকারের পরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল। মনে হল না কিছু দেখতে পেল। সাথীত্রয় অতিক্রম করে যাচ্ছে এমন অবস্থায় এ্যারাগর্ণ ওঠে দাঁড়িয়ে তার স্বরে বলল, নর্থের খবর কি, রোহানের অশ্বারোহীরা? অসামান্য নৈপুণ্যে ঘোড়াগুলি ব্রেক মেরে দাঁড়াল। অশ্বারোহীরা ভি আকারে এগিয়ে আসল। সাথীরা নিমিষেই নিজেদেরকে একটা বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ দেখল। এ্যারাগর্ণ নিরবে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্য দুজনও অনড় বসে ভাবছিল ঘটনা কোন দিকে মোড় নেবে। অকস্মাৎ এক ঝাঁক বর্শা আগন্তুকদের দিকে তাক করে পড়ল, কোন এক আরোহীরা হাতে সদা প্রস্তুত তীর ধনুক ছিল। তারপর সবথেকে দীর্ঘদেহী একজন এগিয়ে আসল। তার শিরস্ত্রান থেকে অশ্বের সাদা লেজের ক্রেষ্ট হাওয়ায় উড়াচ্ছিল। সে বর্শা তাক করে এ্যারাগর্ণের বক্ষের একফুট সামনে এসে থামল। এ্যারাগর্ণ অটল।

ওয়েষ্টোন ভাষায় (Common spech) ব্রোমিরের মত ঢংএ আরোহী বলল, তোমরা কারা? এখানে কী কাজ?

এ্যারাগর্ণ উত্তর দিল, লোকে আমাকে স্ট্রাইডার বলে ডাকে। আমি নর্থের পথে আছি, অর্কদের খুঁজছি।

আরোহী ঘোড়া থেকে নেমে তার বর্শাকে পাশের এক জনকে হস্তান্তর করে তরবারি টেনে বের করে এ্যারাগর্ণের মুখোমুখি দাঁড়াল যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ চালিয়ে গেল। তারপর আবার বলল, প্রথমে ভেবেছিলাম তোমরাই অর্ক, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তা না। এভাবে অর্কদের পিছু লেগেছে। আসলে তোমরা তাদের সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ক্ষীণ, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সংখ্যায় বহু। তোমরা যদি তাদের সামনে পড়তে তবে শিকারীর দলে শিকার হয়ে যেতে। স্ট্রাইডার, অদ্ভুত তোমাদের ব্যাপার।

সে আর একবার তার জ্বলন্ত দৃষ্টি রেঞ্জারের উপর নিবদ্ধ করল। বলল, কোন মেনের নাম তোমার নামের মত না। তোমাদের পোশাক আশাকও বিস্ময়কর ধরনের। তোমরা কি তৃণভূমি থেকে লাফিয়ে পড়েছিলে? কি করে আমাদের দৃষ্টি এড়ালে? তোমরা কি এল্‌ফ?

এ্যারাগর্ণ জানাল, না আমরা একজনই এলফ, দূর মাকুর্ডের অরণ্য রাজ্যের (Wood lend Realm) ল্যাগোলাস। তবে আমরা লথ লরিয়েন হয়ে এসেছি। সংগে আছে লেডির উপহার আর আনুকূল্য। আরোহী তাদের পানে পুনঃ নবায়ন করা বিস্ময়ে তাকাল, তবে দৃষ্টি আরো কঠিন। বলল, তবে স্বর্ণকুঞ্জে একজন লেডি আছে? প্রাচীন লোকগাঁথায় শুনেছি। লোকে বলে তার জাল থেকে কেউ পালাতে পারে না। অদ্ভুত জামানা। কিন্তু যদি তোমরা তার আনুকূল্য পেয়ে থাক, তবে মনে হচ্ছে তোমরা জাল বুনুনকারী, ঐন্দ্রজালিক; হঠাৎ সে ল্যাগোলাস, গিম্‌লির দিকে হিমেল দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, তোমরা যে কিছু বলছ না?

গিম্‌লি উঠে মাটিতে পা পুঁতে দাঁড়াল। শক্ত করে হাতে কুঠারের হাতল ধরা, দৃষ্টিতে উজ্জ্বল দীপ্তি। বলল, আপনার নাম বলুন, আমার নামও বলব, বলব আরো অনেক কিছু। আরোহী ডুয়ার্ফের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, আগে আগন্তুকদের পরিচয় দেওয়া উচিত, তবে আমি ইয়োমাণ্ড তনয় ইয়োমার, এবং আমি রাইডার মার্কে তৃতীয় মার্শাল হিসাবে পরিচিত।

তাহলে ইয়োমাদের পুত্র ইয়োমাত, রাইডার মার্কের তৃতীয় মার্শাল, গ্রোয়িন পুত্র গিম্‌লিকে আপনার বোকামিপূর্ণ কথার ব্যাপারে সতর্ক করতে দিন। আপনাার ধারণার বাইরে কিছুকে আপনি খারাপ বলে মানেন।

ইয়োমারের দৃষ্টি থেকে আগুন ঠিকরে বের হল। রোহানের মেনরা ক্রোধান্ধ হয়ে বর্শাগুলি আরো সামনে বাড়িয়ে ধরল। সে বলল, আমি তোমার মাথা, দাড়ি সবকিছু কেটে নিতাম, যদি এগুলি মাটির থেকে একটু উপরে অবস্থান করত।

এক পলকে তীর ধনুক প্রস্তুত করে নিয়ে ল্যাগোলাস বলল, সে এখানে একা না। তোমার আঘাতের আগেই তুমি ফিনিস হতে পারতে।

ইয়োমার তরবারি তুলল। খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে চিন্তা করে এ্যারাগর্ণ তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, মার্জনা কর, ইয়োমার! ভাল করে জানলে তুমি বুঝবে তারা কেন রেগেছে। আমরা রোহান বা তার কোন কিছুর ক্ষতি সাধন করতে চাই না। আঘাত করার আগে তুমি আমাদের কথা শুনবে কি?

ইয়োমার তলোয়ার নামাল। বলল, শুনব। কিন্তু এই সন্দেহ বিদ্বেষের সময় মুসাফিররা ধৈর্য্যের পরিচয় দিলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রথমে তোমাদের প্রকৃত নাম বল।

এ্যারাগর্ণ বলল, প্রথমে বল তুমি কার সেবায় নিয়োজিত।

তুমি মর্ডরের ডার্কলর্ড সাউরানের মিত্র, না শত্রু?

ইয়োমারের জবাব, কেবল আমি সেবা করি মার্কের লর্ডের থিঙ্গলপুত্র রাজা থিওডেনের। আমরা কালপুরীর শক্তিকে পূজা করি না। আবার তার সাথে সরাসরি বিবাদেও জড়াইনা। আর তোমরা যদি তার কাছ থেকে পালিয়ে এসে থাক, তবে এখনই এদেশ ছাড়। এখন আমাদের সীমান্তগুলিতে অসুবিধা আছে, আমরা আছি হুমকির মধ্যে। কিন্তু আমরা যেমন ছিলাম তেমন থাকতে চাই। কোন বিদেশী প্রতিভূর বশীভূত হতে চাইনে, হোক সে সাধু বা শয়তান। সুদিনে আমরা অতিথীপরায়ণ ছিলাম। তবে আজকাল অনাহুত কাউকে কেমন জানি মনে হয়। বল তোমরা কারা? কার সেবায় আছ? কার নির্দেশে এখানে অর্কদের খুঁজছ?

এ্যারাগর্ণ বলল, আমরা কারো সেবায় নেই। তবে সাউরানের অনুচররা যেখানেই যাবে আমরা পিছু নেব। মরনশীল মেনদের সামান্য জনে অর্কদের ভাল জানে; এবং আমি তাদের এ অবস্থায় খুঁজে ফিরি না। যে অর্কদের খুঁজছিলাম তারা আমার দু'বন্ধুকে বন্দী করেছে। এ অবস্থায় অশ্বহীন যে কেউ পায়ে হেঁটে চলবে এবং পশ্চানুসরণে কারো

অনুমতি নেবেনা। হিসাব করবে না শত্রু সংখ্যা। আমরা নিরস্ত্র না। এ্যারাগর্ণ তার আলখিল্লা পিছনে ছুড়ে দিল। এলভেন তরবারি কোষ চিকচিক করে উঠল। বের করা মাত্র আন্তুরিলের পাত আকস্মিক বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় ঝলসাতে লাগল। চিৎকার করে বলল, ইলেণ্ডিল! আমি এ্যারার্থন পুত্র এ্যারাগর্ণ ! আমাকে বলা হয় ইলেজার, দি এলফস্টোন, ডুনেডোন গণ্ডরের ইলেণ্ডিরের পুত্র আইজিলডুরের উত্তরাধিকারী। এই সেই ভাঙ্গা তলোয়ার যা আবার শানিত হয়েছে। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে, নাকি বাঁধা দেবে? জলদি ভাব!

গিম্‌লি ল্যাগোলাস তাদের সঙ্গীর পানে বিস্ময়াভিভূত হয়ে নজর করে থাকল। তারা তাকে আরেকবার এ মূর্তিতে দেখেনি। সে কথার তোপের সাথে দৈর্ঘ্যে বেড়ে চলল, আর ইয়োমার সংকুচিত হতে লাগল। এ্যারাগর্ণের উদ্দীপ্ত বদনে পাথরে মূর্তির রাজাদের ক্ষণিক ভেল্কি জেগে উঠল। ল্যাগোলাস যেন তার কপাল থেকে চকমকে মুকুটের ফুলকি বের হতে দেখল।

ভীতিপ্রদ ভাবে ইয়োমার পিছু হটল। উদ্ধত নয়ন সংযত করে অনেকটা জড়ান স্বরে বলল, সত্যি এটা অজিব জামানা। স্বপ্ন আর পৌরাণিক ব্যাপার স্যাপার মাটি ফুঁড়ে বের হচ্ছে। লর্ড, আমাকে বল, কেন এখানে এসেছ? তোমার এসব কথার মানে কি? এ সবের জবাব খুঁজতে ডিনেথর পুত্র ব্রোমির অনেক আগে ঘর ছেড়েছে। আমরা তাকে ঘোড়া ধারে দিয়েছিলাম যা একাকী ফিরে এসেছে। নর্থ থেকে তোমরা কী নিয়তি বয়ে এনেছ?

এ্যারাগর্ণ বলল, বেছে নেবার নিয়তি। এমন কথা তুমি থিওডেন পুত্র থিঙ্গলকে বলতে পার; সামনে সাউরানের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ যারা যেভাবে বাঁচত এখন সেভাবে বাঁচবে না। নিজের তাগিদে সামান্য সংখ্যক টিকে থাকবে। কিন্তু এত বড় বিষয়ে পরে কথা বলব। সুযোগ পেলে নিজে আমি রাজার কাছে যাব। এখন বড্ড অভাবে আছি। সাহায্য চাই, অন্তত কিছু সংবাদ। অর্কদের বিষয়ে তুমি কী জান?

ইয়োমার বলল, তোমাদের আর ধাওয়া করার দরকার নেই। তারা ধ্বংস হয়েছে।

'এবং আমাদের বন্ধুরা?'

'আমরা অর্ক ছাড়া কিছু দেখিনি।'

'অসম্ভব, তোমরা নিহতদের দেহ তল্লাশি করোনি? অর্ক ভিন্ন কোন শরীর দেখনি? তারা ক্ষুদ্রকায়, তোমার চোখে শিশু মনে হবে, নগ্ন পা কিন্তু ধূসর পোশাক পরিহিত।'

ইয়োমার বলল, ডুয়ার্ফ বা কোন শিশু ছিল না। সমস্ত লাশ তল্লাশি করে লুণ্ঠন করেছি। আমাদের রীতিমাফিক শবদেহগুলো একত্রীভূত করে পুড়িয়ে ফেলেছি। এখনো ছাই দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

গিম্‌লি বলল, আমরা ডুয়ার্ক বা শিশুদের কথা বলছি না। আমাদের বন্ধুরা হবিট।

ইয়োমার বলল, হবিট? সে আবার কেমন? অদ্ভুত নাম! গিম্‌লি বলল, অদ্ভুত লোকের কাছে অদ্ভুত নাম। তবে তারা আমাদের খুব প্রিয়। মনে হয় তুমি রোহানে হাফলিংএর কথা শুনেছ। এ হবিটরা হাফলিং।

ইয়োমারের পাশের আরোহী মুচকি হেসে বলল, হাফলিং! কিন্তু তারাও বৃদ্ধের পুঁথি আর শিশুতোষ গ্রন্থের টুনমানব। আমরা কি প্রকাশ্য দিবালোকে পৌরানিক জগতে আছি,নাকি সবুজ প্রান্তরে ঘুরছি? এ্যারাগর্ণ বলল, একজন মানুষ উভয় জগতে থাকতে পারে। পুরাকাহিনী সত্যে পরিণত হবে। তুমি প্রান্তরের কথা বলছ? ওটাই পৌরানিক গল্পের আসল মসলা, যদিও তা তুমি দিবালোকে মাড়াতে পারছ। রাখ ঢাক না করে আরোহী বলল, সময় চলে যাচ্ছে। আমরা দক্ষিণে যাব। লর্ড, এবন্য মানুষদের ছেড়ে দেখা যাক। সেখানে খুশী থাক। অথবা বেঁধে নিয়ে রাজার কাছে যাই।

ইয়োমার নিজের ভাষায় বলল, ইয়োয়েন! দূরে জড় হয়ে থাকতে বল, দিকে যাত্রা করতে হবে।

ইয়োমারকে রেখে ইয়োথেন দল নিয়ে মনে মনে কি বলতে বলতে পাশে কোথাও সরে পড়ল।

সে বলল, এ্যারাগর্ণ, তুমি আশ্চর্য কথা বলছ। এখনো যা সত্য তাই বল। মার্কের লোক মিথ্যা বলে না। সুতরাং তারা সহজে প্রতারিত হয় না। তুমি কিন্তু সবকিছু বলোনি চলো, দেখি কি করা যায়।

এ্যারাগর্ণ জবাব দিল, কতক সপ্তাহ আগে আমি ইম্লাদ্রিস থেকে যাত্রা শুরু করেছি। আমার সাথে মিনাষ্ট্রিথের ব্রোমির ছিল। কথা ছিল, আমি ডিনেথর পুত্রের সাথে সে শহরে গিয়ে সাউরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব এবং তার লোকদের রক্ষা করব। কিন্তু যে কোম্পানীর সাথে আমি এসেছি তার অন্য কাজও ছিল। সে বিষয়ে এখন বলা যাবে না। আমাদের নেতা ছিল গ্যাণ্ডালফ দ্য গ্রে।

ইয়োমাঁর বিস্ময়ের সুরে বলল, গ্যাণ্ডালফ! গ্যাণ্ডালফ গ্রোহাম মার্কে, তো পরিচিত। জেনে রাখ, তার নাম কিন্তু এখন আর রাজার কাছে অনুমোদনীয় না। সে এখানে বহুবার আতিথ্য গ্রহণ করেছে। এমন কি সে অনেক আশ্চর্য ঘটনার বার্তাবাহক। এখন কেউ কেউ বলবে সে অকার্জ আনয়নকারী। গ্রীষ্মকালে তার শেষবার আসার পর থেকে সবকিছু সত্যিকারার্থে উল্টেপাল্টে গেছে। সে সময়ে সারুমেনের সাথে আমাদের গোল বেঁধে গেল। সারুমেন আমাদের মিত্র ছিল। কিন্তু গ্যাণ্ডালক এসে জানাল আইজেন গার্ডে আকস্মিক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সে বলল যে, সে নিজেই অর্থেংকের কয়েদখানায় বন্দী ছিল এবং কোন মনে পালাতে পেরেছে। তারপর সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু থিওডেন তার কথায় কর্ণপাত না করলে সে চলে গেল। তোমরা যেন থিওডেনের কাছে গ্যাণ্ডালক, গ্যাণ্ডালফ করো না। সে প্রশংসার দাবিদার। গ্যাণ্ডালফের জন্য ম্যাডোফ্যাক্স নামে যে ঘোড়াটি দিয়েছিল তা প্রধান ঘোটকের একটি, শুধুমাত্র মার্কলর্ডরা তাতে আরোহণ করে। সেটা ছিল আদি ঘোড়ার মধ্যে প্রধান যা মেন ভাষা বুঝত। সাতদিন আগে স্যাডোফ্যাক্স ফিরে এসেছে। তবু রাজার রাগ কমেনি। কারণ ঘোড়াটি এখন বন্য, কারো বাগ মানছে না।

এ্যারাগর্ণ বলল, স্যাডোফ্যাক্স তবে সুদূর নর্থ থেকে একা পথ চিনে আসতে

পেরেছে। সেখানেই গ্যাণ্ডালফ আর সে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। কিন্তু হায়! গ্যাণ্ডালফ আর ঘোড়ায় চড়বে না। সে মাইনস অব মারিয়ার অন্ধকার গর্ভে নিপতিত হয়েছে, আর আসবে না।

ইয়োমার বলল, দুঃসংবাদ, অন্তত আমার কাছে, অনেকের কাছে। অবশ্য সবার কাছে না।

এ্যারাগর্ণ বলল, এ সংবাদ সময় যেতে না যেতে এখানে সবার জন্য পীড়াদায়ক হতে পারে। কিন্তু বড়োর পতন হলে ছোটর হাল ধরতেই হয়। মারিয়া থেকে কোম্পানীর নেতৃত্বে আমি আছি। তারপর অনেক ধকল গেছে লরিয়েন থেকে গ্রেটরিভার– রাউরাস যেখানে ব্রোমির এই অর্কদের হাতেই নিহত হয়েছে।

ইয়োমার হতাশায় চিৎকার দিল, তোমাদের সব খবর বেদনাবিধুর! এমৃত্যু মিনাষ্ট্রিথের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি এবং আমাদের সবার জন্য। সে গুণীলোক বটে! সকলে তাকে ধন্যি ধন্যি করত। কদাচিৎ সে মার্কে আসত। কারণ বেশিরভাগ সময় সে পূর্বসীমান্তগুলোতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। আমি তার শৌর্যবীর্য দেখেছি। সে-ই বোধ হয় গণ্ডরের ক্ষীপ্র গতিসম্পন্ন সাহসী ব্যক্তিত্ব ছিল, আরো মনে হয়, সে ছিল অদূর ভবিষ্যতের কাণ্ডারী। এ ব্যাপারে গণ্ডরে গণ্ডরে কোন কিছু বলার ভাষা নেই। আচ্ছা, সে কখন মারা গেল?

এ্যারাগর্ণ বলল, আজ চারদিন হল। ঘটনার দিন থেকে টল ব্রাণ্ডিরের ছায়ামধ্য দিয়ে আমরা অভিযান চালিয়ে আসছি।

পায়ে হেঁটে?'

হ্যাঁ তুমি যেমন দেখছ তেমনভাবে।'

ইয়োমারের দৃষ্টি বিস্ময়মেঘে আচ্ছন্ন হল। বলল, এ্যারাগর্ণ পুত্র, স্ট্রাইডার এক বেচারী নাম। আমি তোমার নাম দিচ্ছি উইংফুট (পাখারপা)। এই তিন বন্ধুর কর্মযজ্ঞ বহু প্রেক্ষাগৃহে সুরে সুরে গাওয়া হবে। চারদিনে পঁয়তাল্লিশ লিগ পথ (১ লিগ = ৩১ মাইল) হাঁটলে! ইলেণ্ডিল বংশ বেদম শক্ত । কিন্তু লর্ড, এখন আমাকে কী করতে হবে! অবশ্যই আমি তাড়াতাড়ি করে থিওডেনের কাছে ফিরব। আমার লোকদের সাথে সতর্কভাবে কথা বলে সরিয়ে রেখেছি। সত্যি যে আমরা এখনো ব্ল্যাক ল্যাণ্ডের সাথে সরাসরি যুদ্ধে উপনীত হইনি। কিছু লোক মহারাজের কানে কাপুরুষোচিত পরামর্শের বিষ ঢালছে। কিন্তু যুদ্ধ আসন্ন। আমরা আমাদের বন্ধু প্রতীম গণ্ডরকে পরিত্যাগ করতে পারব না। যতক্ষণ তারা লড়বে, ততক্ষণ আমি এবং আমার সাথীরা তাদেরকে সাহায্য করে যাব। তৃতীয় মার্শালের এরিয়া ইষ্টমার্কের দায়িত্বে আমি আছি। আমাদের সকল পশুসম্পদ ও পশুপালক এন্টাশের অদূরে স্থানান্তর করেছি। এখানে গুটিকতক রক্ষী আর দ্রুতগামী স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

গিম্‌লি বলল, তবে তোমরা সাউরানকে উৎকোচ দিচ্ছ না? ইয়োমার দৃষ্টি দীপ্তি ছড়িয়ে বলল, দিই না, এবং কখনো দেইনি। অবশ্য দিয়ে থাকি এমন মিথ্যা রটনা আমার কানে

এসেছে। কালোপুরীর লর্ড কয়েক বছর পূর্বে চড়া দামে আমাদের নিকট থেকে ঘোড়া খরিদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। কারণ সে অপকর্মে অশ্ব ব্যবহার করে। তারপর সে দস্যু অর্কদের পাঠায়। তারা বেছে বেছে কতক কালো ঘোড়া লুট করেছে। আর এ কারণে তাদের সাথে আমাদের তিক্ত বিবাদ। কিন্তু এ মুহূর্তে সারুমান আমাদের প্রধান মাথাব্যথা। সে এ ভূখণ্ডের প্রভূত্ব দাবি করে বসেছে। এবং এ নিয়ে তার সাথে আমাদের অনেক সময় ধরে যুদ্ধ চলছে। সে তার দলে অর্ক, নেকড়ে আরোহী আর দুষ্ট মেনদের অন্তর্ভূক্ত করেছে। আবার সে গ্রাপ (কৌশলগত স্থান) দখল করেছে, যাতে করে আমরা পূর্ব-পশ্চিমের ভিতরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।

এরকম শত্রুর সাথে এঁটে উঠা দুষ্কর। সে একাধারে যাদুকর, ধূর্ত, অসম্ভব কৌশলী আর নাটকীয় ছদ্মবেশী। শুনে থাকি, বৃদ্ধের বেশে হুড আর আলখিল্লা পরে এখানে সেখানে ঘুরাফিরা করে, অনেকটা গ্যাণ্ডালফের মত ঠাহর হয়। তার চরেরা যেকোন জাল গলে বেরিয়ে যায়, আর তার কুলক্ষণে পাখিগুলো দেশান্তরের আকাশে উড়ে বেড়ায়। জানিনা, কি করে এসবের নিষ্পত্তি হবে। আমার অন্তর বিভ্রান্ত হয়। মনে হয় তার সকল সাথী আইজেনগার্ডে থাকে না। তোমরা কি রাজগৃহে যাবে? সন্দেহ, প্রয়োজনের দিনে আমি তোমাদের সহিত প্রেরিত হয়েছি, এটা কি আমার বৃথা আশা?

এ্যারাগর্ণ বলল, সুযোগ মিললে আমি যাব।

ইয়োমার বলল, এখন এসো। এ দুঃসময়ের জোয়ার ভাটায় ইয়টের পুত্রদের জন্য ইলেণ্ডিলের উত্তরাধিকারির শক্তিমত্তার উৎস হবে। এখনো ওষ্টেটেম নেটে যুদ্ধ হচ্ছে, ফলাফল আমাদের প্রতিকুলে যেতে পারে। সত্য কথা বলতে, রাজনের অনুমতি ছাড়া আমি উত্তরে গিয়েছিলাম। কারণ আমার অনুপস্থিতিতে তার প্রাসাদ প্রায় অরক্ষিত থাকে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীরা আমাকে সতর্ক করল যে তিনদিন আগ থেকে অর্কদের দল আসতে শুরু করেছে, তাদের কেউ কেউ সারুমানের সাদা ব্যাজধারী। আমি তখন ডার্ক টাওয়ার আর অর্থেংকের মধ্যিখান দিয়ে আমার দল পরিচালনা করে দু'দিন আগের সন্ধ্যায় এন্টুও বর্ডারের কাছে অর্কদের ওভারটেক করলাম। সেখানে আমরা তাদের ঘেরাও করলাম, এবং গতকাল ভোরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। আমি আমার পনের জন জোয়ান আর বারোটি অশ্ব হারিয়েছি। হায়! অর্করা আমাদের হিসেবের থেকে অধিক ছিল। গ্রেট রিভার পেরিয়ে ইষ্ট থেকে অন্যরা এসে তাদের সাথে যোগদান করল। তাদের পদচিহ্ন এখান থেকে সামান্য উত্তরে অবিকৃত আছে। এবং আরো কিছু জঙ্গলের দিক থেকে এসেছিল। প্রকাণ্ড, শক্তিমান, ভীষণ নির্দয় অর্করা আইজেন গার্ডের হোয়াইট হ্যাণ্ডও (সাদা হাত) বহন করে এনেছিল। তদ্‌সত্ত্বেও আমরা তাদের খতম করেছি। কিন্তু আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি। আমাদের দক্ষিণে ও পশ্চিমে দরকার আছে। তোমরা সাথে থাকবে? অতিরিক্ত অনেক ঘোড়া আছে যা আণ্ডুরিল ব্যবহারে সাহায্য করবে। আর হ্যাঁ, গিম্‌লির কুঠার আর ল্যাগোলাসের ধনুকও বেশ কাজে আসবে, যদি তারা লেডি সম্পর্কে আমার প্রাথমিক আচরণকে মার্জনা করে। আমি কেবলমাত্র আমার দেশের মানুষ যেভাবে বলে সেভাবে

বলেছিলাম। এ্যারাগর্ণ বলল, তোমার অকপট উক্তির জন্য ধন্যবাদ এবং অন্তর আমার তোমার সাথে থাকতে চায়। কিন্তু যতক্ষণ আশা আছে ততক্ষণ সাথীদের ত্যাগ করতে পারি না।

ইয়োমার বলল, আশা বসে থাকে না। উত্তর সীমান্তে তোমরা বন্ধুদের পাবে না।

তবু আমার বন্ধুরা পিছনে না। ইষ্টওয়ালের (East Wall) অদূরে আমরা যে চিহ্ন চেয়েছি তাতে বলা যায় অন্তত তাদের একজন সেখানে জীবিত ছিল। কিন্তু আমার দক্ষতা পরিপূর্ণ লোপ না পেয়ে থাকলে বলব যে ওয়াল এবং উচ্চ অসমতল ভূমির মধ্যিখানে তাদের আর কোন নিশানা দেখা যায়নি।

তাহলে তাদের কী ঘটেছে মনে কর?

জানি না। হয়ত নিহত হয়ে অর্কদের সাথে দগ্ধ হয়েছে। কিন্তু আবার আমার আশংকা, তুমি যা বলেছ তা ঠিক নাও হতে পারে। যুদ্ধের আগেই তারা ফরেষ্টে গ্রেফতার হয়, সম্ভবত তোমরা শত্রুদের ঘেরাও করার আগে। তুমি কি হলফ করে বলতে পার, তোমার বেষ্টনি থেকে কেউ পালাতে পারেনি?

'কসম, নজরে পরার পর থেকে কোন অর্ক পালাতে পারেনি। আমরা তাদের ফরেষ্টের নির্জন কোণে পৌঁছে ছিলাম। তারপরও কেউ যদি আমাদের বলয় ভেঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তবে সে অর্ক ছিল না।'

'আমরা সব বন্ধু প্রায় একই রকম বেশে ছিলাম। আবার, তুমি কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের না দেখে চলে যাচ্ছিলে।'

'আমার তা মনে নেই। এত বিস্ময়ের মধ্যে কোন কিছু সুনিদিষ্ট করা কঠিন। পুরো দুনিয়াটা আজব হয়ে গেছে। এলফ্ ডুয়ার্ক একত্রে হাঁটছে, কেউ কেউ জঙ্গলের লেডির সাথে কথা বলছে, ঠাকুর দাদার ঠাকুরদাদার বিচূর্ণ তলোয়ার আবার ধারাল হয়ে উঠেছে। এতসব কাণ্ডের মধ্যে এক জনের মাথা কি করে ঠিক থাকে? কি করে এত বিচার করবে?'

'এতকাল যেভাবে করেছে সেভাবে। ভালমন্দ পরিবর্তন গত বছর থেকে শুরু হয়নি। এলফ্ এবং তুরার্ফদের মধ্যে এদুটো এক জিনিস না, মেনদের মধ্যে ও না।'

সত্যি বটে। কিন্তু আমি তোমাকে সন্দেহ করি না, না সন্দেহ করি আমার মন যা করে তাকে। তবু আমার করনীয়তে আমি স্বাধীন না। স্বয়ং রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে এ দেশে কোন ভ্রমণকারীর ইচ্ছামতো ঘোরা আইন বিরুদ্ধ এবং এ আদেশ এ সংকটকালে আরও কড়া। আমি তোমাদেরকে আমার সাথে ফিরে যেতে সবিনয়ে অনুরোধ করেছি কিন্তু তা করবে না। তিন জনের বিরুদ্ধে একশ জনের যুদ্ধ আরম্ভ করতে আমি নারাজ।'

'আমি মনে করি না এ কারণে তোমাদের আইন তৈরি হয়েছে। তাছাড়া আমি আগন্তুক নই। আমি আগে ততোধিকবার এখানে এসেছি, রোহিরিমির দলবলের সাথে বেড়িয়েছি। যদিও অন্য নামে। ছদ্মবেশে। পূর্বে তোমার আমার সাক্ষাৎ হয়নি, কারণ তুমি বয়সে তরুণ। তবে তোমার পিতা ইয়োমাণ্ডের সাথে আমার কথা হয়েছে, এবং কথা

হয়েছে থিঙ্গলতনয় থিওডেনের সাথে। আগে এদেশের কোন পদস্থ লর্ড কাউকে কোন অভীষ্ট লক্ষ সাধনে বাঁধা দেয়নি। সামনে যাওয়াই আমার একমাত্র কর্তব্য। ইয়োমাণ্ড পুত্র, আমাদের সাহায্য কর, অথবা স্বাধীনভাবে যেতে দাও। অথবা তোমার আইন পালন কর। যদি তুমি তা কর, তবে তোমার যুদ্ধে বা রাজার কাছে ফিরে যাবার কেউ থাকবে না বলবে চলে।

এক মুহূর্ত নিরব থেকে ইয়োমার বলল, আমাদের উভয়েরই তাড়া আছে। আমার কোম্পানী যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে, এবং প্রতিঘণ্টায় তোমাদের আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে। আমার অভিপ্রায়, তোমরা যেতে পার। আমি তোমাদের ঘোড়া ধার দেব। কিন্তু শর্ত হল, লক্ষ সাধনের বা ব্যর্থ হওয়ার পর তোমরা এন্টওয়েড এর উপর দিয়ে ঘোড়া সমেত মেতুসেল্ডে (Meduseld) ফিরে আসবে। থিওডেন এখন ইডোরাসের (Edoras) সম্ভ্রান্ত গৃহে নিজেই তোমাদের পথ চেয়ে থাকবে। ভুল করো না।

এ্যারাগর্ণ বলল, না, করব না।

ইয়োমার তার লোকদেরকে অতিরিক্ত ঘোড়াগুলোকে আগন্তুকদের ধার দেবার নির্দেশ দিলে তার দলের মধ্যে এক ধরনের বিস্ময়, দুর্বোধ্য সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ল। তবে একমাত্র ইয়োমেন সাহস করে বলল, এটা গণ্ডরবংশীয় লর্ডের জন্য ভাল হবে, কিন্তু কে কবে শুনেছে যে ডুয়ার্ককে মার্কের অশ্ব প্রদান করা হয়েছে?

গিম্‌লি বলল, কেউ শোনেনি, শুনবেও না কখনো। এরকম কোন পশুর পিঠে বসে থাকার চেয়ে আমি পায়ে হেঁটেই তাড়াতাড়ি চলতে পারব। তাতে কারো বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা নেই।

এ্যারাগর্ণ বলল, তবে তোমাকে অবশ্যই এখন যেতে হবে, নতুবা তুমি বাঁধার কারণ হবে।

ল্যাগোলাস বলল, বন্ধু গিম্‌লি তুমি আমার পিছনে বস। সব ঠিক হয়ে যাবে। এসো।

এ্যারাগর্ণ প্রকাণ্ড এক ঈষৎকালো ঘোড়ায় উঠল। এটার নাম হাসুফেল। ইয়োমার বলল,এটা তার মরহুম মনিব গারুলফ থেকে তোমার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে।

একটু ছোট এবং হালকা কিন্তু অবাধ্য আর মেজাজী এক ঘোড়া ল্যাগোলাসের জন্য আনা হল। নাম তার এ্যারড। তবে ল্যাগোলাস তার জিন ও লাগাম খুলে ফেলতে বলল। ওসব আমার দরকার না,' সে বলল, এবং সে তার উপরে টুক করে উঠে বসল। তাজ্জব, কিছুই ঘটেনি। গিমলি পিছনে উঠে তাকে আকড়ে ধরল। অস্বস্তিটা কিছু বাড়ল, অন্তত শ্যাম গামজীর নৌকার অস্বস্তির চেয়ে।

ইয়োমার চিৎকার করে বসল, বিদায়, লক্ষ্যবস্তু যেন পেয়ে যাও। যত শিঘ্র পার ফিরে এসো, অতঃপর আমাদের তরবারিগুলোকে ঝলসে উঠতে দাও।

এ্যারাগর্ণ বলল, আমি আসব।

গিম্‌লি বলল, আমিও। আমাদের মধ্যে লেডি গ্লাড্রিয়েলের বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত। তোমাকে আমি শোভন ভাষা শেখাব।

ইয়োমার বলল, আচ্ছা দেখা যাবে। আশ্চর্য অনেক কিছু ঘটেছে যা ডুয়ার্ফ কুঠারের প্রীতির পরশে শিখে নিতে হবে। এ এমন আর কি! বিদায়।

তারা বিদায় নিল। রোহানের অশ্বরা দ্রুতগামী। কিছুক্ষণ বাদে গিম্‌লি পিছনে তাকাল। ইয়োমারের দলবলকে টুনি পাখির মত দেখাল। এ্যারাগর্ণ হাসুফেলের ঘাড়ের এক পাশ দিয়ে নিচের দিকে ঝুকে পদচিহ্ন খুঁজতে লাগল, পিছনে তাকানোর সময় নেই। শীঘ্রই তারা এন্টাশ সীমান্তে এসে ইয়োমারের চলা পদচিহ্ন দেখতে পেল। এ্যারাগর্ণ নেমে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর আবার কিছুটা পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে মাটিতে নামল।

ফিরে এসে বলল, প্রধান পদচিহ্নগুলি আরোহীদের কারণে সংশয়পুর্ণ হয়ে পড়েছে। তাদের (অর্ক) বহির্মুখী চিহ্ন নিশ্চয়ই নদীর কাছে কোথাও। তবে পূর্বমুখি এ চিহ্নগুলি অতিস্পষ্ট। আন্দুইনের দিকে ফিরে গেছে মনে হয়নি। এ মুহূর্তে অর্করা সজাগ হয়ে পড়েছে। আমাদের দেখে শুনে চলতে হবে।

তারা সামনের দিকে রওনা হলে দিন ফিঁকে হয়ে আসল। ধূসর মেঘে অকর্ষিত উন্মুক্ত প্রান্তর আচ্ছন্ন হল। ফাংগার্নের গাছে ঢাকা ঢালগুলি মরিচিকাবৎ হয়ে পড়ল, সূর্য পশ্চিমে চলে গেল। ডানে বায়ে আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। মাঝে মাঝে গলা পিঠে তীরবিদ্ধ দু-একজন অর্কের মরদেহ পড়েছিল। শেষ বিকেলে তারা ফরেস্টের নির্জন কোণে আসল। সেখানে একটা ফাঁকা জায়গায় চিতাভস্ম ছিল। ছাই থেকে এখনো ধোঁয়া উড়ছিল। পাশে শিরস্ত্রাণ, বর্ম, খণ্ডিত ঢাল, ভাঙ্গা তলোয়ার তীর-ধনুক-বল্লম আর অন্যান্য রণ, সামগ্রীর এক বিশাল স্তূপ। চিতাভস্মের কেন্দ্রে এক খুঁটির মাথায় এক অপদেবতার মুণ্ডু বিদ্ধ করা। শীর্ণ মুণ্ডতে সাদা ব্যাজ লাগান ছিল। কিছুটা দূরে একটা ঢিবি মত ছিল, নতুন জেগেছে। ঢিবির কাঁচা মাটির ঘাসের চাপড়ায় ঢাকা। এখানে পনেরটা বর্শা গাছের মত রোপিত।

এ্যারাগর্ণ তার সঙ্গীসমেত যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে সর্বত্র তল্লাসি করল কিন্তু দিনের আলো পড়ে এল, আসন্ন সন্ধ্যা নিস্প্রভ, কুয়াশাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার আগে মেরি, পিপিনের কোন নিশানা আবিষ্কৃত হল না। অনুশোচনা করে গিম্‌লি বলল, আর আমরা কিছু করতে পারব না। টল ব্রাণ্ডির থেকে রওনা হবার পর বহু ধাঁধার মুলোচ্ছেদ করা সর্বাধিক শক্ত কাজ। আমার ধারণা, হবিটদের দগ্ধীভূত হাড্ডিগুলি অর্কদের সাথে মিশে গেছে। ফ্রোডোর জন্য এ সংবাদ কঠিন হবে, যদি সে শোনার জন্য বেঁচে থাকে। আর রিভেণ্ডেলের বুড়ো হবিটের জন্যও হবে মর্মবিদারী। এলরন্ড তাদের আসার বিরুদ্ধে ছিল।

ল্যাগোলাস বলল, কিন্তু গ্যাণ্ডালফ ছিল না।

গিম্‌লি জবাব দিল, গ্যাণ্ডালফতো সবার আগে আসতে চেয়েছিল, এবং আগে সে হারিয়ে গেল। তার দূরদর্শিতা তার নিজের সাথে বেইমানী করেছে।

এ্যারাগর্ণ বলল, গ্যাণ্ডালফের পরামর্শ নিরাপত্তার পূর্বাভাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না,

ছিল না তার নিজের বা অন্যের জন্যে। পরিণতি যা হোক, এমন কিছু আছে যা প্রত্যাখ্যান করার থেকে আরম্ভ করা অধিক তিক্ত। কিন্তু আমি এ স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হব না। যত কিছু হোক, সকালের আলোর অপেক্ষায় আমরা এখানেই থাকব।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটু দূরে এক বিস্তৃত বৃক্ষতলে তারা শিবির স্থাপন করল। গাছটি বাদাম গাছের মত, পূর্বোক্ত সনের চওড়া ধূসর পাতাবিশিষ্ট, দীর্ঘ, চেপটা আঙ্গুলওয়ালা হস্ততালুর মত। রাতের শান্ত হাওয়ায় পাতাগুলি পত পত সুরে শোকের সুর ভেজে চলল।

তাদের সাথে একটা মাত্র কম্বল ছিল। গিম্‌লি ঠকঠক করে কাঁপছিল। সে বলল, আগুন জ্বালাতে হবে, আমি আর বিপদের পরোয়া করি না। প্রদীপের চারপাশে গ্রীষ্মের পতঙ্গের মত অর্কদের আসতে দাও।

ল্যাগোলাস বলল, হতভাগা হবিটরা যদি পথ ভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তবে প্রদীপের আলো তাদেরকে এদিকে টেনে আনবে।

এ্যারাগর্ণ বলল, এবং এটা অন্য কিছুকেও টেনে আনতে পারে না তারা অর্ক বাহবিট। আমরা এখন বিশ্বাসঘাতক সারুমানের নাগালের কাছে। আবার ফাংগার্নের খুব সন্নিকটে, এবং এ বনের বৃক্ষগুলোকে স্পর্শ করা বিপজ্জনক, এমন জনশ্রুতি আছে।

গিম্‌লি বলল, এখানে গতকাল কিন্তু রোহিরিমরা সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছিল। আগুনের জন্য গাছ ফেড়েছিল, দেখাইত গেল। তারপরও নিরাপদে এখানে রাত কাটাল।

এ্যারাগর্ণ বলল, তারা সংখ্যায় বহুছিল। তারা ফাংগর্নের ক্রোধে কান দেয় না, কারণ তারা এখানে কদাচিৎ আগমন করে। তাছাড়া তারা বৃক্ষতলে যায়না। কিন্তু আমাদের রাস্তা সম্ভবত বনের মাঝ দিয়ে। অতএব, সাবধান! জীবন্ত বৃক্ষ নিধন চলবে না।

গিম্‌লি বলল, কোন দরকার নেই। আরোহীরা যথেষ্ট কাঠ খড়ি ফেলে গেছে।

সে আগুনের ব্যবস্থা করতে বের হল। এ্যারাগর্ণ বৃক্ষে পিঠ ঠেকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল, ল্যাগোলাস খোলা জায়গায় একাকি দাঁড়িয়ে বনের নিঃসীম অন্ধকারে দৃষ্টিপাত করল, যেন দূর থেকে ডাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল।

আগুন পোহাবার সময় ল্যাগোলাস বৃক্ষপত্রের শাখার প্রশাখার অন্ধকারে কি একটা দেখে একটু সরে গিয়ে বলল, তাকাও। আগুন পেয়ে বৃক্ষ খুশী হয়েছে!

এমনও হতে পারে যে ছায়ার নাচন তাদের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে! কিন্তু না! বৃক্ষশাখাগুলি সত্যি সত্যি অগ্নি শিখার দিকে এগুচ্ছে– সাথীরা এমনটি নিশ্চিত হচ্ছে। দুহাতের ঠাণ্ডা তালুর কায়দায় ঘষাঘষি খাচ্ছে।

নিরবতা নেমে আসছে। কারণ, আকস্মিকভাবে বনের গাছগুলি যেন দীর্ঘ দিনের চেপে রাখা স্মৃতি বয়ানার্থে খুব কাছে এসে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে ল্যাগোলাস বলল, সেলিবর্ণ ফাংগার্ণ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেছিল। কেন, জান এ্যারাগর্ণ? ব্রোমির এ ফরেষ্টের কী ঘটনা শুনেছিল? এ্যারাগর্ণ বলল, আমি গণ্ডর আর অন্যান্য স্থানে অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু সেলিবর্নের সাথে আলাপ না হলে এসবকে শুধু গল্পই গণ্য করতাম। যাকে মেনরা সত্যজ্ঞান শেষ হয়ে গেছে বলে

ধারণা করে। সত্য কি তা তোমার কাছে জানার জন্য ভেবেছি। আর তা যদি বনাঞ্চলের কোন এলফ না জানে, তবে একজন মেন জবাব দেবে কি করে?

ল্যাগোলাস বলল, তুমি আমার থেকে বেশি দূরে অভিযান চালিয়েছ। স্বদেশে আমি এ বিষয়ে কিছু শুনিনি। তবে শুনেছি কিছু গান যা অনোড্রিম (Onodirm,) প্রজাতি মেন ভাষায় (Ents) এর কথা বলে। বহু আগে অনোড্রিমরা আমার দেশে বাস করত। এলফদের হিসেব মতে ফাংগর্ন অনেক বয়ঃবৃদ্ধ।

এ্যারাগর্ণ বলল, হ্যাঁ, ফাংগর্ন টম বোম্বাদিলের পার্বত্য অসমতল উচ্চভূমির ফরেষ্টের মত বৃদ্ধ এবং এটা আরো বড়। এলরণ্ড বলে যে দুটো একই রকম; সাবেক জামানারা (Elder Days) ভাবতো জঙ্গলের প্রধান দূর্গে যখন মেনরা নিশ্চল ঘুমিয়ে থাকত তখন এগুলির মধ্যে ফার্সী বর্ণরা (এলফ) ঢুকে বেড়াত। এখনো ফাংগর্নের কিছু স্বতন্ত্র রহস্য আছে। জানি না, কি তা।

গিম্‌লি বলল, আরও তা জানতেও চাই না। ফাংগর্নের কোন কিছুকে আমার ঝামেলার কারণ হতে দিও নাত!

এবার তারা প্রহরা বিষয়ে লটারি করার জন্য প্রস্তুত হন। শুরুতেই গিম্‌লির পালা। অন্য দুজন শুয়ে পড়ল। এ্যারার্গণ ঝিমুনির মধ্যে বলল, মনে রেখ গিমলি, ফাংগর্নে কোন ডালপালা কাটা বিপজ্জনক। এমনকি শুকনো কাঠের জন্যও দূরে কোথাও যেও না। বরং আগুন নিভে যেতে দাও! দরকারে ডেকো!

এ কথার পর সে ঘুমিয়ে গেল। ফর্সা হাত দুটি বুকের পরে ভাঁজ করে ল্যাগোলাস নিশ্চল হয়ে পড়ল, আধখোলা চোখে জীবন্ত রাত আর গভীর স্বপ্নের ঘনঘটা। এটাই এলভেন-নিদ্রানীতি। গিম্‌লি আগুনের পাশে দলামেরে বসে আছে, আঙ্গুলগুলি কুঠারের হাতলের উপরে খেলা করে বেড়াচ্ছে। বৃক্ষবনে শোঁ শোঁ ধ্বনি। অন্য কিছুর সাড়া নেই।

অকস্মাৎ সে উপরে তাকায়। দেখা গেল, অগ্নি আলোক সীমানায় লাঠিতে ঠেস দিয়ে এক বৃদ্ধ কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে। শরীরে 'কে' সাইজ আলখিল্লা জড়ান, বাড়ন্ত কিনারাওয়ালা টুপিটা চোখের উপর পর্যন্ত ঝুলে আছে। গিমলি লাফিয়ে উঠল, প্রায় চিৎকার করে ওঠে আর কি। সারুম্যান তাদের দেখে ফেলেছে এমনটি ভাবছে। গিম্‌লির আচমকা নড়াচড়ায় এ্যারাগর্ণ , গ্যাগোলাস উভয়ে জেগে, তাকিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাল। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে এ্যারাগর্ণ বলল, 'বহুত আচ্ছা পিতা, আমরা তোমার জন্য কী করতে পারি? সে দীর্ঘ পদক্ষেপে সামনে এগোয়, কিন্তু বৃদ্ধলোকটি উধাও। তারা আর সামনে যাবার সাহস পায়নি। জোছনা দূরীভূত হয়ে নিগূঢ় অন্ধকার নামে।

হঠাৎ ল্যাগোলাস চিৎকার দিল। অশ্ব! অশ্ব!

ঘোড়াগুলি পিকেটিং করার ভঙ্গিতে অদৃশ্য হল। এ নবাগত দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে সাথীরা কতক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকল। তারা এখন ফাংগর্নের নির্জন কোণে, এ বালামসিবতের দেশে তাদের একমাত্র মিত্র রোহানের মেন এবং তাদের মধ্যে এখনো

যোজন যোজন পথ পড়ে আছে। রাত দুপুরে দাঁড়িয়ে তারা যেন অশ্বের হুংকার হ্রেষা রব শুনতে পাচ্ছে। তারপর আবার সব স্তব্ধ, শুধু আছে বাতাসের নির্লিপ্ত শাঁ শাঁ শব্দ।

এ্যারাগর্ণ বলল, হ্যাঁ তারা চলে গেছে। স্বেচ্ছায় ফিরে না আসলে তাদের আমরা দেখতে পাব না। আমরা পায়ে হেঁটে শুরু করেছিলাম, এবং পাগুলি এখনো আছে।

গিম্‌লি বলল, 'পা! কিন্তু এগুলো ব্যবহার করে আমরা শেষ করে ফেলতে পারি না।' সে আগুনে কিছু জ্বালানি নিক্ষেপ করে ধা করে পাশে বসে পড়ল।

ল্যাগোলাস হেসে বলল, 'মাত্র কিছুক্ষণ আগে তুমি রোহানের অশ্বে চড়তে অনিচ্ছুক ছিলে। আর এখন ছবি উল্টে গেল। তুমি কিনা আরোহী বানাবে।'

গিম্‌লি বলল, 'এরকম সুযোগ সম্ভবত আসবে না।'

কিছুক্ষণ পর সে আবার শুরু করল। বলল, 'আমার মনে হয়, এ সারুম্যান। তাছাড়া কি? ইয়োমার বলেছেঃ সে বৃদ্ধের বেশে হুড আর আলখিল্লা পরে ঘুরে বেড়ায়। সে আমাদের অশ্বগুলি নিয়ে চলে গেছে। না ভয় দিয়ে তাড়িয়েছে। আর আমরা এখানে। আমার কথা শুনে রাখ। আমাদের জন্য আরো সমস্যা অপেক্ষা করছে।

এ্যারাগর্ণ বলল, 'এসব আমি মনে রাখি। কিন্তু এটাতো মনে আছে যে এ বৃদ্ধের টুপি পরা ছিল, হুড না। তবু আমি তোমার ধারণাকে সন্দেহ করছি না। আমরা সার্বক্ষণিক মহাবিপদে আছি। কি তদ্‌সত্ত্বেও বসে বিশ্রাম করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। গিম্‌লিও এখন আমি কিছুক্ষণ পাহারায় থাকব। এ মুহূর্তে ঘুমের চেয়ে ভাবনা জরুরী।'

রাত ধীরে অগ্রসর হল। পালাক্রমে প্রহরা সমাপ্ত হল। কিছুই ঘটেনি। বৃদ্ধ আর আসেনি , ঘোড়াগুলির হদিস মিলল না।

অধ্যায় তিন

ইউরাক হাই

পিপিন ঘুমের মধ্যে ভয়াবহ স্বপ্নডোরে বাঁধা পড়েছে; মনে হচ্ছে সে তার স্বরের প্রতিধ্বনি এক কালোসুড়ঙ্গের মধ্যে ফ্রোডো! ফ্রোডো! বলে চিৎকার করে ফিরছে। এবং তা সে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ফ্রোডোর পরিবর্তে শতশত অর্কমুখ চারিদিকের অন্ধকারের ভিতর থেকে দাঁত কিটমিট করে, অজস্র জঘন্য হাত বাড়িয়ে তার দিকে তেড়ে আসছে। মেরি কোথায়?

তার ঘুম ভাঙে। মুখের উপরে শীতল হাওয়া পরশ বুলায়। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে উপরের আকাশ অস্পষ্ট হচ্ছে। পাশ ফেরার সময় বুঝতে পারে জেগে উঠার থেকে স্বপ্ন মন্দের ভাল। তার কব্জি, পা, গোড়ালি সব জায়গায় কষে দড়িবাঁধা। মেরী পাশেই পড়ে আছে, মুখমণ্ডল সাদা, ময়লা কাপড়ে চোখ বাঁধা। তাদের চারিপাশে অর্কদের বড় এক কোম্পানী বসে বা দাঁড়িয়ে আছে।

পিপিনের যন্ত্রণা কাতর মাথার স্মৃতি ধীরে ধীরে জোড় লেনো স্বপ্নাধার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। স্মৃতি ফিরে পেয়েছে। অবশ্য; সে এবং মেরী বনের মধ্যে দৌড়িয়েছে। তাদের উপর কিসে ভর করেছে? বৃদ্ধ স্ট্রাইডারকে না দেখে তারা এভাবে ছুটল কেন? তারা চিৎকার পেড়ে অনেক দূর ছুটেছে। মনে করতে পারেনি কত পথ তা; তারপর অকস্মাৎ অর্কের দলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তারপরও অর্করা কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু দেখেনি। মেরী পিপিন যখন তাদের কোলের মধ্যে আছাড় খেয়েছে তখন দেখে ফেলে। অতঃপর হবিটদের তীক্ষ্ণ চিৎকারে ডজন ডজন অর্ক (অপদেবতা) গাছের মধ্য থেকে হুড়মুড় করে ঝম্প মেরে তেড়ে আসে। মেরী, পিপিন তলোয়ার টেনে বের করে। তবে অর্করা যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক না, তারা শুধু এদেরকে ধরে রাখার চেষ্টা চালায়। মেরি কতক অর্কের হাত বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সাবাস মেরি।

এ মুহূর্তে ব্রোমির বৃক্ষমধ্য থেকে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। সে অর্কদের উপর যুদ্ধ দেয়। অনেককে হত্যা করেছে, অনেক পালিয়ে গেছে। তারা বেশি দূর সরে পড়তে না পড়তে পুনর্বার কমপক্ষে শাখানিক অর্ক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আবার তারা ব্রোমিরের উপরে এক পশলা শর বৃষ্টি (তীর) বর্ষণ করে। ব্রোমিরের হর্ণের অবিরাম আওয়াজ জঙ্গলকে রণদামামায় ভরে ফেলে। প্রাথমিকভাবে অর্করা হতবাক হয়ে পিছু হটে। তারপর আবার জীবন বাজির আক্রমণ আরম্ভ করে। পিপিন আর বেশি কিছু মনে

করতে পারে না। সে সর্বশেষ যা মনে করতে পারে তা হচ্ছে; ব্রোমির একটা গাছে হেলান দিয়ে স্বীয় শরীর থেকে তীর টেনে বের করছে; তারপর আচমকা অন্ধকার নেমে পড়ে।

সে মনে মনে বলল, মনে হয় আমি মাথায় আঘাত পেয়েছি। কি জানি, বেচারা মেরি কতখানি আহত হয়েছে। ব্রোমিরের কী হয়েছে? অর্করা কেন আমাদেরকে হত্যা করেনি? আমরা কোথায়, এবং যাচ্ছি কোথায়?

সে কোন জবাব দিতে পারল না, ঠাণ্ডা আর অসুস্থতা অনুভব করল। মনে মনে ভাবল, আমাদের আসার ব্যাপারে গ্যাণ্ডালফ যদি এলরণ্ডকে অনুপ্রাণিত না করত। আমি এসে কি মঙ্গল হল?

হল শুধু ঝামেলা: বাড়তি যাত্রি, বাড়তি বোঝা। এখন আমি নিজেই চুরি হয়েছি, অর্কদের বোঝা হয়ে গেছি। আমার আশা স্ট্রাইডার বা কেউ আমাদের খুঁজবে। কিন্তু আমার কি এ আশা করা ঠিক? এতে কি পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে না ওহ, যদি আমি মুক্তি পেতাম!

সে কিছুটা অনর্থক সংগ্রাম (মুক্তি পাবার জন্য) করল। এ দেখে একজন অর্ক তার সাথীর সাথে হাসাহাসি করে কি সব বলতে লাগল। তারপর সে কমন ভাষায় (Comon Speech) বিকৃত উচ্চারণে পিপিনকে বলল, আরে ক্ষুদে হাবা, যতক্ষণ পার বিশ্রাম ল! মনে লইলেই আমগো আগে যাইতে পারস না। গ্রিস

অন্যজন বলল, আর ক্ষেমতা থাকলে হবায় তুই মরতি। মুখ থেইকা চিঁড়ে সুর বাইর কইরা ছাইড়তাম, হতভাগা ইন্দুর কোইন'কার। সে পিপিনের উপর ঝুঁকে তার হিংস্র হলদে নখর তার মুখের কাছে নিল। তার হাতে দীর্ঘ খাঁজ কাটা কালো ছুরি ছিল। চুপ মাইরা হুইয়া থাক, তা নইলে এইডা দিয়া চুমা লাগাব, সে ভোঁস ভোঁস করে বলল। 'থির মাইরা থাক, তা নইলে আমরা ফরমান ভুইলা যাইতে পারি। আইজোন গার্ডের বেরাক নিপাত যাউক! 'Ugluk u bagronk Sha pushdug Soruman- glob bubhosh Skai'; সক্রোধে নিজ ভাষায় দন্ত কিটিমিটি করে সে গাল পাড়তে থাকল।

পিপিনের কব্জি গোড়ালির বেদনা বেড়েই চলল, পিঠের তলের পাথরগুলো কুরকুর করে কামড়ে ধরল। তবু সে আতঙ্কে অনড় পড়ে রইল। অর্কদের নিকৃষ্ট স্বাভাবিক বাক্যবানের ফুলঝুরি তার কাছে উত্তপ্ত ঝগড়া-ঝাটি মনে হল।

সে অবাক হয়ে লক্ষ করল তাদের কারো কারো কথা বুদ্ধিমানের মত, অনেক অর্ক সাধারণ ভাষা ব্যবহার করছিল। সেখানে বিভিন্ন গোত্রের অর্ক সদস্য ছিল। এক গোত্রে অন্য গোত্রের ভাষা বোঝে না। তারা এক গরম বিতর্কে লিপ্ত ছিল; এখন তারা কী করবে, কোন পথে যাবে, কয়েদিদের নিয়ে করবে কী ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন বলল, তাদেরকে সঠিকভাবে হত্যা করার সময় নেই। এখন খেলার সময় না।

অন্যজন বলল , তাতে কোন উপকার হবে না। এখনই হত্যা কর, কেন তাড়াতাড়ি করা হচ্ছে না? তারা এক অভিশপ্ত জ্বালাতন, আর আমাদেরও তাড়া আছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আমাদের সামনে এগোন উচিৎ।

গভীর গর্জনে একজন বলল, 'অর্ডার! অর্ডার! যত সত্বর সম্ভব তাদেরকে জীবিত নিয়ে যেতে হবে। সবাইকে উপরে পাঠাও, কিন্তু হাফলিংদের না। এ আমার আদেশ।'

কতকস্বর জিজ্ঞাসা করল, 'তাদের দিয়ে কাজ কি? কেন বেঁচে থাকবে? তারা বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়?

'না। শুনেছি তাদের মধ্যে কেউ একজন কিছুটা পেয়েছে যা যুদ্ধের জন্য দরকার। যা হোক, তাদের উভয়কে জেরা করা হবে।'

'তুমি যা জান এইসব। কেন আমরা তাদের তল্লাশি করছি না? প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

অন্যদের থেকে আস্তে কিন্তু অধিক শয়তানি সুলভ কায়দায় একটা স্বর ভেংচি কেটে বলল, 'খুব মজার প্রস্তাব। আমরা সে রিপোর্ট দিতে পারি। কয়েদিদের তল্লাশি বা হরণ করার দরকার নেই। এ আমার নির্দেশ।'

গম্ভীর স্বর বলল, 'এবং আমারও নির্দেশ, জীবন্ত অবস্থায় বন্দী থাকবে, ক্ষতি করা যাবে না।'

পূর্ব স্বরের একজন বলল, 'কিন্তু আমাদের নির্দেশ তা না। মাইনস থেকে এতদূর এসেছি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। আমি খুন করেই নর্থে ফিরতে চাই।'

গম্ভীর স্বর বলল, 'তাহলে তোমরা পরের বার ইচ্ছা করতে পার। আমি আগলাক (Ugluk), আমি নির্দেশ দিচ্ছি। সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আমি আইজেন গার্ডে ফিরে যাচ্ছি।'

শয়তান সুলভ স্বর বলল, 'সারুমান কি মনিব বা গ্রেট আই (সাউরালের চোখ)? এখনই আমাদের লাগবার্জ এ ফিরে যাওয়া উচিত।'

অন্য আরেক স্বর বলল, 'যদি গ্রেট রিভার পার হওয়া যেত, পার হতাম। কিন্তু সেতুর দিকে গমন করার মত জনবল আমাদের নেই।'

শয়তান সুলভ স্বর বলল, 'আমি দেখেছি এক পাখাওয়ালা কৃষ্ণ আরোহী (Winged Nazgul - পাখাযুক্ত দৈত্যাকার প্রাণীর সহিস, রিংরেইল) পূর্বতীরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'সম্ভবত! তবে তুমি কয়েদিদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লাগবার্জের সব প্রশংসা কুড়িয়ে নাও, আর এ হর্সকান্তিতে পায়ে হাঁটার জন্য আমাদের ফেলে রেখে যাও, তা হবে না। অবশ্যই আমরা একত্রে যাব। এ এলাকা বিপজ্জনক, বিদ্রোহী আর রাহাজানে ভরা।'

আগলাক গড়গড় করে বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই একত্রে যাব। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না পুঁচকে শূয়োর। স্বীয় খোঁয়াড়ের বাইরে তোমার কোন বাহাদুরী নেই। কিন্তু আমরা না থাকলে তোমরা সব পালিয়ে যেতে। আমরা যোদ্ধা ইউরাক-হাই (Uruk-Hai)! আমরা হত্যা করেছিলাম বড় যোদ্ধাকে, কয়েদিদের ধরেছিলাম। আমরা সারুমন দ্য হোয়াইটের (White Hand) দাস। তার হাত আমাদেরকে নরমাংশ দান করে থাকে। আমরা আইজেন গার্ড থেকে এসেছি এবং তোমাদের এখানে পরিচালিত করেছি, এবং যে পথে ইচ্ছা সে পথে আমরা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমি আগলাক একথা বলে রাখলাম।'

শয়তানি স্বর নাক খিঁচিয়ে বলল, 'আগ্‌লাক, তুমি বাড়াবাড়ি করলে। ভাবছি তোমার কথাগুলো লাগবার্জে কেমন শোনাবে। তারা ভাবতে পারে আগ্‌লাক বুঝি তার জড়বুদ্ধির মোটা মুন্ডুটাকে আর দরকারি মনে করে না। তারা বলতে পারে সে এই উদ্ভট আইডিয়াটা পেল কোথায়। তারা কি সারুমনের কাছ থেকে এসেছে? নোংরা ব্যাজধারী যে কেউই আমার সাথে একমত হতে পারে, একমত হতে পারে তাদের বিশ্বস্ত দূত গ্রিসনাকের (Grishnakh) সাথে, এবং আমি গ্রিসনাক বলে দিচ্ছি গ্রেট আই (সাউরানের চোখ) তার থেকে শ্রেয়। শুয়োরের কী হল? কী করে তুমি ক্ষুদে নোংরা এক যাদুকরের প্ররোচনায় আর একজনকে শুয়োর বলতে পারলে? আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে তারা অর্ক এর মাংস খায়।

অর্ক ভাষার অনেক জোরাল চিৎকার তার কথার জবাব দিল, এবং হাতিয়ারের ঝনঝন শব্দ বের হতে লাগল। ব্যানারখামা দেখার জন্য পিপিন সাবধানতার সাথে পাশ ফিরল। তার প্রহরীরা কলহে যোগ দিতে গেছে। গোধূলী আলোয় সে প্রকান্ড এক কালো অর্ককে দেখল, সম্ভবত উগলুক, গ্রীসনাকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীসনাক খাট, বক্রপদ বিশিষ্ট প্রাণী, তার হাত প্রায় ভূমি পর্যন্ত ঝুলে থাকে। তাদের চারিদিকে অনেক ক্ষুদ্র কদাকার ভূত (goblin) ছিল। পিপিন ভাবল এগুলো নর্থ থেকে এসেছে, তারা তাদের ছুরি, তলোয়ার বের করল কিন্তু উগলুককে আক্রমণ করতে দ্বিধান্বিত হল। সে চিৎকার দিলে প্রায় তার সমআকৃতির কতক অর্ক তেড়ে আসল। উগলুক সামনে লাফ মেরে তার দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথা নামিয়ে দিল। গ্রিসনাক এক পাশে সরে পড়ে ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হল। অন্যেরা ভেগে গেল, এবং আর একজন পিছু হটার মুহূর্তে উবু হয়ে থাকা মেরিরা উপরে পড়ে গেল। উগলুকের অনুসারিরা তার উপর দিয়ে লাফিয়ে হলুদ হিংস্র নখরের অন্য এক রক্ষীকে কচুকাটা করে ফেলল। তার ছিন্ন শরীর পিপিনের ওপর পড়ল, করাতের মত ছুরিখানি তখনও হাতে ধরা ছিল।

উগলুক গলা ফাটিয়ে বলল, তোর অস্ত্র ফেলে দে। আমাদের বিরক্তি আর বাড়াসনে! আমরা সরাসরি পশ্চিমের স্টিরারে যাচ্ছি। সেখান থেকে সোজা উচ্চ অসমতল ভূমির দিকে তারপর নদীর কিনারা ধরে জঙ্গলের দিকে যাব। রাত দিন অগ্রসর হব। বুঝলি?

এখন যদি এই কদাকার দানবটি কিছুক্ষণ অর্কদের ওপর তার কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারে তবে তা পিপিনের জন্য হবে এক মস্ত বড় সুযোগ। সে মনে মনে এ কথা ভাবছে। কালো ছুরির খোঁচায় তার বাহু ফুটো হয়েছে। সে অনুভব করছে এখান থেকে রক্ত গড়িয়ে হাতের নিচের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু ইস্পাতের একটা হিমেল পরশও তার ত্বকে শিহরণ জাগাচ্ছে।

অর্করা পুনঃযাত্রার জন্য তৈরি হল, কিন্তু কিছু নদনিরি (উত্তরাঞ্চলীয় অর্ক) এখনো অনিচ্ছুক, এবং বাকিগুলোর সাহস হরণ করার আগেই আইজেন গার্ডাররা আরো দু'জনকে হত্যা করল। যথেষ্ট সংশয় দেখা দিল। পিপিন ইতোমধ্যে অরক্ষিত হয়ে পড়ল। তার গা দুটো কষে বাধা ছিল, কিন্তু হাত দুটো সামনের দিকে একত্রে বাঁধা। সে অবশ্য ভাল করে নড়তে পারছিল। সে মরা অর্ককে এক পাশে ঠেলে দিল। তারপর কবজির গিটকে ছুরির পাতে চেপে ধরে উপর নিচে করে কেটে ফেল্‌ল। তারপর পুরো নিথর হয়ে পড়ে থাকল।

উগলুক চিৎকার ছেড়ে বলল, কয়েদিদের কুড়িয়ে নাও! তাদের সাথে কোন ছলচাতুরী করো না! তারা বেঁচে না থাকলে আমরা ফিরবার সময় কেউ কেউ মারা পড়ব।

একজন অর্ক পিপিনকে থাবা দিয়ে সালার মত কাঁধে তুলল। তার মুখ অর্কের ঘাড়ের সাথে ঘষা খেয়ে তালে তালে দোল খেতে লাগল। অন্য আর একজন মেরির সাথে একই আচরণ করল। অর্কের নখরযুক্ত হাত পিপিনের বাহুযুগল লোহার মত ধরে আঁকড়ে ধরল, নোখের গুঁতোও খেল। সে নিদ্রায় ফিরে গিয়ে দুঃস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল।

হঠাৎ তাকে পাথরের মেঝের ওপর ফেলে দেয়া হয়েছে। তখন সবে সন্ধ্যা, কিন্তু চাঁদের ক্ষুদ্র টুকরোটি পশ্চিমে চলে যাচ্ছে। তারা এমন একটি দুরারোহ টীলার উপরে উঠেছে যা বিমর্ষ কুহেলিকা ঢাকা সমুদ্রের উপর দিকে তাকিয়ে দূরে, সুদূরে। পাশে জলপতনের শব্দ হচ্ছে। নিকট থেকে এক অর্ক বলল, শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছ। উগলুক গর্জন করে বলল, বেশ, তুমি কী বুঝলে?

'একজন মাত্র অশ্বারোহী দেখেছি, এবং সে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এখন সব কিছু ক্লিয়ার।'

'বুঝলাম। কিন্তু কতক্ষণ আগে গেছে? বেবোধ! তাকে আঘাত করা উচিত ছিল। সে এ্যালার্ম বাজাবে। প্রভাতের আগেই অভিশপ্ত হর্সরাইডাররা আমাদের খবর শুনে ফেলবে। এখন ডবল বেগে চলতে হবে।

পিপিনের ওপরে উগলুক তার ছায়া প্রক্ষেপ করে বলল, আমার তরুণ ছোকরারা তোমাকে বয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন আপন পা কাজে লাগিয়ে সাহায্য কর। কোন কাঁদাকাটি না, পালানোর চেষ্টা করবে না। ছলচাতুরির পুরস্কার আমরা ঠিকই দিতে পারি যা আবার তোমার ভালো লাগবে না।

সে পিপিনের বাঁধন কেটে চুল ধরে টেনে সোজা দাঁড় করিয়ে দিল। পিপিন পড়ে গেলে আবার একইভাবে দাঁড় করাল। এ দেখে কয়েকজন অর্ক হেসে ফেলল। উগলুক তার দাঁতের পাটির ফাঁক দিয়ে গলায় গরম সূরা জাতীয় কী যেন ঢেলে দিল। এতে করে পিপিনের গতরের ব্যাথা চলে গেল এবং সে দাঁড়াতে পারল। এবার উগলুক অন্যটার দিকে মনোযোগ দিল। মেরি পাশেই পড়েছিল। উগলুক এক লাথি দিলে সে গোঙাতে লাগল। সে তাকে জবরদস্তি করে বসিয়ে মাথার ব্যাণ্ডেজটি খুলে দিল। তারপর ক্ষতস্থানে কালো রং এর এক প্রলেপ লাগিয়ে দিল। মেরি যন্ত্রণায় উন্মাদের মত ছটফট করে উঠল।

অর্করা করতালি সহযোগে বিদ্রুপাত্মক চিৎকার করল, পাখির ছাও দাওয়াই নেবে না! আপন ভাল বোঝে না, ইঃ! পরে খানিক ইটকিরি করব।

কিন্তু এ সময়ে উগলুক খেলার মধ্যে ছিল না। তার তাড়া ছিল এবং অনিচ্ছুক অনুসারিদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হল। সে অর্ক ফ্যাশনে মেরির চিকিৎসা করে যাচ্ছিল। তার বাঁধন কেটে সুরাপান করানোর পর সে উঠে দাঁড়াল। চেহারা মলিন কিন্তু রুক্ষ আর উদ্যত, অতি জীবন্ত। কপালের গভীর ক্ষত জ্বালা দিল না, কিন্তু চিহ্নটা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হয়েছিল।

সে পিপিনকে বলল, মশায়! তুমিত এ ক্ষুদে অভিযানে আছ? বালিশ কাঁথা, নাস্তা

কোথায় পাব?

উগলুক বলল, এখনই! কিচ্ছু পাবে না! চুপ যা। কেউ কারো সাথে কথা বলবে না। যে কোন সমস্যার কথা অন্য প্রান্তে জানানো হবে, এবং সে ঠিক করবে কী দিয়ে কী করা যাবে। তোমরা রেডি বিছানা পাবে, নাস্তা পাবে পাকস্থলির অতিরিক্ত।

অর্কদল সরু এক শৈলশিরা দিয়ে কুয়াশা ঢাকা এক সমভূমিতে নামতে শুরু করল। পিপিন, মেরি একডজন করে অর্ক পরিবেষ্টিত হলে পৃথকভাবে নামল। তলদেশের তৃণভূমিতে নামার পর হবিটদের অন্তর নেচে উঠল।

উগলুক বলল, এখন সোজা পথ! একটু উত্তরে বেঁকে পশ্চিম বরাবর। জলদি কর।

কয়েকজন নর্দার্নার বলল, সূর্যোদয়ের সময় আমরা কী করতে যাচ্ছি?

উগলুক বলল, দৌড়ের উপর থাক। কী ভাবছ তোমরা? চড়ুই ভাতিতে যোগদান করার জন্য হোয়াইট স্কিনদের (শ্বেতাঙ্গ) অপেক্ষায় ঘাসের উপর বসে থাকব নাকি?

'আমরা কিন্তু সূর্যোলোকে দৌড়াতে পারি না।'

উগলুক বলল, আমার পেছনে যাবে। দৌড়াও! নতুবা বাপ মারা ভিটে মাটি আর দেখা লাগবে না। হে হোয়াইট হ্যান্ড (সারুম্যান) এমন অভিযানে অর্ধ প্রশিক্ষিত পাহাড়ী শূককীট পাঠানোর ফায়দা কি? ছোট অভিসপ্তর যতক্ষণ আঁধার আছে দৌড়াও!

অর্ক কোম্পানী লম্বা পা ফেলে দৌড়াতে আরম্ভ করল। প্রত্যেক হবিটের জন্য তিন রক্ষী। লাইনের বহু পশ্চাতে পিপিন। ভাবছিল এভাবে সে কতক্ষণ হাঁটবে সকাল থেকে কিছু খায়নি। এক অর্কের হাতে চাবুক ছিল। সে সজাগ দৃষ্টি সম্পন্ন। পিপিন স্ট্রাইডারের তীক্ষ্ণ চেহারার কথা ভাবতে ভাবতে পথে কোন চিহ্ন আছে কিনা তা মাঝে মাঝে খেয়াল করে ছুটতে থাকল। কিন্তু অর্কদের সংশয়পুর্ণ পদচিহ্ন ছাড়া রেঞ্জার আর কী দেখতে পারে? তার আর মেরির ক্ষুদ্র পদচিহ্ন। অর্কদের নৌহ জুতার পিড়নে থেবড়ে গেল।

মাইলখানিক পরে মাটি নরম ও কর্দমাক্ত। কাস্তেসদৃশ চাঁদের বিবর্ণ জোছনায় কুয়াশা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অর্কদের কালো মূর্তি নিষ্প্রভ হতে হতে এক সময়ে গ্রাস হয়ে গেল।

উগলুক চিৎকার করে বলল, থাম!

পিপিনের মাথায় আকস্মিক এক বুদ্ধি খেলে গেল। চুপিসারে ডানপাশে সরে রক্ষীর নাগালের বাইরে গেল। কুয়াশার মধ্যে মাথা বাড়িয়ে ঘাসের ওপরে গুড়ি মেরে চলল।

উগলুক চিৎকার করে বলল, থাম!

এক মুহূর্ত সংশয়, বিবাদের মধ্যে গেল। পিপিন খাড়া হয়ে ছুটতে লাগল, অর্করা পিছনে তার সামনে মরিচীকার কিছু একটা। পিপিন ভাবল, পালানোর কোন আশা নেই। তবে পিছনে কাদামাটিতে কিছু অক্ষত পদচিহ্ন রেখে এসেছি। সেটাই একমাত্র আশা। সে বাঁধা দুহাত কাঁধের কাছে হাতড়িয়ে আলখিল্লার ব্রুচ খুলে ফেলল। তারপর কোন প্রকারে ফেলে দিল। 'মনে হয় এটা অনেক দিন পড়ে থাকবে। জানি না, কেন এটা করলাম। অন্যরা পালাতে পারলে হয়ত এতক্ষণে ফ্রোডোর সাথে ভিড়েছে।'

তার উরুতে এক চাকুকের রশি আঘাত করল, তার মুখে আর্তচিৎকার ফুটে উঠল।

উগলুক ছুটে আসতে আসতে বলল, যথেষ্ট হয়েছে। সে অনেক দুর দৌড়ে এসেছে। তাদের উভয়কে দাবড়াও! প্রয়োজনে চাবুক ব্যবহার কর!

সে পিপিনের দিকে ফিরে নাক সিঁটকে বলল, এক মাঘে শীত যায় না। আমি ভুলব না। হিসেব কিতেব বাকি থাকল। মনে রেখ!

পিপিন বা মেরি কেউই অভিযানের পরবর্তি পর্বের সিংহভাগই স্মরণে রাখতে পারল না। দুঃস্বপ্ন আর বাস্তবতা দুর্দশার সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথে একাকার হয়ে গেল। আশা ভরসা আহ্বানকালের তরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল। অর্কদের বেঁধে দেয়া নিয়মানুসারে তারা ছুটল, ছুটল আর ছুটে চলল, আর মাঝে মধ্যে নির্মম কষাঘাতের তিক্ত পরশ তো ছিলই। তারা অপারঙ্গম হয়ে একটু থামলে বা হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেলে অর্করা তাদেরকে রণক্ষেত্রে বিধ্বস্ত সৈনিকের মত টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল।

অর্ক মেডিসিনের কার্যকারিতা কেটে গেলে পিপিন আবার ঠাণ্ডা জনিত অসুস্থতা অনুভব করল। হঠাৎ ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ধারাল নখের হাত তাকে খপাৎ করে টেনে তুলল। আবার তাকে বস্তার মত করে বহন করা হল। সে চারিদিকে অন্ধকার অনুভব করল। এ অন্ধকার কী আসন্ন রাতের নাকি অন্ধত্বজনিত তা সে বলতে পারল না।

সে ঝগড়া ফ্যাসাদের ক্ষীণ শব্দ শুনল। মনে হয় কতক অর্ক বিশ্রাম করার দাবি করছিল। উগলুক চেঁচামেচি শুরু করে দিল। ক্লান্তিতে সে নিজেকেই ভূপাতিত অনুভব করল। তারপরও পিপিনের উপর নিষ্ঠুর থাবা বসিয়ে দিল। সে কাঁপতে লাগল, তারপর ধীরে ধীরে অন্ধকারের অনুভূতি কেটে ফেলে সে বাস্তব জগতে ফিরল এবং বুঝল তখন সকাল। উগলুকের নির্দেশে তাকে আছাড় মেরে ঘাসের পরে ছেড়ে দেয়া হল। হতাশার সাথে যুদ্ধ করে সে কিছুক্ষণ পড়ে থাকল। তার মাথা ঝিমঝিম করল। ফের শরীরের উষ্ণতা থেকে টের পেল তাকে অন্য কোন ওষুধ দেয়া হয়েছে। এক অর্ক তার উপরে ঝুঁকে কিছু রুটি আর কাঁচা মাংসের শুকনো টুকরো ছুঁড়ে দিল। সে ক্ষুধার্ত ছিল, কিন্তু এতো বুভূক্ষ না যে অর্কের ছুড়ে দেয়া গোশত খেতে হবে। কিসের গোশত কী জানি!

বসে পড়ে সে চারিদিকে তাকাল। মেরি দূরে ছিল না। তাদের অবস্থান ছিল দ্রুত ধাবমান সরু এক নদী তীরে। সমুখের পর্বতমালার এক সুউচ্চ চূড়া দিনের প্রথম সূর্য কিরণে অবগাহন করছিল। সামনেই নিচু ঢালগুলোতে কালচে রেখার মত জঙ্গল ফুটে উঠল। পথ নির্দেশনা নিয়ে নর্দার্নার অর্ক ও আইজেন গার্ডদের মধ্যে আর এক কোমর হৈচৈ পূর্ণ বিতর্ক হয়ে গেল।

উগলুক বলল, তোমার হবিদদের আমার কাছে দাও! আগেই বলেছি খুনখারাবি চলবে না। সারাপথ যা অর্জন করেছি তা মুছে ফেলতে চাইলে ফেলতে পার। যুদ্ধবাজ ইউরাক-হাইকে (Uruk-hai) স্বাভাবিক কর্মটি করতে দাও! ওই সামনে জঙ্গল আছে। ওটাই তোমাদের উপযুক্ত ভরসাস্থল। তফাৎ যাও! অন্য আর দুই পাঁচটা গর্দান কেটে পড়ার আগে চটপট সরে পড়।

খানিক গালিগালাজ, মারামারি হয়ে গেল। অধিকাংশ নর্দার্নাররা দলছুট হয়ে খ্যাপার মতো দৌড়ে নদী বরাবর পর্বতের দিকে চলে গেল। হবিটরা থেকে গেল আইজেন গার্ডারদের সাথেঃ কৃষ্ণকায় নির্মম অর্কের দল, কমপক্ষে কুড়িচারেক, চোখ টেরা, সাথে আছে বিরাটকার ধনুক আর খাঁটি কিন্তু চওড়া পাতের তলোয়ার।

উগলুক বলল, 'এখন আমরা গ্রিসনাকের সাথে বোঝাপড়া করব।' কিন্তু তার নিজের

কিছু অনুচর অস্বস্তি ভরে দক্ষিণ দিকে তাকাল।

উগলুক গর্জন করে বলল, 'আমি জানি, অভিশপ্ত, অশ্বারোহী ছোকরারা আমাদের সংবাদ জেনে গেছে। কিন্তু স্নাগা (Snaga, চাকর) এসব তোমার ত্রুটি। তোমার আর অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদের কান না থাকাটা সঙ্গত। কিন্তু আমরা যোদ্ধা। আমরা অশ্বের মাংস দিয়ে বনভোজন করব, বা আরো ভাল কিছু দিয়ে।'

এ মুহূর্তে পিপিন বুঝল কিছু সৈনিক অন্যদিকে কেন তাকাচ্ছে। সেদিক থেকে আসছিল ফেঁসফেঁসে গলাভাঙ্গা চিৎকার। আবার গ্রিসনাককে দেখা গেল। তার পশ্চাতে কয়েক কুড়ি লম্বা হাতের ৫ দিন পায়ের অর্ক। তাদের ঢালের পর লোহিত চোখ আঁকা। উগলুক সামনে এগিয়ে গেল।

সে বলল, তাহলে ফিরে আসলে? ঠিকটা বুঝেছ ত?

গ্রিসনাক জবাব দিল আদেশ পালিত হয়েছে কিনা এবং কয়েদিরা নিরাপদে আছে কিনা আমি তা দেখতে এসেছি।

উগলুক বলল, সত্যি! চেষ্টার অপচয়। আমি দেখতে চাই আমার নির্দেশে আদেশ পালিত হয়েছে। এবং আর কোন কাজে ফিরেছ? তুমিত তাড়াতাড়ি গেলে। কিছু ফেলে গেছ কি?

গ্রিসনাক নাক সিটকে বলল, এক বোকাকে রেখে গেছি। কিন্তু তার সাথে ছিল অনেক শক্তিশালী, হৃষ্টপুষ্ট সঙ্গী যাদের হারানো বিরাট ক্ষতি। জানি, তুমি তাদের নিয়ে তালগোল পাকাবে। আমি তাদের সাহায্য করতে এসেছি।

উগলুক অট্ট হেসে বলল, চমৎকার! তবে ততক্ষণ তুমি ভুল পথে আছ যতক্ষণ না তুমি যুদ্ধ করার হিম্মত অর্জন করছ। তোমার রাস্তা ছিল লাজবার্গ। শ্বেতাঙ্গরা (White Skin) আসছে। তোমার মহামতি নাজগুলের (পালকওয়ালার প্রাণীরা কৃষ্ণ আরোহী) খবর কি?

গ্রিসনাক নাজগুল! নাজগুল! করে চিৎকার দিয়ে অঙ্গে কাঁপুনি তুলে ঠোঁট চালিল যেন নাজগুল শব্দটার বিষাদ স্বাদ বেদনাহতের মত আস্বাদন করল। সে বলল, উগলুক, তুমি শুধু তোমার জ্ঞানের বাইরের কথা নিয়ে প্যাচাল পাড়ছ। মহামতি নাজগুল! আহ! একদিন তুমি বলবে যে তুমি এমন টিটকেরি মারনি।

গ্রিসনাক এবার আগুন হয়ে বলল, তোমার মনে রাখা উচিত যে তারা গ্রেট আইয়ের (Great Eye) মনি। কিন্তু পালকওয়ালা নাজগুল ঃ এখন না, এখন না। সে গ্রেট রিভারের ওপারে তার কাউকে প্রকাশ করবে না অত সস্তা না। তারা যুদ্ধের জন্য–আর অন্যান্য উদ্দেশ্যে।

উগলুক বলল, মনে হয় তুমি অনেক জান। তোমার জন্য জানা ভাল। জানা ভাল–কি কিভাবে এবং কেন। কিন্তু ইত্যাবসরে আইজেন গার্ডের ইউরাক হাই স্বভাবতঃ নোংরা কাজটা করতে জানে। লালাসালিপ্ত। (মুখের লালা) হয়ে দাঁড়িয়ে থেক না! তোমার ইতর জনতাকে একত্রিত কর! অন্য শুয়োররা ফরেষ্টের দিকে যাচ্ছে। তুমি বরং তাদের অনুসরণ কর। গ্রেট রিভারের দিকে আর জ্যান্ত ফিরে এস না। অবিলম্বে সরে যাও! আমি তোমার পায়ে পায়ে থাকব।

আইজেন গার্ডাররা মেরি ও পিপিনকে পুনঃদখল করে শিকলির সাহায্যে পিঠে ঝুলিয়ে নিল। তারপর যাত্রা করল। ঘন্টার পর ঘণ্টা চলল। মাঝে মাঝে পিপিন মেরির বাহক পরিবর্তনের দু এক মিনিটের বিরতি ছিল। হয় ক্ষীপ্রতা ও কঠিনতার দরুণ, না হয় গ্রিসনাকের অন্য কোন মতলবের কারণে আইজেন গার্ডাররা মর্ডরের অর্কদের ভেতর দিয়ে ক্রমে অগ্রসর হয়ে সামনে উঠল। পেছনে গ্রিসনাকের শিষ্যদের আরো ক্ষুদ্র দেখা গেল। আর আইজেন গার্ডাররা সামনের নর্দানারদের ওপরে দ্রুত কর্তৃত্ব স্থাপন করে ফেলল আর কি। অবাক। জঙ্গল সন্নিকটে এসে গেল।

পিপিন থেতলে গেল, তার ক্ষত-বিক্ষত মাথা অর্কের নোংরা চোয়াল আর কানের উপরকার চুলে ঘষা খেতে লাগল। হঠাৎ অর্ক সামনের দিকে বেঁকে গেল। তার খিস্তি খেউড় মার্কা পা'গুলো অবিরাম লেফট রাইট করে এগিয়ে চলল, যেন এগুলি তার আর বাঁশি দিয়ে বানান, দুঃস্বপ্নের বুক ধড়পড় ধপধপ আওয়াজ। বিকেলের দিকে উগলুকের দল নর্দার্নারদের ওভারটেক করল। উজ্জ্বল রোদে তারা নিস্তেজ হয়ে চলছিল আর মুখ থেকে লালা ফেলছিল। আইজেন মার্ডাররা ব্যঙ্গ করে বলল, কীটপতঙ্গের দল! তোমরা রান্না হয়ে গেছো। হোয়াইট স্কিনরা এসে তোমাদের খেয়ে ফেলবে। তারা আসল বলে।

মুহূর্তেই গ্রিসনাক টের পেল আইজেন গার্ডারদের ব্যঙ্গ শুধু বিদ্রূপ ছিল না। বহু পিছনে বজ্রগতিসম্পন্ন হর্সম্যানদের (রোহানের সাদা অশ্বারোহী) দেখা গেল। মনে হলো চোরাবালিতে আটকে পড়াদের বন্যার জলে চাপা দেবে। আইজেন মার্ডাররা গতি চৌগুণ করল। পিপিন বিস্মিত হল, এ যেন রেসের ট্রাকে মরণ কামড়। মিষ্টি মাউটেনের আড়ালে সূর্য হারিয়ে যাচ্ছিল, সমুদয় ভূখণ্ড ছায়াচ্ছন্ন। মর্ডরের সেনারা মাথা তুলে সামনে যেতে আরম্ভ করল, জঙ্গল এখন অন্ধকারপুরী। ইতোমধ্যে বহিস্থঃ কিছু গাছ অতিক্রম করে ফেলেছে। সমুখের জমিন নজিরবিহীন ঢালু হয়ে উপরে উঠে গেছে। থামল না তবু অর্করা। উগলুক, গ্রিসনাক নিদেন কালের চিৎকার দিয়ে দলকে অনুপ্রাণিত করল।

পিপিন ভাবল অর্করা পালাতে পারবে। তারপর কোনমতে পিছে ঘড়িটা ফিরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে এক চোখে তাকাল। দেখল আরোহীরা অর্কদের ধরবে ধরবে করে ফেলেছে। তাদের বর্শা, হেলমেট আর উড়ন্ত কেশে গোধূলী আভা অপূর্ব শোভা জাগিয়ে তুলল। নদী কিনারা দিয়ে তারা অর্কদের তাড়িয়ে নিল, যাতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য আরোহীরা বেষ্টন করে এগোচ্ছিল।

এরা কী ধরনের জনগণ পিপিন ভাবল। যদি সে রিভেন্ডেলে মানব চিত্র দেখে ভূগোল শিখত। সে আক্ষেপ করতে লাগল। গ্যান্ডালফ স্ট্রাইডার এবং ফ্রেডোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোন সময় সে ভৌগলিক বিষয় নিয়ে ভাবেনি। এ অঞ্চলে স্যাডোফ্যাক্স চড়ে গ্যান্ডালফ ঘুরে বেরিয়েছে, এখন শুধু এটুকু তার মনে পড়ল।

সে ভাবল, কিন্তু তারা বুঝবে কী করে যে আমরা অর্ক নাহ্ এ সুদূর এলাকায় তারা কী হবিটদের কথা শুনেছে? তবে আমায় মনে হয় খুশী হওয়া উচিৎ। কারণ অর্কের মত পশুবৎ আমার চেহারা না।' সম্ভাবনা ছিল যে রোহানের মেনরা জানার আগে হবিটদের তাদের ক্যাপটোরের (যে বন্দী করে) সাথে হত্যা করা হবে।

আরোহীদের কতকজনকে তীরন্দাজ মনে হল, ছুটন্ত ঘোড়া থেকে আঘাত হানতে সক্ষম। পাল্লার মধ্যে দ্রুতবেগে ঢুকে পড়ে তারা পশ্চাদ্ভাগের অর্কদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। কয়েকটা মাটিতে পড়ে গেল। জবাব এড়ানোর জন্য আরোহীরা প্রতিপক্ষের সীমানা থেকে ধা করে বেরিয়ে আসল। এ প্রক্রিয়া কিছু সময় চলল। মাঝে মাঝে আইজেন গার্ডারদের মধ্যেও তীর পড়ল। পিপিনের আগেই তাদের একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারল না।

অন্ধকার নামল। অনেক অর্ক মারা পড়ল। কিন্তু পুরো দু,শজন টিকে থাকল। নব্য সাঁঝে তারা এক টীলায় পৌছল। কাছেই ফরেষ্টের নির্জন কোণ, মাত্র ফার্লং তিনেক দূরে, কিন্তু তারা আর যেতে পারল না। অশ্বারোহীরা ঘিরে ফেলেছে। ছোট্ট একটি দল উগলুকের আদেশ অমান্য করে ফরেষ্টের দিকে দৌড় মেরেছিল। ফিরে এসেছিল মাত্র তিনজনে।

বিকৃত মুখভঙ্গি করে গ্রিসনাক বলল, আমরা এখানে বেশ আছি। দুর্দান্ত নেতৃত্ব! আশা করি মহামতি আবার আমাদের নিয়ে যাবে।

গ্রিসনাকের দিকে না তাকিয়ে উগলুক নির্দেশের সুরে বলল, হাফলিংদের দেখে রাখ! লুগদাস, (Lugdush) তুমি আরো দুজনে মিলে সদা দৃষ্টি রাখ। যতক্ষণ না নোংরা শ্বেতাঙ্গরা ছত্রভঙ্গ হয়, ততক্ষণ এদেরকে হত্যা করা হবে না। বুঝলে? আমি যে পর্যন্ত বেঁচে আছি, সে পর্যন্ত ওদের দরকার আছে। তারা যেন কাঁদতে না পারে, মুক্তি না পায়। পা বাঁধ!

নির্দেশের শেষাংশ নির্দয়ভাবে তামিল করা হল। এখন মেরি ও পিপিন কাছাকাছি। অর্করা অস্ত্রের বিপুল ঝনঝনানি তুলে নিজেদের মধ্যে হৈ চৈ আরম্ভ করেছে তুমুল। ইত্যাবসরে হবিটরা ফিসফিস করে কতক কথা চালাচালি করল।

মেরি বলল, কিছু ভাবতে পারছি না। আমি প্রায় সাবাড় হয়ে গেছি। মনে করো না যে হামাগুড়ি দিয়ে আমি পাঁচ হাতও যেতে পারব মুক্তি পেলেও পারব না।

পিপিন কানে কানে বলল, লেম্বাস (এলফরুটি)! আমি একটু পেয়েছি। তোমার কী আছে? আমি মনে করি না তারা আমাদের অস্ত্রহীন্ করা ছাড়া অন্য কিছু হীন করেছে।

মেরি জবাব দিল, আমার পকেটে একটা প্যাকেট আছে, তা অবশ্যই ছাতু হয়ে গেছে। কোনভাবেই পকেটের মধ্যে মুখ ঢোকাতে পারছি না।

পিপিন বলল, তার দরকার নেই, আমার; আকস্মিক এক পাঁজর ভাঙ্গা লাথি পিপিনকে থামিয়ে দিল। রক্ষীরা সতর্ক হল।

নিশি হিমেল, নিঝুম। অর্করা টিলা থেকে চারিদিকে তাকাল, অন্ধকারে প্রহরীরা সোনালী-লালচে মিটমিটে আলো বৃত্তাকারে অবস্থান নিয়েছিল। টিলা দূরপাল্লায় তীরের আওতায় থাকলেও স্থির আলোর কারণে আরোহীরা ঠিকমতো দেখতে পেল না। অর্করা কিন্তু একের পর এক শর অপচয় করে চলল। উগলুক এসে থামাল। আরোহীরা নিঃশব্দ গভীর রাতে জোছনা কুয়াশা ফুটো করে মাটিতে নামলে তারা অস্পষ্ট ছায়ার মত বিরামহীন প্যাট্রোল করে চলল।

একজন রক্ষী বলল, তারা সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় আছে মরুক গে! আমরা এগোই না? উগলুক কী করছে, কী ভাবছে—জানা উচিত না?

পিছন থেকে আবির্ভূত হয়ে দাঁত খিচিয়ে উগলুক বলল, তা উচিৎ আমি মুখে আঙ্গুল পুরে বসে আছি, হ্যাঁ উল্লুক কোথাকার! তোমরা অন্যদের মত খবিস, লাজবার্গের উইপোকা, বান্দর। তাদের (হোয়াইট স্কিন) সাথে টক্কর দিয়ে লাভ নেই। তারা এত সুসজ্জিত যে আমাদেরকে ঝাড়ু দিয়ে সাফসোফ করে ফেলতে সময় নেবে না। তোমাদের মত উইপোকারা রাতের বেলা শুধু ক্ষুদ্র তুরপুনগুলো দেখতে পারে। এ হোয়াইট স্কিনদের চেন না। অধিকাংশ মেনদের থেকে এদের নিশি দৃষ্টি প্রখর। আর তাদের ঘোড়ার কথা ভুলে যেও না। শোনা যায় তারা রাতের বাতাস দেখে। এখনো একটা জিনিস এ শ্বেতাঙ্গরা জানে না; মাউহুর (Mauhur) এবং তার ছোকরারা জঙ্গলে আছে। তারা যে কোন সময় উপস্থিত হবে।

উগলুকের কথায় আইজেন গার্ডরা দৃশ্যতঃ পরিতৃপ্ত হল। কিন্তু অন্য অর্করা মনোবলহীন এবং বিদ্রোহী। তাদের প্রহরী গুটি কতক, কিন্তু অধিকাংশ আরামের অন্ধকারে গতর এলিয়ে বিশ্রামে ছিল। সেখানে ওপরে আসলে ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। কারণ চাঁদ পশ্চিমের গাঢ় মেঘের বুকে ডুব মেরেছে। পিপিন দুএক ফুট সামনের কিছুটি পর্যন্ত দেখল না। আগুনের কোন রেশ টিলায় পৌঁছায়নি। যা হোক, আরোহীরা অর্কদের স্বস্তিতে রেখে চুপচাপ বসে ছিল না। কিছু মেন লুকোচুরি ভাবে টিলার পূর্বপার্শে হামাগুঁড়ি মেরে গিয়ে শিবিরস্থ কিছু অর্ককে হত্যা করল। তারপর আবার সরে পড়ল। উগলুক আতংক পীড়িত হয়ে দল ছুট না হবার জন্য সবাইকে সাহস দিতে লাগল।

পিপিন ও মেরি বসে ছিল। তাদের আইজেন গার্ডের রক্ষীরা উগলুকের সাথে ছিল। কিন্তু তাদের পালানোর চিন্তা শুরুতেই বাধাগ্রস্ত হল। দীর্ঘ লোমশ হাত তাদের ঘাড় ধরে নিয়ে একস্থানে রাখল। তারা বলতে পারে না কখন থেকে বিরাটকায় মাথা আর জঘন্য চেহারার গ্রিসনাক তাদের মাথায় দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাস ফেলেছিল। গ্রিসনাক হবিটের পিঠে আলতো চাপড় মেরে তাদের নিয়ে ভাবতে লাগল। তার হিমশীতল কঠিন আঙ্গুলের ছোঁয়া পেয়ে পিপিন কেঁপে উঠল।

গ্রিসনাক গুঞ্জনের সুরে বলল, 'বাঃ ক্ষুদেরা! বিশ্বাস হচ্ছে, নাকি না? কিছুটা ভীতিকর জায়গা বটে; এক দিকে তলোয়ার আর চাবুক, আর অন্যদিকে নোংরা বর্শা বল্লম। ক্ষুদে মানুষদের এসব বিষয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।' সে এখনো তাদের শরীর হাতড়াতে লাগল। চোখে তার বিবর্ণ অদ্ভুত জ্যোতি গ্রিসনাকের এমন আচরণের জন্য পিপিন আকস্মাৎ ভাবলঃ গ্রিসনাক কী রিংটির কথা জানে! উগলুকের অবর্তমানে সে এটা খুঁজছে বুঝি! তার অন্তরে এক হিমেল ভীতি। আবার ভাবলঃ গ্রিসনাকের লালসা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা করার দরকার আছে কি!

সে ফিসফিস করে বলল, এভাবে তুমি পাবে না। পাওয়া সহজ না।

'পাব না?' গ্রিসনাক বলল: তার আঙ্গুলের স্পর্শ পিপিনের শরীর থেকে সরে আসল। 'কি পাওয়া সহজ না? তুমি কী বললে, পিচ্চি?'

পিপিন একটুখানি ঝিম মেরে থাকল। তারপর হঠাৎ গোলাম, গোলাম বলে চিৎকার

করে উঠল। সে আরো বলল, কিছু না, আমার মূল্যবান সম্পত্তি ।

গ্রিসনাক আঙ্গুল কচলাতে লাগল। প্রেতটি বলল, ওহ হো, এই কথা! পিচ্চিরা বেশ ডেঞ্জারার্স!

মেরি পিপিনের মনের কথা অনুমান করে বলল, সম্ভবত আমাদের এবং তোমাদের উভয়ের জন্য বিপজ্জনক। তোমাদের ব্যাপার তোমরাই ভাল বোঝ। তোমরা এটা চাও, নাকি চাও না? এবং এটার বিনিময়ে কী দেবে?

গ্রিসনাক 'বাঁধাগ্রস্ত হল। তার বাহুযুগল কাঁপতে শুরু করল। বলল, এটা চাই কী না, হ্যাঁ? এর জন্য কী দিতে হবে, হ্যাঁরে? তোমরা কী বলতে চাও?

পিপিন গ্রিসনাকের মনোভাব বুঝে নিয়ে বলল, বলতে চাই, অন্ধকারে হাতড়ানো ভালো কথা না। আমরা তোমাকে কালক্ষেপন এবং সমস্যাও দুটো থেকেই রক্ষা করতে পারি। কিন্তু আগে আমাদের বাঁধন মুক্ত কর, নইলে কিছুই করব না, কোন কথা বলব না।

গ্রিসনাক ভোঁস ভোঁস করে বলল, মাইডিয়ার কচি বোকারা তোমরা দেখছি সব জান, বোঝ। সময় হলে সব বেরিয়ে পড়বে! সত্যিই তোমরা প্রশ্নকারিকে জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। আমরা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসাবাদ করব না। না, ডিয়ার না! কেন তোমাদের বাঁচিয়ে রাখা হল জান? আমাকে বিশ্বাস কর, কোন দয়ার কারণে না। এমন কী উগলুকের কোন ভুলের কারণেও না।

মেরি বলল, আমি সবটাই বিশ্বাস করছি। কিন্তু তুমি তোমার শিকার এখনো পাওনি। মনে হচ্ছে না চলমান ঘটনা তোমায় অনুকূলে। আমরা আইজেন গার্ডে গেলে পিসনাকের কোন লাভ হবে না। সবকিছু কেড়ে নেবে সারুম্যান। নিজের জন্য কিছু পেতে চাইলে প্রস্তুতি নেবার সময় এখনই।

গ্রিসগনাক শান্ত হতে শুরু করল। কিন্তু সারুমানের নামের প্রতি বিতৃষ্ণা বিশেষভাবে বজায় রাখল। সময়ের সাথে উপস্থিত সমস্যাটা কেটে যাচ্ছিল। উগলুক যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। সে বেসুরো কায়দায় বলল, তোমরা কী এটা পেয়েছ– বা দুজনের কেউ?

পিপিন বলল, গোলাম, গোলাম!

মেরি বলল, আগে বাঁধন মুক্ত কর!

বোঝা গেল অর্কের শরীর সাংঘাতিক শিরশির করে উঠল। সাপের মত ফোঁস করে বলল, মর, অভিশপ্ত ছারপোকারা! বাঁধন খুলে দেব? তোদের গতরের সব রগ খুলে নেব। আমি তোদের হাড্ডি খুঁজে পাব না মনে করিস? তোদের দুটোকেই কেটে ফালাফালা করে ফেলব। বাঁধন খুলে দিয়ে তোদের পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবার মত উপকার আমার দরকার নেই।

হঠাৎ তাদেরকে সে জাবড়ে ধরল। তার লম্বা হাত আর ঘাড় ভীতিকর রূপ ধারণ করল। হবিটদেরকে বোগলের নিচেই দাঁড়িয়ে তার প্রকাণ্ড পার্শ্ব গতরের সাথে দুর্বীনিত ভাবে চেপে রাখল। লোহার মত নির্দয় হাত দু'খানি তাদের মুখের উপর চাপা দেয়া ছিল। তারপর সে নিচু হয়ে আগে বাড়ল–দ্রুত আর নিঃশব্দে। টিলার ধারে প্রহরীদের মধ্যে

একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে অশরীর আত্মার মত অন্ধকারে প্রবেশ করে ঢাল বেয়ে নেমে জঙ্গল মুখী নদী নদীর দিকে এগোতে লাগল।

বার-তের গজ চলার পর থামল, কান পেতে এদিক ওদিক দেখল। সে কোন কিছুর খবর পেল না। প্রায় দ্বিগুণ নত হয়ে ধীরে হামাগুড়ি মারার মত করে চলল। তারপর আমার গুটিসুটি মেরে কান খাড়া করে থাকল। অতঃপর কী বুঝে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এ মুহূর্তে ঠিক তার সামনে মরিচীকার কোন এক আরোহীমূর্তি আঁচ করা গেল। এক ঘোড়া দুপায়ে দাঁড়িয়ে হ্রেসা রবে ডেকে উঠল। একজন মানুষ ডাক পাড়ল।

হবিটদেরকে সাথে জড়িয়ে নিয়ে গ্রিসনাক মাটিতে সটান হয়ে পড়ল। তারপর ছুরিন বের করল। সন্দেহ নেই, এ মুহূর্তে সে রক্ষা করার থেকে বন্দীদের হত্যা করতে মনস্তাপ করল। কিন্তু এটা তার স্বকীর্তি নাশ। তলোয়ার একটুখানি বেজে উঠল, তার বামের আগুণের আলোয় কিছুটা ঝলক মারল। অন্ধকারের মধ্যে তীর সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসল। সুনিয়ন্ত্রিত আঘাত তার বাম বাহু বিদ্ধ করল। হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল, দেহ কাঁপুনিতে আক্রান্ত হল। বেগবান অশ্বখুরের আওয়াজের মধ্যে গ্রিসনাক উঠে দৌড় লাগাল। দুর্ভাগ্য, এক বর্শা তাকে ফুড়ে দিল। গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে সে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকল।

হবিটরা মাটিতে পড়ে ছিল। অন্য আরোহী তার সাথির সাহায্যার্থে এসে হাজির হল। বলা অসম্ভব, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি নাকি অন্য কোন কারনে ঘোড়াটি তাদের উপর দিয়ে লাফিয়ে গেল। আরোহী কিন্তু এলভেন-পোশাক পরিহিতদের দেখেনি। মুহূর্তের আড়ষ্ঠতায় হবিটরা অচল।

খানিকটা বাদে আধমরাটে সুরে মেরি বলল, যা হলো মন্দ না, কিন্তু এ আক্রোশ থেকে বাঁচি কী করে?

উত্তর প্রায় সাথে সাথে এসে পড়ল। গ্রিসনাকের চিৎকার অর্কদের জাগিয়ে তুলেছিল। টিলা থেকে ভেসে আসা অর্কদের চিৎকারে হবিটদের অনুপস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়ল। অগ্নি প্রহরাবলয়ের ডান দিক থেকে অন্য অর্কদের প্রতি চিৎকার শোনা গেল। মাউহির স্বমূর্তিতে আর্বিভূত হয়ে অবরোধকারীদের আক্রমণ করতে লাগল। ছুটন্ত অশ্বখুরের শব্দ চারিদিক থেকে টিলার কাছে এসে পড়ল। তীরের আঘাতের ঝুঁকি নিয়ে আরোহীরা এগোল। তারা অর্কদের পালায়ন রোধ করতে চায়। মেরি ও পিপিন হঠাৎ বুঝল তারা কোন প্রকার কসরৎ ছাড়াই বলয়ের বাইরে; পলায়ন এবং তাদের মাঝে আর কিছু ছিল না।

মেরি বলল, এখন হাত-পা মুক্ত থাকলে আমরা ফাট দিয়ে পারতাম। কিন্তু গিটগুলো ছুঁতে পারছি না, দাঁত ছোঁয়াতেও পারি না।

পিপিন বলল, তার দরকার নেই, এরই মধ্যে আমার হাত মুক্ত করে ফেলেছি। এ বাঁধন, ত লোক দেখান মাত্র। তুমি বরং এক কামড় লেম্বাস উপভোগ করে নাও।

পাতার মোড়ক খুলে হবিটরা দু'তিন পিস কেক (লেম্বাস) খেয়ে নিল। এ গুলোর স্বাদ তাদেরকে সুসময়ের হাস্য কৌতুকের মুহূর্তগুলো মনে করিয়ে দিল। কিছুক্ষণ কাছের রনদামামাকে পর্যন্ত শুনতে পেল না। পিপিন আগে বর্তমান মুহূর্তে ফিরে আসল।

সে বলল, আমরা অবশ্যই পালাব, অধমুহূর্তের মধ্যেই। গ্রিসনাকেরা সঙগীন পাশেই পড়ে। কিন্তু এত ভারী যে তার ব্যবহারের যোগ্য না। হামাগুড়ি দিয়ে সে প্রেতটির দেহের কাছে গিয়ে সেটার তরবারি কোষ থেকে একখানা লম্বা ছুরি বের করে নিল। এটার সাহায্যে সে তাদের বাঁধন কেটে ফেলল।

তারা সরিসৃপের মত এগোতে লাগল। আধার ঘন থেকে ঘনতর হল। এতে তাদের ভাল হল। তারা অগ্নি প্রহরার সান্নিধ্য এড়িয়ে কেঁচোর মত একটু একটু করে নদীর ধারে গেল। তারপর পিছনে তাকাল।

মাউহির এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা নিহত বা বিতাড়িত হবার পর হৈ চৈ স্পষ্টত; বধ হল। আরোহীরা নিরব, অশুভ কোন কিছুর পর্যবেক্ষণে ফিরে গেল। নিশি বহুদূর এগোল। নির্মেষ আকাশ বিবর্ণ হতে শুরু করল।

পিপিন বলল, 'আমরা ঢাকা স্থানে যেতে চাই। কারো চোখে পড়তে পারি। আরোহীদের হাতে লাশ হবার পর সনাক্ত হয়ে কোন লাভ হবে না। সে দাঁড়াল।

দড়িগুলি আমাকে তারের মত কেটে ফেলেছে। কিন্তু আমার পা গরম হচ্ছে। টাল মেরে কোনমতে হাঁতে পারব। তোমার অবস্থা কি?

মেরির অবস্থা ভাল। সে হাত মুখ ধুয়ে নিতে চায়। বলল, এখন না। নদীতীর খুব খাড়া। চল সামনে, তারা নদী বরাবর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। আকস্মিক মরণের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে ফের নিরাপত্তার আশা করছে।

মেরির মতে, মাস্টার টুক (পিপিন) বেশ ভাল খেলেছে। সে বলল, যদি বিলরোর সাথে আমার দেখা হয়, তবে তুমি তার বইয়ের একটা অধ্যায় হয়ে যাবে। ঝাঁকড়াকেশী ভিলেনের সাথে তুমি ভালই খেলেছ। ভাবছি কেউ তোমার ফেলে আসা পদচিহ্ন আর ব্রুচটি খুঁজে পাবে কিনা। আমি আমারটা হারাতে নারাজ। মনে হচ্ছে, তোমারটা আখেরের মত বেহদিস হবে। থাক, তা না ধুয়ে নিলে তোমার সাথে সমান তালে চলতে পারব না। এখন সত্যিকারার্থে কঠিন বাক সামনের দিকে চলেছে। সে এখান থেকে আরম্ভ করছে। আমার মনে হয়, এ স্থান বিষয়ে তুমি তেমন কিছু জান না; অবশ্য রিভেণ্ডেলে আমি খোশ মেজাজে ছিলাম। এন্টাশ দিয়ে আমরা এখন পশ্চিমে চলেছি। সামনে মিস্ট্র মাউটেনের গোড়া এবং ফাংশনের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, ঠিক সামনেই ফাংগর্নের কিনারা প্রতিভাত হল। এটার অতিকায় বৃক্ষতলে রাত যেন বাসা করে নিয়েছে।

পিপিন বলল, মাষ্টার ব্রাণ্ডিবাক, সামনে হাঁট! নয়তো ফেরো। ফাংগর্নের ব্যাপারে আমরা সতর্ক বার্তা পেয়েছি। কোন জান্তা লোক তা ভুলে যেতে পারে না।

মেরি জবাব দিল, আমি ভুলিনি। তবুও যুদ্ধের মধ্যে ফিরে যাবার থেকে জঙ্গলই শ্রেয় বোধ করছি।

সে বৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখার নিচ দিয়ে পথ করল। অন্ধের মত চলল। শান্ত বাতাস ভূঁইফোঁড়ের দঁড়ির মত শিকড়-বাঁকড় লতিয়ে পাতিয়ে দোল খাচ্ছিল। হবিটরা অন্ধকার মধ্য হতে অপলক নেত্রে ঢাল বরাবর পিছন দিকে চাইল। নিষ্প্রাভ আলোতে খুটো ক্ষুধে চোক মূর্তিকে সারা প্রত্যুষে বনভূমি সময়ের অতলান্তকের এলফ-শিশুদের

মত মনে হল।

বহু, বহু মাইল দূরে গ্রেটরিভারের ওপারে এবং ব্রউন্ড ল্যাণ্ডে বহ্নি শিখার ন্যায় প্রভাত বেলা নামল।

একে অভ্যর্থনা জানাতে প্রহরা ঘণ্টা বেজে উঠল অত্যুচ্চ চিৎকারে। রোহানের আরোহীরা আকস্মিক লাফিয়ে উঠে চেতন জগতে ফিরল। আবার ঘণ্টার জবাবে ঘণ্টা বাজল। যুদ্ধ ঘোটকের হ্রেষা রব ও অনেক কণ্ঠের আচমকা গান মেরিও পিপিন ভোরের নির্মল হাওয়ায় পরিষ্কার শুনতে পেল। বিশ্বের দিগন্তরেখায় সূর্যদেবের উঁকি দিল। তারপর মহাহুংকারে আরোহীরা পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ শুরু করল; বর্ম আর বর্শায় লোহিত আলোর নান্দনিক ঝিকিমিকি। অর্করা কর্কশ গর্জনে বাকি তীরগুলি ফুলিয়ে ফেলল। কতক আরোহিকে পতিত দেখা গেল; কিন্তু তাদের সারি টিলার উপরে, আশেপাশে চক্রাকারে আক্রমণ করে চলল। জীবিত থাকা অধিকাংশ অর্ক ছত্রভঙ্গ হবে দিগ্বিদিক ছুটার সময় একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। কিন্তু এক কালো গোঁজের উপর অবস্থানরত একটা দল জঙ্গলের দিকে অটল চিত্তে এগিয়ে গেল। তারা প্রহরীদের চার্জ করে ঢাল বেয়ে অগ্রসর হল। সুনিশ্চিত মনে হল তারা পালাতে সক্ষম হবে; ইতোমধ্যে তিন বাধাদান কারি আরোহী তাদের হাতে কচুকাটা হয়ে গেল।

মেরি বলল, আমরা অনেক দেখলাম। ওই যে উগলুক! দোসরবার তার সামনে পড়তে চাইলেন। হবিটরা বনের ঘন ছায়ায় গা ঢাকা দিল।

শেষ পর্যন্ত উগলুক কখন ফাংগর্ন সীমান্তে কোনঠাসা হল, তা হবিটরা দেখেনি। মার্কের থার্ড মার্শাল ইয়োমার তাকে সেখানে বধ করল। সে মাটিতে নেমে তলোয়ার যুদ্ধ করেছিল। সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের বুক চিরে তীক্ষ্ণদর্শী আরোহীরা পালাতক অর্কদের পিছু ধাওয়া করল। প্রসংশাধ্বনি সংগীতে রূপদান করে আরোহীরা এক টিলায় মৃত সাথীদের সৎকার করল, এবং অর্কসব আগুনে পুড়িয়ে ছাই ভস্ম হয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। সুতরাং হানা শেষ হল আর এ সংক্রান্ত কোন বারতা মর্ডর বা আইনগার্ড কোথাও পৌছাল না। শুধু অগ্নিধোঁয়া উর্ধ্বালোকে উঠে গেল। যা দেখল প্রচুর সংখ্যক প্রহরা দৃষ্টি।

অধ্যায় চার

ট্রিবিয়ার্ড

প্রবাহমান নদী-কিনারা ধরে, তিমিরাচ্ছন্ন জটলা পাকান বলল, জঙ্গল যতবেলা হবিটদের সুযোগ দিল ততবেলা তারা যথা সম্ভব বেগে অগ্রসরা হল। সামনে গভীর থেকে গভীরতর মাউন্টেনের চালরাশি। মনের মাঝে অর্ক-ভীতি স্তিমিত হলে তারাও টিমে তেতালা হয়ে চলল। এক অদ্ভুত শ্বাসরোধী অনুভূতি তাদের আঁকড়ে ধরল, যেন প্রকৃতিতে দমটুকু নেবার মত বাতাস ছিল না। শেষটায় মেরি হাপাতে হাপাতে বলল, এভাবে আর পারছি না, একটু হাওয়া চাই।

পিপিন বলল, 'যেভাবে হোক, আমাদের কিছু একটা পান করা দরকার। আমি যে পাপর ভাঁজা হয়ে গেলাম। তারা নদীর পাড়ের এক বৃক্ষশিকড়ে বসে কয়েক চুমুক নদীর স্বচ্ছ শীতল পানি পান করে নিল। পান করে যেন তারা নব জীবন লাভ করল, কিছুক্ষণ সেখানে বসে চারিধারের বৃক্ষশ্রেণী উঁকি মেরে দেখতে লাগল। বৃক্ষ একপর্যায়ে ধূসর গোধূলী মাপে মিশে গেল।

বড় এক বৃক্ষগুড়িতে হেলান দিয়ে পিপিন বলল, আমরা এখনো হারিয়ে যাইনি। এই যে তোমার এটাশ না কী যেন এই নদী এর কিনারা বরাবর অন্তত কোন পথ আমরা পেয়ে যাব, এবং যে পথে এসেছি সে পথে বেরুতে পারব।

মেরি বলল, পারতাম, যদি আমাদের ঠ্যাং-এ পেরে উঠত। আর ভাল করে যদি দম নিতে পারতাম।

পিপিন বলল, হ্যাঁ এখানকার সবকিছু আবছা আর শ্বাসরুদ্ধকর। যা হোক এটা আমাকে টুকদের টাকবোরাফের (Tuckborough) স্মিয়ালের (Smial) প্রেক্ষা গৃহ) বিখ্যাত, পুরোন কক্ষকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। এ প্রেক্ষাগৃহের ফার্নিচারের কোন নড়চড় হয়নি কখনো। বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। লোকে বলে, বৃদ্ধটুক এ কক্ষে বছর বছর কাটিয়ে কক্ষের সাথেই অশীতিপর বৃদ্ধ হয়েছে। আজ তার তীরধানের একশ বছর পরেও সেখানটার কোন পরিবর্তন হয়নি। এবং আমার প্র-প্রপিতামহ ছিলেন বৃদ্ধ জেরনটিয়াস যে এটাকে কিছুটা ঘষামাজা করেছে। কিন্তু এ জঙ্গলের প্রাগৈতিহাসিক অনুভূতির কাছে ওটা কিছু না। ওই ভূঁইফোড়ের (লাইকেন) দাড়ি গোফের দিকে তাকাও! আবার, অস্বীকাংশ বৃক্ষগুলি ছেড়াফোড়া শুকনো পাতায় অর্ধাবৃত হয়ে আছে। পাতাগুলি জন্ম থেকে কখনো খসেনি। অপরিচ্ছন্ন। কল্পনা করতে পারি না, চিরবসন্ত এখানে কেমন দেখাবে। তা কখনো আসবে কিনা জানি না।

মেরি বলল, কিন্তু যে করেই হোক মাঝে মাঝে সূর্য্যি মামা উঁকি মারবে। এখানটা বিলবোর মকউর্ডের বর্ণনার মত আদৌ মনে হয় না। তা ছিল অন্ধকার কালো, এবং তা ছিল কৃষ্ণদ্রব্যের আবাস। কিন্তু এটা আবছায়া, এবং ভীতিকর ধরনের বৃক্ষপূর্ণ। তুমি ভাবতে পার না কতকাল এখানে কোন জনপ্রাণী নেই, বা কোন কালে ছিল কিনা জানি না।

পিপিন বলল, না হবিটরাও ছিল না। এবং আমি এটার ভিতর দিয়ে যাওয়াটা পছন্দ করছি না। একশ মাইলের মধ্যে মনে হয় কিছু খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না। আমাদের মজুত কেমন আছে?

'সামান্য। আমরা প্যাকেট দুই লেম্বাস ছাড়া আর সব কিছু পিছনে ফেলে পালিয়েছি।' তারা মাত্র পাঁচ দিনের অপ্রচুর টুকরো টুকরো কেকের দিকে তাকাল। 'গায়ে জড়ানোর কম্বলটাও নেই। যে পথে যাই না কেন আজ রাতে শীতে খাবে,' মেরি বলল।

পিপিন বলল, ঠিক আছে, আমরা এখন পথ স্থির করি। সকাল ঘনিয়ে আসছে।

ঠিক তখনই সামান্য দূরে বনের মধ্যে তারা এক হলুদ আলোকরশ্মি দণ্ডের মত ঢুকে পড়েছে দেখল। তারা সূর্যের অবস্থান খুঁজতে শুরু করল। সূর্যের অবস্থান ছিল তাদের ধারণা থেকে আরো দুরে। ভূমি খাড়াভাবে উপরের দিকে চলল, ক্রমেই পাথর কঠিন হতে লাগল। আলো বেড়ে গেল। শিঘ্রই তারা সামনে এক পাথরের প্রাচীর দেখতে পেল যা হয় পাহাড় পার্শ্ব, অথবা বৃক্ষের দীর্ঘমূলের গুচ্ছ যা দুর পর্বতমালা থেকে মাটি ফুটো করে এগিয়ে আসে। এখানে কোন গাছপালা ছিল না, এবং এটার পাথুরে তলে রৌদ্র পুরো দখল নিয়েছিল। এটার পাদদেশে বৃক্ষের ক্ষুদে শাখা-প্রশাখারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-বিছিয়ে ছিল। জঙ্গল এখন জাঁকালো রকমের ধূসর হয়ে উঠল। গাছের কালচে-ধূসর মসৃণ ছাল পালিশ করা চামড়ার সদৃশ। বৃক্ষকাণ্ডগুলি কচি ঘাসের মতো হালকা সবুজ। মনে হলো চারিদিকে বসন্তের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে।

পাথুরে প্রাচীরের সামনে সিঁড়ির মত কী একটা ছিল। সম্ভবত প্রাকৃতিক সিঁড়ি, এলোমেলো, অসমতল। প্রায় বৃক্ষচূড়ার সমতলে এক তাকের মত স্থান যেখানটার কিনারা বরাবর কিছু আগাছা আর দু'বাঁক খাওয়া এক বৃক্ষগুঁড়ি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। গুঁড়িখানিকে গতরে শত গুটি উঠা বৃদ্ধের ন্যায় দেখাল, প্রভাতের আলোয় বুড়বুড় দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান।

মেরি উৎফুল্লতার সাথে বলল, আমরা উপরে উঠি! হাওয়া খাওয়া যাবে, এবং ভূ-দৃশ্য দেখা হবে।

তারা টেনে হেঁচড়ে উঠতে লাগল। প্রতিটা সিঁড়ি তাদের পদধাপের চেয়ে বেশি ছিল না। এ কথা মনে করে তারা এত অবাক হল যে বন্দীকালে তাদের হাতপায়ের কাটাকুটি, ক্ষত আরোগ্য হল, শরীরের তাবত তেজ ফের ফিরে আসল। তারা তাকের কিনারায় পৌছে টিলায় পিট ঠেকিয়ে লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাস উপভোগ করতে করতে পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখল যে তারা মাত্র তিন বা চার মাইল জঙ্গল মাড়িয়েছে। বৃক্ষশীর্ষ ঢালু হতে হতে সমতল ভূমির দিকে চলে গেছে। জঙ্গল কিনারায় অগ্নিধোঁয়া আঁকাবাঁকা হয়ে উপরে উঠে তাদের দিকে ভেসে আসছিল।

মেরি বলল, হাওয়ার গতি পরিবর্তিত হয়ে আবার পূর্বমুখী হচ্ছে। এখানে ঠাণ্ডা বোধ হয়।

পিপিন বলল, হ্যাঁ, আমার আশংকা সবকিছু আবার ধূসর হয়ে থাকে। কী দয়া! এ বন্ধুর জঙ্গল সূর্যালোকে সম্পূর্ণ আলাদা দেখায়। আমি প্রায় এটার প্রেমে পড়ে গেছি।

কথা শুনে এক অদ্ভুত স্বর বলল, 'প্রেমে পড়ে গেছ! খুব ভাল। এটা তোমাদের দরদী হৃদয়ের পরিচয়। আমার দিকে ফের, তোমাদের সুরত এট্টু দেখে নিই। আমিত প্রায় তোমাদেরকে ঘেন্না করতে শুরু করেছি। কিন্তু আমাকে ক্ষেপিও না, ফেরো! প্রকাণ্ড এক খামো হাত তাদের ঘাড়ের ওপর পড়ল। তারা ধীরে কিন্তু অপ্রতিরোধ্যভাবে দু'ভাঁজ হয়ে গেল। তারপর হাত তাদেরকে উপরে তুলে নিল।

হবিট বা অস্বাভাবিক এক চেহারা দেখল। দানবাকার, ভূতের মূর্তির মত, কমপক্ষে চৌদ্দফুট লম্বা, গাট্টাগোট্টা, দীর্ঘ মস্তক, ঘাড় নেই বললে চলে। এটার শরীরে বৃক্ষছাল নাকি পশুর চামড়া ছিল তা বলা কষ্টকর। সটান সোজা হাতগুলি ধূসর চামড়ায় ঢাকা মনে হয়। প্রত্যেক পায়ে সাত আঙ্গুল, লম্বা মুখের নিচের অংশ ঝাটার মত ধূসর দাঁড়িতে ঢাকা। দাড়ির গোড়ার দিকটা জট পাকানো ঝোপের মতো, আর পাতলা আগায় ছ্যাঁদলা পড়ার মত দশা। কিন্তু এ মুহূর্তে হবিটরা দানবটির চোখজোড়া ছাড়া আর কিছু দেখল না। গভীর চক্ষু দুটি ধীর গাম্ভীর্যের সাথে তাদেরকে জরিপ করে চলল। তাৎপর্যময় চাহনি। ধূসর চোখ দিয়ে সবুজ বিকিরণ টিকরে পড়ল। পিপিন প্রায়ই নিয়ে তার অনুভূতি অনেকটা এভাবে প্রকাশ করতঃ দাঁড়িগুলো দেখে যে কোন জনই ভাববে যে দীর্ঘ যুগস্মৃতির উত্তোলিত কেতন ধীর অথচ অবিরাম ভাবের বীজ। কিন্তু সে দাঁড়ির বাহ্যদৃশ্য বর্তমানের জ্যোতি ছড়াচ্ছে, পাতার পরে সূর্যালোক যেমন ছড়ায় অথবা যেমন দেখা যায় গভীর হ্রদ-বক্ষে আলোর খেলা। আমি ঠিক জানি না তবে মনে হয় দাঁড়িওয়ালা এ দানব, মূর্তি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পুরো আকাশকে আচমকা জাগিয়ে তুলেছে।

কাঠের বাঁশির মতো এক গভীর স্বর ঘরঘর করে বলল, হুরুম, হুম! সত্যিই তাজ্জব! ব্যস্ত হয়ো না, এটাই আমার চাওয়া। কিন্তু কথা শোনার আগে যদি তোমাদের দেখতাম–তোমাদের সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট সুরেলা কথা আমার ভাল লেগে গেল কথাগুলি এমন কিছুর তাগাদা দিল যা পুরো স্মরণ করতে পারছি না– যদি আগেই তোমাদের দেখতাম তবে পিচ্চি অর্ক মনে করে তোমাদেরকে পায়ে জল ফেলতাম, আর পরে ভুল বুঝতে পারতাম। তোমরা সাংঘাতিক অদ্ভুত শিকড় বা কড়, ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা, দারুণ অদ্ভুত!

পিপিন বিস্মিত হলেও মোটেই ভয় পায় নি। ওই চোখগুলোর মধ্যে সে কৌতূহলোদ্দীপক অনিশ্চয়তাপূর্ণ উৎকণ্ঠার গন্ধ পেল, তবে ভয়ের কিছু ছিল না। সে বলল, মাফ কর, কে তুমি? কর কি?

বৃদ্ধ দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক সতর্কতা জেগে উঠল, নয়নের অথৈ কূপ ঢেকে গেল। স্বর জবাবে বলল, হুরুম, ও আচ্ছা, আমি একজন এন্ট বা লোকে যা বলে তাই। হ্যাঁ, কথাটা এন্ট হবে। তোমাদের উচ্চারণে তোমরা আমাকে এন্ট বলতে পার। কারো কারো মতে নাম আমার ফাংগর্ন, কেউ বা বলে ট্রিবিয়ার্ড।

মেরি বলল, এন্ট? সেটা আবার কি? কিন্তু তুমি তোমাকে কী নামে জান? তোমার প্রকৃত নাম কি?

ট্রিবিয়ার্ড জবাব দিল, হুম, এখন জ্বালায় পড়লাম দেখছি! নাম বলতে হবে! অত তাড়া

কিসের? তোমরা আমার দেশে এসেছ। প্রশ্ন করব আমি। তোমরা কারা? আমি চিনতে পারছি না। আমার ছোট্ট তালিকা দেখেছিলাম। মনে হচ্ছে না, সেখানে তোমাদের কথা ছিল। কিন্তু এটা অনেক অনেক আগের কথা। নতুন কোন তালিকা তৈরি হয়ে থাকতে পারে। আমাকে দেখতে দাও! বুঝতে দাও! কীভাবে কী করা ছিল।

জেনে নি এখন আমি জান্ত জীবের রোজ নামচা!
সর্বাগ্রে চার জাতি,স্বাধীন জনতাঃ
সব্বোবুড়ো হলো ভাই এলফ শিশুরা;
স্থপতি ডুয়ার্ফ, গৃহ যাদের আঁধার ঘেরা;
মৃত্তিকা জাত এন্ট, পর্বত সম বৃদ্ধ যারা;
মরণশীল ক্ষণ, অশ্বকূলের মনিব যারাঃ

হু, হু, হু
লাফিয়ে চলা মৃগ, নির্মাতা বীবর,
মক্ষী শিকারি ভল্লুক; যোদ্ধা শুকর;
শিকারী কুকুর ক্ষুধার্ত খরগোশ ভয়ার্ত
হু, হু

চারণভূমিতে ষাড়, ঈগল সুউচ্চ মটকায়,
শৃঙ্গ মুকুট সদৃশ্য পুরুষ হরিণ, দ্রুতগামী বাঁজপাখি,
শুভ্র-সাদা রাজ হংস, বিষধর হীমেল ভূজঙ্গীনি .....

হুম, হু, এ তালিকা কীভাবে করা ছিল? নাইরে, নাইরে নাই-ই-ই ই। এটা দীর্ঘ তালিকা। কিন্তু কোথাও তোমাদের মত কিছু আছে মনে হচ্ছে না!

মেরি বলল, মনে হয় আমরা পুরোণো তালিকার, গল্প থেকে নিত্য নিতুই বাদ পড়ে থাকি। আমাদের ইতিহাস কম দীর্ঘ না। আমরা হবিট।

পিপিন বলল, এ নতুন লাইনটা লিখে রাখলে কেমন হয়? 'গুহাবাসী অর্ধাকার হবিট।' চার জাতির মধ্যে মেনদের (Big people) পাশে আমাদের কথা লিখে রাখ।

ট্রিবিয়ার্ড বলল, হু, মন্দ হয় না। তাই হোক। তোমরা তাহলে গুহায় থাক, হু? কথাগুলো খুবই শুদ্ধ। তথাপি কারা তোমাদের হবিট বলে? হবিট শব্দ তো এলফের মত মনে হয় না। অথচ এলফরাই যতসব পুরোণ শব্দ আবিষ্কার করেছে।

পিপিন বলল, আমাদের অন্য কেউ হবিট বলে না, নিজেরাই নিজেদেরকে বলি।

'ও, ও! এখন বুঝলাম! ব্যস্ত হয়ো না! তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে হবিট বল? তবে তোমাদের তো যা-তা ভাবা উচিত হবে না। সাবধান না হলে তোমাদের নাম প্রকাশ পাবেই।'

মেরি বলল, এ ব্যাপারে আমরা সতর্ক নই। আসল খথা হল, আমি ব্রান্ডিবাক, মেরিয়াডক ব্রাণ্ডিবাক, যদিও অধিকাংশ জন মেরি বলে ডাকে।

'এবং আমি একজন টুক, পেরিগ্রিণ টুক, আমাকে সাধারণত পিপিন বলে ডাকা হয়, বা এমন কী পিপ।'

ট্রিবিয়ার্ড বলল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, তোমরা বেজায় ব্যস্ত লোক। আমি তোমাদের সরল স্বীকারোক্তিতে মুগ্ধ, তবে এখনই মুক্তি পেতে পার না। জানই তো চারিদিকে এন্ট আর এন্ট; বা ভাবতে পারো আরো অনেক কিছু আছে যা এন্ট না হলেও এন্টর মতো। তোমরা খুশী হলে আমি তোমাদেরকে মেরি, পিপিন নামে ডাকব—সুন্দর নাম। যাই হোক, আমার নাম আমি বলব না।' তার সবুজ দৃষ্টিতে উৎসাহ শূন্য, রসিকতাহীন বিচিত্র ইংগিত ফুটে উঠল। 'নাম আমার প্রতিক্ষণ বেড়ে চলেছে। অনেক অনেক দিন ধরে আমি আছি। তাই আমি মিথ। এ মিথের ভাষা আমার নিজ ভাষা যে ভাষা বলতে সময় লাগে। আমরা সাধারণত এ ভাষা ব্যবহার করি না। 'এবার মনে হল তার ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণ চোখ সদ্য উদ্যত হল। বলল, 'এখন কী হচ্ছে? তোমরা কী করছ? আমি a-lalla-lalla-lalla-rumba-kammda-lind-or-brume দেখতে পাই, শুনতে পাই। মাফ কর এটা আমার নামের একটা অংশ। বাইরের ভাষায় এর অর্থ কী জানি না। কী হচ্ছে এখন? গ্যান্ডালফ কোন পর্যন্ত? আইজেন গার্ডে এই অর্ক এবং উদ্ধত সারুম্যানের খবর কি? আমি সংবাদ পছন্দ করি। তবে জানতে খুব ব্যাকুল না।'

মেরি বলল, বহু কিছু ঘটে যাচ্ছে। নয় ছয় করেও বলতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু তুমি আমাদের তড়িঘড়ি করতে নিষেধ করেছ। তাড়াতাড়ি করে কিছু বলা কী সঙ্গত? তুমি আমাদের নিয়ে কী করতে যাচ্ছ, এবং তুমি কোন পক্ষে–তা জানতে চাইলে কী অখুশী হবে? আর তুমি কী গ্যাণ্ডালফকে জান?

ট্রিবিয়ার্ড বলল, হ্যাঁ চিনি, একমাত্র যাদুকরই গাছপালার প্রতি যত্নবান। তাকে তোমরা চেন কি?

দুঃখের সাথে পিপিন বলল, হ্যাঁ। সে এক মহান বন্ধু এবং আমাদের গাইড ছিল।

ট্রিবিয়ার্ড বলল, তাহলে আমি তোমাদের অন্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। তোমাদের নিয়ে আমি কিছু করতে যাচ্ছি না, করলেও তোমাদের অনুমতি সাপেক্ষে করব। আর পক্ষটক্ষ বুঝিনে। আমি নিজের পথে চলি। কিন্তু তোমাদের পথ কিছুক্ষণ আমার পথের সাথে মিশে আছে। আবার গ্যাণ্ডালফের কথা তোমরা যেভাবে বলছ তাতে মনে হচ্ছে সে কোন গল্পে ছিল যে গল্পের অবসান হয়েছে।

পিপিন কাতরচিত্তে বলল, হ্যাঁ আমরা বলছি। মনে হচ্ছে গল্প চলছে, তবে গ্যাণ্ডালফ তারা বাইরে ছিটকে পড়েছে বোধ করি।

ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'মাথায় খেলছে!' সে থেমে কিছুক্ষণ হবিটদের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আবার বলল, 'হু, জানি না কী বলব। এখন চল।

মেরি বলল, 'তুমি আরো শুনতে চাইলে বলতে আপত্তি নেই। কিন্তু অনেক সময় দরকার। আমরা কী কিছুক্ষণ বসতে পারি না? এত দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি অবশ্যই ক্লান্ত হবে।'

'হেই, ক্লান্ত? আরে আমি ক্লান্ত হই না, অত সহজ না। আমি বসি না। আমি নতজানু হই না। ওই, সূর্য ঢাকা পড়ছে। চল এখান থেকে যাই– কী বলেছিলে জাগাটার নাম?

পিপিন বলল, 'হিল?' 'তাক? সিঁড়ি?' মেরি বলল।

ট্রিবিয়ার্ড ধ্যানের সাথে শব্দগুলি পুনরাবৃত্তি করে বলল, হ্যাঁ, হিল। কিন্তু যে বস্তুটা

পৃথিবী আকারপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার এমন একটা নাম আকছার রুঢ়। কিছু মনে করো না। চল যাই।'

মেরি বলল, 'কোথায়?'

'আমার ঘরে বা ঘরগুলির কোন একটিতে।'

'এটা অনেক দূর?'

'আমি জানি না? তোমরা বোধ হয় দূর ভাবতে পার। কিন্তু তাতে কী যায় আসে?'

মেরি বলল, ' বেশ, তুমিতো বুঝতে পারছ, আমাদের সব মালপত্র হারিয়ে গেছে। শুধু সাথে সামান্য একটু খাবার আছে।'

'ওহ তাইত! কিন্তু এ নিয়ে তোমাদের ভাবনার দরকার নেই। তোমাদের আমি একটা পানীয় দিতে পারি যা তোমাদেরকে বহুক্ষণ সতেজ রাখবে। এবং আমরা যদি সঙ্গ বিচ্ছিন্ন করতে চাই, তবে তোমাদের পছন্দমত যে কোন স্থানে আমি তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে পারি। চল যাই!'

ট্রিবিয়ার্ড হবিটদের তার বাহুর ভাঁজের মধ্যে কোমল অথচ দৃঢ় ভাবে ধরে সড়েঙ্গা মার্কা পদবিক্ষেপে তাকের কিনারার দিকে চলল। শেকড়ের মতো আঙ্গুলগুলি পাহাড়টিলাকে আঁকড়ে ধরছিল। তারপর সতর্ক-গম্ভীর মেজাজে এক ধাপ এক ধাপ করে ফরেস্টি সমতল পৌছাল। অকস্মাৎ বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে গভীর জঙ্গলের দিকে চলল। মনে হয় অসংখ্য গাছ নিদ্রিত ছিল, বা বিরল গমনকারি প্রাণীর মত তার ব্যাপারে অসতর্ক ছিল। কোন বৃক্ষ কম্পমান, আবার কতক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা তার মাথার খুলি ছুঁয়ে দিচ্ছিল। যতক্ষণ সে হাঁটল ততক্ষণ ছুটন্ত স্রোতস্বীনির মতো সঙ্গীতের লয়ে আপন মনে কথা বলে চলল। কয়েক মুহূর্ত হবিটরা মুখ বুজে থাকল। নিরাপত্তা, আরামদায়কতা তাদের কাছে সাংঘাতিক অদ্ভূত ঠেকল। এটা তাদের জন্য ভাবনার বিষয় হল।

পিপিন নিরবতা ভাঙ্গল। বলল- ট্রিবিয়ার্ড, দয়া করে তোমার কাছে কিছু জানতে পারি? সেলিবন তোমাদের জঙ্গলের ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করেছিল কেন?

ট্রিবিয়ার্ড গার গার করে বলল, হু, তাই নাকি? অন্য পথে গেলে আমিও তোমাদের একই কথা বলতাম। লরেলিন্‌ডজ রিননের জঙ্গলে ঝামেলার ঝুঁকি নিও না! উউঙ্গেলকে এ নামেই এলফরা ডাকত, এখন সংক্ষিপ্ত করে নথ্‌লরিয়েন বলে থাকে। সম্ভবত তাদের নামকরণ ঠিক। কারণ জঙ্গল ক্ষয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এটা এক কালে স্বর্ণপূরীর উপত্যকা ভূমি (Land of Sing Gold) ছিল। এখন স্বপ্নফুলের দেশ। পোড়া কপাল। কিন্তু এটা অদ্ভূত স্থান, ঠিক সবার জন্য প্রবেশ্য না। আমি অবাক হচ্ছি, তোমরা বেরিয়ে এসেছ। আরো বেশি অবাক হচ্ছি, তোমরা প্রবেশ করেছিলে। বহু বহু বছর ধরে কোন আগন্তুকের ক্ষেত্রে এমন ঘটেনি। এটা অদ্ভূত জায়গা। এটা এমন স্থান যেখানে কেউ কাঁদতে আসে, হ্যাঁ কাঁদতে।

ট্রিবিয়ার্ড গুনগুন করল, লরেনিন্‌ ডরিনান লিনডে লরিনডর ম্যালিন রলিলিয়ন অর্নিম্যালিন। তারপর বলল, আমার ধারণা, এ বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাচ্ছে। সেলিবন যখন যুবক ছিল তখন এ সোনালী বন যেমন ছিল তেমন তেমনটি এখন আর নেই। তবু আজও তারা বলে থাকে।

'টরেলি লমা-টাম্বালিমনা টাম্বালি টাউরা লোমানোর। অর্থাৎ এ বনের গভীর উপত্যকায় এক কালো ছায়ামূর্তি দেখা যায়। ঘটনা বদলে গেছে কিন্তু কোথাও একই

রকম সত্য হয়ে আছে।

পিপিন বলল, কী বলো তুমি? কী সত্য?

ট্রিবিয়ার্ড বলল, গাছ আর এন্টরা। আমি নিজের ব্যাপারে সবকিছু বুঝি না, তাই ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। আমাদের কিছু কিছু এখনো সত্যিকারের এন্টস, স্বীয় ফ্যাশনে যথেষ্ট জীবন্ত। কিন্তু অনেকগুলি ঘুমিয়ে যাচ্ছে, বৃক্ষবৎ হচ্ছে। অবশ্য অধিকাংশ বৃক্ষ শুধু বৃক্ষমাত্র, কিন্তু অনেকগুলি অর্ধজাগরিত। কিছু কিছু পুরো সজাগ। আর কিছু কিছু জুঁতসই এন্টিশ। সেগুলি সারাক্ষণ চলছে।

চলন্ত গাছের কিছু কিছুকে তোমরা মন্দচিত্তের দেখতে পাও। এর মানে এই না যে তাদের কাঠ কোন কাজে লাগে না। এন্টাশের অববাহিকার কিছু বুড়ো উইলোবৃক্ষকে জানতাম যারা অনেক আগে খতম হয়ে গেছে, হায়রে! সেগুলি ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। সত্যি বলতে কি, সেগুলি ধীর-শান্ত কিশলয়ের মত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবার পর্বতমালার অধিনস্থ উপত্যকাগুলিতে কিছু গাছ আছে, যারা ঘন্টার মত শব্দ করে। এ রকম কিছু কেড়ে চলেছে। এ মহল্লায় এ রকম ভয়ানক কাববার আগেও ছিল। এখনো কিছু নিগূঢ় কালো মেঘ-খণ্ড দেখা যায়।

মেরি জিজ্ঞাসা করল, ওই দূর উত্তরের ওল্ড ফরে ষ্টোর মত কালোমেঘ, তাই বলতে চাও কি?

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছুটা ওরকম, কিন্তু আরো খারাপ। সন্দেহ করিনে যে দূর নর্থ ছাড়া এখনো সেখানে গোরের অন্ধকারের (Great Darkness) ছায়া আছে। মনে করি না যে দুঃসহ স্মৃতি রদবদল হয়েছে। কিন্তু এখানে এমন কিছু গর্তাকার উপত্যকা আছে যেখান থেকে কখনো একমুহূর্তের তরেও অন্ধকার সরে যায়নি। এখানে এমনো গাছপালা আছে যা আমার থেকেও বুড়ো।

তবু আমরা যা পারি করি। আগন্তুক আর গোঁয়ার গোবিন্দদের দূরে রাখি; আমরা তাদের ট্রেনিং দিই, শিক্ষা দিই, আমরা হাঁটি আর আগাছা নিধন করি। আমরা বৃক্ষপাল, বৃদ্ধ এন্ট। এ পর্যন্ত আমরা সামান্য সংখ্যকই টিকে আছি। কথায় আছে, মেষ মেষপালকের মতো হয়ে যায়, আর মেষপালক মেষের মতো; কিন্তু তা খুব ধীরে, এবং কোনটাই চরাচরে বেশিদিন টিকে থাকে না। বৃক্ষ ও এন্টরা একসাথে সময় সময়ান্তরের বৃদ্ধ হয়ে চলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এন্টরা এলফদের মত, মেনদের থেকে স্বীয় বিষয়ে কম আগ্রহী, আর অন্যকিছুর গূঢ়ার্থ আবিষ্কারে সুদক্ষ। আবার এন্টরা মেনদের মত, এলফদের থেকে অধিক পরিবর্তনীয়, আর বাহ্যিক বেশ ধারণের বিষয়ে খুব ক্ষীপ্র। তারা অবিরাম কোন কিছুর ওপর মনোসংযোগ ধরে রাখতে পারে।

এখন আমার কিছু জ্ঞাতিকে অবিকল গাছের মত দেখা যায়। তাদেরকে জাগাতে বড় কোন আলোড়ন দরকার, তারা ফিসফিস করে কথা বলে। কিন্তু আমার আওতাভুক্ত কিছু গাছ নমনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, তারা কেউ কেউ আমার সাথে আলাপ করে। এলফরাই গাছের সাথে কথা বলতে শুরু করেছিল। অপর প্রজাতির প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল চরম। তারা গাছপালাদের বিভিন্ন কথা শিখাত। তারপর মহাতিমির ঘনিয়ে আসলো। এবং তারা সমুদ্র পেরিয়ে উপত্যকা ভূমিতে পালিয়ে গিয়ে গান বাঁধতে লাগল সেদিন নিয়ে, যেদিন আর কখনো ফিরবে না, কখনো না। এইতো এখান থেকে, একদা এখান থেকে লুন পর্বতমালা (Mountains of Lune) পর্যন্ত সুবিস্তৃত বনবাদাড় ছিল। ঠিক এদিকটা ছেড়ে পূর্ব প্রান্ত। সে দিনগুলিতে আমি সারাক্ষণ হেঁটে হেঁটে গান গাইতাম, আর পাহাড়ের

শূন্য গর্ভে আমার স্বরের প্রতিধ্বনি আমিই শুনতাম। বনরাজি লথ্‌লরিয়েনের বনের মত ছিল। কেবলই ঘন আর ঘন, দূরন্ত আর কী শোরপানা। আর কী সেই বাতাসের ঘ্রাণ! শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আমি এক সপ্তাহ্ কাটিয়ে দিতাম।

এখন ট্রিবিয়ার্ড নিরবে হাঁটতে লাগল, পা ফেলার কোন শব্দ ছিল না বললে চলে। তারপর আবার গুনগুন করতে শুরু করল যা কিছুক্ষণের মধ্যেই মর্মর সঙ্গীতের রূপ লাভ করল। হবিটরা ধীরে অনুভব করল যে এ গান তাদেরই উদ্দেশ্যেঃ

'তাসারিনের উইলোবনে হাঁটতাম আমি বসন্তে।
আহ! ঋতুরাজের দৃশ্য, ঘ্রাণের কোন না জবাব মেলে!
আর সবকিছু তার নান্দনিক শুধিয়েছি তা আগে।
অসিরান্ডের এলম-বনে ঘুরেছি কত সকাল সাঁঝে!
আহ! শ্রীষ্মকালে আলোক গীতি সপ্তনদী তীরে (Seven River)
ভারী যে সুধা ধরে!

আর সবকিছু তার নান্দনিক দিচ্ছি কয়ে আজো।
নেলডরেথের বৃক্ষ বনে এসেছি আমি যে শরতে।
আহ! লোহিত সোনালী ছটা, আর পাতার মাঝে দমকা হাওয়া,
যাবে না কিছুতে ভোলা!
আর সব কিছু তার অতিমায়াময় যায় ভাষায় বলা।
পাইন-বৃক্ষ দিকে, ডরথোনিয়ন পাহাড়ী ভূমে
উঠেছি আমি যে শীতকালে।

আহ! শ্যামল হাওয়া, শুভ্রতা আর কৃষ্ণ তরু শাখা, কত যে শোভা বোনে
ভাই, সব নিয়ে আমি আকাশ তলে গান বেঁধেছি মনে।
এখন, এসব কিছু আছে শুয়ে সাগর নদী তলে,
এখন আমি ঘুরিফিরি আম্বারোনা, টাওরামোনা, আল্ডালোমে,
এ যে আমার মাতৃভূমি, ফাংগর্গের দেশে,
যেই খানটাা ভরে আছে লম্বা শিকড় মূলে।
আর টাউরালোমের পত্রগুলি সতেজ থাকে সম্বৎসর ধরে।

সে শেষ করল। নিরবে হেঁটে চলল। শ্রবণশক্তি যতদূর টের পেল, তাতে মনে হয় পুরো জঙ্গলে আর কোন সাড়াশব্দ ছিল না।

বেলা শেষ হল, বৃক্ষকাণ্ড মধ্যে অন্ধকার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল। সামনে হবিটরা অস্পষ্টভাবে লালচে-খাড়া এক ভূখণ্ড দেখতে পেলঃ তারা পর্বতমালার পাদদেশে এসে পড়েছে,এসে পড়েছে সুউচ্চ মেথেড্রাসের (শেষ চূড়া) সবুজ পাদমূলে। নিচ দিয়ে তরুণী এন্টাশ কলকল ছলছল করে বয়ে যাচ্ছিল। জলধারার ডান পার্শ্বস্থ সুদীর্ঘ তৃণময় ঢালুভূমি গোধূলী আলোয় ধূসর রূপ লাভ করল। সেখানে কোন লতা-তরু জন্মাত না এবং প্রান্তরখানি আকাশপানে হা করে তাকিয়ে থাকত। মেঘলা তীরভূমির মধ্যিখানে হ্রদগুলি সেতার লোকে চকচক করে উঠল।

প্রায় একই রকম গতিতে ট্রিবিয়ার্ড ঢাল বাইতে লাগল। হবিটরা অকস্মাৎ এক প্রশস্থ প্রবেশ দ্বার দেখতে পেল। দুটি অতিকায় বৃক্ষ জীবন্ত গেটপোষ্টের মত দুপাশে দন্ডায়মান ছিল; প্রকৃতপক্ষে, বৃক্ষদ্বয় আড়াআড়ি কায়দায় ঠেসান দেয়া ছিল এবং তাদের কুঞ্জলতাগুলো পারস্পরিক জালের মত জড়িয়ে এক বক্রাকার ছাউনির অবয়ব ধারণ করেছিল, সেটা কোন গেট না। এন্ট যখন এগিয়ে চলল, গাছগুলি তখন তাদের শাখা-প্রশাখা উপরে তুলে রাখছিল, এবং পল্লবরাজি পতপত ধ্বনি তুলে কাঁপতে লাগল। চির সবুজ বৃক্ষের পালিশ করা কৃষ্ণপত্রমালা গোধূলী আভায় ডগমগ করে জ্বলতে লাগল। এ সবের অনতিদূরে ছিল সুবিশাল সমতল এক স্থান। দেখে মনে হল পাহাড়পাশে বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন মেয়ে আকিতির গড়ে বিশাল কোন হলের, গড়ে তোলা হয়েছে। উভয় দেয়াল পঞ্চাশ ফুট বা তদুর্ধ পর্যন্ত ঢালু হয়ে উপরে চলে গেছে। দেয়ালগুলির পাশ দিয়ে এক বৃক্ষ বেড়া ক্রমশঃ উঁচু থেকে উচুতর হয়ে অগ্রসর হয়েছে। দূরপ্রান্তে পাথুরে দেয়াল খাড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তলদেশ এটা খিলান ছাদযুক্ত একটা নালা মতো স্থানে ঢুকে পড়েছে; গাছগুলির শাখাপ্রশাখা ছাড়া হলের একমাত্র ছাদ ওপরের জলধারাগুলি থেকে ছোট্ট একটি ধারা বিমুক্ত হয়ে দেয়ালের খাড়া অংশে রূপোর দানার মতো পানির ফোঁটা পড়ে খিলানওয়ালা নালার সম্মুখ দিকটায় দুধসাদা পর্দার মতো একটা আবহ গড়ে রেখেছিল। পানি আবার গাছগুলির মাঝে একটা পাথুরে বেসিনে জমা হচ্ছিল। সেখান থেকে বিশেষ প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় নির্মিত এক খোলা পথ ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পুনরায় এন্টাশের সাথে সহবাস করার জন্য ছুটে যাচ্ছিল।

দীর্ঘ নিরবতা ভেঙ্গে ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'আমরা তাহলে এখানে আসলাম! এন্টদের পায়ে। এ পর্যন্ত সাত হাজার ধাপ অতিক্রম করেছি, তোমাদের হিসেবে এটা কত পথ আমি জানি না। নিদেন পক্ষে আমরা এখন লাস্ট মাউন্টেনের নিকটে। তোমাদের ভাষায় এ স্থানের নাম সম্ভবত ওয়েলিং হল (Welling hall)। আজ রাত আমরা এখানে অবস্থান করব।' সে তাদেরকে বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বক্র স্থানেরা ঘাসের পর নামিয়ে দিল। হবিটরা তার পিছু পিছু খিলানযুক্ত স্থানের দিকে অগ্রসর হল। তারা এখন দেখেন যে এন্টহাঁটু সোজা অবস্থায় রেখে বড় বড় ধাপ ফেলে এগোচ্ছে। সে তার বিরাটাকায় আঙ্গুলগুলি মাটিতে পুঁতে দিচ্ছিল।

সে কিছুক্ষণ পতিত জলধারার বৃষ্টি তলে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে হাসল। তারপর ভিতরের দিকে চলল। হলের মধ্যে চেয়ারবিহীন এক টেবিল দাঁড়িয়ে ছিল। বৃক্ষ বেষ্টিত দুই স্তম্ভ দেয়ালের পিছে তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার। ট্রিবিয়ার্ড টেবিলের ওপর দুটো বড় পাত্র রাখল। মনে হল সেগুলি পানিতে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু সে সেগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে রাখলে তাৎক্ষণিকভাবে পাত্রগুলোর একটি সোনালী ছটা এবং অপরটি গাঢ় সবুজ আলো ঠিকরোতে লাগল। দুই আলোর সংমিশ্রণে স্থানটি এমনভাবে জ্বলে উঠল যেন গ্রীষ্মের রোদ কচিপাতার মাঝ দিয়ে ছুটোছুটি করছে। পিছনে তাকিয়ে হবিটরা বুঝল যে প্রাঙ্গণের গাছগুলোও জ্যোতি ছড়াতে আরম্ভ করেছে, প্রথমে ক্ষীণভাবে, তারপর দ্রুত জ্যোতির্ময় হতে হতে প্রতিটি পত্র কিনারা আলোয় আলোয় ভরে গেলঃ কিছু সবুজ, কিছু সোনালী, কিছু তাম্র লাল; এ মুহূর্তে বৃক্ষকাণ্ডগুলো মরিচিকাময় পাথরে বানান পিলারের রূপ ধারণ করল।

ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'বহুত আচ্ছা, এখন আমরা আবার কথা বলতে পারি। তোমরা তৃষ্ণার্ত, মনে হয়। বোধ হয় পরিশ্রান্ত। এটা পান কর! সে কোনোমতে স্থানটির পিছনে

গেল, এবং সেখানে তারা কতক পাথরে কলস দেখল। ঢাকা। সে এক ঢাকনা সরাল, এবং হাতা (চামচ) দিয়ে বাটি ভরল, দুটি ছোট, একটি বড়। সে বলল, 'এটা এন্টগৃহ। কোন আসন নেই। তবে এ টেবিলের পরে বসতে পার। 'সে হবিটদের কুড়িয়ে নিয়ে মাটির থেকে ছয়ফুট উঁচু টেবিলে বসিয়ে দিল। সেখানে তারা পা ঝুলিয়ে বসে চুমুক দিয়ে পান করতে লগল।

পানির মতো পানীয়। জঙ্গলের সীমান্ত অঞ্চলে এন্টাশে একবার তারা এরকম স্বাদ পেয়েছিল। তবু এখনকার পানীয়ের গন্ধ তারা বর্ণনা করতে পারল না। এটা অনেকটা লঘু স্বাদের। পান করতে করতে বেশ আগে দূর জঙ্গলে শীতল বাতাস ধৌত কোন যামিনীর সুগন্ধের কথা তাদের মনে পড়ে গেল। মদের কার্যকারিতা পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে তাবত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সতেজতা জাগিয়ে শেষ পর্যন্ত মাথার চুলগুলোকে খাড়া করে তুলল। আসলে হবিটদের কোঁকড়ান কেশধাম অরআয়িত হয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগল। আর ট্রিবিয়ার্ড তার পদ যুগল বেসিনের মধ্যে চুবিয়ে নিয়ে সুরার বাকিটুকু ধীর কিন্তু দীর্ঘ এক চুমুকে গিলে ফেলল। হবিটরা ভাবল সে বুঝি আর কখনো থামবে না।

পরিশেষে বাটিটা নামিয়ে সে লম্বা দম নিল, আহ, এখন আমরা সহজে হাঁটিতে পারব। তোমরা মেঝেতে বসতে পার। আমি একটু গা এলিয়ে দেব। এতে করে পানের নেশা আমার মাথায় উঠে নিদ্রাভাব প্রতিরোধ হবে।

বক্রস্থানটির ডানপাশে একফুট উচ্চতার একটা বড় শয্যা পাতা ছিল, ঘাস আর পর্ণে আকৃত। ট্রিবিয়ার্ড গতরের মধ্যভাগটা সামান্য বাকিয়ে নিয়ে এটার ওপর ধীরে কাঁত হল। তাহার হাত দুখানা মাথার নিচেই রেখে পুরো সোজা হয়ে সিলিংএর দিকে তাকাল যেখানে আলোক রশ্মি রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাতার মত লকলক করছিল। মেরি ও পিপিন তার পাশে তৃণের বালিশের উপর বসে পড়ল।

ট্রিবিয়ার্ড বলল, এখন আস্তেধীরে তোমাদের কথা বল!

হবিটরা হবিটন থেকে বের হবার পর ঘটে যাওয়া সমুদয় কাহিনী বলতে শুরু করল। তারা দুজন একই সাথে বলার চেষ্টা করছিল, ট্রিবিয়ার্ড মাঝেমধ্যে বক্তাদের থামিয়ে দিয়ে বলা ঘটনার কেঁচোগণ্ডুস করে চলল, আবার জাম্পিং করে পরবর্তী ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকল। এতে করে কথা অনেকটা আগামাথা হারিয়ে ফেলল। তারা রিংটি নিয়ে কিছু বলেনি, কোথায় কোন উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তাও বলল না। ট্রিবিয়ার্ডও কারণ জানতে চায়নি।

কৃষ্ণ আরোহী, এলরন্ড, বিভেন্ডেল, এল্ড ফরেষ্ট, টম বোম্বাণ্ডিল, মাইনস অব মারিয়া, লথলরিয়েন এবং গ্যাড্রিয়েল-সব কিছুর প্রতি সে চরম আগ্রহী ছিল। বার বার সে সায়ারের কথা শুনল। কথার এ পর্যায়ে এসে সে এক অদ্ভূত পয়েন্ট তুলে ধরল। বলল, 'হু সেখানে তোমরা কোন এন্ট দেখনি? ইয়ে, থুক্কু, বলতে চাচ্ছি, এন্ট গৃহ স্বামিনী (Entwives) দেখনি?

পিপিন বলল, 'এন্ট ওয়াইভস? দেখতে কী তোমাদের মত?'

ট্রিবিয়ার্ড চিন্তামগ্ন চিত্তে বলল, 'হ্যাঁ, ও না। এখন ঠিক আছি জানি না। কিন্তু তারা তোমাদের দেশ পছন্দ করত, আশ্চর্য!'

যাহোক, ট্রিবিয়ার্ড শ্যাডলফ সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে পড়ল। জানতে চাইল সারুম্যানের সাথে তার কী হয়েছে। হবিটরা সাংঘাতিক দুঃখ প্রকাশ করল। কারণ সেসব বিষয়ে তাদের পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না। গ্যাণ্ডলফ কাউন্সিলে যা বলেছিল শ্যামের কাছ থেকে সে বিষয়ে তারা না শোনার মত কিছু একটা শুনেছিল।

তবে উগলুক যে সারুমানের ভৃত্য হয়ে আইজেনগার্ড থেকে এসেছিল সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল।

এক পর্যায়ে গল্প অর্ক ও রোহানের আরোহীদের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পৌছাল। ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'আচ্ছা! এটা নির্ভুল খবরের ঝুঁড়ি। তোমরা প্রকৃতপক্ষে সব কথা বলোনি। তবে আমি সন্দেহ করি না যে, গ্যাণ্ডলফ যা চাইত তোমরা তা করছ। বড় একটা কিছু ঘটছে যা কোন না কোন সময়ে আমি জানতে পারব। শিকড়বাকড়, ডালপালার মাধ্যমে আমি জানব। তবে এটা অদ্ভুত ব্যাপার। অদ্ভূত ব্যাপার যে নবোদ্গমেব মত একটা ছোট জাতি এ পুরাতন তালিকায় নেই আর শুন! বিস্মৃত নয় কৃষ্ণ আরোহী Nazghl, পাখাওয়ালা দূত) তাদের খুঁজতে বেরিয়েছে এবং গ্যাণ্ডালফ তাদেরকে (হবিট) এক বড় অভিযানে পাঠিয়েছে। আর গ্লাড্রিয়েল কারাসগ্লাধনে তাদের আশ্রয় দিয়েছে, এবং অর্করা ওয়াইল্ডার ল্যান্ডের সমস্ত পথ তাদের পিছু আছে। সত্যিকারার্থে তারা বড় ঝড়ের কবলে পড়েছে। সম্ভবত সেখান থেকে নিস্তারও পেয়েছে!

মেরি জিজ্ঞাসা করল, 'এবং তোমার ব্যাপারটা কী?'

ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'মহাযুদ্ধ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ যুদ্ধগুলো এলফ ও মেনদের সাথে সশ্লিষ্ট। এসব নিয়ে চিন্তা করা যাদুকরদের কাজঃ যাদুকররা সবসময় ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। ভবিতব্য নিয়ে দুশ্চিন্তা আমি পছন্দ করিনে। তথাপি আমি কারো সাথেভাতে নেই। অন্য কেউও আমার সাথে নেই। কেউ জঙ্গলের যত্নআত্মি করে না, বর্তমানে এলফরাও করে না। এখনো অন্যদের থেকে এলফদের আমি অধিক সদাশয় মনে করি; অনেক আগে তারাই আমাদেরকে মূকাবস্থা থেকে মুক্তি করেছিল। এ মহা দানের কথা ভোলা যায় না, যদিও আমাদের জীবন পরিক্রমায় পরিবর্তন এসেছে। আমি এসব তারেতাক্কাদের পক্ষেও না' তার গলার স্বর আবার বিরক্তিকর হল '–এসব অর্ক আর তাদের মনিবদের পক্ষে আমি না।'

'মার্কুডের আকাশে ছায়া পড়লে আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। কিন্তু এ ছায়া মর্ডরে সরে গেলে কিছু সময় ভাবিনি; মর্ডর অনেক দূরে। তবে মনে হচ্ছে প্রাচ্যে বাতাস স্থির হয়ে যাচ্ছে, অতিসত্ত্বর সকল জঙ্গল নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। কেউ না, কিন্তু এক বৃদ্ধ এন্টসে ঝড় আটকে রাখতে কিছু করতে পারে; সে অবশ্যই এ সংগ্রামে উত্তীর্ণ বা ধ্বংস হবে। এখন সারুম্যানের কথায় আসি। সে একজন প্রতিবেশী তাকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আমি আমি অবশ্যই কিছু একটা করব ভাবছি। সাম্প্রতি অহরহ তার ব্যাপারে কী করা উচিৎ ভাবছি।'

পিপিন বলল, 'কে সারুমান? তুমি তার ইতিহাস কিছু জান কি?'

ট্রিবিয়ার্ড জবাব দিল, সারুমান এক যাদুকর। এর অধি বলতে পারি না। আমি যাদুকরদের ইতিহাস জানি না। সাগরে বড় বড় জাহাজ আসার পর তাদেরকে দেখা গিয়েছিল। বলতে পারি না জাহাজে করে তারা এসেছিল কিনা। আমার বিশ্বাস তাদের মধ্যে সারুমান প্রতাপশালী। সে কিছুকাল আগে–তোমাদের মতে অনেক আগে ঘোরাফেরা, এলফও মেনদের নিয়ে মাথা ঘামান বন্ধ করেছে এবং আংগ্রনস্টে (আইজেন গার্ড) বসতি স্থাপন করেছে। সে ধীরে সুস্থে শুরু করেছিল। কিন্তু তার সুনাম প্রচার হতে আরম্ভ করেছে। শোনা যায়, সে হোয়াইট কাউন্সিলের (যন্ত্রণাসভা) প্রধান মনোনীত হয়েছিল: কিন্তু তাতে ভাল কিছু হয়নি। আমি এখন ভাবছি, সারুম্যান খারাপ পথে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু যতকিছু হোক সে তার প্রতিবেশীদের কোন সমস্যা ঘটাত না। একটা সময়ে

সে সব সময়ে আমার জঙ্গলে সব সময় বেড়াত। আমি তার সাথে কথা বলতাম। সে সময়ে সে খুব বিনীত ছিল, আমার কথা শুনতে আকুল থাকিত (অন্তত যখন আমার সাথে সাক্ষাত হত)। তার অজানা অনেক কথাই আমি তাকে বলেছিলাম। মনে পড়ে না সে কখনো আমাকে কিছু বলেছে। কতকাল তার মুখ দেখিনি। স্মরণে আসছে না। পূর্বে যখন দেখতাম তখন মনে হত, তার মুখাবয়ব ভিতর থেকে সাটার দেয়া পাথরের দেয়ালের জানালায় মত।

এখন বুঝতে পারছি সে কতদূর এগিয়েছে। সে কোনো পরাশক্তি হবার মতলব আঁটছে। সে ধাতব মনমানসিকতার, কোন কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি নিয়ে গ্রাহ্য করে না, এবং এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সে একটা নিরেট বিশ্বাসঘাতক। সে এখন জঘন্য সংঘ ধরেছে, অর্কদের জুটিয়েছে। তার থেকে খারাপ খবর হলঃ সে এসব লোকজন নিয়ে বিপজ্জনক কোন খেলায় মেতে উঠেছে। এসব আইজেন গার্ডাররা অত্যন্ত বদমাস যেন অশুভ বার্তার লক্ষণ হচ্ছে: এসব ষণ্ডারা মহাতিমিরের সাথে আবির্ভূত হয়েছিল, সূর্য সহ্য করতে পারে না। তবে অর্করা এটা ঘৃণা করলেও সহ্য করতে পারে। ভাবছি সে কী করল। সে কী মেন আর অর্ক একাকার করে ফেলেছে? এটা কালো শয়তানী!

ট্রিবিয়ার্ড কিছুক্ষণ গরগর করল, যে সে অন্তঃসলীলা নদীর মত কিছু গভীর এন্ট অভিশাপ উচ্চারণ করল। সে বলে চলল, 'কিছুদিন আগ থেকে ভাবছি, অর্করা এত স্বেচ্ছাচারী ভঙ্গিতে আমার জঙ্গলে প্রবেশ করল কী কায়দায়। সাম্প্রতিক সময়েই ধারণা করলাম, এ জন্য সারুমান দায়ি। অনেকদিন থেকে সে আমার গোপনীয়তা নিয়ে গুপ্তচর বৃত্তি চালাচ্ছে। সে আর তার ঘৃণ্য শিষ্যরা এখন ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে। সীমান্ত অঞ্চলের ভাল ভাল গাছ মেরে ফেলছে। কিছু গাছ দিয়ে অর্ক হাতিয়ার বানাচ্ছে। বাদবাকি গুলি অর্থেঙ্কের অগ্নিকুণ্ডের খোরাক বানাচ্ছে। আইজেন গার্ডের আকাশ বাতাস এখন সর্বদা ধোয়াচ্ছন্ন থাকে। ধিক তারে, ধিক সে ডালপালা কাঠকেটিগুলোকে। ওই বৃক্ষগুলোর অনেকে আমার বন্ধু ছিল। অনেকগুলোর নিজস্ব ভাষা ছিল, এখন চিরবিগত। কিছু পরিত্যক্ত সুঁড়ি বৈচি ঝোপ ছিল যেখানে একটা গাইয়ে তরুবীথিকা (গায়কবৃক্ষ) বাস করত। আমি অলস হয়ে গেছি অনেক কিছু হারিয়ে যেতে দিয়েছি।

এটা অবশ্যই রোধ করতে হবে!'

গতরে ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রিবিয়ার্ড শয্যা থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর টেবিলের ওপরে থাবা বসিয়ে দিল। আলোক-পাত্রটি কেঁপে উঠল এবং সেখান থেকে জেটব্লাক বনের দুটি শিখা উপরের দিকে উঠে গেল। তার চোখে সবুজ আগুনের দীপ্তি উপস্থিত হল, আর তার দাঁড়ি ডালপালার পিল্লাই ঝাটার মতো শক্ত, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমি এটা বন্ধ করব!' সে গুমগুম শব্দে বলল। ' তোমরা আমার সাথে থাকবে। আমাকে তোমরা সাহায্য করতে সক্ষম। সারুমানকে চেক না দেয়া হলে রৌহান ও গন্ডর সামনে পিছনে ঘেরাও হয়ে পড়বে। আমাদের পথ এক– আইজেন গার্ডের দিকে!'

'আমরা তোমার সাথে যাব, মেরি বলল। 'যা পারি আমরা করব।'

'অবশ্যই! পিপিন বলল। 'আমি হোয়াইট হ্যাণ্ডের (সারুমান) গদিচ্যুতি দেখতে আরাম বোধ করছি। আমি তার এলাকায় যেতে ইচ্ছুক, যদিও আমি তেমন কাজের কেউ না। উগলুককে এবং রোহান পাড়ি দেয়ার স্মৃতিকে কখনও ভুলব না।'

'সাবাস! উত্তম!' ট্রিরিয়ার্ড বলল। 'আমি কিন্তু রগচটার মত কথা বলেছি। অবশ্যই আমরা তড়িঘড়ি করব না। আমার মেজাজ বেশ গরম হয়ে আছে, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে

হবে। জানো তো, থামানোর থেকে থামো বলে চিৎকার করা ঢের সহজ।'

সে পা বাড়িয়ে খিলান পথের দিকে গেল এবং বৃষ্টির বারিধারার মধ্যে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর অট্টহাসি মেরে শরীর ঝাঁকাল। তার শরীর থেকে মেশের বিভিন্ন স্থানে জলবিন্দু ছিটকে পড়ে লাল-সবুজ স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাতে লাগল। সে ফিরে আসল, আবার বেড়ে গা এলিয়ে চুপ মেরে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে সে আবার বিড়বিড় করতে আরম্ভ করল। মনে হলো কর গুণছে। লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ফাংগর্ণ, ফিংগ্লাস, ফ্লাট্রিফ–হ্যাঁ, হ্যাঁ, । সমস্যা হল আমাদের সামান্য কয়েকজনে বেঁচে আছে। মহা তিমির হাজির হবার আগে যে সকল এন্ট গভীর জঙ্গলে হাঁটত, তাদের মাত্র তিনজন বেঁচে আছেঃ আমি স্বয়ং ফাংগর্ণ, ফিংগ্লাস আর ফ্লাড্রিফ যদি মনে করো, এলফ নামে ওদের বলতে পার লিফ্লক এবং স্কিনবাক যারা এ কাজে তেমন জুঁতসই না। লিফলক প্রায় গাছের মত নিদ্রালু হয়ে থাকে। তার হাঁটুদেশের ঘনঘাসের মত সে সারাটা গ্রীষ্মকাল তন্দ্রার মধ্যে থাকে। সে পাতা সদৃশ চুলে আবৃত। শীতকালে সে জাগে। কিন্তু সাম্প্রতীক এত ঘুমকাতর হয়েছে যে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। স্কিনবাকি থাকত আইজেন গার্ডের পশ্চিমে পার্বত্যঢালে। বড় কেওয়াজ সেখানেই হয়েছে। অর্কের হাতে সে আহত হয়েছিল, তার আওতাভুক্ত বহু বৃক্ষপালক মার্ডার হয়েছে। সে উচু স্থানে ঢুকে পড়েছে, তার অতি প্রিয় বার্চ বৃক্ষের জঙ্গলে এবং সে নামবে না। এখনো আমার মনে হচ্ছে, নতুনদের নিয়ে এক নতুন দল আমি গড়তে সমর্থ হব– যদি তাদেরকে জরুরি পরিস্থিতি বোঝাতে পারি, যদি তাদেরকে জাগিয়ে তুলতে পারি। বেদনার কথা হল আমাদের সামান্যই অবশিষ্ট আছে!

পিপিন জিজ্ঞাসা করল, সামান্য কেন, এদেশে তোমরা কতকাল ধরে আছ? বহুজন কী মারা পড়েছে?

ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'আরে না! কেউ প্রাণে মারা পড়েনি। অবশ্য, কেউ কেউ দীর্ঘদিনের শয়তানী বাতাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং অধিকাংশ খাসাবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমাদের শ্রেণী কখনো অধিক ছিল না এবং আমরা বৃদ্ধি পাইনি। বলতে পার, বহু জামানা ধরে কোন সন্তান সন্তুতি হতো না (Entings)। শুনেছ তো তোমরা, বহুদিন ধরে আমরা গৃহিণীদের (Entluives) হারিয়েছি।

পিপিন বলল, 'দুঃখের কথা! তারা সকলে কী করে মারা গেল?'

ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'তারা মারা যায়নি! আমি কখনো মরে গেছে বলিনি। বলেছি, আমরা তাদের হারিয়েছি, খুঁজে পাচ্ছি না।' সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'আমি ভেবেছি অধিকাংশ জনে এ খবর রাখে। এন্টরা তাদের গৃহিণীদের খুঁজে খুঁজে ফিরছে–এ সম্পর্কিত বহু গান ছিল যা মাকুউড থেকে গণ্ডর পর্যন্ত এলফ ও মেনরা গেয়ে বেড়াত। এসব বিস্মরিত হয়নি।

মেরি বলল, 'বুঝলাম, আমার আশংকা, মাউন্টেনের সীমানা ছাড়িয়ে গানের কথাগুলো পাশ্চাত্যের সায়ারে পৌছায়নি। এ বিষয়ে আরো কিছু বলবে কি; অথবা গান একটা শোনাবে কি?'

অনুরোধে খুশী হয়ে ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে পারব না, শুধুমাত্র সংক্ষেপে বলব; এবং তারপর কথা শেষ করব; আগামীকাল আমাদের অধিবেশন আহ্বান করার কথা, কিছু কাজ করার আছে, সম্ভবত অভিযান শুরু করতে হবে।'

একটা বিরতি নিয়ে বলে গেলঃ 'এ এক অদ্ভুত দুঃখজনক গল্প। বিশ্ব যখন তন্বীলতার

মতো কিশোরী ছিল, জঙ্গল আরো বিশাল ও বন্য ছিল, তখন ছিল এন্ট অলগৃহিণী ও এন্টকুমারীঃ আহ! আমাদের যৌবন কালে কোমল পায়ের ফিমব্রেথিলের (Nandlimb) TL মনোরম শোভা! তারা একসাথে বেড়াত, এক সাথে ঘর করত। কিন্তু আমাদের অন্তরলোক একইরকমে বেড়ে ওঠে নিকঃ এন্টরা পৃথিবীতে যার সাক্ষাত পেয়েছে, তারা প্রতি ভালবাসা প্রকাশ বেছে এবং এন্টগৃহিণীদের অন্যকিছুর প্রতি মন পড়ে থাকত। এন্টরা ভালবাসত বড় গাছ, ভরা জঙ্গল আর উঁচু পাহাড়ের ঢাল। তারা পর্বতের স্রোতস্বিনী থেকে পান করত, খেত শুধু পথে পড়ে থাকা ফুলমুল। এবং এনফদের কাছ থেকে ভাষা শিখে গাছদের সাথে কথা বলত। কিন্তু এন্ট গৃহিণীরা ছোট্ট গাছ নিয়ে ভাবত, জঙ্গলের ওপারে রোদমাখা তৃণভূমি নিয়ে ভাবত; বসন্তে তারা বৈঁচি ঝোপ বন্য আপেল ও চেরীফুল দেখত, বসন্তে জলাভূমির সবুজ লতাপাতা দেখত, আর শরতের ক্ষেতে দেখত অংকুরিত ঘাস, তৃণ। তাদের এগুলোর সাথে কথা বলার আকাংখা ছিল না। তবে তারা চাইত এগুলো তাদের নির্দেশ শুনুক। এন্ট গৃহিণীরা এদেরকে বাড়তে এবং পাতা, ফল ধারণ করতে আদেশ করত; কারণ এন্টওয়াফরা ফরমান, প্রাচুর্য এবং শান্তি পছন্দ করত। সুতরাং তারা বসবাসের জন্য বাগান গড়ে তুলল। কিন্তু আমরা এন্টরা ঘুরে বেড়াতাম এবং কেবলমাত্র মাঝেমধ্যে বাগানে যেতাম। তারপর নর্থে মহাতিপির (Great Darkness) ঘনিয়ে আসলে এন্টগৃহিণীরা গ্রেটবিভার পেরিয়ে চলে গেল, এবং নতুন উদ্যান, ক্ষেত্র গড়ে তুলল, আর তখন আমাদের আরো কম দেখা হত। অন্ধকার কেটে যাবার পর এন্টগৃহিণীদের ভূমি ফুলে ফুলে ভরে গেল এবং তাদের ক্ষেতে শস্য উপচে পড়তে লাগল। অনেকে তাদের হস্তশিল্পের পারদর্শিতা শিখে তাদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করল; কিন্তু আমরা তাদের কাছে হয়ে গেলাম মিথ, জঙ্গলের কলিজার এক গোপন রহস্য এতকাল ধরে আমরা এখানে আছি ইতোমধ্যে ফুলকাননগুলো পড়ো হয়ে গেছে। মেনরা এখন এগুলোকে ব্রাউন ল্যাণ্ড (Brown Land) বলে জানে।

মনে পড়ে, অনেক আগে যখন সাউরান আর সমুদ্র তীরবর্তি মেনদের (Men of Sea) মাঝে যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল তখন আর একবার ফিমব্রেথিলকে দেখার উদগ্র বাসনা আমার জেগেছিল। আমার দৃষ্টিতে তখনো সে অতি লাস্যময়ি যখন তাকে আমি শেষবার দেখেছিলাম। আগেকার এলকুমারীদের মত ক্ষুদ্র ছিল বটে। কারণ, পরিস্রশের জন্য এন্টগৃহিণীরা ছিল কিছুটা আনত আর বাদামী (Broun)! কেশগুলো রোদে পুড়ে পাকা শস্যের রং ধারণকৃত, আর গন্ড পাকা লাল আপেলের মত। তথাপি তাদের মনয়জোড়া ছিল আমাদের জাতের মত। আমরা আন্দুইন পেরিয়ে তাদের ভূখণ্ডে আসলাম। কিন্তু পেলাম মরুভূমি কারণ যুদ্ধের তোপে সবকিছু গায়েব হয়ে যায়। সুতরাং তাদেরকে পেলাম না। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি, ডাকাডাকি করেছি। পথে যাদের সাথে দেখা হয়েছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি এন্টগৃহিণীরা কোন দিকে গিয়েছে। কেউ বলল তারা আদৌ দেখেনি; কেউ বলল তাদেরকে পশ্চিমের দিকে হেঁটে যেতে দেখা গেছে আবার কেউ বলল দক্ষিণদিকে। কিন্তু কোথাও আমরা তাদের পেলাম না। বড্ড দুঃখ পেয়েছিলাম। তারপর জঙ্গলের ডাকে আবার ফিরে এলাম। বেশ কতক বছর আমরা তাদের সুন্দর সুন্দর নামে ডেকে ডেকে সর্বত্র খুঁজে ফিরেছি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের খোঁজাখুজি পাতলা হয়ে এল, স্বপ্ন দূরে তল্লাশি করতাম। এবং তখন তারা আমাদের কাছে শুধুই স্মৃতি, আর আমাদের দাড়ি লম্বা, ধূসর হয়ে গেছে। এলফরা এ খোঁজাখুজি নিয়ে লিখেছে বহু গান যার বেশ কতক মেনভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু

আমরা কোন গান বাঁধিনি। তাদের নাম হৃদয়ে ধারণ করেই পরিতৃপ্ত আছি। আমাদের বিশ্বাস, অনাগত কোন এক সময়ে তাদেরকে আমরা আবার পাব, বোধ হয় আবার কোনখানে একসাথে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারব। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে এরকমটি তখনই ঘটবে এখন আমাদের যা আছে তা সব যখন হারাব। মনে হয় শেষ পর্যন্ত সে ক্ষণটি কাছে এসে পড়েছে। কারণ, আগে সাউরান যদি বাগানগুলো ধ্বংস করে থাকে, তবে তখন সম্ভবত সে সমুদয় জঙ্গল শেষ করার আয়োজন করে বসে আছে।

যতদূর বুঝতে পারছি, এলফদের এক গানে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। গ্রেটরিভারের সর্বত্র এ গান গাওয়া হতো। মনে রেখ, এটা কখনো এন্ট সঙ্গীত ছিল না। এন্ট ভাষায় এ গীত অনেক দীর্ঘ হতো! তবে অন্তরাত্মার বলে আমরা এটা জানি এবং মাঝেমাঝে গুণগুণ করি। তোমাদের কথায় এ গান এরকমঃ

এন্ট।

যখন ঋতুরাজ মেলে দেয় পাতা, কুঞ্জবনে থাকে যখন সজীব প্রাণের ছোঁয়া, আলো যবে আছড়ে পড়ে বুনো ফোয়ারায়

হাওয়া যবে থাকে শুধু নিখাদ শৈল ছায়ায়

পদক্ষেপ যবে দীর্ঘ, নিঃশ্বাস যবে গভীর, আর তীক্ষ্ণ যখন পাহাড়দেশের হাওয়া ফিরে এসো প্রিয়সী মোর! ফিরে এসো, আর বলো আমার বসতবাটি অতি মোহনীয়।

এন্ট গৃহিণী।

যখন আসে বসন্ত মোর উদ্যানে,

ক্ষেতে যখন শস্য দানা ধরে; যখন তুষার ধবল কুসুমকলি ভিড় করে মোর কানন ভরে;

যখন হাওয়ার মাঝে গন্ধ তুলে রোদ বৃষ্টি ঝরে; তখন থাকব আমি এখানে, স্বর্গ আমার বসতবাড়ি, আসবো নাক ফিরে।

এন্ট।

গ্রীষ্ম যখন নেমে পড়ে কুসুম তীর বুকে, আর যখন পাতার ছাদের তলে দিনদুপুরে বৃক্ষরা সব স্বপ্নডালি খোলে,

যখন বন্য ভূমির হলগুলো সব ঠাণ্ডা সবুজ হয়, আর পশ্চিমা বায়ু বয়, তখন এসো ফিরে আমার জান! অধিক ভালো আমার ঘর মিছে কথা নয়।

এন্টগৃহিণী।

গ্রীষ্ম যখন ফলফলাদি তপ্ত করে তোলে, আর বৈঁচি পেকে ওঠে,

যখন খড়কুটোতে সোনা ধরে, শস্য শীষে সাদা ধরে আর যখন যাবে নগর ঘাটে;

পশ্চিমা বায় ব্যাপার না, যখন মৌচাকেতে মধু ধরে, আপেল গুলো ফুলে ওঠে,

তখন আমার বাড়ি স্বর্গ দ্বিগুণ, থাকব আমি চিত্রপটে।

এন্ট। যখন শীতকালেতে পাহাড়, বন উজাড় হয়ে আসে;

হাওয়ার মাতম যাবে যখন ভয়াল পূবের কোনে, উর্দ্ধ শ্বাসে বৃষ্টি মাঝে, খুঁজব তোরে বেতাল আশ্বাসে!

একসাথে মোরা চলব পথ উতাল বৃষ্টি মাথায় করে

মোরা চলব পথ চলে গেছে যা পশ্চিমে,

আর খুঁজে নেব কোন বসতবাটি মনের মত আশ্রমে।

উভয়ে একসাথে

ট্রিবিয়ার্ড গান শেষ করল। সে বলল, 'গানের কথাগুলো এরকমই, এলফ ভাষার গান–দ্রুত লয়ে গাইতে হয়। খুব ভাল গান। বোধ করি। সময় থাকলে আরো কিছু বলতে পারতাম, কিন্তু এখন আমি দাঁড়াব, ঘুমাতে হবে। তোমরা খাড়াকে কোথায়?'

মেরি বলল, 'আমরা সাধারণত শুয়ে ঘুমাই। যেখানে আছি ভালই আছি!'

'শুয়ে ঘুমাও! হু, আমিত ভুলেই গেছিলাম। আচ্ছা, তোমরা বেড়ে কাঁত হতে পার। আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াচ্ছি। গুড নাইট।'

মেরিও পিপিন শয্যায় উঠে তৃণ-ফার্ণের মধ্যে জড়াজড়ি হয়ে থাকল, সতেজতা, মিষ্টি গন্ধ, উষ্ণতার এক অনির্বচনীয় আমেজ! আলো নিভে বৃক্ষ-জ্যোতি ফিকে হয়ে আসলো, কিন্তু বাইরে খিলালতলে মাথার পরে দুহাত তুলে ট্রিবিয়ার্ড স্থির দণ্ডায়মান ছিল। আকাশ থেকে জ্বলজ্বলে তারকারা উঁকি মেরে তার আঙ্গুল আর মাথা থেকে ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়া অজস্র রূপালী ধারার বারি বিন্দুকে বাড়িয়ে তুলল। জলপতনের টুংটাং শব্দে হবিটরা ঘুমিয়ে পড়ল।

সূর্যকিরণ দেখে তারা জেগে উঠল। উপরে পূবালী বাতাসের ধাক্কায় ছেঁড়া মেঘ উড়ে চলল। ট্রিবিয়ার্ডকে দেখা গেল না। কিন্তু পিপিনরা যখন বেসিনে গোসল করছিল তখন বৃক্ষসারির মাঝপথ দিয়ে গুণগুণ শব্দ ভেসে আসছিল। দৃষ্টিগোচর হলে গমগম শব্দে সে বলল, হ্যাঁ-লু, গুডমর্ণিং! তোমরা অনেক ঘুমিয়েছ। আজ আমি অনেক হেঁটেছি। এখন আমরা পান করে এন্টমুটে (Entmoot) যাব।

স্বতন্ত্র এক পাথরের কলস থেকে তাদেরকে দু'বাটি পানীয় ঢেলে দিলা দু'রাত আগে স্বাদ থেকে এখনকার স্বাদটা ভিন্ন, জাগতিক এবং সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ। সত্যি করে বললে, খাদ্য-তুল্য স্বাদটা জীবনের জন্য অধিক কার্যকরী। শয্যাকিনারায় বসে হবিটরা পান করে চলল এবং ফাঁকে ফাঁকে দুই এক কামড় এলফ-কেক খেয়ে নিল। আর এ অবসরে ট্রিবিয়ার্ড দাঁড়িয়ে আকাশপাশে তাকিয়ে এন্টিশ বা এলফ বা অন্য কোন সুর ভাঁজছিল।

পিপিন জিজ্ঞাসা করল, এন্টমুট কোথায়?

জাগায় দাঁড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে ট্রিবিয়ার্ড বলল, হ্যা? এন্টমুট? এটা কোন জায়গা না, এন্টদের জমায়েত–যা আজকাল তেমন দেখা যায় না। আমরা এমন একস্থানে মিলিত হব যেখানে সর্বদা হয়েছি। মেন ভাষায় স্থানটির নাম ডার্ন ডিল। তা এখান থেকে দক্ষিণে। দুপুরের আগেই পৌছাতে হবে।

যথাশিঘ্র তারা রওনা দিল। ট্রিবিয়ার্ড হবিটদের বাহুমুলে জড়িয়ে নিল। বৃক্ষ আস্তানা থেকে ডানে ঘুরে লম্বা একধাপে জলধারা পার হয়ে এবড়োথেবড়ো উতরাইটির তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হল, বৃক্ষ সেদিকে অপ্রতুল। উতরাইগুলোর উপরে হবিটরা বার্চ ও গোলাপ বৃক্ষের ঝোপঝাড় দেখতে পেল। এগুলোরও অদূরে ছিল। অন্ধকার পাইন বন। পাহাড় থেকে কিছুটা ঘুরে গিয়ে ট্রিবিয়ার্ড সত্ত্বর প্রবেশ করল এক গভীর বনে যেখানে গাছ অধিকতর, লম্বা। হবিটরা এরকম আগে কখনো দেখেনি। কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে তাদের দম বন্ধ হবার জোগাড় হল। ট্রিবিয়ার্ড তাদের সাথে কথা না বলে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে গুণগুণ করে চলল। পিপিনরা সঠিক করে কিছু বুঝল না। গুনগুনানির ভাষা অবিরাম সুর ও ছন্দ পরিবর্তন করে এরকম শোনাচ্ছিলঃ বুম বুম রাম বুম, বুকার বুমবুম। ধরার কুম কুম, ধরার কুম ইত্যাদি। মাঝে মাঝে হবিটদের চেতনায় জেগে উঠছিল যে, মাটির গর্ত বা মাথার উপরের কুঞ্জলতা বা বৃক্ষ-কোটর থেকে এর

কোন প্রত্যুত্তোর ভেসে আসছিল। ট্রিবিয়ার্ড-এর কিন্তু এসব দিকে কোন খেয়াল ছিল না।

তারা অনেকক্ষণ হেঁটে চলল। পিপিন ট্রিবিয়ার্ডের অতি দীর্ঘ পায়ের তিন হাজার কদম গুণে ক্ষান্ত হল। ট্রিবিয়ার্ড গতিমন্থর করতে আরম্ভ করল। অকস্মাৎ থেমে হবিটদেরকে মাটিতে নামিয়ে বাঁকা হাত দুটো মুখের পরে তুলে বাঁশির মত কিছু একটা বানিয়ে কোন আহ্বানের ধ্বনি তুলল। বনমধ্যে দরাজ গলার হর্ণ বাজানোর শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিতে হতে থাকল। কতক দিক থেকে একই ধরণের শব্দ উঠতে লাগল, প্রতিধ্বনি না-জবাব।

এখন ট্রিবিয়ার্ড মেরি ও পিপিনকে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে আবার অগ্রসর হল। মাঝে মাঝে সে আওয়াজ করতে লাগল। এবং প্রতিমুহূর্তে দ্বিগুণ আওয়াজের প্রতিজবাব ক্রমশ নিকটবর্তী হতে লাগল। এভাবে তারা শেষ পর্যন্ত বৃক্ষ নির্মিত এক চিরসবুজ অভেদ্র দেয়ালের কাছে আসল, বৃক্ষের শিকড় থেকে ডাল গজিয়ে ছিল, ডালগুলি চিরশ্যামল গুল্মের ন্যায় আভাময় ঘনপত্রে ভরপুর। তার মধ্যে পুষ্পরাজি জলপাই বর্ণের উজ্জ্বল কুঁড়ি সহকারে স্পাইকের মত উপরদিকে নজর করে ছিল। বামে ঘুরে ট্রিবিয়ার্ড বৃক্ষসারির কিনারা ধরে সংকীর্ণ এক প্রবেশদ্বারে পা রাখল। এখান থেকে একটা জরাজীর্ণ পথ এক লম্বা, খাড়া ঢালের সাথে অকস্মাৎ মিলেছে। হবিটরা টের পেল যে তারা প্রায় এক গামলা আকৃতির প্রকাণ্ড গভীর খাদে অবতরণ করতে যাচ্ছে। খাদের ভিতরটা ঘাসে ঢাকা এবং গামলার (খাঁদ) তলদেশে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত, অতিদীর্ঘ তিনটি রূপালী বার্চবৃক্ষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে আরো দুটো পথ এ খাঁদে এসে পড়েছিল।

ইতোমধ্যে কতক এন্ট পৌছে গেছে। আরো কয়েকজন অন্য পথ বয়ে আসছে এবং ট্রিবিয়ার্ডকে ফলো করছে। তারা কাছাকাছি আসলে হবিটরা অপলক দৃষ্টিতে তাকাল। তারা ট্রিবিয়ার্ড এর মত কাউকে দেখার আশা করেছিল। কিন্তু হবিটরা বিস্মিত হল। কারণ, সেখানে ট্রিবিয়ার্ড এর চেহারার আর কোন প্রাণী ছিল না। একেক জনের বৃদ্ধির ইতিহাস ভিন্নরকমেরঃ অনেকটা বিচ এবং বার্চ বৃক্ষ, ওক এবং ফার বৃক্ষের মত। দাঁড়ি এবং গ্রন্থি বিশিষ্ট কিছু বৃদ্ধ এন্ট ছিল। তবে তাদেরকে ট্রিবিয়ার্ড এর মত প্রাচীন দেখাল না। আবার বন্য গাছের মত মসৃণ ছাল ও পরিচ্ছন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ–বিশিষ্ট কিছু দীর্ঘ, শক্তিশালী এন্ট ও ছিল। কিন্তু ছিল না কোন যুবা এন্ট, কোন কচি চারাগাছ। তারপরও প্রায় ডজন দুয়েক খাদের তৃণময় বিশাল ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাথমিকভাবে মেরি ও পিপিন তাদের আঙ্গিক ভিন্নতা দেখে হতবাক হয়ে গেল; আকারে ভিন্ন, রং এ ভিন্ন, কোমরের মাপ উচ্চতা, হাতপায়ের দৈর্ঘ্যে ভিন্ন এবং আঙ্গুল সংখ্যায়ও ভিন্ন। সামান্য জনেরই ট্রিবিয়ার্ড এর সাথে অল্পস্বল্প সাদৃশ্য ছিল এবং তা দেখে হবিটদের বার্চ বাওক গাছের কথা স্মরণ হল। কিন্তু অন্য প্রকারেরও ছিল। কতক বড় চেপটা আঙ্গুলে হাত ও খাটো পুরুপায়ের ধূসর গাত্রের এন্ট বাদামগাছের কথা মনে করিয়ে দেয়, বহু আঙ্গুল বিশিষ্ট দীর্ঘ এন্ট এ্যাশ গাছের কথা, কিছু অতিদীর্ঘ এন্ট ফার ও অন্যান্য বার্চ গাছ, গোলাপ ও বাতাবি নেবু গাছের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তারা যখন ট্রিবিয়ার্ডকে সঙ্গীতের তানে মাথা নত করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল, তখন সবাইকে একই গোত্রের মনে হল, সবার চোখ একই রকম আর কেউই ট্রিবিয়ার্ডের মত বুড়ো ও গম্ভীর ছিল না। কিন্তু সকলের মধ্যে একই স্থিরতা চিন্তা অভিব্যক্তি এবং লকলকে জ্যোতি লুকিয়ে ছিল।

সবাই সমবেত হলে ডালচাল মার্কা এক কৌতূহলী আলোচনা আরম্ভ হল। এন্টরা ধীরে বিড়বিড় শুরু করলঃ প্রথমে একজনে তারপর একে একে সবাই জোরাল ছন্দে বলতে লাগল। জমায়েতের এক অংশের কথার তো অন্য অংশ নিশ্চুপ হয়ে যায় আবার অপর অংশের বাক্যবাণে প্রথম অংশ মুখে খিল মারে। মেরি যদিও কোন কথা ধরতে পারল না, তবু তার অনুমান এসব এন্টিশ ভাষা–পিপিনের কাছে কথাগুলো সুমধুর মনে হল, কিন্তু পরে ক্রমশ! বিচলিত বোধ করতে লাগল। অনেক সময় কেটে গেল। তবু তাদের সুরের দীর্ঘসূত্রিতা শেষ হয় না। পিপিন ভাবতে লাগল উপস্থিত সবার নামগুলো জানতে কতদিন লাগবে, এরা কতজনে হ্যাঁ বা না এর পক্ষে। সে নিভে গেল।

ট্রিবিয়ার্ড তাৎক্ষণিক তার বিষয়ে চকিত হল। বলল, 'তাইত! হে আমার পিপিন"' সবাই নিরব। 'তুমি বেশ লোক। যাহোক আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাদের কথা তোমার কাছে ক্লান্তিকর লাগছে। তোমরা এখন নামতে পার। এখন আমি এন্টমুটে (সমাবেশে) তোমাদের নাম উপস্থাপন করেছি। তারা তোমাদেরকে দেখেছে এবং নিশ্চিত হয়েছে, তোমরা অর্ক নও। পুরাতন নথিতে একটা নতুন লাইন যোগ করা হবে। ইচ্ছা করলে তোমরা খাদে ঘুরে বেড়াতে পার। ওই উত্তর প্রান্তে এক স্বচ্ছ কুয়া আছে, হাত মুখ ধুয়ে নিতে পার। সভা শুরুর আগে আরো কিছু বলার আছে। পরে আবার এসে তোমাদেরকে চলমান পরিস্থিতি অবহিত করব।

সে হবিটদের নামিয়ে দিল। চলে যাবার আগে তারা মস্তক অবনত করল। এ কীর্তিকলাপে বোধ হয় এন্টরা আহ্লাদিত হল; কণ্ঠ ও চোখের দীপ্তিতে তা ধরা পড়ল। তবে তারা দ্রুত নিজ কাজে ফিরে গেল। মেরি ও পিপিন পশ্চিম থেকে আসা পথটিতে উঠল, এবং প্রবেশ দ্বার দিয়ে অতিকায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাকাল। দীর্ঘ বৃক্ষাচ্ছাদিত ঢাল খাদের পাড় থেকে উঠে দূরের ফার-বৃক্ষের উপরে সুউচ্চ মাউন্টেনের সাথে মিশেছে। তাদের দক্ষিণে অস্পষ্ট দূরত্বে জঙ্গল দেখা গেল। সেদিকের অপরিস্ফুট সবুজ আভাকে মেরি রোহানের সমভূমি হিসেবে ধারণা করল।

পিপিন বলল, কোথায় আইজেন গার্ড?

মেরি বলল, আমরা কোথায় আছি, তা ঠিক জানি না; তবে মাউন্টেনের ঐ চূড়াটি মেথেড্রাস। যতদূর স্মরণ হয়, আইজেন গার্ড বলয় পর্বতমালার সন্ধিঃস্থলে কোথাও অবস্থিত। সম্ভবত তা প্রকাণ্ড এ চূড়াটির পিছনে। তোমার কী মনে হচ্ছে না, সেখান থেকে ধোঁয়া উড়ছে?

পিপিন বলল, আইজেন গার্ড কেমন? ভাবছি এ নিয়ে এন্টরা কী বলতে পারে।

মেরি বলল, আমিও তা ভাবছি। মনে হয় আইজেন গার্ড এক পাহাড়ী বলয়। ভিতরে এক সমতল স্থান এবং তার মাঝখানে একটা দ্বীপ বা পাথরের পিলার আছে। এটাকে অর্থেংক বলে। এটার পরে সারুমানের টাওয়ার বেষ্টনরত দেয়ালে এক বা একাধিক গেট থাকতে পারে। আমার বিশ্বাস, এ গেট দিয়ে মাউন্টেন থেকে এক স্রোত নেমে এসেছে যা রোহানের শূন্য স্থান (Gap of Rohon) দিয়ে প্রবাহিত হয়। মনে হয় না, এন্টরা এ স্থান ট্যাকেল করে চলতে পারে। কিন্তু এসব এন্ট বিষয়ে আমার এক উদ্ভট ধারণা আছে; তাদেরকে উপরে উপরে হাসিখুশী মনে হলেও তারা নিরাপদে নেই। তাদের ধীরস্থিরতা,

ধৈর্য্যশীলতা দেখে মনে হয় তারা প্রায় দুঃখী। তথাপি আমার বিশ্বাস তারা জেগে উঠতে পারত, আর তা হলে ভালই হত।

পিপিন বলল, হ্যাঁ তুমি যা বলছ বুঝতে পারছি। শুয়ে জাবর কাটা গাভী আর আক্রমণরত ষাড়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। হঠাৎ কোন রদবদল হতে পারে। ট্রিবিয়ার্ড তাদেরকে জাগাবে কী না কী জানি। সে নিশ্চিত চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা জাগতে পছন্দ করে না। গতরাতে সে নিজে জেগেছে।

হবিটরা পিছন ফিরল। রুদ্ধদ্বার সভাকক্ষে এন্টদের গলা তখনও উঠানামা করছিল। সূর্য ইতোমধ্যে অনেক উপরে চড়ে বার্চবৃক্ষ ও খাদের উত্তর পাশে হরিৎ-হিমেল পরশ ঢালতে শুরু করেছে। সেখানে চকমচে ক্ষুদ্র এক ঝর্ণা দেখা গেল। হবিটরা খাদের কিনারার কোমল ঘাসের ওপর দিয়ে চলে ছলাৎছলাৎ কলরবে চলিষ্ণ পানিতে নামল। মাদকতুল্য স্বচ্ছ, শীতল পানি পান করে তারা ছ্যাঁদলা ধরা পাথর খণ্ডে বসে বাসের উপরকার রোদের টুকরো আর খাদের আকাশের চলমান ছেঁড়া মেঘমালার দিকে বিমোহিত নেত্রে তাকিয়ে থাকল। ভাবতে লাগল, তারা যেন সুদূর তেপান্তরে নিঃসঙ্গ, একাকী। ফ্রোতো, শ্যাম, স্ট্রাইডার --- মানসপটে হানা ছিল।

এন্টদের শলাপরামর্শ থামল। তারা দেখল, ট্রিবিয়ার্ড কতকজনকে সাথে করে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সে বলল, 'আবার আসলাম, হু। তোমরা কী ক্লান্ত, অস্থির লাগছে, হ্যাঁ? মনে করি, তোমরা অবশ্যই অধৈর্য্য না। আমরা এখন প্রথম পর্ব শেষ করলাম; তবে আমি তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করেছি তাদের ব্যাপারে যারা আইজেন গার্ড থেকে বহু দুরে থাকে। আলোচনা করেছি আরো কিছু বিষয়ে যা কক্ষে (Moot) অনুমোদন পায়নি। আমরা কী করব তা পরে স্থির করব। যাহোক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এন্টদের জন্য মুহূর্তের ব্যাপার। খুব সম্ভব এখানে আমরা দুদিন থাকব। সুতরা তোমাদের জন্য এক সাথী এনেছি। নিকটে তার এক এন্টগৃহ আছে। ব্রেগ্ল্যাদ তার এলভিশ নাম। সে সভা কক্ষে থাকতে চায় না। এ আমাদের অন্তরঙ্গ ইয়ার। তোমরা তার সাথে যাও, বিদায়!' ট্রিবিয়ার্ড চলে গেল।

ব্রেগ্ল্যাদ হবিটদের কিছুক্ষণ গভীর চোখে জরিপ করে নিল। আর তারাও তার পানে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল। সে দীর্ঘদেহী তরুণ এন্টের মত, হাত-পায়ের চামড়া মসৃণ, ঠোটজোড়া আরক্তিম লাল, কুন্তলরাশি ধূসর সবুজ। বাতাসে সে সরু গাছের মত হেলতে-দুলতে বাঁকতে পারে। তার স্বর বাজখাই হলেও ট্রিবিয়ার্ড থেকে ঝাঁঝাল ও স্পষ্টতর। বলল, 'হ্যালো বন্ধুরা, চল যাই। আমি ব্রেগ্ল্যাদ, তোমাদের ভাষায় কুইকবিম (Quiek beam)। এটা অবশ্য ডাকনাম। কেউ প্রশ্ন শেষ করার আগেই জবাব দিয়ে থাকি বলে এমন নাম আমার। পানও করি দ্রুত যতক্ষণে অন্যেরা গোঁপ দাঁড়ি ভিজিয়ে নেয়। এসো!'

সে হবিটদের দিকে লম্বা আঙ্গুলের হাত বাড়িয়ে দিল। সেদিন সারাক্ষণ তারা জঙ্গলে

হেসে–ফেলে– গেয়ে ঘুরে বেড়াল। কুইক বিম হাসির রাজা। মেঘের আড়ালে সূর্য্যি মামা উঁকি মারলে এবং মেঘমালা, ঝর্ণা নদীর উপরে অবস্থান নিলে সে জাগত। তারপর ঝুঁকে পা মাথায় পানির ঝাপটা দিত। মাঝে মাঝে গাছের সাথে ফিসফিস করে হাসত। কোন গোলাপ বৃক্ষ পেলে তার পাশে হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে হেলেদুলে গান গাইত।

রাতে তারা তার এই গৃহে পৌঁছায় ঃ এক সবুজ বাঁধের নিচে ঘাসের চাপড়া আর শ্যাওলা ধরা পাথরের গৃহ। এটার চারিদিকে বৃত্তকারে গোলাপ বৃক্ষ জমে আছে, ছিল জান আর বাঁধস্থিত পানির ফোয়ারা। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বনে আঁধার নামল। অদূরে এন্ট মুট থেকে শব্দ ভেসে আসছিল। শব্দ এখন আরো গভীর ও বিরতিহীন মনে হল, মাঝে মাঝে এক ভীষণ কণ্ঠ দ্রুত তালের সঙ্গীতের মতো উচ্চ নিনাদে ভেসে উঠে অন্যসব শব্দকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। ব্রেগ্ল্যাদ কিন্তু তখন বিনম্রসুরে কানে কানে কথা বলার মত বলে যাচ্ছিল। হবিটরা অবগত হল যে সে স্কিনবার্গ সম্প্রদায়ের কেউ, এবং তার দেশ বিধস্ত লুটপাট হয়ে গেছে। কেন হবিটরা প্রাথমিকভাবে তাকে অস্থির (বিশেষ করে অর্কদের ব্যাপারে) দেখে ছিল, তার কারণটা এখন তারা বুঝল।

দুঃখ ভারাক্রান্ত কোমল সুরে ব্রেগ্ল্যাদ বলল, 'গোলাপ বৃক্ষ আমার বাড়িতে ছিল। অনেক অনেক আনো পৃথিবী যখন শান্ত ছিল, যখন আমি এলদের মত হতে শুরু করে ছিলাম, তখন এ গাছের গোড়াপত্তন হল। এন্টরা এন্ট গৃহিণীদেরকে খুশী করার জন্য এগুলো লাগিয়েছিল। কিন্তু গৃহিণীরা এগুলোর দিকে নজর ফেলে মৃদু হেসে বলত যে তারা জানে সাদাফুল আর সমৃদ্ধ ফল কোথায় জন্মায়। তবু সে জাতের মাছ আর নেই। ওগুলো আমার যা প্রিয় ছিল না! এগুলো শুধু বাড়ত আর বাড়ত, প্রত্যেকটির বিশাল ছায়া এক একটা হল ঘরের মত মনে হতো। এবং শরতএ প্রতিবৃক্ষে লোহিত রসাল ফলে বোঝাই হত–সৌন্দর্য আর বিস্ময়ের অপরূপ লীলা কাকে বলে! দল বেঁধে পাখিরা সেখানে যেত। তারা হৈ হট্টগোল করলেও তাদের আমি ভালবাসি। তাছাড়া গোলাপ গাছের তো মজুত খাবারের অভাব ছিল না। কিন্তু পাখিগুলো হয়ে গেল অসৎ, অতিলোভী। বৃক্ষকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল, ফল না খেয়ে মাটিতে ছুড়ে দিত। তারপর অর্করা এসে কুঠারাঘাতে আমার গাছগুলো কেটে দিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ নামে (People of the Rose) আমি তাদের ডেকে ছিলাম, বারংবার। কান সাড়া, কোন জবাব পেলাম না। তারা মৃত পড়ে ছিল।

হে অরোফার্ন, ল্যাসেমিস্তা, কার্নিমিরি! পরান প্রিয় রে!

হে মোহিনী গোলাপ, ভারী অঙ্গে থাকতে তুমি শুভ্র ফুলে ভরে! পরান প্রিয় গোলাপ গরমকালে দেখতাম আমি চমকিয়ে উঠতে পারে। হিমেল কোমল কণ্ঠ তোমার, ছাল, পাতা সব উজ্জ্বলা: মুকুট সম মুলগুলো তোর লাল, সোনালী, মাথার পরে তোলা! হে প্রাণহীন গোলাপ, শুষ্ক ধুসর পাতাগুলো সব শীর্ষ মাথায় তোমার ঃ সব যে গেল জনম তরে, নিলে অবসর।

পরের দিনও তারা তার সাথে কাটাল, তবে ঘর ছেড়ে বেশি দূরে গেল না, অধিকাংশ সময় বাঁধের আশ্রয়ে নিরবে বসে কাটাল; কারণ বাইরে ঠাণ্ডা, আকাশে ঘন মেঘ। সামান্য রোদ ছিল। দূরে পার্লামেন্ট (এন্টমুট) থেকে তখনও গলার উঠানামা শোনা যাচ্ছিল। কখনো প্রবল চিৎকার কখনো করুণ স্বর, কখনো তড়িৎ কথামালা আবার কখনো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন সঙ্গীতের মতো গুরুগম্ভীর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এখন রাত দ্বিপ্রহর। তা সত্ত্বেও এন্টরা গতিশীল মেঘ পিটাপিটে তারকাতলে রুদ্ধদ্বার বৈঠক চালিয়ে গেল।

তৃতীয় দিন শেষ। নিষ্পাদপ, ঝড়ো। সূর্যাস্তক্ষণে এন্টদের কথা কাটাকাটি তুমুল ফ্যাসাদে রূপ নিয়ে আবার থেমে গেল। ভোর হয় হয়। হবিটরা দেখল ব্রেগ্ল্যাদ গভীর মনোনিবেশে কান খাড়া করে আছে, মুটের শব্দ ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

বিকেল বেলা দিবাকর পশ্চিমে যাচ্ছে। মেঘের ফাটল দিয়ে সুদীর্ঘ হলদে রশ্মি বের হচ্ছে। অকস্মাৎ সবকিছু নিশ্চুপ হয়ে গেল, সারা জঙ্গল নিরব, নিথর। এন্টদের গলাও নেই। এটা কিসের আলামত? ব্রেগ্ল্যাদ উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডার্নডিঙ্গল (সম্মেলন স্থল, এন্টমুট) এর দিকে তাকাল।

তারপর চড়াংচড়াং শব্দে শোনা গেল ঘণ্টার সুউচ্চ চিৎকারঃ রা–হুম-রাহ! বৃক্ষরাজি ঝটকা মেরে বেঁকে গেল, যেন দমকা মলয় আঘাত হেনেছে। আর একটা বিরতি পড়ল, তারপর শুরু হল গম্ভীর ডম্বরুর (Druum) মত কুচকাওয়াজের আওয়াজ। আওয়াজের তালে তালে চলল সংখ্যাহীন কণ্ঠের উচু মাত্রার ঝাঁঝাল সুর।

হাজির হাজির মোরা তুলে ডমরু ধ্বনি: ডুম, ডুম, ডু, ডমাডুম!

এন্টরা আরো কাছে এসে পড়েছে। আর গানের সুরও হল দ্বিগুণতর:

হাজির, হাজির মোরা ঢাকবাঁশি বাজিয়েঃ ডুম, ডুম, প্যাপো-প্যা!

ব্রেগ্ল্যাদ হবিটদেরকে কুড়িয়ে নিয়ে গৃহ থেকে অন্তর্হিত হল। শিগ্‌গিরই কুচকাওয়াজরত দলবল চোখে পড়ল। তাদের দিকে আসছে। আগে ট্রিবিয়ার্ড পিছনে জনা পঞ্চাশেক অনুচর যাদের সামনের দুজন পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে আর পার্শ্বদেশে রাখা ড্রাম সামনে পেটাচ্ছে। আরো নিকটবর্তী হলে তাদের চোখের জ্যোতি ফুটে উঠল। ব্রেগ্ল্যাদদের দেখে ট্রিবিয়ার্ড বলল, হুম, হুম শেষ পর্যন্ত এসে পড়লাম, বুম বুম! এন্টমুটে যোগদান কর। আমরা যাচ্ছি, আইজেন গার্ডের দিকে!'

'আইজেন গার্ডে!' এন্টরা নানা স্বরে চিৎকার করল।

'আইজেন গার্ডে!'
আইজেন গার্ডে যাব মোরা! থাকগে তাহা পাথর দ্বারে ঘেরা;
থাকগে তাহা শক্ত কঠিন বিহীন প্রহরা,

যাবই যাব, যুদ্ধে যাব, পাথর দুয়ার গুড়িয়ে দেব; কারণ, গাছপালা সব জ্বলে পুড়ে ছারখার– জ্বলছে উনুন, যুদ্ধে যাব।

ধ্বংস পদক্ষেপে, ঢাকের কোলাহলে, তিমির দেশে, আমরা যুদ্ধে যাব;
যাচ্ছি মোরা আইজেন গার্ড মরণ সঙ্গি করে!
হ্যাঁ, যাব মোরা, মরণ কবুল করে!

এভাবে গাইতে গাইতে তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হল।

ব্রেগ্ল্যাদের চোখে আগুন লাগল, লাফ মেরে ট্রিবিয়ার্ডের পাশে গিয়ে ভিড়ল। বৃদ্ধ এন্ট তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার কাঁধে তুলল। হবিটরা গানে মগ্ন কোম্পানীর শির দেশে অবস্থান করে টগবগে হৃদয়ে মাথা উঁচু করে এগুতে লাগল। তারা কিছু একটা ঘটনা আশংকা করেছে। এন্টদের এমন পরিবর্তন বিস্ময়কর। যেন বাঁধে আটকা থাকা বন্যার তোপ আবার ক্ষেঁপে গেছে।

কিয়দ্বক্ষণ সঙ্গীতে ছেদ পড়ে, শুধু ড্রাম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এ মুহূর্তে পিপিন বলল, 'যা হোক, এন্টরাই কিন্তু তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই না?'

ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'তড়িৎ? সত্যি তাই। আমার ধারণার থেকে তাড়াতাড়ি। বহুকাল আমি তাদেরকে এভাবে জেগে উঠতে দেখিনি। আমরা এন্টরা জাগতে ভালোবাসি না; আমাদের বৃক্ষ আর জীবন ভয়ানক হুমকির সম্মুখীন না হলে আমরা কখনো জাগি না। সাউরান আর সামুদ্রিক মেনদের যুদ্ধের পরে এ জঙ্গলে এমন ঘটেনি। নির্মম ভাবে গাছে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলা, উপকারি প্রতিবেশীদের বেঈমানি–এ সবই নচ্ছার অর্কদের কাজ। আর সহ্য করতে পারছি না আমরা। যাদুকরদের ভাল জানা উচিৎ এবং তারা তা জানেও। আমি এলফ্, এন্টমেন– কাউকে এ বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ গালিগালাজ করব না। সারুম্যান গোল্লায় যাক!'

জেরি জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি কি তুমি আইজেন গার্ডের দরজাগুলো গুঁড়িয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ, আমরা তা পারি। তোমরা হয়তো জান না আমরা কত শক্তিশালী। তোমরা ট্র-লের (ভূত জাতীয় দানব) কথা শুনেছ? তারা অতি শক্তিমান। কিন্তু তারা জাল। মহা তিমিরের (Great Darkness) সাউরান এন্টদের বিদ্রুপ করার জন্য এগুলো তৈরি করেছে, যেমন এলফদের অনুকরণে অক তৈরি করা হয়েছিল। ট্রল থেকে আমরা শক্তিমান। আমরা পৃথিবীর হাড্ডি দিয়ে তৈরি। একবার যদি হৃদয়তন্ত্রীতে টান পড়ে তবে পাথর খণ্ডকে কাটের গুঁড়ির মতো ফালাফালি করে ফেলতে পারি। যদি আগুন বা কোন যাদু বলে আমাদের ধ্বংস করে ফেলা না হয় তবে আইজেন গার্ড চিরে-ফেঁড়ে স্প্রিন্টারে পরিণত করতে পারি, আর দেয়ালগুলোকে পাথরকুঁচি করে ফেলা সম্ভব।'

'কিন্তু সারুমান তোমাদের থামাতে চাইবে, চাইবে না?'

'হ্যাঁ, একথা আমি ভুলিনি। সত্যি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ,

বহু এন্ট আমার থেকে ইয়াং, তারা সকলে জেগে উঠেছে। পণ তাদের একটাইঃ আইজেন গার্ডকে ভাঙব। তবে খুব শিঘ্রই তারা আবার ভাববে; সান্ধ্য পানোৎসবের অনুষ্ঠানে তারা কিছুটা ঠাণ্ডা মেরে যাবে। আমাদের কী তৃষ্ণায় ধরবে! কিন্তু এখন তারা এগোক, গান চলুক! সামনে আমাদের বহু পথ, ভাবার সময় পাওয়া যাবে।

গানের সুর ধরে ট্রিবিয়ার্ড এগোল। কিছুক্ষণের মধ্যে সুর করুণ হতে হতে থেমে গেল। পিপিন তার পুরোন কপালকে কুঞ্চিত হতে দেখল। পরিশেষে মাথা তুলে পিপিন তার সকরুণ নয়ন দেখল, করুণ কিন্তু অসুখী না। সে নয়নে আলো ছিল, যেন কোন এক কূপ তার চিন্তার অতলগহ্বরে লুকিয়ে আছে।

সে ধরে বলল, 'বন্ধুরা অবশ্য এটা বলা যথেষ্ট যে, সম্ভবত আমরা শেষ সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি; এটাই এন্টদের চূড়ান্ত অভিযান। কিন্তু যদি আমরা ঘরে পুঁতে বসে থাকতাম, আজ হোক কাল হোক, মৃত্যু আমাদের খুঁজে নিত-ই। এ ভাবনা অনেকদিন থেকেই আমাদের মনে ঢুকেছে; আর এ কারণেই এখন সামনে যাচ্ছি। এটা কোন তড়িৎ সিদ্ধান্ত না। অন্তত: এখন এন্টদের অভিযাত্রা গানে গানে ভরে উঠুক।' সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল। 'হ্যাঁ আমরা চলে যাবার আগে অন্যকেতো সাহায্য করতে পারি। তারপরও, এন্টগৃহিণীদের নিয়ে গানগুলো সত্যি হোক, আমার অন্তর তা দেখতে চায়। আমি আন্তরিকভাবে আর একবার ফিমব্রেথিলকে দেখতে চাই। বন্ধুরা গানও গাছের মতো সময়ে ফলফুল ধরে, এ গান আবার মাঝে মাঝে লুকিয়েও যায়।'

এন্টরা দ্রুততালে চলল। তারা দক্ষিণাভিমুখী এক লম্বা ভাঁজে অবতরণ করল যা আবার পশ্চিম পাশের এক চূড়ায় উঠতে শুরু করেছে। জঙ্গল হ্রাস পেল, এবং তারা বিচ্ছিন্ন বার্চ বনে আসলো। তারপর আসলো ঢালগুলোতে যেখানে শুধুমাত্র সামান্য কিছু বিশুষ্ক চেহারার পাইনগাছ ছিল। সূর্য সামনের দুর্বোধ্য পাহাড় পশ্চাতে হারিয়ে গেল। পিঙ্গল আঁধার নামল।

পিপিন পিছনে তাকাল। এন্টর সংখ্যা বাড়ছে– হচ্ছেটা কী? সে যেন বৃক্ষবাগিচা দেখল। তবে সেগুলো চলছিল! ফাংগনের বৃক্ষ কি জেগে উঠল ? তারা কি যুদ্ধে যাবে? নিদ্রা আর অন্ধকারে প্রতারিত হচ্ছে কিনা সে তা চোখ ঘষে পরীক্ষা করে নিল।

কিন্তু বিশাল ধূসর আকৃতি সামনে এগোচ্ছেতো এগোচ্ছে! অসংখ্য শাখায় বাতাসের মত শব্দ শোনা যাচ্ছে। এন্টরা এতক্ষণে পাহাড় চূড়ার কাছে এসে পড়ল, গান থেমে গেল। রাতের নিরবতা নামল; পদদলে মাটির ক্ষীণ কম্পন ছাড়া অন্য কিছু অনুভব করা গেল না। পরিশেষে তারা পাহাড় শিখরে আরোহন করল। নিচে এক প্রকাণ্ড কালখাদে দৃষ্টিপাত করলঃ নান্‌ক্রুনির (Nan crunir), দি ভ্যালি অব সারুম্যান।

ট্রিবিয়ার্ড বলল, 'রাত আইজেন গার্ডকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।'

পঞ্চম অধ্যায়
সাদা আরোহী

হাত ঝাঁকিয়ে, মাটিতে পাগুলো পুঁতে নিয়ে গিম্‌লি বলল, 'আমার হাড়গুলো কনকন করছে।' শেষ পর্যন্ত রজনী প্রভাত হল। সাথীরা পেটপুরে সকালের নাস্তা সারলো। বর্ধিষ্ণু আলোয় আবার তারা হবিটদের নিশানা খুঁজতে প্রস্তুত হল।

'এবং বৃদ্ধলোকটির কথা ভুলো না!' বলল গিমনি। 'একটা বুটের ছাপ পেলে খুশী হতাম।'

' কেন হতে?' ল্যাগোলাস বলল।

'কারণ কোন বৃদ্ধের জুতোর ছাপ সম্ভবত: তার থেকে বেশি কিছু না,' ডুয়ার্ফ জবাব দিল।

'তাই বোধ হয় এলফ বলল; 'তবে মনে হয় কোন ভারী বুটের ছাপ এখানে নেই: ঘাস ঘন, স্প্রিং করে।'

গিম্‌লি বলল, 'তাতে কোন রেঞ্জার হতবুদ্ধি হবে না। নত ঘাসের ধর্ম এ্যারাগর্ণ বোঝে। তবে আমার মনে হয সে কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি। গত রাতে আমরা যা দেখেছিলাম তা হচ্ছে সারুম্যানের মায়ামূর্তি। আমি নিশ্চিত। ফাংগর্ণ থেকে তার চোখ আমাদের পরে, এবং এখনো মনে হচ্ছে।'

'এ্যারাগর্ণ বলল, 'সম্ভবত। তবে আমি এখনো নিশ্চিত না। আমি ভাবছি ঘোড়াগুলোর কথা। গিম্‌লি, গতরাতে তুমি বলেছিলে সেগুলো ভয়ে পালিয়েছে। এমনটি আমি মনে করিনে। তুমি কিছু শুনেছিলে, ল্যাগোলাস? তারা কি ভয়ে পশুর মতো শব্দ করেছিল?'

ল্যাগোলাস বলল, 'না। আমি পরিষ্কার শুনেছি। কিন্তু অন্ধকার ও ভীতির জন্য মনে করেছিলাম তারা আকস্মিক হষোৎফুল্ল হয়ে ওঠা পশু। তারা কথা বলেছিল যেমন বলে থাকে অনেকদিনের ব্যবধানে মিলিত হওয়া দোস্তরা।'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'এমন আমিও ভেবেছি। কিন্তু তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত রহস্যভেদ করা সম্ভব না। এস! আলো বাড়ছে। আগে চোখ মেলা যাক, পরে অনুমান করব! প্রথমে আমরা আমাদের এ শিবির সংলগ্ন ভূমিতে সতর্ক অনুসন্ধান করব। তারপর ঢাল ধরে জঙ্গলের দিকে যাক। রাতের পরিদর্শক নিয়ে আমরা যা ভাবি না কেন, আমাদের কাজ হবিটদের সংবাদ নেয়া। যদি তারা কোন মতে পালিয়ে থাকে, তবে নিশ্চয় তারা গাছের মধ্যে লুকিয়েছে অথবা কারো চোখে পড়েছে। যদি আমরা এখানে এবং বনের নিজৃন

কোণে কিছু না পাই, তবে চূড়ান্ত তল্লাশী চালাব যুদ্ধক্ষেত্র আর ছাই এর স্তূপে। কিন্তু সেখানের আশা ক্ষীণ: রোহানের অশ্বারোহীরা সে স্থানের কর্ম ভালো করে সেরেছে।'

সাথীরা কিছুক্ষণ মাটিতে হামাগুড়ি মেরে হাতড়ালো। তাদের উপরে শোকাতুর বৃক্ষ দাঁড়িয়ে ছিল, পাতাগুলো কনকনে পূবালী বাতাসে কনকন করছিল । এ্যারাগর্ণ ধীরে দূরবর্তী হল, নদী তীরের প্রহরা আগুনের (যে আগুন জ্বালিয়ে গার্ড দেয়া হয়) কাছে আসল, তারপর পূনর্বার পদচিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে যুদ্ধক্ষেত্রের ঢিবিটির দিকে এগোল। অকস্মাৎ বক্র হয়ে ঘাসের উপর প্রায় মুখ লাগিয়ে দিল। তারপর অন্যদের ডাকলে তারা ছুটে আসলো।

সে বলল, 'সংবাদ এখানে আছে!' এ্যারাগর্ণ বিবর্ণ সোনালী এক প্রকাণ্ড ছিন্নপাতা তুলে ধরল। সে পাতা এখন ধূসর হয়ে যাচ্ছে। ' দেখ এটা লরিয়েনের ম্যালন পাতা, এর কতক টুকরো ঘাসের মধ্যে পড়ে আছে। এতে রুটির গুড়ো লাগল। আর লক্ষ কর! পাশে কতক দড়ির টুকরো পড়ে আছে!'

'আর এ ছুরি দিয়ে দড়ি কাটা হয়েছে!' গিম্‌লি বলল। মাটির দিকে ঝুঁকে পদপিষ্ট একগুচ্ছ ঘাসের মধ্যিখান থেকে সে খাটোবক্র এক ছুরির পাত বের করল। বাটখানি পাশে পড়েছিল। এটার পানে বিতৃষ্ণার্ত কিন্তু সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গিম্‌লি আবার বলল, এ অর্ক হাতিয়ার।' হাতলের প্রান্ত টেরা চোখ আর বঙ্কিম মুখমণ্ডলের এক জঘন্য মাথার আকৃতি। ল্যাগোলাস চিৎকার করল, 'হ্যাঁ সর্বোচ্চ রহস্যটি এখানেই। একজন বন্দী অর্ক এবং বেষ্টনরত অশ্বারোহীদের দৃষ্টি এড়াতে সক্ষম হয়েছে। সে অর্ক ছুরি দিয়ে বাঁধন কেটেছে। কিন্তু কিভাবে, কেন? পা বাঁধা থাকলে কী করে হাঁটল? হাতবাঁধা থাকলে ছুরি ব্যবহার করল কী করে? আর কিছু বাঁধা না থাকলে দড়ি কাটল কেন? নিজের কাজে তুষ্ট হয়ে সে আবার শান্তভাবে বসে কিছু রুটি খেয়েছে। এতে প্রমানিত যে সে হবিট, ম্যালর্ন পাতার দরকার নেই। আমার মনে হয়, তারপর সে হাতকে পাখায় পরিনত করে গান গাইতে গাইতে গাছের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তাকে খোঁজা সহজ হবে, আমাদের শুধু একটু গতিশীল হতে হবে।'

গিম্‌লি বলল, 'এখানে কোন যাদু কাজ করেছে। সে বৃদ্ধ লোকটা কী করছিল? ল্যাগোলাসের কথায় তুমি কী মনে কর এ্যারাগর্ণ? আরো কিছু বোঝার আছে?'

এ্যারাগর্ণ– মিটে হেসে বলল, 'হয়ত আছে। হাতের কাছে আরো কিছু আলামত আছে যা তোমরা বিবেচনায় আনছ না। স্বীকার করছি কয়েদি এক হবিট এবং এখানে আসার আগেই সে হাতপায়ের বন্ধনমুক্ত হয়। বোধ করি কমপক্ষে তার হাত খোলা ছিল এবং তাকে কোন অর্ক এখানে বয়ে এনেছিল। কয়েক পা আগে মাটিতে রক্তের চিহ্ন আছে, দেখেছি। এবং ভারী কোন কিছু টেনে নেবারও চিহ্ন আছে। অর্থাৎ অশ্বারোহীরা অর্ককে কোতল করে ডেডবডি আগুনের কাছে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু হবিট দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। কারণ তখন ছিল অন্ধকার, তাছাড়া সে ছিল এলভেন আলখিল্লা পরিহিত। ছিল সে বিধ্বস্ত, ক্ষুধার্ত এবং অবাক হবার কিছু নেই যে, শত্রুর চাকু দিয়েই বাঁধন কোটেছে। তারপর হামাগুড়ি মেরে সরে পড়ার আগে বিশ্রাম নিয়ে হাল্কা কিছু খেয়ে

নেয়। সুখের কথা হল সে তল্পিতল্পা রেখে পালালেও লেম্বাস (কেক) তার পকেটে ছিল। আমার অনুমান এখানে মেরি ও পিপিন এক সাথে ছিল। যাহোক, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

গিমলি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি করে ভাবছ আমাদের উভয় বন্ধু এখানে হাত মুক্ত অবস্থায় ছিল?

এ্যারাগর্ণ জবাব দিল, 'জানি না এটা কি করে ঘটেছে। এটাও বুঝছি না কেন একজন অর্ক তাদের বহন করল। নিশ্চিত যে তাদেরকে পালাতে সাহায্য করতে নয়। শুধু এ না, আমি আরো এক ধাঁধার মধ্যে আছি: ব্রোমিরের পতনের পর মেরি ও পিপিনকে বন্দী করতে অর্কদের লাভ কী? তারা আমাদের বাকী সাথিদেরকে খোঁজ করেনি, আমাদের পিবির ও আক্রমন করেনি। বরং দ্রুতগতিতে আইজেনগার্ডের দিকে গেল। তারা কি এটা মনে করে যে, রিংবাহক ও তার বন্ধু তাদের হাতে ধরা পড়েছে? ভাবতে পারছি না। তাদের মনিবেরা রিংটির কথা তাদেরকে সরাসরি বলতে পারে না। কারণ তারা বিশ্বাসী অনুচর না। 'তবে মনে হয়, জীবন্তবস্থায় যে করে হোক হবিটদেরকে পাকড়াও করার নির্দেশ অর্করা পেয়েছিল। যুদ্ধের আগে গুরুত্বপূর্ণ কয়েদীদের পালিয়ে যাবার একটা সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এমন জানোয়াররা বিশ্বাসঘাতকতায় পারদর্শী। সম্ভবত, অতিকায়, সাহসী কোন অর্ক একা পুরষ্কার ভোগ করার লালসায় এমন সুযোগ দিয়েছিল। আমার কথা এরকমই। ঘটনা অন্যরকমও হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, আমাদের একজন বন্ধু অন্ততঃ যে করে হোক পালিয়েছে। আমরা রোহানে ফেরার আগে তাকে খুঁজে সাহায্য করতে চাই। ফাংর্ণের ভয়ে দমে যাব না কিছুতেই।

'আমি জানি না কিসে আমাকে দমিয়ে রাখবে; ফাগর্ণ নাকি এত পথ পায়ে চলার ভয়,,' গিমলি বলল।

'এখন চলো জঙ্গলের দিকে যাই!' এ্যারাগর্ণ বলল।

খুব সত্তর এ্যারাগণ নতুন কাঁচা চিহ্ন পেয়ে গেল। এন্টাশ তীরবর্তী একটা পয়েন্টে পদচিহ্ন পেল: হবিট পদছাপ, হালকা ছাপ–বোঝা কঠিন। তারপর বনের প্রান্তরেখায় বৃক্ষকাণ্ড তলে আবারো অনেক চিহ্ন পাওয়া গেল। ভূমি শুষ্ক, নগ্ন। অধিক কিছু প্রকাশ পেল না।

এ্যারাগর্ণ বলল, 'এখানে এক হবিট দাঁড়িয়ে পিছনে তাকিয়ে ছিল, তারপর সোজা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

গিম্‌লি বলল, 'তবে আমরাও ভিতরে ঢুকি। তবে আমি এ ফাগর্ণের চেহারা পছন্দ করি না; এবং আমরা ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে সতর্কবার্তা পেয়েছি। আমার ইচ্ছা, অন্যভাবে যদি কিছু করা যায়!'

ল্যাগোলাস বলল, 'গল্পে যত কথা থাক না কেন, আমি মনে করি না এ জঙ্গল খারাপ।' সমনে ঝুঁকে সে জঙ্গল কিনারায় দাঁড়াল যেন অন্ধকারে তাকিয়ে কিছু একটা

অনুধাবন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। না খারাপ কিছু না থাকলেও তা অনেক দূরে। আমি অন্ধকারস্থানে অতিক্ষীণ একটা প্রতিফলন টের পাচ্ছি মাত্র। নিকটে খারাপ কিছু নেই। তবে সতর্ক দৃষ্টি আর ক্রোধের আঁচ পাওয়া যায়।'

' বেশ আমার ওপর রাগ করার কোন কারণ নেই। আমি তার কোন সব্বোনাশ করিনি,' গিম্‌লি বলল।

ল্যাগোলাস বলল, 'ঠিক কথা। তবে কথাই সব না। সে যথেষ্ট ক্ষতিতে ভুগেছে। ভিতরে কিছু একটা হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে। তোমরা কি উত্তেজনা অনুভব করছ না। আমার দম লেগে আসছে।'

ডুয়ার্ফ বলল, 'হাওয়া শ্বাসরোধক। এ জঙ্গল মার্কুড থেকে পাতলা, কিন্তু ছাতা ধরা, শীর্ণ।'

এলফ বলল, 'এটা পুরাতন অতি পুরাতন। এত পুরাতন যে আমারই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এ জঙ্গল স্মৃতিতে ভরপুর। সুদিনে আসতে পারলে এখানে আমি সুখে থাকতে পারতাম।'

গিম্‌লি ভোঁস ভোঁস করে বলল 'তা পারতে। হাজার হোক, তুমি বন্য-এলফ, অপূর্ব চিজ। তবু তুমি শান্তি দিলে। আমি সেখানে যাব যেখানে তুমি আছ। তবে তোমার ধনুক প্রস্তুত রাখ, আমার কুঠারও আলগা করে রাখব, শুধু গাছ কাটার জন্য না। অসর্তকাবস্থায় সে বুড়োর সামনে আমি পড়তে চাইনে। চল যাই!'

তিন শিকারি ফাংগর্ণের জঙ্গলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ল্যাগোলাস ও গিম্‌লি এ্যারাগর্ণের ট্রাক এড়িয়ে চলল। দেখার তেমন কিছু ছিল না। বনভূমি শুষ্ক এবং শুকনো পাতায় ঢাকা। পলাতকরা পানির ধারে অপেক্ষা করতে পারে, এ চিন্তা করে এ্যারার্গণ ঝর্ণাধারার কাছে গেল। জানা গেল মেরিও পিপিন সেখানে পান করেছে ও পানিতে পা ধুয়েছে। সেখানে পাওয়া গেল দুই হবিটের পদছাপ; একটার থেকে আর একটা একটু বড়।

এ্যারাগর্ণ বলল, 'এটা ভাল সংবাদ। তবু এ চিহ্ন দুদিনের পুরোন। মনে হয় এ স্থলে হবিটরা পানি-পার্শ্ব ত্যাগ করেছে।'

গিমলি বলল, 'তাহলে এখন কী করা? ফাংগর্ণের সকল এলাকা অনুসন্ধান করা সম্ভব না। আমাদের খাদ্য ঘাটতি আছে। তাড়াতাড়ি তাদের না পেলে আমরা তাদের কাজে আসতে পারব না। বরং একসাথে বসে বন্ধুদের উপবাসের দৃশ্য অনুভব করতে হবে।'

এ্যারাগর্ণ ত্বরা করল।

অবশেষে তারা ট্রিবিয়ার্ডের আস্তানার (পাহাড়ী আস্তানা) ভাঙ্গাচুরা পাশে আসলো। পাথুরে দেয়াল বরাবর উপরে তাকাল। চলন্ত মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি হানা দিল, জঙ্গল ক্ষীণ ধূসর নিরানন্দ।

ল্যাগোলাস বলল, 'উপরে উঠে চারপাশ দেখা যাক! এখনো আমার দম খাটো হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ মুক্তবায়ুর স্বাদ নিতে চাই।'

সাথীরা উপরে চল্‌ল। এ্যারাগর্ণ পিছে ধীরে নড়ছিল: সে অতি বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে শৈল পথ পরীক্ষা করে করে এগোল। সে বলল, 'আমি প্রায় নিশ্চিত যে হবিটরা এখানে এসেছে। কিন্তু অন্য কিছু অদ্ভুত চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, অবশ্য বুঝতে পারছি না। এখান থেকে তারা পরবর্তী কোন পথ ধরেছে তা বুঝতে পারলে আমরা উপকৃত হব।'

উপরে উঠে সে চারিদিকে তাকাল। দেখল না কিছুই। শৈলশিরার তাকের মত স্থানটি দক্ষিণ ও পূর্বমুখী: তবে, কেবল পূর্বপাশটা উন্মুক্ত ছিল এ্যারাগর্ণ সেদিকে দেখল যে, বৃক্ষের মাথাগুলো সারিবদ্ধ ভাবে মাথা নুইয়ে পড়েছে এক সমভূমির উপরে যেখান থেকে তারা আগে এসেছে।

ল্যাগোলাস বলল, আমরা অনেক ঘুরে ফেলেছি। অভিযানের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে গ্রেটরিভার ত্যাগ করে সোজা পশ্চিমে রওনা দিলে অনেক আগেই আমরা সবাই এখানে নিরাপদে আসতে পারতাম। আসলে কমজনেই জানে পথ তাদের কোন দিকে নিয়ে যাবে।

গিম্‌লি বলল, আমরা কিন্তু ফাংগর্ণে আসতে চাইনি।

ল্যাগোলাস বলল, তবু আসলাম–দারুণ কায়দার জালে পা রাখলাম ওই দেখ!

'গিমলি বলল, কী দেখব?

'ওই গাছের মধ্যে।'

'কোথায়? আমার এলফের চোখ নেই।'

'চুপ! আস্তে বল! তাকাও!' ল্যাগোলাস আঙ্গুল ইশারা করল। 'আমরা এ মাত্র যে পথে এসেছি সেখানে ওই গাছের মধ্যে দেখ! এত সে। দেখতে পাও, গাছ থেকে গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

গিম্‌লি ফিস ফিস করে বলল, পাচ্ছি, এখন দেখতে পাচ্ছি! বুঝলে এ্যারাগর্ণ? আমি তোমাকে সতর্ক করিনি? এইতো সে বৃদ্ধলোক। সারা অঙ্গে ধূসর ময়লা কাপড়। তাই প্রথমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।'

এ্যারাগর্ণ এক বক্রমূর্তিকে ধীরে চলতে দেখল। মূর্তিটি বেশ কাছে। বৃদ্ধ ভিক্ষুকের মত দেখাল, কুৎসিত লাঠিতে ভর করে ক্লান্তভরে হাঁটছিল। অবনত মস্তক, তাদের পানে তাকাল না। অন্যত্র হলে তারা তাকে সদয় সম্ভাষণ জানাত। কিন্তু সবাই এখন নিরবে বসে থাকল, অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হল। অদৃশ্য শক্তি বা আতংকের কিছু একটা এগিয়ে আসছিল। হাঁটি হাঁটি পা পা করে মূর্তিটি কাছে এসে গেল। গিমলির চোখ ছানাবড়া হল। আকস্মিকভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বজ্রনির্ঘোষে বলল, 'ধনুক, ল্যাগোলাস! প্রস্তুত! এ স্যারুমান। তাকে কথা বলার সুযোগ দিও না, যাদু করবে! গুলো ছোঁড়!'

ল্যাগোলাস ধনুকে তীর জুড়তে গেল। কিন্তু সে যেন কিছু একটার জন্য বাঁধা পেল। তীরটি সে আলগাভাবে ধরে রাখল, জুড়তে পারল না। ঐকান্তিক নজরদারির ভঙ্গিতে এ্যারাগর্ণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেকটা কর্কশ স্বরে ফিসফিসিয়ে গিম্‌লি বলল, তুমি তালগাছ হয়ে আছ কেন? কী

ব্যাপার?'

এ্যারাগর্ণ শান্তভাবে বলল, 'ল্যাগোলাস ঠিক করেছে। ভয় বা সন্দেহ যাই আমরা করি না কেন, এক অসতর্ক নির্বিবাদি কোন বৃদ্ধকে আমরা তীরবিদ্ধ করতে পারি না। দেখা যাক কি হয়। অপেক্ষা কর।'

এ মুহূর্তে বৃদ্ধ তার গতি বাড়াল, বিস্ময়কর বেগে পাথুরে দেয়ালের পাদমূলে চলে আসলো। অতপর অকস্মাৎ উপরে তাকাল। গিম্‌লিরাও নিচেই স্থির চোখ করে রইল। শব্দহীন পরিবেশ। তারা তার চেহারা দেখতে পেল না। সে ছিল হুড পরিহিত, হুডের উপর প্রশস্থ ঝালরের টুপি। এ জন্য নাসিকার অগ্রভাগ আর পাকা দাঁড়ি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। তারপরও এ্যারাগর্ণ তার তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল দৃষ্টির একটা চিত্র কল্পনা করে ফেলল। ক্ষণিক পর নিরবতা ভঙ্গ করে নরম কণ্ঠে বৃদ্ধ বলল, শুভ সাক্ষাত বন্ধুরা! তোমাদের সাথে কথা বলতে চাই। তোমরা নামবে কি, নাকি আমি উঠব?

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে সে উপরে উঠতে আরম্ভ করল।

গিম্‌লি চিৎকার করে বলল, এখন ওকে রুখো, ল্যাগোলাস!

বৃদ্ধ বলল, বললাম না, আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে চাই? মাষ্টার এলফ, ধনুক গুটিয়ে নাও!

তীর-ধনুক ল্যাগোলাসের হাত থেকে খসে পড়ল। তার হাতযুগল এক পাশে এলিয়ে পড়ল।

আর তুমি মাষ্টার ডুয়ার্ফ, আমি উপরে উঠা পর্যন্ত তোমার কুঠারের হাতলখানি সংযত রাখ! তোমার এত ভাবনার কারণ নেই।'

গিম্‌লি নড়ে উঠল এবং তারপর হতচকিত নেত্রে পাথরের মত দাঁড়িয়ে বৃদ্ধকে ক্ষিপ্র ছাগলের মত এলোমেলো পদক্ষেপে উঠে আসতে দেখল। মনে হল এখন তার সমস্ত ক্লান্তি মুছে গেছে। সে তাক মত স্থানে পৌছানোর সাথে সাথে একটা দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। এত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সে তেমন সুনিশ্চিত হওয়া গেল না। দুধসাদা দ্যুতি দেখে মনে হল বিশেষ ধরণের কোন পোশাক ক্ষণিকের তরে তার অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। গিম্‌লি সর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করল।

তাদের অতি সন্নিকটে গিয়ে বৃদ্ধ বলল, 'আবার বলছি, শুভ সাক্ষাত!' মাত্র ফুট কয়েক দূরে থাকতে লাঠিতে ভর করে। সে দাঁড়ালো, হুডের নিচ দিয়ে তাদের দিকে উঁকি মারল। এ জঙ্গলে কি কর তোমরা? এলফ, মেন, ডুয়ার্ফ সবাইতো দেখছি এলভেন ফ্যাশনের। নিশ্চই কোন কারণ আছে। এখানে এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় না।'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'তোমার কথায় মনে হচ্ছে ফাংগর্ণের কথা ভালই জান, তাই কি? বৃদ্ধ, ভাল জানি না। জানাটা বহু গবেষণার বিষয়। তবে কখনো কখনো এখানে আমার আসা পড়ে।'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'তোমার নামটা জানতে পারি কি? তারপর আমাদের কী বলতে চাও? সকাল গড়িয়ে যাচ্ছে, আমাদের জরুরি কাজ আছে।

'আমার কথা আমি বলেছি: তোমরা কী করছ এবং তোমাদের সম্পর্কে কিছু বলবে কিনা? আর আমার নাম!' সে মিহি দীর্ঘ হাসিতে ফেটে পড়ল। এ্যারাগর্ণের দেহে আওয়াজের একটা শিহরণ উঠল, অদ্ভুত হিমেল জাগরণ। তবে এটা ভীতিকর বোধ হল না, বরং বাতাসের আচমকা তীক্ষ্ণ কামড় আঁচ করল সে, মনে হল ঠাণ্ডাবৃষ্টির ঝাপটা অসুস্থ কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে।

বৃদ্ধ আবার বলল, আমার নাম! ইতোমধ্যে ধারণা করোনি কি? বোধ হয় পূর্বে শুনেছ। হ্যাঁ, শুনেছ। এখন এসো, তোমাদের খবর কী?'

সাথীত্রয় নিরুত্তর খাড়া হয়ে থাকল।

বৃদ্ধ বলল, 'কেউ কেউ তোমাদের কাজের উপযুক্ততা, সত্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। হিসেব ছাড়াই এর কিছু আমি জানি। আমার বিশ্বাস, তোমরা দুই যুবা হবিটের পদচিহ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছ। হ্যাঁ, হবিট। অবাক হচ্ছ যে, যেন এমন আশ্চর্য নাম আগে কোনদিন শোননি। শুনেছ, যেমন আমি শুনেছি। বেশ, গত পরশু তারা এখানে আরোহন করেছিল এবং অবাঞ্ছিত কারো সাক্ষাত পেয়েছিল। শুনে ভাল লাগছে? তাদেরকে নেয়া হয়েছে কোথায় জানতে চাও? আচ্ছা-আচ্ছা, সম্ভবত এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব। কিন্তু তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমাদের কাজটা বোধ হয় তোমাদের ভাবনার মত গুরুত্বপুর্ণ না। এসো, আরামে খানিকটে বসা যাক।'

বৃদ্ধ পতিত পাথরের এক স্তূপের দিকে ঘুরে গেল। মুহূর্তেই যেন এক যাদুজাল অপসারিত হল। অন্যরা সম্বিত হয়ে কাঁপতে লাগল। গিম্‌লির হাত তাৎক্ষণিক কুঠারের হাতলে চলে গেল। ল্যাগোলাস ধনুক কুড়িয়ে নিল। বৃদ্ধ অন্যদিকে না তাকিয়ে সমতল পাথরের ওপর বসল। ধূসর বহিরাবরণ সরে গেল। তারা স্পষ্ট দেখল বৃদ্ধ আগাগোড়া সাদা কাপড়ে মোড়া।

গিম্‌লি কুঠার হাতে সামনে ঝাপিয়ে পড়ল। চিৎকার করে বলল, 'স্যারুম্যান! বল, কোথায় আমাদের বন্ধুদের সেরে রেখেছ! কী করেছ তাদের নিয়ে? বল, নইলে মাথায় এমন দাগ দেব, যে কোন যাদুকরের পক্ষেও তা মেরামত করা কঠিন হবে!'

বৃদ্ধ অতি চটপটে হয়ে উঠল। এক লাফে প্রকাণ্ড এক পাথরের উপর উঠে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল। তার হুড আর ধূসর কাপড় দূরে সটকে পড়ল। শুভ্র পোষাক জ্যোৎস্নালোক বুনতে লাগল। হাতের লাঠি উত্তোলন করল এবং গিম্‌লির কুড়াল ভূমিতে পড়ে ঝনাৎ শব্দে বেজে উঠল। এ্যারাগর্ণের কঠিন মুষ্টিবদ্ধ তলোয়ার আকস্মিক এক ঝলক ছড়িয়ে দিল। মহা চিৎকারে ল্যাগোলাস শূন্যে এক তীর ছুঁড়ে দিল, এটা অগ্নিদ্যুতি ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে চিৎকার দিল, 'মিথ্রাণ্ডির! মিথ্রাণ্ডির!'

বৃদ্ধ বলল, 'শুভ সাক্ষাত, ল্যাগোলাস!'

সবাই তার পানে ভ্যাঁবাচ্যাকা খেয়ে তাকাল। চুলগুলো তার রোদে পোড়া তুষারের মত সাদা, সাদা পোশাক, ঘন ভ্রুতলের চোখগুলো জ্বলন্ত। সে চোখে সূর্য কিরণের ধারাল

জ্যোতি, হাতে ছিল অদৃশ্য শক্তি। বিস্ময়ে আনন্দে ভয়ে সবাই দণ্ডায়মান হয়ে থাকল, কারো মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত ছিল না।

এ্যারাগর্ণ আন্দোলিত হল। বলল; গ্যাণ্ডালফ সব ধারনা ভুল প্রমাণ করে প্রয়োজনের সময় তুমি আবার ফিরে এলে! আমার চোখে কি ছাঁনি পড়েছিল? আহ, গ্যাণ্ডালফ!' গিম্‌লি কিছু বলল না। শুধু দু' হাতে চোখ থেকে হাটু গেঁড়ে বসে পড়ল।

'গ্যাণ্ডালফ,' বৃদ্ধ আবার বলল, যেন আলোচিত কোন প্রাচীন স্মৃতি স্মরণ করল। 'হ্যাঁ, নাম ওটা ছিল। আমি গ্যাণ্ডালফই ছিলাম।' সে পাথরে ওপর থেকে নেমে আসল, ধূসর আলখিল্লাটি কুড়িয়ে গায়ে জড়িয়ে নিল, কিরন্ময়ী সূর্য যেন মেঘে ঢাকা পড়ল। 'হ্যাঁ, এখনো আমাকে তোমরা গ্যাণ্ডালফ বলতে পার,' সে বলল, এবং সুরটি তাদের সাবেক বন্ধু ও গাইডের মত মনে হল। ওঠ, মঙ্গলকারি গিম্‌লি! তুমি নিরপরাধ, আমার কোন ক্ষতি করোনি। সত্যি কথা বলতে কি, বন্ধুরা, এমন হাতিয়ার তোমাদের কারো নেই যা আমাকে আঘাত করতে পারে। খোশ আনন্দে! আমাদের আবার দেখা হল, জলধারার বাঁকে। মহা ঝড় আসছে। তবে জোয়ার ঘুরে গেছে।

সে গিম্‌লির মাথায় হাত রাখল, এবং ডুয়ার্ফ উপরে তাকিয়ে সশব্দে হাসল। 'গ্যান্ডালফ! সে বলল। 'কিন্তু তুমি আপাদমস্তক শুভ্র!'

গ্যান্ডালফ বলল, 'হ্যাঁ আমি এখন সাদা। যে কেউ বলতে পারে আমি সত্যিকারের সারুম্যান। কিন্তু এখন তোমাদের খবর বল। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হতে আমি আগুন ও গভীর জলরাশি ভেঙ্গে চলেছি। যা ভেবেছিলাম, জানতাম তার অনেক কিছু ভুলে গেছি, এবং যা ভুলে গিয়েছিলাম, তার অনেককিছুই শিখেছি। দূরের অনেক কিছু বুঝতে পারছি, কিন্তু কাছের বেশ কিছু লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। তোমাদের কথা বল।'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'কী জানতে চাও তুমি? খাজাদডাম ব্রিজ থেকে আমরা পৃথক হবার পর ঘটেছে অনেককিছু, বলতে সময় লাগবে। তুমি কি আগে হবিটদের খবর বলবে? তাদের দেখেছ, ভাল আছে কি?'

গ্যাণ্ডালফ বলল, 'না, দেখি নি। এ্যামিনমুইল উপত্যকা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ঈগলরা আমাকে খবর দেবার আগ পর্যন্ত তাদের বন্দীদশা সম্পর্কে জানতাম না।'

ল্যাগোলাস বলল, 'ঈগল! আমি তিনদিন আগে এ্যামিনমুইলের অনেক–অনেক উপরে একটা ঈগল উড়তে দেখেছি।'

গ্যান্ডালফ বলল, 'হ্যাঁ, সে ছিল গুয়েহির দ্য উইন্ডলর্ড (Gwaihir the Wind-lord),আমাকে অর্হেংক থেকে মুক্ত করেছিল। তাকে আমি আগে আগে পাঠিয়েছিলাম বিভারে নজর রাখাও ভাতা সংগ্রহের জন্য। তার নজর তীক্ষ্ণ, কিন্তু পাহাড় ও বৃক্ষ তলের পথ ঠাহর করতে পারে না। সে কিছূ দেখেছে, আবার আমি কিছু দেখেছি। রিংটি যখন রিভেন্ডিল থেকে যাত্রা করা কোম্পানীর (কাফেলা) সহযোগিতা ছাড়াই এগোচ্ছে। খুব সম্প্রতি এটা সাউরানের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, কিন্তু উদ্ধার পেয়েছে। এ ব্যাপারে আমার কিছু ভূমিকা ছিল: আমি এক উচু জায়গায় বসে ছিলাম, এবং ডার্ক টাওয়ারের

(সাউরানের আবাস) সাথে সংগ্রাম করেছি;এবং ছায়ামূর্তি (সাউরানের) হটে গেল। তারপর প্রচুর ক্লান্ত হলাম এবং দুর্বোধ্য চিন্তায় অনেক হাঁটলাম।'

গিম্‌লি বলল, 'তাহলে তুমি ফ্রোডোর খবর জান! তার কাজ চলছে কেমন?'

'বলতে পারি না। সে বড় বিপদ থেকে বেঁচেছে, কিন্তু সামনে অনেক কিছু পড়ে আছে। সে একাই মর্ডরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এবং যাত্রা করেছিল: আমি এটুকুই বলতে পারি।'

ল্যাগোলাস বলল, 'শুধু একা না। আমরা মনে করি শ্যাম তার সাথে আছে।'

'আছে!' গ্যান্ডালফ বলল, তার মুখে খুশির ছাপ। 'সত্যি সে আছে? এটা আমার কাছে খবর, তবু অবাক হচ্ছি না। ভাল! খুব ভাল! আমার মনটা হাল্কা করলে। তোমরা আরো কিছু বল। বসো আমার পাশে।'

সাথীরা তার পায়ের কাছে মাটিতে বসল। এ্যারাগর্ণ গল্পের ঝুড়ি খুলল। অনেকক্ষণ ধরে গ্যান্ডালফ চুপ করে থাকল। তার হাত দুটির পরে ছড়ানো ছিল, রুদ্ধ দৃষ্টি। ব্রোমিরের মৃত্যু ও গ্রেটরিভারে তার আখেরি অভিযানের কথা শুনে, বৃদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'বন্ধুবর এ্যারাগর্ণ, তোমরা যা জান বা ধারণা কর, তার সব কিছু বললে না, সে নরম গলায় বলল। 'বেচারা ব্রোমির! আমি তার শেষ ঘটনা দেখতে পারলাম না। একজন যোদ্ধা, একজন লর্ডের জন্য এ যে করুণ পরিণতি। গ্ল্যাড্রিয়েল তার বিপদে পড়ার সংবাদ আমাকে দিয়েছিল। তবে সে শেষ পর্যন্ত পালিয়েছিল। আমি খুশী। তরুণ হবিটদের আমাদের সঙ্গে আসাটা বৃথা যায়নি যদি শুধুমাত্র তা ব্রোমিরের জন্য হত। কিন্তু আসাটাই তাদের একমাত্র ভূমিকা না। তাদেরকে ফাংগর্ণে আনা হয়েছিল, এবং সেখানে তাদের আসাটা ছিল পর্বতগাত্র বয়ে তুষার পাতের মত, গড়িয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র পাথরের মতো। এমনকি এখানে বসেও গুরুগুরু শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাঁধ ভেঙ্গে যাবার সময়ে সারুম্যান জল-তান্ডবে ধরা খায়নি!'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'বন্ধু, তুমি একই রকম রয়ে গেলে। ধাঁধা লাগান কথার কোন ঘাটতি পড়েনি।'

গ্যান্ডালফ বলল, 'কি? ধাঁধা? আরে আমি নিজের মনে কথা বলছিলাম, পুরোন অভ্যাস; তারা সর্বোজ্জ কাউকে উপস্থিত রেখে কথা বলাতে চায়, তরুণের পূর্ণদৈর্ঘ্য ব্যাখ্যা ক্লান্তিকর? সে হাসল, শব্দটা সূর্যা কিরণের ন্যায় উষ্ণ, উদার।

এ্যারাগর্ণ বলল, 'আমি আর তরুণ নেই, এমনকি এ্যানসিয়েন্ট হাউসের মেনদের (Men of the Ancient House) চোখেও না। তুমি কি খুলে কিছু বলবে?'

'কী বলব?' গ্যাণ্ডালফ বলল, তারপর ভাবার সময় নিল। 'সাফ কথা হল, এখন যা দেখছি তাই আমি আড়ে-দশে বলেছি। এনিমি (সাউরান) অবশ্য জেনেছে বহিঃদেশে, এবং অবগত যে সেটা এক হবিট বনে করে চলেছে। সে আমাদের কোম্পানীর নম্বর জানে, জানে সদস্যরা কে কোন জাতি। তবে আমাদের অভিপ্রায়ের ব্যাপারে খেলালাখুলি

কিছু অনুমান করেনি। সে মনে করে আমরা সকলে মিনাসস্টিমে যাচ্ছিলাম। এবং তার প্রজ্ঞা তার স্বীয় শক্তির শত্রু। আসলে সে ভয়ে আছে। আকস্মিকভাবে কেউ উদয় হয়ে রিংটির ক্ষমতা, বলে তার সাথে গোল পাকাতে পারে, এবং তাকে ফেলে দিয়ে তার স্থান দখল করতে পারে। এ কর্মটি যে আমরা করতে পারি সেটা তার মনে জাগে না। আমরা যে স্বেচ্ছায় রিংটি ধ্বংস করতে চাই, এটা তার কাছে দুর্বোধ্য স্বপ্নের মতো অলিক। নিঃসন্দেহে এ আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যুদ্ধ কল্পনা করে সে যুদ্ধের ব্যাপারটা হালকাভাবে নিচ্ছে এ বিশ্বাসে যে তার টাইম নষ্ট করার অবকাশ নেই। কারণ, তার ধারণা কোপের মত কোপ যদি দেয়া যায় তবে বেশি কোপের দরকার পড়ে না। সুতরাং যে শক্তি সে বহুদিন ধরে সঞ্চয় করে আসছে তা সে সময়ের আগেই পথে নামাচ্ছে। জ্ঞানী মূর্খও সে যদি তার ভাবত শক্তি মর্ডরে (প্রবেশ রোধকল্পে) নিয়োগ করত, আর রিংটির খোঁজে সবরকম ছলাকলা প্রয়োগ করত, তাহলে আশা নিরাশায় পরিণত হত ঃ রিং বা রিং-বাহক কিছুই তার এতো সময় নজর এড়াতে সক্ষম হত না। কিন্তু এখন তার চোখ ঘর ছেড়ে বাইরে তাকাচ্ছে– বিশেষ করে মিনাসট্রিথের প্রতি। খুব শিঘ্রই তার অদম্য বাসনা এটার ওপর ঝড়ের মত আছড়ে পড়বে।

'কারণ সে ইতোমধ্যে জেনে গেছে তার প্রেরিত দূতরা কোম্পানীকে আক্রমণ করতে পূনর্বার ব্যর্থ হয়েছে। তারা রিং পায়নি, জামিন স্বরূপ কোন হবিটকেও আনতে পারেনি। তারা যদি এটা করতে পারত, তা আমাদের জন্য মারাত্মক আঘাত হত। তবে ডার্কটাওয়ারে তাদের শিষ্টাচারপূর্ণ ক্রীড়ার ব্যাপারে আমাদের মুখ গোমরা করে কাজ নেই। যতদূর মনে হয়– এনিমি ব্যর্থ হয়েছে। সারুম্যানকে ধন্যবাদ।'

গিমলি বলল, 'সারুম্যান তবে বিশ্বাসঘাতক না?'

গ্যাণ্ডালফ বলল, 'অবশ্যই হ্যাঁ। ত্রিগুণ বিশ্বাসঘাতক। অদ্ভূত না? সাম্প্রতি যে দূর্ভোগ আমরা ভোগ করছি তা আইজেন গার্ডের বেঈমানীর কাছে নস্যিমাত্র। লর্ড হিসেবে পরিগণিত ক্যাপ্টেন সারুম্যান বিস্তর পাওয়ারফুল হয়ে আছে। মূল আঘাত যদিও পূর্ব দিক থেকে ধেয়ে আসছে, তথাপি সে রোহানের মেনদের হুমকি দিয়ে মিনাসট্রিথ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। সে রিংটিও দখল করতে চায়, নিজের জন্য বা কুমতলব চরিতার্থ করার মানসে কিছু হবিটকে ফাঁদে ফেলতে চায়। সুতরাং এমতাবস্থায়, আমাদের শত্রুরা কেবলমাত্র মেরি ও পিপিনকে সঠিক সময়ে ঝড়ের বেগে উড়িয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে। অন্যথায় হবিটরা আদৌ এখানে আসত না! আবার তাদের মধ্যে সন্দেহের বীজ ঢুকেছে যা তাদের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিচ্ছে। যুদ্ধের কোন খবর মর্ডউবে আসবে না, রোহানের অশ্ববাহিনীকে ধন্যবাদ; কিন্তু ডার্ক লর্ড (সাউরান) জানে দু'জন হবিট এ্যামিন মুইলে আনিত হয় এবং তাদেরকে তার অনুচরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইজেন গার্ডের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন সে মিনাসট্রিথের মতো আইজেন গার্ডকে ভয় পাচ্ছে। মিনাসট্রিথের পতন হলে সারুম্যানের জন্য খারাপ হবে।'

গিম্‌লি বলল, 'দঃখের বিষয় আমাদের বন্ধুরা দুই মহীরুহের টউয়ার মাঝে পড়ে

আছে। যদি কোন ভূখণ্ড আইজেন গার্ড এবং মর্ডরকে পৃথক না করত, তবে তারা সংগ্রাম করতে পারত যতক্ষণ আমরা অপেক্ষা করে তাকিয়ে থাকতাম।'

'বিজেতা উভয়ের থেকে অধিক শক্তিতে আবির্ভূত হবে, এতে সন্দেহমুক্ত থাক, গ্যান্ডালফ বলল, 'তবে আইজেন গার্ড মর্ডরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সারুম্যান রিংটি পাচ্ছে। যুদ্ধ সে এখন মরে গেলেও করবে না। সে এখনো তার বিপদের ব্যাপারে অবগত না। এখনো অনেক কিছু আছে যা সে জানে না। শিকারের ওপর থাবা বসানোর জন্য সে এত ব্যাকুল যে ঘরে বসে থাকতে পারল না। এবং এগিয়ে আসলো তার দূতদের খবরাখবর নিতে। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেল, সে এ অঞ্চলে পৌঁছানোর আগেই যুদ্ধ শেষ হল। এখানে সে বেশিক্ষণ থাকল না। আমি তার মানসিক দ্বন্দ্ব বুঝতে পারছি। অরণ্য সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তার বিশ্বাস, অশ্বারোহীরা সবকিছু শেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে পুড়িয়ে ফেলেছে; অথচ সে জানে না অর্কদের হাতে কেউ আটক ছিল কিনা। তার অনুচরও মর্ডরের অর্কদের মধ্যে কলহ বিষয়েও সে জানে না, জানে না পালকওয়ালা বার্তাবাহক (Nuzgal) সম্পর্কে।

ল্যাগোলাস চিৎকার দিয়ে উঠল, সার্ণগাভিরের অনেক উপরে আমি তাকে লক্ষ্য করে ম্ল্যাড্রিয়েলের ধনুকের সাহায্যে তীর ছুড়েছিলাম, এবং সে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল, আমরা ভয়ে জড়সড়। এ নতুন ত্রাসটি কী?'

গ্যাণ্ডালফ বলল, 'এ এমন কিছু যা তীর মেরে নিধন করতে পার না। তুমি কেবল তার তেজী ঘোড়াকে (বাহন) হত্যা করেছ। এটা ভাল কাজ; কিন্তু পুনরায় আরোহী সত্বর ঘোড়া পেয়ে গেল। কারণ, সে নাজগুল (নয় প্রধানের একজন) যে এখন পালকওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে। শিগ্রই তাদের আতংকছায়া সূর্যকে পরাজিত করে আমাদের মিত্রের শেষ দলটির ওপর পড়বে। কিন্তু এখনো তারা গ্রেট বিভার পার হবার অনুমতি পায়নি, এবং সারুম্যান অবগত না এ নতুন মূর্তির ব্যাপারে যার মধ্যে রিংরেথরা (নাজগুল) বাসা করে আছে। রিংটি তার সার্বক্ষণিকের ভাবনা। এটা কি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল সেখানে পাওয়া গিয়েছিল কি? মার্কের লর্ড থিওডেন কি এটার খবর পেয়েছে? পেয়ে থাকলে তার প্রতিক্রিয়া কী? সে যা বুঝছে তা বিপজ্জনক, এবং সে (সারুম্যান) আইজেন গার্ডে পালিয়ে গেছে। কারণ, সামরিক শক্তি দ্বিগুণ করে সে রোহানে ত্রিমুখী কাজে নিযুক্ত করতে চায়। তার নিকটেই অন্য এক বাঁধা আছে যা টের পাচ্ছে না পরম ভাবনায় ব্যস্ততার জন্য। সে ভুলে গেছে ট্রিবিয়ার্ডের কথা।'

এ্যারাগর্ণ মিষ্টি হেসে বলল 'আবার তুমি নিজের সাথে কথা বলছ। ট্রিবিয়ার্ডকে আমি জানি না। সারম্যানের বেইমানীর কথা বুঝলাম; তবু আমাদের অর্থহীন পিছু ছাড়া হবিটদের ফাংগর্ণের দিকে আসাটা বুঝতে পারছি না।'

গিম্‌লি চিৎকার করল, 'এক মিনিট! আগে আমি একটা কথা শুনতে চাই। গতরাতে যাকে দেখলাম সে কি গ্যান্ডালফ, না কি সারুম্যান?'

গ্যান্ডালফ বলল, 'আলবৎ তুমি আমাকে দেখনি। অতএব, দেখেছ সারুম্যানকে,

আমি নিশ্চিত। দৃশ্যত: আমাদের মধ্যে এত সাদৃশ্য যে তুমি আমার টুপিতে যে আঘাত হানতে চেয়েছ তা মার্জনা করা যায়।'

গিম্‌লি বলল, 'চমৎকার! তুমি ছিলে না শুনে খুশী হলাম।' গ্যাণ্ডালফ আবার হাসল। বলল, 'হ্যাঁ আমার সদাশয় ডুয়ার্ফ। ভুল না করাটা আনন্দের ব্যাপার। শুধু আমি এটা ভাল বুঝিনা কিন্তু, আমি অবশ্য তোমাকে কখনো স্বাগত জানানোর দরুণ দোষারোপ করিনি। যে শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার সময় আপন বন্ধুকে সন্দেহ করার পরামর্শ দেয়, তাকে কি করে দোষী করা যায়? গ্লোয়িন পুত্র গিম্‌লি, মঙ্গল হোক তোমার! সম্ভবত একদিন তুমি আমাদের সবাইকে একত্রে দেখবে!

ল্যাগোলাস ফেটে পড়ে বলল, 'কিন্তু হবিটরা! তাদেরকে খুঁজতে আমরা অনেক পথ এসেছি। মনে হচ্ছে তাদের অবস্থান তুমি জান। কোথায় তারা?'

'ট্রিবিয়ার্ড আর এন্টদের সাথে।'

এ্যারাগর্ণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'এন্ট! তাহলে পৌরানিক গল্পের গভীর জঙ্গলের অধিবাসী এবং দানবাকার বৃক্ষপালকের কথা কি ঠিক? এখনো দুনিয়ায় এন্ট আছে? রোহানের পূরা কাহিনীতে তাদের কথা থাকলেও আমি সেগুলোকে নিতান্ত সেকেলে স্মৃতি মনে করতাম।'

ল্যাগোলাস বলল, 'রোহানের পুরোকাহিনী! শুধু এই না, ওয়াইল্ডারল্যান্ডের প্রতিটি এলফ বৃদ্ধ অনোগ্রিম (এন্ট) এবং সুদীর্ঘ দুঃখ-বেদনা নিয়ে গান গেয়েছে। এখনো আমাদের মাঝে তারাই স্মৃতি। যদি তাদের কাউকে এখন এ পৃথিবতে হাঁটতে দেখি, তবে সত্যিই নিজেকে আবার প্রফুল্ল মনে করব! কমন ভাষায় (Common Speech) ট্রিবিয়ার্ড অর্থ কিন্তু ফাংগর্ণ। 'গ্যান্ডালফ তুমি বোধ হয় কোন লোকের কথা বলছ। এ ট্রিবিয়ার্ড কে?'

'ওঃ! এখন তুমি বেশ প্রশ্ন করছ,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'তার বিষয়ে সামান্য যা জানি তা হবে এক গল্প যা বলবার সময় এখন নেই। ট্রিবিয়ার্ডই ফাংগর্ণ, বনের অভিভাবক, এন্টদের সর্বোচ্চ মুরুব্বি, মধ্যবিশ্বের সূর্যতলে চলনরত তাবত জীবন্ত প্রাণীর সিনিয়র মুরুব্বি। ল্যাগোলাস, আমি এখনো আশা করি, তার সাথে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা তোমার আছে। মেরি এবং পিপিন ভাগ্যবান। তারা আমরা যেখানে বসে সেখানেই তার সাথে সাক্ষাত করেছিল। দুদিন পূর্বে সে এখানে এসেছিল, এবং তাদেরকে তার পার্বত্য বাসভবনে নিয়ে গেছে। তার অন্তর ব্যাকুল হলে সে প্রায়ই এখানে আসে। পৃথিবী নিয়ে বহু গুজব তাকে ভাবনায় ফেলে দেয়। তাকে আমি চারদিন আগে দেখেছি। বোধ করি সেও দেখেছে, কারণ সে থমকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আমি কথা বলিনি। মর্ডরের চোখের (সাউরানের ভয়াবহ দৃষ্টি) সাথে ধ্বস্তাধস্তি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এবং সেও আমাকে ডাকেনি।'

গিম্‌লি বলল, 'মনে হয়, সেও ভেবেছিল তুমি সারুম্যান। কিন্তু তোমার ভাবে মনে হচ্ছে তুমি তার বন্ধু। আমিতো তাকে ভয়ানক ধারণা করতাম।'

গ্যাণ্ডালফ উচ্চস্বরে বলল, 'বিপজ্জনক! এবং আমিও তাই, বড্ড বিপজ্জনক: যতক্ষণ না তোমরা ডার্কলর্ডের রাজাসনের সামনে আনিত হচ্ছ, ততক্ষণ পর্যন্ত এত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে দেখবে যা আগে কখনো দেখনি। আর এ্যারাগর্ণ ভয়াবহ, এবং ল্যাগোলাসও তাই। তুমি বিপদসাগরে নিমজ্জিত, গ্লোয়িন পুত্র; কারণ তুমি তোমার আদলে বিপজ্জনক। ফাংগর্ণের জঙ্গল নিশ্চয়ই বাঁধার পাহাড়– তা অন্তত কোন কুঠারাধারির কাছে না, এবং ফাংগর্ন নিজেই ভীষণ ঝামেলা। তবু সে জ্ঞানী, দয়ালু। দীর্ঘদিন ধরে তার ক্ষোভ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়ে সমস্থ জঙ্গলে উপচে পড়েছে। আবার হবিটদের আগমন এবং খবর তাকে উষ্কে দিয়েছে: শিঘ্রই এ খবর জোয়ারের মতো ছুটবে; তবে এ স্রোত সারুম্যান এবং আইজেন গার্ডের কুঠারের বিরুদ্ধে কাজ করবে। এমন কিছু হতে যাচ্ছে যা প্রাচীনযুগের (Elder Days) পরে আর দেখা যায়নি; এন্টরা জেগে উঠছে এবং টের পাচ্ছে যে তারা শক্তিশালী।'

হতচকিত হয়ে ল্যাগোলাস জিজ্ঞাসা করল, 'তারা কী করবে?'

গ্যাণ্ডালফ বলল, 'জানি না। মনে হয় না তারা নিজেদের চেনে। ভয় হয়' সে নিরব হল, চিন্তায় মাথা নত করল। অন্যরা তার পানে তাকাল। কুঁচকাওয়াজরত মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এক সূর্য রশ্মি তার মাথা হয়ে কোলে গিয়ে পড়ল, যেন কোন পানি ভরা কাপে আলো পড়েছে। পরিশেষে মুখ তুলে সে পলকবিহীন চোখে সূর্যের দিকে দৃষ্টি রাখল।

'সকাল গড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের তড়িঘড়ি যেতে হবে, সে বলল।

এ্যারাগর্ণ জানতে চাইল তারা তাদের বন্ধু এবং ট্রিবিয়ার্ডের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে কি না। গ্রাণ্ডালফ না জবাব দিয়ে বলল, 'তোমরা যে পথে যাবেই সে পথ পথ না। আমি আশার কথা বলেছি, শুধু আশার কথা। কিন্তু আশাটা বিজয় না। আমাদের এবং আমাদের সকল মিত্রের ঘাড়ে যুদ্ধ ভর করেছে, এমনই যুদ্ধ যেখানে জয়ের নিশ্চয়তা শুধু রিংটি দিতে পারে। যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হবে, হয়তোবা সব হারিয়ে যাবে। এখানেই আমার বড় কষ্ট, ভীতি। আমি গ্যাণ্ডলফ, গ্যাণ্ডালফ দ্য হোয়াইট কিন্তু কৃষ্ণ শত্রু (সাউরান) আরো শক্তিশালী।'

সে উঠে চোখের উপরে হাত রেখে পূর্বদিকে তাকাল। দূরের কোন কিছু দেখেও দেখতে পাচ্ছে না ভঙ্গিটা এমনই। তার পর মাথা নেড়ে ধীরেসুস্থে বলল, 'না, আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। তাতে আমরা খুশী হতে পারি। আমরা আর রিংটি ব্যবহারের জন্য প্রলুব্ধ হব না। আমরা অবশ্যই হতাশাপূর্ণ বাঁধার সম্মুখীন হব, তবুতো ওই ভয়ানক আপদটি দূর হল।'

সে ফিরল। এ্যারাথন পুত্র এ্যারাগর্ণকে বলল, 'এ্যামিনমুইল উপত্যকা বেছে নেবার জন্য অনুতাপ করো না, এটাকে বৃথা অনুসরণ মনে করো না। তুমি যে পথকে সঠিক ভেবেছ সেটাই নির্বাচন করেছ: তা করাটা ঠিক হয়েছে এবং তার পুরস্কারও মিলেছে। এই দেখ না, সময়মত আমরা আবার মিললাম। অন্যথা হটে পুনর্মিলনে বিলম্ব ঘটতে পারত।

কিন্তু তোমার সঙ্গীথের খোঁজাখুঁজির পালা শেষ। তোমার পরবর্তী অভিযান প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইদোরাসে গিয়ে থিওডেনকে খুঁজে বের কর। তোমার দরকার হবে। যে যুদ্ধের জন্য এত দিনের অপেক্ষা, সে যুদ্ধে আন্তুরিলের আলো অব্যর্থভাবে ঝলক ছড়াবে। রোহানে যুদ্ধ চলছে, চলছে আরো খারাপ কিছু: এটা থিওডেনের পক্ষে অমঙ্গল।'

ল্যাগোলাস বলল, 'তাহলে প্রাণচঞ্চল হবিটদের সাথে আর আমাদের দেখা হচ্ছে না?'

গ্যাণ্ডালফ বলল, 'আমি এমন কথা বলিনি। কে বলতে পারে দেখা হবে কিনা? সবুর কর। যেখানে যাবার সেখানে যেতেই হবে, এবং সে লক্ষ্যে থাক! যাও ইদোরাসের দিকে! আমিও যাচ্ছি সেদিকে।'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'যে কারো জন্য সেটা অনেক পথ। হয়ত সেখানে পৌঁছানোর আগে যুদ্ধ শেষ হবে।'

গ্যাণ্ডালফ বলল, 'সে দেখা যাবে, তুমি যাবে আমার সাথে?'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'হ্যাঁ, আমরা একত্রে যাব। তবে আমার সন্দেহ নেই যে, আমার আগে তুমি সেখানে পৌঁছাতে পার যদি ইচ্ছে কর।' সে উঠল এবং বহুক্ষণ গ্যাণ্ডালফের পানে তাকিয়ে থাকল। অন্যেরা তাদের মুখোমুখি অবস্থানকে 'থ' মেরে দেখতে লাগল। এ্যারাথন তনয় এ্যারাগর্ণের দীর্ঘকায় ধূসর মেনমূর্তি পাথরের ন্যায় দৃঢ়, হাত তার কৃপানের হাতলে। সে এমনভাবে তাকাল যেন কোন মহারাজ সাগরের কুয়াশা থেকে বেরিয়ে ক্ষুদ্র মানবের তীরে পা রাখল। তার সামনে দেহ অনত করে দণ্ডায়মান বৃদ্ধমূর্তি, একই সাথে অসংখ্য বাতির শুভ্র কিরণমালা ছিটিয়ে দিচ্ছে, বয়সের ভারে ন্যূব্জ, কিন্তু সংখ্যাহীন রাজার অধিক তেজ ধারণ করে আছে।

পরিশেষে এ্যারাগর্ণ বলল, 'গ্যাণ্ডালফ, আমি সত্য বলিনি যে তুমি চাইলে যে কোনখানে আমার আগে যেতে পার? এবং এও বলছি যে তুমি আমাদের ক্যাপ্টেন এবং পতাকা। ডার্কলর্ডের আছে নয়জন (নাজগুল)। কিন্তু আমাদের আছে একজন, দ্য হোয়াইট রাইডার যে তাদের থেকে শক্তিধর, সে পেরিয়েছে অগ্নিগোলক, অতল গহ্বর, এবং তারা তাকে ভয় পাবে। যাবই আমরা, সে যেখানে নিবে।

ল্যাগোলাস বলল, 'হ্যাঁ আমরা একযোগে তোমার পিছু নেব। কিন্তু তার আগে একটা কথা শুনলে পরান জুড়াবে: মারিয়াতে তোমার কী হয়েছিল? বলবে না? কি করে মুক্তি পেলে এটুকু বলার সময় কি হবে না?'

আমার অনেক বিলম্ব হয়েছে.' গ্যাণ্ডালফ জবাব দিল। সময় কম। এক বছর সময় দেয়া হলেও তোমাদের সব আমি বলব না।'

'তবে যেটুকু পার বল।' গিমলি বলল। 'বল গ্যাণ্ডালফ কি করে তুমি গ্যালরগের সাথে সমান তালে চালিয়ে গেলে।'

'তার নাম বলো না। গ্যাণ্ডালফ বলল, এবং মুহূর্তের জন্য মনে হল তার মুখমণ্ডলের পর দিয়ে একটা গুমোট মেঘের আস্তরণ বয়ে গেল, এবং বসে পড়ে চুপ মেরে গেল, যেন

মৃত বৃদ্ধ লোক। 'অনেকক্ষণ আমি ভূপাতিত ছিলাম,' সে পরিশেষে বলল, ধীরে যেন বহুকষ্টে মনে করছে।

'অনেকক্ষণ পড়ে ছিলাম, এবং আমার সাথে পড়ে ছিল ব্যালরগ। তার আগুল আমার চারিধারে। আমি দগ্ধ হলাম। তারপরে আমার গভীর জলে ঝাঁপ মারলাম, সবকিছু অন্ধকার। এটা মৃত্যুর মতো হিমশীতল এক পরিবেশ আমার কলিজা প্রায় জমে গেল।

'অতল গহ্বরটি ডুরিনের সেতুর মতো বিস্তারিত, কেউ পরিমাপ করতে পারে না,' গিম্‌লি বলল।

'তবু এর একটা তলা আছে যা জ্ঞানের বাইরে,' গ্যান্ডালফ বলল। 'পরিশেষে আমি পাথরের ভিত্তিমূলে চলে গেলাম। সে তখনো আমার সাথে। তার আগুন নিভে গেছে। বিনিময়ে হল এক পিচ্ছিল জিনিস, এবং প্যাঁচ মারা সাপের থেকে শক্তিশালী হল। সময়হীন অতলান্তিকে আমরা লড়লাম। সে আমাকে পুনঃ পুনঃ জড়িয়ে ধরল, আর আমি তাকে বার বার কুঁচিকুঁচি করলাম। এক পর্যায়ে সে অন্ধকার সুড়ঙ্গে পালিয়ে গেল। গ্লোয়িনপুত্র, সুড়ঙ্গগুলো ডুরিনের লোকে তৈরি করেনি। জানি, অনেক, অনেক নিচ পর্যন্ত ডুয়ার্ফরা খুঁড়ে চলে গেছে। পৃথিবী না জানা জিনিসে পরিপূর্ণ। এমনকি সাউরান সেগুলোর নাম জানে না। সেগুলো তার থেকে বয়স্ক। আমি সেখানে হেঁটেছি। কিন্তু তার কথা বলে দিনের আলো কালো করতে চাইনে। সে হতাশার মধ্যে আমার শত্রুই আমার একমাত্র আশা। এবং তার গোড়ালীদেশ আঁকড়ে ধরে আমি তাকে অনুসরণ করলাম। শেষ পর্যন্ত এভাবে খাজাদ ডামের গোপন পথে ফিরলাম। এ পথ সে ভাল করেই জানত। এখন আমরা সর্বোচ্চ উপরে অন্তহীন সোপান শ্রেণীতে (Endless Stair) উঠলাম।

গিম্‌লি বলল, 'অনেক আগেই তা বিস্মরিত হয়েছে। অনেকেই বলে থাকে যে এ কখনো নির্মিত হয়নি, শুধু পৌরানিক গল্পে িকে। কিন্তু অন্যরা বলে এগুলো পূর্বে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'এটা তৈরি করা হয়েছিল, এবং ধ্বংস হয়ে যায় নি, গ্যাণ্ডালফ বলল। এটা ভূগর্ভ থেকে সর্পিলাকারের হাজার হাজার কদম উপরে উঠে ডুরিনের টাওয়ারে (Durin, stower) ঢুকে পড়েছে। ডুরিনের টাওয়ার ডিরাকজিগিলের (Zirakzigil) সিলভার টাইনের শীর্ষ) জীবন্ত পাথরে খোদাই করা। সেখানে তুষারের মধ্যে স্নেবডিল নামে এক নির্জন জানালা ছিল, আর তার সমুখে ছিল এক সরু জায়গা যেন পৃথিবীর কুয়াশা পরে বিহ্বল করা এক শিকারী পাখির বাসা। সূর্য সেখানে প্রখরভাবে জ্বলতো, কিন্তু নিচের সকল কিছু ধোয়ায় মোড়া। হঠাৎই সে ফেটে গেল, এমনকি আমি পিছিয়ে আসবার সময় অগ্নিশিখার নতুন এক তাণ্ডব দেখলাম। কেউ দেখার ছিল না। সম্ভবতঃ পরবর্তী যুগে 'চূড়ার যুদ্ধ' শীরোনামে গান বাধা হবে।' গ্যাণ্ডালফ অকস্মাৎ হাসলো। 'কিন্তু তারা গানে কী বলবে? যারা দুর থেকে উপরে তাকিয়েছিল তারা ভেবেছিল যে মাউন্টেন ঝড়ের মুকুট পরেছে। লোকেরা বলেছিল যে তারা বজ্রালোক দেখেছে, শুনেছে বজ্রধ্বনি যা প্লেবডিল আঘাত হেনেছিল। প্লেবডিলে ভেঙ্গেচুরে বজ্র আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে লাফিয়ে

বেড়াল। ইহা কি যথেষ্ট না? আমাদের চারিদিকে বাষ্পকুণ্ডলী উত্থিত হল। বৃষ্টির মতো তুষার পড়ল। সুউচ্চ স্থান থেকে আমার দুশমনকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। মাউটেন পার্শ্বের যে অংশে পড়ল সে অংশ চুরমার হয়ে গেল। অতঃপর অন্ধকার আমায় গ্রাস করল। আমি পথভ্রষ্ট হলাম দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য। তারপর গেলাম এমন এক পথে যা আমি বলব না। কর্তব্য শেষ করে আমি উলঙ্গ ফিরলাম। এবং মাউন্টেন চূড়ায় উলঙ্গ পড়ে থাকলাম। পিছনের টাওয়ার ধুলো হয়ে গেল, জানালা উধাও, ধ্বংসপ্রাপ্ত সোপান দগ্ধ পাথরকুচিতে ঢেকে গেল। আমি একা, স্মরনাতীত, পৃথিবীর কঠিন শিং এ বন্দী। উর্ধ্বপানে তাকিয়ে সেখানে পড়ে থাকলাম, তারকারাজি চর্কার মতো ঘুরছিল। এবং প্রতিটা দিন পৃথিবীর আয়ুস্কালের মতো মনে হল। খুব ক্ষীণ শব্দ তখন কানের পর্দায় বাজত। এ অবস্থায় গুয়েহির দ্য উইন্ডলর্ড আমাকে আবার দেখতে পেল। সে আমাকে বয়ে নিয়ে চলল।

"দরকারি বন্ধু, সার্বক্ষণিক তোর বোঝা হওয়া আমার নিয়তি" বললাম।

"তুমি একটা বোঝা," সে জবাব দিল, "কিন্তু এখন তেমন না। আমার থাবায় তুমি এখন হাঁসের পালকের ন্যায় হালকা। তোমার ভিতর দিয়ে সূর্যকিরণ অতিক্রম করছে। সত্যি ভাবতে পারছি না আমাকে তোমার আর দরকার আছেঃ ছেড়ে দিলে তুমি বাতাসে ভেসে থাকতে পারবে।"

"আমাকে ছাড়িস নে!" হাতপাত করে বললাম, কারণ আবার আমার মধ্যে জীবন-সাড়া পেলাম। "আমাকে লথলরিয়েনে নিয়ে যা!"

" লেডি গ্ল্যাড্রিয়েস এরকমই নির্দেশ দিয়েছে," সে জবাব দিল।

'এভাবে কারাসগ্লাধনে এসে আমি তোমাদেরকে খুঁজলাম, কিন্তু দেরী হয়ে গেল। আমি প্রচুর ঘুরলাম সে দেশে যেখানে দিবাভাগ আরোগ্য আনে, ক্ষয় না। আরোগ্য হয়ে শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত হলাম। পরামর্শ দিলাম এবং নিলাম। তারপর তোমাদের জন্য কিছু বার্তা নিয়ে আসলাম। আমি আদ্দিষ্ট এ্যারাগণকে এই বলবার জন্যঃ

এখন কোথায় ডুনে ডেইন, ইলেজার?
তোমার জাতিরা কেন তেপান্তর?
বেশি দূর না লষ্ট আইল, (দ্বীপ) পড়েছে এসে হাতের কাছে,
গ্রে-কোম্পানী উত্তর হতে যাত্রা করেছে উর্ধ্বশ্বাসে।
তিমির ঢাকা পথটি তোমার ধার্য যাহা তোমারই তরে;
মৃত্যু প্রহরী তোমার পথে যা গেছে চলে সাগর তীরে।

আর ল্যাগোলাসের খবর হলঃ

ল্যাগোলাস গ্রিনলিফ, বহুদিন ধরে
করেছ বাস দীর্ঘ বনতলে।

শুভ হবে সাগরেরে সাবধানেতে নিলে।
তীরে যদি তুমি শুনে থাক কোন গাঙচিল রব,
চিত্ত হতে বনের স্মৃতি ধুয়েমুছে যাবে সব।'

গ্যান্ডালফ চুপ করে চোখ বন্ধ করল।

'তবে আমার কোন ম্যাসেজ নেই?' গিম্‌লি বলল এবং মাথা নত করল।

'তার কথা দুর্বোধ্য। সামান্য জনে বুঝবে, ল্যাগোলাস বলল।

'এসব স্বস্তির কথা না; গিম্‌লি বলল।

ল্যাগোলাস বলল, 'তবে কি তার কাছ থেকে সরাসরি তোমার মৃত্যু পরোয়ানার বার্তা আশা কর?'

'হ্যাঁ, যদি তার আর কিছু বলার না থাকে।'

চোখ খুলে গ্যাণ্ডালফ বলল, 'এটা আবার কী? হ্যাঁ, মনে পড়েছে তার কথা হয়ত বুঝতে পারছি। ক্ষমা কর, গিম্‌লি! সংবাদগুলো মনে করার চেষ্টা করছিলাম। সত্যি সে তোমাকে ম্যাসেজ পাঠিয়েছে, দুর্বোধ্য ও না, দুঃখজনকও না। সে তোমাকে তার অভ্যর্থনা জানিয়েছে। বলেছে কেশবাহক, তুমি যেখানে যাবে, আমার ভাবনা সাথে রবে। তবে কুঠার ব্যবহারে সতর্ক থেক। সঠিক বৃক্ষে কোপ বসিও!'

ছাগল ছানার মতো তিড়িংবিড়িং করে লাফ মেরে ডুয়ার্ফটুরে গাইতে গাইতে গিম্‌লি বলল, 'গ্যান্ডালফ বড্ড সুদিনে এলে আবার ফিরে।' কুঠার ঘুরাতে ঘুরাতে সে বলল, 'এসো, এসো! যেহেতু গ্যাণ্ডালফের মাথা ঠাণ্ডা সেহেতু সেই সঠিক বৃক্ষ ঠিক করুক!'

গ্যাণ্ডালফ আসন থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'তা ঠিক করতে বেশি দূর যেতে হবে না। এসো! অনেক সময় ব্যয় করেছি এখন তাড়াতাড়ি করা দরকার।'

আবার সেই জীর্ণশীর্ণ আলখিল্লা পরে সে পথ নির্দেশনায় নামল। উঁচু তাক থেকে নেমে এস্টানের তীর ধরে তারা ফরেস্টের দিকে ফিরলো। ফাংগর্ণের প্রান্তরেখার অদূরে তৃণ-চত্বরে পৌছানোর আগে তারা কোন কথা বলল না। তাদের অশ্বগুলোর কোন নিশানা দেখা গেল না। হেঁটে যাওয়াটা তাদের পক্ষে ক্লান্তিকর হবে। সময় বয়ে যাচ্ছে। গ্যাণ্ডালফ হাঁটতে চাইল না। মাথা তুলে সে দীর্ঘ এক হুইসেল দিল। বৃদ্ধ ঠোঁটে এরূপ পরিষ্কার, বিদ্ধকারি আওয়াজ শুনে সবাই 'থ' মেরে মেরে দাঁড়িয়ে থাকল। তিনবার সে হুইসেল দিল। মনে হল পূবালী বাতাসে ভর করে সমভূমির ওপর দিয়ে মৃদু হ্রেষারব ভেসে আস-লো। তারা চোখ ছানাবড়া করে অপেক্ষা করল। খুব শিঘ্রই খুরের শব্দ আসলো, প্রথমে মাটিতে মৃদু কম্পন যা এ্যারাগর্ণ ঘাসে কান পেতে শুনল, তারপর অবিরাম বাড়তে বাড়তে স্বচ্ছ স্পন্দনে পরিনত হল। এ্যারাগর্ণের মতে একাধিক ঘোড়া আসছে। গ্যাণ্ডালফ তাতে সায় দিল।

ল্যাগোলাস বলল, ' তিনটি ঘোড়া। কিভাবে দৌড়াচ্ছে দেখ! হাসুফেল, এবং তার পাশে আমায় বন্ধু এ্যারড। সামনে আরো একজন; খুব বড় এক অশ্ব, এ রকম আগে

দেখিনি।'

গ্যাণ্ডালফ বলল, 'আর কখনো দেখবে না। ওটা স্যাডোফ্যাক্স। অশ্বলর্ডের মধ্যে এটিই প্রধান। রোহানের রাজা থিওডেন ও এত ভাল ঘোড়ায় সওয়ার হয়নি। ওটা রূপোর মতো চকচক করছে না? বেগবান স্রোতের মতো ছুটছে না? সে আমার জন্য ঃ সাদা আরোহীর বাহন। আমরা একত্রে যুদ্ধে যাচ্ছি।'

ঢালের উপর দিয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে অশ্ব: তার গাত্রাবরণ চিকচিক করছে আর কেশর বাতাসে ঢেউ এর মতো প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যদুটো ঘোড়া অনেক পিছনে স্যাডোফ্যাক্স গ্যান্ডলফকে দেখামাত্র গতি কমিয়ে উচ্চ হ্রেষারবে ডেকে উঠল। তারপর গর্বোদ্ধতে শির নত করে শান্তভাবে এগিয়ে এসে গ্যাণ্ডালফের ঘাড়ের সাথে তার প্রকাণ্ড নাসারন্ধ্রদেশ স্পর্শ করাল।

গ্যাণ্ডালফ তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, বন্ধু রিভেন্ডেল থেকে এখানে বহুদূর। তবু তুমি বিজ্ঞ, দ্রুতগামী এবং প্রয়োজনে এসে পড়। চলো একত্রে দূরে যাই, এবং এ পৃথিবীতে আর বিচ্ছিন্ন হয়ো না!

সত্বর অন্য দুই ঘোড়া পাশে এসে দাঁড়াল, যেন আদেশের অপেক্ষায় আছে। গাম্ভীর্যের সাথে সম্বোধন করে গ্যান্ডালফ বলল, 'আমরা এখনই তোমাদের প্রভু থিওডেনের মেডুসেল্ডে (হল) যাচ্ছি।' তারা মাথা নুইয়ে মেনে নিল। 'সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, সুতরাং বন্ধুরা, তোমাদের অনুমতিক্রমে আমরা রওনা করব। আমরা তোমাদের সর্বাত্মক গতি কামনা করি। হাসুফেল এ্যারাগর্ণকে এবং এ্যারড ল্যাগোলাসকে বহন করবে। আর আমি গিম্লিকে সামনে রেখে স্যাডোফ্যাক্সের পিঠে চড়ব। এখন শুধু একটু পান করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

এ্যারডের পিঠে লাফিয়ে উঠে ল্যাগোলাস বলল, এখন আমি গত রাতের রহস্যের কিছু বুঝলাম। ভয়ে পালিয়ে যাক আর না যাক ঘোড়াগুলো তাদের প্রধান স্যাডোফ্যাক্সের সাথে সাক্ষাত করেছিল। গ্যাণ্ডালফ তুমি জানতে যে, সে নিকটে ছিল?

যাদুকর বলল, হ্যাঁ, জানতাম। আমার ভাবনা তার ওপর বিনিয়োগ করে রেখেছিলাম। গতকাল সে এদেশের দূরবর্তী দক্ষিণ অঞ্চলে ছিল। সে আবার আমাকে দ্রুত উড়িয়ে নিতে সক্ষম!

গ্যাণ্ডালফ স্যাডোফ্যাক্সের সাথে কথা বলল, এবং ঘোড়াটি বেগে যাত্রা করল, এখনো অন্যদেরকে পিছনে ফেলেনি। একটুক্ষণ পর অকস্মাৎ সে ঘুরল। অপেক্ষাকৃত নিম্ন তীরাঞ্চল নির্বাচন করে সে হেঁটে পানি পার হল। তারপর ঘোড়াগুলোকে নিখুঁত দক্ষিণমুখী করে প্রবেশ করল এক সমভূমিতে, বৃক্ষশূন্য, বিশাল। অন্তহীন তৃণভূমিতে হাওয়া ধূসর ঢেউ এর মতো বয়ে চলল। কোন পথের নিশানা ছিল না। তাতে স্যাডোফ্যাক্স দ্বিধান্বিত হল না।

গ্যাণ্ডলফ বলল, 'সে হোয়াইট মাউন্টেনের ঢালে থিওডেনের হলে পৌঁছাবার সোজাপথ ধরেছে। এভাবে তাড়াতাড়ি হবে। এষ্টেমনেটের ভূমি তুলনামূলক কঠিন।

সেখানটায় নদীর পাড়ে উত্তরমুখী প্রধান পথ, কিন্তু স্যাডোফ্যাক্স দলা, বিন, খাল খাদ–সর্বত্র ভাল জানে।'

অনেক ঘণ্টা ধরে তারা নদী তীরবর্তী এলাকা দিয়ে চলল। প্রায় স্থানে ঘাস এত উচু ছিল যে তা আরোহীদের হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেল, ঘোড়াগুলো যেন ধূসর সবুজ সাগরে সাঁতরাতে লাগল। তারা পেরুলো নাজানা বহু ঝর্ণা, স্যাঁতসেতে, বিশ্বাসঘাতক সুবিশাল হোগলা যেন। তবে স্যাডোফ্যাক্সের পথ খুঁজে নিতে সমস্যা হয়নি, অন্যরা তার ট্রাক ধরে চলল। সূর্য আকাশ থেকে ধীরে ধীরে পশ্চিমে নামল। আরোহীরা কিয়দ্দক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে বুঝল যে লাল টকটকে আগুন ঘাসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। দৃষ্টিসীমানার পর্বতমালা রক্তরঙে রাঙিয়ে উঠল। মনে হলো একটা ধোঁয়া উত্থিত হয়ে সূর্য ডিস্ককে কালীমাচ্ছটায় আবৃত করল, যেন এটা পৃথিবী কিনারায় তলিয়ে যাবার বেলায় ঘাসে আগুন লাগিয়ে গেছে।

গ্যাণ্ডালফ বলল, 'ওখানে রোহানের গ্যাপ এটা ঠিক আমাদের পূর্বে। ওই পথ আইজেনগার্ডের।'

ল্যাগোলাস বলল, 'আমি ভারী ধোঁয়া দেখছি। ওটা কী?'

গ্যান্ডালফ বলল, 'যুদ্ধ আর যুদ্ধ! চালাও!'

অধ্যায় ছয়
স্বর্ণ ভবনের রাজা

সূর্যাস্তবেলায় ধেয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তারা চলল, যখন ঘোড়া থেকে নেমে একটু থামল, তখন এ্যারাগর্ণের দেহ পর্যন্ত ক্লান্ত শক্ত হয়ে গেল। সে চিৎ হয়ে সটান শুয়ে পড়ল। তবে লাঠিতে ভর দিয়ে পূর্ব, পশ্চিমে অন্ধকারে চোখ রেখে গ্যাণ্ডালফ দাঁড়িয়ে থাকল। চারিদিক নিরব, নিথর। তারা আবার উঠল। কনকনে বাতাসে সওয়ার মেঘের লম্বা ফালি রাতের সৌন্দর্যের বিঘ্ন ঘটাল। হিমেল জ্যোৎস্নালোকে তারা দিনের আলোয় চলার মতো গতিতে ধেঁয়ে চলল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। তারা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। গ্যাণ্ডালফ গিমলিকে ধরে ঝাঁকিয়ে না দিলে সে তার আসন থেকে পড়ে যেত। হাসুফেল ও এ্যারড ক্লান্ত হলেও গর্বোদ্ধত পদক্ষেপে অনুসরণ করে চলল তাদের ক্লান্তিহীন নেতাকে সামনের ধূসর ছায়াকে। মাইলকে মাইল চলে গেল। ফুরিয়ে আসা চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন পূর্বে ডুবে গেল।

হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এল। ইষ্টে (East) অন্ধকার ধীরে ধীরে হিমেল ধূসর হল। তাদের বামে সুন্দরের এ্যামিন মুইলের প্রাচীরগাত্রে লাল আভা দৃষ্টি গোচর হল। স্বচ্ছোজ্বল ভোর হাজির হল। নত তৃণগুচ্ছ শোঁ শোঁ শব্দ তুলে তাদের চলার পথের উপর দিয়ে হাওয়ার ঝটকা ছুটে গেল। হঠাৎ স্যাডোফ্যাক্স নিশ্চল দাঁড়িয়ে হ্রেষারব করল। গ্যাণ্ডালফ সামনে আঙ্গুল তুলল।

'দেখ!' সে চিৎকার দিল, এবং তারা তাদের পরিশ্রান্ত দৃষ্টি উঠাল। সামনে দক্ষিণে পর্বতমালা, শিখরদেশ সাদা এবং কালো ডোরাকাটা। পাদদেশে গুচ্ছবদ্ধ ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী ঢেউ খেলানো কায়দায় ছড়িয়ে পড়েছে অনেক উপত্যকায় যা এখনো নিষ্প্রভ আর নিকষ কালো। প্রভাতের আলো এ স্থানটা এ মুহূর্ত পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি। গুচ্ছবদ্ধ পাহাড়ের গাত্র বরাবর তৃণভূমি গড়িয়ে একেবেঁকে পর্বতমালার কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রমণকারিদের সামনে বিশালতর উপত্যকাটি উপসাগরের মত উন্মুক্ত হল। ভেতরে তারা লম্বা শীর্ষদেশ বিশিষ্ট তালগোল পাকানো এক পর্বতপিণ্ড দেখল। উপত্যকার মোহনায় প্রহরার ন্যায় এক নির্জন চূড়া দাঁড়িয়ে ছিল। এটার পাদদেশে রূপালী সূতার মতো স্রোত বয়ে চলল। আর এর শীর্ষদেশে ছিল উদীয়মান রবির দ্যুতি, স্বর্ণালী জ্যোতি। ল্যাগোলাস কী দেখল গ্যাণ্ডালফ তা শুনতে চাইল।

চোখের উপর হাত রেখে ল্যাগোলাস সামনে দৃষ্টিপাত করল। সে বলল, 'তুষার স্তূপ থেকে নেমে আসা একটা স্রোতধারা আমি দেখতে পাচ্ছি। উপত্যকা থেকে এটা উৎপত্তি লাভ করেছে। একটা পরিখা শক্তিশালী দেয়াল ও কণ্টকময় বেড়া এটাকে ঘিরে রেখেছে।

তার মধ্যে মেনদের এক প্রকাণ্ড হল সুউচ্চ মাথা তুলে দণ্ডায়মান। এবং আমার চোখে মনে হচ্ছে এটা সোনালী ভবন। এটার উপরের আলোর ঝলক চারিধারের ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। এটার দরজার পোষ্টগুলোও সোনালী। সেখানে ঝলমলে পোশাক পরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রাসাদগুলোর ভেতরে সবকিছু ঘুমিয়ে আছে।'

গ্যাণ্ডালফ বলল, 'ওই প্রাসাদগুলোকে ইদোরাস বলে।

আর ওই গোল্ডেন হল মেডুসেল্ড। রোহানের মার্কনৃপতি থিঙ্গলের পুত্র থিওডেন সেখানে থাকে। আমরা দিবাপ্রারম্ভে উপস্থিত হলাম। সামনে এখন সরল পথ। কিন্তু অবশ্যই সতর্কতার সাথে এগুতে হবে। কারণ, চারিদিকে রণদামামা। এবং রোহিরিম (Horse-lords) ঘুমায় না যদিও দূর হতে এমনটি মনে হয়। তোমাদের সবার জন্য পরামর্শ হলঃ কোন অস্ত্র বের করো না, উত্তপ্ত কথা বলো না যতক্ষণ না থিওডেনের আসনের সামনে না হাজির হচ্ছি।'

পরিচ্ছন্ন সকালে পাখিরা গেয়ে চলল, অভিযানকারিরা স্রোতে পৌছাল। সমভূমির ওপর দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ধেয়ে পাহাড়গুলো থেকে একটু দূরে তাদের পথ কেটে পূর্ব দিকে গিয়ে এন্টাশের নলখাগড়াপূর্ণ চত্বরে মিশেছে। সিক্ত সবুজ তৃণভূমি এবং ঝর্ণাস্রোতের কিনারে বহু উইলো গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। এ দক্ষিণাঞ্চলে বসন্তের আগমনের অনুভূতিতে সেগুলো রক্তিমাভ হয়ে উঠছিল। স্রোতের একখানে এক অপ্রশস্থ, অগভীর স্থান ছিল যেখানটার দ্যুতির অশ্বপদচাপে খণ্ডখণ্ড। অভিযানকারিরা পার হয়ে অপর পারের পদ-পিষ্ট পথ ধরে উচ্চভূমির দিকে অগ্রসর হল। প্রাচীরবিশিষ্ট পাহাড়গুলোর অনেক ক্ষুদ্র টিলার (উচু ও সবুজ) নিচ দিয়ে পথটি দৌড়ে চলেছে। সেগুলোর পশ্চিমপাশের ঘাস পতিত তুষারের সাথে একাকার হয়ে সাদা হয়ে গেল। তৃণচাপড়ার মাঝে পুষ্পরাজি অগুন্তি তারার মত লাফিয়ে উঠল।

গ্যাণ্ডালফ বলল, ' দেখ! ঘাসের চোখগুলো কত সুন্দর! এগুলোকে এভার মাইণ্ড বলা হয়। আর এদেশে মেন ভাষায় বলা হয় 'সিম্বলমাইন'। কারণ তারা সব ঋতুতে ফোটে এবং ফোটে মৃতদের বিশ্রামস্থলে। দেখা আমরা বিখ্যাত ক্ষুদ্র শৈলে এসে পড়ছি। যেখানে থিওডেনের পূর্বপুরুষরা (Sire) ঘুমিয়ে আছে।'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'সাতটি ঢিবি বামে, এবং নয়টি ডানে। গোল্ডেন হল নির্মাণের পর থেকে এগুলো মেনদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌছানোর স্মারক।

ল্যাগোলাস বলল, 'তারপর থেকে আমার মার্কুডে (Mirkwood) বৃক্ষের লালপাতা পাঁচ 'শ বার ঝরে গেছে। কিন্তু মনে হয় এইত সেদিন।'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'তবে মার্কের আরোহীদের নিকট সময়টা বহু আগের মনে হয়, তাদের কাছে এ ভবনের পত্তন গানের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু না। এবং পূর্ববর্তী সময়গুলো তাদের কাছ থেকে সময়ের কুহেলিকায় হারিয়ে গেছে। এখন তারা এদেশকে তাদের স্বদেশভূমি জানে। আর তাদের জাতিদের থেকে তাদের ভাষা পৃথক হয়ে গেছে।' তারপর সে এলফ ও ডুয়ার্ফের অজানা কিছু কথা কোমল কণ্ঠে রোমন্থন করতে লাগল। তবু তারা

শুনল, কারণ, এটার মধ্যে শক্তিশালী মিউজিক বর্তমান ছিল।

ল্যাগোলাসের ধারনায় এটা রোহিরিমের ভাষা। কারণ, এটা এদশেরই মতো; মাঝে মাঝে সমৃদ্ধ গতিময় এবং মাঝে মাঝে পর্বতমালার মতো গূঢ় রুক্ষ। তবে এর মানে সে বুঝল না। শুধু বুঝল যে একথা মরনশীল মেনদের (Mortal Men)লোকগাঁথা।

এ্যারাগর্ণ বলল, 'আমি যতটা বুঝতে পারছি, কমোন ভাষায় (Common Speech) এ কথা গুলো এ রকমঃ

এখন কোথা সে অশ্ব আর অশ্বারোহী? গোলাম কোথা সে শিঙা বেজেছে যাহা আগে?
কোথা যেন শিরস্ত্রান আর বর্ম কোন সে বাহারি কেশ বহিত যাহা তুমুল বেগে?
কোথা সে বীণা-তারের হাত, আর লোহিত আগুন গনগনে?
কোথা বসন্ত; ফসল ভরা শস্য উদ্যানে?
চলে গেছে তারা পাহাড়ী বারি, মাঠের হাওয়ার মতো;
পশ্চিমা রোজ পাহাড় পিছে হারিয়ে গেছে ছায়ার মতো।
বানাবে কে এখন তবে দগ্ধ কাঠের ধোঁয়া,
বা সাগর ফিরে দেখবে কে আর চলতি থগের হাওয়া?

ইয়ল দ্য ইয়ং দীর্ঘদেহ এবং সৌন্দর্যকে স্মরণ করে রোহানের অজ্ঞাত কোন কবি এমন কথা বলেছিল। ইয়র্ল নর্থের বাইরে অভিযান চালিয়েছিল। তার তেজস্বী ঘোড়া ফিলারফের (Felerof) ডানা ছিল। ফিলারফকে অশ্বকুলের বাবা বলা হত। লোকে আজো সাঝেরবেলা এটা গানের সুরে গেয়ে থাকে।' এ সব কথা বলতে বলতে অভিযানকারিরা নিস্তব্ধ টিবিগুলো পার হল। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সবুজ পথ ধরে তারা ইদোরাসের তোরণের নিকট হাজির হল।

সেখানে বসে থাকা উজ্জ্বল পোশাক পরিহিত লোকজন বর্শা হাতে প্রায় লাফিয়ে উঠে তাদের গতিরোধ করল।

'থামো, অজানা পথচারিরা!' তারা রাইডার মার্কের ভাষায় চিৎকার করে উঠল, এবং তাদের নাম ঠিকানা জানতে চাইল। তাদের দৃষ্টিতে বিস্ময় ছিল তবে মেত্রীভাব অতি কিঞ্চিত। তারা গ্যাণ্ডলফের প্রতি নিস্পৃহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

গ্যান্ডালফ একই ভাষায় জবা দিল, হ্যাঁ তোমাদের কথা আমি বুঝতে পারছি। এমনটি কমসংখ্যক আগন্তুক বুঝে থাকে। তোমরা জবাব চাচ্ছ, অথচ পশ্চিমা রীতি মোতাবেক কমন ভাষায় কথা বলছ না কেন?

একজন রক্ষী জবাব দিল, 'রাজা থিওডেনের ইচ্ছা যে অন্য কেউ তোরণ পেরোতে পারবে না তারা ছাড়া, যারা আমাদের ভাষা জানে এবং আমাদের মিত্র। যুদ্ধের সময় আমাদের লোক ছাড়া এখানে কেউ অভ্যর্থিত হয় না। আবার গন্ডরের মান্ডবার্গের (Munmdburg) লোককেও ওয়েলকাম জানিয়ে থাকি। আমাদের মতো ঘোড়ায় করে

অদ্ভুত বেশভূষায় সমভূমি দিয়ে চোরের ন্যায় চলে এলে তুমি? এখানে আমারা অনেকদিন ধরে গার্ড বসিয়েছি এবং দূর হতে তোমার ওপর নজর রেখেছি। কখনও তোমার মত উদ্ভট আরোহী দেখিনি, দেখিনি তোমার ঘোড়ার মতো গর্বিত ঘোড়া। যদি আমার চোখ কোন যাদুতে আটকা না পড়ে থাকে, তবে বলব এটা প্রধান ঘোটকের একটি। বলো তুমি যাদুকর কিনা, সারুম্যানের কোন গুপ্তচর বা মায়ামূর্তি কিনা! জলদি করো!'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'আমরা মায়ামূর্তি না, না তোমার দৃষ্টি যাদু আক্রান্ত। এ হচ্ছে হাসুফেল এবং এ্যারড। মার্কের তৃতীয় মার্শাল ইয়োমার এগুলো আমাদের ধার দিয়েছিল, মাত্র দুদিন হল। প্রতিশ্রুতি অনুসারে এগুলো আবার ফিরিয়ে আনলাম। তবে কি ইয়োমার ফিরে আমাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী দেয়?

রক্ষীর দৃষ্টিতে ভ্যাবাচ্যাকা ভাব পরিলক্ষিত হল। সে জবাব দিল, 'ইয়োমারের বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। তোমরা যা বলছ তা সত্যি হলে নিঃসন্দেহে থিওডেন তা শুনে থাকবে। হয়ত তোমাদের আগমনটা পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। কিন্তু দু'রাত আগে ওয়ার্মটাং আমাদের কাছে এসে বলল যে থিওডেনের অনুমতি ছাড়া কেউ গেট পার হতে পারবে না।'

রক্ষীর দিকে রুক্ষ নয়নে তাকিয়ে গ্যাণ্ডালফ বলল, 'ওয়ার্মটাং? চুপ যাও! ওয়ার্মটাং দিয়ে আমার কোন কাজ নেই, কাজ আমার লর্ডের কাছে। আমার তাড়া আছে। তুমি আমাদের আসার খবরটা তাকে বলবে কি?' লোকটির ওপর তার নত চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরাতে লাগল।

সে ধীরে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বলব। তবে কি নামে রিপোর্ট করব? এবং তোমার বিষয়ে কী বলব? এখন তোমাকে বৃদ্ধ জীর্ণশীর্ণ বোধ হয়, তবু ভিতরে ভিতরে সাংঘাতিক নিষ্ঠুর আর নির্দয়।'

যাদুকর বলল, 'তুমি বেশ বুঝেছ, বেশ কথা বলছ। আমি গ্যাণ্ডালফ, ফিরে এসেছি। আর দেখ! আমি এক ঘোড়াও ফিরিয়ে এনেছি। এইতো স্যাডোফ্যাক্স দ্য গ্রেট যাকে অন্য কেউ পোষ মানাতে পারে না। আর আমার পাশে এ হচ্ছে এ্যারাথন-পুত্র এ্যারাগর্ণ, রাজ বংশের উত্তরাধিকারী এবং তাকে মান্ডবার্গে যেতে হবে। এখানে রয়েছে আমাদের সাথী ল্যাগোলাস দ্য এলফ এবং গিম্‌লি দ্য ডুয়ার্ফ। এখন গিয়ে তোমার মনিবকে বলো আমরা তার ঘরে দাঁড়িয়ে আছি এবং অনুমতিক্রমে ভেতরে গিয়ে তার সাথে কথা বলতে চাই।'

রক্ষী বলল, 'তুমি তাজ্জব সব নাম বললে। তবে তুমি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছ আমি সেভাবে আমার মনিবকে বলব এবং তার ইচ্ছার কথা জানব। একটু অপেক্ষা কর, এবং তার মর্জিমাফিক ভাল জবাব এনে দেব আমি। বেশি আশা করো না! এখন কলির যুহা।' আগন্তুকদের প্রহরায় রেখে সে চটপট চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, এস আমার সাথে! থিওডেন অনুমতি দিয়েছে, তবে যে কোন হাতিয়ার এমন কি লাঠিখানি পর্যন্ত চৌকাঠে রেখে যেতে হবে, দ্বাররক্ষী তা সব হেফাজত করবে।'

কালে গেটগুলো সবেগে খুলে গেল। গাইডের পিছনে সারিবদ্ধভাবে মুসাফিররা প্রবেশ করল। পাথর কেটে নির্মিত এক প্রশস্থ পথ এঁকেবেঁকে কিছুটা উপর দিকে সিঁড়ির

মতো ধাবিত হয়েছে। কাঠের তৈরি অনেক গৃহ এবং বহু কৃষ্ণ দ্বার তারা অতিক্রম করল। পথের পাশে এক পাথুরে ড্রেনে স্ফটিক পানির এক স্রোতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে দ্যুতি ছড়িয়ে বইতে লাগল। তারা পরিশেষে পাহাড়শীর্ষে হাজির হল। সেখানে এক সবুজ চত্বরে উঁচু প্লাটফর্ম ছিল, এটার পাদমুল থেকে অশ্বের মাথা ছাঁচে বানানো পাথরখণ্ডের মধ্য থেকে দেদ্বীপ্যময় এক ঝর্ণাস্রোত নির্গত হচ্ছিল। নিকটে এক বিশাল বেসিন থেকে পানি বেরিয়ে স্রোত তৈরি করছিল। চত্বরের উপর দিকে চওড়া ও সুউচ্চ এক পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে। সর্বোচ্চ তলার উভয় পাশে পাথরনির্মিত আসনশ্রেণী ছিল। সেখানে হাটুর উপরে খোলা তলোয়ার রেখে রক্ষীরা বসে ছিল। তাদের সোনালী বিনুনি করা চুলগুলো ঘাড়ের পরে ফেলানো। তাদের শিল্ডের কুলমর্যাদাসূচক চিহ্ন সূর্যালোকে তাকিয়ে ছিল। এবং তাদের সুদীর্ঘ দেহত্রান বার্ণিশ করা ঝকঝকে, আর তারা উঠে দাঁড়ালে মরণশীলদের চেয়ে অধিক কিছু মনে হল।

গাইড বলল, 'ওই যে সামনে দরজা। আমাকে এখন অবশ্যই ডিউটিতে ফিরতে হবে। বিদায়! অর্কের লর্ড তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হোক।'

সে দ্রুত ফিরে গেল। অন্যরা দীর্ঘদেহী প্রহরীর দৃষ্টিসীমানায় থেকে লম্বা সোপান ধরে উর্ধ্বমুখে গেল। সোপানশীর্ষের মসৃণ সমতলে গ্যান্ডালফ না আসা পর্যন্ত অন্য সকলে কথাহীন মুখে দাঁড়িয়ে থাকল। অকস্মাৎ থিওডেন পক্ষ থেকে আর্ক ভাষায় অভ্যর্থনাসূচক মিষ্টি কথা শোনা গেল।

'হ্যালো, দূরের আগন্তুকরা!' বলল তারা, এবং তারা শান্তির প্রতীক হিসেবে তলোয়ারের বাটের দিকটা মুসাফিরদের দিকে বাড়িয়ে ধরল। অমূল্য সবুজ পাথর সূর্য কিরণে ঝলসে উঠল। তারপর একজন রক্ষী এগিয়ে এসে কমন ভাষায় বলল, 'আমি থিওডেনের দ্বাররক্ষী। নাম আমার হামা। এখানে অবশ্যই তোমাদের অস্ত্র রেখে যেতে হবে। তারপর প্রবেশ করবে।'

ল্যাগোলাস তার রূপালী হাতলের ছুরি, তূণ রাখার খাঁচা এবং ধনুকটি তার হাতে দিয়ে বলল, 'এগুলো যত্নে রাখ। কারণ, এসব স্বর্ণ-জঙ্গলের (Golden wood) লেডির কাছ থেকে পেয়েছি।'

লোকটির চোখে বিস্ময় নামল। অস্ত্রগুলো সে রূপালী দেয়ালের গায়ে রাখল যেন এগুলোতে হাত ছোঁয়ান ভাগ্যের ব্যাপার। সে বলল, 'প্রমিজ করলাম, কেউ এতে হাত দেবে না।'

এ্যারাগর্ণ ইতস্ততঃ করে কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থাকল। বলল, 'আমি আমার আন্তুরিলকে অপর হাতে হস্তান্তর করি এটা আমরা ইচ্ছা না।'

হামা বলল, 'কিন্তু এটা থিওডেনের ইচ্ছা।'

থিঙ্গল-পুত্র থিওডেন মার্কের লর্ড জানি। কিন্তু গন্ডরের উত্তরাধিকারী এ্যারাগর্ণের ইচ্ছার ওপরে প্রভূত্ব করার বাসনা তার হল কেন তা আমার কাছে স্পষ্ট না।'

দ্রুত দ্বারের কাছে গিয়ে পথ আটকিয়ে হামা বলল, 'এটা থিওডেনের গৃহ, এ্যারাগর্ণ

না, হোক সে ভিনেথরের গন্ডরের আসনের সিংহাসন কিং।' তার তলোয়ারের অগ্রভাগ আগন্তুকের দিকে তাক করা।

গ্যান্ডালফ বলল, 'এ অলস কথাবার্তা। লিভডেনের দাবি নিস্প্রয়োজন, তবে তা প্রত্যাখ্যান করা অপকারি। একজন রাজা তার স্বগৃহে নিজ নিয়মে চলবে, হোক সে নিয়ম বোকামিপূর্ণ বা বিজ্ঞাচিত।'

এ্যারাগর্ণ বলল, ঠিক। যদি এটা কাঠুরিয়ার কুঠির হতো তবে গৃহকর্তা যে নির্দেশ দিয়েছে আমিও তাই দিতাম। অবশ্যই অন্যসব বাদে আন্ডুরিলখানি সাথে থাকতে পারবে। হামা বলল, 'এর নাম যা হোক না কেন, তুমি এখানে ও জিনিসটা রাখতো, যদি ইদোরাসের সকলের বিরুদ্ধে তোমাকে একা লড়তে না হয়।'

'একা না!' গিম্‌লি কুঠারের ধার পরীক্ষা করে হামার প্রতি কালো দৃষ্টি ফেলে বলল। তার চাহনিতে বোঝা গেল যদি হামা তরুণ বৃক্ষ হত তবে তাকে ফেঁড়ে ফেলতে কোন আপত্তি নেই।

গ্যান্ডালফ বলল, 'থাম, থাম! এখানে আমরা সবাই বন্ধু বা বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত। তা না হলে মর্ডরের বিদ্রূপ আমাদেরকে পুরস্কৃত করবে। আমার কাজের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। গুডম্যান হামা, এই আমার তলোয়ার। ভাল করে রেখ। এর নাম গ্লামড্রিং, বহু আগে এলফরা গড়েছিল। এখন আমায় যেতে দাও। এস এ্যারাগর্ণ।'

এ্যরাগণ ধীরে বেল্টের বক্‌লস খুলে তার তলোয়ার দেয়ালের গায়ে মাথা উপর দিকে রেখে খাড়া করে রাখল।

সে বলল, 'এই আমি এখানে রাখলাম, কিন্তু খবরদার এটা খুশ করবে না এবং অন্য কাউকে ধরতে দিবে না। এ এলফ তরোবারিকোষে এমন অমিবাস করে যা একদিন চূর্ণ হয়েছিল, এবং এখন তা পুনর্গঠিত হয়েছে। টেল্কার (Telchar) এটা তৈরি করেছিল সময়ের শুরুতে প্রতিটি মানবের কাছে আসা মৃত্যু ইলেন্ডিলের তলোয়ারকে টানে, কিন্তু তার উত্তরাধিকারিকে না।' রক্ষী পিছু হটে বিস্ময়াভিভূত হয়ে এ্যারাগণকে দেয়াল। সে বলল, ' বোধ করি তুমি মুছে যাওয়া জামানার গানের পাখায় ভর করে উড়ে এলে। লর্ড, এটা তোমার নির্দেশ মোতাবেক থাকবে।'

গিম্‌লি কুঠারখানি ফ্লোরের দিকে নিতে নিতে বলল, ' বেশ, তাহলে আন্ডুরিলের পাশে আমার এ জিনিসটা থাকতে লজ্জা পাবে না। এখন তো তোমার ইচ্ছামাফিক সন কিছু হল, আমরা তাহলে তোমার মনিবের কাছে চলি!'

রক্ষী তবুও ফ্যাসাদ করল। সে গ্যান্ডালফকে বলল, 'তোমার লাঠি! মাফ করো, ওটাও দরজায় রাখতে হবে।'

গ্যান্ডালফ বলল, 'বোকার হাড্ডি! দূরদর্শিতা এক জিনিস। আবার, অসৌজন্য আর এক জিনিস। আমি বৃদ্ধ। আমি এ লাঠিতে ভর দিতে না পারলে এখানেই বসে থাকব যতক্ষণ না থিওডেন নিজে আমার এখানে ঢ্যাঙ্গাতে ঢ্যাঙ্গাতে এসে কথা বলে।'

এ্যারাগর্ণ হাসল। বলল, 'প্রত্যেকের এমন কিছু থাকে যা ছেড়ে সে অন্য কিছুর পরে নির্ভর করতে পারে না। তুমি কি একে ওটা ছাড়া করতে চাও? তুমি আমাদের প্রবেশ

করতে দিবে কি?'

'যাদুকরের হাতের লাঠি বয়সের তুলনায় ঠেকানোর থেকে অধিক কিছু হতে পারে,' হামা বলল। সে বৃদ্ধের এ্যাশ কাঠের লাঠির দিকে তাকাল। তবু কোন ষাড়ের গোবর ছাড়া যে কেউ স্বীয় প্রজার পর নির্ভর করবে। তো, আমার বিশ্বাস, তোমরা বন্ধু ও সম্মানের উপযুক্ত, তোমাদের কোন কুমতলব নেই। ভেতরে যাও।

এখন গার্ডরা দ্বারগুলোর ভাবী বার তুলে দিল, সেগুলোর প্রচণ্ড কব্জার ক্যাঁক্যোঁচ করে আওয়াজ হল। মুসাফিররা প্রবেশ করল। ভিতরে অনুকার ও উষ্ণতা অনুভূত হল। মুসাফিররা প্রবেশ করল ভিতরে অন্ধকার ও উষ্ণতা অনুভূত হল। প্রস্থ, দীর্ঘ হলঘরখানি ছায়া আর আধজ্বলা আলোতে পরিপূর্ণ; দানবাকার পিলারের উপরে সুউচ্চ ছাদ। কিন্তু পূর্বদিকের জানালাগুলো দিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল কিরণের স্বাতরা ফালি ভেতরে ঢুকে এখানে ওখানে পড়ে ছিল। ধোয়া নির্গতকারি খড়ের ক্ষুদ্র আঁটির উপরে ছাদের চিলেকোঠার মধ্য দিয়ে আকাশ বিবর্ণ নীল দেখাল। তাদের দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে গেল। মুসাফিরদের অনুমান হল বহু রং এর পাথরে মেঝেটি চাকচিক্যভাবে নির্মিত; রুণ অক্ষরে শোভিত অসংখ্য রহস্যাবৃত প্রতীক তাদের পদতলে একাকার হয়ে পাকিয়ে ছিল। এখন তারা বুঝতে পারছে পিলারগুলো জাঁকানো খোদাইয়ে মুদ্রিত এবং সেগুলো থেকে সোনালী বুজবুজে রং ঠিকরে পড়ছে। দেয়ালে ঝোলান ছিল কাজ করা বহু কাপড়। সেখানে সেলাই এর কারুকার্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রাচীন মিথের চলমান প্রতিমূর্তি, কতক চিত্র বয়সের ভারে নিষ্প্রভ, কতক ছায়াকৃত। কিন্তু একটা ছবির ওপরে সূর্যালোক পড়েছিল। দেখা গেল কোন তরুণ যুবকের এক শুভ্র অশ্ব-পৃষ্ঠে। সে অতিকায় এক হর্ণ বাজাচ্ছিল, এবং তার হরিৎ কেশধাম হাওয়ায় উড়ছিল। ঘোড়ার মাথাটা ছিল উত্তোলিত, আর নাসারন্ধ্র প্রশস্ত ও লাল, যেন দূরের কোন যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে হ্রেষা রবে ডেকে যাচ্ছে। এটার হাটুর চৌদিকে ফেনায়িত সবুজ বা সাদা পানি উর্দ্ধশ্বাসে ঘূর্ণি খেয়ে চলল।

'ইয়র্ল দ্য ইথংকে দেখ!' এ্যারাগর্ণ বলল। 'এভাবে সে নর্থ থেকে সেলিব্রান্টের রণক্ষেত্রে (Battle of the Field of Celebrant) হাজির হয়।'

চার সাথী এখন সামনে গেল, হলের মাঝের দীর্ঘ উনুনের জ্বলন্ত আগুন পার হল। তারপর থামল। হলের দূর প্রান্তে তিন সিঁড়ির এক উত্তরমুখী মঞ্চ এবং এ মঞ্চের মধি-্যখানে গিল্টি করা প্রকান্ড এক চেয়ার ছিল। সেখানে আসনে বয়স্ক এক লোক এত নতজানু হয়ে বসেছিল যে তাকে প্রায় বামুন প্রকৃতির লোক মনে হল; তবে তার শুভ্র দীঘল কেশের বেনী কপালে বা সরু সোনালী টিকলির নিচ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। আবার দুই ভ্রূযুগলের মাঝ বরাবর সামান্য উপরে এক হীরের টিপ। তার শ্বশ্রুরাশি হাঁটুদেশে তুষারের মত ছড়িয়ে আছে; তবে আগন্তুকদের দিকে তাকালে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রকাশিত হল। তার চেয়ারের পিছনে শুভ্রবসনা এক নারী দাঁড়িয়ে। তারা পদতলে আসীন বিশীর্ণ এক লোক, মুখাবয়ব বিবর্ণ অথচ বিজ্ঞোচিত, চোখের পাতা অস্বাভাবিক ঝুলন্ত।

নিঝুম পরিবেশ। বৃদ্ধ চেয়ারে অনড়। এক পর্যায়ে গ্যান্ডলফ বলল, 'ওহে, থিঙ্গলপুত্র

লিওডেন! আমি ফিরেছি। দেখ! ঝড় আসছে! মিত্রদেব একত্রিত হতে হবে নইলে একে একে ফুরিয়ে যেতে হবে।'

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠল, সাদা হাতলের ক্ষুদ্র কালো লাঠিখানিতে পুরোপুরি ভর করে দাঁড়াল। এবং আগন্তুকরা বুঝল বৃদ্ধ কুঁজো হলেও দীর্ঘ এবং যৌবনকালে সত্যিকারার্থে আরো লম্বা ও গর্বোদ্ধত ছিল!

'তোমাকে শুভেচ্ছা', সে বলল, সম্ভবত তুমি অভ্যর্থনার প্রত্যাশী। কিন্তু মাস্টার গ্যান্ডালফ সত্য বলতে কি, এখানে তোমার সম্ভাষণ পাওয়াটা সন্দেহপূর্ণ। তুমি সবসময়ে দুঃখ বিলাপের সংবাদ রয়ে গেলে। সমস্যা তোমাকে সদা তাড়া করে ফেরে এবং তোমার সমস্যা ক্রমাগত খারাপ। তোমাকে আমি বঞ্চিত করব না। স্যাডোফ্যাক্স আরোহী বিহীন ফিরে এসেছে শুনে আমি উল্লাস করেছি। ইয়োমার যখন বলল তুমি শেষ পর্যন্ত তোমার গৃহে ফিরে গেছ তখন আমি শোকাকুল হইনি। তবে দূর থেকে প্রাপ্ত বার্তা কদাচিৎ সত্য হয়। তুমি আবার এখানে এলে! এবং প্রত্যাশামাফিক সঙ্গে করে এনেছ পূর্বের থেকে খারাপ কিছু বোধ করি। ঝড়ের পাখি (Gandalof), তোমাকে অভ্যর্থনা জানানো কি উচিত হবে? বল আমাকে।' সে আবার আস্তে করে চেয়ারে বসল।

মঞ্চের সিঁড়িতে বসতে বসতে বিবর্ণ, বিশীর্ণ লোকটি বলল, 'লর্ড, তুমি খাটি কথাই বলছ। এখনো পাঁচ দিন হয়নি শুনলাম ওষ্টেমার্সেসে (স্থান) নিহত হল তোমার পুত্র থিঁতড্রেড, তোমার দক্ষিণ হস্ত, মার্কের দ্বিতীয় মার্শাল। ইয়োমারের কথায় আস্থা আনা যায় সামান্যই। তাকে শাসনদণ্ড দেয়া হলে তোমার দূর্গ প্রাচীন বাঁচাতে কেউ অবশিষ্ট থাকত না বললে চলে। এবং এ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে (গন্ডর থেকে) যে ডার্কলর্ড ইষ্টে তোড়পাড় সৃষ্টি করে চলেছে। এমন মুহূর্তে এ ভ্রমণকারি ফেরার মনস্তাপ করেছে। মাষ্টার (ঝড়ের পাখি) তোমাকে কি সমুচিত স্বাগত জাননো উচিত? তোমাকে আমি বলব লাথস্পেল (Lath-spell), দুঃসংবাদ; এবং লোকে বলে দুঃসংবাদই দুর্লক্ষণে অতিথি।' সে কঠোর হাসি দিল। এক মুহূর্তের তরে চোখের ভারী পাতা তুলে আগন্তুকদের পানে দুর্জেয়, পলকহীন নজরে তাকিয়ে রইল।

কোমল স্বরে গ্যান্ডালফ জবাব দিল, 'বন্ধুবর ওয়ার্মটাং, তোমাকে বিজ্ঞ মনে করা হয়, এবং নিঃসন্দেহে তুমি তোমার প্রভুর একনিষ্ঠ সমর্থক। একজন ব্যক্তি দুরকমে খারাপ সংবাদ আনতে পারে। হয় সে দুষমনের শ্রমিক হবে, না হয় সে হবে হাওয়ায় ভাসা নিঃস্ব পাতার মতো যা শুধুমাত্র দরকারে সাহায্য ভিক্ষে করতে আসে।'

ওয়ার্মটাং বলল, 'হ্যাঁ এরকমই তবে তৃতীয় আর এক দল আছে যারা হাড্ডি কুড়ানি অন্যের ব্যাপারে অহেতুক নাক গলানোয় পাকা, পঁচা গোস্ত-ভোগী কুক্কুট যা শুধু যুদ্ধলগ্নে গতরে মোটা হয়। স্টর্মক্রো, এ যাবত তুমি কি কখনো সাহায্য বার্তা এনেছ? আর এখন বা কী আনলে? খবর হল এই যে, শেষ পর্যন্ত তুমি এখানেই সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, এবং আমার মনিব যে কোন একটি অশ্ব নিয়ে তোমাকে কেটে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিল। আর তুমি সকলকে বিস্মিত করে স্যাডোফ্যাক্সকে নিয়ে গেলে। আমার লর্ড এতে সাংঘাতিক

মুচড়ে পড়ে। তবু কেউ কেউ মনে করল এদেশ থেকে তোমাকে খেদানোর উপকারিতা অশ্বের মূল্য থেকে ঢের বেশি। বোধ করি আরো একবার একই কাজ করা ঠিক হবে। জানি, তুমি এসেছ সাহায্য নিতে দিতে না। তোমার সাথে লোকবল আছে কি? আছে কি অশ্ব তলোয়ার, বর্শা? আমি এগুলোকে সাহায্য বলি। এখন এ সমস্ত আমাদের দরকার। কিন্তু তোমার লেজে লেনো আছে এ সব কারা? ধূসর বরণের তিন জীর্ণ-শীর্ণ ভবঘুরে, আর চার কুতুবের (বিশেষ কিছু) তোমাকেই বড় কুতুব লাগে!'

গ্যান্ডালফ বলল, 'হে যিঙ্গল-তনয় থিওডেন, সম্প্রতি তোমার গৃহে সৌজন্যবোধ হ্রাস পেয়েছে। তোমার গেটের ম্যাসেজার কি আমার সাথীদের কথা বলনি, রোহানের কোন লর্ড এরকম তিন মেহমানকে কদাচিৎ অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছে। তারা এমন অস্ত্রপাতি তোমার দ্বারে রেখেছে যেগুলো বহু শক্ত-সমর্থ মরণশীল জীব থেকে মূল্যবান। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ এলফ ডিজাইনের, এ কারণে সেগুলো ধূসর আর এসব পরিহীত অবস্থায় তারা তোমার আবাসে আসার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে বড় বড় সংকট উতরিয়েছে।'

ওয়ার্নটাং বলল, 'তাহলে ইয়োমাবের এ রিপোর্ট কি সত্যি যে তুমি গোল্ডেন উডের (স্বর্ণ জঙ্গল) যাদুকারিনীর সাথে যোগা-যোগ রাখ? ডুইমর্ডেনে (মায়াময় লরিয়েল) যে যত্রতত্র যাদু জাল বিছানো থাকে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।'

গিম্‌লি সামনে এক কদম এগিয়েছে মাত্র, আর তখনই গ্যান্ডালফ তার কাঁধে থাবা বসিয়ে গতিরোধ করল এবং সে পাথরের মত দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ডুইমর্ডেন, লরিয়েনে
মেনের পদধূলি কদাচিৎ পড়েছে,
সুদূর কালের জ্বলজ্বলে সব আলোক মালা,
দেখেছে কিনা কোন মানব যায় কদাচিৎ বলা।
গ্ল্যাড্রিয়েল! গ্ল্যাড্রিয়েল।
স্বচ্ছ বারি তোমার কূপের যাদুকরী খেল।
দুধেল করে ধরে শুভ্র তারকা কলঙ্ক সব রেখা।
তোমার পাতা, তোমার ভূমি যাদু বলে দূর করেছ আছ।
লরিয়েনের ধাঁধার জগৎ
মরণশীলের স্বপ্ন জগৎ।

এভাবে আবেগভরে গানটি গেয়ে গ্যান্ডালফ আকস্মাৎ বদলে গেল। ছেঁড়া-ফাঁড়া আলখিল্লা এক পাশে ছুড়ে ফেলে লাঠির সহায়তা ছাড়াই খাড়া হয়ে দাঁড়াল এবং পরিষ্কার নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'গিল্যাড পুত্র গ্রিমা জ্ঞানীরা সেটুকু বলে শুধুমাত্র যেটুকু তারা জানে। তুমি এক অথর্ব ওয়ার্ম (পোকা) হয়ে পড়েছ! অতএব চুপ করো এবং ফর্কের মতো জিহ্বা দন্তের আড়ালে সংযত রাখ। আমি আগুন, পানি, মরণ পায়ে ঠেলে এখানে চাকরের সাথে

অহেতুক প্যাচাল পাড়তে আসিনি।

সে তার লাঠি তুলল। বজ্রের ধ্বনি উঠল। পূবের জানালাগুলোর সূর্যালোক মুছে গেল; সমস্ত হলঘরে অকস্মাৎ রাতের আঁধার নামল। চুল্লির আগুন ক্ষীণ হয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হল। শুধু গ্যান্ডালফকেই দেখা যাচ্ছিল, কৃষ্ণাভ উনুনধারে দীর্ণ এক সাদা মূর্তি। অন্ধকারে ওয়ার্মটাং-এর ফোস ফোস শব্দ শোনা গেল। বলল, 'লর্ড, আমি কি তোমাকে তার লাঠি নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেইনি? মূর্খ হামা আমাদেরকে প্রতারিত করেছে।' একটা বিদ্যুৎ ঝলকে যেন ছাদ দু'ভাগ হয়ে গেল। তারপর সবকিছু নিরব। ওয়ার্মটাং হামাগুড়ি মেরে মুখ লুকাল।

গ্যান্ডালফ বলল, 'এখন কি তুমি আমার কথা শুনবে, থিওডেন? তুমি কি সাহায্য চাও? সে তার লাঠি উঁচিয়ে উপরের এক জানালার দিকে তাক করল। সেখানটায় হালকা অন্ধকার এবং ওখান থেকে বহু দূরের এক খন্ড চকমকে আকাশ দেখা গেল। 'সবকিছু অন্ধকার না। সাহস রাখ, লর্ড অব দ্য মাক; কারণ অধিকতর ভাল সুযোগ তুমি পাবে না। হতাশাবাদীদের জন্য আমার কোন পরামর্শ নেই। তবু আমি তোমার সাথে পরামর্শমূলক কথাবার্তা বলতে পারি। শুনবে কি? এসব কথা সব কানের জন্য না। আমি বলছি, তুমি বেরিয়ে এসে চারিদিকে তাকাও। তুমি অনেকদিন ছায়ায় বসে লম্বা কথা আর খোসামোদকে বিশ্বাস করেছ।'

থিওডেন আস্তে আস্তে চেয়ার ছাড়ল। হলে আবার ক্ষীণ আলো জেগে উঠল। মহিলা-টি তড়িঘড়ি করে রাজার হাত ধরল। তারপর বৃদ্ধ মঞ্চ থেকে অবতরণ করে 'ধীর কদমে চলল। ওয়ার্নটাং ফ্লোরে পড়ে থাকল। তারা দরজা পর্যন্ত আসল। গ্যান্ডালফ নক করল। 'খোল! মার্কের লর্ড এসেছে!' দরজা মেলে গেল এবং তীক্ষ্ণ বাতাস শোঁ শোঁ করে ভিতরে ঢুকল। পাহাড়ের উপরে হাওয়া দাবড়ে বেড়াচ্ছিল।

'তোমার গার্ডদের পাঠিয়ে দাও,' গ্যান্ডালফ বলল, আর লেডী, তুমি কিছুক্ষণ তাকে আমার কাছে রেখে যাও। আমি তার তত্ত্বাবধান করব।'

'যাও ইয়োইন, ভগিনী কন্যা!' বৃদ্ধ রাজা বলল। 'ভীতির মুহূর্ত কেটে গেছে।'

মহিলাটি পিছ ফিরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করল। তোরণগুলো পার হওয়া মাত্র পিছনে তাকাল। চেহারায় তার গাম্ভীর্য আর চিন্তার ছাপ, চোখে শীতল করুণা নিয়ে রাজার পানে তাকাল। মনোরম তার চেহারা, দীঘল কেশরাশি যেন স্বর্ণনদী। রূপালী কোটিবন্ধের শুভ্র পোশাকে সে কৃশকায়, দীর্ঘাঙ্গীনি; অথচ মনে হলো শক্ত-সমর্থ, ইস্পাত কঠিন, রাজকন্যা বটে। এ্যারাগর্ণ জীবনে প্রথমবারের মতো রোহানের লেডি ইয়োইনকে এ রূপে দর্শন করল, এবং ভাবল তার সৌম্য-শান্ত মূর্তি আর সৌন্দর্য নিয়ে। সে যেন বিবর্ণ বসন্ত প্রভাতের মতো, এখনো পূর্ণাঙ্গ নারীসুলভ হয়ে ওঠেনি। এবং ইয়োইন হঠাৎ তার সম্পর্কে চকিত হল : রাজ বংশের দীর্ঘদেহী উত্তরাধিকারী, অনেক শীত পেরোনো পণ্ডিত, ধূসর আলখিল্লা, সেখানে লুকিয়ে এমন এক ক্ষমতা যা সে অনুভব করল। মুহূর্তকাল সে পাথরের মূর্তির ন্যায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ফিরে দ্রুত অন্তর্হিত হল।

গ্যান্ডালফ বলল, 'লর্ড, এখন তোমার ভূখন্ডের দিকে নজর কর! আবার মুক্ত হাওয়া খাও।'

উঁচু ভবনের পৌঁচ থেকে তারা নদীর ওপারের অস্পষ্ট ধূসর রোহানের সবুজ মাঠ দেখতে পেল। বাতাস তাড়িত বৃষ্টি পর্দা ফালির আকারে তীর্যকভাবে পতিত হচ্ছে। উপরের ও পশ্চিমের আকাশ এখনো অন্ধকারে ঢাকা এবং দূরের গুপ্ত পাহাড়শীর্ষে বিদ্যুচ্ছটা খেলেই চলেছে। কিন্তু হাওয়া উত্তরে ঘুরে পৌঁছে এবং যে ঝড় পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল তা ইতোমধ্যে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে হটে গেছে। হঠাৎই তাদের পশ্চাতে মেঘের ফাঁক দিয়ে একটা সূর্যরশ্মি খপাৎ করে নিচেই পড়ল। পড়ন্ত বৃষ্টি রূপো হয়ে জ্বলে উঠল, আর দূরের নদী চকমকে কাঁচ বনে গেল।

'এখানে তেমন অন্ধকার না,' থিওডেন বলল।

গ্যান্ডালফ বলল, 'অবশ্যই না। আরো ভাবতে পার, এখানে বয়সের ভার কাঁধে অতটা চেপে বসবে না। তোমার ঠেকনো সরাও!'

রাজার হাত থেকে কালো লাঠিখানি পাথরের পর পড়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলল। সে আপনাকে ধীরে টেনে তুলল, যেমন তুলে থাকে নত হয়ে দীর্ঘক্ষণ কর্মরত শক্ত মেরে যাওয়া শরীরগুলো। এখন সে সেখান ঋজু হলে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি নীলাভ হল।

'সম্প্রতি আমার স্বপ্নগুলো অন্ধকার হয়ে গেছে,' সে বলল, 'কিন্তু আমি সদ্যজাগ্রত কারো মত অনুভব করছি আমার আশংকা তুমি অনেক বিলম্ব করে ফেলেছ, গ্যান্ডালফ। আমার ঘরের শেষ পরিণতি দেখার জন্য তুমি এলে। ইয়র্লপুত্র ব্রেগোর তৈরি এ উচু হল আর বেশিক্ষণ টিকবে না। সুউচ্চ সিংহাসন আগুনে গিলে খেল বলে। এখন কী করা?

'অনেক কিছু,' বলল গ্যান্ডালফ। 'তবে আগে ইয়োমারকে ডেকে পাঠাও। গ্রিমার পরামর্শে তাকে বন্দী করেছ করোনি? থিওডেন বলল, 'সত্য, সে আমার আদেশ অমান্য করেছে, আমার ঘরেই গ্রিমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে।'

'যে কেউ তোমাকে ভালবাসতে পারে, আর ওয়ার্মটাংও তার পরামর্শকে ঘৃণাও করতে পারে, বলল গ্যান্ডালফ।

'তা হতে পারে। তুমি যা বল তাই করব। দ্বাররক্ষী হিসেবে বিশ্বাসঘাতক চিহ্নিত হলে তাকে আমি রানার বানিয়ে ছাড়ব। অপরাধ অপরাধকে টেনে আনে' থিওডেন বলল কঠিন সুরে, তথাপি গ্যান্ডালফের দিকে সৃষ্টি নিয়ে মৃদু হাসল।

হামা এসে আবার যখন চলে গেল, তখন গ্যান্ডালফ থিওডেনকে এক পাথুরে আসনে বসাল, আর সে নিজে রাজার সমুখে উঁচু সোপানে বসল। এ্যারাগর্ণ সাথীসমেত নিকটে দাঁড়িয়ে।

গ্যান্ডালফ বলল, 'যতটা তোমায় শোনা উচিত ততটা বলার সময় নেই। তবে আশার গুড়ে বালি না পড়লে খুব শিগ্রই খুলে বলব। শোন, ওয়ার্মটাং এর ধারণা থেকে তুমি আরো মুশকিলে আছ। ভাবতে পার, আর স্বপ্ন দেখছ না। তুমি বাঁচবে। গন্ডর রোহান

একাকী টিকে থাকতে পারবে না। এনিমি (সাউরান) ধারণাতীত শক্তিশালী তবু আমাদের এক পথ আছে যা সে অনুমান করেনি।

গ্যান্ডালফ দ্রুত কথা বলে চলল, স্বর অনুচ্চ ও রহস্যময়। রাজা ছাড়া আর কেউ শুনল না। কথা শোনার ফাঁকে থিওডেনের চোখে যেন আগুন লাগল এবং শেষ মুহূর্তে সিট ছেড়ে একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তারা উভয়ে সুউচ্চ স্থান থেকে ইষ্টের (East) দিকে দৃষ্টি ঘোরাল। গ্যান্ডালফ এখন স্পষ্ট ধারাল সুরে ঝংকার তুলে বলল, 'নিশ্চয়ই এ দিকটা আমাদের ভরসা যেদিকে বড় ভীতি ঘাপটি মেরে আছে। মাউন্ড ডুম (অগ্নিখনি) যেন এক সূতায় ভর করে আছে। তবুও আশা আছে। যদি আমরা আর কিছুক্ষণ অপরাজিত থাকতে পারি।'

এবার সকলে পূর্বদিকে তাকাল। মাইলকে মাইল বিচ্ছিন্ন ভূখন্ড পেরিয়ে দুরান্তরের দৃষ্টি সীমানায় অপলক নেত্রে নজর ফেলে রাখল। এখনো আশা .আর ভাবনা ডার্ক মাউন্টেনের উপর দিয়ে তাদেরকে ছায়া ঢাকা দেশে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রিং-বাহক এখন কোথায়? যে সূতোর সর্বনাশ ঝুলে আছে তা যে কত সরু! দূর দৃষ্টি দিয়ে কি একটা কিছু যেন দেখল ল্যাগোলাস; বোধ হয় দূরে টাওয়ার অব গার্ডের শীর্ষে সূর্য মিটমিট করে উঠল। এবং আরো দূরে, অন্তহীন দূরে এক জিহ্বাসদৃশ শিখার সাক্ষাত হুংকার।

ধীরে বসে পড়ল থিওডেন, গ্যান্ডালফের কথাগুলো এখনো যেন তার মধ্যে সাবধানী তোড়পাড় তুলছে। মুখ করল সে তার প্রকান্ড গৃহের পানে। হায়রে! এ সৃষ্টি ছাড়া সময় আসল আমার বৃদ্ধ বয়সে যখন একটু শান্তি দরকার যা আমিই উপার্জন করেছিলাম। দুঃখ হয় সাহসী ব্রোমির তোমার জন্য! কাঁচা পাতা খসে গেল!' কুঞ্চিত হস্তে সে তার হাঁটু জাবড়ে ধরল।

'তোমার আঙ্গুল যৌবনী শক্তি ফিরে পাবে যদি সেগুলো আবার কোন তলোয়ারের আছাড়ে হাত রাখে' স্যান্ডালফ বলল।

থিওডেন তার পার্শ্বদেশ হাতড়াল, তবে বেল্টে কোন তলোয়ার ছিল না। দম ফেলে ফিস ফিস করে বলল, 'হামা এটা কোথায় রেখেছে?'

'এটা 'ধরুন, আলমপানা,' স্পষ্ট এক স্বর বলল। 'এটা সদা আপনার সেবায় নিয়োজিত।' দুজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে শীর্ষ থেকে কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে ইয়োমার। তার মস্তক শিরস্ত্রাণহীন, বক্ষদেশও আচ্ছাদনবিহীন, কিন্তু হাতে উন্মুক্ত অসি। হাঁটু গেঁড়ে বসে এটা সে মনিবকে দিল।

'কিভাবে এল এ,? থিওডেন হুংকার ছেড়ে বলল। ইয়োমারের দিকে ঘুরল সে, লোকেরা তার দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকাল : উদ্যত আর ঋজু হয়ে দন্ডায়মান। লাঠি ধরে চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা সে বুড়ো এখন গেল কোথায়?

'এটা আমার ডিউটি, লর্ড, হামা কাঁপতে কাঁপতে বলল। 'ইয়োমার ছাড়া পাবে আমি বুঝেছিলাম। আনন্দের বাড়াবাড়িতে মাথামুন্ডু গুলিয়ে নিলাম। তাই, মুক্তির পর তার নির্দেশ অনুসারে তার তলোয়ার আনলাম।'

'আপনার পায়ে রাখার জন্য, মাই লর্ড,' ইয়োমার বলল। এক লহমার নিরবতার মধ্যে থিওডেন নতজানু ইয়োমারের প্রতি সৃষ্টি নিবদ্ধ করল। উভয়েই নিশ্চল।

'তুমি নিবে না তলোয়ার?' গ্যান্ডালফ বলল। থিওডেন ধীরে হাত বাড়াল। আছাড়ে হাত লাগার সাথে সাথে দর্শকরা বুঝল যে লর্ডের শীর্ণ বাহুতে দৃঢ়তা আর বীর্য ফিরে এসেছে। অকস্মাৎ পাতখানি শূন্যে তুলে ধরে সে পোপো শব্দে ঘোরাতে লাগল। তারপর দিল এক মহা চিৎকার। বাহু যুগলের উদ্দেশ্যে রোহানেরা ভাষায় সুর করে আবৃত্তি করল ঝংকার ময় স্তুতি ঃ

জাগো, এবার জাগো, থিওডেনের আরোহিরা।
জাগো আতঙ্ক হয়ে পূর্বলুক অন্ধকারা।
ঘোটকে লাগাম পরাত, শিঙা বাজাও!
আসিতেছে ইয়র্লিঙ্গাস!

ইয়োমার চিৎকার দিল, 'থিওডেন গৃহ জিন্দাবান্দা! সাংঘাতিক আনন্দের কথা। আমরা আবার আপনাকে স্বরূপে দেখতে পাচ্ছি। গ্যান্ডালফ, দ্বিতীয়বার কখনো বলা হবে না যে, শুধু তুমি ক্রন্দন, মার্সিয়ার খবর নিয়ে এসো।'

'তোমার তরবারি ফিরিয়ে নাও, ভগিনীতনয় ইয়োমার!' রাজন বলল। 'যাও হামা আমার স্বীয় অসি খুঁজে আন! গ্রিমার তত্ত্বাবধানে আছে। তাকেও আমার সামনে আন। গ্যান্ডালফ, তুমি কিছু পরামর্শ দিতে চেয়েছিলে। কী সে পরামর্শ?'

'ইতিমধ্যে তুমি তা পেয়ে গেছ,' জবাব দিল গ্যান্ডালফ। 'জটিল চিত্তের কারো থেকে ইয়োমারকে একিন করা ঠিক হবে বলতে চেয়েছিলাম। দুঃখ-ভীতি ঝেড়ে ফেল। নাগালেরা মধ্য থেকে কাজ করতে হবে। অশ্বচালনায় দক্ষ-এমন প্রত্যেককে এখুনি ওয়েস্টে প্রেরণ করতে হবে যেমনটি ইয়োমার তোমাকে বলেছে ঃ হাতে যতক্ষণ সময় আছে ততক্ষণ অবশ্যই সারুম্যানের হুমকি ধামকিকে নস্যাৎ করব। ব্যর্থ হলে মারা পড়ব। আর এতে সফল হলে পরবর্তী টার্গেট নির্ধারণ করব। এর ফাঁকে নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে তোমার যে লোকেরা অবশিষ্ট আছে–তাদেরকে পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয়শিবিরে স্থানান্তর করতে হবে। তারা কি দুর্দিনের বিরুদ্ধে সজাগ আছে? প্রস্তুত হতে বল তাদের, কিন্তু জলদি, কোন মালামাল নিয়ে বোঝা ভারী করার দরকার নেই। জানটা সাথে থাকলে যথেষ্ট।'

'এ পরামর্শ ভালই মনে হচ্ছে,' থিওডেন বলল। 'আমার সব লোকদের প্রস্তুত থাকতে হবে! কিন্তু গ্যান্ডালফ তুমি বলছিলে আমার দরবারে সৌজন্যহ্রাস পেয়েছে, সত্য বটে। সারারাত তুমি পায়চারী করেছ, এবং সকাল গড়িয়ে যাচ্ছে। নাওয়া-খাওয়া নিদ্রা কিছু নেই তোমার। অতিথিশালার ব্যবস্থা করা হবে; সেখানে তুমি আহারান্তে নিদ্রা যাবে।'

এ্যারাগর্ণ বলল, 'আরো আছে লর্ড। ক্লান্তদের কোন বিশ্রাম নেই। রোহানের লোকদের আজই যাত্রা করতে হবে, আমরা সাথে আছি, সাথে থাকবে কুড়াল তলোয়ার, তীর-ধনুক। লর্ড অব দ্য মার্ক, এগুলো আপনার ভবনদেয়ালে হেলান দিয়ে রাখার জন্য

আনিনি। ইয়োমারের নিকট অঙ্গীকার করেছিলাম যে আমার এবং তার তলোয়ার একসাথে কোষ মুক্ত হবে।

'সত্যি এখনো জয়ের আশা আছে।' ইয়োমার বলল।

'তা বটে,' গ্যান্ডালফ বলল। 'কিন্তু আইজেন গার্ড শক্তিশালী। এবং অন্যান্য আপদ নিকটেই কড়া নাড়ছে। থিওডেন, যেতেই যখন হচ্ছে, বিলম্ব করো না। তোমার লোকদেরকে পাহাড়ের হোল্ড অব ডান হারোর (Hold of Dunwarrow) দিকে চটজলদি পরিচালনা করো!

রাজন বলল, 'শুধু তাই না গ্যান্ডালফ! রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে তুমি তোমার নিজক্ষমতার কথা জানো না। আমি নিজেই যুদ্ধে যাব, সম্মুখসমরে পতিত হব যদি এ-ই নিয়তিতে থাকে। এভাবেই আরামে ঘুমোব।'

'তারপর রোহানের পরাজয় গানে গানে সমুজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে,' এ্যারাগর্ণ বলল। নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা সশস্ত্র লোকেরা হাতিয়ারে ঝনঝনানি তুলে চিৎকার দিলঃ 'মার্কের লর্ড যুদ্ধে যাচ্ছে! আসিতেছে ইয়ার্লিগাস।'

'তবে তোমার লোকেরা নিরস্ত্রও থাকবে না, স্টিয়ারিংহীনও থাকবে না। তোমার পরিবর্তে কে তাদের গাইড করবে?'

থিওডেন জবাব দিল, 'যাবার আগে তা ভাবব। এখানে আমার পরামর্শদাতা আছে।'

এ মুহূর্তে হামা আবার হল থেকে বেরিয়ে আসলো। তার পিছনে দুজন গ্রিমা দ্য ওয়ার্মটাংকে চ্যাং-দলা করে ধরে হাঁটছিল। তারা মুখমন্ডল অত্যাধিক 'ধবল, সূর্যালোকে চোখ বুড়বুড় করছিল। হামা হাঁটু গেঁড়ে সোনালী সবুজ রত্নখচিত খাপে ভরা দীর্ঘ তলোয়ারখানি লিওডেনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'লর্ড এই যে হেরুগ্রিম আপনারা প্রাচীন কৃপাণ,' সে বলল। 'এটা তারা সিন্ধুকে পাওয়া গেছে। সে তালা খুলতে অনিচ্ছুক ছিল। সেখানে আরো অনেক কিছু আছে যা লোকে মিস করেছে।'

'তুমি মিথ্যা বলছ,' ওয়ার্মটাং বলল। 'তোমার মনিব এ তলোয়ার আমার তত্ত্বাবধানে রেখেছিল।'

'এবং সেটা তার এখন আবার দরকার,' থিওডেন বলল। 'তুমি তাতে নাখোশ কি?'

'নিশ্চয় না, লর্ড,' ওয়ার্মটাং বলল। 'যতদূর পারা যায় তোমাকে গ্রাহ্য করি। কিন্তু নিজের সামর্থের অধিক খাজনার বোঝা কাঁধে নিও না। অন্যদেরকে এ বিরক্তিকর অতিথিদের দায়িত্ব দাও। তোমার খাদ্য খাবার জাহাজে তোলা হয়ে গেল বলে। তুমি এতে করে যাবে না?'

'যাব,' থিওডেন বলল। 'এবং জাহাজ আমার পাশে অতিথিদের জন্য খাদ্য মজুত রাখা হোক। তারা আজ রওনা দিচ্ছে। দিকে দিকে সংবাদ প্রচার করে দাও! কাছাকাছি যারা, শমন পাঠাও তাদের। প্রতি পুরুষ এবং বীর্যবতী মহিলা অস্ত্র ধরতে সক্ষম, যাদের

অশ্ব আছে তাদের সবাইকে প্রস্তুত হতে বলো, বলো মধ্যান্যের ঘণ্টা দুয়েক আগেই ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফটকে অবস্থান নিতে।'

ওয়ার্মটাং চিৎকার দিল, 'মহাত্মন! যা আশংকা করেছি তাই হচ্ছে। এ যাদুকর তোমাকে জালে ফেলেছে। তোমার পূর্ব পুরুষের স্বর্ণভবন, খাজাঞ্চিখানা রক্ষা করার আর কি কেউ নেই? মার্কের লর্ডকে দেখার কি কেউ নেই? সব কি মরেছে?'

লিওডেন বলল, 'এ যদি যাদুজল হয়, তবে তা তোমার বকবকানি থেকে অধিক স্বস্তিদায়ক বোধ করি। তোমার চিকিৎসাবিদ্যা সত্বর আমাকে পশুর মতো চারপায়ে হাঁটাবে। না, কেউ বাদ থাকবে না, এমনকি গ্রিমাও। তাকেও বোঝাতে হবে। যাও! তোমার অসি থেকে মরীচা ঝেড়ে শান দাও!'

মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে নাঁকিকান্নায় গ্রিমা বলল, 'করুণাময় লর্ড, যে আপনার সেবায় নিঃশেষিত তার ওপর দয়া করুন। আমাকে আপনার থেকে আলাদা করবেন না! সবাই ছেঁড়ে গেলেও আমি অন্তত পাশে রবো। বিশ্বস্ত গ্রিমাকে দূরে ঠেলবেন না!'

'তোমার ওপর আছে আমার দয়া,' থিওডেন বলল। আর আমার থেকে করব পৃথক তোমাকে? আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাচ্ছি, সাথে থেকে তোমার ঈমানের পরীক্ষা দাও। এটা নির্দেশ।'

ওয়ার্মটাং একে একে সবাইকে দেখল। চাহনিতে শিকারি পশুর ভাবসাব, যেন শত্রু দুর্গের ফাঁকফোকর খুঁজছে। লম্বা, ফ্যাকাশে জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট দুটো চেটে নিল। বলল, 'এমন সমাধান হাউস অব ইয়র্লের লর্ডের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, হোক সে বৃদ্ধ। কিন্তু তারা শেষ বয়সের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে তারা যারা তাকে অন্তর হতে ভালবাসে। আমার দেরী হয়ে গেছে বুঝতে–পারছি। রাজনের মৃত্যুতে যাদের অনুশোচনা হবে না বললে চলে তারাই তাকে উস্কে দিয়েছে। আমি তাদের প্রতিহত না করতে পারলেও আমার একটা কথা অন্তত শুনুন লর্ডঃ যে আপনাকে বোঝে ও আপনার নির্দেশের মান রাখে, তাকে ইদোরাসে রেখে যাওয়া উচিত। বিশ্বস্ত কোন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দিন। আপনার কাউন্সিলার ব্রিমার হেফাজতে সবকিছু আপনি না ফেরা পর্যন্ত থাকতে দিন। এ আমার প্রার্থনা, যদিও কোন পন্ডিত এটাকে ভরসাশূন্য কিছু ভাবতে পারে।'

ইয়োমার হাসল এবং বলল, 'মহীয়ান ওয়ার্মটাং, এ প্রার্থনা যদি তোমাকে যুদ্ধ থেকে না বাঁচাতে পারে, নিম্নপদস্থ কোন কাজটি তুমি গ্রহণ করবে? মাউন্টেনে খাবারে বস্তা বয়ে নেয়া কাজ? জানি না কেউ তোমাকে এ কম্মের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকবে কি না।'

গ্যান্ডালফ ওয়ার্মটাং এর ওপর শরদৃষ্টি ফেলল। বলল, 'শুধু তাই না ইয়োমার, মাষ্টার ওয়ার্মটাং এর মতিগতি সব তুমি বোঝ না। সে বড় 'ধৃষ্ট আর' ধূর্ত। এমন কি এ মুহূর্তে সে এক বিপজ্জনক খেলা দেখিয়ে একটা থ্রো লাভ করতে চাচ্ছে। আমার মূল্যবান সময়ের অনেকখানি ইতোমধ্যে সে খেয়ে ফেলেছ। কালনাগ নিপাত যাক!' হঠাৎই সে ভয়ঙ্কর স্বরে বলল। 'তোমার পেটসর্বস্বতা নিপাত যাক! কদ্দিন আগে সারুম্যান তোমাকে খরিদ করেছে? কত টাকার চুক্তি হয়েছে? সব মরে ছাড়ে পটল তুললে টাকা কড়ির ভাগ

পাবে, ইচ্ছামতো নারী, লেডি পাবে? তাই নয় কি? বহুদিন ধরেই এ তামান্না তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। নারীর পিছনে মন ছুটেছে।'

ইয়োমার তার অসির বাট আঁকড়ে ধরল। ভারিক্কি চালে বলল, এ আমি আগেই জানতাম। হলের নিয়ম অমান্য করে এ কারণে তাকে আমি কোতল করতে পারতাম। কিন্তু, অন্য কারণও আছে।' সে সামলে বাড়ল, তবে গ্যান্ডালফ হাত ধরে থামিয়ে দিল।

'লেডি ইয়োইন এখন নিরাপদ' সে বলল। কিন্তু ওয়ার্মটাং তুমি – তুমি ন্যায়পরায়ণ ক্ষণিকের জন্য যা করতে পারতে তা করে ফেলেছে। কম-সে-কম কিছু পুরস্কার তোমার প্রাপ্য। তথাপি, চুক্তি লংঘন করাতে সারুম্যান বেশ পটু। আমার পরামর্শ হল – অবিলম্বে গিয়ে তাকে তুমি এসব অবহিত করা, পাছে সে তোমার একনিষ্ঠ সেবার কথা ভুলে যেতে পারে।'

'মিথ্যুক', ওয়ার্মটাং বলল।

'এ কথা খুব সহজেই হর হর-হামেশা তোমার ঠোঁটে আসে' গ্যান্ডালফ বলল। মিথ্যা বলি না আমি। দেখ থিওডেন, এ হল কালকেউটে! নিরাপদে এটা সাথে নিতে পার না, পারনা আবার পিছনে রেখে যেতে। এটাকে ফুটো করে দেয়াই সঙ্গত হবে। এখন এ যেমনটি তেমনটি সব সময় ছিল না। একদা এ মানুষ ছিল এবং নিজস্বরীতি অনুসারে তোমাকে সেবা দিত। এক্ষুণি তাকে একটা ঘোড়া দিয়ে বিদায় করে দাও, যে তল্লাটে পারে মরুকগে। তার পছন্দ মাফিক তার বিচার তুমি কর।'

'তুমি কি শুনছ, ওয়ার্মটাং?' থিওডেন বলল। 'তুমি আমার সাথে যুদ্ধে যেতে পার যদি তুমি সৎ হও। অথবা যেদিক খুশী সেদিক যেতে পার, তোমার ইচ্ছা। কিন্তু তারপর, আবার যদি আমাদের দেখা হয়–আমি তখন দয়া দেখাব না।'

ওয়ার্মটাং ধীরে উঠল, আঁধবোজা চোখে তাদের দিকে তাকাল। পরিশেষে থিওডেনের দিকে চোখ করে মুখ খুলল যেন কিছু বলবে। অতঃপর আচমকা নিজকে উপর দিকে টেনে লম্বা করল। তার হাতে বল এল, চোখ জোড়া জ্বলে উঠল। সে চোখে এমন এক বিদ্বেষ ছিল যা ঠাউরে লোকেরা এক কদম পিছু হঠলো। সে দাঁত বের করল এবং সাপের মতো শব্দ করে রাজার পায়ের সামনে থুথু মেরে দ্রুত এক পাশে সরে উড়ে যাবার কায়দায় নিচেয় নামল।

'অনুসরণ করো তাকে।' থিওডেন বলল। 'দেখ যেন কারো ক্ষতি না করে, তবে তাকে মারা বা বাঁধা দেবার

দরকার নেই। যদি চায়, একটা ঘোড়া তাকে দাও।

'যদি কেউ তাকে বহন করতে চায়,' ইয়োমার বলল।

রক্ষীদের একজন সিঁড়ি বয়ে দৌড়ে নিচে নামল। অন্য একজন ভবনের পাদদেশের কূপ থেকে তার হেলমেটে পানি ধরে এনে ওয়ার্মটাং এর নোংরা স্থান ধুয়েমুছে পরিষ্কার করল।

'আমার মেহমানরা এবার এসো! যথা সম্ভব ফ্রেশ হয়ে নাও, থিওডেন বলল।'

তারা বিশাল হলে ফিরে গেল। নিচেই শুনতে পেল নকিবের চিৎকার আর রনশিঙ্গার হুংকার। রাজন যুদ্ধে যাচ্ছে, নগরের লোকেরা এবং আশপাশে যারা আছে সবাই সশস্ত্র হয়ে এক জায়গায় সমবেত হোক– এ ছিল ঘোষকের ঘোষণা।

রাজার জাহাজে ইয়োমার এবং অতিথি চারজন। তার পরিচর্যার জন্য ইয়োইনও ছিল। তড়িৎ বেগে তারা খাদ্য পানীয় সেরে নিল। থিওডেন গ্যাণ্ডালফকে সারুম্যান সম্পর্কিত প্রশ্ন করল। আর সকলে চুপ হয়ে গেল।

'তার বেঈমানী এত নিচেই নামবে, কে তা ধারণা করতে পেরেছে?' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'সব সময় সে বিশ্বাসঘাতক ছিল না। সন্দেহ করিনা যে, সে কোনদিন রোহানের মিত্র ছিল। এমনকি তার অন্তঃকরণ যখন শীতল হল, তখনো সে তোমাকে দরকারি মনে করত। কিন্তু বেশ কতকদিন আগ থেকে বন্ধুর মুখোশ পরে সে তোমার ধ্বংস আনার কাজে লেগেছে। আগে ওয়ার্মটাং এর পক্ষে খবর পাচার করা সহজ ছিল, তুমি কি করতে– বলতে– কোথায় যেতে– কি খেতে, নিমেষে সব আইজেন গার্ডে চলে যেত। কারণ, তোমার দেশ ছিল মুক্ত, ঢুকবার-বেরুবার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। আবার অহরহ ওয়ার্মটাং এর কানকথা তোমার চিন্তায় গরল ঢেলেছে। আত্মা হিমেল করেছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ করেছে অবশ–অসাড়। অন্যরা মুখ বুঁজে চেয়ে চেয়ে দেখেছে– কিন্তু বলেনি। কারণ, তোমার ইচ্ছা-সদিচ্ছা তার দখলে ছিল। কিন্তু আমি পালিয়ে এসে তোমাকে যখন সাবধান করলাম তখন মুখোশ ছিন্ন হল। অতঃপর ওয়ার্মটাং বিপজ্জনক ভূমিকায় নামল ঃ সব কিছুতে বিলম্ব ঘটাতে ফিকির খুঁজত। তোমার পূর্ণশক্তি একত্রীকরণ প্রতিরোধ করতে চাইত প্রভৃতি। সে ছল-চাতুরীতে ভরা ঃ লোকের সাবধানতাকে স্তিমিত করত, নৈপূণ্যের সাথে অপরের মধ্যে আতংকের বীজ বুনে স্ব স্বার্থ হাসিল করেছে। তোমার কি মনে নেই যে, কি ঐকান্তিকতার সাথে সে বলল– উপস্থিত বিপদ যখন পশ্চিমে তখন উত্তর দিকে বুনোহাঁস ধরার চেষ্টা করে কি লাভ? ইয়োমার যাতে হানাদার অর্কদের পিছু ধাওয়া না করে এ বিষয়ে সে তোমার নিষেধাজ্ঞা কামনা করেছিল। ইয়োমার যদি তোমার কানে কুমন্ত্রণা-বিষে কর্ণপাত করত, তবে অর্করা এতক্ষণে রাজার্ষিক পুরস্কার নিয়ে আইজেনগার্ডে ফিরত। সব কিছুর ঊর্ধ্বে সারুম্যান আমার কোম্পানীর দুজন সদস্যকে চায় যারা এক গোপন রহস্যের অংশীদার। তেমন অংশীদার এমনকি তুমিও লর্ড। এখন তা আমি খুলে বলতে পারব না। তুমি কি বলতে পার সারুম্যান আমাদের বিনাশের ব্যাপারে কতখানি ভেবে বসে আছে?

'ইয়োমারের কাছে যথেষ্ট ঋণী আমি,' থিওডেন বলল। 'বিশ্বস্ত মন থেকে কাটাকাটা কথা বেরিয়ে আসে।' আরো বলতে পারে যে বিকৃত দৃষ্টির বাঁকা মুখের রূপ পরিগ্রহ করে গ্যাণ্ডালফ বলল।

'সত্য আমি বড় অন্ধ ছিলাম, থিওডেন বলল। 'অতিথি আমার তোমার কাছেই সর্বাধিক ঋণী আমি! আর একবার সময়মতো হাজির হলে। যাত্রা করার আগে তোমার পছন্দ মোতাবেক একটা উপহার আমি তোমাকে দিতে চাই। আমার এ তলোয়ারখানা বাদে আর যা চাইবে তা পেতে পার!'

'আমি সঠিক সময়ে আসলাম কি আসলাম না তা এখনো দেখার বিষয়,' গ্যাণ্ডালফ

বলল। 'কিন্তু উপহার হিসেবে এমন কিছু পছন্দ করব লর্ড যা আমার প্রয়োজন প্রয়োজনের উপযুক্ত হবেঃ দ্রুত ও নিশ্চিত। স্যাডোফ্যাক্সকে আমায় দাও। ওটা আগে শুধু ধারে পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন তাকে আমি বড় ঝুঁকির মধ্যে চালনা করব। তবে যা আমার নিজের না তা নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইনে। আবার, আমাদের মধ্যে আগ থেকেই এক প্রীতির বন্ধনে আছে।'

থিওডেন বলল, 'ভালই তোমার পছন্দ,তাকে আমি সানন্দে তোমাকে দিলাম। এটাও বড় উপহার। সাডোফ্যাক্সই সেরা। ওর মধ্যে আগের জামানার শক্তিশালী তেজী ঘোড়া উঁকি মারে। এমনটি আর কোনটার ক্ষেত্রে হবে না। আর আমার অন্য মেহমানরা, তোমাদের দিব এমন কিছু যা আমার অস্ত্রাগারে পাওয়া যায়। তলোয়ার তোমাদের দরকার নেই, কিন্তু আছে শিরস্ত্রাণ আর কৌশলগত কাজের মেইল-কোট যা আমার পূর্বপুরুষরা গণ্ডরের বাইরে থেকে উপহার পেয়েছিল। হ্যাঁ, তোমরা এখান থেকে পছন্দ কর কাজে লাগাতে পারে।'

লোকেরা রাজভাণ্ডার থেকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম এনে এ্যারাগর্ণ ও ল্যাগোলাসকে চকচকে বর্ণে সজ্জিত করল। তারা শিরস্ত্রাণও পছন্দ করল এবং পছন্দ করল গোলাকার শিল্ড। তাদের প্রভু সোনা আর সকুজ লাল সাদা মণিভূষিত সজ্জা নিল। গ্যান্ডালফ কিছু নিল না। গিম্‌লির কোন রিংকাট দরকার হল না, যদিও তার মানের একটা পাওয়া গেল। কারণ এমন কোন দেহস্মাণ (কোট) ইদোরাসে পাওয়া গেল না যা নর্থের মডিন্টেনের কামারশালা থেকে মজবুত করে বানানো। তবে সে তার মাথার সাথে মানানসই একটা চর্ম লোহা নির্মিত টোপর পছন্দ করল, একখানি ক্ষুদ্র মিল্ডও নিল। এতে অংকিত ছিল ছুটন্ত অশ্ব সবুজের পর সাদা ফোটা যা ছিল হাউস অফ ইয়র্লের প্রতীক।

'এটা তোমাকে ভালই প্রটেকসন দেবে,' থিওডেন বলল। 'শিঙ্গলেথর জামানায় যখন আমি ছোট্ট বালকটি ছিলাম তখন এটা আমার জন্য গড়া হয়।'

গিম্‌লি শির নত করে বলল, 'আপনার জিনিসটা বইতে পেরে আমি গবিত, লর্ড অব দ্য মার্ক। খুব শিঘ্রই এক ছোট খাটো ঘোড়াকে আমি বহন করতে যাচ্ছি। আমার পা গুলিকে আমি আরো ভালোবাসি। তবে যেখানেই যুদ্ধ হোক, সেখানেই যাব বোধ করি।

'খুব ভাল কথা,' বলল থিওডেন।

রাজা এখন উঠল। তাৎক্ষণিক ইয়োইল মদ নিয়ে এগিয়ে আসল। বলল, 'থিওডেন গৃহ জিন্দাবাদ! এই এক কাপ শুভক্ষণে পান করুন। চলাফেরায় সুবিধে দেবে!'

থিওডেন পেয়ালা থেকে পান করার পর লেডি অতিথিদের এটা বিতরণ করল। সে এ্যারাগর্ণের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল এবং তারা এ্যারাগর্ণের ওপর পড়ে আগুন ঝরাতে শুরু করল। এবং সে তার কমনীয় চেহারায় দৃষ্টি ফেলে মৃদু হাসল এবং লেডির হাত থেকে পেয়ালা গ্রহণ করার সময় তারা হাতে হাতে স্পর্শ অনুভব করল। লেডি কেঁপে উঠল। সে বলল, 'এ্যারাথর্ণ-পুত্র এ্যারাগর্ণ সুস্থ থাক!' 'সুস্থ থাক রোহানের লেডি!' জবাব আসল। কিন্তু এখন এ্যারাগর্ণের চেহারা কুঞ্চিত ছিল, সে হাসল না।

পানীয়ের পালা শেষ হলে রাজা হলের দ্বারে নেমে আসল। রক্ষীরা সেখানে অপেক্ষা করে আছে, সংবাদবাহকও দাঁড়িয়ে। আর আছে ইদোরাস ও নিকটবর্তী এলাকার লর্ড ও

প্রধানরা।

থিওডেন বলল, 'শোন যাচ্ছি আমি, মনে হয় শেষবারের মতো। আমি নিঃসন্তান। আমার পুত্র থিওডেন নিহত। তাই উত্তরাধিকারী হিসেবে বোনপো ইয়োমারের নাম ঘোষণা করছি। যদি আমরা কেউ না ফিরি, তোমাদের চয়েস মতো লর্ড নিয়োগ করো। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার লোকেদের দায়িত্ব কোন একজনের ওপর অর্পণ করতে চাই। তোমরা কে থেকে যেতে চাও?'

প্রত্যেকেই নিরুত্তর। উল্লেখ করার মতো কেউ নেই কি, যাকে বিশ্বাস করা যায়?

'হাউস অব ইয়র্লে (বংশের নাম) বিশ্বাস করা যায়,' হামা বলল।

'কিন্তু ইয়োমারকে রেখে যাচ্ছি না, সে-ও থাকবে না,' রাজা বলল। 'এবং সে এ-হাউসের শেষ ব্যক্তি।'

'ইয়োমারের কথা বলছি না,' উত্তর দিল হামা। 'এবং সে শেষজন না। তার বোন ইয়োমাও তনয় ইয়োইন আছে। সে অকুতভয়, নির্ভীক ও মহান হৃদয়া। সবার প্রিয়পাত্রী। আমাদের অবর্তমানে তাকেই ইয়র্লিঙ্গাসের লর্ড করা হোক।'

'তাই হবে' থিওডেন বলল। ' ঘোষকদের এ বার্তা ছড়িয়ে দিতে বলো!'

তারপর দ্বারের সামনের এক আসলে রাজন বসল। ইয়োইল সামনে নতজানু হয়ে বসে তারা হাত থেকে তলোয়ার এবং সুন্দর দেহসানখানি গ্রহণ করল। 'বিদায় বোন ঝি!' সে বলল। বড় দুঃসময় চলছে, তবু হয়ত আবার গোল্ডেন হলে ফিরে আসতে পারি। কিন্তু ডুনহারাবে জনগণ নিজেদেরকে বহুদিন রক্ষা করতে পারবে। আর যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হলে পলাতকরা সেদিকে যাবে।'

'এরকম বলো না!' সে জবাব দিল। 'এক বৎসরের প্রত্যেকটি দিন আমি টেকার মতো টিকে থাকব তুমি না ফেরা পর্যন্ত।' কথা বলার সময় তার চোখ নিকটে দণ্ডায়মান এ্যারাগর্ণের ওপর বিঁধে ছিল।

'রাজন আবার ফিরবেন,' সে বলল, 'ভয় নেই! পূর্ব, পশ্চিম– কোনদিকেই সর্বোনাশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে নেই, থাকলেও পরোয়া করিনে।'

রাজা এখন গ্যান্ডালফের পাশাপাশি হয়ে হাঁটতে শুরু করল। অন্যরা পিছু নিল। এ্যারাগর্ণ প্রধান ফটকের নিকট থেকে পিছ ফিরে তাকাল। ভবন শীর্ষের দোরগোড়ায় একাকী দাঁড়িয়ে ইয়োইন ঃ সমুখে তার লম্বভাবে উত্তোলিত সঙ্গিন আর তার হাত গুটি এটার কুঁদোর ওপর। সে এখন শাহী সাজে সজ্জিত, রোদের আলোয় রূপোর মতো ঝলমল করছে।

কাঁধে কুড়ুল বাঁধিয়ে গিমলি ল্যাগোসেরহ্রাসে পা ফেলল। 'ব্যাচন শেষ পর্যন্ত আমরা যাচ্ছি!' সে বলল। কাজের আগে কথা অনেক খরচ হয়। আমার কুড়ুল অস্থির হয়ে আছে। সন্দেহ করি না যে এ রোহিবিমরা দূর্দান্ত। তথাপি এরা আমার যুগ্যি সংগ্রাম হচ্ছে না, কি করে আমি যুদ্ধে যাব? আমি যদি হাঁটতে পারতাম। যদি আমাকে গ্যান্ডালফের ঘোড়ার জীনের বস্তার মতো উঠা নামা না করতে হত!'

'বোধ করি ও বস্তা জড়ানো জিন অনেকের থেকে নিরাপদ আসন। তবু সন্দেহ নেই, কোপাকুপি যখন আরম্ভ হবে তখন গ্যান্ডালফ সানন্দে তোমাকে মাটিতে নামাবে, অথবা ও

কাজটা স্যাডোফ্যাক্স নিজে করবে। একজন অশ্বারোহীর পক্ষে কুড়ুল কোন হাতিয়ার না।'

'আর কোন ডুয়ার্ফ অশ্বারোহী না। তার কাজ অর্কদের গর্দান নামান, মেনদের মাথা মুন্ডন করা না,' গিমলি বলল আছাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে।

প্রধান ফটকে জনতার ঢল–বৃদ্ধ, যুবা। সবাই সওয়ারি হয়ে প্রস্তুত। জড়ো হয়েছে হাজার খানিকেরও অধিক। তাদের বল্লমগুলো স্থিতিস্থাপক কাঠের ন্যায়। আগুয়ান থিওডেনকে দেখে সরবে হৈহুল্লোড় লাগিয়ে দিল। কতকজন রাজার অশ্ব স্নোমেনকে (Snowmane) ধরল। এক আর কয়েকজন এ্যারাগর্ণ ও ল্যাগোলাসের অশ্বকে ধরল। গিম্‌লি চোখ ছানাবড়া করে অলস দাঁড়িয়ে থাকল। ঘোড়া দাঁড়িয়ে ইয়োমার তার কাছে গেল।

'শুভেচ্ছা গ্লোয়িন পুত্র গিম্‌লি!' সে চিৎকার পাড়ল। 'তোমার রডের (কুঠার) ভয়ে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ভদ্র ভাষা শিখতে সময় পায়নি। তবে আমাদের বিবাদ কি এক পাশে সরিয়ে রাখতে পারি না? আমি অন্ততঃ আর একবার স্বর্ণবলের লেডির (Lady of the wood) ব্যাপারে বাজে কথা বলব না।

'ইয়োমান্ড পুত্র ইয়োমার- অনেক দিনের জন্য আমার ক্রোধ আমি ভুলে থাকব,' গিম্‌লি বলল, ঃ 'তবে যদি কোন দিন লেডি গ্ল্যাড্রিয়েলকে চামড়ার চোখে দেখার সুযোগ পাও, তবে সেদিন তোমার স্বীকার করতেই হবে যে সে সুন্দরী শ্রেষ্ঠ, সৌন্দর্যের খনি। আর তা না হলে তোমার আমার জুটি, ভেঙ্গে হবে ছুটি–অর্থাৎ দোস্তাগিরি খতম।

'আচ্ছা দেখা যাক!' ইয়োমার বলল। 'কিন্তু ওই পর্যন্ত আমাকে ক্ষমা কর, এবং ক্ষমার নিদর্শন স্বরূপ আমার সাথে সওয়ার হও, মিনতি আমার। গ্যান্ডালফ লর্ড অব দ্য মার্কের সাথে থাকবে', তবে তুমি রাজী থাকলে আমার আমার ঘোড়া ফায়ার ফুট তোমাকে পিঠে নেবে।'

'ধন্যবাদ তোমায়, দিব্যি,' গিমলি হর্ষধ্বনি তুলে বলল, 'সানন্দে তোমার সাথে যাব আমি, যদি আমার কমরেড ল্যাগোলাস পাশে পাশে থাকে।'

'হ্যাঁ তাই হবে,' ইয়োমার বলল। 'ল্যাগোলাস বামে, আর এ্যারাগর্ণ ডানে থাক। কেউ সামনে ভিড়তে সাহস পাবে না!'

'স্যাডোফ্যাক্স কোথায়?' গ্যান্ডালফ বলল।

'ঘাসের ওপরে ক্ষ্যাপার মতো ছুটোছুটি করছে,' তারা জবাব দিল। 'সে কাউকে পা ছুঁতে দেবে না। ঐ যে নদীর অগভীর স্থান সংলগ্ন উইলো বনের মধ্য দিয়ে ছায়া হয়ে চলেছে।'

গ্যান্ডালফ বাঁশির মতো হুইসেল দিয়ে উচ্চস্বরে তার নাম ধরে ডাকল, দূর হতে মাথা নেড়ে হ্রেষা রব তুলে তীর বেগে প্রভুর দিকে ছুটে আসতে লাগল। যেন পশ্চিমা ঝড়ো বাতাস। পালোয়ান অশ্ব যাদুকরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'উপহার আগেই দেয়া হয়েছে মনে হচ্ছে,' থিওডেন বলল। 'সবাই শোন! এখন ঘোষণা করছি আমার অতিথির নাম-গ্যান্ডালফ গ্রেহাম, সর্বোচ্চ উপদেষ্টা, অধিক সম্বর্ধিত মুসাফির, মার্কের এক লর্ড, ইয়ার্লিঙ্গাসের এক কাপ্তান (যতদিন আমাদের বংশবালাই থাকবে) অশ্বকুলের যুবরাজ স্যাডোফ্যাক্সকে তাকে আমি দিলাম।'

'ধন্যবাদ তোমাকে রাজেন্দ্র থিওডেন,' গ্যান্ডালফ বলল। অকস্মাৎ ধূসর আলখিল্লা পিছনে এবং টুপিটা একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল। কোন শিরস্ত্রাণ, দেহত্রাণ পরল না। তার তুষারধবল চুলগুলো হাওয়ায় উড়ে চলল, শুভ্র অবিরল রোদের আলোয় ঝিলিমিলি খেলতে লাগল।

'সাদা আরোহীকে দেখুন!' চিৎকার করল এ্যারাগণ এবং সবাই তা শুনল।'

'আমাদের রাজা আর সাদা আরোহী!' তারা চিৎকার দিল। 'এগোয় ইয়র্লিঙ্গাস!'

ভেরী বেজে উঠল। ঘোড়ার পিছন পায়ে ভর দিয়ে হ্রেষা ধ্বনি করল। বর্শা বল্লম ঢালের ওপরে ঝনাৎ ঝনাৎ আওয়াজ তুলল। রাজা হাত উঠাল এবং টর্নেডোর আকস্মিক সূত্রপাতের মতো রোহানের শেষ বাহিনী টি বজ্রবেগে পশ্চিম দিকে চলে গেল।

নিরব গৃহ দ্বারে এক অনড় দাঁড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ইয়োইন তাদের বর্শা ফলকের চকচকানি দেখল।

অধ্যায় সাত
হেলমসাডিপ

অস্তগামী রবির আভা চোখে জড়িয়ে তারা ইদোরাস থেকে বের হয়ে রোহানের তাবৎ মাঠঘাট ঘুরে স্বর্ণালী কুয়াশা মধ্যে চলে গেল। উত্তর-পশ্চিম দিকে হোয়াইট মাউন্টেনের পাদদেশের পাহাড়সমূহ বরাবর ব্যবহার্য এক পথ ছিল। সবুজ প্রান্তরের এ পথটি ধবল পর্ব কোথাও কোথাও ওপর দিয়ে দ্রুতগামি ছোট্ট নদী পথ কেটে চলে গেছে। সামনে সুদূরে ডান দিকে মিষ্টি মাউন্টেন মরীচিকার ন্যায় দৃষ্ট হল ঃ শুধু কাল আর কালো, মাইলকে মাইল মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে। সমুখের দিবাকর ধীরে অন্তর্হিত হল। পশ্চাতে সন্ধ্যার আয়োজন।

বাহিনী এগিয়ে চলছে, প্রয়োজন তাদের তাড়াচ্ছে। দেরি হবার আশংকায় বিরামহীন এগুচ্ছে। রোহানের তাজীরা ক্ষীপ্র, ভ্রমণাভ্যাস্থ। হলে কি হবে, পথ যে অনেক বাকি। চল্লিশ লিগের বেশি পথ-ইদোরাস থেকে আইজেন নদীর অগভীর অংশ পর্যন্ত। এ অংশে তারা প্রত্যাশা করছে রাজার অন্যান্য লোকদেরকে যারা সারুম্যানের বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে।

চারদিকে নিশীরাতে ঢাকা। শেষ পর্যন্ত শিবির স্থাপনের জন্য থামে তারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে পশ্চিমের এক সমভূমিতে উপনিত হয়েছে। কিন্তু সামনে এখনো অর্ধেকের অধিক দূরত্ব পড়ে। তারাভরা আকাশ ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের নিচে বড় এক বৃত্তাকার স্থানে তারা রাতটা যাপন করে। তারা কোন ঘটনার ব্যাপারে অনিশ্চিত, তাই কোন আগুন জ্বালেনি। তবে চারধারে সওয়ারী প্রহরীর ব্যবস্থা রাখে এবং আরো সামনে ভূখণ্ডের ভাঁজে ভাঁজে স্বেচ্ছাসেবিরা অশ্বপৃষ্ঠে ছায়ার মতো ঘুরেছে। ধীর রজনী আতংকহীন কেটে যায়। ভোরে শিঙা বাজে এবং আধাঘণ্টার মধ্যে আবার তারা পথে নামে।

উপরে নির্মেঘ আকাশ। তবে বাতাস ভারী ভারী মৌসুমী কারণে উত্তপ্ত। উদীয়মান, কুয়াশা ঢাকা সূর্যের পশ্চাতে আধার জমা হচ্ছে যেন ইষ্ট (East) থেকে সাংঘাতিক ঝড় ধেয়ে আসছে। আর দূর উত্তর-পশ্চিমে মনে হচ্ছে আর এক আঁধার, মিষ্টি মাউন্টেনের (Misty Moumtain) ভূমি দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন কোন ছায়া যা উইজার্ড ভেলের (যাদু উপত্যকা) বয়ে বুকে হেঁটে নামছে।

গ্যাণ্ডালফ পিছু হটে ল্যাগোলাসের পাশে গিয়ে বলল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ধারী ল্যাগোলাস হে, তুমিতো এক লিগ দূর থেকে চড়ুই পাখিটা দেখে থাকো। বলো, সামনে আইজেন গার্ডের দিকে কিছু দেখা যায় কি?'

'এখনো মাঝে অনেক অনেক মাইল,' কপালে হাত তুলে ল্যাগোলাস বলল। 'অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি আমি। তার মধ্যে মূর্তি হাঁটাহাঁটি করছে, আরো দূরে নদীর তীরে মূর্তিরা সব বিরাটকায়। তবে তারা কি করছে বলতে পারব না। কুয়াশা বা মেঘের দরুণ আমার দৃষ্টি প্রতিহত হচ্ছে না; এক অবগুণ্ঠনরূপি ছায়া ভূ-ভাগে আপতিত, এবং তা আবার ধীরে ধীরে স্রোতের মতো নেমে পড়ছে। এটা যেন অন্তহীন জঙ্গলে গোধূলী আলোর ন্যায় পাহাড় থেকে নামছে।

'আর তার মানে হল, আমাদের পিছনে মর্ডরের মহাঝড় আরম্ভ হচ্ছে,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'এটা হবে কালো রাত।

অভিযানের দ্বিতীয়দিন নিকটস্থ হলে বাতাসের ঘনত্ব বেড়ে যায়। অপরাহ্নে ভূতুড়ে মেঘ তাদেরকে ছেড়ে যেতে থাকে; মহা তরঙ্গায়িত ঝালরওয়ালা দৃপ্ত আলোর ফুটকি আঁকা এক বিষণ্ন চাঁদোয়া। রক্তলাল ধোঁয়াটে কুয়াশাসদৃশ সূর্য ডুবে যাচ্ছে। থ্রাইহামার্ণের (Thrihyrne) থ্রাইহায়াণের খাড়া চূড়ায় প্রতিফলিত সূর্যের বিদায়ী কিরণে সওয়ারীদের বর্শাডগা ঝিলিক মেরে ওঠে ঃ এখন তারা হোয়াইট মাউন্টেনের সর্বোত্তর প্রান্তের খুব কাছাকাছি, তিনটি বাঁকা শিং (তিন পর্বত) হা করে সূর্যাস্ত দেখছে। চূড়ান্ত রক্তিমচ্ছটার মধ্যে অগ্রভাগের লোকেরা দেখে এক কৃষ্ণফুটকি, কেনো অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। তারা তার অপেক্ষায় থমকে দাঁড়ায়।

বিক্ষত শিরস্ত্রাণ ও দ্বিখণ্ডিত ডাল নিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত একজন এগিয়ে আসল। ধীরে ঘোড়া থেকে নেমে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'এখানে ইয়োমার আছ কি? তুমি আসলে শেষ পর্যন্ত, তবে বহু বিলম্বে, আর আসলে যৎসামান্য শক্তি নিয়ে। থিওড্রেডের পতনের পর ঘটনা আরো খারাপের দিকে গেছে। যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে গতকাল আমরা আইজেনের উপর দিয়ে পালিয়ে এসেছি; পারের বেলায় বহু নিখোঁজ। তারপর নবীন বাহিনী রাতে নদী পেরিয়ে আমাদের ক্যাম্প ঘেরাও করেছে। তাবৎ আইজেন গার্ড অবশ্যই খালি হয়ে গেছে, এবং সারুমান বন্যপাহাড়ী ও নদীর ওপারের ডুনল্যাণ্ডের মেষপালকদের সশস্ত্র করেছে, এবং এগুলোও সে আমাদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছে। পরাভূত হলাম আমরা। বর্ম-প্রাচীর চূর্ণ হল। ওয়েষ্ট ফোল্ডের আর কানব্রাণ্ড (Erkenbrand of Wesfold) সরিয়ে নিয়েছে সে লোকগুলোকে যাদেরকে সে তার হেলম ডিপের দুর্গে সমবেত করতে পেরেছিল। বাকিরা ছত্রভঙ্গ।

'ইয়োমার কোথায়? তাকে বলো সামনে কোন আশা নেই। আইজেন গার্ডের নেকড়েরা এসে পড়ার আগেই তার উচিত ইদোরাসে ফেরা।'

পিছনের রক্ষীদের দৃষ্টির আড়ালে নীরবে বসে থিওডেন এখন সে তার অশ্বকে সামনে যাবার তাগিদ দিল। বলল, এসো, আমার সামনে দাঁড়াও, সিঅর্ল (Ceorl)! এখানে আমি। ইয়লিঙ্গাসের শেষ বাহিনী পা বাড়িয়েছে। তারা যুদ্ধ ছাড়া ফিরে যাবে না।'

লোকটির মুখমণ্ডল আনন্দ-বিস্ময়ে আলোকিত হল। যেন সে খোলস ছেড়ে আবার

বের হল। হাঁটু গেড়ে বসে রাজনের দিকে দ্বিধারী কৃপান বাড়িয়ে ধরে উচ্চকণ্ঠে বলল, 'আমায় আদেশ করুন, লর্ড। গোস্তাকি মাপ হে আলমপানা! আমি ভেবেছিলাম–!'

'তুমি ভেবেছিলে আমি শীতের তুষারতলে এক বুড়ো বৃক্ষের মতো কুঁজো হয়ে মেডুসেল্ডে (Meduseld) বসে আছি। এরকম ছিল, তোমরা যখন যুদ্ধে এসেছিল। কিন্তু এক পশ্চিমা বাতাস লতা-কুঞ্জে শিহরণ তুলেছে,' থিওডেন বলল। 'একে একটা নবীন তাজী দাও। চল যাই, আরকানব্রাগুকে সাহায্য করি।' থিওডেন কথা বলবার সময় গ্যান্ডালফ সামনে কিছু পথ এগিয়ে একাকী বসে থাকল। উত্তরে আইজেন গার্ড ও পশ্চিমে ডুবন্ত সূর্যপানে পলকহীন চোখ রাখল। এখন সে ফিরে আসল।

'চলো, থিওডেন!' সে বলল। 'হেলম ডিপের দুর্গে (Helm Deep) চলো! অগভীর আইজেনের দিক যেও না, এবং সমভূমিতে ঘুরাফেরা করো না! কিছুক্ষণ আমি তোমাদের ছেড়ে থাকব। এখন স্যাডোফ্যাক্স আমাকে দ্রুত এক বার্তার কাজে নিয়ে যাবে।' এ্যারাগর্ণ, ইয়োমার এবং রাজগৃহের লোকজনদের প্রতি হাঁক মেরে বলল, 'আমি ফেরা পর্যন্ত লর্ড অব দ্য মার্ককে দেখে রেখো। হেলমের গেটে (Helm's Gate) আমার জন্য অপেক্ষা করো! বিদায়!'

স্যাডোফ্যাক্সের উদ্দেশ্যে যাদুকর একটা কী উচ্চারণ করল এবং ঘোড়াটি ধনুক থেকে তীরের মতো করে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। এক রূপালী দীপ্তি তৃণভূমে হাওয়ার দাপট্ তুলে চোখের আড়াল হল। স্নোমেন (Snowmane) ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পিছন দুপায়ে ভর দিয়ে অনুসরণ করতে ব্যাকুল, কিন্তু শুধুমাত্র কোন দ্রুতগামী পাখি তাকে ওভারটেক করতে পারত।

'এর মানে কী?' রক্ষী হামাকে বলল।

'গ্যাণ্ডালফ গ্রে-হামের ব্যস্ততা আছে,' হামা বলল। 'সদা সে এভাবে যায়, আর আসে অপ্রত্যাশিত কায়দায়।'

'যদি ওয়ার্মটাং এখানে থাকত, তবে এর ব্যাখ্যা পাওয়া শক্ত হত না,' অন্যরক্ষী বলল।

'বড় সত্যি কথা,' হামা বলল, 'তবে আমার খাতিরে, গ্যাণ্ডালফ না আসা পর্যন্ত এখানে থাকব আমি।'

'বোধ করি, অনেকক্ষণ থাকবে তুমি,' অন্যজন বলল।

বাহিনী এবার রাস্তা ছেড়ে ফোর্ড অব আইজেনের দিকে যাচ্ছে। এখনকার পথ দক্ষিণমুখী। আঁধার তেড়ে আসে, তবু তারা চলছে। পাহাড়-শ্রেণী নিকটাসন্ন, কিন্তু থ্রাইহায়ার্নের সুউচ্চ চূড়াসমূহ বিষণ্ন আকাশপটে এখনো আবছায়ার মতো। কয়েক মাইল দূরে ওয়েষ্ট ফোল্ডে ভেলির (West fold Vale) দূরতম পাশে পড়ে আছে এক উপত্যকা, পর্বতমালার বৃহৎ উপসাগর। এখান থেকে একটা গিরিপথ পাহাড়ের মধ্যে চলে

গেছে। সেদেশের লোকেরা এটাকে বলতো হেলম'সম ডিপ (Helm's Deep) , পৌরানিক গাঁথার এক বননায়কের নামে এ নাম। সে এখানে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। থ্রাই হায়াণের ছায়ামধ্য দিয়ে উত্তরদিক হতে এটা ক্রমাগত খাড়া ও সরু হয়ে ভিতরে ঢুকেছে, যেখানে দুপাশে সুউচ্চ টাওয়ারসদৃশ টিলারা আলো গমনাগমন রুদ্ধ করে আছে।

ডিপের মোহনায় হেলম গেটে উত্তরের দুরারোহ টিলাপার্শ্ব থেকে এক পাথরের দণ্ড (নাল) আনুভূমিকভাবে বহিঃদিকে চলে গেছে। এ কঠিন অভিক্ষিাংশের (নালী) ওপর প্রাচীন পাথরের উঁচু দেয়াল দাঁড়িয়ে, এবং দেয়ালগুলোর মাঝে এক সু-উচ্চ টাওয়ার। কথিত আছে সুদুর অতীতে গণ্ডরের গৌরবাজ্জ্বল ঐতিহ্যের সময় সামুদ্রিক রাজার দেও-দৈত্যে দিয়ে এ দূর্গ তৈরি করেছিল। এটাকে বলা হত হর্ণবার্গ (Hornburg), কারণ, টাওয়ারের একটা গর্জনধ্বনি পিছনের ডিপে (Deep) প্রতিধ্বনিত হত, যেন পাহাড়ের নিচের গর্ত থেকে বহুদিন বিস্মৃত সৈন্যরা মার-মার সুরে রণক্ষেত্রে ধেয়ে আসতো। আগেকার লোকেরা হর্ণবার্গ থেকে দক্ষিণের টিলাগাত্র পর্যন্ত এক দেয়ালও তুলে ছিল। এ দেয়াল গিরিপথের প্রবেশমুখে ব্যারিকেটের মতো ছিল। এটার নিচ দিয়ে প্রশস্ত এক কালভার্ট দিয়ে ডিপের স্রোত বাইরে চলে গেছে। এটা হর্ণরকের স্থান পাদদেশ ঘুরে এক পয়ো:নালী দিয়ে ধীরে হেলম'স গেট থেকে হেলম'স ডাইকে (পরিখা) গিয়ে পড়েছে। সেখান থেকে এ পরিখা ডিপের উপত্যকা থেকে ওয়েষ্টফোল্ড ভেলিতে চলে গেছে। সেখানে হর্ণবার্গের হেলমগেটে আরকান ব্রান্ড (মার্কের সীমান্ত অঞ্চলের ওয়েষ্টফোল্ডের কর্তা) এখন বাস করে। এখন রণহুংকারে দিনকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসলে সেবুদ্ধিমানের মতো এ দুর্গকে মেরামত করে অধিকতর মজবুত করে।

এখনো আরোহীরা বৃক্ষশোভিত গভীর উপত্যকার (Coomb) সামনে তারা আরো সামনে থেকে স্বেচ্ছাসেবিদের চিৎকার, বাঁশির হুল্লোড় শুনতে পাচ্ছে। অন্ধকারে তীরের শব্দ পাওয়া গেল। এক স্বেচ্ছাসেবি দ্রুত পিছিয়ে এসে রিপোর্ট করল যে নেকড়ে আরোহীরা উপত্যকায় যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং একপাল অর্ক আর বন্যমানুষ ফোর্ড অব আইজেল থেকে দক্ষিণ দিকে ধেয়ে আসছে, মনে হয় তারা হেলম'স ডিপের দিকে যাচ্ছে।

'আমাদের পলায়নোদ্যত বহু লোককে সেদিকে মৃত পড়ে থাকতে দেখেছি স্বেচ্ছাসেবি বলল। 'আর আমরা কতক বিচ্ছিন্ন নেতৃত্বহীন দল দেখেছি, দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করছে। আরকান ব্রাণ্ডের ভাগ্যে কি জুটেছে কেউ জানে না। সম্ভবত হেলমগেটে পৌছানোর আগেই তাকে ওভারটেক করা হবে, এতক্ষণে সে যদি নিহত না হয়ে থাকে।'

'গ্যাণ্ডলফের কোন হদিস পাওয়া গেল কি?' থিওডেন জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ লর্ড, অনেকেই অশ্বপিঠে শুভ্রবসনে মোড়া এক বৃদ্ধকে দেখেছে, তৃণময় সমভূমিতে হাওয়ার বেগে এদিক সেদিক করে বেড়াচ্ছে। কেউ আবার তাকে সারুম্যান ভাবছে। শোনা গেছে আঁধার নামার আগেই সে আইজেন গার্ডে পৌছেছে। কেউ বলছে

এক প্লাটুন অর্ক নিয়ে ওয়ার্মটাং ভোরে উত্তর দিকে রওনা দিয়েছে।'

'ওয়ার্মটাং এর কপালে খারাপি আছে যদি কিনা গ্যাণ্ডালফের সামনে পড়ে,' থিওডেন বলল। 'যাহোক,এখন আমি আমার পুরোন, নতুন উভয় উপদেষ্টাকে হারিয়ে বসলাম। কিন্তু এ সময়ে সামনে হেলমগেটের দিকে যাওয়া ছাড়া কোন গতি নেই যেমনটি গ্যাণ্ডালফ বলেছিল। তাই আর্কনিব্রাণ্ড ওখানে থাক আর না থাক। নর্থ থেকে ধেয়ে বাহিনী কত বড়, জেনেছ কি?'

'অনেক বড় হব, বলল স্বেচ্ছাসেবি। 'যে উড়ে বেড়াচ্ছে সে প্রত্যেক শত্রুকে দুবার করে গুণেছে, এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে শত্রুদের শক্তি এখানে উপস্থিত আমাদের অপেক্ষা কয়েকগুণ অধিক।'

'আমরা তবে তাড়াতাড়ি করি,'ইয়োমার বলল। 'শত্রু আর দুর্গের মাঝে আমরা অবরুদ্ধ। এর মধ্য দিয়েই আমরা ড্রাইভ করব। হেলমডিনে গুহা আছে যেখানে শতশতজন গা ঢাকা দিতে পারে; এবং সেখান থেকে পাহাড়ের দিকে গোপন পথ চলে গেছে।'

'গোপন পথের ভরসা করো না,' রাজা বলল। 'এ অঞ্চলে বহুকাল গোয়েন্দাগিরি চালিয়েছে সারুম্যান। তবু আমাদের প্রতিরোধ অনেকদিন বজায় থাকবে। চলো যাই!'

এখন এ্যারাগর্ণ ও ল্যাগোলাস ইয়োমারের সাথে মালগাড়িতে চলেছে। সারারাত ধরে তারা চলেছে, ধীরে আঁধার গাঢ় হচ্ছে এবং পথ দক্ষিণ দিকে উপরে উঠতে উঠতে পর্বতমালার পাদদেশের নিষ্প্রভ ভাঁজের মধ্যে সিঁধে যায়। সামনে যৎসামান্য শত্রু চোখে পড়ছে। এদিক সেদিক পায়চারীরত অর্কদল। কিন্তু বন্দী বা খুন হবার আগেই তারা পালিয়ে গেল।

' বোধ করি সময় লাগবে না। ইয়োমার বলল, 'আমাদের রাজার বাহিনী এসে পড়ার আগেই প্রতিপক্ষ নেতা সারুম্যান তা জেনে যাবে, অধিক সময় লাগবে না। সে জেনে যাবে একজন ক্যাপ্টেন আমাদের আছে।'

তাদের পিছনে যুদ্ধের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এখন তারা অন্ধকারে ভর করে ভেসে আসা কর্কশ গান শুনতে পাচ্ছে। পিছনে ফিরে বুঝতে পারে যে তারা ডিপের কুমের (Deeping Coomb), বৃক্ষশোভিত উপত্যকার বেশ ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তারা দেখল টর্চের অনুমতি আলো পেছনের কালো মাঠে লোহিত পুষ্পের মতো ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড অগ্নিচ্ছটা লাফিয়ে উঠছে।

'এটা মস্তবড় বাহিনী, আমাদেরকে কঠিন ভাবে অনুসরণ করছে,' এ্যারাগর্ণ বলল।

'তারা হাতে আগুন ধরে আসছে,' বলল থিওডেন, 'আর গোলাঘর, ঘরবাড়ি, গাছগাছড়া আগুণে পুড়িয়ে এগোচ্ছে। এ সমৃদ্ধ উপত্যকায় বহুবাড়ীঘর! হায়, কি হবে আমার প্রজাদের!'

'আজ যদি সেদিন থাকত, ওদের উপর দিয়ে মরুঝড়ের মতো বয়ে যেতাম।'

এ্যারাগর্ণ বলল। 'ওদের সামনে যেতে মর্মজ্বালা বেড়ে যাচ্ছে।'

'বেশি দূরে গিয়ে কাজ নেই আমাদের,' ইয়োমার বলল। হেলম'স পরিখা (Helm's Dike) পরিখা ও কুম সংলগ্ন খাঁজকাটা কেল্লা) খুব নিকটে হেলম'স গেটের দুইফার্লং নিচেই। সেখানে গিয়ে আমরা যুদ্ধ করতে পারি।'

'আরো আছে, পরিখা রক্ষা করার পক্ষে আমরা যথেষ্ট কমসংখ্যক।' থিওডেন বলল। 'এটা এক বা একমাইলের বেশি দীর্ঘ, এবং এর ভেতরের ফাটল প্রশস্ত।'

'ফাটলে আমাদের পশ্চাদরক্ষী নিশ্চয়ই আছে, যদি আমরা ভুল পথে যাই।'

আকাশে কোন চাঁদ নেই, নেই কোন তারা। আরোহীরা পারিখার ফাটলে আসে। সেখান থেকে উপর থেকে আসা স্রোত বয়ে চলেছে,এবং হর্নবার্গ থেকে আসা এক রাস্তা এর পাশ দিয়ে নিচপানে ছুটেছে। অকস্মাৎ তাদের সামনে কেল্লা মরীচিকার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়, এক কালো গর্তের ওপাশে উর্ধ্বগামী এক ছায়া। যে-ই তারা উপরে যায়, সে-সেই একজন প্রহরীর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

'লর্ড অব দ্য মার্ক হেলম'স গেটে যাচ্ছে,' ইয়োমার জবা দিল। 'আমি ইয়োমাণ্ডপুত্র ইয়োমার বলছি।'

'এটা প্রত্যাশার থেকে শুভ খবর,' প্রহরী বলল। 'জলদি! শত্রু আপনাদের পায়ে পায়ে।'

বাহিনী ফাটল পার হয়ে ওপরে তৃণাচ্ছাদিত ঢালু স্থানটিতে থামে। যেখানে আরকানব্রাণ্ড হেলম'স গেট রক্ষা করতে বহু জোয়ান রেখে গেছে। তাদের আনন্দ আর ধরে না। এবং অনেকে পালিয়ে সেদিকে গেছে।

'সম্ভবত পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করার জন্য আমরা হাজারখানেক যোগ্য জোয়ান পাচ্ছি, বলল গ্যামলিং, পরিখা রক্ষকদের বৃদ্ধ সর্দার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অনেক শীত দেখেছে, যেমন দেখেছি আমি, অথবা আমার নাতির মতো কমই দেখেছে। আরকান ব্রাণ্ডের খবর কী? গতকালও খবর পেলাম যে বেঁচে-বর্তে থাকা ওয়েষ্টফোল্ডের সুদক্ষ আরোহীদের সঙ্গে নিয়ে সে এদিকে পালিয়ে আসছে। কিন্তু আসেনি।'

'আমার আশংকা, সে এখন আসবে না,' ইয়োমার বলল। 'আমাদের স্বেচ্ছাসেবিরা তার কোন সংবাদ পায়নি, এবং আমাদের পিছনে বেবাক উপত্যকা শত্রুতে ছেয়ে আছে।

'আহ, সে যদি পালিয়ে আসতে পারত!' থিওডেন বলল।

' সে বীর্যবান ব্যক্তি ছিল। আবার তার মধ্যে বসবাস করত হেলম দ্য হামার হ্যাণ্ডের (Helm the Hammer hand) হাতুড়ি মার্কা শক্ত হাতের তেজ। তবে তার জন্য আমরা আর অপেক্ষা করতে পারি না। এখন আমাদের তাবত সেনাকে প্রাচীরগুলোর পিছে নিতে হবে। তোমরা কি সুসজ্জিত? আমাদের সাথে মালামাল সামান্য, কারণ আমরা ওপেন যুদ্ধে বেরিয়েছি, অবরোধ করতে না।'

'পিছে ওয়েষ্টফোল্ডের জনতার ডিপের গর্তগুলো তিন অংশ বিভক্ত ঃ বৃদ্ধ, যুবা, শিশু ও মহিলাদের জন্য,' গ্যামলিং বলল। 'তবে কাড়ি কাড়ি খাদ্য, প্রচুর পশু ও তাদের খাবার সেখানে রাখা আছে।'

'তা ভাল,' ইয়োমার বলল। 'উপত্যকার বাকি সব কিছু তারা পুড়িয়ে ফেলছে!'

'তারা আমাদের হেরম'স গেটের মালামাল নিয়ে দর কষাকষি করতে আসলে চড়া মূল্য দিতে হবে।'

রাজা আর তার ঘোড়সওয়ারিরা সামনে এগোয়। যে বাঁধানো পথটি নালা পার হয়ে চলে গেছে তার সামনে নামল। ঢালের উপর দিয়ে ঘোড়াগুলোকে সারিবদ্ধভাবে নিয়ে তারা হর্নবার্গের তোরণগুলোতে প্রবেশ করে। সেখানে তারা আর এক দফা নতুন আশায় আহল্লাদিত হয়; কারণ নগর ও রক্ষাবুহ্য গড়ে তোলার জন্য সেখানে প্রচুর লোকসমাগম ছিল।

'ইয়োমার তার লোকদের ঝটপট প্রস্তুত করে নিল। রাজা ও তার গৃহের লোকেরা হর্নবার্গে থাকল। সেখানে ওয়েষ্টফোল্ডেরও অনেকে থাকল। তবে ডিপের প্রাচীর এবং টাওয়ারের উপরে এবং পেছনে তারা অধিক শক্তি সমবেত করল, কারণ এখানকার রক্ষণবুহ্য সন্দেহজনক ছিল, সমবেত করল, কারণ এখানকার রক্ষণবুহ্য সন্দেহজনক ছিল, আকস্মিক ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হয় কিনা। ঘোড়াগুলোকে ডিপের খানিক উপরে শক্ত সমর্থ রক্ষীর অধীনে রাখা হল।

ডিপের প্রাচীর বিশফুট উঁচু, এবং এত পুরু যে ওপর দিয়ে পাশাপাশি হয়ে চারমদ্দ চলতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার এটা এমন এক প্রাচীর যার ওপর দিয়ে কেবরমাত্র দীঘলদেহীরা তাকাতে সক্ষম। দেয়ালের স্থানে স্থানে ফাঁক ছিল যেখান থেকে স্যুট করা সম্ভব। হর্নবার্গের বহিঃপ্রাঙ্গনের এক দ্বার থেকে ছুটে চলা এক সিঁড়ি দিয়ে এ ফুটো করা প্রাচীর ডিঙ্গানো যায়। ডিপের পেছনে পাচিলের দিকে আরো তিনটি সোপানশ্রেণী চলে গেছে; কিন্তু সামনের দিকটা মসৃণ, বড় পাথরগুলো এত নৈপূণ্যের সাথে বসান যে সিঁড়ির কোথাও পা রাখার চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, এবং উপরে এগুলোকে সমুদ্রপাড়ে খনন করা পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশের মতো দেখায়।

গিম্‌লি পাচিলের উপর তাড়াহুড়ো করে নির্মিত আর একটা পাঁচিলে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাগোলাস ধনুকে হাত বুলাতে বুলাতে আত্মরক্ষা প্রাচীরের ওপর বসল এবং বিষণ্ন অন্ধকারে চোখ চেয়ে থাকল।

'আমার মতে এটা সেলাই' পাথরে সজোরে পদাঘাত করে ডুয়ার্ট বলল। 'মাউন্টেনের দিকে যত এগুচ্ছি তত আমার অন্তর নেচে উঠছে। এখানে উত্তম নুড়ি, শিলা আছে। এ অঞ্চলের অদম্য মেরুদণ্ড আছে। পরিখা থেকে আসার সময় পায়ের তলা এটা অনুমান করেছে। আমাকে একটি বছর এবং স্বজাতির শ'খানেককে দাও, জায়গাটা এমন করে দেব না যে ফৌজরা পানির মত চলাফেরা করতে পারবে।'

'এতে আমার সন্দেহ নেই।' ল্যাগোলাস বলল। 'কিন্তু তুমি ডুয়ার্ফ যারা অদ্ভুত

লোক। এ জায়গা আমি পছন্দ করি না, এবং দিনের আলোয় এ আর আমি পছন্দ করব না। তবে তুমি আমায় স্বস্তি দিলে, গিম্‌লি। কঠিন কুড়ুল হাতে ধরে তোমার দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়ানোটা আমাকে বেজায় খুশী করেছে। তোমার গোষ্ঠীর আরো কিছু যদি আমাদের মধ্যে থাকত তবে তাদের বিনিময়ে আমি মার্কুডের শ,খানিক তীরন্দাজ দিতাম। তাদের আমাদের প্রয়োজন আছে। রোহিরিমদের তাদের হালচালের দক্ষ তীরন্দাজ আছে, কিন্তু এখানে সামান্য আছে, খুবই সামান্য।'

'এ আন্ধারে তীর ছুড়ে কাজ নেই,' গিমলি বললো। 'সত্যি এখন ঘুমানোর সময়। ঘুমানোর! এটার প্রয়োজন অত্যধিক অনুভব করছি, ভাবছি এমন দশা কখনো কোন ডুয়ার্ফের হয়নি। ঘোড়ায় চড়া ক্লান্তিকর কাজ। তবু কুঠার আমার হাতে দুষ্টুমি করে যাচ্ছে। এক সারি অর্কের ঘাড় এবং কুঠার ঘুরানোর মওকা দাও, দেখবে তাবত ক্লান্তি লেজ গুটিয়ে চম্পট দিয়েছে!'

অলস একটা সময় কেটে গেল। উপত্যকার দূরবর্তী অঞ্চলে এখনো অগ্নিতাণ্ডব চলছে। আইজেনগার্ড বাহিনী চুপিচুপি অগ্রসর হচ্ছে। তাদের টর্চের আলো অজস্রধারায় বিভক্ত হয়ে মোচড় খেয়ে বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকায় (Coomb) উঠে পড়ছে। হঠাৎ পরিখা থেকে লোকের ভয়ানক রণহুংকার আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে। জ্বলন্ত কষ্টি কিনারে আবির্ভূত হয়ে ফাটলের মাঝে ঘন হয়ে জমা পড়ে। অতপর তা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে অদৃশ্য হয়। জনতা মাঠ, উর্ধ্বমুখী ঢালুস্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে হর্ণবার্গের গেটে আসলো। ওয়েষ্টফোল্ডের পশ্চাদভাগরক্ষীরা ভেতরের দিকে তাড়িত হয়েছে।

'শত্রু হাতের কাছেই।' তারা বলল। 'আমাদের সকল তীর খরচ হয়ে গেছে এবং ডাইক (পরিখা) অর্কে ভরপুর। তবে এ অবস্থা দীর্ঘক্ষণ থাকবে না। তারা বিভিন্ন পয়েন্টে মই লাগিয়ে পিঁপড়ের মতো এগিয়ে আসছে। তবে আমরা তাদেরকে সঙ্গে টর্চ না রাখার জন্য শাসিয়েছি।'

এখন মধ্যরাত। আকাশ ঘুটঘুটে কালো; হাওয়ার অতি ভারিক্কিপনা ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মেঘমালা যেন অকস্মাৎ ক্ষ্যাপা বিদ্যুচ্চমকে তপ্ত পীড়িত হয়। শাখাবিস্তারি বিদ্যুৎলতা পূর্বের পাহাড়ের ওপর হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ে। পাঁচিলের প্রহরীর এক লহমায় তাদের এবং পরিখার মধ্যকার স্পেসটি দেখে নেয়; হামাগুড়ি মারা কালো মূর্তিগুলো টগবগ করে ফুটছে, কোনটি হোঁতকা আর চওড়া কোনটি দীর্ঘ আর রুক্ষ-সূঁচালো শিরস্ত্রান ও কালো বর্ণে সজ্জিত। ডাইকের বাঁধ দিয়ে পাইকারি হারে অর্করা উপচে পড়ছে। টিলায় টিলায় কালো স্রোত বয়ে যায়, বজ্র গর্জায় উপত্যকায়। বৃষ্টি নামে অঝোরে।

মোটা তীরগুলো ফুটো প্রাচীরের উপর দিয়ে বর্ষার ঝণঝন ধ্বনি তুলে পাথরগায়ে ঝণাৎ শব্দ তুলে অগ্নিফুলকি বানিয়ে দিল। হেলম'স ডিপে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ভেতর থেকে কোন প্রতিজবাব পাওয়া গেল না।

হানাদার বাহিনী ক্ষান্ত ছিল, পাহাড় দুর্গের অতঙ্ক নিরবতায় বিঘ্নিত হল। মাঝে মাঝে

বজ্রআলো অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে-ফুঁড়ে দিল। অতঃপর অর্করা বর্শা, তলোয়ারে ঝাঁকানি দিয়ে হা-রেরে-রে চিৎকারে প্রাচীরের ওপর দাঁড়ানো প্রতিপক্ষের একজনের দিকে তীর নিক্ষেপ করল। আর মার্কের লোকেরা বিস্ময়াবিভূত হয়ে বাইরে তাকাল। তারা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন শস্যক্ষেত্রে রণ-ঝঞ্ঝার তোলপাড় অনুভব করল। বেহায়া গর্জন ছড়িয়ে পড়ল। শত্রু ঢেউ এর মতো এগোল, কেউ ডিপের দেয়াল দিয়ে, কেউ বাঁধান পথ দিয়ে এবং কেউ হর্ণবার্গ গেট অভিমুখী ঢালু স্তর দিয়ে। সেখানে জমায়েত হল এন্তার অর্ক আর ডুনল্যাণ্ড ভূখণ্ডের বন-মানুষরা। এক মুহূর্ত ইতস্তুতঃ করে তারা সামনে বাড়লো। প্রদীপ্ত বিদ্যুৎছটায় জ্বলে ওঠা প্রতিটি শিরস্ত্রাণ ও বর্মের আইজেন গার্ডের কুলমর্যাদাসূচক নোংরা হাতের প্রতিকৃতি ফুটে উঠল। তারা পাথর চূড়ায় পৌছায়; ঝাঁপিয়ে পড়ে গেটের দিকে।

শেষটায় জবাব আসল ঃ তীরের ঝড় আর পাথরবৃষ্টি আলিঙ্গন করে বসল তাদেরকে। ঝাঁকানি খেয়ে পিছু হটল তারা, তারপর আবার আক্রমন করে বসল–পিছু হটল আবার আক্রমনে গেল। এবং প্রতিবার আগুয়ান জলস্রোতের মতো উচু পয়েন্টগুলোয় থমকে গেল। আবার ওঠে গর্জনধ্বনি, হৈ হৈ হুংকার তুলে লোকেরা সামনে ঝাঁপ দেয়। পিছন থেকে অর্ক তীরন্দাজরা প্রাচীরের প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে শরের উপহার পাঠাতে লাগল। অর্কের ঢাল ছাদের মতো কাজ করে চলল, তাদের সঙ্গে ছিল বৃক্ষগুঁড়ি দিয়ে বানানো ঢেঁকি কল। তারা গেট দখল করে করে অবস্থা, কতক শক্ত বাহু এ কল ধরে গেটে হানল মরণঘন আঘাত। এমতাবস্থায় অপরপক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত পাথরের গোলায় কেউ কেউ ধরাশায়ী হয়–তবে একজনের পতন হলে সে স্থলে দু'জন এসে হাজির হয়। দরমুজের (কল) পুনঃপুনঃ আঘাতে গেটের দশা কাহিল।

ইয়োমার ও এ্যারাগর্ণ একত্রে প্রাচীরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি, চিৎকার ও ঢেঁকিকলের দুড়মুড় আওয়াজ শুনল। তারপর বিন্দ্যুৎ চমকের আকস্মিক ঝলকে গেটের করুন পরিণতি দেখে নিল।

'চলো!' এ্যারাগর্ণ বলল। 'আমাদের একত্রে তলোয়ার বের করার সময় হয়েছে!'

আগুণের মতো তারা বহিঃপ্রাঙ্গনে ছুটে গেল। তাদেরকে দেখে বেশ কতক হৃষ্টপুষ্ট খড়গধারী পিছু নিল। খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে সংকীর্ণ এক পথ ধরে তারা দু'জন তড়াক করে লাফিয়ে চলল। কোষদুটো তলোয়ার এক হয়ে জ্বলে উঠল। ইয়োমার তার খঞ্জর গাদ্ওয়াইনের (Guth wine) নাম ধরে চিৎকার করে উঠল, 'মার্কের প্রতীক গাদওয়াইন!'

'আণ্ডুরিল! ডুনেডেইনের প্রতীক আণ্ডুরিল!' এ্যারাগর্ণ চিৎকার দিল।

বন্য মানুষের ওপর একপাশ থেকে তারা তাদেরকে ছুঁড়ে দিল। সাদা আলো বিস্ফারিত করে আন্তুরিল ওঠানামা করে চলল। প্রাচীর ও টাওয়ার থেকে একটা ধ্বনিই শোনা গেলঃ আণ্ডুরিল! আণ্ডুরিল যুদ্ধে নেমেছে। ভাঙ্গা পাতে আবার আগুণ ঝরছে!

ডেঁকিকল বাহিনী হতাশ হয়ে গেট ভাঙ্গা ফেলে যুদ্ধে ফিরে আসলো। তবে তাদের শিণ্ডের দেয়াল যেন বজ্রাঘাতে গুঁড়িয়ে গেল, এবং তারা কচুকাটা পড়ল, নিচের পাথুরে

স্রোতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ধুয়েমুছে গেল। অর্কস্রো তীরন্দাজরা ক্ষ্যাঁপার মতো তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে পশ্চাদোপসরণ করল।

মুহূর্তমাত্র ইয়োমার ও এ্যারাগর্ণ তোরণসমূহের সামনে থামল। দূরে বজ্র গুড়ুম গুড়ুম করে চলেছে। দক্ষিণের দূর মাউন্টেনের বিদ্যুৎলতা এখনো সাপিনীর মতো জিহ্বা বের করছে। নর্থ থেকে হাড়জিরজিরে হাওয়া বইছে আবার। আকাশে ছেঁড়া মেঘের ভেলা, তারারা উঁকি দিচ্ছে; কুমসংলগ্ন পাহাড়শীর্ষে পশ্চিমাগামী চাঁদ ঝটিকাক্রান্ত শৈবালে হলদেটে আভা বুনছে।

'আমরা ঝটপট উপস্থিত হইনি,'এ্যারাগর্ণ বলল, তোরণগুলোতে চোখ ফেলে। সেগুলোর বড় বড় কজা আর লোহার বার কুঁকড়ে কুঁচকে আছে, বহু কাঠকোট ফেটে গেছে।

'তবু এখানে আমরা কালক্ষেপণ করতে পারি না, ইয়োমার বলল। 'তাকাও!' সে বাঁধানো পথের দিক নির্দেশ করল। ইতোমধ্যে অর্ক ও বনমানুষের মস্ত এক দল আবার সমবেত হতে শুরু করেছে। চারদিকে তীরগুলো হুংকার ছেঁড়ে পাথরের ওপর পড়ে লাফালাফি করতে থাকে। 'চলো! আমরা ফিরে যাই, দেখি কি করতে পারি। চলো এখন।'

তারা ফিরে দৌড় লাগাল। এ মুহূর্তে নিহতদের মধ্যে পড়ে থাকা কয়েক ডজন অর্ক পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হল, এবং চুপিসারে কিন্তু দ্রুত পিছনে সটকে গেল। দু'জন ইয়োমারের গোঁড়ালির নিকট জমিতে পড়ে তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল, এবং এক মুহূর্তেই তারা তার ওপরে চড়ে বসল। কিন্তু এক ছোট্ট কালোমূর্তি সবার অলক্ষে অন্ধকারের মধ্য থেকে লাফিয়ে পড়ে কর্কশ চিৎকার দিলঃ ব্যারুক খাদাদ! খাঞ্জাদ আই-মেনু! একটা কুড়ুল সজোরে আঁচড় কাটল। দুই অর্ক মুণ্ডুহীন হয়ে পড়ে থাকল। বাকিরা চম্পট দিল।

ইয়োমার উঠে দাঁড়াল, এ্যারাগর্ণ তার সাহায্যে ছুটে আসল।

পেছনদ্বার পুনরায় বন্ধ হল, লৌহ দরজা হুড়কো লাগিয়ে পাশে পাথর স্তূপ করে রাখা হল। ভেতরের সব কিছু নিরাপদ হলে ইয়োমার ফিরল, 'ধন্যবাদ, গ্লোয়িন পুত্র গিম্‌লি!' সে বলল। জানতাম না, 'তুমি আমাদের সাথে অবরুদ্ধ দুর্গে ছিলে। অনাহুত অতিথীরা প্রায়ই কিন্তু যোগ্য সঙ্গী হয়ে থাকে। কিভাবে এলে তুমি এখানে?'

'ঘুম দূর করার জন্য আমি তোমার পিছু নিয়েছি,' বলল গিমলি, 'তবে আমি পাহাড়ীলোকদের ওপর চোখ রেখে ছিলাম এবং তাদেরকে আমার তুলনায় বিশালায়তন মনে হল, সুতরাং তোমার আসল খেলা দেখার জন্য এক পাথরের আড়ালে বসে ছিলাম।'

'তোমার কাজের যোগ্য প্রতিদানকে সহজ ভাব্‌ব না।'

'সে জন্য রাতকাবার হবার আগে অনেক সুযোগ আসতে পারে,' ডুয়ার্ফ হাসল। 'তবে পরিতৃপ্ত আমি। মারিয়া থেকে বের হয়ে এ পর্যন্ত কাঠ ছাড়া আর কিছু কাটিনি।'

গিম্‌লি প্রাচীরের ওপর স্বস্থানে ফিরে আসল। কুঠারে হাত বুলিয়ে বলল, 'দুটো গেল!'

'দুটো?' বলল ল্যাগোলাস। 'আমি আরো ভালো কিছু করেছি, যদিও অপচয় হওয়া তীরগুলোর জন্য হাতড়াতে হবে; আমার সব শেষ। তবু অন্ততঃ আমার গল্পকে (ভূমিকা) আমি বিশ গুণ করে ছাড়ব। বেশি আর কি, জঙ্গলের বিশটি পাতার সামিলইতো।'

আসমান এখন চটাপট ঘষামাজা রূপ নিচ্ছে, ডুবন্ত শশী টকটকে কিরণ ছিটোচ্ছে। কিন্তু এ আলো মার্কের সওয়ারীদের জন্য কিঞ্চিত আশা জাগানিয়া। তাদের সমুখে শত্রুর পরিমাণ বাড়া-বই কমছে না বোধ হল। এখনো ফাটল-পথ ধরে উপত্যকা থেকে আরো অনেকে ধেয়ে আসছে। টিলার দুর্গ থেকে সরে পড়া প্রবণতার সাময়িক বিরাম চলছে মাত্র। গেটের আক্রমণ তিনগুন হল। ডিপের প্রাচীরপার্শ্বে আইজেন গার্ড বাহিনী সাগরের গর্জন তুলল। অর্ক ও বনমানুষরা ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাচীর মুলের এ প্রান্ত ও প্রান্ত করে বেড়াল। দুর্গ-পাঁচিলের উপর দিয়ে ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে মোটা হুকওয়ালা দড়ি ছুঁড়ে দেয়া হল, স্থাপন করা হল শত শত দীর্ঘ মই। তার অনেকগুলো ধ্বংস হল যেগুলো পুনঃসংযোগ করা গেল, সেগুলো দিয়ে অর্করা দক্ষিণের জঙ্গলে বানরের মতো লাফিয়ে চলল। নিহত আর ছিন্নভিন্নরা পাঁচিল মূলে ঝড়ে বয়ে আনা গুঁড়ি পাথরের ন্যায় গাঁদা হয়ে থাকল; এ যাবতকালের মৃত দেহের সুউচ্চ ভয়ংকর ঢিবি। তবু শত্রু আগমন ছিল অবিরাম।

রোহানের জনতা ক্লান্ত হল। তাদের প্রতিটা তীর নিঃশেষিত, তলোয়ারগুলোর ধার পড়ে গেছে। দেহত্রাণ ছিন্নভিন্ন। ইয়োমার এ্যারাগণ তিন তিনবার এগুলোর ধার ফেরানোর চেষ্টা করল। তিনবার জ্বলে উঠল এণ্ডুরিল বেপরোয়া চার্জে যার দরুণ প্রাচীর ছেড়ে শত্রুরা জান নিয়ে ভেগেছে।

তারপর পিছনের ডিপে এক শোরগোল উঠল। অর্করা ইঁদুরের মতো কালভার্ট এর ভেতর দিয়ে চলে গেছে। যতক্ষণ না ওপরের আক্রমণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং প্রায় সব প্রতিরোধকারী দেয়ালের শীর্ষে দৌড়ে আশ্রয় নিয়েছিল, ততক্ষণ তারা দুরারোহ টিলার ছায়ায় সমবেত হল। তারপর তারা লাফিয়ে বের হল। ইতোমধ্যে কেউ কেউ ডিপের সংকীর্ণ প্রবেশপথে ঢুকে গেছে এবং কিছু কিছু অশ্বারোহীদের কাছে গিয়ে রক্ষীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছে।

প্রাচীর থেকে লাফিয়ে পড়ে গিম্‌লি কলজে কাঁপানো চিৎকার দিল। সে চিৎকার টিলাগায়ে প্রতিধ্বনিত হল। খোদাদ! খাজাদ! ঝপাঝপ বেশ করে করল সে।

'এদিকে!' চিৎকার দিল সে। 'অর্করা দেয়ালের পিছনে। এদিকে-কে-কে! ল্যাগোলাস এসো! আমাদের যথেষ্ট কিছু করার আছে। খাজাদ-আইমেনু!'

তাবত চ্যাঁচামেচি, হৈ চৈ ছাপিয়ে ডুয়ার্ফের বাঁজখাই গলা শুনে বৃদ্ধ গ্যামলিং হর্ণবার্গ থেকে নিচেই তাকাল। 'অর্করা ডিপের মধ্যে!' সে চিৎকার দিল। 'হেলম! হেলম! হেল্‌মিঙ্গাস!' পেছনে ওয়েষ্ট ফোল্ডের বহুলোক নিয়ে সোপান বয়ে সে টিলা থেকে নিচে

নামতে লাগল।

তাদের আকস্মিক, প্রচণ্ড আক্রমণে অর্করা ম্যাঁদা মেরে গেল। শিঘ্রই তারা দুর্গের সংকীর্ণ পথে আচ্ছন্ন হল, এবং সবাই হয় নিহত বা ডিপের গভীর গহ্বরে ভীতির কাঁপুনিতে পিছলে পড়ে পাতালপুরীর রাক্ষসের হাতে পড়েছে।

'একুশটা গেল!' চিৎকার দিল গিম্‌লি। সে তার দু'হাতের স্ট্রোকে শেষ অর্কটিকে কচুকাটা করে পায়ের কাছে চ্যাংদলা করে রাখল।

'আমার হিসেব এখন আবার মাষ্টার ল্যাগোলাসকে ছাড়িয়ে গেল।'

'অবশ্যই আমরা এ ইঁদুরের গর্ত বন্ধ করব,' গ্যামলিং বলল।

'লোকে বলে, পাথর ব্যবহারে ডুয়ার্ফরা বড় চতুর। মাষ্টার, তোমার সহযোগীতা চাই!'

'যুদ্ধ করা কুড়ুল বা নখ দিয়ে আমরা পাথর সাইজ করিনে। তবে যদ্দুর পারা যায় করব।'

তারা ধারে কাছ থেকে মাঝারি ও কুচিপাথর সংগ্রহ করে। অতঃপর গিম্‌লির ডিরেকশন অনুযায়ী কালভার্টের ভেতরের প্রান্ত সামান্য একটু খোলা রেখে ব্লক করে দেয় ওযেষ্ট ফোল্ডের লোকেরা। তারপর ডিপের নালাটি বর্ষায় ফুলে উঠলে রুদ্ধপথে বাঁধা পেয়ে ক্ষুদ্র ঢেউ আকারে গাঁজিয়ে উঠে পানি ফোয়ারার মতো এক টিলা থেকে অন্য টিলায় ছিটকে পড়ল। উপরের দিকটা নির্জন থাকতে পারে ভেবে গিম্‌লি গ্যামলিংকে নিয়ে প্রাচীর পরের অবস্থা দেখতে গেল।

সেখানে গিয়ে এ্যারাগর্ণ ও ইয়োমারের পাশে ল্যাগোলাসকে পাওয়া গেল। এলফ তারলম্বা ছুরিখানিতে শান দিচ্ছিল। যেহেতু কালভার্ট দিয়ে ঢোকার প্রচেষ্ট ব্যাহত হল, যেহেতু ক্ষণিকের জন্য আক্রমণ শান্ত হল।

'এককুড়ি একজন গেছে!' গিম্‌লি বলল।

'চমৎকার!' ল্যাগোলাস বলল, 'কিন্তু আমার বাজেট এখন দু ডজন। এখানে ছুরির কারবার ভাল চলবে।'

ইয়োমার ও ল্যাগোলাস ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তরবারিতে হেলান দিয়ে ছিল। খানিক দূরে বামে টিলার ওপর আবার যুদ্ধ পরিস্থিতি সগরম হয়ে উঠল। কিন্তু হর্ণবার্গ সমুদ্রের দ্বীপের মতো এখনো সুরক্ষিত। এটার তোরণগুলো ধ্বংস হয়েছে ঠিকই তবে ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে ভেতরে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। এ্যারাগর্ণ বিবর্ণ সেতারালোকে তাকাল, উপত্যকা বেষ্টনরত পশ্চিমের পাহাড় পশ্চাতে চন্দ্রমূর্তি গা–ঢাকা দিচ্ছে। 'এ রাত এক বছরের সমান,' সে বলল। 'দিন কত বেলাতক আসবে?'

'প্রভাত-অধিক দূরে না' গিম্‌লিং বলল, এখন সে তার পাশে। 'তাকে ভয় হয়, ভোর আমাদের সাহায্য করবে না।' তবু প্রভাত সদা মানুষের ভরসা।'

'কিন্তু আইজেন গার্ডের এ প্রাণীগুলো সারুম্যানের পয়দা করা আধখানা অর্করা ও

ভুতুড়ে ফাউল লোকগুলো সূর্য উঠলে নিস্তেজ হয়ে না।

'আর পাহাড়ের বণ্যপ্রাণীগুলোও তা হবে না। তুমি তাদের গলা শুনছ না?'

'আমি শুনছি,' ইয়োমার বলল; তবে আমার কানে তা পাখির কিচিরমিচির আর পশুর হাম্বা-হাম্বা মনে হচ্ছে।'

'তবু তারা অনেক, ডুনল্যান্ডের ভাষায় চ্যাঁচামেচি করছে, 'গ্যামলিং বলল। 'ও ভাষা আমার জানা। প্রাচীন ভাষা, কোন এক সময় মার্কের পশ্চিমাঞ্চলীয় উপত্যকায় অনেকেই এ ভাষা বলত। শোন তারা খুশিতে আমাদের বিদ্রুপ করছে। কারণ, তাদের ধারণা আমাদের পতন নিশ্চিত। "বাজন, বাজন!' তারা চিৎকার করছে। 'তাদের রাজাকে আমরা বন্দী করব। ফারগয়েলের মরণ হোক! স্ট্রহেডরা (শন্‌কেশী) নিপাত যাক! উত্তরের দস্যিরা ধ্বংস হোক।" তারা আমাদের ডাকে এমন নামে। পাঁচশ বছর পূর্বে গন্ডরের লর্ডরা ইয়ল দ্য ইয়ং এর সাথে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করে তার হাতে মার্কের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল। সে ক্ষোভ তারা আজো ভুলতে পারেনি। সেই সাবেক ঘৃণা সারুম্যানকে পোড়াচ্ছে। তারা একবার জেগে উঠলে ভয়ানক চিড়িয়া হয়ে দেখা দেয়। তারা এখন সকাল-সন্ধ্যা দেখবে না, যে পর্যন্ত না থিওডেন গ্রেপ্তার হয় অথবা তারা নিজেরা ঘায়েল হয়।

'তৎসত্ত্বেও দিবাভাগ আমার আশা জাগাবে।' এ্যারাগর্ণ বলল। 'এ কথা কি শোনা যায় না যে কোন শত্রু কখনো হর্ণবার্গ দূর্গ করায়ত্ব করতে পারেনি, যদি মেনরা তার দায়িত্ব নেয়?

'এরকম কথা চারণকবিরা বলে, ইয়োমার বলল।'

'তাহলে এটা রক্ষা করা যাক, আশা রাখো।' এ্যারাগর্ণ বলল।

তাদের কথা বলার মধ্যে ভয়ানক গর্জন ধ্বনি আসতে থাকে। সংঘর্ষ ধ্বনি, আলোক শিখা ও ধোঁয়া অনুমান করা গেল। ডিপের নালার ফেনায়িত পানি ছলাৎ ছলাৎ উপচে পড়তে লাগল ঃ তা আর বাঁধ মানল না প্রাণকে মস্ত এক গর্ত হা করে পড়ল। এক পাল কালোমূর্তি মুষলধারে বৃষ্টির মতো ঢেলে পড়ল।

'সারুম্যানের শয়তান আর কাকে বলে!' এ্যারাগর্ণ চিৎকার করল। 'আমাদের কথা বলার ফাঁকে তারা আবার কালভার্টের মধ্যে হামাগুড়ি মেরে এসেছে এবং আমাদের পায়ের নিচে অংকের আগুন জ্বেলেছে। ইলোডিল। ইলোডিল!' সে চেঁচিয়ে উঠল, এবং ফাটলের মধ্যে ঝাপ দিল; কিন্তু সে এটা করার সাথে সাথে অস্থায়ী দূর্গ প্রাচীরে (Battlement) একশ মই ঠেসান দেয়া হল। প্রাচীরের ওপরে এবং নিচে বালুময় পাহাড়ের অন্ধকার ঢেউ এর ন্যায় আখেরের আক্রমণ ঝড়ের মতো এগিয়ে আসল। প্রতিরোধ ফিনকি মেরে ছিটকে গেল। কিছু আরোহী পিছু হটে গেল, পড়িমরি করে খুঁজতে খুঁজতে উপরে অনেক গভীরে ক্রমে ক্রমে গর্তের দিকে চলে গেল। অন্যরা অন্যপথে পানি নিরাপদ আশ্রয়ে (নগরদূর্গ) ফিরল।

ডিপ থেকে এক চওড়া সিঁড়িপথ ওপরে রকের (টিলা) দিকে এবং হর্ণবর্গের পেছন দ্বারে পৌঁছেছে। এ্যারাগর্ণ তাদের সন্নিকটে দণ্ডায়মান। তারা হাতে আন্ডুরিল এখনো

জ্বলছে, আর তার তলোয়ারের ত্রাসে কিয়ৎক্ষণের জন্য অর্করা পিছু হটল। ওপর তলার পেছনে অর্করা হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তার ধনুক বেঁকে গেছে, ঠিক করছে। তার নিক্ষিপ্ত তীরগুলো এ কেউ এখন কুঁড়িয়ে আনলে আকার নিরিখ করতে শুরু করে, যে অর্কটি প্রথমে সোপান মাড়ানোর হিম্মত দেখাল তাকে সে আগে টার্গেট করল।

'যারা ভেতরে নিরাপদ আছ তারা সবাই চলে এস, এ্যারাগর্ণ।' সে ডাকল।

এ্যারাগর্ণ ফিরে ওপরে দৌড় লাগাল। তবে ক্লান্তিতে হোঁচট খেল। শত্রুরা তাৎক্ষণিক সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কর্কশ আর্তচিৎকারে লম্বা দু'হাত ছড়িয়ে অর্করা ওপরে আসল। সর্বাগ্রের জনের কণ্ঠনালীতে ল্যাগোলাসের ধার সেঁধিয়ে গেল, তবে বাদবাকিরা তার ওপর ঝম্প মেরে পড়ে। অতঃপর ওপরে বহিঃপ্রাচীর থেকে এক প্রকাণ্ড পাথর এসে সিঁড়িকে ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে দিল এবং অর্করা ডিপে সজোরে নিক্ষিপ্ত হল। এ্যারাগর্ণ দরজায় পৌঁছল এবং পেছনে দ্রুত ঢংঢং শব্দ শুনল।

'ঘটনা খারাপ, বন্ধুরা, সে বলল, হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিল।

'যথেষ্ট খারাপ বটে,' ল্যাগোলাস বলল, 'তবে সাথে যে পর্যন্ত তুমি আছ, সে পর্যন্ত হতাশ হবার কারণ নেই। গিম্‌লি কই?'

'জানি না। গ্রাউন্ডে প্রাচীরের পেছনে যুদ্ধরত অবস্থায় শেষবারের জন্য দেখেছিলাম। কিন্তু শত্রু আমাদেরকে পৃথক করে দিয়েছে।'

'হায়রে! এ যে দুঃসংবাদ!'

'সে হৃষ্টপুষ্ট আর ঝাড়া জওয়ান। আমরা আশা করতে পারি যে, সে পালিয়ে গর্তের দিকে যাবে। সেখানে সে কিছুক্ষণ নিরাপদে থাকবে। অধিকতর নিরাপদে, আমাদের চেয়ে। এমন আশ্রয় কোন ডুয়ার্ফের জন্য পছন্দসই।'

'এতে অবশ্যই ভরসা পাচ্ছি। কিন্তু যদি সে এ পথে আসত! তাকে বলার ইচ্ছে ছিল ঃ মাষ্টার গিম্‌লি, আমার গল্পকে এখন ঊনচল্লিশ গুন করলাম।'

'সে যদি গর্তে ফিরতে পারে তবে দেখবে তোমার হিসেবও ছাড়িয়ে গেছে,' এ্যারাগর্ণ হেসে বলল। 'আমি এভাবে কাউকে কোনকালে কুড়ুল ঘোরাতে দেখিনি।'

'আমি অবশ্যই কিছু তীর খুঁজে বের করব। যদি এ রাত শেষ হত, যদি সুখ করার উপযোগী একটু আলো পেতাম!'

এ্যারাগর্ণ আশ্রয়ের দিকে ফিরল। গিয়ে হতাশ হল যে ইয়োমার হর্ণবার্গে ফেরেনি।

'না, সে রকে ফেরেনি,' একজন ওয়েস্ট ফোল্ডম্যান বলল।

'আমি শেষবারে দেখেছি, কতকলোক তাকে চারদিক থেকে ঘিরে তার সাথে গড়ছে ডিপের মোহনায়। গ্যামলিং সাথে ছিল, ছিল ডুয়ার্ফও। তাকে আমি তাদের নিকট যেতে পারিনি।'

এ্যারাগর্ণ ভেতর নাঙ্গল দিয়ে টাওয়ারের উঁচু এক কক্ষে থামল। সেখানে একটা সরু জানালার ধারে বিষণ্নমূর্তি হয়ে রাজা দাঁড়িয়ে বাইরে উপত্যকায় নজর ফেলে আছে।'

'খবর কী এ্যারাগর্ণ?' সে বলল।

'ডিপের প্রাচীর দখল হয়ে গেছে, লর্ড, আর সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু অনেকেই এদিকের টিলাদুর্গে পালিয়ে এসেছে।'

'ইয়োমার কি এখানে?'

'না, লর্ড। তবে আপনার বহুলোকজন ডিপে সরে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, ইয়োমার তাদের মাঝে ছিল। সংকীর্ণ গিরিপথে তারা সম্ভবত শত্রুদের পিছনে সরিয়ে কেভে (গর্ত) আশ্রয় নিয়েছে। এ অবস্থায় তাদের নিয়ে কতটা আশা করা যাবে আমি তা জানি না।'

'আমাদের থেকে অধিক করা যাবে। কথিত আছে, এটা উত্তম পন্থা। সেখানকার হাওয়া স্বাস্থ্যকর, ফাটলের মাঝ দিয়ে এক নালা উপরে টিলায় ঠেকেছে। দৃঢ়সংকল্প লোকদেরকে ঠেলে কেউ জোরপূর্বক প্রবেশ করতে পারবে না। তারা বহু সময় প্রতিরোধ করে যাবে।'

'কিন্তু অর্করা অর্থেংক থেকে এক শয়তানি কারবার বয়ে এনেছে। তাদের আছে বিস্ফোরক আগুন যার দ্বারা প্রাচীর দখল করেছে। যদি তারা গর্তে ঢুকতে না পারে তবে সিলগালা মেরে ভেতরের সবাইকে সেখানে আটকে দিতে পারে। কিন্তু আমরা এখন সবাই অবশ্যই আত্মরক্ষা নিয়ে ভাবব।'

'এ কারাগারে আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে, থিওডেন বলল। 'ময়দানে ঘোড়া ছুটিয়ে যদি আমি আমার লোকদের সামনে বর্শা, বল্লম উঁচিয়ে হাজির হতে পারতাম, তবে হয়ত আবার যুদ্ধের আমেজ পেতাম, আর এভাবে পরিণতি আসত। কিন্তু এখনে আমি কোন পুঁজোয় লাগছি না।'

'আপনি অন্ততঃ মার্কের সর্বশক্তিধর দুর্গকে তো আগলাচ্ছেন' এ্যারাগর্ণ বলল। 'ইদোরাস থেকে বা এমনকি মাউন্টেনের ডুনহারেন থেকে হর্ণবার্গে আপনাকে রক্ষা করার ভরসা আমরা অধিক পাচ্ছি।'

'ইতিহাসে আছে, হর্ণবার্গ কোনদিন আক্রমণের মুখে নতজানু হয়নি,' থিওডেন বলল, 'কিন্তু এখন আমার পাঁজরের নিচেই কামড় দিচ্ছে। পৃথিবী বদলেছে, আর একদা যা সব প্রদত্তশালী ছিল তা এখন অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান। কি করে একটা দুর্গ এত সংখ্যক দানব আর এত বেপরোয়া ঘৃণাকে প্রতিরোধ করবে? যদি জানতাম আইজেন গার্ড এর শক্তি এত বেড়েছে তবে গ্যান্ডালফের শৈল্পীক ছলাকলা সত্ত্বেও এতটা দ্রুত আমি মোকাবেলার জন্য এগোতাম না। ভোরের রোদে তার পরামর্শ যতটা মিটে বোধ হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না।'

'যতক্ষণ সব কিছু শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ গ্যান্ডালফের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন রায় দিবেন না, লর্ড,' এ্যারাগর্ণ বলল।

'সে শেষ আর অধিক দূরে না,' রাজা বলল। 'তবে আমি এখানে দাড়ি টানব। (শেষ করা) না, বুড়োভোঁদড় মারা ফাঁদে আটকা পড়তে চাইনে। স্নোমেন এবং হাসুফেল ও আমার গার্ডের ঘোড়াগুলো অন্দর মহলে আছে। প্রভাত হলে লোকদেরকে হেলমের ভেরী বাজাতে বলব এবং সামনে ঝাপ দেব। এ্যারাগর্ণ পুত্র তখন তুমি আমার সাথে যাবে? পথ

একটা আমরা তৈরি করে নেব। অথবা এমন পরিণতির জন্ম দেব যা পরপারে গানের খাতায় স্থান করে নেবে।'

'আমি আছ আপনার এ্যারাগর্ণ বলল।

তার অনুমতি নিয়ে পাঁচিলগুলোর দিকে ফিরে গেল। সমস্ত বলয় চক্কর দিয়ে দিয়ে সৈন্যসামন্তকে নতুন আশায় অনুপ্রাণিত করে উত্তপ্ত আক্রমণস্থলে সাহায্য বিতরণ করে চলল। ল্যাগোলাস সাথে ছিল। নিচের পাথর কাঁপিয়ে অগ্নি বিস্ফোরণ উঠল। সাঁড়াশি হুক ছোড়া হল, এবং মই উঠল। অর্করা বারংবার বহিঃপ্রাচীর দখল করল এবং প্রতিরোধকারিদের দ্বারা বারবার তলদেশে নিক্ষিপ্ত হন।

শত্রুর শর বর্শাকে উপেক্ষা করে এ্যারাগর্ণ সর্বাগ্রে বৃহৎ তোরণশীর্ষে দাঁড়াল। সামনের পূর্বের আসমান তখন পান্ডুর হয়ে আছে। সে তালু অগ্রমুখী করে হাত তুলল, যেন কিছু বলতে চায়।

অর্করা বিদ্রুপের চিৎকার ছুড়ল, নামো! তোমার কিছু বলার থাকলে নেমে এসো তোমার রাজাকে আনো! আমরা যোদ্ধা ইউরাক হাই (Uruk-hai) । আমরা তাকে তাঁর গর্ত থেকে ইঁদুরের মতো টেনে বের করব, যদি সে নিজে না আসে। বের করো তোমার গা-ঢাকা দেয়া রাজনকে!

এ্যারাগর্ণ বলল, রাজা তার নিজ ইচ্ছায় আসবে।

তারা উত্তর দিল, তবে তুমি এখানে কী করছ? বাইরে তাকিয়ে আছ কেন? আমাদের সেনাবাহিনীর বিশালতা দেখতে চাও? যোদ্ধা ইউরাক হাই আমরা।

এ্যারাগর্ণ বলল, আমি ভোরের প্রতীক্ষায় আছি।

তারা বিদ্রূপ করল, ভোরের খবর কি? আমরা ইউরাক হাই ঃ দিনে বা রাতে যুদ্ধ করে চলি, ঝড়ঝঞ্ঝা বুঝি না। রোদে বা জোৎস্নায় সদা খুন করে চলি। ভোরের খবর কি?

এ্যারাগর্ণ বলল, কেউ জানে না নতুন দিন তার জন্য কী বয়ে আনবে। খারাপ কিছু ঘটার আগে চলে যাও।

তারা চিৎকার দিল, নাম! নইলে স্যুট করে নিচেই পাখির মতো নামাবো তোমায়। এটা কোন আলোচনা (Parley) না। তোমার কিছু বলার নেই।

এ্যারাগর্ণ জবাব দিল, এখনো এটুকু বলার আছে যে, কোন শত্রু কখনো হর্ণবার্গ দখল করতে পারেনি। ভাগো, নচেৎ কেউ আস্ত ফিরতে পারবে না। নর্থে খবর বয়ে নেবার জন্য কেউ বেঁচে থাকবে না। তোমরা তোমাদের ভয়াবহ পরিণতি জানো না।

শত্রুর সমুখে বিধ্বস্ত তোরণপরে একাকী এ্যারাগর্ণকে রাজর্ষিক মহাশক্তির প্রতিমূর্তি মনে হল। বহু বন্যলোক হকচকিয়ে কাধের ওপর দিয়ে পেছনে উপত্যকার দিকে তাকাল। কেউ কেউ সন্দেহ বশত আকাশের পানে তাকালো। তবে অর্করা উচ্চস্বরে অট্টহাসি দিল; এবং প্রাচীরের ওপর বর্শা-বল্লম-বৃষ্টি বোঁ বোঁ করে উঠল। এ্যারাগর্ণ লাফিয়ে পড়ল।

ছড়িয়ে পড়ল তর্জন-গর্জন, অগ্নি বিষ্ফোরণ (আগুনের গোলা)। তোরণ ছাদ

ধূলি-ধোয়ায় পরিণত হবার মুহূর্তখানি আগেই সে সটকে পড়ল। ব্যারিকেড যেন বজ্রপাতের তোপে ছিন্নভিন্ন হল। এ্যারাগর্ণ রাজার টাওয়ারের দিকে দৌড়ে গেল।

গেটের পতন হল। অর্করা হৈ হৈ করে ভেতরে ঢোকার প্রস্তুতি নিল। দূরের হাওয়ার মতো তাদের পিছে এক মর্মর ধ্বনি উঠে অসংখ্য সুরের চিল্লাপাল্লায় পার্যবসিত হল, যেন ভোরের আগমনীবার্তা ঘোষণা করছে। হতাশার খবর শুনে রকের অর্করা কম্পমান শরীরে পেছনে তাকাল। তারপর ওপরের টাওয়ার থেকে হেলমের আকস্মিক ও ভীতিকর ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল।

এ ধ্বনি শূনে গা-গতরে থরেহরি কম্পন জেগে উঠল। অনেক অর্ক উবু হয়ে পড়ল, হাতের তেলো দ্বারা কান বন্ধ করল। ডিপের পিছন থেকে আসল প্রতিধ্বনি, বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ, মনে হলো প্রতিটা টিলা ও পাহাড়ে প্রযত্ত নকিব দাঁড়িয়ে। প্রাচীর পরের লোকেরা ওপরে তাকাল থমেরে প্রতিধ্বনি যেন থামবে না। তুর্যনাদ ক্ষ্যাপার মতো বাঁধাহীন গতিতে কাছের এবং দূরের পাহাড় থেকে পাহাড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল।

'হেলম! হেলম!' আরোহীরা কলরব ছুড়ল। 'হেলম জেগে উঠেছে, যুদ্ধে আসছে। রাজেন্দ্র থিওডেনের হেলম!'

এ হৈচৈ এর মধ্যে রাজা হাজির হল। অশ্বটি তার শুভ্রধবল, বর্মটি তার সোনালী, আর বর্শাটি তার অতিদীর্ঘ। তার ডানে এ্যারাগণ ইলেণ্ডিলের উত্তরাধিকারি আর তার পশ্চাতে হাউস সব ইয়র্ল দ্য ইয়ং এর লর্ডরা। আসমানে আলোর ঝিলিক, অন্ধকার দূর হয়েছে।

'ইয়ার্লিঙ্গাস হাজির।' চিৎকার আর মহাশোরগোল সহকারে আক্রমণে গেল। তোরণ তলে গর্জন শোনা গেল, তারা বাঁধান পথে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং ঘাস-পাতায় হাওয়া ঢোকার মত করে আইজেন গার্ড বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। পশ্চাতে ডিপের গুহা থেকে জওয়ানের দৃপ্ত চিৎকার শত্রুর দিকে ড্রাইভ করে এগোচ্ছে। রকের ওপরের সকলে ঢেউ এর মতো ছড়িয়ে পড়ল। আর পাহাড়ে পাহাড়ে শিঙাধ্বনি প্রতিধ্বনি তৈরি করে চলল।

তারা এগিয়ে চলল, বাজা আর তার সাথীরা। ফ্রন্টের ক্যাপ্টেন আর চ্যাম্পিয়নদের (বীরপুরুষ) মধ্যে কেউ পতিত হল, কেউবা পালিয়ে গেল। না কোন অর্ক, না কোন মানব প্রতিরোধ করতে পারল। তাদের মেরুদণ্ডদেশ এখন সওয়ারিদের তলোয়ার আর বর্শাফলামুখী এবং তাদের মুখমণ্ডল উপত্যকামুখী। তারা বিলাপ চিৎকার আরম্ভ করল। কারণ দিনের উত্থানে বিস্ময় ও তাক লাগানি আতকের ঘেরাটোপে অর্করা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়েছে।

মহারাজ থিওডেন হেলমগেট থেকে এভাবে বেরিয়ে পরিখার দিকে পথ করে করে চলল। কোম্পানী সেখানে থামল। চারদিকে আলো ঠিকরে পড়ল। সূর্যকিরণে তাদের বর্শাফলা আর পূবের পাহাড়ের শীর্ষরাজি ঝিকমিক করে উঠল। অশ্বপিটে নিশ্চুপ বসে থাকল তারা এবং ডিপের বৃক্ষাচ্ছাদিত টিলার প্রতি পলকহীন নয়ন ফেলে থাকল।

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়েছে। একদা যেখানে সবুজ উপত্যকা ছিল, এখন সেখানে

আবছা জঙ্গল বোধ হচ্ছে, তৃণময় ঢাল পার্বত্য পাহাড়গুলোকে ক্রমান্বয়ে গিয়ে খাচ্ছে। স্তরে স্তরে নগ্ন, নিরব প্রকাণ্ড গাছেরা দাঁড়িয়ে, পলিত মুণ্ডুগুলো লতাপাতায় জটপাকানো, মোচড়ানো মুলগুলো দীঘল সবুজ ঘাসে সমাধিস্থ। বৃক্ষতল তমসাচ্ছন্ন। পরিখা এবং সে জঙ্গলের মাঝে মাত্র দু'ফার্লং খোলা মাঠ। এখন সেখানে সারুম্যানের অহংকারী বাহিনী রাজার ভয়ে-বৃক্ষের ভয়ে গুটিঘুটি মেরে আছে। হেলমগেটের পরিখা থেকে স্রোতের বেগে তারা ঢেলে পড়ে সে এলাকা জনশূন্য করেছে। তবে পরিখার নিচে বোলতা ঝাকের ন্যায় গাদা মেরে ছিল। কুমের প্রাচীরের চারধারে বাঁচার জন্য তাঁরা জবর হ্যাঁচড়-প্যাচড় করেছে। পূর্বদিকে উপত্যকা পার্শ্ব অতি খাড়া আর শক্ত ছিল; তাদের চূড়ান্ত পরিণতি পশ্চিম হতে বামদিকে এসে হাজির হল।

পৈলশিরার ওপরে আকস্মিক এক সওয়ারী আবির্ভূত হল, শুভ্রবসন পরিহিত, উদীয়মান সূর্য কিরণে চিকচিক করছে। নিচু পাহাড়শীর্ষে হর্ন বেজে চলেছে। তার পশ্চাতে হাজারখানেক পদাতীক সৈন্য লম্বা ঢাল বয়ে দ্রুত এগোচ্ছে, হাতে উন্মুক্ত কৃপান। তাদের মাঝখানে ছিল দীর্ঘদেহী এক শক্তিমান পুরুষ। তার দেহত্রাণ রক্তলাল। উপত্যকার কিনারায় এসে ঠোঁটে কালো এক হর্ণ বাঁধিয়ে ঢং, ঢং, ঢং ধ্বনির বিস্ফোরণ তুলল।

'আরকান ব্রাণ্ড!' আরোহীরা চিৎকার দিল। 'আরকান ব্রাণ্ড!'

'সাদা আরোহীকে দেখে নাও!' এ্যারাগর্ণ চেঁচিয়ে বলল, 'ওই যে গ্যাণ্ডালফ আসছে!'

'মিথ্রণ্ডির! মিথ্রাণ্ডির' ল্যাগোলাস বলল। 'যাদুকরী ব্যাপার বটে! দেখ! ইন্দ্রজাল পরিবর্তনের আগেই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকব।'

এদিকওদিক করে এক ভয় থেকে অন্য ভয়ের দ্বারস্থ হয়ে আইজেন গার্ড বাহিনী গর্জে উঠল। আবার ইওয়ার থেকে শিঙাধ্বনি আসল। রাজার কোম্পানী পরিখার ফাটলের মধ্য দিয়ে আক্রমণে গেল। ওয়েষ্টফোল্ডের লর্ড আরকানব্রাণ্ড পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল। মাউন্টেনের দৃঢ়পদ হরিণের মতো স্যাডোফ্যাক্স লাফ মেরে এগোল। অগ্রভাগে সাদা আরোহী। তাক আগমনের ভীতিতে শত্রুরা পাগলের মতো হয়ে গেল। বনমানুষরা তার সামনে জমিনে মুখ ঠেকিয়ে পড়ে থাকল। অর্করা উচ্চ নিনাদ করে ঘূর্ণি বেগে ছিটকে পড়ল, তাদের অসি, বল্লম কোথায় গেল কি জানি। পার্বত্য হাওয়ায় ধোঁয়া ছুটে চলার ন্যায় তারা পালিয়ে গেল। বিলাপ করতে আশ্রয় নিল বৃক্ষের ছায়াতলে যেখান থেকে তার আর কেউ ফিরল না।

অধ্যায় আট
আইজেনগার্ডের পথে

এভাবে ডিপের নালার তৃণময় সবুজ চত্বরে সুন্দর সকালে রাজা থিওডেন ও গ্যাণ্ডালফ দ্য হোয়াইট রাইডারের পূণর্মিলন হল। সেখানে আরো ছিল এ্যারাগর্ণ ল্যাগোলাস দ্য এলফ, ওয়েষ্টফোল্ডের আরকানব্রাণ্ড এবং গোল্ডেন হাউজের লর্ডরা। তার চারধারে মার্কের আরোহী রোহিরিমরা সমবেত হয়েছিল। তাদের বিজয়োল্লাস বিস্ময়ে ঢাকা পড়ল, তারা এখন জঙ্গলের পানে নজর করে আছে।

অকস্মাৎ বজ্রনিনাদ উঠল। ডিপের গর্তে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা পরিখা থেকে নামতে শুরু করল। হাজির হল বৃদ্ধ গ্যামলিং, ইয়োমাণ্ডতনয় ইয়োমার, আর তাদের সাথে গিম্‌লি দ্য ডুয়ার্ফ। তার কোন মস্তকাবরন ছিল না, মাথায় ছিল রক্তরঞ্জিত এক লিনেনের ব্যাণ্ড; তবে তার স্বর খনখনে আর শক্তিশালী ছিল।

'দু-কুড়ি দুটো। মাষ্টার ল্যাগোলাস!' সে চিৎকার দিল। ওঃ! আমার কুড়ুলের ধার পড়েছে। ব্যাপারটা কেমন হলো বলো তো?'

'আমার থেকে তুমি একটি ছাড়িয়ে গেছ,' ল্যাগোলাস উত্তর দিল। 'তবে তোমাকে হিংসে করছি না। দুপায়ে দাঁড়িয়ে আছ দেখে আমি বেতাল খুশী।'

'ওয়েলকাম ইয়োমার, ভগিনী-তনয়!' বলল থিওডেন। ' তোমাকে অক্ষত দেখে সত্যি খুশী লাগছে।'

'ভাল থাকুন, লর্ড অব দ্য মার্ক!' ইয়োমার বলল। 'গুমোটরাত চলে গেছে, দিন আবার হাজির। তবে এ দিন অদ্ভুত বার্তা বয়ে এনেছে।' সে ফিরল এবং তাজ্জব মেরে প্রথমে জঙ্গল তারপর গ্যাণ্ডালফের দিকে তাকালো। 'অপ্রত্যাশিত আর একবার তুমি প্রয়োজনের সময় দেখা দিলে,' সে বলল।

'অপ্রত্যাশিত?' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আমিতো বলেই ছিলাম ফিরে এসে এখানে তোমাদের সাথে দেখা হবে।'

'তবে সময়ের কথা বলোনি, দাওনি তোমার ফেরবার ইঙ্গিত। আশ্চর্য সাহায্য আনলে তুমি। তুমি যে সাংঘাতিক জাদুকর হে, গ্যাণ্ডালফ দ্য হোয়াইট!'

'হয়তো। তবে তাই যদি হয়ে থাকি, এখনো না দেখাইনি। আমি শুধুমাত্র বিপদে সুপরামর্শ দিয়েছি, আর স্যাডোফ্যাক্সের গতির সদ্ব্যবহার করেছি। তোমার স্বীয় দুঃসাহস আর ওয়েষ্টফোল্ডের লোকদের রাত ভোর পায়ে হেঁটে মার্চ করাটা অধিক কিছু করেছে।'

তারপর সকলে আরো বিস্ময়ে গ্যাণ্ডালফের দিকে তাকাল। কেউ কেউ নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে কপালে হাত তুলল যেন সেসব দৃষ্টি তার (গ্যাণ্ডালফ) বিকল্প কিছু দেখল।

গ্যাণ্ডালফ সোল্লাসে লম্বা হাসি দিল। 'গাছ গুলো? সে বলল। 'না, জঙ্গলকে আমি

তোমাদের মতো সাদাসিধে দেখছি। কিন্তু ওটা আমার সাবজেক্ট না। এটা বিজ্ঞজনের পরামর্শের বাইরে। আমার পরিকল্পনা, এমনকি আমার আশাকে ছাড়িয়ে ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে।

'তবে এ যদি তোমার যাদুতে না হয়, তবে এ যাদুকরী কাজ কার?' থিওডেন বলল। 'সারুম্যান এতটা ভাল না। এমন কোন জ্ঞানী আছে কি, যাদের আমাদের এখনো জানতে বাকি?'

'এটা যাদু না, অতি পুরোন এক শক্তি,' গ্যাণ্ডালফ বলল; 'এমন এক শক্তি যা এলফের গান বা হাতুড়ি বাজনার আগে পৃথিবীকে জাগিয়ে ছিল।

লোহালক্কড় পূর্ব যুগে, বৃক্ষ কাটার আগে,
চাঁদের নিচে পাহাড়টিলা তরুণ ছিল যবে;
রিং পূর্ব যুগে, কপাল পোড়ার আগে,
সাবেক ভারী শক্তি এ যে
জঙ্গলেরে অনেক আগে,
হাঁটাত বেশ বেগে।'

' তোমার এ ধাঁধাঁর মানে কী?' থিওডেন বলল।

'মানে জানতে চাইলে আমার সাথে তোমার আইডেনগার্ডে যাওয়া উচিত;' গ্যাণ্ডালফ জবাব দিল। 'আইজেন গার্ডে?' জনতা চিৎকার দিল।

'হ্যাঁ,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আইজেন গার্ডে ফিরবো আমি এবং যাব তাদের কাছে যারা আমার সাথে আসতে পারে। সেখানে আশ্চর্য অনেক কিছু হয়তো আমরা দেখব।'

'কিন্তু এ মুহূর্তে মাকে এত লোক নেই যারা সারুম্যানের সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করতে পারে,' থিওডেন বলল।

'তা সত্ত্বেও আমি আইজেন গার্ডে যাচ্ছি। সেখানে বেশিক্ষণ থাকব না। আমার পথ এখন পূর্ব দিকে। চন্দ্র ক্ষীণ জ্যোতিপ্রাপ্ত আগে ইদোরাসে খুঁজো আমাকে!'

'না, না!' থিওডেন বলল। ' ভোরের আগেই আমি সন্দেহ করে ছিলাম ---। কিন্তু এখন আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারিনে। আমি যাব তোমার সাথে, যদি তা তোমার অভিপ্রায় হয়।'

'যতশিঘ্র সম্ভব, সারুম্যানের কথা বলতে চাই' তোমাকে সে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে বিধায় তোমার সেখানে থাকাটা উপযুক্ত হবে। তবে কতক্ষণে কতদ্রুত 'তুমি যাবে?'

'আমার জওয়ানরা রণক্লান্ত, আমিও তাই। ছুটেছি অনেক, নিদ্রা হয়েছে সামান্যই। হায়রে! ছলকলা করে আমি বৃদ্ধ হইনি। শুধু ওয়ার্মটাং এর গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুরেও আমার এ দশা হয়নি। এ এমন এক রোগ যা কোন কোবরেজ আরোগ্য করতে পারে না, এমন কি গ্যাণ্ডালফ ও না।'

'তাহলে যারা আমার সাথে যাবে, তাদের সবাইকে বিশ্রামে পাঠাও। আমরা সন্ধ্যার

ছায়ায় অভিযান করব। আমাদের যাতায়াত আগাগোড়াতক গোপনীয় থাক– এটা আমায় পরামর্শ। তবে অধিক জনকে তোমার সাথে থাকার জন্য বলো না, থিওডেন। আমরা যাচ্ছি আলোচনার জন্য, যুদ্ধ না।'

রাজা তারপর দ্রুতগামী কতক সুস্থ সওয়ারি নির্বাচন করল। তাদেরকে মার্কের প্রতিটি উপত্যকায় বিজয়ের বার্তা সহকারে পাঠিয়ে দিল; এবং তারা রাজার কাছ থেকে এ সমনও নিয়ে গেল যে-যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই যেন ইদোরাসে হাজির হয়। মার্কের লর্ড পূর্ণিমার দ্বিতীয় দিনে এমন একটি সভা করতে চাইল যেখান থেকে সেনাবাহিনীতে যোগদানেচ্ছু লোক খুঁজে পাওয়া যাবে। সে আইজেন গার্ডে তার সাথে যাবার জন্য ইয়োমার ও স্বগৃহের কুড়িজনকে নির্বাচন করল। গ্যাণ্ডালফের সাথে থাকবে এ্যারাগর্ণ ল্যাগোলাস ও গিম্‌লি। আহত হওয়া সত্ত্বেও ডুয়ার্ফ পেছনে পড়ে থাকবে না।

'এতো কেবল একটা দুর্বল আঘাত যা শিরস্ত্রানে প্রতিহত হয়েছিল,' সে বলল। 'আগের অবস্থায় ফিরে আসতে বড়জোর অর্কের এমন আর একটা আঁচড়ে দরকার পড়বে।'

'তোমার বিশ্রামের সময় আমি এর যত্ন নেব,' এ্যারাগর্ণ বলল।

রাজা হর্ণবার্গে ফিরল ও ঘুমিয়ে পড়ল– এমন নিরালা ঘুম কতযুগ পড়েনি তা সে নিজেই জানে না। তার নির্বাচিত সাথীরা-ও বিশ্রামে গেল। বাকিরা যারা অক্ষত ছিল, তারা কঠিন শ্রমে লেগে পড়ল, যুদ্ধে যারা নিহত বা আহত হয়ে মাঠে বা ডিপের মধ্যে পড়ে ছিল তাদের সংকারের শুশ্রুষার জন্য প্রস্তুত হল।

কোন অর্ক জীবিত ছিল না; অসংখ্য মৃতদেহ তাদের। তবে বন্যমানুষের বড় একটা অংশ তাদের নিজেদেরকেই পরিত্যাগ করে চলে গেছে; এবং তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। মার্কের মেনরা তাদের হাতিয়ার ছিনিয়ে নিল এবং তাদেরকে কাজে লাগিয়ে দিল।

'যে ধ্বংস কর্মে তোমরা যোগদান করেছিলে, সে ধ্বংস এখন মেরামত করতে হাত লাগাও,' আরকানব্রাণ্ড বলল; 'আর তারপর তোমাদের অঙ্গীকার করতে হবে যে, তোমরা আর কোনদিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'ফোর্ড অব আইজেন' অতিক্রম করবে না, কোনদিন মেনদের শত্রুর হাতে হাত-ও মেলাবে না। এ শপথ করেই তোমরা দেশে ফিরতে পার। কারণ, সারুমান প্রতারণা করেছে তোমাদের সাথে। তাকে বিশ্বাস করে তোমাদের বহুজন পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছে মরণ। কিন্তু, তোমরা বিজয়ী হলে পারিশ্রমিক পেতে নামেমাত্র।'

ডুনল্যাণ্ডের লোকদের চক্ষুচড়কগাছ হয়ে গেল; কারণ, সারুমান তাদেরকে শুনিয়েছিল–রোহানের জনতা নির্দয় এবং তার বন্দীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।

হর্ণবার্গের সামনে চত্ত্বর মাঝে দুটো সমাধি ঢিঁবি তোলা হল। প্রতিরোধকর্মে মার্কের যে সব আরোহী নিহত হয়েছিল, তারা সেখানে শায়িতঃ ইষ্টডেলের শহীদরা একপাশে, আর অপরপাশে ওয়েষ্টফোল্ডের আরোহীরা। হর্ণবার্গের ছায়াতলে এক কবরে রাজ-রক্ষীদের অধিনায়ক হামা একাকি নিদ্রিত। গেটের সমুখেই তার পতন হয়। জঙ্গলের

অদূরে মেনদের সমাধিস্তম্ভ থেকে দূরে অর্কদেহগুলো জটলা পাঁকিয়ে পড়ে ছিল। লোকে মনে মনে ভেঙ্গে পড়লঃ এতসব শকুনদের কবর দেয়া বা পড়িয়ে ফেলা সাংঘাতিক ঝক্কিঝামেলার ব্যাপার। যৎসামান্য কাঠকোট ছিল, এবং জঙ্গলের অদ্ভূত গাছে কুঠার চালাতে কারো হিম্মতে বেড় পেল না, যদিও গ্যাণ্ডালফ ওসব গাছদের নিয়ে কোন সাবধানবাণী উচ্চারণ করেনি।

'অর্করা পড়ে থাক!' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'প্রভাত বেলায় তাজা খবর আসতে পারে।'

বিকেলে রাজ কোম্পানী প্রস্থানের উদ্যোগ নিল। কবর দেবার কাজ তখন সবে শুরু হয়েছে; অধিনায়ক হামার প্রতি শোক জ্ঞাপন করে থিওডেন তার কবরে প্রথম মাটি ফেলল। 'সত্যি সারুম্যান আমার ও আমার দেশের মহাসর্বনাশ করেছে,' সে বলল; 'এবং এ আমি মনে রাখব, সামনে পেয়ে নি একবার।'

সূর্য ইতোমধ্যে কুমের পশ্চিম পাশে পাহাড়শ্রেণীর কাছে চলে গেছে। থিওডেন, গ্যাণ্ডালফ ও তাদের সাথিরা পরিখা থেকে যাত্রারাম্ভ করল। পেছনে বিশাল বাহিনী ঃ ওয়েষ্ট ফোল্ডের অশ্বারোহী–বৃদ্ধ, যুবা, নারী, শিশু নির্বিশেষে সব রকমের জনতা, যারা গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে। স্পষ্টস্বরে তারা বিজয়ের গান গাইল, এবং তারপর বাক্যহীন হল। সম্মুখের গাছগুলো দেখে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ভাবছে কী ঘটতে পারে। ভড়কে গেল তারা।

জঙ্গলের কাছে এসে আরোহীরা থমকে গেল; ঘোড়া, লোকজন ভেতরে যেতে অনিচ্ছুক হল। ধূসর বৃক্ষগুলো ভীতিকর। সেগুলোর চারদিকে একটা ছায়া বা কুহেলিকা ছিল ঝাড় সদৃশ তাদের ডালপালার অগ্রভাগ খানাতল্লাশি করা আঙ্গুলের ন্যায় ঝুলে ছিল, মাটি থেকে কাণ্ডগুলো বিরাটকায় দৈত্যের ঋজু অঙ্গের মতো হয়ে ওপরে চলে গেছে, কাণ্ডগাত্রে কালো কালো গর্ত হা করে চেয়ে আছে। কিন্তু কোম্পানীর নেতৃত্ব নিয়ে গ্যাণ্ডালফ আগে পা ফেলল। হর্নবার্গের পথটা জঙ্গলের যেখানে মিশেছে সেখানে প্রকাণ্ড কুঞ্জলতার এক খিলানওয়ালা তোরণ দেখা গেল। গ্যাণ্ডালফ ঢুকে পড়লে অন্যরা তাকে অনুসরণ করল। অতঃপর তাদের গালে মাছি অবস্থা; তারা দেখল রাস্তা সামনে ছুটে চলেছে এবং তার পাশে ডিপের স্রোতস্বীনি। আর উপরের খোলা আকাশ লোক সোনালী আলোয় টুইটম্বুর। কিন্তু দুধারে জঙ্গলের স্তম্ভ পরিবেষ্টিত ঘুরান স্থানগুলো আঁধারাচ্ছন্ন, অপ্রবেশ্য ছায়ার মধ্যে বুক চিতিয়ে পড়ে আছে; সেখানে তারা লতাগুল্মের ক্রিকক্রিক আর্তনাদ শুনল। শুনতে পেল কথাহীন স্বরের দুরন্ত চিৎকার আর ক্রোধোন্মত্ত ফিসফিসানি। অর্ক বা অন্য কোন জ্যান্ত প্রাণীর দেখা মিললো না।

ল্যাগোলাস ও গিম্‌লি এখন একই ঘোড়ার সওয়ারি। তারা গ্যাণ্ডালফের সাথে ঘেঁষাঘেষি করে এগোচ্ছিল। কারণ গিম্‌লি জঙ্গলের ভয়ে আছে।

'এখানে গরম,' ল্যাগোলাস গ্যাণ্ডালফকে বলল। 'আমার পাশে কোথাও রাগতসুরের ঝাঁঝ পাচ্ছি। তুমি কি কানে হাওয়ার কম্পন মালুম করছ না?'

'হ্যাঁ।'

' বেচারা অর্কদের কী হয়েছে?' ল্যাগোলাস বলল।

'আমি বোধ করি, তা কেউ কখনো জানবে না।'

অনেক্ষণ নির্বাক চলল তারা; তবে ল্যাগোলাস সদা এদিক সেদিক চোখ রাখছিল। গিম্‌লির সম্মতিক্রমে কিছু শোনার জন্য মাঝে মাঝে থমকে যাচ্ছিল।

'এত আজব বৃক্ষ, এ আমি প্রথম দেখলাম, সে বলল; 'এবং অধঃপতিত যুগে ফল থেকে বহু ওক গাছ জনম নিতে দেখেছি। যদি আমি এখানে একটু ঘোরার অবকাশ পেতামঃ তারা কথা বলতে পারে, শিঘ্রই তাদের ভাবনা আমি ধরে ফেলতে পারতাম।'

'না, দরকার নেই!' গিম্‌লি বলল। 'এখান থেকে গেলে বাঁচি! তাদের ভাবনা আমি ইতোমধ্যে বুঝে গেছি ঃ তারা জঘন্য দু'পায়ের অধিকারি; তাদের কথাবার্তা দুর্বিনীত ও শ্বাসরুদ্ধকর।'

'সবাই দু'পায়ে চলছে না,' ল্যাগোলাস বলল। 'তোমার ভুল হচ্ছে। তারা অর্কদের ঘৃণা করে। তারা এখানকার অধিবাসি না বলে এলফ ও মেনদের সামান্যই চেনে। দূরান্তরের উপত্যকাগুলোতে তাদের বসবাস। গিম্‌লি, আমার মনে হয় ফাংগর্ণের অথৈ উপত্যকা থেকে তারা চলে আসছে।'

'তাহলে মধ্য বিশ্বে সেটাই সব থেকে বিপদসংকুল বন,' গিম্‌লি বলল। 'তারা যা করেছে তার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব, তবে তাদেরকে আমি পছন্দ করিনে। তুমি তাদেরকে আশ্চর্য ভাবতে পার, কিন্তু এ ভূখন্ডে আমি অধিকতর আশ্চর্য কিছু দেখেছি, যে কোন উদ্যান উন্মুক্ত প্রান্তর থেকে সৌন্দর্য সৌকর্যমন্ডিত ঃ আজো আমার অন্তরাত্মা তাতেই ভরাট হয়ে আছে।

'আজব জীবনযাত্রা মেনদের ল্যাগোলাস। এখানে তাদের উসিলায় উত্তর বিশ্বের (Northern world) কিছু বিস্ময় আছে, এবং এগুলোকে লোকে কী বলে? গর্ত বলে গর্ত! যুদ্ধের সময় আশ্রয় নেবার আবাস, খাদ্য মজুত করার ভান্ডার। প্রিয়তম ল্যাগোলাস, তুমি কি জান যে হেলম ডিপের গুহাগুলো বিশাল আর শিল্পমন্ডিত? এ খবর নানা থাকলে অসংখ্য ডুয়ার্ফ-পর্যটক সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। হ্যাঁ, একনজর দেখার তার তারা কাঁচা সোনা ঢেলে দিত!'

'আর আমি দেখার থেকে নিস্তার পেলে সোনা ঢালতাম,' ল্যাগোনাস বলল, 'এবং তার মধ্যে ঢুকে একবার বের হতে পারলে দ্বিগুন ঢালতাম!'

'তুমি দেখনি, তাই তোমার বিদ্রূপকে ক্ষমা করলাম, তবে তুমি আনাড়ির মতো কথা বলল। তুমি কি ভাব যে মাকুর্ডের পাহাড়তলির যে প্রাসাদে তোমার রাজা থাকে তা সুন্দর? অনেক আগে তাসব নির্মাণে ডুয়ার্ফরা সাহায্য দিয়েছিল। এখানকার গুহাগুলোর তুলনায় ওগুলো গোয়াল ছাড়া আর কিছু না ঃ অপরিমেয় কক্ষ সব, ভরে আছে চিরঞ্জিব বারি সঙ্গীতে, যে বারি ঝর্ণায় টুপটাপ, টুংটাং করে পড়ছে, সেতারাভরা রজনীতিতে খালেদ জারামের মতো মনোহরী।'

'আর, ল্যাগোলাস, অনুরণিত গম্বুজের নিচে বালুকাময় ফ্লোরে প্রজ্জ্বলিত টর্চের

আলোয় লোকেরা যখন হেঁটে চলে আহ! তখন ল্যাগোলাস, মনিমানিক্য ও স্ফটিক এবং মূল্যবান আকরিকের গর্তগুলো পালিশ করা দ্যুতি বিলোতে থাকে; এবং পাট করা মার্বেল পাথর (শেলের মতো ঈষৎ স্বচ্ছ) থেকে গলিয়ে আলো বের হয় যেমনটি রানী গ্ল্যাড্রিয়েলের করযুগলে ঘটেছিল। ল্যাগোলাস, সাদা, জাফরানি ও ভোরের গোলাপের মতো কলামগুলো বাঁশির ছেদার ন্যায় খাঁজকাটা আর স্বপ্নের মতো পাকিয়ে তৈরি করা; সেগুলো বহুরঙ্গা মেঝে থেকে স্প্রিং এর ন্যায় ফুঁড়ে উঠে মিশে গেছে সিলিং এর জ্যোতির্ময় বস্তুর সাথে; কাছি, পাখা, জমাট মেঘের ন্যায় পর্দা; বর্শা, ব্যানার, ঝুলান প্রাসাদশীর্ষ! আবার, সেখানে লেকগুলোতে আয়নার মতো সেগুলো প্রতিফলিত হয় ঃ স্বচ্ছ কাঁচোঢাকা এক ঝকমকে দুনিয়া উপরে তাকিয়ে থাকে; শহরগুলো যে ডুরিন স্বপ্নডোরে দৈবাৎ কল্পনা করত, এভিনিউ আর পিলার গাঁথা প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে আছে, সে নির্জন স্থানে কোন আলো ঢুকতে পারে না। এখানে শেষ না! আরো আছে এক রূপোলী বারির জলপ্রপাতে স্বচ্ছ কাঁচে গোলা কুঞ্চন সৃষ্টি হয় ফলে সাগরের নকল গুহায় আগাছা, প্রবালের কম্পনের মতো টাওয়ারগুলো দুরুদুরু নেচে ওঠে। তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে সেগুলো মলিন হয়ে দীপ্তিহীন হয়; টর্চের আলো অন্য চেম্বার এব অন্য স্বপ্নে ঢুকে যায়। ল্যাগোলাস, কক্ষের পর কক্ষ আছে; হলের পর হল গম্বুজের পর গম্বুজ, সিঁড়ির পর সিঁড়ি, আর এখনো আঁকা বাঁকা পথগুলো মাউটেনের কলজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গুহা! হেলম ডিপের গভীর খাদ! এক মুগ্ধকর দৈবঘটনা সেখানে আমাকে ঠেলে নিয়ে যায়! উফ, ওসব ছেড়ে যেতে কান্না পাচ্ছে আমার।'

'তবে গিম্‌লি আশির্বাদ করছি তোমায় ঃ তুমি যেন ভালোয় ভালোয় যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সে সব আবার দেখতে পাও,' ল্যাগোলাস বলল। 'কিন্তু তোমার স্বজাতিকে সবকিছু বলো না! তোমার বর্ণনা মোতাবেক মনে হচ্ছে–এসব শুনলে তাদের অন্যকিছু করার থাকবে না। হয়ত এ ভূখন্ডের লোক কম কথার জন্যই জ্ঞানী ঃ হাতুড়ি বাটালিওলা এক ব্যস্ত ডুয়ার্ফ-পরিবার গড়ার থেকে ভাঙতে পারে অধিক।'

'না, তুমি বুঝলে না,' গিম্‌লি বলল। 'কোন ডুয়ার্ক এরূপ সৌন্দর্য অনড় থাকতে পারে না। ডুরিনের বংশধরের কেউ পাথর বা আকরিকের খনি খুড়বে না, যদি না সেখানে হিরে বা সোনার চাং পাওয়া যায়। তুমি কি বসন্তকালে জ্বালানী কাঠের জন্য বিকচকুসুম বৃক্ষ নিধন করতে পার? আমরা এসব সমৃদ্ধ পাথরের পরিচর্যা করতাম, খনি থেকে টেনে বের করতাম না। সতর্ক দক্ষতার সহিত। একটু একটু পাথরের ফালি করতাম দিনভর, তারপর সময়ের ব্যপ্তিকে উপরে বের করে আনতাম এক নতুন রাস্তা। আর এখানে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন চেম্বার আছে সেগুলো আমাদের হলে এক পূর্ণলাভ হিসেবে আলোক মন্ডিত থাকত। পাহাড়ী ফাটলে এমনটি চাট্টিখানি ব্যাপার না। শোন ল্যাগোলাস, আমরা এমন প্রদীপালোকের ব্যবস্থা রাখতাম যা একদা শুধু খাজাদ-ডামে ছিল; এবং যখন চাইতাম রাতকে খেদিয়ে দিন আনতাম, আর বিশ্রামের সময়ে দিনকে বিদায় করে রাতকে আমন্ত্রণ জানতাম।'

'মাতাল বানালে তুমি আমায়, গিমলি, ল্যাগোলাস বলল। 'আজো কখনো এভাবে

তোমাকে কথা বলতে শুনিনি। আমাকে প্রায় অনুশোচনার মধ্যে ফেলে দিয়েছ যে আমার গুহাগুলো দেখা হল না। ঠিক আছে, আসন্ন বিপদ থেকে ফিরে আসতে পারলে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করা যাবে, বেশ কিছুদিন একত্রে ঘুরব। তুমি আমার সাথে ফাংগর্ণে যাবে–তারপর তোমার হেলম ডিপে যাব।'

'যে পথ আমি নির্বাচন করব সে-টা ফেরার পথ হবে না, গিম্‌লি বলল। 'তবে আমি ফাংগর্ণের যন্ত্রণা সহ্য করব, যদি কথা দাও যে, তুমি আমার সাথে গুহার বিস্ময় শেয়ার করবে।'

'দিলাম কথা। কিন্তু হায়! এখন আমরা বেশ কিছুকালের জন্য উভয় স্থান পিছনে ফেলে যাব। দেখ, জঙ্গল প্রায় শেষ এসেছে। আইজেন গার্ড কতদূর গ্যান্ডালফই?'

'সারুম্যানের সরলরেখার হিসেব অনুযায়ী, প্রায় পনের লিগ, বলল গ্যান্ডালফ ঃ 'ডিপের মোহনা থেকে ফোর্ড পর্যন্ত পাঁচ, আর সেখান থেকে আইজেন গার্ড গেট পর্যন্ত দশেরও বেশি। কিন্তু আজ রাতে সব পথ যাব না।'

'এবং সেখানে গিয়ে কী দেখব আমরা?' গিম্‌লি জিজ্ঞাসা করল। 'তুমি বোধ হয় জান তা যা আমি কল্পনা করতে অপারগ।'

'আমি নিজের ব্যাপারে সুনিশ্চিত না,' যাদুকর জবাব দিল। 'গত রাতে সেখানে ছিলাম, তবে তারপর অনেক কিছু ঘটতে পারে। তবু মনে করি–তুমি বলবে না যে অভিযান বৃথা–যদি না আগলারন্ডের ঝলমলে গিরিগুহাগুলো (Glittering Caves of Aglarond) পেছনে পড়ে থাকে।

পরিশেষে কোম্পানী কুমের (বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা) তলদেশে আসন। সেখান থেকে হেলম ডিপের রাস্তা বিভক্ত হয়ে একটা পূর্বে ইদোরাস এবং অন্যটা দক্ষিণে ফোর্ড অব আইজেনের দিকে চলে গেছে। জঙ্গল–কিনারা ফেলে যাবার সময় ল্যাগোলাস থমকে দাঁড়িয়ে বিমর্ষচিত্তে পেছনে তাকাল। তারপর অকস্মাৎ পিলে চমকানো চিৎকার দিল।

'চোখ!' সে বলল। 'কুঞ্জনতার ছায়া থেকে চোখ তাকিয়ে আছে! কখনো পূর্বে এমন চোখ দেখিনি।'

অন্যরা তার চিৎকারে হতবিহ্বল হয়ে ব্রেক মেরে থামল। ল্যাগোলাস পিছু হটতে শুরু করল।

'না, না!' গিম্‌লি চেঁচিয়ে উঠল।' পাগলের মতো যা খুশী তুমি করো। তবে আগে আমাকে ঘোড়া থেকে নামাও! আমি কোন চোখ দেখতে চাইনে!'

'থাম, ল্যাগোলাস গ্রিনলিফ!' গ্যান্ডালফ বলল। 'পিছু হটে জঙ্গলে যেও না, এখন না! এখন তোমার সময় না।'

এ কথার সাথে সাথে গাছের মধ্য থেকে অদ্ভুত তিন প্রতিমূর্তি বেরিয়ে আসলো। সকলে ট্রলের মতো দীর্ঘ, উচ্চতা বার ফুট বা তার চেয়ে বেশি; তাদের বলিষ্ঠ দেহ তরুণ বৃক্ষের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট। বোধ হয় ঘন বুননের ধূসর ও বাদামী পোশাক বা পশু চামড়ায় আবৃত।

এ কথার সাথে সাথে গাছের মধ্য থেকে অদ্ভুত তিন প্রতিমূর্তি বেরিয়ে আসলো। সকলে ট্রেনের (এত) মতো দীর্ঘ, উচ্চতা বার ফুট বা তার চেয়ে বেশি; তাদের বলিষ্ঠ দেহ তরুণ বৃক্ষের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট, বোধ হয় ঘন বুননের ধূসর ও বাদামী পোশাক বা পশু চামড়ায় আবৃত। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দীর্ঘ, হাতগুলো অতি আঙ্গুল বিশিষ্ট, চুল সজারু কাঁটার ন্যায় খাড়া, দাড়িগুলো মসউদ্ভিদের মতো ধূসর সবুজ। তারা গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে, তবে আরোহীদের দিকে না-উত্তরদিকে। হঠাৎ করে দীর্ঘ হাত মুখে তুলে হর্ণের মতো স্পষ্ট ঝনঝনে আহ্বান ছড়িয়ে দিল, এ সুর অধিক মিউজিক্যাল ও বৈচিত্রপূর্ণ। আহবানের প্রতিজবাব আসল। আরোহীরা ঘুরে একই কিসিমের আরো প্রাণী দেখতে পেল, ঘাসের মধ্য দিয়ে পা ফেলে এগোচ্ছে-অনেকটা সারসপাখির চালচলনে। তবে সমগতিতে না- সারসের ডানা অপেক্ষা তাদের লম্বা পায়ের ধাপ অধিকতর কার্যকরি। আরোহীরা সমস্বরে কঁকিয়ে উঠল, কেউ কেউ তরোবারিবাটে হাত রাখল।

'কোন অস্ত্রের দরকার নেই,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'এরা মেষপালক শত্রু না, সত্যি তারা আমাদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না।'

যথার্থ তারা মেষপালক। না তাকিয়ে গ্যাণ্ডালফ এ ঘড়েঙ্গাম মার্কা প্রাণিগুলোর সাথে যখন কথা বলল, তারা তখন ছুট মেরে বনের মধ্যে অদৃশ্য হল।

'মেষপালক!' থিওডেন বলল। 'তাদের মেষ কোথায়? তারা কারা, গ্যাণ্ডালফ? যাহোক, তোমার জানাই আছে, অচেনা তারা কেউ না।'

'তারা গাছের রাখার,' উত্তর দিল গ্রাণ্ডালফ। 'উনুন ধারের গল্প কি বেশি দিনের কথা? তোমার দেশে এমন শিশুরা আছে যারা গল্পের নাটাই ঘেঁটে তোমার প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারে। হে রাজন তুমি, ত এন্ট দেখেছ, ফাংগন ফরেষ্টের-তোমাদের ভাষায় এন্ট উড। তুমি কি মনে করো এসব নাম অলস কল্পনাপ্রসূত? শুধু তাই না, থিওডেন, অন্য কথায়' তাদের তুমি। গল্প বহির্ভূত ছাড়া আর কিছু না; ইয়র্ন দ্য ইয়ং থেকে থিওডেন দ্য ওল্ড পর্যন্ত সময়টা তারা সামান্যই হিসেবে রাখে; এবং তোমার গৃহের কর্মকাণ্ড মামুলি ব্যাপারই।'

রাজা কিছুটা নিরব থেকে বলল, 'এন্ট! পৌরানিক কাহিনীর ছায়াবলম্বনে বিস্ময় বৃক্ষকে একটু বুঝতে শুরু করলাম, বোধ করি অদ্ভুত জামানা দেখার জন্য বেঁচে আছি আমি বহুকাল। আমরা আমাদের গবাদিপশু ও মাঠঘাটের যত্ন নিয়েছি, ঘরবাড়ি বানিয়েছি, যন্ত্রপাতি তৈরি করেছি আর মিনাসট্রিথের যুদ্ধে সাহায্যের হাত নিয়ে দৌড়ে গেছি। এসবকেই আমরা জীবন বুঝেছি, বুঝেছি পৃথিবীর পথ। আমাদের সীমানার বাইরে যা কিছু আছে, তা নিয়ে আমরা নূন্যতম মাথা ঘামিয়েছি। এসব কথা নিয়ে আমাদের গানের মর্মই আমরা ভুলে যাচ্ছি, অথচ শিশুদের এসব শেখাচ্ছি এক উদাসীন তদারকিতে। এবং আমাদের নিকট গানগুলো এখন অচেনা স্থান, ভবসংসারে চোখে চোখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'রাজেন্দ্র, তোমার খুশী হওয়া উচিত। গ্যাণ্ডালফ বলল। 'শুধু এ জন্য না যে মেনদের জীবন এখন বিপন্ন নয় বললে চলে- এ জন্যও যে, তুমি যা বিড়বিড় করে বলছ, তারও একটা সুরাহা হবে। তুমি বন্ধুহীন না, যদিও সে বন্ধুদের তুমি চেন না।'

'তবু আমি দুঃখিত,' বলল থিওডেন। 'কারণ, যুদ্ধের ফলাফল যে দিকে যাক না কেন, যা কিছু সুন্দর ও বিস্ময়কর সবই মিডল আর্থ (মধ্যবিশ্ব) থেকে বিদায় হত না-কি?'

'হয়ত,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'সাউরানের বদমায়েশি শক্তি পুরোপুরি মেরামত হবে না। তবে এ জামানায় আমরা সর্বনাশায় আছি। চল এখন যাই!'

কোম্পানী এখন কুম এবং জঙ্গল থেকে একটু দুর দিয়ে ঘুরে ফোর্ডের পথ ধরল। ল্যাগোলাস নিমরাজিভাবে পিছু নিল। সূর্য ইতোমধ্যে পৃথিবীর দিগন্তরেখার আড়াল হয়েছে। পাহাড়ের ছায়া থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে গ্যাপ অব রোহানে তারা দৃষ্টি দিল। আকাশ এখনো টকটকে লাল–ভাসমান মেঘবক্ষে জ্বলন্ত আলো। কালো পালকের পাখিগুলো চরকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কতকজন শোকের চিৎকার ছেড়ে মাথার উপর দিয়ে নিজ ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

'মাংস খেঁকো পাখিরা যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে ব্যস্থ হয়ে পড়েছে,' ইয়োমার বলল।

এখন তারা হালকা চালে এগোচ্ছে। চারদিকে আঁধার নেমেছে। মন্থর চাঁদ পূর্ণতা পাচ্ছে, এর রূপালী আলোয় সুবিশাল তৃণভূমি সাগরের রূপ নিয়েছে। ঘন্টাকতক পরে তারা ফোর্ডের কাছে এসে পড়েছে। দীর্ঘঢাল তৃণময় উচু চত্ত্বরের মাঝ দিয়ে নদীর পাথুরে নগ্নচড়ায় দ্রুত নেমে গেছে। বাতাসে নেকড়ের গর্জন শোনা গেল। এ স্থানে অনেকেই যুদ্ধের রাহুগ্রাসে প্রাণ হারিয়েছে– এ কথা মনে পড়ায় তাদের গা ছমছম করতে থাকে।

নদী কিনারাস্থ চত্ত্বর কেটে উত্থিত তীরের মধ্য দিয়ে রাস্তাটি নিচের দিকে গেল, এবং দূরবর্তী পাশে আবার উপরে উঠল। নদী-বক্ষ দিয়ে পাহাড়ি টিলার তিনটি সমতল সারি ছিল। এগুলোর মাঝ দিয়ে ঘোড়া চলার পথগুলো দুধার থেকে এসে মাঝখানে কোথায়ও মিশেছে। আরোহীরা মিলনস্থলে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকাল। কারণ নদীর এ অংশ (Ford) সদা রুদ্ধশ্বাস ও পানির ছলছল কলকলানিতে ভরে ছিল। কিন্তু এখন নিরব। নদীর তলা প্রায় শুকনো, কিছু পরিত্যক্ত নুড়ি আর ফ্যাকাশে বালু।

'এটা ভয়ংকর স্থান হয়ে গেছে,' ইয়োমার বলল। 'নদীতে কি মড়ক লেগেছে? সুন্দর অনেক কিছু ধ্বংস করে ফেলেছে সারুম্যান। সে কি আইজেনেরও (নদী) বসন্ত গ্রাস করেছে?'

'সে রকমই মনে হচ্ছে,' গ্যাণ্ডালফ বলল।

'ওহ!' থিওডেন বলল। 'আমাদের কি এ পথেই যেতে হবে, যেখানে মার্কের বহু লোক পচামাংস খাকি পশুর পেটে বন্দী হয়েছে?'

'এটাই আমাদের পথ' গ্যাণ্ডালফ বলল।' তোমার লোকদের পতন বড়ই করুণ: কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবে যে মাউন্টেনের নেকড়েরা তাদেরকে গ্রাস করে না। এ কাজটা করে তাদের মিত্র অর্কদের নিয়ে। তারাই তাদের ভোজন। এ রকমই তাদের বন্ধুত্বের ধরন। চলো!'

তারা নদীর দিকে চলল, নেকড়েদের নিকট আসলে গর্জন থেমে গেল এবং

নেকড়েরা চোরের মতো সরে পড়ল। জোছ্‌নায় গ্যাণ্ডালফ এবং স্যাডোফ্যাক্সকে রূপোর মতো জ্বলতে দেখে আতংক তাদেরকে ঘিরে ধরল। আরোহীরা ক্ষুদ্র দ্বীপটির ওপর দিয়ে এগুতে লাগল। তীরের ছায়া থেকে চকচকে চোখ ক্ষীণভাবে তাদের ওপর নিবদ্ধ।

'দেখ!' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'বন্ধুরা এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছে। এবং তারা দেখল যে ক্ষুদ্র দ্বীপটির মাঝে এক ঢিবি পাথরে ঘেরা আর পাশে ছিল বহু বর্ষা-বল্লম।

'নিহত মার্কের সব মেন এখানে শুয়ে আছে;' গ্যাণ্ডালফ বলল।

'নিক এখানে তারা বিশ্রাম,' ইয়োমার বলল। 'এ মরচে ধরা বর্শাগুলো তাদের সমাধি পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে ফোর্ড অব আইজেনকে পাহারা দিবে!'

'দোস্ত গ্যাণ্ডালফ, এটাও কি তোমার কাজ?' থিওডেন বলল। 'তুমি, ত আবার সবদিকে সব্যসাচী!'

'স্যাডোফ্যাক্স আর অন্যদের সাহায্য নিয়ে–,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আমি সাংঘাতিক তড়িঘড়ি করে ছুটাছুটি করেছি। তবে এ সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে তোমার স্বস্থির জন্য বলব ঃ ফোর্ডের লড়াইয়ে বহু নিহত হয়েছে, তবে তা শোনা গুজবের থেকে কম। মারাপড়াদের থেকে বেশি সংখ্যক ছড়িয়ে গিয়েছিল। যাদেরকে পেয়েছিলাম, একত্রিত করেছি। ওয়েষ্টফোল্ডের গ্রিমবোল্ডকে কিছু লোক দিয়ে আরকানব্রাগুের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। কয়েকজনকে এ কবরখানা বানাতে নিয়োগ করেছিলাম। তারা এখন তোমার মার্শাল এলফহেমের (Elfhelm) পেছনে আছে। অনেক আরোহীসহ তাকে ইদোরাসে পাঠিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম, সারুম্যান তার তাবত শক্তি তোমার বিপক্ষে প্রয়োগ করেছে এবং তার অনুচরেরা অন্যদিকের সব বাদ দিয়ে হেলম'স ডিপের দিকে ছুটেছে: ভূখণ্ডগুলো শত্রুশূন্য মনে হল; তবু আমি আশংকা করলাম যে, নেকড়ে সওয়াবি ও দস্যুরা অরক্ষিত মেডুসেল্ডে যেতে পারে। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, তোমার ভয়ের কারণ সেই: তোমার প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানানোর জন্য তুমি ফিরে পাবে তোমার ঘর।'

'এবং ঘর আবার ফিরে পেয়ে খুশী হব,' থিওডেন বলল, 'যদিও সন্দেহ নেই যে, সেখানে আমি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অবস্থান করব।'

কোম্পানী আইল্যাণ্ডের সমাধিকে বিদায় জানিয়ে অন্য তীরে উঠল। শোকে ভরা ফোল্ডকে সানন্দে পেছনে ফেলে সামনে এগোল। আবার নেকড়ের চিৎকার ফিরে আসলো।

এক প্রাচীন হাইওয়ে আইজেনগার্ড হতে ক্রসিংএর দিকে চলে গেছে। এ পথ কিছুটা সময় পূর্ব ও উত্তরে বেঁকে নদীর ধার ঘেঁষে গেছে; তবে শেষ পর্যন্ত অন্যদিকে ঘুরে সোজা আইজেন গার্ডের ফটকের দিকে ছুটেছে; এবং মাউন্টেনপার্শ্বের পশ্চিম উপত্যকা দিয়ে এখনো ষোল মাইলের অধিক পথ। এ পথ তারা অনুসরণ করল, তবে পথের ওপর উঠল না; কারণ পাশের জমি ছিল শক্ত, সমতল, কতকমাইল ব্যাপী খাটো স্প্রীং এর ন্যায় ঘাসপাতায় আবৃত। আরো জোরে চলল তারা, এবং মধ্যরাত নাগাদ ফোর্ড প্রায় পাঁচ লিগ পেছন পড়ে গেল। অতঃপর রাতের অভিযান স্থগিত করল, কারণ রাজা ক্লান্ত। তারা মিষ্টি

মাউন্টেনের পাদদেশে এসে পড়েছে, এবং নানক্রনিনের (Nancurunin যাদুর উপত্যকা) দীর্ঘবাহু আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। চন্দ্র পশ্চিমে বিগত হওয়ায় উপত্যকা এখন আঁধারে পড়ে। কিন্তু উপত্যকার গভীর ছায়া থেকে ধোঁয়া ও বাষ্পের এক বিশাল শিখা উত্থিত হচ্ছে। এটা এমনভাবে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে যেন ডুবন্ত চন্দ্ররশ্মিকে ধরতে উদ্যত হল এবং তারকাখচিত আকাশে রুপোলী আর কৃষ্ণবর্ণচ্ছটায় প্রচণ্ড প্রতাপে ছড়িয়ে পড়ল।

'এটাকে তুমি কী ভাবছ, গ্যাণ্ডালফ?' এ্যারাগর্ণ প্রশ্ন করল।

'যে কেউ বলছে যাদুর উপত্যকা জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।'

'আজকাল এ উপত্যকাপরে সব সময় বাষ্পকুণ্ডলী থাকে,' ইয়োমার বলল: 'তবে এমনটি আগে কখনো দেখিনি। এগুলো বরঞ্চ বাষ্প, ধোঁয়া না। সারুম্যান আমাদের সম্ভাষণ জানানোর জন্য কোন শয়তানি মতলব আঁটছে। হয়ত সে আইজেনের সব পানি ফুটিয়ে ফেলছে,' আর এ জন্য নদী শুকিয়ে গেছে।'

'সম্ভবত,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আগামিতে জানব সে কী করছে। এখন সম্ভব হলে কিছুটা বিশ্রাম নেয়া যাক।'

তারা আইজেন বিভারবেডের পাশে ক্যাম্প স্থাপন করল; এ স্থান এখনো নিরব, জনশূন্য। কেউ কেউ কাকঘুমের মতো ঘুমাল। কিন্তু শেষরাতের দিকে পাহারাদার চিৎকার দিল, এবং সবাই জাগল। জোছনা বিদায় হয়েছে। 'উপরে তারারা ঝকঝক করছে; তবে জমিনে কালো আঁধারকে হারমানানো অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে এলো। নদীর উভয়পাশ থেকে এটা তাদের দিকে বন্যার মতো ধেঁয়ে আসল।

'তোমরা যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক।' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'হাতিয়ার বের করো না!' সবুর করো! এবং এ আঁধার কেটে যাবে!'

তাদের চারদিকে–কুয়াশা জমায়েত হল। এর ফাঁক দিয়ে এখনো দু'এক তারার ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছে; তবে উভয় পাশে অভেদ্য গুমোট অন্ধকার জেগে উঠল। তারা চলন্ত ছায়া, স্তম্ভের সরু গলিপথের মধ্যে পড়ে যায়, শুনল ফিসফিসানি, আর্তনাদ আর বাতাসের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ; নিচের মাটি কেঁপে উঠল। অনেকক্ষণ তারা আতংকে বসে থাকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব আওয়াজ আর অন্ধকার মাউন্টেনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দক্ষিণের হর্ণবার্গ থেকে লোকেরা গভীর উপত্যকার বাতাসে সাংঘাতিক চিৎকার চেঁচামেচি শুনল, জমিনের কম্পন অনুভব করল এবং সবাই আতংকগ্রস্ত হল আর কেউ সামনে তা ফেলতে সাহস পেল না। কিন্তু তারা সকালে বেরিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হল; কারণ অর্কলাশ ও বৃক্ষগুলো বেখবর হয়ে গেছে। ডিপের নিম্ন উপত্যকায় ঘাসগুলো দুমড়ে মুচড়ে পাণ্ডু হয়ে আছে, যেন দৈত্য মেষপালকেরা সেখানে গবাদিপশু চালিয়েছে; কিন্তু পরিখা থেকে এক মাইল নিচেই প্রকাণ্ড এক গর্ত পাওয়া গেল, এবং এটার ওপর পাথর জমা করে পাহাড়ের মতো বানানো হয়েছে। লোকে ভাবল এটা অর্কদের সমাধিস্থল; কিন্তু কেউ বলতে পারল না যারা জঙ্গলে ঢুকেছিল তারা এ লাশের সাথে আছে কি না, কারণ

কেউ কোন দিন সে পাহাড়ে পা রাখেনি। পরবর্তীতে এ স্থানকে বলা হতো মৃতপুরী (Death Down) এবং সেখানে কোন ঘাস জন্মাত না। তবে অদ্ভূত গাছগুলোকে ডিপের কুমে আর কোনদিন দেখা যায়নি, তারা রাতে ফাংগর্ণের অন্ধকার উপত্যকায় চলে গেছে। অতএব এভাবেই অর্কদের ওপর একটা প্রতিশোধ নেয়া হল।

সে রাতে রাজা আর তার সহচররা আর ঘুমাল না; তবে তারা আশ্চর্যজনক আর কিছু দেখল না, শুনল না শুধু একটা কিছু ছাড়া: তাদের পাশে নদীর আওয়াজ সহসা জেগে উঠল। পাথরনুড়ির মধ্য দিয়ে কপাৎ কপাৎ করে পানি ছুটতে লাগল। আইজেনের আবার আগের মতো বুদবুদ সহকারে পানির বন্যা উঠল।

ভোরে তারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়। আলো বিবর্ণ, ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে, এবং তারা উঠন্ত রবি দেখতে পেল না। বাতাস কুয়াশায় ভারী হয়ে গেছে, চারদিকে বোঁটকা গন্ধ। এখন তারা হাইওয়ের ওপর দিয়ে ধীরবেগে চলল। হাইওয়ে চওড়া, মজবুত ও সযত্নে লালিত। কুয়াশার মধ্য দিয়ে আবছাভাবে তারা তাদের বামে মাউন্টেনের সুউচ্চভুজ দেখতে পাচ্ছিল। তারা নানক্রুনিনে প্রবেশ করল। দক্ষিণের উন্মুক্ত একমাত্র উপত্যকা এটাই; কোন এক সময় সবুজ-শ্যামল ছিল এবং এর ভেতর দিয়ে আইজেন প্রবাহিত হত। অনেক বসন্ত আর বৃষ্টিধোয়া পাহাড় স্রোত এটাকে পরিপুষ্ট করেছে এবং এটাকে ঘিরে থাকত এক মহানন্দ, উর্বর জমি।

এখন আর সেরকম নেই। অবশিষ্ট যে কয় একর জমি আইজেন-তটে আছে, তা সারুম্যানের চাষীরা চাষবাস করে থাকে। প্রায় তাবত উপত্যকাটি আগাছা আর কাটার জঙ্গল হয়ে আছে জমিতে বৈঁচি লতিয়ে-পাতিয়ে বেড়াচ্ছে, অথবা বাঁধের ওপর হেঁটে উঠে পশুর বাসযোগ্য হুহার মতো আবহ তৈরি করেছে। কোন গাছ সেখানে জন্মায় না; তবে ঘাসের মাঝে পুরাকালের বাগানের দগ্ধ ও চেলাকরা কাঠকোঠ দেখা যাচ্ছে। এটা এখন শোকপুরী, ধাবমান পানির খরখরে আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নেই। ধোয়া, বাষ্প গোমড়ামুখো মেঘে পরিণত হয়ে শূন্যগর্ভে (উপত্যকা) চাতকের মতো তাকিয়ে আছে। অশ্বারোহীরা বাক্যহীন। অনেকের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে, আর ভাবছে তাদের নিয়তি কোন ধরনের বেদনাদায়ক পরিণতির দিকে যাবে।

কয়েকমাইল পর আরোহিদের পথ প্রশস্থ রাজপথে রূপ নিল। বর্গাকার বৃহৎ পাথরগুলো দারুণ দক্ষতার বসানো, জয়েন্টে কোন ঘাসপাতা নেই। উভয় পাশের গভীর পয়োনালী ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়া পানিতে পরিপূর্ণ অকস্মাৎ সামনে এক উচু পিলার মরিচীকার মত ঠাওর হল। এটা কালো এবং এর ওপরে এক বড় পাথর বসানো যার মধ্যে সূক্ষ্ম খোদাই এর মাধ্যমে দীর্ঘ এক সাদা হাত (White Hand) ফুটিয়ে তোলা। হাতের আঙ্গুলগুলো উত্তর দিকে নির্দেশিত। আইজেন গার্ডের গেট আর অবশ্যই দূরে না–তারা বুঝতে পারল। এতেই তাদের অন্তর ভারক্রান্ত হল, দৃষ্টি আর সমুখের কুয়াশা ভেদ করতে পারল না।

পর্বত-ভুজের নিচে যাদুর উপত্যকার মাঝে সুপ্রাচীন স্থান আইজেন গার্ড বেহিসেবি বছরকাল দাঁড়িয়ে আছে। এটা আংশিক মাউন্টেনের আদলে গড়া, কিন্তু সেখানে ওয়েষ্টার-নেসের মেনদের সাবেক জামানার হস্তকর্মের চিহ্ন আছে। সারুম্যান অনেক অনেক দিন ধরে সেখানে থেকেছে এবং তাতে তার কোন অলসতা নেই।

সারুম্যান যখন তার উঁচু শিখরে ছিল, তখন প্রধান প্রধান যাদুকরদের হিসেব মোতাবেক শিখরের ফ্যাশনটা ছিল এ রকম ঃ দূরারোহ সুউচ্চ পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড এক বলয়-বেষ্টনি মাউন্টেন সাইডের আশ্রয়স্থলের বাইরে উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে আছে। এ মাউন্টেন সাইড থেকে বলয়টি ছুটে গিয়ে আবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এখানে আছে মাত্র একটি প্রবেশপথ, দক্ষিণের দেয়ালের বড় এক খিলান পথ। এখানকার কালো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ এক সুড়ঙ্গ তৈরি করা ছিল, যার উভয়প্রান্ত লোহকপাটে রুদ্ধ। দরজাগুলো অতিসূক্ষ্ম কারিগরি প্রযুক্তিতে নির্মিত। কজার (ইস্পাতের কাঠি যা জীবন্ত পাথরের মধ্যে সেঁধোন) পর এগুলো এমনভাবে স্থাপিত যে হাতের একটুখানি স্পর্শে তা নিঃশব্দে খুলে যাবে। একবার কেউ একজন ভিতরে প্রবেশ করে প্রতিধ্বনিময় সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হয়ে এসেছিল। দেখেছিল বলয়াকার এক সমতল স্থান, কিছুটা গভীর গামলার ন্যায় বিশাল ফাঁকা গর্ত যার ব্যাস এক মাইল। একদা এ ছিল সবুজ, এভিনিউ ও ফলবতী বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল, বৃক্ষবন পর্বত থেকে ধেয়ে এক জলস্রোতে সিঞ্চিত হত। তবে সারুম্যানের পরবর্তী সময়ে এ ঘটনা আর ঘটেনি। রাস্তাগুলোতে কালো কালো প্রস্তরফলক বসানো হল, এবং সেগুলোর কিনারায় পান্থের পরিবর্তে উপস্থিত হল লম্বা পিলার; কিছু মার্বেল পাথরের, কিছু তামা আর লৌহের, পুরু চেইনে জোড়া লাগানো। সেখানে আছে বহুগৃহ, কক্ষ, হলঘর এবং বারান্দা, আর দেয়ালে দেয়ালে সূড়ঙ্গ কাটা, যেখানকার অসংখ্য জানালা দরজা দিয়ে ওপরের জিনিস দেখা যায়। আগে সেখানে হাজারে হাজারে লোক বাস করত; শ্রমিক, চাকর আর সশস্ত্র যোদ্ধা। নিচের গভীর গুহাগুলোতে নেকড়েদের লালন-পালন করা হত। সমতল স্থানেও গর্ত খোঁড়া হয়েছিল; মাটির গভীরে খুঁটি ঘোঁতা ছিল; সেগুলোর উপর প্রান্ত পাথুরে গম্বুজে ছাওয়া ছিল। যাতে করে আইজেনগার্ড বলয়কে অশান্ত মৃতদের কবরখানার মতো দেখাতো। কারণ মাটি দুরু দুরু কাঁপত। খুটিগুলো অনেক ঢাল আর সর্পিলাকার সোপান শ্রেণী কেটে গভীরে প্রবেশ করতো; সেখানে ছিল কোষাগার, ভাণ্ডার, অস্ত্রশস্ত্র, কামারশালা (নির্মাতা প্রতিষ্ঠান) এবং বড়চুল্লীগুলো। সেখানে লোহার চাকা ঘুরত অন্তহীন, সদা চলত হাতুড়ি। রাতে নিচেই জ্বলা লাল বা নীল বা বিষাক্ত সবুজ আগুন থেকে কুণ্ডলাকার ধোঁয়া ভেন্টিলেটারের মধ্য থেকে নির্গত হত।

সব পথ শৃংখলতার সাথে একটা পয়েন্ট মিলিত হয়েছিল। সে পয়েন্টে চোখ ধাঁধান এক টাওয়ার দাঁড়িয়ে ছিল। এটার নকশা করেছিল পূর্বাকালের নির্মাতারা, যারা আইজেন গার্ড বলয়কে (Ring of Isengard) মোলায়েম, মসৃণ করেছিল, এবং এখনো এটাকে এমন এক জিনিস মনে হয়, যেন এটা কোন পার্থিব জীবে তৈরি করেনি– এ তৈরি হয়েছে প্রাচীনকালের এক প্রচণ্ড ভূ– কম্পনে পৃথিবীর বুক চিরে জেগে ওঠা হাড্ডি দিয়ে তৈরি।

এটা ছিল এক শিখর, পাথুরে দ্বীপ কঠোর কালো দীপ্তি ছড়ায়ঃ বহুপার্শ্ব বিশিষ্ট পাথরের চারটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ গলিয়ে একটা করা হয়েছিল, কিন্তু চূড়ার কাছে তা হা করে থাকা এক শিং এর মতো–স্তম্ভগুলোর শীর্ষ বর্শাডোগার ন্যায় ছুরির ফলার মতো ধারবিশিষ্ট। সেখানে ছিল এক সংকীর্ণ স্পেস অদ্ভূত চিহ্নসম্বলিত এ পালিশ করা পাথর মেঝেতে কেউ একজন দাঁড়ালে তার অবস্থান ভূমি থেকে পাঁচশফুট উচ্চে। এ ছিল অর্থেংক, সারুম্যানের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, যার দুরকম অর্থ ছিল। এলফ ভাষায় অর্থেংকের অর্থ মাউন্টফ্যাং (Mount Fang পর্বত), আবার সাবেক মার্ক ভাষায় অর্থ হবে কানিংমাউণ্ড (ঘাগুমাল)। চোখ কপালে তুলে দেখা এক শক্তিশালী স্থান আইজেনগার্ড। এবং অনেকদিন সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল; সেখানে নামিদামী লর্ডরা বাস করছে ওয়েস্ট গন্ডরের শাসকরা এবং বিজ্ঞ জনরা যারা গহ নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করত। কিন্তু সারুম্যান স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে আইজেনগার্ডের পরিবর্তন করেছে এবং পূর্বচিন্তা মোতাবেক উৎকর্ষ সাধনও করেছে। এবং এটা করতে গিয়ে সে যতসব ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছে তাতে তার পূর্বের প্রজ্ঞা দূর হয়ে গিয়েছে এবং অনুরাগবশত তার একান্ত নিজস্ব কল্পনাগুলো মর্ডর ছাড়া সর্বত্র প্রকাশ হয়ে গেল; যাতে করে সে-যা বানিয়েছিল তা কিছু না, কেবল ক্ষুদ্র এক জালপত্র, একটি শিশুর খেলা বা কোন ক্রীতদাসের চাটুকারিতা, বিশাল সুরক্ষা দুর্গের গল্প, অস্ত্রাগার, কারাগার, শক্তিচুল্লী, বারাড্ডুর (ডাকটাওয়ার) যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এবং খোসামোদের বিদ্রুপ করত।) সুযোগের অপেক্ষায় থেকে আইজেনগার্ড জার অহংকার আর অপরিমেয় শক্তিকে নিরাপদ করেছে।

জনরব মোতাবেক এটাই ছিল সারুম্যানের সুরক্ষিত দুর্গ। সেখানে মোহানের কেউ ঢুকেছে এমন কোন জীবন্ত স্মৃতি নেই। তবে সম্ভবত দু'একজন ঢুকেছে। যেমন–ওয়ামন্টাং যে কিনা গোপনে প্রবেশ করত। কিন্তু দেখত কী তা কাউকে বলত না।

গ্যাণ্ডালফ এখন হাতের (Whith hand) বড় পিলার ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু আরোহীরা যখন হাতটির অতি কাছে ছিল, তখন এটাকে আর সাদা মনে হয়নি। এটা তখন শুকনো রক্তে রঞ্জিত। আরোহীরা তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে বুঝল যে হাতের নখগুলো লাল। অন্যমনস্ক গ্যাণ্ডালফ কুয়াশার মধ্যে ঢুকে গেল, এবং অন্যরা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে অনুসরণ করল। এখন তাদের চারদিকে যেন আকস্মিক বন্যা ছড়িয়ে পড়ল। রাস্তার পাশে পড়ে রইল পানির সুপ্রশস্ত ঝর্ণা, ফাঁপা গর্তগুলো ভরে গেল নালার মতো ক্ষুদ্র নদী দিয়ে পানি পাথরের মধ্য দিয়ে গুড়গুড় করে এগোতে লাগল।

অবশেষে গ্যাণ্ডালফ থমকে দাঁড়িয়ে সাথিদের ডাকল। তারা আসলো এবং দেখল যে তার সামনে কোন কুয়াশা নেই, ফ্যাকাশে রোদ চিকমিক করছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে। আইজেন গার্ডের দ্বার সন্নিকটে।

কিন্তু দ্বারগুলো ছুটে গিয়ে জমিতে দুমড়েমুচড়ে পড়ে ছিল। পাথরের অসংখ্য সিপ্লান্টার সর্বত্র ছড়ানো ছিটানো ছিল; বা ধ্বংসস্তুপ পরিণত হয়ে ছিল। এখনো দানবীয় খিলান দরজা দাঁড়িয়ে, তবে সেটা ছাদহীন গহ্বরে উন্মুক্ত হয়ে আছে ঃ সুড়ঙ্গ পথ নগ্ন পড়ে

আছে, এবং উভয় পাশের ক্লিফসদৃশ দেয়ালের মাঝের বিদারগুলো ছিন্নভিন্ন; তাদের নাওযারগুলো ধূলি-ভস্মে পরিণত হয়েছে। যদি মহাসাগর (Great Sea) সক্রোধে গর্জে উঠে উন্মত্ত ঝড় সহকারে পাহাড়গুলোর ওপর ঝাপিয়ে পড়ত। এ রকম ধ্বংসলীলা সাধন করতে পারত না।

অদূরের বলয়টি বাষ্পীয় পানিতে পূর্ণ ছিলঃ এক ফুটন্ত কড়াই এর বুড়বুড়ির মধ্যে কম্পমান অবস্থায় ভেসে আছে লৌহদণ্ড আর স্ফটিক, ভাঙ্গা বর্ম আর সিন্ধুক ও পিপার ধ্বংসাবশেষ। কুঁচকে যাওয়া হেলান পিলারগুলো কোনমতে তীর্যক-খাড়া আছে, তবে তাবত রাস্তা জলমগ্ন। দূরে মনে হল, ডিগবাজি খাওয়া মেঘে অর্ধাবৃত কোন আইল্যান্ড রক মরিচীকারৎ দাঁড়িয়ে। নিরবচ্ছিন্ন ঝটিকা সত্ত্বেও নিকষকালো ও দীর্ঘ অর্থেংকের টাওয়ার দাঁড়িয়ে। এটার পাদদেশে ঘোলাপানি লাফালাফি করছে।

রাজা ও তার পুরো কোম্পানী অশ্বপৃষ্টে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। চক্ষু বিস্ফারিত করে ভাবছে সারুম্যানের শক্তি সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছে। কিন্তু কি করে, তা তারা মালুম করতে পারল না। এবং এখন তারা খিলানপথ আর ধ্বংসপ্রান্ত গেটগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। নিকটেই তারা দেখলো এক পাথরকুচির স্তুপ। অকস্মাৎ তারা ক্ষুদে দুই মূর্তির ব্যাপারে সজাগ হলো ঃ স্তুপের ওপর সাবলিল ভঙ্গিতে পড়ে আছে, ধূসর আবরণ পরিহিত, যাতে করে ঠিক মতো ঠাওর করা দুষ্কর। তাদের পাশে বোতল, গামলা এবং বড় থালা পড়ে ছিল, যেন এইমাত্র খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিশ্রামে আছে। মনে হলো একজন নিদ্রা গেছে; অন্যজন পায়ের ওপর পা তুলে হাতদু'খানি মাথার নিচে আড় করে রেখে ভাঙ্গা এক পাথর গাত্রে ঠেসান দিয়ে আছে, মুখ থেকে কুণ্ডলী আকারে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে।

থিওডেন, ইয়োমার এবং তার লোকেরা হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। আইজেনগার্ডের ধ্বংসতাণ্ডবের মধ্যে এটাই তাদের নিকট সর্বাধিক অদ্ভুত দৃশ্য মনে হলো। রাজা কথা বলার আগেই ধোঁয়াটে শ্বাসত্যাগী ক্ষুদ্র মূর্তি আচমকা তাদের ব্যাপারে চকিত হল, যেন তারা কুয়াশাকিনারে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। তাকে তরুণ যুবার মতো দেখাল, যদিও তার উচ্চতা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মেন এর অর্ধেকের বেশি হবে না; তারা কুঁকড়ানো, ধূসর কেশী মস্তক অনাচ্ছাদিত, তবে সে ছিল ভ্রমণজনিত দাগযুক্ত আলখিল্লা পরিহিত, যেমনটি ইদোরাসে যাবার বেলায় গ্যাণ্ডালফের সাথীরা পরে ছিল; একই বর্ণের ও আকারের। বুকের ওপর হাত রেখে সে খুব মাথা নোয়াল। অতঃপর যাদুকর ও তার বন্ধুদের দেখেনি এমন একটা ভাব করে ইয়োমারও রাজার দিকে ফিরল।

'আইজেন গার্ডে সুস্বাগতম, লর্ডরা আমার!' সে বলল। 'আমরা দ্বাররক্ষী। নাম আমার মেরিয়াডক–সারাডকের (Saradoc) পুত্র; আর আমার সাথী– হায়রে! সে ক্লান্তিতে কুপোকাত'– সে মাটিতে গোঁড়ালির এক গর্ত করে ফেলল–'সাথির নাম পেরিগ্রিণ, টুক গৃহের প্ল্যাদিনের পুত্র। দূর নর্থে আমাদের বাড়ি। লর্ড সারুম্যান এখন অন্দরে আছে; তবে

এ মুহূর্তে সে কোন একজন ওয়ার্মটাং এর সাথে আলাপ করছে। সন্দেহ নেই, এরকম সম্মানিত অতিথিদেরকে বরণ করতে তিনি নিজেই এগিয়ে আসবেন।'

'নিঃসন্দেহে আসবেন!' গ্যাণ্ডালফ হাসল। 'সারুম্যান কি তোমাদের কে বিধ্বস্ত দ্বারগুলো গার্ড দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছি; অতিথিদের উপস্থিতিক্ষণ তদারক করার আদেশ কি সে দিয়েছে? থালা, বোতল থেকে তোমাদের মনোযোগ সরে গেল যে?'

'না জনাব, সে আদেশ করেনি। এ বিষয় থেকে সে ছুটি পেয়েছে,' মেরি ভারিক্কি চালে জবাব দিল। 'সে বেশ খানিকটে দখলে সম্পত্তি হয়ে গেছে। আমাদের নিকট নির্দেশ এসেছে ট্রিবিয়ার্ডের কাছ থেকে যে, সে আইজেন গার্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যুতসই ভাষাসহকারে রোহানের লর্ডদের স্বাগত জানানোর জন্য সে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। আর আমি আমার সাধ্যমতো করলাম।'

'এবং তোমার সাথীদের খবর কী? ল্যাগোলাস আর আমি কোথায়?' গিমলি চিৎকার দিল, সে নিজকে আর ধরে রাখতে অক্ষম। 'বেত্‌তমিজ, তুলতুলে পায়ের পালাতকরা! তোমরা বেশ একটা খোঁজাখুঁজির বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছ! জলা-বিল-খাল-জঙ্গল পেরিয়ে দুইশ লিগ পথ ভেঙ্গে তোমাদের উদ্ধার করার জন্য আমরা এখানে! আর এখানে এসে দেখছি বনভোজন শেষ করে বাতরসভারি পা দুলিয়ে সিগারেট ফুঁকছে! সিগারেট। ভিলেনরা, তোমরা এখানে কোত্থেকে এসে মরলে? আমার এখন হাতুড়ি সাঁড়াশি অবস্থা: আমি ক্রোধ আর উল্লাসে এত লেপ্টে চটকে আছি যে, কিছু যদি ভেতর থেকে উগরে দিতে না পারি, তাহলে সেটা হবে বিস্ময়কর!'

'তুমি আমার কথা বললে,' ল্যাগোলাস হাসল। 'যদিও শিঘ্রই জেনে যাব কী করে তারা মদের (পানীয়) ঘোরে পৌঁছে গেছে।'

'একটা জিনিস তোমাদের খোঁজাখুঁজির (অনুসরণ) মধ্যে অনুপস্থিত, এবং তা হলো তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পিপিন বলল এক চোখ মেলে। এখানে একটা বিজয়ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের বসে থাকতে দেখছো, দেখছো সৈন্যদের লুটের মালের মধ্যে, এবং ভাবছ কি করে আমরা যৎসামান্য যোগ্যতা প্রদর্শন করে এ আরাম অর্জন করলাম!'

'যোগ্যতা প্রদর্শন?' গিমলি বলল। 'আমি বিশ্বাস করিনে!'

সওয়ারীরা হাসল 'আলবত প্রিয়বন্ধুদের মিলন আমরা চাক্ষুশ দেখতে পাচ্ছি,' থিওডেন বলল। 'সুতরাং এরাই হল তোমাদের কোম্পানীর হারিয়ে যাওয়া সদস্য, তাই না, গ্যান্ডালফ? জামানা আশ্চর্য বিস্ময়ে ভরে গেছে। ঘর ছেড়ে ইতোমধ্যে অনেক কিছু দেখে ফেললাম, আর এখানে চোখের সামনেই পুঁথিকথার অন্য জীবদের দেখছি। এরা হাফলিং না, যাদেরকে আমাদের কেউ কেউ হোল বিটলান (গুহাবাসী) বলে থাকে?'

'লর্ড, দয়া করে হবিট ....;' পিপিন বলল।

'হবিট?' থিওডেন বলল। তোমাদের ভাষার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। তবে 'নামটি' তেমন বেখাপপা মনে হয় না। হবিট! আমার শোনা রিপোর্ট বাস্তবের সাথে মিলছে না।'

মেরি মাথা নোয়াল; এবং পিপিন উঠেও তাই করল। 'আপনি মহান, লর্ড, বা আপনার কথায় এমনই ভাবব,' সে বলল। 'আর এখানে আরো আজব কিছু আছে! ঘর থেকে বেরিয়ে আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, এবং এ পর্যন্ত এমন কোন জাতি দেখিনি যারা হবিটদের খবর রাখে না।'

'আমার স্বজনেরা অনেক আগেই নর্থ থেকে বেরিয়েছিল,' থিওডেন বলল। 'তবে আমি তোমাদের সাথে ছলনা করব না; আমরা হবিটদের কোন গল্প জানি না। যেটুকু খবর আমাদের মধ্যে এ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা হল ঃ অনেক দূরে, অসংখ্য পাহাড় পেরিয়ে, সাতসমুদ্র তেরনদী ছেড়ে, হাফলিং নামে এক জাতি বাস করে। যাদের নিবাস বালিয়াড়ির গর্ত। তবে তাদের নিজস্ব কোন ইতিহাস-ঐতিহ্য নেই, কারণ, কথিত আছে যে, তারা মানুষের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে চলাফেরা করে– তা-ও খুব কম: এবং তারা বনের পাখিদের স্বর নকল করতে পারে। তবে বোধ হয় আরো কিছু বলা যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, আরো কিছু লর্ড,' মেরি বলল।

'অবশ্যই আরো কিছু–' থিওডেন বলল, 'আমি শুনিনি যে তারা মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়ত।'

'এ সারপ্রাইজিং কিছু না,' মেরি জবাব দিল; 'এ একটা আর্ট যা আমরা মাত্র কয়পুরুষ ধরে অভ্যেস করে আসছি। সাউথফার্দিং এ (South farthing) লংবটমের (Long boltom) টবোল্ট হর্ণব্লোয়ার (Tobold Horn blower) সর্বপ্রথমে তামাক গাছ তার নিজ বাগানে লাগিয়েছিল–সময়টা আমাদের ক্যালেণ্ডার মোতাবেক ১০৭০ সালে। কি করে বুড়ো টবি এ গাছ...'

'থিওডেন, তুমি তোমার বিপদের খবর রাখো না,' গ্যাণ্ডালফ বাধা দিয়ে বলল। 'এ হবিটরা ধ্বংস তীরে বসে ডাইনিং টেবিলের আলাপ করতে জানে, বা এরা বাপের, বাপের বাপের, বাপের বাপের বাপের এবং চাচাত ভাই এর ফুফাতো ভাই এর মাসির ছেলের খালাত ভাই এর মাছিমারা গল্প পুটুর পটুর করে শোনাবে, যদি তুমি বেমানান ধৈর্য্য ধরে তাদেরকে উৎসাহিত করো। ধুমপানের কাহিনী অন্য সময় করা যাবে মেরি। ট্রিবিয়ার্ড কোথায়?'

'মনে হয় উত্তর দিকে কোথাও বিশুদ্ধ পানি পান করতে গেছে। অধিকাংশ এন্ট তার সাথে আছে–এখনো কাজে ব্যস্ত।' মেরি উত্তেজিত লোকের পানে হাত বাড়াল। সবাই তাকাল, শুনতে পেল গুরুগম্ভীর আর ঝিগঝিগ, ঝিগঝিগ আওয়াজ– যেন পর্বতগাত্র ধরে কোন হিমবাহ নামছে। দূর হতে কোন শিঙার গলাফাটানি চিৎকার আসল: হু-মা-ম-ম-ম ...।

'তাহলে অর্থেংক অরক্ষিত?' জিজ্ঞাসা করল গ্যাণ্ডালফ।

'ওই যে পানি,' মেরি বলল। 'কুইকবিম এবং অন্যরা তার পাহারায় আছে। ওসব পোষ্ট আর পিলারগুলো সারুম্যানের পোতা না। বোধ হচ্ছে সোপানের নিচে পাথরের পাশে কুইকবিম দাঁড়য়ে আছে।'

'হ্যাঁ, লম্বা-ধূসর এক এন্ট সেখানে আছে,' ল্যাগোলাস বলল, 'তবে তার হাতগুলো একপাশে এবং দরজার ন্যায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।'

'দুপুর গড়িয়ে গেল,' গ্যাণ্ডালফ বলল, 'আর ভোর থেকে এ পর্যন্ত পেটে দানাপানি পড়েনি। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রিবিয়ার্ডের সাথে দেখা করতে হবে। সে কি আমার জন্য কোন সংবাদ দেয়নি, নাকি থালাঘটি পেয়ে সব ভুলে বসে আছো?'

'খবর রেখে গেছে,' মেরি বলল, 'এবং এটা আমার মাথায় আছে, তবে আমি অন্য অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন। আমাকে বলা হয়েছে যে, মার্কের লর্ড এবং গ্যাণ্ডালফ উত্তর দেয়ালের দিকে গেলে ট্রিবিয়ার্ডের দেখা পাবে, এবং সে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে। আমি আরো যোগ করতে পারি যে, সেখানে তারা পাবে সর্বোত্তম খাদ্য যা তাদের বিনয়ী অনুচরেরা নির্বাচন করে তৈরি করেছে।' সে মাথা নোয়াল।

গ্যাণ্ডালফ হাসল। বলল, ভাল! যাক, থিওডেন তুমি কি যাবে আমার সাথে? কিছুটা ঘুরে যাব, তবে বেশি দূর না। ট্রিবিয়ার্ড থেকে অনেক কিছু জানবে তুমি। কারণ সে-ই হল ফাংগর্ণ। এন্টদের সর্বমুরুব্বি এবং প্রধান, এবং তার কথা থেকে তুমি জানতে পারবে তাবত জীবন্ত সৃষ্টির পুরোন ইতিহাস।'

'যাব তোমার সাথে,' থিওডেন বলল। 'বিদায়, আমার হবিটরা! আমার গৃহে আবার দেখা হবে! সেখানে আমার পাশে বসে তোমাদের অন্তরের সব কথা ঢেলে দিতে পারবে: তোমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, বৃদ্ধ টবোল্ডের বনৌষধি- গাঁথা। বিদায়!'

হবিটরা মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো। 'তাই হোক রোহান– নৃপতি!' চাপাস্বরে পিপিন বলল। 'সে জবাবহিন বৃদ্ধ। এন্তার ভদ্র।'

নবম অধ্যায়
ভাসমান মালামাল

গ্যাণ্ডালফ এবং রাজার কোম্পানী যাত্রা শুরু করল। পূর্বদিকে ঘুরে ধ্বংসপ্রাপ্ত আইজেনগার্ড-বলয় পাশ দিয়ে চলল। তবে এ্যারাগর্ণ, গিম্‌লি ও ল্যাগোলাস থেকে গেল। এ্যারড ও হাসুফেলকে ঘাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে তারা হবিটদের পাশে এসে বসল।

'চমৎকার! চমৎকার! খোঁজাখুঁজি শেষ হল, আবার আমরা মিলিত হলাম সেখানে, যেখানে কেউ আসব আশা করিনি, এ্যারাগর্ণ বলল।

'যাক, নেতারা এখন উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় গেছে,' ল্যাগোলাস বলল। 'এ সুযোগে একটু রহস্য উন্মোচন করি। আমরা তোমাদের তাবত জঙ্গল পাতিপাতি করে খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলো তো।'

'হ্যাঁ, তোমাদের সম্পর্কে আমাদেরও অনেক জানার আছে,' মেরি বলল। 'আমরা বৃদ্ধ এন্ট ট্রিবিয়ার্ডের কাছ থেকে কিছু শুনেছি। কিন্তু তা যথেষ্ট না।'

'সবকিছু অনুকুলে আছে,' ল্যাগোলাস বলল। 'আমরাই শিকারীর মতো পিছে পিছে ছিলাম। সুতরাং, প্রথমে তোমাদের কথা বল।

'বা দ্বিতীয়ত,' গিম্‌লি বলল। 'ইলাবনিটা খাবারের পরে হলে ভাল হয়। মাথা ঝিমঝিম করছে আমার, এদিকে আবার বেলা গড়িয়ে গেছে। ওহে ফেরারীরা, আমাদের দিকে কিছু লুটের মাল ছুড়ে দিয়ে তোমরা সংশোধন হতে পার। খাদ্য, পানীয়ের পাওনা মেটালে আমরা কিছুটা শোধ নিতে পারব তোমাদের বিরুদ্ধে।'

'তুমি এটা পাবে,' পিপিন বলল। 'এখানে খাবে কি? নাকি সারুম্যানের গার্ড হাউজের অবশিষ্টাংশের মধ্যে যাবে?– ওইত,ওখানে খিলান তলে। ওখানে আমাদের পিকনিক করার কথা ছিল। যাতে করে সড়কে একটু নজর রাখা যেত।'

'এক নজরের কম!' গিমলি বলল। 'তবে আমি কোন অর্ক-গৃহে ঢুকবো না; স্পর্শ করব না কোন অর্কমাংস বা এমন কিছু যা তারা হাতে ছুঁয়েছে।'

' তোমাদের আমরা খাবার জন্য তেল মারব না,' মেরি বলল। 'সারাজীবন চালিয়ে নেবার জন্য আমাদের নিজেদেরই বহু অর্ক আছে। তবে আইজেন গার্ডে আরো অনেক লোকজন ছিল। অর্কদের ওপর বিশ্বাস করার ব্যাপারে সারুম্যানের প্রজ্ঞা যথেষ্ট ছিল না। তার দ্বার রক্ষীদের মধ্যে মেনরা ছিল: কেউ কেউ তার বেজায় আস্থাভাজন চাকর বোধ করি। যে করে হোক, তারা তার আনুকূল্যে ভাল মালকড়ি পেয়েছিল।'

'সিগারেটের পাইপও?' গিম্‌লি জিজ্ঞাসা করল।

'না, আমার সেরকম মনে হয় না। মেরি হাসল। 'কিন্তু সে অন্য এক ইতিহাস,

শুনতে গেলে লাঞ্চ করা হবে না।'

'আচ্ছা তাহলে লাঞ্চ করতেই যাই!' ডুয়ার্ফ বলল।

আগে আগে হবিটরা চলল। খিলান পথ দিয়ে গিয়ে এক সোপানের (ছাদ) বামপাশে বিশাল এক দরজার কাছে গেল। প্রবেশপথটি সরাসরি এক বৃহৎ কক্ষে ঢুকেছে। কক্ষের দূরপ্রান্তে আরো কিছু অপেক্ষাকৃত ছোট দরজা এবং এক পাশে উনুন ও চিমনি আছে। পাথর কেটে তৈরি করা কক্ষটি অবশ্যই কোন না কোন সময়ে তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। কারণ, এটার জানালাগুলো সুড়ঙ্গপাশে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু এখন চূর্ণ ছাদের ফাঁক দিয়ে আলো আসছে, উনুনে কাঠকোট জ্বলছে।

'আমি একটু আগুন জালিয়ে রেখেছিলাম,' পিপিন বলল। 'এটা কুয়াশায় আমাদের গা গরম করে তুলেছিল। এদিক-সেদিক কিছু ডালপালা ছিল, এবং সেগুলোর বেশিরভাগ ভিজে পেয়েছিলাম। তবে চিমনির ভেতরেও আছে, মনে হয় বাতাসে উড়ে এসেছে। ভাগ্যিস ব্লক হয়ে যায়নি। আগুনতো হাতের নাগালেই। তোমাদের জন্য কিছু টোস্ট বানিয়ে দেব। বোধ করি, রুটিগুলো তিন-চারদিনের বাসি।'

এ্যারাগর্ণ ও তার সঙ্গীরা এক লম্বা টেবিলের কোণে স্বগরজে বসে পড়ল। হবিটরা ভেতরের কোন দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল। একটু বাদেই তারা থালা, বাটি কাপ, গামলা, ছুরি ও বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য বোঝাই হয়ে ফিরে আসল। 'সৌভাগ্যবশত: ওখানকার ষ্টোর রুমটি বন্যা থেকে রক্ষে পেয়েছে,' পিপিন বলল।

'এবং এ আহার্য নিয়ে তোমার নাক সিঁটকানোর দরকার হবে না, মাষ্টার গিম্‌লি,' মেরি বলল। 'এটা অর্ক খাবার না, মানুষের খাদ্য– ট্রিবিয়ার্ড তাই বলে। ওয়াইন বা বিয়ার চলবে? ভেতরে ব্যারেল আছে। এবং এ অতি মূল্যবান, জারিত শূকর-মাস। আবার এর ফালিগুলোকে তোমাদের জন্য আগুনে বসে দিই, যদি মনে করো। দুঃখিত, কোন তাজা খাবার নেই; গত কয়েকদিন ধরে ডেলিভারি বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে! মাখনও মধু ছাড়া এখন কিছু দিতে পারব না তোমাদের। খুশী তো?

'সত্যি খুশী। তবে পাওনাটা বেশ কম হল,' গিমলি বলল।

তিনজনে খেতে বসল, আর হবিট দু'জনে নির্লজ্জের মতো সমবেত স্বরে বলল, আমরা আমাদের মেহমানদের অবশ্যই সঙ্গ দেব।'

'আজ সকালে তোমরা সৌজন্যবোধে টুইটম্বুর দেখছি,' ল্যাগোলাস বলল। 'যদি আমরা না আসতাম, তবে বোধ হয় একে অন্যকে সঙ্গ দিতে।'

'হয়ত, এবং কেন তা না?' পিপিন বলল। 'অর্কদের সাথে আমাদের খাবারটা বড্ড ফাউল ছিল, এবং তারও দিনের পর দিন দুই এট্টা দানাপানি জুটেছে। অনেকদিন হল–উদরপুরে খেতে পারিনি।'

'তাতে তোমার কোন কিছু কমে গেছে মনে হয় না,' এ্যারাগর্ণ বলল। 'গা-গতর-তো ফুটন্তই আছে।'

গিমলি হবিটদের আগাগোড়া নিরীক্ষণ করে নিল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ তাইত, তোমাদের চুল-তো এখন দ্বিগুন ঘন আর ঢেউ খেলানো। কসম, তোমরা উভয়ে কিছুটা

বড় হয়েছ–অবশ্য তোমাদের বয়সের কোন হবিটের যদি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। যাহোক, এ ট্রিবিয়ার্ড তোমাদেরকে উপোস রাখেনি।'

'তা রাখেনি' মেরি বলল। 'তবে এন্টরা শুধু পান করে, আর পানীয়টা মন ভরার জন্য যথেষ্ট না। তাই কারো আরো কিছু নিরেট মালের দরকার হতে পারে। এমন কি পরিবর্তনের জন্য লেম্বাস (এলফ-কেক) মন্দ কিছু না।'

'তোমরা কি এন্টদের পানি পান করেছ, করেছ কী? ল্যাগোলাস বলল।' 'আহ, তাহলে বোধ করি গিম্‌লির চোখ তাকে প্রতারণা করেনি। ফাংগর্ণের পানীয় নিয়ে অদ্ভূত সব গান রচিত হয়েছে।'

'সে দেশ নিয়ে বহু আজব গল্প শোনা যায়,' এ্যারাগর্ণ বলল।

'আমি কোনদিন সেখানে প্রবেশ করিনি। এ নিয়ে আরও কিছু বলো, এবং বলো এন্টদের কথা!'

'এন্টস,' পিপিন বলল।' এলরা–এন্টরা হল গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের মতো ভিন্ন। কিন্তু তাদের চোখগুলো– তাদের চোখগুলো বেশ অদ্ভূত।' সে হড়বড় করে বলতে গিয়ে শেষটায় থেমে গেল। 'ওহ্ আচ্ছা' সে আবার শুরু করল, 'ইতোমধ্যে কিছুটা দূরে তাদেরকে দেখেছ– তারাও তোমাদের দেখেছে এবং রিপোর্ট দিয়েছে যে তোমরা রাস্তায় ছিলে–আর তোমরা অন্য আরো দেখবে, বোধ করি এ স্থান ত্যাগ করার আগেই। তখন অবশ্যই একটা স্বধারণা পাবে।'

'আমাদের গল্প মাঝখান থেকে শুরু হল দেখছি!' গিমলি বলল।' 'আমি সেখান থেকে শুরু করতে চাই যেখান থেকে আমরা দলছুট হয়েছিলাম।'

'সময় থাকলে তা জানতে পারবে,' মেরি বলল। 'কিন্তু আগে–খাওয়া শেষ হলে–তোমরা তামাকের পাইপে আগুন দাও। তারপর কিছুক্ষণের জন্য ভাবব যে আমরা আবার ব্রি বা রিভেন্ডেলে আছি।'

সে তামাক ভরা এক ক্ষুদ্র চামড়ার থলে বের করল। 'এ আমাদের গাদামারা আছে,' বলল সে; 'আর যতো খুশী প্যাক করে নিতে পার। আজ সকালে উদ্ধার কাজ চালিয়েছিলাম আমরা– পিপিন এবং আমি। চারদিকে প্রচুর সামগ্রি ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে করি, পিপিনই ষ্টোর থেকে ছিটকে পড়া ব্যারেল দুটো দেখতে পেয়েছিল। ওগুলো যখন ফাঁক করলাম, দেখলাম তা এ মালে ভরাট করা ঃ সুন্দর সুন্দর অক্ষত তামাক (গুড়গুড়ি) যত খুশী নাও।

গিমলি দু হাতের তালুতে খানিক তামাক নিয়ে ঘষে শুঁকে দেখল। 'ভালই-ত মনে হচ্ছে, সুঘ্রাণ,' সে বলল।

'হ্যাঁ উৎকৃষ্ট!' মেরি বলল। 'ডিয়ার গিম্‌লি, এটা লংবটম-পাতা! ব্যারেলগুলোর পরে 'জলছাপের ন্যায় হর্ণব্লোয়ার (বংশীবাদক) মার্কা লাগান ছিল। ভাবতে পারি না, এ এখানে কি করে এল। মনে হয় এটা সারুম্যানের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য দ্রব্য। কখনো জানতাম না এ এত দূরদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এখন ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আছে!'

'ছড়িয়ে পড়ত,' গিম্‌লি বলল, 'যদি আমার কাছে একটা পাইপ থাকত। হায়রে, আমারটা মারিয়াতে হারিয়ে গেছে, বা তার আগে কোথায়ও। 'তোমাদের হরণ করা

মালের মধ্যে কোন পাইপ সেই কি?'

'না, হয়ত নেই,' মেরি বলল। 'গার্ডরুমে পর্যন্ত একটাও পাইনি। বোধ করি, সারুম্যান এ মুখরোচক চিজটি নিজের কাছে রেখেছিল এবং আমি মনে করি না যে অর্থেংকের দ্বারে নক করে মাথা কুটলেও তার কাছ থেকে একটা পাইপ পাওয়া যাবে! পাইপগুলো আমাদের ভাগাভাগি করে নিতে হবে, যেমন সদাশয় বন্ধুরা উপায়ন্তর না দেখে করে থাকে।'

'আধ মিনিট!' পিপিন বলল। জ্যাকেটের তলপকেটে হাত দিয়ে সে সূতোয় বাঁধা এক থলে বের করল। 'দুই একটা জিনিস আমি সাথে রাখি, যা আমার কাছে রিংটির মতো দামি। এই যে একটা ঃ আমার কাঠের পুরোন পাইপটি। আর এই আর একটা, অব্যবহৃত। এটা অনেক পথ বয়ে বেড়ালাম, যদিও কেন তা জানিনে। নিজের কাছে না থাকলে, রাস্তায় কারো কাছ থেকে এটা পাব–তা আমার ভাবনায় ছিল না। মোটের ওপর, এ এখন কাজে দিচ্ছে।' সে এটা গিম্‌লির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এখন কি আমাদের লেনদেন চুকে গেল?'

'চুকে গেল!' গিম্‌লি চিৎকার করল। 'অতি মহান হবিট, তুমি আমাকে আরো দেনার গর্তে ফেললে।'

'আচ্ছা, বাইরে গিয়ে দেখি আকাশ বাতাস কী আচরণ করছে,' ল্যাগোলাস বলল।

'আমরা সাথে যাব,' এ্যারাগর্ণ বলল।

প্রবেশদ্বারে গাদা করা পাথরস্তূপে বসে তারা উপত্যকার গভীরে তাকালো; শান্ত হাওয়ায় ভর দিয়ে কুহেলিকা ভেসে চলেছে।

'এখানে আমরা কিছুক্ষণ ইজি হয়ে থাকি।' এ্যারাগর্ণ বলল। ধ্বংস কিনারায় বসে আলাপ-চারিতা করব, যেমন গ্যান্ডালফ বলে থাকে। সে যতক্ষণ অন্য কাজে থাকে ততক্ষণ আমরা এটা চালিয়ে যায়। পূর্বে কদাচিৎ আমি এত ক্লান্তিবোধ করেছি।' ধূসর আলখিল্লাটি গতরে পেচিয়ে অন্তর্বাস ঢেকে দিয়ে সে তার লম্বা পা ছড়িয়ে দিল। তারপর পিঠ পেতে শুয়ে পড়ে মুখ থেকে ধোয়ার এক চিকন স্রোত নির্গত করল।

'তাকাও!' পিপিন বলল। 'স্ট্রাইডার দ্য রেঞ্জার ফিরে এসেছে!'

'কখনো সে দূরে যায়নি,' এ্যারাগণ বরল। 'আমি স্ট্রাইডার এবং ডুনাডোন ও, আর আমি গন্ডর ও নর্থ উভয়ের অধীনে।'

তারা কিছুক্ষণ নিরবে ধুমপান করল। পশ্চিমে সাদা মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি তীর্যকভাবে উপত্যকা মধ্যে পড়ছিল। ল্যাগোলাস কতি হয়ে আকাশ আর সূর্যটির দিকে অবিরাম নিশ্চল দৃষ্টি ফেলে আনমনে সুর ভাজতে থাকল। পরিশেষে বসল। 'এখন শুরু হোক!' সে বলল। 'সময় যাচ্ছে, কুয়াশা দূর হচ্ছে বা দূর হবে যদি কি না তোমরা আর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোয়া না বানাও। গল্পের খবর কী?'

'ওঃ আচ্ছা, অর্ক ক্যাম্পে অন্ধকারে গলায় রজ্জু দিয়ে আমার গল্প শুরু হবে,' পিপিন বলল। 'বুঝে নি, আজকের তারিখটা?'

'সায়ার ক্যালেন্ডার মতে মার্চ মাসের পাঁচ তারিখ, এ্যারাগর্ণ বলল। পিপিন কর গুণলো। 'মাত্র নয় দিন আগে।' সে বলল 'বোধ করি, আমাদের আটক হবার পর এক

বছর হয়ে গেছে। যাক, যদিও এ সময়টার অর্ধেক ছিল দুঃস্বপ্ন তথাপি তিনটে দিন সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পড়ে গেলে মেরি তা সংশোধন করে দেবে ঃ সবিস্তারে আমি বলব না। কষাঘাত এবং আবর্জনা ও পুতিগন্ধ– এসব দুর্বিষহ স্মৃতি।' সে নিমগ্ন হল ব্রোমিরের শেষ যুদ্ধ এবং অর্কদের এ্যামিলমুইল থেকে ফরেষ্ট পর্যন্ত কুচকাওয়াজের হিসেব নিকেশের মধ্যে। কোন স্থানে শ্রোতাদের ধারণার সাথে কোন পয়েন্ট মিলে গেলে তারা মাথা নেড়ে সায়পুরতে লাগল।

'এখানে কিছু জিনিস আছে যা তোমরা ফেলে এসেছ,' এ্যারাগর্ণ বলল। 'ফেরত পেয়ে তোমরা খুশীই হবে।' সে তার আলখিল্লার ভেতরের বেল্ট ঢিলা করে দুখানা কোষবদ্ধ ছুরি বের করে আনল।

'ও আচ্ছা!' মেরি বলল। 'এ গুলো আবার দেখতে পাব ভাবিনি! আমার ছুরিখানা দিয়ে গুটি কয়েক অর্ককে আমি দেগে দিয়েছিলাম; তবে উগলুক এগুলো আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। কি সাংঘাতিক চোখে তাকাল সে! প্রথমটায় ভেবেছিলাম আমাকে চাকুমারাতে আসছে। কিন্তু সে জিনিসগুলো এমনভাবে ছুড়ে দিল যেন ওতে তার হাত পুড়ে গেছে।'

'এবং তোমার ব্রুচটাও এই, পিপিন,' এ্যারাগণ বলল। 'নিরাপদে রেখেছি, খুব দামী জিনিস-ত।'

'জানি,' পিপিন বলল। 'টানা হেঁড়োর কারণে এমন হয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়া আমি কি করতাম?'

'কিছুই না,' এ্যারাগর্ণ জবাব দিল। 'পায়ে বেড়ি নিয়ে কোন কিছু করতে পারাটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তুমি ঠিক করেছিলে।'

'তোমার কবজিতে বাঁধনের দাগ–সত্ত্বেও দারুণ দেখালে!' গিম্‌লি বলল। 'ভাগ্য তোমার সহায় ছিল, তবে যে কেউ বলবে হাতের খেলায় তুমি কম যাও না।'

'আর আমাদের তো এক ধাঁধায় ফেলে গেলে ল্যাগোলাস বলল। 'আমিতো ভেবে ছিলাম তোমাদের আযায় পাকা দাড়াল কিনারে। ' 'বুস্ত্রীভাগ্যবশত গজাইনি? াগমলি বলল,' কিন্তু তোমরা গ্রিসনাককে চেন না।' সে ঝাঁকুনি মেরে উঠল এবং আর কিছু বলল না। লোমহর্ষক মুহূর্তটি মেরির জন্য রেখে দিল ঃ নোখর থাবা, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, এবং গ্রিসনাকের বক্রহাতের বন্য শক্তি।

'বারাদডুরের (লাগজার্গ) অর্কদের এসব কথা শুনলে আমার গায়ে কাটা দেয়,' এ্যারাগর্ণ বলল। ডার্ক লর্ড আগেই অনেক কিন্তু জানত, জানত তার দাস-দাসীরাও; আর ঝগড়াঝাটির পর গ্রিসনাক নিশ্চয়ই নদীর ওপারে কিছু খবর পাঠিয়েছিল। রক্তচক্ষু (সাউরানের চোখ আইজেন গার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তবে যা হোক, সারুম্যান তার স্বরচিত কবরে আছে।'

'হ্যাঁ, যে পক্ষই জিতুক না কেন, তার দৃষ্টিভঙ্গী দুর্বল' মেরি বলল। 'অর্করা রোহানে পা রাখার পর থেকে তার সব কিছুতে উলোটপালোট লেগে গেছে।'

'এ বুড়ো পাজিটাকে একবার আমরা দেখেছিলাম, বা গ্যান্ডালফ এমন ইঙ্গিত দিয়েছিল, গিম্‌লি বলল। 'দেখেছিলাম ফরেষ্টের প্রান্তে।'

'কবে?' পিপিন জিজ্ঞাসা করল।

'পাঁচ রাত আগে,' এ্যারাগর্ণ বলল।

'আমাকে বুঝতে দাও,' মেরি বলল ঃ 'পাঁচ রাত আগে ও এখন গল্পের এমন জাগায় আসলাম, যার কিচ্ছুটি তোমরা জান না। সেদিন সকালে যুদ্ধের পর ট্রিবিয়ার্ডের সাথে আমাদের দেখা হয়, এবং সেদিন রাতেই আমরা ছিলাম ওয়েলিং হলে (এলগৃহ)। পরদিন সকালে গেলাম এলমুটে, এন্টদের পালার্মেন্ট যে রকমটি এ জীবনে আর দেখিনি। সেদিন এবং তারপর দিন সারাবেলা ধরে অধিবেশন চলল; আর সে রাত আমরা কুইকবিম নামে এক এন্টের সাথে কাটিয়ে দিলাম। তারপর তৃতীয়দিন শেষ বিকেলে মুটের সদস্যরা অকস্মাত ফেটে পড়ল। এটা ছিল বিস্ময়কর। জঙ্গল এমন এক উত্তেজনায় ভরে উঠল যেন বজ্রপাত সবকিছু ঝাড় দিয়ে নিয়ে যাবে, আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটল। তাদের অগ্রযাত্রার গান একবার শুনলে বুঝতে পারতে।'

'সারুম্যান যদি শুনে থাকে, তাহলে এতক্ষণে সে ভোঁ দৌড় মেরে হাজার মাইল দূরে সটকে পড়েছে,' পিপিন বলল।

'পাথর গড়া আইজেন গার্ড হোকগে যত শক্তিশালী
সামনে যাব, যুদ্ধে যাব,
পাথর দেয়াল মুড়িয়ে দেব
রাজফটকের দখল নেব।'

লাগাতার এরকম আওয়াজ। এ গানের বড় একটা অংশ জুড়ে কোন মানে পাওয়া যাচ্ছিল না, এবং হর্ণ আর ড্রামের দামামা সব যেন তলিয়ে যাচ্ছিল। দারুণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। কিন্তু আমি মনে করেছিলাম–এটা শুধুমাত্র কুচকাওয়াজের মিউজিক, শুধুই কোন গান–যতক্ষণ যা এখানে পৌঁছেছিলাম। এখন আমি আরো কিছু জানি।'

'রাতের আগমনের পর আমরা নানক্রুনিনের শেষ উতরাই থেকে নামলাম,' মেরি বলে চলল। সর্বপ্রথম তখন আমার অনুভূতিতে আসলো যে পশ্চাতের জঙ্গল নিজেই যেন হেঁটে আসছে। ভাবলাম বুঝি কোন এন্টিস স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু তা না, পিপিন ও এটা দেখেছিল। আতংকিত হলাম আমরা, তবে পরমুহূর্তেই আর কিছু বুঝলাম না আমরা।

'এন্টদের সাংকেতিক ভাষায় এরা ছিল হিউঅর্ন (Huorn) ট্রিবিয়ার্ড তাদের বিষয়ে আমাদের অধিক কিছু বলবে না, কিন্তু আমার মনে হয় তারা এন্ট যারা প্রায় গাছের মতো হয়ে গেছে, অন্তত সে রকমই দেখায়। জঙ্গলে তারা চুপিসারে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে অশেষ দৃষ্টি ফেলে রেখেছে। আমার বিশ্বাস, ঘন-গভীর অন্ধকার উপত্যকায় এরকম শতশত আছে।'

'তাদের মধ্যে প্রচণ্ড এক শক্তি আছে। মনে হয় তারা ছায়ার মধ্যে মিশে যেতে পারে ঃ তাদের গমনাগমন চোখে ঠাওরানো কঠিন। কিন্তু একবার চড়াও হলে তারা খুব দ্রুত চলতে পারে। মনে করো, আবহাওয়ার মতিগতি বোঝার জন্য তোমরা বাতাসের সোঁসোঁ শব্দ শুনতে কান পেতে আছ। হঠাৎ দেখবে যে তোমরা এক জঙ্গলের মাঝে যেখানে

প্রকান্ড গাছগুলো চারদিক থেকে তোমাদের হাতড়াচ্ছে। তথাপি তাদের জবান আছে এবং এন্টদের সাথে কথা বলতে পারে–এ কারণে তাদেরকে হিউঅর্ন বলা হয়, ট্রিবিয়ার্ড বলে–কিন্তু তারা বিচিত্র এব বন্য হয়ে গেছে। বিপদের কথা। যদি কোন সত্যিকারের এল তাদের লাগাম ধরে না রাখে, তবে তাদের সামনে পড়তে আমি ভড়কে যাব।'

'যাক, রাতের প্রাথমিক ভাগে, হামাগুড়ি মেরে আমরা উইজার্ড ভেলের (যাদু উপত্যকা) ওপর প্রান্তে পৌছলাম শা শা আওয়াজ তোলা সকল হিউঅর্ন সহকারে এন্টরা পেছনে। তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু একটা ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ বাতাসকে ভারি করে তুলেছিল। রাতটা ছিল ভয়ংকর তিমির মেঘাচ্ছন্ন। পাহাড়গুলো পেরুনো মাত্র তাদের বেগ আরো বেড়ে গেল–এবার আওয়াজ উঠল বাতাসে পতপতানির ন্যায়। মেঘমালার মধ্য দিয়ে চাঁদ চোখে চাইতে পারেনি। আইজেন গার্ডের সমুদয় উত্তর ভাগ লম্বা বৃক্ষে ঠাসা। শত্রুর চ্যাঞ্জের কোন আলামত পাওয়া গেল না। সর্বেসর্বা টাওয়ারটির (আইজেন গার্ড টাওয়ার) জানালা পথ দিয়ে আলোকরশ্মি ঠিকরে পড়ছিল।

'ট্রিবিয়ার্ড এবং আরো কতক এন্ট সদরগেট বাইতে লাগল। পিপিন আর আমি তার কাধে বসে খিঁচুনি ধরনের উত্তেজনা টের পাচ্ছিলাম তার মধ্যে। তবে উত্তেজনার মধ্যেও এন্টদের মধ্যে ধৈর্য্য, সাবধনতা লক্ষ করা যায়। তখনও তারা লম্বা নিঃশ্বাস টানতে টানতে কান পেতে খোদাই করা পাথরের মতো দণ্ডায়মান থাকে।'

'তারপর হঠাৎই ভয়ানক এক আলোড়ন উঠল। গর্জন ধ্বনি উঠে আইজেন গার্ডের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হল। ভাবলাম আমাদের খবর চাউর হয়ে গেছে, এবং যুদ্ধ শুরু হবে। কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। সারুম্যানের সব লোকজন মার্চ করে সরে গেল। আমি এ যুদ্ধ নিয়ে যথেষ্ট কিছু জানি না, কিংবা জানি না রোহানের অশ্ববাহিনী সম্বন্ধে। তবে মনে হয়, সারুম্যান রাজা আর তার সব প্রজাকে নিদেনকালের এক তোপে ফিনিশ করে দিতে চায়। সে আইজেন গার্ড খালি করে দিল। দুষমনদের প্রস্থান করতে দেখেছি আমি ঃ কুচকাওয়াজরত অর্কদের অন্তবিহীন সারি; আর তাদের দল বড়সড়ো নেকড়ের পিঠে আসিল। আবার কতক ব্যাটালিয়ন মেনও ছিল। তাদের অনেকেরই হাতে টর্চ ধরা, সে আলোয় তাদের চেহারা দেখা গেল। অধিকাংশই অর্ডিনারি লোক বরঞ্চ দীর্ঘ আর কালোকেশী, ভাবসাব রুক্ষসুক্ষ্ণ, কিন্তু কিছুতেই শয়তান মনে হয়নি। তবে অন্যান্য কতক সাংঘাতিক বিপজ্জনক ছিল; সুপুরুষের মতো উচ্চতা, তবে মুখাবয়ব অপদেবতার ন্যায় পান্ডুরবর্ণ, আর বঙ্কিম দৃষ্টিসম্পন্ন। এ দেখে তাৎক্ষণিক আমার ব্রির সেই সাউদার্নারের (Southerner) কথা মনে পড়ল; শুধুমাত্র তার চেহারাটা অর্ক-সদৃশ ছিল না।'

'আমি ও তার কথা ভেবেছি,' এ্যারাগর্ণ বলল। 'হেলম ডিপে এ রকম বহু অর্ধেক-অর্ক আমরা দেখেছি। এখন জলের মতো পরিষ্কার যে, ওই সাউদার্ণার (দক্ষিণের লোক) সারুম্যানের কোন গুপ্তচর ছিল; কিন্তু সে কি কৃষ্ণ আরোহিদের পক্ষে, নাকি শুধু সারুম্যানের জন্য কাজ করছিল, তা জানি না। এ রকম পাঁজিদের ছলাকলা বোঝা দায়।'

'বটে, ও জাতের সব এক। তারা নিদেন পক্ষে দশ হাজার হবে,' মেরি বলল। 'গেট পেরোতে তারা এক ঘণ্টা সময় নিয়েছিল। কতক হাইওয়ে থেকে থেমে ফোর্ডের দিকে গেল কতক অন্যদিকে ধুয়ে চলল পূর্ব দিকে। সেখানে এক মাইল লম্বা এক সেতু তৈরি

করা আছে, যেখানে নদীর স্রোত অথৈ গভীর হয়ে চলেছে তোমরা দাঁড়ালে এখনই তা দেখতে পাবে। তারা সকলে কাকের সুরে গাইছিল, আর হাসছিল জঘন্য স্বরে। ভাবলাম রোহানের সবকিছু কালো হল আর কি। ট্রিবিয়ার্ড কিন্তু অনড়, বলল–আমার আজ রাতের সাবজেক্ট হল আইজেন গার্ড পাহাড় টিলা আর পাথর দ্বার নিয়ে।

'কিন্তু আন্ধারে কী ঘটছিল যদিও তা বুঝতে পারলাম না, তবু আন্দাজ করলাম যে হিউঅর্নরা দক্ষিণে যেতে শুরু করেছে, যেইমাত্র আবার গেটগুলো রুদ্ধ হল। বোধ করি তাদের কাজ অর্কদের সাথে। ভোরে তারা উপত্যকার বহু নিচেই চলে গেল; মোটের উপর সেখানে এমন এক ছায়া ছিল যা কেউ ধরতে পারল না।'

'সারুম্যান তারা তাবত বাহিনীকে ঘুরে পাঠানোর সাথে সাথে আমাদের পালা আসলো। ট্রিবিয়ার্ড আমাদের নামিয়ে দিল। তারপর ফটকে দন্তনোখর আস্ফালন করে আঘাত করে সারুম্যানের উদ্দেশ্যে তড়পাতে লাগল। পাঁচিলের দিক থেকে তীর আর পাথর ছাড়া কোন জবাব আসলো না। কিন্তু তীর মেরে এলদের কড়ে আঙ্গুলটি পর্যন্ত বাঁকা করা যায় না। অবশ্য, সেগুলো তাদেরকে হুল ফুঁটানো মাছির মতো জ্বালাতন করে ক্ষেপিয়ে তুলল। তবে শোন, অর্ক তীরের পূর্ণ আঘাত এক দেহকে আলপিনের প্যাডের মতো একটু অর্ধেক যা ফুটো করতে পারে, তাতে সিরিয়াস কোন ক্ষতি হয় না। তাতে বিষক্রিয়া হয় না। কারণ তাদের চামড়া বেতাল পুরু, গাছের ছাপ সে তুলনায় নস্যি। এ গতর ছ্যাঁদা করতে হলে গাইতি কোদালের কোপ চাই, আর সে কোপের জন্য চাই অগুনতি ঝাড়া জোয়ান কাঠুরে। এক কোপ দিয়ে কেউ আর দোসরাবার কোপ বসানোর চান্স পাবে না। এন্ট হাতের এক পাঞ্চে টিনের বাক্সের ন্যায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় কারো থাকে না।'

'কতক তীরে গুঁতোন খাওয়ার পর ট্রিবিয়ার্ড ইতিবাচক কায়দায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে হুম-ম-ম, হম-ম,ম করে বিকট এক আওয়াজ তুলল, এবং ডজন ডজন এন্ট তেড়ে আসল। ক্ষেপে উঠা এন্ট সাংঘাতিক কিন্তু। তাদের হাতে পায়ের আঙ্গুলগুলো পাথর দ্বারকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে পাউরুটির ন্যায় গুড়ো গুড়ো করে ফেলল। এ কারবার একশ বছরের মধ্যে দেখা যায় নি, কয়েক মুহূর্তেই সব কিছু মারা সারা। তারা ধাক্কাধাক্কি করল, টানাটানি করল, ঝাকাঝাকি করল, হাতুড়িপিটা করল, এবং তারপর গেল, গেল ফুস্-স-স, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মহীরুহ ফটক বালু-গর্ত-খুঁড়ার মতো দেয়াল ধসাত শুরু করেছে। জানি না সারুম্যান কি ভেবেছিল আর কি হল, তবে যাহোক, এ পরিস্থিতি সামাল দেবার বিদ্যা তার অজানা। মনে হয় সম্প্রতি ওর যাদুশক্তির বিলোপ হয়েছে। তথাপি সংকটময় মুহূর্তে সাঙ্গপাঙ্গ, অস্ত্রপাতি ছাড়া একাকি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা তার নেই। আমার কথা বুঝলে কিনা? বৃদ্ধ গ্যান্ডালফ থেকে বেজায় আলাদা। ভাবছি, আইজেনগার্ডে একা থাকার চালাকিটা যদি সে না করত!'

'না,' এ্যারাগর্ণ বলল। 'একদিন সে তার খ্যাতির সমমানের মহিরুহ ছিল ঃ গভীর জ্ঞান, সূক্ষ্ম চিন্তা, চমক লাগাতে সিদ্ধহস্ত। এবং অন্যের মনোরাজ্যে তার একটা প্রভাব ছিল। পারত পন্ডিতদের ওপর খবরদারি করতে, ক্ষুদে জাতিদের অবদমিত করতে। সে শক্তি নিশ্চয়ই এখনো তার আছে। এখন যদিও তার পরাজয় ঘটেছে এ মধ্যবিশ্বের

অনেকেই তারই পরামর্শে নিরাপদে ছিল আমি তা বলব। তারপর ভণ্ডামির মুখোশ খুলে যাবার পরও গ্যান্ডালফ, এলবন্ড ও গ্ল্যাড্রিয়েলের মতো গুটিকয়েক ছাড়া আর সবাই তার শরণাপন্ন হয়ে থাকে।'

'এন্টরা নিরাপদে আছে,' পিপিন বলল। 'সে একবার তাদেরকে বোঝাতে পেরেছিল, আর একবার না। এবং কোন ভাবেই সে তাদেরকে বোঝাতে পারেনি; আর সে তাদেরকে গুণতির বাইরে রেখে বড় ভুল করেছিল। তাদের নিয়ে তার কোন পরিকল্পনা ছিল না, এবং তারা একবার লড়াই আরম্ভ করে দিলে তার আর কিছু করার সময় ছিল না। আমাদের আক্রমণ শুরু হওয়া মাত্র আইজেন গার্ডের কিছু ইঁদুর এন্টসৃষ্ট গর্তের মধ্যে হুলুস্থুলুস লাগিয়ে দিল। জিজ্ঞাসাবাদের পর এন্টরা মেনদেরকে (তারা মাত্র কয়েক ডজন) ছেড়ে দিয়েছিল। মনে করি না কোন অর্ক পার পেয়েছে। হিউঅর্নের অদূরে ঃ আইজেন গার্ডের চারদিকের এক জঙ্গল তাদের জন্য ভরে গেল এবং তারা উপত্যকায় হারিয়ে গেছে।

'যখন এন্টরা দক্ষিণ পাশের দেয়ালগুলোকে চূণ-সুরকিতে পরিণত করল এবং বাকি সবাই তাকে লক্ষ মেরে ছেড়ে চলে গেল, তখন সারুম্যান বনভোজনে যাওয়ার ঢং এ পালিয়ে গেল। মনে হয় আমাদের পৌঁছানোর সময় সে গেটে ছিল ঃ আমার ধারণা সে তার বিশাল বাহিনীর নিস্ক্রমণ পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিল। এন্টরা যখন ভেঙ্গেচুরে ভেতরে প্রবেশ করল, সে তখন ভোঁ দৌড় দিয়ে কেটে পড়ল। প্রথমে তারা তাকে সনাক্ত করতে পারেনি। কিন্তু রাত ঘন হয়ে তারার আলো বাড়লে এন্টদের জন্য দেখা সহজ হল, এবং কুইকবিম অকস্মাৎ এক চিৎকার দিল "বৃক্ষ-ঘাতক, বৃক্ষ-ঘাতক!' কুইকবিম এক নিরীহ প্রাণি, কিন্তু সে সারুম্যানকে জানে দুশমন মনে করে। কারণ, তার অনেক লোক অর্ক-কুঠারের আঘাতে নির্দয়া মরণের শিকার হয়েছে। ক্রোধান্ধ হয়ে সে অন্দরের গেট থেকে হাওয়ার বেগে পথে লাফিয়ে পড়ল। পিলারগুলোর ছায়ার ভেতরে এক বিবর্ণ মূর্তি কাচা খুলে দৌড় মেরে প্রায় টাওয়ার-দ্বারের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল। কুইকবিম তাকে ধরে গলা টিপে হাপিস করে দেবে দেবে অবস্থায় সে যেন দরজা দিয়ে পিছলে সটকে পড়ল।

'অর্থেংকে নিরাপদে ফিরে গিয়ে সারুম্যান তার অত্যাধুনিক মেশিনগুলোকে চটপট প্রস্তুত করে নিল। এতক্ষণে অনেক অর্ক আইজেনগার্ডের ভেতরে প্রবেশ করেছে ঃ কেউ কেউ কুইকবিমকে অনুসরণ করেছে, এবং অন্যরা উত্তর এবং পূর্ব দিক থেকে ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; তারা চারদিকে ঘুরে ফিরে প্রচুর ক্ষতি সাধন করল। হঠাৎ আগুন আর বোটকা গন্ধময় ধোঁয়া ধেয়ে আসলো ঃ সুড়ি, কানাকানচি সবখান থেকে উদগিরিত হতে আরম্ভ করল। বেশ কিছু এল দেহে আগুন লেগে ফোসকা পড়ে গেল। তাদের একজন মনে হয় বিচবন (Beechbone) তার নাম, হ্যান্ডসাম দীর্ঘদেহী ছিল। আগুনের ফোয়ারার মধ্যে তার শরীর টর্চের মতো জ্বলতে লাগল ঃ কি ভয়াবহ দৃশ্য!

'এতেই তারা পাগল হয়ে গেল। আমি-তো মনে করেছিলাম আগেই তারা স্বমূর্তি ধারণ করেছিল, কিন্তু সে ধারণা ভুল। এ মূর্তি দেখলাম পরে। উন্মাতাল মূর্তি। বুমবুম ধ্বনি তুলে গর্জে গেল তারা। মড়মড় করে ধসতে শুরু করল পাথরগুলো। মাটিতে পড়ে মেরি আর আমি কানে কাপড় গুজে রাখলাম। এন্টরা অর্থেংকের চারদিক থেকে ঝটিকা

গজর্নে পিলার ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বিরাটাকার পাথরখণ্ড ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাতার মত হাওয়ায় পাথরের স্লাব নিক্ষেপ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টাওয়ারটি ছিল ঘূর্ণি বাতাসের মাঝখানে দেখলাম, লোহার থাম আর স্থাপত্যকর্মের ব্লকগুলো রকেটের মতো ধা করে শতশত ফুট উপরে উঠে আবার অর্থেংকের গোবাক্ষদেশে আছড়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তবে ট্রিবিয়ার্ডের মাথা ঠাণ্ডা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তার শরীরে দাবানল স্পর্শ করেনি। সে নিজেদের হিংস্রতার কারণে স্বজনদের ক্ষয়ক্ষতির পক্ষে ছিল না। তবে এ ডামাডোলের মধ্যে সারুম্যান কোন গর্তে পালিয়ে যাক–সেটাও সে চায়নি অনেক এন্ট নিজের বিশাল দেহকে অর্থেংকের পাথরে সজোরে ছুঁড়ে মারলো, কিন্তু ফলাফল শূন্য। সম্ভবত এর মধ্যে সারুম্যানের থেকেও পুরোন কোন যাদু আছে। যে করেই হোক, তারা এটার উপর কোন থাবা গাড়তে পারল না, বা পারল না কোন ফাটল তৈরি করতে। দেয়ালে আছাড় খেতে খেতে তাদের গতরে কালশিটে পড়ে গেল।

'অতএব ট্রিবিয়ার্ড বাইরে বলয়ের মধ্যে গিয়ে গলা ফাটাতে লাগল। তার কণ্ঠস্বর সমস্ত হৈ-হুল্লোড়কে ছাপিয়ে গেল। আচমকা মৃত্যুপুরীর নিরবতা। এমতাবস্থায় টাওয়ারের সুউচ্চ জানালা থেকে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি ভেসে আসলো। এতে এন্টদের ওপর অদ্ভুত প্রভাব পড়ল আগে। তারা টগবগ করে ফুটছিল। এখন কিন্তু হয়ে গেল নিশ্চুপ, বরফ শীতল। তারা সকলে দৌড়ে গিয়ে ট্রিবিয়ার্ডকে ঘিরে খুঁটোর মতো দাঁড়িয়ে থাকল। সে কিছুটা সময় মাতৃভাষায় তাদের সাথে কথা বলল ঃ মনে করি সে তাদের সাথে কোন পরিকল্পনার কথা বলছিল যা তার বুড়ো মাথায় বহুদিন আগ থেকে ঘুরঘুর করত। তারপর তারা ধূসর আলোয় নিভৃতে ম্রীয়মান হল। ইতোমধ্যে ভোর হাজির হয়েছে।

'তারা টাওয়ারের ওপরে প্রহরা বসালো, আমার বিশ্বাস, কিন্তু প্রহরীরা ছায়ায় এমন ঘাপটি পেতে থাকল যে আমি তাদের দেখলাম না। অতপর অন্যেরা উত্তর দিকে গেল। সেই সারাদিনটা তারা দৃষ্টির অন্তরালে ব্যস্ত থাকল। অধিকাংশ সময় আমরা একাকি। এ ছিল নিরানন্দ দিন ঃ আমরা এদিক-ওদিক একটু ঘুরে বেড়ালাম, যদিও তা অর্থেংকের জানালার দৃষ্টির বাইরে থেকে, তবুও তারা আমাদের পানে রক্ত চোখে তাকালো। কিছু খাবার আশায় অনেকক্ষণ ছো-ছো করে বেড়ালাম। আমরা আবার বসে ভাবছিলাম– কি হচ্ছে রোহানের দক্ষিণ অংশে, আমাদের কোম্পানীর অবশিষ্ট সদস্যদের ভাগ্যে কি ঘটল। মাঝে মাঝে দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম পাথর পতনের ঘড়াৎ ঘড়াৎ; পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত মুখ থুবড়ে পড়ার চিৎকার।

'বিকেল বেলায় বলয়ের কাছে গিয়ে কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করলাম। উপত্যকা শীর্ষে হিউঅর্নের ছায়াময় প্রকান্ড জঙ্গল, আর কিছু ছিল উত্তরের দেয়ালটিকে ঘিরে। ভেতরে ঢুকতে সাহস পেলাম না। কিন্তু সেখানে চিরে-ফেঁড়ে ফেলার শব্দ হচ্ছিল। এন্টও হিউঅর্নরা গর্ত আর নালা খুঁড়ে বাঁধ সহকারে ছোট নদী বানাচ্ছিল; এবং আশপাশে যত স্রোত পেল তা সব নদীর সাথে মিলিয়ে দিল। আমরা ফিরে আসলাম।

'প্রত্যুষে ট্রিবিয়ার্ড গেটে ফিরল। যেন আত্মতুষ্টি মনে মনে গুণগুণ ঝুমঝুম করছিল। দাঁড়িয়ে সড়েঙ্গামার্কা হাতপা ছাড়িয়ে গভীর প্রশ্বাস ফেলল। আমি জানতে চাইলাম সে ক্লান্ত কিনা।

'ক্লান্ত?' সে বলল 'ক্লান্ত? না ক্লান্ত না, তবে আড়ষ্ট বোধ করছি। এখন এন্টাশের শরাব দরকার। কঠোর শ্রম দিয়েছি ঃ আজ আমরা যত পাথর কাটলাম, মাটি চিবালাম (খুঁড়লাম), বহু-বছর ধরে ততটা খাটিনি। কিন্তু প্রায় শেষ। রাত হলে গেট কিংবা পুরোন টানেলের পাশে যেন থেক না! পানি আসতে পারে– নোংরা পানি যতক্ষণ না সারুম্যানের যাবতীয় ময়লা ধুয়ে মুছে যায়। তারপর আইজেন আবার পরিচ্ছন্ন জল নিয়ে ছুটবে। সে অঙ্গভঙ্গি সহকারে কাজের ফিরিস্তি দিয়ে আমাদের আহল্লাদিত হল।

'আমরা ঘুমোনোর মত কোন নিরাপদ স্থানের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম। আর তখনই ঘটল মহা বিস্ময়ের কান্ডখানা। এক আরোহীরা কলজে কাঁপানো চিৎকার সড়কের দিক থেকে ছুটে আসলো মেরি আর আমি সুবোধ বালকের মতো পড়ে থাকলাম। ট্রিবিয়ার্ড খিলানের নিচের অন্ধকারে নিজকে লুকিয়ে রাখল। রূপালী দীপ্তি ছড়িয়ে হুট করে এক পেল্লাই অশ্ব হাজির হল। ইতোমধ্যে অন্ধকার নেমেছে। এরই মধ্যে আরোহীর চেহারা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ঃ তার সমস্ত পোশাক যেন শুভ্র ছটায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমি উঠে বসে সেদিকে তাকিয়ে মুখ হা করলাম আর কি! চিৎকার করতে গেলাম– পারলাম না।

'চিৎকারের দরকার হল না। সে ঠিক আমাদের পাশে থেমে নিচেই তাকাল। 'গ্যান্ডালফ!' শেষটায় বললাম কিন্তু আমার স্বর বিড়ালছানার মিউ মিউ এর মতো শোনাল। যদি সে বলত ঃ "হ্যালো পিপিন! এটা কি খুশীর সারপ্রাইজ?" না, সত্যি তা সে বলেনি। বলেছিল ঃ "ওঠ, টুক বংশের মহামূর্খ! চমকের কসম লাগে, বল, এ ধ্বংসস্তূপে ট্রিবিয়ার্ড কোথায়? তাকে আমি চাই। কুইক!" ট্রিবিয়ার্ড তার কণ্ঠ শুনেই অন্ধকার থেকে লাফিয়ে পড়ল। কি তাজ্জব মিলন! আমি অবাক হলাম। কারণ, মনে হলো না তাদের কেউই বিস্মিত হয়েছে ছটাকখানিও। নিশ্চয়ই গ্যান্ডালফ ট্রিবিয়ার্ডকে এখানে পাবার আশা করেছিল; এবং ট্রিবিয়ার্ড ও এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেটের আশপাশ অনর্গল ঘুরঘুর করছিল। তারপরও বৃদ্ধ এন্টকে আমরা মারিয়ার বিষয়ে খুঁটিনাটি অবহিত করেছি। কিন্তু তারপর সে আমাদের পানে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকাল। আমি কেবল বুঝতে পারছি হয় সে আগে থেকে গ্যান্ডালফকে চিনত কিংবা তার খবর রাখত, কিন্তু সে তা নগদ প্রকাশ করত না। "ব্যস্ত হয়ো না" হচ্ছে তার পরামর্শ; কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে কেউই এমনকি এলফরাও গ্যান্ডালফের গমনাগমন সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবে না।

"হুম! গ্যান্ডালফ!" ট্রিবিয়ার্ড বলল। "আমি খুব খুশী তোমার আগমনে। জঙ্গল এবং পানি, বেড়ি এবং পাথর আমি সামাল দিতে পারি–শুধুমাত্র একজন যাদুকর ছাড়া।" গ্যান্ডালফ ট্রিবিয়ার্ডের সাহায্য প্রার্থনা করল এবং বলল, 'তুমি অনেক কয়েছ ট্রিবিয়ার্ড। কিন্তু আমার আরো দরকার। আমাকে দশসহস্র অর্ক ম্যানেজ করতে হবে।"

'তারপর তারা দুজন এক কোণে বসে শলাপরামর্শ করল। ট্রিবিয়ার্ডের কাছে ব্যাপারটা বড্ড তড়িঘড়ি ঠেকল। কারণ, গ্যান্ডালফ ভয়াবহ ব্যস্ত ছিল সে চেঁচামেচি করে কথা বলতে শুরু করল। মনে হয় তারা মিনিট পনের কথা বলল। তারপর গ্যান্ডালফ স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে, প্রায় হরিয়ে ভরপুর হয়ে আমাদের নিকট এসে কইল যে, আমাদের দেখে সে আরাম পেয়েছে।'

'আমি চিৎকার করলাম– "তুমি ছিলে কোথায়, গ্যান্ডালফ? অন্যদেরকে কি দেখেছ?"

'সে নিরেট গ্যান্ডালফ সুলভ আচরণে জবাব দিল– যেখানে থাকি না কেন এখনতো ফিরে এসেছি। হ্যা, অন্যদের দু একজনকে আমি দেখেছি। কিন্তু অবশ্যই দেরী করে। এটা বিপদসংকুল রাত, এবং আমাকে দ্রুত যেতে হবে। ভোর উজ্জ্বল হতে পারে, এবং তা হলে আমাদের আবার দেখা হবে। নিজেরা সামলে থাক, অর্থেংক থেকে দূরে থাক! গুড বাই।"

'গ্যান্ডালফ যাবার পর ট্রিবিয়ার্ড সাংঘাতিক চিন্তান্বিত হল। নিশ্চয় সে সংক্ষিপ্ত সময়ে অনেক কিছু জেনেছে এবং তা হজম করার চেষ্টা করছিল। সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ 'বেশ, হুম, তোমরা ততটা ব্যস্তলোক নও যতটা ভেবেছিলাম। তোমরা আমাকে যথেষ্ট কম কথা বলেছ, এবং বেশি বলা উচিত বোধ করেনি। হুম, এটা এক আঁটি নির্ভেজাল সংবাদ! বেশ, এখন ট্রিবিয়ার্ড আবার ব্যস্ত হয়ে পড়বে।'

'সে যাবার আগে সামান্য খবর জেনেছিলাম; আদৌ এখবরে আমরা উল্লসিত হলাম না। কিন্তু মুহূর্তের জন্য তোমাদের তিন জনের ভাবনায় পড়ে গেলাম যেমনটি ফ্রেডো, শ্যাম কিংবা বেচারা ব্রোমিরকে নিয়ে ভাবিনি। কারণ ভাবলাম বড় যুদ্ধ হচ্ছিল বা হতে পারে যার সাথে তোমরা জড়িত– হয়ত বা কখনো বের হতে পারবে না। হিউঅর্নরা সাহায্য করবে বলে ট্রিবিয়ার্ড চলে গেল, এবং এ সকাল ছাড়া তাকে আর একবার দেখতে পাইনি।

'গভীর রাত। স্তূপীকৃত পাথরের ওপর পড়েছিলাম আমরা এবং এর বাইরে কিছু দেখলাম না। কুয়াশা বা ছায়া আমাদের চারধারে কম্বলের আচ্ছাদন দিয়ে দিল। বাতাস উত্তপ্ত, ভারী–শো-শো, কঁ্যাচ কঁ্যাচ সহকারে এক মর্মরা ধ্বনি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বোধ করি শতাধিক হিউঅর্ন যুদ্ধে গেছে। পরে দূর দক্ষিণে বজ্রের গুরু গুরু ধ্বনি উঠল, এবং তাবত রোহানের আলোর ঝিলিক্ ছড়িয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে মাইলকে মাইল দূরে দেখতে পেলাম পর্বতচূড়া ঃ সাদা কালো ছুরির ফলার মত এক লহমার তরে দেখা দিয়ে অকস্মাৎ অদৃশ্য হল। এবং আমাদের পশ্চাতের পাহাড়গুলোতে বজ্রগর্জন শুনলাম, কিন্তু তা ভিন্ন ধরনের। ফাঁকে ফাঁকে সমুদয় উপত্যকা প্রতিধ্বনিময় হয়ে উঠল।

'সময়টা অবশ্যই মধ্যরাত হবে যখন এন্টরা বাঁধগুলো ভেঙ্গে দিল এবং উত্তর দেয়ালের এক ফাঁক দিয়ে সঞ্চিত জলরাশি গড়িয়ে আইজেনগার্ডের মধ্যে পড়তে লাগল। বজ্র গড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমা মাউন্টেনের আড়ালে চাঁদমামা হারিয়ে যাচ্ছিল।

'কৃষ্ণ ঝর্ণাস্রোতে আইজেনগার্ড ভরে যেতে শুরু করল। সমতলের উপর ছন্দের শেষ কিরণে সে জলধারা চকমক করে উঠল। প্রতি মুহূর্তে পানি কিছু গর্ত দিয়ে পথ করে নিচেই বসতে থাকল। সাদা বাষ্প ফোঁস ফোঁস করে উঠল ধোয়া উত্তলিত তরঙ্গের ন্যায় হল। দমকা আগুনের বিস্ফোরণ বলল। কুন্ডলী আকার এক মহা বাষ্পরাশি ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে অর্থেংকের চারদিকে ডিগবাজি খেয়ে ঘুরে ঘুরে রূপান্তরিত হয় এক মেঘ পাহাড়ে– তলের দিকটা অগ্নিময় এবং উপর পাশটা চন্দ্রালোকিত। এখনো ভেতরে পানি ঢেলে পড়ছে। আইজেনগার্ড প্রকাণ্ড সমতল সসপ্যানের (Saucepan) মতো হল ঃ

বাষ্পীয় বুদবুদ বুড়বুড়িতে পরিপূর্ণ।'

'গত রাতে দক্ষিণ দিক থেকে বাষ্প ধোয়ার মেঘ আমরা দেখেছিলাম, তখন আমরা নানক্রুনিরের মোহনায় ছিলাম,' এ্যারাগর্ণ বলল। 'আশংকা করেছিলাম সারুম্যান আমাদের জন্য আবার নতুন কোন শয়তানি ফিকিরে আছে কিনা।'

'তা না!' পিপিন বলল। 'সম্ভবত দম বন্ধ হয়ে তার অট্টহাসি দূর হচ্ছিল সকাল নাগাদ–গতকাল সকাল পানি সকল গর্তে ঢুকে গেল এবং ঘন কুয়াশা আবির্ভূত হল। আমরা আশ্রয় নিলাম সেখানে এক গার্ডরুমে–আতংক তবু ঘুচল না। লেক উপচিয়ে পুরোন সুড়ঙ্গে জলে পড়ে পানি উপরে উঠে সিঁড়ি গ্রাস করতে থাকল। ভাবলাম অর্কদের মতো আমরাও গর্তে ধরা খাব ঃ তবে স্টোররুমের পেছনে এক পেঁচানো সিঁড়ি পেলাম যা আমাদেরকে বাইরে খিলানের উপর বয়ে নিয়ে গেল। প্যাসেজগুলো ফেটে গিয়ে পতিত পাথরে অর্ধ অবরুদ্ধ হল বিধায় বাইরে বের হওয়া মুশকিল ছিল। সেখানে প্লাবনের ওপর উঁচু মাচায় থেকে আইজেনগার্ডের সলিল সমাধি পর্যবেক্ষণ করলাম। সব আগুন নেভা পর্যন্ত, সব গুহা ভরাট হওয়া পর্যন্ত এন্টরা পানি চেয়ে গেল। কুয়াশা ধীরে জমতে জমতে বড় ছাতার মতো মেঘ হয়ে ফুসতে লাগল। অবশ্যই এটা এক মাইল উঁচু হবে। পূর্বের পাহাড়ের ওপর শেষ বিকেলে সুদীর্ঘ রংধনু দেখা গেল; এবং তারপর পর্বত পার্শ্বে এক গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি সূর্যাস্তকে মুছতে লাগল। সবকিছু ঠিকঠাক মতো হল। দূরে করুণ সুরে নেকড়েরা কাঁদতে থাকল। এন্টরা রাতে কাজ বন্ধ করে আইজেন নদীকে সাবেক পথে ঘুরিয়ে দিল। আর এটাই মোটামুটি একটা বিবরণ।

'তারপর থেকে পানি আবার নেমে যাচ্ছে। বোধ করি গুহাগুলোর নিচেই কোথাও নির্গমনপথ আছেই আছে। সারুম্যান কোন জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে, অবশ্যই তা কুৎসিত দেখাবে। আমরা সাংঘাতিক একাকীত্ব বোধ করলাম। এত বড় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কথা বলার জন্য একটি মাত্র এন্টও দেখা গেল না; জানলাম না কি হচ্ছে। শীতল, স্যাঁতসেঁতে খিলানের পর নিদ্রাহীন রাত কাটালাম ভাবলাম যে কোন সময় কিছু ঘটতে পারে। সারুম্যান এখনো তার টাওয়ারে আছে। বাতে উপত্যকা থেকে হাওয়ার মতো এক আওয়াজ আসছিল। মনে হয় দূরে থাকা এন্ট আর হিউঅর্নরা তখন ফিরেছিল; তবে এখন তারা কোথায় আমি জানি না। কুয়াশাঢাকা আদ্র প্রভাতে নেমে ইতিউতি দৃষ্টি দিলাম– জনশূন্য। আমার যা বলার বলে দিলাম। সকল বিবাদ সত্ত্বেও পরিবেশ এখন শান্তিপূর্ণ ভাবছি। গ্যান্ডালফ আসার পর থেকে যে করেই হোক অধিকতর নিরাপদ বোধ করলাম। আহ, যদি ঘুমোতে পারতাম!'

কিয়দ্ক্ষণ সকলে নিশ্চুপ গিম্‌লি পাইপে তামাক সাজালো চকচকে পাথর দিয়ে এটাতে আগুন দেবার পর বলল– আমি একটা কথা ভাবছি। ওয়ার্মটাং! তোমরা থিওডেনকে বলেছ যে সে সারুম্যানের সাথে। কী করে সে সেখানে গেল?

'হ্যাঁ, তাইত, আমি তার কথা ভুলেই গেছি,' পিপিন বলল। 'আজ সকাল পর্যন্ত সে এখানে আসেনি। আমরা কেবল আগুন জ্বালিয়ে কিছু নাস্তা-পানি করার পরপরই ট্রিবিয়ার্ডের পুনরাগমন ঘটল। শুনেছিলাম বাইরে থেকে হুম হুম করে সে আমাদের নাম ধরে ডাকছে–

"তোমরা ঠিক কতটা অগ্রসর হলে, তা জানার জন্য আমি আসলাম, বৎসরা," সে বলল, "এবং তোমাদের কিছু খবর দিতে। হিউঅর্নরা ফিরে এসেছে। সবকিছু ঠিক আছে; মাইরি খুব ভাল!" সে হাসল এবং উরুতে হাত চাপড়ালো। "আইজেনগার্ড আর কোন অর্ক নেই, নেই কোন কুঠার। এবং দক্ষিণ দিক থেকে জনতা এলো বলে; দেখে তোমরা খুশী হতে পার।"

'সে এ কথা শেষ করতে না করতে রাস্তায় আমরা ক্ষুরের শব্দ শুনলাম। হুড়মুড় করে দৌড়ে গেটের সামনে এসে তাকালাম– এক বাহিনীর সামনে সওয়ারি গ্যান্ডালফ ও স্প্রাইডার এমন এক আধা-আশা অন্তরে উঁকি মারছিল। কিন্তু এক বৃদ্ধ ক্লান্ত অশ্বে আরোহন করে কুয়াশা থেকে বেরিয়ে পড়ল এক বিচিত্র দৃষ্টিসম্পন্ন প্রাণী। অন্য কেউ ছিল না। কুয়াশা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসে সে অকস্মাৎ তার সামনে ধ্বংসস্তূপে নজর দিয়ে বসে পড়ে হা করে থাকল–নীল বর্ণ হল তার বদনখানি। সে এতটা হতভম্ব হলো যে প্রথমটায় আমাদেরকে পর্যন্ত দেখেনি। যখন দেখল, দিল এক গগনবিদারি চিৎকার–দ্রুত ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ছুট মারতে উদ্যত হল। কিন্তু ট্রিবিয়ার্ড কদমতিনেক এগিয়ে গিয়ে তার দীর্ঘ হাত দিয়ে প্রাণীটির গলা ক্যাক করে জাবড়ে ধরে জীন থেকে হুড়ুম করে নামিয়ে আনলো। তার ঘোড়াটি ভয়ে লেজ খাড়া করে স্প্রিটারের মতো ভোঁ দৌড় লাগল, আর সে মাটিতে পড়ে হ্যাঁচড়েপ্যাঁচড় আরম্ভ করল। সে বলল– আমি গ্রিমা, রাজার বন্ধু ও পরামর্শ দাতা, এবং তার পক্ষ থেকে সারুম্যানের কাছে সংবাদ দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে। বদমাশ অর্কে ভরা উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে অন্য কেউ একা যেতে সাহস করবে না। তাই আমাকে পাঠানো হয়েছে। এবং বিপজ্জনক অভিযান চালিয়ে ক্ষুধার্ত ক্লান্ত হয়ে আছি। নেকড়ের তাড়া খেয়ে পথচ্যুত হয়ে দূর উত্তরে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

'ট্রিবিয়ার্ডের প্রতি আমি তার বাঁকা দৃষ্টি ধরে ফেললাম, এবং মনে মনে বললাম 'মিথ্যুক'। ট্রিবিয়ার্ড তার দীর্ঘ সুবিবেচিতা ঢং এ মিনিটকয়েক তার দিকে তাকালো, হতভাগা যতক্ষণ ফ্লোরে দেহ মোচড়া-মুচড়ি করল। শেষ পর্যন্ত সে বলল ঃ হ্যাঁ, হুম, আমি তোমাকেই চাচ্ছিলাম, মাস্টার ওয়ার্মটাং।" লোকটা ও নামে চমকে উঠল। "গ্যান্ডালফ এখানে এসেছিল আগে। সুতরাং যদ্দুর জানার আমি জানি তোমাকে নিয়ে কি করতে হবে ইঁদুরকে এক ফাঁদে রাখ, গ্যান্ডালফ বলেছে; এবং তাই আমি করব। আইজেনগার্ডের মালিক এখন আমি, তবে সারুম্যান ভেতরে অবরুদ্ধ। তুমি সেখানে গিয়ে মনের মতো সব সংবাদ পরিবেশন করতে পার।"

"যেতে দাও মোরে, যেতে দাও!" ওয়ার্মটাং বলল। "আমি রাস্তা চিনি।"

"পথ যে চিনতে তা আমি সন্দেহ করিনে," বলল ট্রিবিয়ার্ড।

"কিন্তু কাহিনী একটু বদলে গেছে এই যা। যাও–দেখ!"

'সে তাকে যেতে দিল, এবং ওয়ার্মটাং খিলানের মধ্য দিয়ে আমাদের পিছু পিছু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে বলয়ের ভেতরে গেল। তারপর তার আর অর্থেংকের মধ্যিখানে জলপ্লাবন দেখলো। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরল।

"আমাকে ছেড়ে দাও!" সে গোঙানি ছিল।" ছেড়ে দাও আমাকে! সংবাদ এখন নিষ্প্রয়োজন।"

"আসলে তাই," ট্রিবিয়ার্ড বলল। "এখন কিন্তু তোমার দুটো উপায় আছে ঃ গ্যান্ডালফ এবং তোমার মনিব আসা পর্যন্ত এখানে থাকো, নতুবা পানি পার হও। কোনটা চাও?"

'মনিবের কথা শুনে লোকটার আত্মারাম যেন খাঁচ ছাড়া হল, এবং পানির মধ্যে এক পা ডুবিয়ে দিল; কিন্তু পিছু হটল। "আমি তো সাঁতার জানি না," সে বলল।

"গভীর পানি না," ট্রিবিয়ার্ড বলল। "এট্টু ময়লা আর কি, তাতে তোমার কোন সর্বোনাশ হবে না, মাস্টার ওয়ার্মটাং। নামো নামো!"

'বেচারা জোয়ারে পড়ে খাবি খেতে লাগল, বেশিদূর না যেতে পানি তার ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছল। কোন পুরোন ব্যারেল বা কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরতে দেখলাম। ট্রিবিয়ার্ড পেছন থেকে তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করল।

"হ্যাঁ, সে ভেতরে ঢুকেছে," ফিরে এসে সে বলল। "তাকে আমি জবজবে ভেঁজা ইঁদুরের মতো ক্রনিং করতে দেখলাম। এখনো টাওয়ারের মধ্যে কেউ আছে ঃ একটা হাত বেরিয়ে এসে তাকে ভেতরে টেনে নিল। সুতরাং সে সেখানে আশা করি পছন্দটাই অভ্যর্থনা পাচ্ছে। এখন আমি গা মেজে এঁটেল কাদা সরাব। আমি উত্তর দিকে যাব, কেউ আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে কিনা। কোন এন্টের খাওয়া বা গোসল করার উপযুক্ত কোন পানি এখানে নেই। সুতরাং তোমরা দুজন ফটকের দিকে নজর রাখবে। মনে রেখ, রোহান মুলুকের লর্ড আসবে! সাধ্যমত তাকে সম্ভাষণ জানাইও ঃ তার লোকেরা অর্কদের সাথে খুব লড়েছে। সম্ভবতঃ এমন লর্ডের সাথে কোন ফ্যাশনের কথা বলতে হবে–তা তোমরা এন্টদের থেকে ঢের বেশি জান। এ সবুজ প্রাঙ্গনে আমার জীবনে বহু লর্ড এসেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের ভাষা বা নামগুলো শিখতে পারিনি। তারা মনুষ্য খাবার চাইবে, বোধ করি, সে বিষয়ে তোমরা জান। অতএব, যদি পার, রাজার যুগ্যি খাবার খুঁজে বার কর।" আর আমার গল্প এখানেই শেষ। তথাপি আমি জানতে চাই এ ওয়ার্মটাং কে। সত্যি সে কি রাজার উপদেষ্টা?'

'ছিল,' এ্যারাগর্ণ বলল; এবং ছিল সারুম্যানের চর আর রোহানের দাস। নিয়তি তাকে আশানুরূপ সহায়তা করেনি। যা সে শক্তিশালী আর মহান বলে জানত তার পতনে দেদার দণ্ড পেয়েছে সে! কিন্তু আমার আশংকা আরো পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'হ্যাঁ, আমি মনে করি না সদয় হয়ে ট্রিবিয়ার্ড তাকে অর্থেংকে পাঠিয়েছে,' মেরি বলল। 'মনে হলো, গোসল করতে যাবার সময় তার মুখে ব্যাঙ্গাত্মক অট্টহাসি ফুটে উঠেছে। তারপর ভাসমান মালামাল তন্ন তন্ন করে খুঁজে ব্যস্ত সময় কাটালাম। হাতের কাছে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমরা দু তিনটে গুদামঘর জোয়ার সমতলে পেলাম। তবে ট্রিবিয়ার্ড কতক এন্টকে নিচেই পাঠিয়েছিল, এবং তারা প্রচুর পরিমাণ মালপত্র বহন করেছে। এন্টরা বলেছিল–পশ্চিম জনের খাবার দরকার। তাহলে বুঝতে পারছ–তোমরা আসার আগে কেউ তোমাদের হিসেব করে রেখেছে। তোমাদের তিনজনকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু তোমরা ভাল কিছু পেতে না। ভাল কিছু, কারণ আমরা কোন পানীয় পাঠাইনি। এন্টদের বললাম– পানিয় নিয়ে কী করা যায়? তারা বলল– আইজেনে জল

আছে, এবং তা এন্ট ও মানুষদের জন্য খুব মানানসই। তবে মনে করি, এন্টরা পর্বতের ঝর্ণা থেকে কিছু মদচোলাই করার সময় পেয়েছে, এবং গ্যাণ্ডালফ ফিরে আসলে তার দাঁড়ি কোঁকড়ান দেখবো আমরা। এন্টরা চলে যাবার পর আমরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত বোধ করলাম। কিন্তু আমরা অসন্তোষ প্রকাশ করলাম না–আমাদের প্রশ্ন সার্থক হল। মানুষ্যখাদ্য খুঁজতে খুঁজতে পিপিন ভাবত-মালামালের পুরষ্কার আবিষ্কার করল–হর্ণ ব্লোয়ারের ব্যারেলগুলো। পিপিন বলল– খাবার পর তামাকে জমবে ভাল। এভাবে পরিস্থিতির উদ্ভব হল।'

'এখন বুঝলাম,' গিম্‌লি বলল।

'একটি জিনিস বাদে সব,' এ্যারাগর্ণ বলল:' সাউথফাদিং এর পাতা আইজেন গার্ডে। যত ভাবছি, কৌতুহল বোধ করছি। আমি কখনো আইজেনগার্ডের মধ্যে ঢুকিনি, তবে এ অঞ্চল ভ্রমণ করেছি, এবং রোহান আর সায়ারের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা সম্পর্কে কেন জানি। কোন মালামাল বা লোকজন বহুকাল সে পথে চলাচল করেনি, সরাসরি না। বোধকরি, সায়ারের কারো সাথে সারুম্যানের গোপন সংযোগ ছিল। রাজা থিওডেনের গৃহ থেকে অন্য খানে ওয়ার্মটাং অধিক যেত সম্ভবত। ব্যারেলের ওপর কোন তারিখ লেখা ছিল কি?'

'হ্যাঁ,' পিপিন বলল। ' লেখাছিল। 1417, যা গত বছরের ; না, তার আগের বছর যা এখন ভাল একটা সাল।'

'আহ ভাল, অভিযানকালের যত বিপদ এখন শেষ হয়েছে, আশা করি, কিংবা শয়তান বর্তমানে নাগালের বাইরে,' এ্যারাগর্ণ বলল। তবু ভাবছি এটা গ্যাণ্ডালফকে জানাব। বিষয়টা ক্ষুদ্র হলেও তার কাছে বড় কিছু হতে পারে।'

'ভাবছি সে কী করছে,' মেরি বলল। 'বিকেল হয়ে এল। চল দশদিকে দৃষ্টি দিই! যা হোক তুমি চাইলে আইজেনগার্ডে প্রবেশ করতে পার, স্ট্রাইডার। কিন্তু এটা খুব একটা চিত্তাকর্ষক দৃশ্য না।'

দশম অধ্যায়
সারুম্যানের কণ্ঠস্বর

গুড়িয়ে যাওয়া টানেল দিয়ে তারা এক তাল পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে অর্থেংকের কালো দেয়াল আর তার জানালাগুলোর পানে হা করে তাকালো– তখনো এটার চারদিকে জনশূন্য স্থানে এক আতংক বিরাজ করছিল। পানি এখন প্রায় সরে গেছে। এক-এক জায়গায় কালো জলা–গাঁজলা আর টুকরো বস্তুতে ঢাকা ছিল। অধিকাংশ বিশালায়তন বলয় আবার খালি হয়ে গেল–চটচটে কাঁদা আর এবড়োখেবড়ো পাথরে অরণ্য, কালো কালো গর্তের খনি এবং মাতালের ন্যায় হেলে থাকা পোষ্ট ও পিলারের ফুটকি দেয়া। ছিন্নভিন্ন বলয়ের কিনারায় বিশাল ঢিবিতুল্য এক চড়াই যা ঝড়ে বয়ে আনা নুড়ি দিয়ে গড়া যেন। তার অদূরে মাউন্টেনের অন্ধকার ভুজের মাঝে সবুজাভ–জটপাকানো উপত্যকা দীর্ঘ শৈলশীরা দিয়ে দৌড়ে গেল। তারা দেখল ময়লা-আবর্জনার মধ্যে আরোহীরা পথ খুঁজছে। তারা উত্তর পাশ থেকে আসছিল, এবং প্রায় অর্থেংকের নিকটবর্তী হয়েছে। গ্যাণ্ডালফ, থিওডেন আর তার লোকদেরকে ল্যাগোলাস দেখল। বলল– চল, তাদের সাথে দেখা করা যাক!

মেরি বলল–সাবধানে হাঁটো! কিছু নড়বড়ে স্লাব আছে যা একবার খসে গেলে গর্তের খোলে চলে যেতে হবে।

গ্যান্ডলফ তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সমুখে এগিয়ে গেল।

'ভালতো, ট্রিবিয়ার্ড আর আমি মিলে চিত্তাকর্ষক এক আলোচনা করে কিছু পরিকল্পনা সারলাম,' সে বলল; 'আবার যথেষ্ট বিশ্রাম করলাম। এখন আমাদের আবার যেতে হবে! আশাকরি তোমরাও আরাম করে ফ্রেস হয়েছে, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ হয়েছি,' মেরি বলল। 'তবে আমাদের আলোচনা শুরু হয়ে নিষ্ফল হয়েছে। তবু সারুম্যানের প্রতি ধারণার থেকে কম অস্বস্তিবোধ করছি।'

'তাই নাকি?' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আমি করছি না। যাবার আগে এখন শেষ একটা কাজ আমায় করতে হবেতঃ অবশ্যই সারুম্যানের সাথে বিদায়ী সাক্ষাত করব। এ বিপজ্জনক সম্ভবত নিষ্পয়োজন; তবে অবশ্যই এ আমি করব। তোমরা যারা খুশী আমার সাথে থাকতে পার–কিন্তু সাবধান! কৌতুক করো না! এটা মজা করার সময় না।'

'আমি যাব,' গিম্‌লি বলল। 'আমি তাকে দেখতে চাই এবং বুঝতে চাচ্ছি সে আসলে দেখতে তোমার মতো কি না।'

'এবং তা তুমি কি করে বুঝবে, মাষ্টার ডুয়ার্ফ?'গ্যাণ্ডালফ বলল। ' তোমার চোখে সে আমার মতো হতো যদি কিনা সে তোমায় নজরবন্দী করত। এবং তার সকল জালিয়াতি সনাক্ত করার মতো পাণ্ডিত্য তোমার রয়েছে কি? বেশ, তাকে আমরা দেখলাম। কিন্তু, একীভূত ভিন্ন দৃষ্টির সামনে আপনাকে প্রকাশ করতে সে লজ্জা পেতে

পারে। তবে সকল এন্টকে আমি সামনে থেকে সরে পড়ার নির্দেশ দিয়েছি। এতে বোধ হয়, তাকে আমরা বেরিয়ে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারব।'

'বিপদটা কিরকম?' পিপিন জিজ্ঞাসা করল। ' সে কি সুট করবে, জানালা দিয়ে আগুন ছুড়বে কি, নাকি দূর থেকে আমাদেরকে যাদু-মন্ত্র করবে?'

'খুব সম্ভবত শেষেরটি, যদি হালকাচালে তার দ্বারে যাও,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'তবে কি করতে পারে বা করার চেষ্টা করবে তা বলা যায় না। সামনে এগিয়ে বন্যপশুকে কোণঠাসা করা ঠকঠকি আছে। এবং সারুম্যানের ক্ষমতা তোমাদের ধারণার বাইরে। তার স্বর সম্বন্ধে সাবধান!'

তারা অর্থেংকের পাদদেশে আসলো। এটা কালো, শিলাখণ্ড থেকে যেন সিক্ত আভা বের হলো। বহুধারী পাথরগুলো যেন সবে কাটালি খোদাই করা। এটার গোড়াদেশে স্প্লিন্টারের আঘাতের কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ হিংস্র এন্টদের কাজ। পূর্বপাশে দু'জানালার মাঝে ভূমি থেকে উচ্চে প্রকাণ্ড এক দরজা ছিল; এবং তারও ওপরে লোহার গরাদে ঘেরা ব্যালকনি সহকারে এক জানালা। দরজার চৌকাট পর্যন্ত অজানা শৈলীর একই রকমের কালো পাথরের সাঁতাশটি চওড়া সিঁড়ির ধাপ ছিল। এটাই টাওয়ারের একমাত্র প্রবেশপথ; কিন্তু উপরমুখী দেয়াল কেটে বহু আয়তকার জানালা বানালো। দূর থেকে মনে হচ্ছে সে গুলো যেন পাখির চোখ হয়ে খাড়া শৃংগগুলোর পানে উঁকি দিচ্ছে।

সোপান শ্রেণীর পাদমুলে গ্যাণ্ডালফ ও রাজা অবতরণ করল। 'আমি উপরে উঠবো; গ্যান্ডালফ বলল। 'আমি অর্থেংকে এসেছি এবং নিজ বিপদের কথা জানি।'

'আর আমিও বসে রব না, যাব,' রাজা বলল। 'আমি বৃদ্ধ, এ ভয় পেয়ে কাজ নেই। যে শত্রু আমাকে এত বিভ্রান্তির জালে জড়িয়েছে, সে শত্রুকে দেখতে চাই আমি। ইয়োমার থাকবে আমার সাথে, এবং দেখ আমার থুত্থুড়ে পা দ্বিধাগ্রস্ত না এক চুলও।'

'তোমার খুশী,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'এ্যারাগর্ণ আমার সাথে যাবে। অন্যদের সোপান তলে অবস্থান করতে বল। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে তারা অনেক কিছু দেখবে, শুনবে।'

'শুধু তাই না! ল্যাগোলাস আর আমি কাছে থেকে দেখতে চাই,' গিমলি বলল। 'শুধু মাত্র আমরা দুজনই স্ব স্ব জাতির প্রতিনিধি। আমরাও পেছনে থাকব।'

'তবে চলো' বলে গ্যাণ্ডালফ সোপানে পা দিল। পাশে থিওডেন।

সোপানের উভয়পাশে অশ্বপৃষ্টে অস্বস্তি সহকারে বসে রোহানের সওয়ারীরা টাওয়ারের পানে অর্ধনির্মীলিত চোখে তাকিয়ে আছে, ভয় পাচ্ছে–কি ঘটবে তাদের লর্ডের ভাগ্যে। মেরি ও পিপিন সর্বতলের ধাপে বসে তাদের বর্তমান কার্যক্রম গুরুত্বহীন, নিরাপত্তাহীন ঠাওরাচ্ছে।

'এখান থেকে গেট পর্যন্ত সটান এক মাইল,' পিপিন মুখের ভেতর রেখে বলল। 'আহ, আমি যদি অজান্তে গার্ডরুমে পিছলে যেতে পারতাম! কী করে যাব? আমরা যে খাতার বাইরে।'

গ্যাণ্ডালফ অর্থেংক-দ্বারে দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করল। ফাঁকা আওয়াজ উঠল। সারুম্যান, সারুম্যান!' সে আদেশের স্বরে চিৎকার করল। 'বেরিয়ে এস সারুম্যান!'

কিছুক্ষণ কোন উত্তর ছিল না। শেষটায় দরজাপরের জানালা খুলে গেল, কিন্তু আঁধার

পথে কোন কিছু দেখা গেল না।

'কে?' একটা স্বর বলল। 'কী চাও?'

থিওডেন বিস্মিত হয়ে বলল—এ স্বর আমি চিনি এবং প্রথম যেদিন শুনেছি এ স্বর, সে দিনটাকে ধিক।'

'ওহে সারুম্যানের পা-চাটা, গ্রিমা-যাও তাকে ডেকে আন!' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আমাদের সময় নষ্ট করো না!'

জানালা বন্ধ হলো। তারা অপেক্ষা করে থাকল। অকস্মাত অন্যস্বর কথা বলল, চাপা সুরেলা—দারুণ মনোমুগ্ধকর ধ্বনি। যারা অসতর্কভাবে এ কথা শোনে তারা বলতেই পারবে না কি শুনেছে; এবং যদি তারা খেয়াল করতে শুনতো, তবে অবাক হতো, তাদের মধ্যে কোন শক্তি অবশিষ্টই থাকতো না। অধিকাংশ জনই কোকিলকণ্ঠি এ স্বরকে যথোচিত যৌক্তিক মনে করত, এবং নিজেদেরকে পণ্ডিত ভাবার এক প্রবণতা, তাদের মধ্যে জাগত। আর অন্যদের কথাগুলো তাদের কাছে তুলনামূলক কর্কশ, অদ্ভূত ঠেকত; এবং তারা যদি সে স্বরের প্রতিবাদ করত, তবে তাদের মন্ত্রভেজা অন্তর রাগে পুড়ে যেত। কেউ কেউ এ যাদুমন্ত্রে আক্রান্ত হয় শুধুমাত্র এ স্বরটুকু যখন সে শোনে। আবার এ শ্রোতা যখন এ কথা অন্যকারো সাথে বলবে তখন তারাও ভোজবাজিকরের তুবড়িবাজি মনে করে হোহো করে হাসবে এবং এতে অন্যরা হা করে তাকাবে। অনেককে আবার দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখতে এ স্বর বেশ কার্যকরী। তারা দূরে কোথাও গেলেও এ স্বর তাদের কানে ফিসফিস করে বিষ ঢালতেই থাকবে। কিন্তু যতক্ষণ এ স্বরের ওপর তার মালিকের নিয়ন্ত্রণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মানসিক দৃঢ়তা ছাড়া এ স্বরের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে অবিচলিত থাকতে পারবে না।

'কী হয়েছে?' স্বরটা এখন নমনীয়। 'কেন আমার বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটাবে তোমরা? তোমরা কি আমাকে এক দন্ডও শান্তি দিবে না?' সুরটা যেন কোন নিরীহ গোবেচারা আর্যাচিত নির্যাতিতের।

তারা ওপরে তাকালো। চক্ষু ছানাবড়া! কারণ কেউ তার আসার শব্দ শোনেনি। তারা দেখল এক মূর্তি হারাদে দাঁড়িয়ে নিচেই তাকিয়ে: এক বৃদ্ধ, দুর্বোধ্য বনের বড়সড় আলখিল্লায় গতর মোড়া। সে নড়লে বা তারা অন্যদিকে তাকালে সে আলখিল্লার রং পাল্টে যাচ্ছিল। 'তার মুখমণ্ডল লম্বাটে; উন্নত ললাট, অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টি যা মাপা শক্ত, যদিও তার বর্তমান চেহারা গম্ভীর আর সদাশয় এবং কিছুটা পরিশ্রান্ত। তার চুল ও দাড়ি সাদা, কিন্তু এখনো ঠোঁট ও কানের ধারে কালো ফেঁসো দেখা যাচ্ছে।

'এক রকম হলেও আলাদা,' গিম্‌লি বিড়বিড় করল।

'ঠিক আছে এসো,' কোমল স্বর বলল। 'কমপক্ষে তোমাদের দু'জনের নাম আমি জানি। গ্যাণ্ডালফকে ভাল করে চিনি, মনে হয় সে এখানে সাহায্য বা পরামর্শ নিতে এসেছে। কিন্তু থিওডেন তুমি—লর্ড অর্ব দ্য মার্ক অব রোহান সূক্ষ্ম কৌশলের জন্য পরিচিত, এবং তোমার চেহারায় এখনো হাউস অব ইয়র্লের সৌম্যভাব। হে, অতি অতি-অতি খ্যাতিমান থিঙ্গল পুত্র! তুমি আগে আসোনি কেন, এবং এক মিত্র হিসেবে? হে পশ্চিম ভূখণ্ডের মহা শক্তিধর রাজা, অনেক কামনা করেছি তোমাকে— বিশেষ করে

সাম্প্রতিক সময় অনভিজ্ঞ, শয়তানি পরামর্শের বেড়াজাল থেকে তোমাকে বাঁচতে চেয়েছি! অনেক দেরি হয়েছে কি? রোহানের লোকদের হাতে আমার ওপর আঘাত আসা সত্ত্বেও, হায় হায়! তবু তোমাকে বাঁচাব আমি। যে পথে তুমি চলেছ, সে পথে আছে অনিবার্য ধ্বংস। আমি এ অবস্থা থেকে রক্ষা করবো তোমাকে। সত্যি বলতে কি, একমাত্র আমিই এখন তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

থিওডেন মুখ খুলল যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলল না। সারুম্যানের ওপর থেকে দুর্বোধ্য গম্ভীর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে পাশে দাঁড়ান গ্যাণ্ডালফের পরে নিক্ষেপ করল। মনে হল সে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল। গ্যাণ্ডালফ নিশ্চল শিলাখণ্ডের মতো হয়ে আছে, যেন অধির আগ্রহে কারো আহ্বান শোনার অপেক্ষায় আছে। আরোহীরা গুঞ্জন করে এমনভাবে নড়েচড়ে উঠল যেন তারাও সারুম্যানের কথায় পটে গেছে; তারপর তারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিরব হয়ে থাকল। তারা ভাবল গ্যাণ্ডালফ কোন দিন তাদের লর্ডের সাথে এত মিঠে বচনে কথা বলেনি। তাদের কাছে থিওডেনের সাথে তার সবরকম আচার আচরণ বাজে আর উদ্যত ঠেকছে। তাদের অন্তরে এক বিষণ্ণতা হামাগুড়ি মেরে বেড়াচ্ছে, ভয়াবহ বিপদের আলামত; মার্ক এক অন্ধকার পথে খেই হারিয়ে মরবে যে পথে গ্যাণ্ডালফ তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যখন সারুম্যান এক আধো ফাঁকা মুক্তির দরজাপাশে দাঁড়িয়ে এবং সে দরজা দিয়ে একটা আলোক কিরণ ঢুকে পড়ছে। সাংঘাতিক নিস্তব্ধতা নামল।

গিম্‌লিই অকস্মাত অনেকটা জোরপূর্বক ভেতরে ঢুকল। 'এ রকম যাদুকরী কথা যাদু শিল্পীদের মাথায় থাকেই, ' কুঠারের হাতল মুষ্টিবদ্ধ করে গিম্‌লি বলল। 'অর্থেংওয়ালার ভাষায় সাহায্য মানে ধ্বংস, এব্ং রক্ষা মানে হত্যা। এটা বোঝা পানির মতো সহজ। তবে এখানে আমরা ভিখ মাগতে আসিনি।'

'বসো!' বলল সারুম্যান, এবং ক্ষণিকের তরে তার স্বর একটু চড়া হল, দৃষ্টিতে একটু আগুন জ্বলে নিভে গেল। 'আমি তোমার সাথে কথা বলছি না, গ্লোয়িনপুত্র গিম্‌লি,' সে বলল। তুমি দূরমুলুকের লোক এবং এ ভূখণ্ডের সমস্যাতে তোমার আসে যায় না বললে চলে। কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় তাদের সাথে ঝামেলায় জড়াওনি। সেহেতু, তুমি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তার জন্য তোমাকে দোষারোপ করব না–সন্দেহ করি না যে তুমি বড়ো সাহসী। তবে তোমার কাছে মিনতি, আগে আমাকে কথা বলতে দাও রোহানের নৃপতির সাথে, আমার প্রতিবেশী–এক কালের বন্ধু।

'রাজা থিওডেন, কী বলার আছে তোমার? আমার সাথে শান্তি স্থাপন করবে, যে শান্তি অনেক আগে জ্ঞানগরিমা দিয়ে আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম? আমরা উভয়ে পরামর্শ করে দুঃসময়ের বিরুদ্ধে কিছু একটা করে আপন সদিচ্ছায় অতীত দিনের ক্ষত মেরামত করে আমাদের উভয়ের পরগনাকে পূর্বেকার তুলনায় আরো ফুলেল করে তুলতে পারি না?'

থিওডেন এখনো নিরুত্তর। সে ক্রোধ নাকি সন্দেহের সাথে সংগ্রাম করছে–তার কিছুই ধরা গেল না। ইয়োমার কথা বলল, 'আমার কথা শুনুন, লর্ড! যে বিপদ সংকেত আমরা পেয়েছিলাম, তা এখন অনুভব করছি। আমরা শুধুমাত্র খণ্ডিত জিহ্বাওয়ালা এক বৃদ্ধ মিথ্যাবাদির কথায় আবির্ভূত হয়ে বিজয় মিছিলে বের হয়েছি কি? এমন কথা সময় বুঝে, ফাঁদে পড়া নেকড়ে শিকারি কুকুরদের উদ্দেশ্যে বলে থাকে। সত্যি বলতে, সে

তোমাকে কি সাহায্য করতে পারে? তার সকল কামনা-বাসনা হল প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাওয়া। কিন্তু তুমি কি এমন ব্যবসায়ীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আর ইত্যা দিনয়ে আলোচনা করবে? ফোর্ডে থিওড্রেডের কথা একবার ভাব। স্মরণ কর হেলম'স ডিপের গোরাস্থানের হামার কথা!'

যদি বিষাক্ত জিহ্বার কথা বলো, তবে তোমাকে নিয়ে কি বলব, হে তরুণ বিষধর?' সারুম্যান বলল, এবং এবার তার রাগের দৃশ্যপট সরাসরি হয়ে পড়ল।

'তো, ইয়োমাগুতনয় ইয়োমার!' সে আবার নরম সুরে বলতে লাগলো। 'প্রত্যেকে তার খেলা নিয়ে আছে। বাহুতে তোমার দুর্মরশক্তি এবং তাতে করে তুমি সম্মানের উচ্চাসন লাভ করতে যাচ্ছ। তোমার লর্ড যাকে শত্রু মনে করে তাকেই কোতল করে মাথা ঠাণ্ডা রাখ। যা তুমি বোঝ না, তাতে নাক গলাইও না। কিন্তু সম্ভবত–যদি তুমি রাজা হও–তুমি দেখবে যে সে অবশ্যই সতর্কতার সাথে মিত্র নির্বাচন করবে। অর্থেংক আর সারুম্যানের বন্ধন পাখার বাতাসে উড়িয়ে দেয়া যায় না–তাই পিছনে যতরকমে প্রকৃত আর কল্পিত শোক কাহিনী থাক না কেন। তুমি এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জিতেছ, মহা যুদ্ধে না, এবং তা আর তুমি হিসেবে ধরতে পার না। পরবর্তীতে আপন গৃহদ্বারে বন্যছায়া (Shadow of the Wood) দেখতে পাব: এ মূর্তি স্বেচ্ছাচারী, অজ্ঞান, এবং মানুষের জন্য তার কোন মহব্বত নেই।

'তবে, মাই লর্ড অব রোহান, সাহসীরা যুদ্ধে পতিত হয়েছে বলেই কি আমাকে ঘাতক বলা যায়? বাহুল্য যুদ্ধে গেলেতো নরহত্যা হবেই। তবে সে কারণে যদি আমি খুশী চিহ্নিত হই, তাহলে ওই হাউস অব ইয়র্লের সকলেই খুনের কলংকে কলংকিত। কারণ, তারা বহুযুদ্ধ করেছে এবং তাদের বশ্যতা অস্বীকারকারিকে হত্যা করেছে। তবু তারা পরবর্তীতে কারো কারো সাথে সন্ধি করেছে। রাজন থিওডেন, আমার কথা হল: তুমি, আমি কি শান্তি, সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি নে? আমাদের প্রতি এটা নির্দেশের মতো।'

'পারি', শেষ পর্যন্ত জড় চিন্তায় থিওডেন বলল। তাৎক্ষণিক কতক আরোহী চিৎকার করে উঠল। থিওডেন হাত তুলে ধরল। 'হ্যাঁ, শান্তি চুক্তি হতে পারে,' এখন সে পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, 'আমাদের শান্তি আসবে তখন যখন তুমি আর তোমার দুষ্কর্ম খতম হবে–আর তোমার ইবলিস মনিব যার কাছে তুমি আমাদের ঠেলে দিবে। তুমি মিথ্যাবাদী, সারুম্যান, এবং লোকের অন্তরের কালিমা। আমার প্রতি তোমার ওই বাড়ান হাত মর্ডরের থাবার নোখর মনে হচ্ছে। নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর কোথাকার এমন কি আমার ওপর তোমার চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ সঠিক হলেও কোন মতেই আমার ওপর খবরদারি করার অধিকার তোমার নেই। বাদ দিলাম এ কথা, ওয়েষ্টফোল্ডে টর্চের আলো সম্পর্কে কী জবাব দেবে তুমি? সেখানে মরে পড়ে থাকা আমার সন্তানদের ব্যাপারে কী ওজর দেখাবে তুমি? আবার মরণের পর হর্নবার্গের তোরণ সম্মুখে হামার দেহ কেটে কুচিকুচি করা হয়েছে। তোমার কাকের দলের ক্রিয়াকৌতুকের পরিবর্তে তোমাকে ঐ জানালায় ফাঁসি দিয়ে ঝোলাতে পারলে তোমার আর অর্থেংকের সাথে শান্তি স্থাপিত হতো আমার। এটাই হাউস অব ইয়র্লের পক্ষে যথেষ্ট। মহান সায়ারদের অযোগ্য, হীনমনা পুত্র আমি, তবু তোমার আঙ্গুল

চাটার দরকার আমার পড়ে না। অন্য দিকে যাও। তোমার কণ্ঠস্বরের সে মধু এখন আর নেই।'

আরোহীরা থিওডেনের দিকে অপলক নেত্রে তাকালো, যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে হতবাক হল। সারুম্যানের সঙ্গীতের পরে তাদের মনিবের স্বর দাঁড়কাকের মতো মনে হলো। সারুম্যান কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেল। রেলিং-এ এমনভাবে ঠেসান মেরে থাকল যেন সে তার লাঠি দিয়ে রাজাকে চুরমার করে ছাড়বে। অকস্মাত মনে হলো, যেন তারা দেখলো যে এক সর্পকুণ্ডলী পাকিয়ে আঘাত করতে আসলো।

'ফাঁসিকাষ্ঠ আর কাক!' সে ফোসফোস করল, এবং তারা এ জঘন্য পরিবর্তনে কেঁপে উঠল। ভীমরতিগ্রস্ত বৃদ্ধ। হাউস অব ইয়র্ল আবার কী? সে-তো তালপাতা-ছাওয়া গোলাঘর যেখানে বোঁটকা গন্ধব মধ্যে বসে দস্যুরা পান করে, এবং তাদের ছা-ছোকড়ারা কুত্তাকুত্তীর মধ্যে গড়াগড়ি খায়। অনেক দিন ধরে তারা নিজেরাই ফাঁসি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু সূক্ষ্মাগ্র আটোসাঁটো ফাস 'ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ইচ্ছে থাকলে ঝুলে পড়ো।' তারা স্বর এখন আবার সাথে কথা বলতে ধৈর্য্য ধারণ করতে হয়। তোমাকে আমার দরকার নেই, প্রয়োজন মনে করি না তোমার মাছির মতো এগিয়ে আসা ক্ষুদে অশ্ববাহিনীকে হর্সমাষ্টার থিওডেন। অনেক আগে আমিই তোমার মেধা আর বুদ্ধি অপেক্ষা একটা উচ্চপদ সেধেছিলাম। আবার এ প্রস্তাব দিচ্ছি, যাতে করে সঠিক পথ তারা দেখতে পায় যাদেরকে তুমি বিভ্রান্ত করেছ। তুমি দম্ভোক্তি করে সুযোগের অপব্যবহার করলে। তাই হোক। যাও তোমার কুঁড়েতে ফিরে!

'কিন্তু গ্যাণ্ডালফ, তোমার শরমে আমি অন্তত শোকানুভব করছি। তুমি এমন কাফেলার ভার কী করে বহন করছ? তুমি এক গর্বিত লোক, গ্যাণ্ডালফ–এবং তার কারণ আছে, তোমার মহৎ অন্তঃকরণ আর চাহনি দুটোই গভীর ও সুদূর। এখনো কি তুমি আমার পরামর্শ শুনবে না?'

গ্যাণ্ডালফ নড়েচড়ে উপরে তাকালো। 'আমাদের শেষ মিটিং এ যা বলোনি তা কী?' সে জিজ্ঞাসা করল। ' কিংবা, তোমার অকথিত কিছু বলার আছে কি?'

সারুম্যান থামল। 'অকথিত?' সে বলল সুর করে, যেন কিছুটা ধাঁধাগ্রস্ত। 'অকথিত? তোমার নিজের খাতিরে তোমাকে পরামর্শ দেবার প্রবল চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি তা তৃণজ্ঞান করলে। তুমি দর্পভারী এবং কোন উপদেশ পছন্দ করো না, কারণ তোমার আছে নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার। আর সেজন্য বোধ হয়, আমার অভিপ্রায়কে স্বেচ্ছায় অপব্যাখ্যা করে তুমি ভুল করেছ। মনে করি আমার ইচ্ছায় তোমাকে অনুপ্রাণিত করার ধৈর্য্য আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। সত্যিই এ জন্য আমি দুঃখিত। কারণ, তোমাকে আমি কু-মতলববাজ ভাবিনি এবং এখনো ভাবছি না, যদিও ভয়ানক এক মুর্খ কাফেলার সঙ্গী হয়ে ফিরে এসেছ। এ আমি কি করে পারি? আমরা কি উভয়ে উঁচু, প্রাচীন সম্প্রদায়ের সদস্য না মধ্যবিশ্বের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিবর্গ না? আমাদের বন্ধুত্ব উভয়কে সমভাবে লাভবান করবে। বিশ্ব-বিশৃংখলা মোচন করে এখনো আমরা প্রভূত কিছু করতে পারি। আমরা একে অন্যকে বুঝে নিই, এবং আজেবাজে লোকদের ভাবনা থেকে খারিজ করে দিই। আমাদেরকে আমাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকতে দাও! সাধারণ্যের মঙ্গলের জন্য আমি

অতীতকে ঢেলে সাজাতে ইচ্ছুক এবং তোমাকে রিসিত করার জন্য আগ্রহী। তুমি কি আমার সার্থে কনসল্ট করবে না? ওপরে আসবে কি?'

একদা সারুম্যানের মোহিনী শক্তি এত বেশি ছিল যে, তার এ শেষ বাক্যদ্বয় শুনে কেউ অনড় থাকতে পারত না। কিন্তু এবার তার যাদুর কার্যকারিতা ভিন্ন রকম। তারা এক সদাশয় রাজার বিধিমাফিক সুরেলা আপত্তি বিপথগামীতার সাথে অথচ পরান-প্রিয় কোন মন্ত্রজ্ঞানে তার কথা শুনল। কিন্তু তারা ছিল বাইরে। সেখান থেকে কান পেতে তারা স্বপ্রসঙ্গ বহির্ভূত কথা শুনতে লাগল: দুর্মতি গ্রস্ত শিশুরা বা বোকা চাকরের তাদের মুরুব্বিদের মায়াময় কথায় ওৎপেতে আছে, আর হতাশচিত্তে ভাবছে তাদের পরিণতি কি হবে। এ দুই মরুব্বি অসাধারণ ধাতে তৈরি: শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত। জোট গঠন যেন অপরিহার্য হয়ে গেল। গ্যাণ্ডালফ টাওয়ারে আরোহন করতে পারে, অর্থেংকের সুউচ্চ কক্ষমধ্যে বসে তাদের বোধের বাইরের গভীর কিছু আলোচনাও হয়তো হবে। দ্বার রুদ্ধ হলে তারা বাইরে পড়ে থাকবে আর কপালে কী শাস্তি বরাদ্ধ হল তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এমন কি থিওডেনের অন্তরেও সন্দেহের এক ছায়া মূর্তিমান হয়ে সমুখে অবিভূত হল ঃ

'সে আমাদের সাথে বেইমানী করবে; সে চলে যাবে– আমার খতম হব।'

তারপর গ্যাণ্ডালফ হাসলো। কল্পনা ধোঁয়ার মতো অদৃশ্য হলো। 'সারুম্যান, সারুম্যান!' এখনো হাসতে হাসতে গ্যাণ্ডালফ বলল। 'সারুম্যান, তুমি তোমার জীবনপথই হারিয়েছ। রাজদরবারের ভাঁড় হয়ে তোমার রুটি-রুজি জোগাড় করা উচিৎ ছিল, তাতে করে পারিষদবর্গকে হাসিয়ে রঙিন ডোরাকাটা পোশাক-আশাক উপহার পেতে। আহরে আমার কপাল! সে থামল, এবং খোশমেজাজ প্রকাশ করল। 'একে অন্যকে বুঝব? বোধ করি, আমি তোমার ধারণার বাইরে। কিন্তু তোমাকে এখন আমি পাকাপোক্ত ভাবেই চিনি। তোমার যুক্তিতক্ক, কাজ-কর্মের স্মৃতি তোমার ধারণার থেকে সুচারুরূপে আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। শেষবারের মতো যখন তোমাকে দেখেছিলাম তখন তুমি মর্ডরের জেলর (Jailor) ছিলে, এবং আমাকে সেখানে পাঠানোর কথা ছিল। শুধু তাই না, যে মেহমান ছাদ থেকে পালিয়ে গেছে, সে দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশের আগে দু'বার ভাববে। শুধু তাই না, মনে করি না আমি ওপরে উঠব। কিন্তু শুনে রাখ সারুম্যান, শেষবারের মতো! তুমি নিচে নামবে না? তোমার আশা আর কল্পনা থেকে আইজেনগার্ড কমজোর প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং অন্য কোনকিছুতে তুমি এখনো ভরসা করতে পার। কিছুক্ষণের তরে এ নব্য আশা পরিত্যাগ করলে ভাল হতো না? ভাল করে ভেবে দেখ, সারুম্যান! তুমি আসবে কি নিচেই?'

সারুম্যানের মুখমণ্ডল দিয়ে একটা ছায়া বয়ে গেল, তারপর সে মুখ হলো মৃতবৎ সাদা। সে এটা গোপন করার আগে মুখোশের মধ্য দিয়ে তারা তার সন্দেহমূলক নিদারুণ মানসিক ক্লেশ দেখে ফেলল। আশ্রয়ে থাকতে মন চাচ্ছিল না, আবার পরিত্যাগ করতেও ভয়ে মন সরছিল না। মুহূর্তকাল সে দ্বিধান্বিত হল, এবং সকলে রুদ্ধশ্বাস হল। অতঃপর সে নির্লিপ্ত তীক্ষ্ণ স্বরে কথা বলল। অহংভাব এবং ঘৃণায় সে বিজীত।

'নেমে আসব?' সে ভেংচি করল। 'কোন নিরস্ত্র কি দস্যি দলের সাথে বাইরে গিয়ে

গপ্প করে? বরং আমি এখানেই তোমার কথা শুনতে পারি। মুর্খ নই আমি, যে তোমাকে বিশ্বাস করব, গ্যাণ্ডালফ। তারা আমার সোপানে অকপটে দাঁড়িয়ে থাকবে না, তবে আমি জানি তোমার নির্দেশে বুনো পিচাশরা কি জন্য ঘুরঘুর করছে।

'বিশ্বাসঘাতকরাই সদঅনাস্থাপ্রবন হয়ে থাকে, গ্যাণ্ডালফ সতর্ক জবাব দিল। 'কিন্তু চামড়া নিয়ে তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে আমি খুন বা আঘাত করতে চাইনে, যেমন তুমি ভাবছ। এবং তোমাকে মোহড়া দেবার মতো শক্তি আমার আছে। তোমাকে শেষ বারের মতো সুযোগ দিচ্ছি। মুক্তমনে তুমি অর্থেংক পরিত্যাগ করতে পার।'

'শুনতে মন্দ লাগল না,' সারুম্যান কটাক্ষ করল। 'শতভাগ গ্যাণ্ডালফ দ্য গ্রের মতো নাটুয়া ভঙ্গি: অতি সদয়, দয়ার্দ্র সুর। অবিশ্বাস করিনে যে, আমি চলে গেলে অর্থেংক তোমার জন্য আরামদায়ক, সুবিধাজনক হবে। কিন্তু কোন দুঃখ আমি ছাড়ব?

আর তুমিই বা 'মুক্তমন' বলতে কী বোঝাচ্ছ? বোধ করি, কোন শর্ত আছে কি?'

'ছাড়াব কারণ জানালা দিয়ে তাকালেই বুঝতে পারবে। তোমার মনে অন্য কিছু উদিত হবে। তোমার দাসরা ধ্বংস ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে; তোমার প্রতিবেশীরা তোমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে; আর তোমার নতুন মনিবের সাথে তুমি প্রতারণা করেছ বা তেমন কিছু করার প্রয়াস চালিয়েছ। তার চোখ যখন এদিকে ফিরবে তখন সে চোখ হবে রক্তলাল। কিন্তু আমি 'মুক্তমন' বলতে বোঝাচ্ছি 'স্বাধীনভাবে': শিকল বা কোন আদেশের বন্ধন থেকে স্বাধীন। যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবার স্বাধীনতা, এমনকি–এমনকি চাইলে মর্ডরেও যেতে পার। কিন্তু তার আগে অর্থেংকের চাবি ও তোমার লাঠি আমার কাছে সমর্পণ করতে হবে। সেগুলো পরে ফিরে আসার ক্ষেত্রে তোমার আচরণের জামানত হবে, এবং এসব পুনঃ দাবি করার যোগ্য হলে আবার ওগুলো ফিরে পাবে তুমি।'

সারুম্যান ক্রোধে যেন দু'ভাগ হল। মুখমণ্ডল হলো কৃষ্ণনীল, আর তার চক্ষুজোড়ায় লাল আলো জ্বলে উঠল। সে ক্ষ্যাপার মতো হাসল। 'পরে' বলে চিৎকার দিল। সে চিৎকার বজ্রনাদে রূপ নিল। 'পরে!' আর তখন তুমিও এমনিতে বারাডডুরের চাবিগুলো (Keys of Barad dur) পাবে, আর পেয়ে যাবে সাতরাজার মুকুট, আর পাঁচ পণ্ডিতের (Five Wizards) শাসনদণ্ডগুলো এবং নিজপায়ের জন্য পাবে এক জোড়া বুট যা তোমার বর্তমান সাইজ অপেক্ষা বড়। অমায়িক পরিকল্পনা! এক কাজ নিয়ে পড়ে থাকলে আমার চলে না! আরো অনেক কিছু আছে। যদি তুমি আমার সাথে চুক্তির পথ খোলা রাখতে চাও, তবে চলে যাও, এবং মাথা ঠাণ্ডা হলে আবার এস। আর, তোমার ঝুলে থাকা এ ক্ষুদে ইতরহীন বলাদের রেখে আসবে! শুভদিন!' সে ঘুরল এবং ব্যালকোনি ত্যাগ করল।

'ফিরে এসো, সারুম্যান,' একটা আদেশী সুরে গ্যাণ্ডালফ বলল। সবাইকে অবাক করে সারুম্যান ফিরল, এবং কেউ তাকে ছেঁচড়িয়ে টেনে আনলো এমন ভঙ্গিতে রেলিং এ ঠেস দিয়ে, ক্লান্ত নিঃশ্বাস টানতে টানতে সে এগুল। চামড়া কুঁচকে তার মুখে বলীরেখা বের হল। তার হাত থাবা হয়ে ভারী কালো লাঠিখানিকে আঁকড়ে ধরল।

'তোমাকে যাবার অনুমতি আমি দেইনি,' তার স্বরে গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আমার পালা

শেষ হয়নি। সারুম্যান, তুমি মুর্খ মেরে গেছ, এবং তাই এখনো তোমার অপরাধ ক্ষমার্হ্য। এখনো বোকামি, শয়তানী ছেড়ে আগের ধারায় ফিরতে পার। কিন্তু তুমি এখানে থেকে পুরোন ষড়যন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকতে চাচ্ছ। তাহলে থাকো! তবে সাবধান করে দিচ্ছি– সহসা তুমি আবার বাইরে আসতে পারবে না। যতক্ষণ না তোমার দিকে প্রাচ্যের কালো হাত এগিয়ে আসে। সারুম্যান!' সে চিৎকার করল, এবং তার স্বর দাপট আর কর্তৃত্বের পূর্ণ হল। 'দেখে নাও, আমি গ্যাণ্ডালফ দ্য গ্রে না, যার সাথে তুমি মোনাফেকি করেছ। আমি গ্যাণ্ডালফ দ্য হোয়াইট যে মৃত্যুর জাহান থেকে ফিরে এসেছে। তুমি এখন বর্ণহীন, এবং আমি তোমাকে উচ্চমহল ও কাউন্সিল থেকে বরখাস্ত করছি।'

' সে এবার হাত তুলে পরিষ্কার নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'সারুম্যান, তোমার লাঠিখানি ভাঙ্গলো বলে।' মড়মড় করে এক শব্দ হল, লাঠিখানি সারুম্যানের হাতে চূর্ণ হয়ে শীর্ষ দেশটি গ্যাণ্ডালফের পায়ে এসে পড়ল। 'দূর হও!' গলা ফাটিয়ে বলল গ্যাণ্ডালফ। বাবাগো, মাগোর মতো করে সারুম্যান পিছু হটে ক্রলিং করে চলল। এ মুহূর্তে একটা সাংঘাতিক চকচকে কিছু ছুটে আসলো। এটা আয়রনের রেলিং থেকে তীর্যক ছুটে এসে গ্যাণ্ডালফের মাথার কাছে আসলো। যে সোপানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সে সোপান চুরমার হল। রেলিং ঝণঝণ করে টুকরো হল। সোপনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে নিঃশেষ হতে থাকল। কিন্তু নিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলকটি অক্ষত রয়ে গেল ফরফর করে ঘুরতে লাগলো–কালো স্পটিকের বল, কিন্তু হৃদয়ের উষ্ণ আগুণে জ্বলজ্বল করছিল। এটা এক জলের ডোবার দিকে চলতে শুরু করল, পিপিন ছুটে গিয়ে তা তুলে নিল।

'ঘাতক বদমাশ!' ইয়োমার চিৎকার করল। কিন্তু গ্যাণ্ডালফ অনড়। 'না, এটা সারুম্যান ছোড়েনি,' সে বলল; 'এমন কি তার নির্দেশেও না, আমি মনে করি। এটা অনেক উপরের জানালা থেকে এসেছে। মাষ্টার ওয়ার্মটাং এর পক্ষ থেকে এক বিদায়ী আঘাত, কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে।'

'সম্ভবত এ দুর্বল নিরিখ, কারণ সে মনস্থির করতে পারেনি কাকে সে অধিক ঘৃণা করে–তোমাকে নাকি সারুম্যানকে,' এ্যারাগর্ণ বলল।

'তা হতে পারে,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'ও-দুটোর সংঘ আরামের হবে না: একে অপরকে কথার বানে বিদ্ধ করবে। তবে শাস্তি সমুচিত হয়েছে। ওয়ার্মটাং অর্থেংক থেকে জীবিত নিষ্ক্রান্ত হতে পারলে, তা তার পাওনা থেকে বেশি কিছু হবে।'

পিপিন তাদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে যেন কোন মারাত্মক বোঝা ঘাড়ে চেপে আছে। তাকে দেখে গ্যাণ্ডালফ চিৎকার করে বলল– 'এই যে বাছাধন ওটা আমি নেব।' সে নিচেই নেমে হবিটের কাছ থেকে কালো গোলকটি নিয়ে দ্রুততার সাথে আলখিল্লার ভাঁজে মুড়ে নিল। 'এটা আমার হেফাজতে রাখব, সে বলল। ' বোধ করি, এ জিনিস সারুম্যান ছোড়েনি।'

'কিন্তু তার ছোড়ার অন্যকিছু থাকতে পারে,' গিমলি বলল। 'তর্ক যদি এখানে শেষ হয়, তবে আমরা কিছুটা অন্তত এগোই!'

'শেষ হয়েছে , চল যাই!' গ্যাণ্ডালফ বলল।

তারা অর্থেংকে পিছে রেখে নিচেই নামল। সানন্দে রজিনকে প্রীতি সম্ভাষণ জানালো এবং গ্যাণ্ডালফকে স্যালুট করলো। সারুম্যানের যাদুমন্ত্র ফিনিশ: তাকে তারা আহ্বানে ফিরতে এবং হামাগুড়ি দিয়ে কেটে পড়তে এবং সভ্যপদ থেকে খাবির হতে দেখেছে।

'বেশ একটা রফা হয়েছে। এখন ট্রিবিয়ার্ডের সাথে দেখা করে খবরাখবর নেব,' গ্যাণ্ডালফ বলল।

'যে নিশ্চয় অনুমান করেছে?' মেরি বলল। 'তারা (সারুম্যানরা) কি অন্য কোনভাবে শেষ হতে পারে?'

'সম্ভবত না,' গ্যাণ্ডালফ জবাব দিল, 'যদিও তারা এক চুলের সেতুতে (সংকটকাল) এসে পড়েছিল। কিন্তু আমার ট্রাই করার কারণ ছিল,'কিছু করুণাপূর্ণ এবং আধা নিষ্ঠুর। প্রথমে সারুম্যানকে বোঝানো হল যে, তার শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে। সে একই সাথে বর্গী এবং কাউন্সেলের হতে পারে না। ষড়যন্ত্র পেকে গেলে আর গোপন থাকে না। তাই সে ফাঁদে পড়ল, এবং অন্যেরা যখন কানপেতে ছিল তখন সে তার ছলনার শিকারদের একটু-একটু করে বশীভূত করার চেষ্টা করেছিল। তারপর তাকে আমি বেশ একটা আখেরী মওকা দিলাম; হয় মর্ডরের যাবার চলতি দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর, না হয় আমাদেরকে সাহায্য করে নিজকে পরিশোধন করতে পার। সে আমাদের দরকারটা সবচাইতে ভাল বোঝে, এবং বড় সেবা দিতে পারত। কিন্তু সে সাহায্যের পথ রুদ্ধ রেখে অথেংকের শক্তি কব্জায় রাখার মনস্তাপ করেছে। সে তা দেবে না, কেবল দেবে নির্দেশ। সে এখন মর্ডরের অন্ধকারের অধিবাসী, তবু সে ঝড়ের মধ্যে ভেসে থাকার স্বপ্ন দেখে। অসুখী মুর্খ! প্রাচ্যের শক্তি আইজেনগার্ডের দিকে হাত বাড়ালে সে গ্রাস হয়ে যাবে। সাউরান ছাড়া আমরা অর্থেংক ভস্মীভূত করতে পারব না– কে জানে সে কী করবে?'

'আর সাউরান না পারলে কী হবে? কী করবে তুমি?' পিপিন জিজ্ঞাসা করল।

'আমি? কিচ্ছু না! আমি তাকে কিচ্ছুটি করব না। পণ্ডিতি করতে চাইনে। তবে তার কী হবে! জানিনে। দুঃখ লাগছে আমার–একদার মহান এক চিজ আজ কিনা টাওয়ারে পচে যাবে! এখনো ঘটনাপ্রবাহ আমাদের বিরুদ্ধে যায়নি। ভাগ্যের মোড় বড়ই অদ্ভুত! ঘৃণা-বিদ্বেষ এমনিতেই আঘাত করে! এমন কি আমার ধারণা, যদি আমরা অর্থেংকে ঢুকতাম, তবে ওয়ার্মটাং এর ছোড়া জিনিস থেকে অধিক দামী কিছু পেতাম।'

অকস্মাত অনেক উপরের এক খোলা জানালা দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ টিকটিক শব্দ ভেসে আসলো। গ্যাণ্ডালফ বলল এতে মনে হচ্ছে সারুম্যানও এনটি ভাবে। মরুকগে ওসব!

তারা এখন গেটের ধ্বংসস্তূপের দিকে ফিরলো। খিলান এরিয়াটা অতিক্রম করতে না করতে গাদা করা শিলাখণ্ডের আড়াল থেকে ট্রিবিয়ার্ড এবং অন্য আর এক ডজনএন্ট ধাপ মেরে এগিয়ে আসলো। এ্যারাগর্ণ, গিম্‌লি ও ল্যাগোলাস হতাশ নেত্রে তাকালো।

'ট্রিবিয়ার্ড, এ হচ্ছে আমার সাথীদের তিনজন,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'তাদের কথা বলেছি, কিন্তু আগে কোনদিন দেখনি।' সে একে একে নাম ধরে সবাইকে চিনিয়ে দিল।

বৃদ্ধ এন্ট অনেকক্ষণ তাদের দিকে অনুসন্ধানী চোখে তাকালো তারপর পালাক্রমে কথা বলল। শেষটায় ল্যাগোলাসের দিকে ফিরলো। 'মঙ্গলকামী এলফ, তাহলে মার্কুড থেকে সমস্ত পথ ভেঙ্গে এলে? এটা খুব বড় জঙ্গল ছিল!'

'এবং এখনো তাই,' ল্যাগোলাস বলল। 'কিন্তু এত বড় না যে, আমরা যারা নিত্য সেখানে বসবাস করি, তারা নতুন বৃক্ষ দেখে ক্লান্ত হয়ে যাব। ফাংগর্ণের জঙ্গলে ঘুরাঘুরি করাটাকে আমি অন্তর থেকে ভালবাসি। আমি এটার প্রান্ত রেখার ওপারে যাইনি, কদাচিৎ গিয়েছি। আর এজন্য আমার পেছন ফেরার ইচ্ছে নেই।'

ট্রিবিয়ার্ডের দৃষ্টি খুশীতে ঝলমল করে উঠলো। বলল–পাহাড়গুলো অতি প্রাচীন হবার আগে আশা করি তোমার খায়েশ পুরণ হবে।

ল্যাগোলাস বলল–'কপাল না পুড়লে আমি ফিরে আসব। বন্ধুর সাথে কথাকাটাকাটি করেছি যে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা একত্রে ফাংগর্ণ ভিজিট করব–অবশ্য তোমার অনুমতিক্রমে।'

ট্রিবিয়ার্ড বলল–তোমার সাথের যে কোন এলফকে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

'যে বন্ধুর কথা বলছে সে এলফ না,' ল্যাগোলাস বলল;

'আমি এ গিম্‌লির কথা বলছি- গ্লোয়িনপুত্র।' গিম্‌লি শির নত করল, এবং বেল্ট থেকে তার কুঠারখানি খসে ভূমিতে পড়ে ঝনঝন করে উঠলো।

'হুম, আহ!' ট্রিবিয়ার্ড বলল, এবং তারপানে নিভুদৃষ্টিতে তাকালো। 'ডুয়ার্ফ, এক কুঠার বাহক! হু! এলফদের প্রতি আমার ভাল ধারণা; কিন্তু তুমি বেশি করে ফেলেছ। অদ্ভুত বন্ধুত্ব!'

'অদ্ভূত মনে হতে পারে,' ল্যাগোলাস বলল; 'কিন্তু গিম্‌লি যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ একা আমি ফাংগর্ণে আসবো না। তার কুড়ুল গাছের জন্য না, তবে অর্ক গর্দানের জন্য, হে ফাংগর্ণ, ফাংগর্ণ, জঙ্গলের কর্তা। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে বিয়াল্লিশটা খতম করেছে।'

'হু! এখন বুঝলাম!' ট্রিবিয়ার্ড বলল। 'এ এক চমৎকার গল্প! যাক, যাক, ঘটনা যেভাবে ঘটার ঘটবে, সেদিকে দাবড়িয়ে যাবার কোন দরকার নেই। তবে এখন আমরা কিছুক্ষণের জন্য পৃথক হব। দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপরও গ্যাণ্ডালফ বলছে অন্ধকার নামার আগে অবশ্যই তোমাদের রওনা দিতে হবে। তাছাড়া, মার্কের লর্ড গৃহকাতর হয়ে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, আমরা যাবই এবং এখনি,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আমার মনে হচ্ছে–তোমার দারোয়ানগুলো আমার লাগবেই। তুমি তাদের ছাড়াও চালিয়ে নিতে পারবে।'

'হয়তো,' ট্রিবিয়ার্ড বলল। 'তবে আমি তাদের মিস করব। স্বল্প সময়ে আমাদের যা বন্ধুত্ব হয়েছে, তাতে মনে হয়, তাদের অবর্তমানে বুড়ো বয়সে আমি তরুণ-তরুণীর ন্যায় ক্রেজি হয়ে থাকব। অধিকন্তু তারা চন্দ্র-সূর্য তলে প্রথম দেখা নতুন জিনিস যাদেরকে আমি অনেক, অনেক দিন ধরে দেখে আসছি। তাদের আমি ভুলব না। দীর্ঘ তালিকায় তাদের নাম বসিয়ে রেখেছি–এন্টরা স্মরণ করবে।

মৃত্তিকাজাত এন্ট, পর্বত সম বৃদ্ধ,
দীর্ঘ-ধাপের পথচরী, পানিই যাদের খাদ্য;
হবিট শিশুরা সবে শিকারীর মতো ক্ষুধার্ত,
ক্ষুধে মানুষের দল–হাসিখুশী তারা নিত্য,

যতদিন বৃক্ষশাখায় নতুন পাতা গজাবে ততোদিন তারা আমার বন্ধু রবে। বিদায়! কিন্তু তোমাদের স্বর্গভূমি সায়ারে কোন খবর পেলে আমাকে জানাবে। তোমরা জান আমি কী বলতে চাচ্ছিঃ জানাবে এন্টগৃহিনীদের (Entwives) সংবাদ। পারলে স্বশরীরে চলে এসো!'

'আসবো আমরা!' মেরি, পিপিন একসুরে বলল, এবং দ্রুত তারা অন্যমুখী হল। তাদের দিকে তাকিয়ে ট্রিবিয়ার্ড কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চিন্তিত মনে মাথা ঝাঁকালো। অতঃপর গ্যাণ্ডালফের দিকে ফিরে বলল–তাহলে সারুম্যান যাচ্ছে না? সে যাবে আমি ভাবিনি। সে কালো হিউঅর্ণের মতো দিল্-পচা প্রাণী। তবে আমিও যদি পরাস্ত হতাম এব আমার সব গাছ যদি খতম হত, তাহলে পালানোর একটি গর্ত পর্যন্ত বাকী থাকতে আমি বের হতাম না।'

'না' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'তুমি কিন্তু তাবত দুনিয়াকে গাছ দিয়ে ঢেকে রেখে অন্যান্য প্রাণীদের হতাশ করার ষড়যন্ত্র করোনি। তবে এ সারুম্যান তার ঘৃণা পুষে রেখে নতুন পরিকল্পনার জাল বিস্তারের জন্য থেকে যাচ্ছে। অর্থেংকের চাবি তারহাতে। তবে তাকে কিছুতেই পালানোর অনুমতি সুযোগ দেয়া হবে না। অবশ্যই না। টিবিয়াটী থললা আমার ছাড়া সারুম্যান এ টিলা ঘেরা স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। এন্টরা সতর্কাবস্থা ধরে রাখবে।'

'ভাল!' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আমি এটাই চেয়েছিলাম। এখন আমি যেতে পারি এবং অন্যদিকে মনোযোগ দিতে পারব। তবে তোমরা অবশ্যই সতর্ক থাকবে। পানি নেমে গেছে। আমার আশংকা এ পরিমাণ টাওয়ার পরিবেষ্টিত পানি পুরোপুরি প্রহরার কাজ করবে না। সন্দেহ করি না যে, অর্থেংকের নিচেই গভীর পথ খোড়া আছে যে পথ ধরে সহসাই সারুম্যান অলক্ষ্যে ভেগে পড়ার আশা করতে পারে। একটু কষ্ট করে আবার পানি ঢালো, এবং এ রকম করতে থাক যতক্ষণ না আইজেনগার্ড এক স্থায়ী ডোবায় পরিণত হয়, বা যতক্ষণ বের হবার পথ আবিষ্কার না করতে পারো। সমস্ত আণ্ডারগ্রাউন্ড প্লাবিত হয়ে নিগর্মনপথ রুদ্ধ হলে সারুম্যান ওপরতলায় অবস্থান নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবে।'

'এসব দায়িত্ব এন্টের ওপর ছাড়ো!' ট্রিবিয়ার্ড বলল। 'আমরা ভেলির আপাদমস্তক তল্লাশি করব, এবং বাদ যাবে না একটা নুড়িও। বৃক্ষরা এখানে বাস করার জন্য ফিরে আসছে–পুরোন বৃক্ষরা, বুনো বৃক্ষরা। আমরা এগুলোকে প্রহরা বৃক্ষ (Watch Wood) বলে থাকি। আমার অজ্ঞাতে কাঠবিড়ালী পর্যন্ত এদিকে পা দেবে না। এন্টের ওপর ভরসা রাখো! সে কটা বছরের পর্যন্ত যে কটা বছর সে আমাদের যাতনা দিয়েছে। তাকে পাহারায় রাখতে আমরা ক্লান্ত হচ্ছি না।'

অধ্যায় এগারো

স্মৃতিফলক (Palantir)

মাউন্টেনের সুদীর্ঘ পশ্চিমভুজ পশ্চাতে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। গ্যাণ্ডালফ, তার সাথীরা এবং রাজা তার সওয়ারীসহ আবার আইজেন গার্ড থেকে যাত্রারাম্ভ করল। গ্যাণ্ডালফ মেরিকে এবং এ্যারাগর্ণ–পিপিনকে পিছে নিল। রাজার দুইলোক সামনে থেকে দ্রুত এগিয়ে চলল, এবং শিঘ্রই দৃষ্টির আড়াল হলো। অন্যরা সহজেই অনুসরণ করল।

নিঃশব্দে দীর্ঘ হাত ওপরে তুলে এন্টরা মূর্তির মতো গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। আঁকাবাঁকা পথে কিছুদূর চলার পর মেরি, পিপিন পেছনে তাকালো। আকাশে সূর্যালোক এখনো আছে, কিন্তু দীর্ঘছায়াগুলো আইজেন গার্ডের ওপর হামাগুড়ি দিলঃ ধ্বংসযজ্ঞ অন্ধকারে চাপা পড়ছে। ট্রিবিয়ার্ড সেখানে দূরবৃক্ষকাণ্ডের মতো একা দাঁড়িয়ে ঃ ফাংগর্ণের সীমান্তে হবিটরা তার সাথে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতির জাবর কাটছে।

তারা হোয়াইট হ্যাণ্ডের পিলারে আসলো। পিলার এখনো দাঁড়িয়ে কিন্তু খোদাইয়ে নির্মিত সাদা হাতখানি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে শতখণ্ডে বিভক্ত ছিল। এটার প্রধান আঙ্গুলটি রাস্তার ঠিক মাঝে অন্ধকারে সাদাটে হয়ে পড়ে ছিল, লাল নোখটি কালচে হতে চলল।

'এন্টরা সবকিছুর প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়!' গ্যাণ্ডালফ বলল।

তারা চলতে থাকল, উপত্যকার সন্ধ্যা গভীর হয়ে এল। 'আজ রাতে কি বহুদূরে যাব আমরা গ্যাণ্ডালফ?' খানিকক্ষণ বাদে মেরি জিজ্ঞাসা করল। 'তোমার লেজে ঝুলে থাকা ইতরলোকজন নিয়ে তুমি কি মনে করো আমি জানি না, ইতররা এখন ক্লান্ত, লেজ ছেড়ে দিয়ে এন্টু শুতে পারলে খুশী হতো।'

'ও তুমি এ কথা শুনেছ?' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'এটা নিয়ে আর ত্যক্ত করো না! তোমার কপাল ভালো যে তোমাকে লক্ষ্য করে কোন কথা বলা হয়নি। অবশ্য তোমার দিকে তার মনোযোগ ছিল। যদি এটা তোমার ঔদ্ধ্যত্যের জন্য আরামদায়ক হয়, তবে পিপিন আর তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি–আমাদের বাকী সবার থেকে তোমরা দু'জনই তার অধিক চিন্তার বিষয়। তোমরা কারা; কিভাবে এবং কেন আসলে এখানে; তোমরা কী জান; তোমরা গ্রেফতার হয়েছিলে কিনা, এবং হয়ে থাকলে অর্করা নিঃশেষ হবার পর তোমরা কী করে ছাড়া পেলে–এ সবই ওর ধাঁধাময় কথাগুলোর মধ্যে উথালপাতাল করে বেড়াচ্ছে। মেরিয়াডক, তার বকমুখীভঙ্গিতে এক শ্রদ্ধাভাব আছে। তুমি তার মাথাব্যথার ব্যাপারে সম্মানিত বোধ করো কিনা জানি না।'

'ধন্যবাদ!' মেরি বলল। 'তবে তোমার লেজ কামড়ে থাকা অধিক সম্মানের, গ্যাণ্ডালফ। যেমন মনে করো, এ ক্ষেত্রে একবারের জায়গায় দু'বার প্রশ্ন করা যায়। আমরা কি আজ রাতে বহুদূর যাচ্ছি?'

গ্যাণ্ডালফ হাসলো। 'বড্ড অতৃপ্ত হবিট! প্রত্যেক যাদুপণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে দু'একজন করে হবিট থাকা দরকার দেখছি– তাদেরকে সংশোধন করে বুঝিয়ে দেবার জন্য। আমি তোমাদের মার্জনা চাই। কিন্তু এমন তুচ্ছ ব্যাপারেও মনোসংযোগ করেছি। উপত্যকার শেষ সীমানায় না পৌছানো পর্যন্ত আমরা কয়েকটা ঘণ্টা ধীর বেগে চলবো।

আগামীকাল অতি দ্রুত অগ্রসর হবই। আমাদের আসবার সময় কথা ছিল যে আইজেনগার্ড থেকে শটকাট পথে ইদোরাসের রাজগৃহে ফিরতে হবে–কয়েকটি দিবসের অভিযাত্রা। কিন্তু আমরা পরিকল্পনা বদলালাম। রাজা আগামীকাল ফিরছে এমন বার্তা নিয়ে দূতেরা আগেই হেলমস ডিপে চলে গেছে। সেখান থেকে বহুলোক সঙ্গী করে পাহাড়ী পথ ধরে সে ডুনহারোর (Dunharrow) দিকে থাকে দিনে কিংবা রাতে হোক, এখন থেকে দু একজনের অধিক একত্রে যাওয়া যাবে না।'

'এতে তোমার পথযাত্রার কিচ্ছুটি উপকার হবে না বা দ্বিগুণ হবে,' মেরি বলল, 'আমার দিল কি ধড়কান আরম্ভ হচ্ছে–রাতের বিছানা ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবছিলাম না। হেলমস ডিপ কোথায় ও এটা আবার কী? এ জনপদের বিষয়ে কিছু জানিনে আমি।'

'কী ঘটছে তা যদি বুঝে থাক তবে জানব তুমি বেজায় কিছু শিখেছ। কিন্তু এখন জানার ফুরসত নেই, অন্য বহু বিষয় আমাকে ভারাক্রান্ত করছে।'

'ঠিক আছে স্প্রাইডারকে আমি বাগ মানিয়ে রাখব। সে অপেক্ষাকৃত কম ঘাড়ত্যাড়া। কিন্তু কেন এ গোপনীয়তা? আমি তো ভেবেছিলাম আমরা যুদ্ধে জিতে গেছি!'

'হ্যাঁ, আমরা জিতে গেছি, কিন্তু সেটা কেবল প্রাথমিক বিজয় এবং এ জয়ে অটোমেটিক আমাদের বিপদাশংকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইজেনগার্ড ও মর্ডরের মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতা এখনো আমি নিরুপণ করতে পারিনি। তারা কিভাবে খবর বিনিময় করে তা আমি নিশ্চিত না; কিন্তু তারা তা করত। বোধ করি বারাদডুরের চোখ যাদু উপত্যকা (Wizards vale) ও রোহানের পানে অধৈর্য্য হয়ে চেয়ে থাকবে। এটা যত কম তাকাবে ততই মঙ্গল।'

উপত্যকা থেকে রাস্তা ক্রমশঃ বেঁকে চললো। আইজেন তার পাথুরে তলে একবার দূর, একবার কাছ দিয়ে প্রবাহিত হলো। মাউন্টেন থেকে আঁধার নামলো। কুয়াশা সম্পূর্ণ দূরীভূত হলো। কনকনে বাতাস বয়ে চলল। চাঁদ সুটৌল গোলাকার হয়ে পূর্বাকাশকে বিবর্ণ হিমেল জেল্লায় ভরে তুলল। তাদের ডানের মাউন্টেনের কাঁধগুলো ঢালু হয়ে ক্ষুদ্র নগ্ন পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। সামনে সুবিশাল সমভূমি ধূসর হয়ে আবির্ভূত হলো।

পরিশেষে তারা থামল। অতঃপর হাইওয়ে ছেড়ে এক ঘোড়দৌড় সদৃশ উঁচু ভূমি অবলম্বন করে একপাশে ঘুরলো। পশ্চিম দিকে মাইল খানিকের মতো গিয়ে একটা উপত্যকায় আটলো। এটা গোলাকার ডলবারানের (উত্তরাঞ্চলীয় সারির শেষ পাহাড়) ঢালে হেলে পড়ে দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত–এর পাদদেশ সবুজ লতাগুল্মে আচ্ছাদিত। সংকীর্ণ উপত্যকার পার্শ্বদেশ গেল সনের পত্তে বক্কুর। এর মধ্য দিয়ে দৃঢ় ভাবে বক্র পত্রবত এক ঝর্ণা মিষ্টি গন্ধের মৃত্তিকার বুক চিরে বলপূর্বক ছুটে চলল। নিচু পাড়ে–কাদা ঝোপ ঘন হয়ে জন্মেছিল, এব তার নিচেই তারা শিরির নির্মাণ করলো। মধ্য রাতের দু'ঘণ্টা বা

এরকম সময়ের পূর্বে এ কাজ শেষ হলো। পাশে ছিল বয়ঃজ্যেষ্ঠ, দীর্ঘ কিন্তু সবল এক কাঁটা গাছ। এর দোমড়ালো, মুচড়ানো শেকড়ের ফাঁকে তারা আগুন জ্বাললো। প্রতিটি শাখাশীর্ষে কুড়ি উপচে পড়ছিল।

দু'জন গার্ড নিয়োগ করা হল। রাতের খাবার পর বাকিরা আলখিল্লা কম্বলে গতর জড়িয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। হবিটরা এক কোণে পুরনো বৃহৎ পর্ণ গুচ্ছের ওপর শুয়ে পড়ল। মেরীর তন্দ্রাচ্ছন্ন দশা। কিন্তু পিপিন এখন কৌতূহলিপূর্ণভাবে অস্থির হয়ে পড়ল। সে গুটিগুটি মেরে পাশ ফেরার সময় পর্ণগুচ্ছে ক্রিক ক্রিক আওয়াজ উঠলো।

'ব্যাপার কি?' মেরি বলল, 'তুমি কি উঁই ঢিবিতে শুয়ে আছ?'

'না। তবে আরাম পাচ্ছিনে। ভাবছি–বিছানায় শুইনি কতকাল হলো?' পিপিন বলল।

মেরি হাই তুললো। 'কর গুণে দেখতে পার,' সে বলল, 'তবে নিশ্চয় তুমি জান কতদিন আমরা লরিয়েম ছেড়েছি।'

'আঃ মরণ! আমি বেডরুমের প্রকৃত শয্যার কথা বলছি,' বলল পিপিন।

'ও, আচ্ছা। তাহলে সেটা রিভেন্ডেল। তা যাক, আজ রাতে আমি শশ্মানেও ঘুমোতে পারব,' মেরি বলল।

দীর্ঘ বিরতির পর পিপিন কোমলস্বরে বলল, 'তোমার ভাগ্য ভাল, মেরী–গ্যান্ডালফের সাথে তুমি আছ।'

'আচ্ছা, তাতে কী হয়েছে?'

'তার কাছ থেকে কোন খবর বা তথ্য পেয়েছ কি?'

'হ্যাঁ, প্রচুর। গতানুগতিকের অধিক। কিন্তু তুমি সব কিংবা অধিকাংশ শুনেছ। তুমিতো নিকটে ছিলে আর আমরাও লুকোচুরি করে কথা বলনি। কিন্তু কাল তুমি তার সাথে যেতে পারো। ইচ্ছে, করলে আরো বেশি জানতে পারো–সে তোমাকে নিবে কি না...?

'খবর নিতে পারবো? উত্তম! তবে সে নিশ্ছিদ্র নয় কি? আদৌ তার পরিবর্তন নেই।'

'ও হ্যাঁ, নিশ্ছিদ্র, মেরি বলল কিছুটা জেনো এবং ভাবতে লাগলো–কিসে তার সঙ্গী উদ্বিগ্ন হচ্ছে। সে জেনো উঠেছে, বা এরকম কিছু একটা। বোধ করি, পূর্বাপেক্ষা একই সাথে সে হতে পারে সদাশয় ও অধিক ভীতিকর, আনন্দোচ্ছল ও অধিক গম্ভীর। সে বদলেছে ঃ কিন্তু কতখানি তা আমাদের এখনো বোঝার সাধ্য নেই। তবে সারুম্যানের সাথে তার বচসার শেষাংশ নিয়ে ভাব। মনে রেখ, সারুম্যান একদা গ্যান্ডালফের মুরুব্বি ছিল ঃ কাউন্সিলের মাথা, প্রকৃতপক্ষে যাহোক না কেন। সে ছিল সারুম্যান দ্য হোয়াইট। এখন গ্যান্ডালফই হোয়াইট। নির্দেশমাত্র সারুমান আসলো, এবং তার শাসন দণ্ড কেড়ে নেয়া হলো। তারপর তাকে ভেঙ্গে পড়তে বলা হলো এবং সে চলে গেল।'

'বেশ, গ্যান্ডালফ যদি আদৌ পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে সে এ যাবত কালের মধ্যে সর্বাধিক নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠেছে,' পিপিন যুক্তি প্রদর্শন করল। 'ওই–কাচের বলের কথা বুঝে দেখ। এটা পেয়ে তাকে বড় রকমের খুশী মনে হলো। এ ব্যাপারে সে কিছু জানে কিংবা ধারণা করে। কিন্তু সেটা কি তা সে আমাদের বলবে? না, এক রতিও না। আমি এটা কুড়িয়ে নিয়ে ডোবায় হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলাম। "এটা আমি নেব ব

ৎস"–ব্যাস। আসলে এটা কী? জিনিসটিকে বেশ ভারী মনে হয়েছিল।' পিপিনের স্বর অস্বাভাবিক ছোট হল, যেন আপন মনে কথা বলছিল।

'তাই বলো!' মেরি বলল। 'তবে এ চিন্তাই তোমাকে উদ্বিগ্ন করছে? বাদ দাও বৎস, গিল্ডোরের কথা ভুলে যেয়ো না–শ্যাম তার একটা কথা উদ্ধৃত করে বলতো ঃ যাদুকরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাইও না, কারণ তারা ক্রোধে সূক্ষ্ম এবং ক্ষিপ্র।'

'কিন্তু মাস মাস ধরে আমাদের মগজটা এ ব্যাপারে ঘামছে।' পিপিন বলল। 'আমি একটু তথ্যপ্রিয়। বলটাকে একবার খুঁটিয়ে দেখতে চাই।'

'ঘুমাও!' মেরি বলল। 'আজ হোক কাল হোক, মেলা তথ্যই তুমি পাবে। মাই ডিয়ার পিপিন, কোন টুক কখনো একজন ব্রান্ডিবাককে জেরা করে খোঁচায় নিত তবে এখন কি কিছু জানতে পাবি?'

'ঠিক আছে! আমি যা চাই তা তোমাকে বলাতে ক্ষতিটা কি ঃ ক্ষতি কি সে পাথরে একটু চোখ রাখাতে গ্যান্ডালফ এটার ওপর কোন মুরগীর ডিমে তা দেবার ঢংএ বসে আছে। তাই আমি জানি, এটা আমি পেতে পারি না। কিন্তু তোমার চোখ খোলা থাকা পর্যন্ত অধিক কিছু করতে পারছি না। ঘুমোতে যাও–ও–ও!'

'বেশ, আমার কী বলার আছে?' মেরি বলল। 'পিপিন, আমি দুঃখিত, তোমাকে কিন্তু ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। নাস্তার পরেই তোমার মতো কৌতূহলী হয়ে পড়বো, এবং যাদুকরকে মধু কথায় ভুলিয়ে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। তবে আমি আর জাগনা থাকতে পারছি না। একবার হাই উঠলে শ্রবণ শক্তিহীন হয়ে পড়ি গুড নাইট!'

পিপিন নির্বাক। তবু সে শুয়ে পড়ল। তবে নিদ্রা বহু দূরে। মেরির মৃদু নাক ডাকানিতে তার ব্যাঘাত হল। তার অন্তরে কালো গোলকটির চিন্তা আরো ঘনীভূত হলো। সে আবার হাতে এটার ওজন অনুভব করলো এবং এক মুহূর্তে দেখে নিল তার রহস্যময় লোহিত গভীরতা। সে নড়েচড়ে, পাশ বদল করে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করলো।

শেষ পর্যন্ত আর স্থির থাকতে পারলো না। উঠে বসে চারদিকে নজর করল। কনকনে ঠাণ্ডায়। আলখিল্লাটি ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল। উপত্যকা তলদেশে হিমেল শুভ্র আলোয় জ্যোতিমান চাঁদ। ঝোপঝাড়ের ছায়া কৃষ্ণকায়। চারধারে সব ঘুমন্ত প্রতিমূর্তী। রক্ষী দু'জনকে দেখা গেল না, সম্ভবত পাহাড়ের উপরে ছিল বা পর্ণগুচ্ছে লুকিয়ে ছিল। অজ্ঞাত এক আবেগে তাড়িত হয়ে পিপিন গ্যান্ডালয়ের শয়নস্থলের দিকে কোমল পায়ে এগোল। সে নিচ দিকে ঝুকে তারা পানে তাকালো। মনে হলো যাদুকর নিদ্রামগ্ন, তবে চোখের ডালি আধখোলা দীঘল ভ্রূর নিচে দৃষ্টির এক দীপ্ত আভা। পিপিন ত্বরিত পিছু হটল। কিন্তু গ্যান্ডালফের কোন নড়চড়া নেই; এবং সে আমতা ইচ্ছা সহকারে আর একবার সামনের দিকে ধাবণ করল, যাদুকরের মস্তক পশ্চাৎ থেকে হবিট আবার গুড়ি মেরে মাথা তুলল। সে কম্বলে জড়ান, আর তার উপরের অংশটায় আলখিল্লা বিস্তৃত। এবং তার পাশেই ভাঁজ করা ডান হাতের (গ্যান্ডালফের হাত) টিলার মতো গোলাকৃতি কিছু একটা কালো কাপড়ে আবৃত ছিল। তার হাতটা যেন ওটার ওপর থেকে মাটিতে খসে পড়লো। দম ধরে পই পই করে পিপিন নিকট থেকে নিকটতম হলো। এক পর্যায়ে হাঁটু গেড়ে নত হল। তারপর অতি সন্তর্পণে যাদুকরের হাত সরিয়ে দিয়ে গোলকটি

তুলল। সে যতটা মনে করেছিল, এটা ততটা ভারী ছিল না। 'বোধ হয় টুকিটাকি কোন কিছুর পুটুলি, স্বস্তির আশ্চার্য অনুভূতিতে সে ভাবলো। তবে সে আর তা নামাতে পারলো না। এটা সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরে সে খাড়া হয়ে থাকলো। তারপর তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলল। পা টিপে টিপে সরে পড়লো, প্রকান্ড একটা শিলাখণ্ড দেখলো এবং ফিরে আসলো।

এবার সে গোলকের কাপড়খানি খসিয়ে নিয়ে তাতে শিলাখন্ডটি মুড়ে যাদুকরের হাতের কাছে রেখে দিল। অতঃপর নগ্ন গোলকটির দিকে দৃষ্টিপাত করলো ঃ স্ফটিকের মসৃণ এক গ্লোব, কৃষ্ণ মৃতবৎ অবস্থায় তার হাঁটুর সুমুখে আলুথালু হয়ে আছে। পিপিন ঝটপট করে এটা তার আলখিল্লায় জড়িয়ে নিল। তার শয়নস্থলে ফিরতে উদ্যত হচ্ছে এমতাবস্থায় গ্যান্ডালফ ঘুমের ঘোরে নড়ে উঠলো, এবং মাতালের সুরে কি যেন বলল। কথাগুলো আচানক ভাষার। তার হাত হাতড়াতে হাতড়াতে জড়ানো শিলাখন্ডকে আঁকড়ে ধরলো। অতঃপর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দোসরবার নড়লো না।

'হারে গো মুর্খ! পিপিন নিজকে বলল। 'তুমি তোমাকে রাবনের চিতায় ফিরে পেতে যাচ্ছ। আগের স্থানে রাখ এটাকে।' কিন্তু এখন তার হাটুকম্পন আরম্ভ হয়েছে। গ্যান্ডালফের কাছে যাবার হিম্মত তার শেষ। 'তাকে, না জাগিয়ে এটা আমি ফেরত দিতে পারলাম না বুঝি,' সে ভাবল 'যতক্ষণ না আমি একটু স্থির হতে পারছি। সুতরাং আমি ও আগে দেখে নিতে পারি, যদিও ঠিক তা এখানে না!' সে চোরের কায়দায় সটকে গেল, এব তারা শয়নস্থলের অনতিদূরে একটা সবুজ টিলার ওপর বসলো। উপত্যকার প্রান্ত দিয়ে চন্দ্র ভেতরে উঁকি মারলো।

পিপিন পর হাঁটু উঁচু করে বসলো এবং দু'হাঁটুর ফাঁকে বলটি। সে এটার উপর উপুড় হয়ে পড়লো যেমনটি গামলা ভরা খাবারের ওপর লোভী শিশুরা নজর করে থাকে। চারধারের বাতাস অচল মনে হলো। চন্দ্রালোকে বলটিকে প্রথমে জেট ব্লাকের ন্যায় অন্ধকার ঠেকলো। তারপর এ থেকে ক্ষীণ জ্যোতি বেরিয়ে তার দৃষ্টি স্থির করে ফেলল, সে অন্যত্র তাকাতে পারলো না। শীঘ্রই পুরো ভেতরটা আগুনে পূর্ণ হলো; বলটি ঘুরছিল বা তার অন্তর্গত আলো পাক খাচ্ছিল। আলো হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো। সে চমকিত হয়ে বলটা ছাড়বার জন্য সংগ্রাম করলো ঃ কিন্তু বলটি দুহাতে ধরে বক্র হয়েই থাকলো। সে অধিক থেকে অধিকতর বক্র হতে হতে শক্ত হয়ে গেল; তার নিঃশব্দ ঠোঁট বারকয়েক নড়লো। কণ্ঠরোধী এক চিৎকার মেরে চিৎ হয়ে পড়ে অসাড় হয়ে গেলো। গগনবিদারী চিৎকারে বাঁধের ওপর থেকে বক্ষীরা লাফিয়ে পড়লো। মুহূর্তেই পুরো শিবিরে সাড়া পড়ে গেলো।

'ও, তবে এই সে চোর!' গ্যান্ডালফ বলল। সে দ্রুত তার আলখিল্লাকে গ্লোবের ওপর নিক্ষেপ করলো। 'কিন্তু পিপিন তুমি! ভয়ানক সর্বনাশ!' সে পিপিনের দেহের পাশে নতজানু হলো ঃ হবিট চিৎ হয়ে শায়িত, যেন ধনুষ্টংকার মোকাবেলা করছে। তার শূন্য দৃষ্টি আকাশের বুকে তাক করে আছে। 'বদমায়েশি! সে নিজের এবং সকলের কি সর্বনাশটাই না করলো!' যাদুকরের মুখমন্ডল কুচকে খেপাটে হয়ে গেলো। সে পিপিনের হাত ধরে তারা মুখের ওপর উবু হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস হদিশ করতে লাগলো। তারপর তার কপালে হাত

রাখলো। হবিট ঝাকি মেরে উঠলো। তার চোখ বন্ধ হলো। চিৎকার করে বসে পড়ে বিস্ময়বিমূঢ়ের মতো পাশে থাকা মুখগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

'এটা তোমার জন্য না, সারুম্যান! সে তানজিন তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করলো, গ্যান্ডালফের কাছ থেকে জড়োসড়ো হয়ে সরতে লাগলো। 'এটা আমি এখনই পাঠাবো। বুঝতে পারছ তুমি? একথাই বলো! 'তারপর সে উঠে পালানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু গ্যান্ডালফ তাকে কোমল ভঙ্গিতে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরলো।

'পেরিগ্রিন টুক, থাম!' সে বলল।.

হবিট রিল্যাক্সড হয়ে থামলো, গ্যান্ডালফের হাত ধরে চিৎকার করে বললো, 'আমায় ক্ষমা করো, গ্যান্ডালফ!'

'ক্ষমায় করবো' যাদুকর বলল। 'আগে বলো তুমি কী করেছ!'

পিপিন জড়ানো গলায় বলল, 'আমি বলটি নিয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলাম। এবং ভীতিকর কিছু দেখলাম। তারপর সরে পড়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। এবং তারপর সে এসে আমাকে প্রশ্ন করলো; এবং আমার দিকে তাকালো, এবং, এবং এটুকুই আমার মনে আছে।'

'এটুকুতে হবে না,' গ্যান্ডালফ কঠিন সুরে বলল। 'তুমি কী দেখেছ এবং কি বলেছ?'

পিপিন চোখ বুঁজে থরথর কাঁপতে লাগলো, তবে বাকহীন। অন্যদিকে ফিরে থাকা মেরি ছাড়া তারা সবাই তার দিকে খামোশ হয়ে তাকিয়ে থাকল। তবে গ্যান্ডালফের মুখাবয়ব এখনো দৃঢ়, বলল– বলো তুমি!

খানিকটে হ্রস্ব দ্বিধাগ্রস্ত সুরে পিপিন আবার আরম্ভ করলো, এবং ধীরে ধীরে তার জিহ্বা পরিষ্কার হয়ে নবোদ্যমিত হয়ে উঠলো। 'আমি দেখলাম কৃষ্ণ আকাশ আর সুউচ্চ যুদ্ধ প্রাচীর, সে বলল। 'আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারকারাজি। এগুলোকে অনেক পুরোন এবং দূরে মনে হলো, তথাপি রুক্ষ ও স্পষ্ট। তারপর তা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করলো–ডানাওয়ালা কিছু যেন তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। বোধ করি, তা সব অতি বিরাটকায় গ্লাসের মধ্যে টাওয়ারের চারিদিকে কতকগুলো বাদুড় চক্রাকারে ওড়ার চিত্র দেখা গেল। মনে করি, তারা নয়জন ছিল। একটা বৃহত্তম থেকে বৃহত্তর হতে হতে সোজা আমার দিকে উড়ে আসলো। এটা লোমহর্ষক! না না, আর বলতে পারছি না। আমি পিছু হটার চেষ্টা করলাম, কারণ আমি ভাবলাম এটা বেরিয়ে আসবে। তবে এগুলো সমুদয় গ্লোবকে আচ্ছন্ন করে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর সে আসলো। তবে কোন কথা বলল না, শুধু তাকলো এবং তা আমি বুঝলাম। "অতএব তুমি ফিরে এলে? এতোদিন খবর না দিয়ে উদাসীন ছিলে কেন?" আমি জবাব দেইনি সে বলল ঃ "কে তুমি?" তবু উত্তর দিলাম না, তবে সে চাপ সৃষ্টি করলে বললাম–'হবিট।'

'তারপর অকস্মাৎ সে আমাকে দেখে ফেলল মনে হলো এবং আমার প্রতি নির্দয় হাসি প্রদর্শন করল। এ হাসি আমার দিন কলিজায় ছুরির ফলা বসিয়ে দিল। আমি মুক্তি পেতে সংগ্রাম করলাম। কিন্তু সে বলল ঃ " রসো! আমাদের আবার দেখা হবে। সারুম্যানকে বলো যে এ চমৎকার বস্তুটা তার জন্য না। আমি এখনি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বুঝলে? ঠিক

একথাই বলো!" তারপর সে আমার দিকে উলঙ্গ উল্লাসভরে তাকালো। আমি যেন শতখণ্ড হয়ে গেলাম। না, না, আর বলতে পারছি না। আর কিছু মনে করতে পারছি না।'

'তাকাও আমার দিকে!' গ্যাণ্ডালফ বলল।

পিপিন সরাসরি তার চোখের মধ্যে দৃষ্টি দিল। তার পলকহীন দৃষ্টিকে যাদুকর খানিকক্ষণ নিঃশব্দে সমর্থন করলো। তারপর তার মুখমণ্ডল কোমল হলো, তাতে স্নিগ্ধ হাসির ইঙ্গিত ফুটে উঠলো। সে পিপিনের মস্তকে আলতো ভাবে হাত রাখলো।

'ঠিক আছে!' সে বলল। 'আর বলতে হবে না। তোমার কোন ক্ষতি হয়নি। তোমার চাহনিতে কোন প্রতারণা নেই, যেমনটি আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু সে তোমার সাথে দীর্ঘ ক্ষণ কথা বলেনি। পেরিগ্রিন টুক, তুমি বোকা থেকে গেলে, তবে সৎ বোকা। মনে রেখ, দারুণ সৌভাগ্য ক্রমে তুমি এবং তোমার বন্ধুরা এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। দ্বিতীয় দফা এ মওকা পাবার আশা করো না। সে যদি তোমাকে তাৎক্ষণিক প্রশ্ন করতো, তবে নিশ্চয় তুমি কালবিলম্ব না করে যা জান সব বলে দিতে, আর হয়ে যেত সাড়ে সর্বোনাশ। তবে তার মেজাজ তখন ব্যাকরণসম্মত ছিল না। সে কেবলমাত্র তথ্য চায়নিঃ চেয়েছিল তোমাকে, তড়িঘড়ি করে, যাতে করে ডাকটাও যারে ধীরে সুস্থে তোমার সাথে কারবার করতে পারত। কাঁপাকাপি করো না! যাদু ব্যক্তিত্ত্বদের সাবজেক্ট নিয়ে নাক গলাতে একটু খেয়াল রাখার দরকার পড়ে। যাকগে, তোমাকে মাফ করলাম। শান্ত হও! ঘটনা যতটা খারাপ হতে পারতো ততটা হয়নি।'

পিপিনকে সে আঁতুড় ঘরের শিশুর মতো তুলে শয্যায় ফেরত নিয়ে গেল। মেরি গিয়ে পাশে বসলো। পারলে একটু রেষ্ট নাও পিপিন!' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'আমাকে বিশ্বাস করো। ফের হাতের তালু চুলকালে আমাকে জানিও! এটা আরোগ্য করা সম্ভব। তবে যাই করো না কেন, আমার হাতে যেন আবার কোন পাথরখণ্ড ধরিয়ে দিও না। এখন, কিছুক্ষণের জন্য তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব।'

গ্যাণ্ডালফ অন্যদের কাছে গেল যারা বিক্ষতচিত্তে অর্থেংকফলকে পার্শ্বে দাঁড়ানোই ছিল। 'সেখানেই বাঘের ভয় যেখানে রাত পোহায়। সামান্যের জন্য বেঁচে গেলাম!' সে বলল।

'পিপিন হবিট কেমন আছে?' এ্যারাগর্ণ বলল।

'ভাবছি সে ভাল হয়ে যাবে,' গ্যাণ্ডালফ জবাব দিল। 'হবিটদের সহ্যশক্তি অপূর্ব। তার আতংকজনক স্মৃতি সম্ভবত সত্বর দূরীভূত হবে। হ্যাঁ, খুব শিগ্‌গিরই। এ্যারাগর্ণ, তুমি কি অর্থেংক পাহারার দায়িত্বভার নেবে? এটা বিপজ্জনক ভার!'

'বিপজ্জনক বটে, তবে সবার কাছে না,' এ্যারাগর্ণ বলল। এটা একজনই অধিকার বলে দাবি করতে পারে। 'এজন্যই ইলেণ্ডিলের রাজকোষ হতে অর্থ নিয়ে গণ্ডরের রাজন্যবর্গ কর্তৃক এখানে অর্থেংকের স্মৃতি ফলক (Palantir of Orthanc) স্থাপন করা হয়েছে। এখন আমার সময় এসেছে। আমি এটার কর্তৃত্ব হাতে নেব।'

গ্যাণ্ডালফ এ্যারাগর্ণের দিকে তাকাল। তারপর অন্যদের অবাক করে দিয়ে ঢাকা পাথরখণ্ডখানি (Palantir) তুলল, এবং এটা উপহার দেবার ভঙ্গিতে নত হলো।

'এটা নাও, লর্ড!' সে বলল ঃ 'আন্তরিকতার সাথে এটা ফিরিয়ে নিন। আমার যদি

পরামর্শ দেয়ার অধিকার থাকে, তাহলে বলবো, এটা ব্যবহার করো না–এখন! সাবধান!'

'যখন আমি ব্যস্থ-সমস্থ হয়ে ছিলাম তখন কারা প্রতীক্ষা করে বহুকাল ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে?' এ্যারাগর্ণ বলল।

'কখনো না! তীরে এসে তরী ডুবাই ও না। গ্যাণ্ডালফ জবাব দিল! 'এটা অন্তত সেরে রাখ। এখানে উপস্থিত তোমরা সবাই শোন! এটা কোথায় রাখা হবে তা হবিট পেরিগ্রিনের নলেজে না থাকা উচিত। তার মাথায় আবার শয়তানী চাপাতে পারে। হায়! সে এটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখেছে যা ঘটা উচিত ছিল না। তার পক্ষে এটা আইজেনগার্ডে কিছুতেই স্পর্শ করা উচিত ছিল না। এবং আমার তড়িগড়ি করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি সারুম্যানকে নিয়ে পড়ে ছিলাম, তাই পাথর খণ্ডটির (Palantir of Orthane) প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারিনি। তাছাড়া আমি ক্লান্ত ছিলাম এবং এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিদ্রাতুর হয়ে ছিলাম। এখন বুঝতে পারছি!

'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই যে, শেষ পর্যন্ত আমরা আইজেনগার্ড ও মর্ডরের মধ্যকার সম্পর্ক জানতে পারলাম। বেশ কিছু প্রকাশ হয়ে পড়েছে।'

'আমাদের শত্রুদের আছে অদ্ভূত ক্ষমতা ও বিচিত্র দুর্বলতা!' থিওডেন বলল। 'তবে কথিত আছেঃ যত করবা চালাকি পিছে দেখবা জ্বালা কি?'

'এ রকম অনেক দেখা যাচ্ছে, গ্যাণ্ডালফ বলল। 'কিন্তু এ মুহূর্তে আমরা অভাবনীয় ভাবে ভাগ্যবান। হয়ত, এ হবিট আমাকে এক সাংঘাতিক ভুল হতে রক্ষা করেছে? তাই আমি এ পাথরের (Stone, Palantir) গুণাগুণ যাচাই করতাম বা না করতাম। তা করলে আমি নিজেই তার কাছে প্রকাশ হয়ে যেতাম। আমি এখন কোন ট্রায়ালের জন্য প্রস্তুত নই। এমনকি নিজকে রক্ষা করার ক্ষমতা যদি আমি পেতাম, তাহলে আমাকে দেখা তার জন্য বিপজ্জনক হতো–যে পর্যন্ত না সে সময়টা আসে সে সময়টায় গোপনীয়তা আর কাজ করবে না।'

' বোধ করি, সে সময় এখন চলছে,' এ্যারাগর্ণ বলল।

'এখনো না। কিছুটা সন্দেহের অবকাশ আছে যা আমরা অবশ্যই কাজে লাগাবো। এনিমি (সাউরান) নিশ্চয় ভেবেছে যে, পাথর গোলকটি (Orthane Stone) অ অর্থেংকে আছে– কেন সে ভাববে না? এবং সে ভাববে যে সেখানে বন্দী হবিটকে ভয় সারুম্যান কর্তৃক যন্ত্রণা দেবার জন্য তাকে গোলকটির ভেতর তাকাতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং হবে। ওই কালো অন্তর এখন হবিটের স্বর চেহারার ভরসায় পূর্ণ থাকবে ঃ তার এ ভ্রম কাটতে সময় লাগবে। আর এ সময় আমরা অবশ্যই ছিনিয়ে নেব। আমরা বড্ড আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছি, এখনই দৌড়াতে হবে। আইজেনগার্ডের নিকটাঞ্চল এখন পুঁতে থাকার স্থান না। আমি এখনই পেরিগ্রিন টুককে নিয়ে যাত্রা করা। অন্যদের নিদ্রাকালে অন্ধকারে নিশাচরের মতো চলা থেকে তার পক্ষে এটাই ভাল।'

'ইয়োমার ও দশ সওয়ারীকে আমি রাখব,' রাজা বলল। দিবসের প্রথম ভাগে তারা আমার সাথে যাবে। বাকিরা যেভাবে ইচ্ছা এ্যারাগর্ণের সাথে যেতে পারে।'

' তোমার যেমন ইচ্ছা,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'তবে হেলমস ডিপের পাহাড়ি অঞ্চলকে কাভার করার জন্য যতটা সম্ভব গতিবাড়িও!'

এ মুহূর্তে তাদের ওপর একটা ছায়া এসে পড়লো। মনে হল আচমকা সমুজ্জ্বল চন্দ্রালোক বিদেয় হলো। কতক সওয়ারী জড়োসড়ো মেরে চিৎকার করে উঠলো– মাথার ওপর বাহুগুলো এমনভাবে তুলে ধরলো যেন ওপর থেকে কিছু একটাহুড়মুড় করে পড়ছে। দারুণ এক আতংক আর হিমেল পরশ তাদের জাবড়ে ধরলো। কানার মতো উপরে তাকালো তারা। চাঁদ ঢেকে দিয়ে কালো মেঘখণ্ডের মতো বিশাল ডানাওয়ালা এক মূর্তি ছুটে গেলো। মধ্য বিশ্বের যে কোন বায়ুবেগকে হার মানিয়ে এটা ঘুরপাক খেয়ে উত্তর দিকে ছুটলো। দানবটির সামনের তারকারাজি যেন ক্ষীণ হয়ে গেলো। সে অদৃশ্য হলো।

তারা উঠে দাঁড়ালো পাথরের ন্যায় অসাড়। মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো পক্ষাঘাত রুগীর মতো ঝুলিয়ে দিয়ে গ্যাণ্ডালফ হা করে তাকিয়ে থাকলো।

'নাজগুল!' সে চিৎকার করলো। 'মর্ডরের দূত। ঝড় আসছে। মরেছে, নাজগুল নদী পার হয়েছে! চলো, চলো! ভোরের অপেক্ষা করে কাজ নেই! আঠারো মাসে বছর হলে হবে না! যাত্রা করো!'

সে স্যাডোফ্যাক্সকে ডেকে এদিক সেদিক করতে লাগলো। এ্যারাগর্ণ তাকে অনুসরণ করলো। গ্যাণ্ডালফ পিপিনকে কোলে তুলে নিল। 'তুমি এখন আমার সাথে যাবে, সে বললো। 'ফ্যাগেফাক্স তার তি তোমাকে দেখাবে। তারপর সে তার থারণস্থলে ছুটে গেল, স্যাডোফ্যাক্স সেখানে দাঁড়িয়ে। ছোট ব্যাগটি তার একমাত্র লাগেজ–ঘোড়ার কাঁধে ঝুলিয়ে সওয়ারী হলো। আলখিল্লা, কম্বলে জড়ানো পিপিন ধরে এ্যারাগর্ণ গ্যাণ্ডালফের হাতে দিল।

'বিদায়! দ্রুত অনুসরণ করো! চলো স্যাডোফ্যাস!' গ্যাণ্ডালফ বললো। অতিকায় অশ্ব মাথা তুলে ঝাপ আরম্ভ করলে তরঙ্গায়িত লেজ চন্দ্রালোকে জ্যোতির্ময় হলো। মাটিতে লাথিগুঁতো মেরে উত্তরীবায়ুর বেগে স্যাডোফ্যাক্স পার্বত্য অঞ্চল ত্যাগ করলো।

'আরামের অপূর্ব রাত!' মেরি এ্যারাগর্ণকে বললো। 'কোন একজন আশ্চর্য ভাগ্যবান। ঘুমাতে চায়নি, চেয়েছিল গ্যাণ্ডালফের সাথী হবে–এবং ওই সে চলল! সতর্ক সংকেত হয়ে পাথরে পরিণত হয়ে তাকে আর এখানে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকতে হলো না।'

'তার পরিবর্তে তুমি যদি অর্থেংষ্টোনে (পাথর গোলক) হাত দিতে, তবে এখন কেমন হতো?' এ্যারাগর্ণ বলল।

'তোমার অধিকতর খারাপ কিছু ঘটতে পারতো। কে বলতে পারে? বরং তোমার কপাল ভালো যে তুমি আমার সাথে আছো। এখনই প্রস্তুত হয়ে নাও, এবং পিপিনের ফেলে রাখা সবকিছুর জোগাড়যন্ত্র করো। কুইক!'

স্যাডোফ্যাক্স যেন উড়ে চল্লো। সওয়ারীর কোন তাগাদা বা গাইডের দরকার হলো না। পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে তারা আইজেনের ফোর্ডগুলো পার হলো। তাদের পশ্চাতে অশ্বারোহীর স্তূপ (Mound of Riders) এবং বর্শা-বল্লমগুলো ধূসর রূপ ধারণ করলো।

পিপিন সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তার গা গরম হচ্ছে, শ্বাস-প্রশ্বাস তীক্ষ্ণ, সতেজ। সে গ্যাণ্ডালফের সাথে আছে না? পথর গোলক আর ওপরের চাঁদ-ঢাকা-জঘন্য ছায়ার আতংকিত স্মৃতি- তার মন থেকে ধীরে সরে যাচ্ছে–পিছের ঘটনাবলী মাউন্টেনের কুহেলিকা অভ্যন্তরে স্বপ্নবৎ মিলিয়ে যাচ্ছে। সে এক গভীর শ্বাস ফেলল।

'জানতাম না, তুমি এতো সাদাসিধাভাবে ঘোড়ায় চড়ো, গ্যাণ্ডালফ। একটা লাগাম পর্যন্ত নেই,' সে বলল।

'স্যাডোফ্যাক্সর পিঠে ছাড়া আমি এলফ ফ্যাসনে চলিনে, গ্যাণ্ডালফ বলল। 'কিন্তু স্যাডোফ্যাক্সের কোন সাজের দরকার নেই। তুমি স্যাডোফ্যাক্স চড়ো নাঃ সে তোমাকে বয়তে কবুল কিংবা নারাজ। রাজী থাকলে ভাল কথা। এক্ষেত্রে কাজ হবে একটাই–তার পিঠে তোমাকে দেখা যতক্ষণ না তুমি শূন্যে ঝাপ মেরেছ।'

'সে কত বেগে যাচ্ছে?' পিপিন জিজ্ঞাসা করল। 'হাওয়া বেগে, তবে তার পদক্ষেপ কত হালকা!'

'সে এখন সর্বাধিক হর্সপাওয়ারে ছুটছে,' গ্যাণ্ডালফ জবাব দিলো, 'তবে তার ক্ষেত্রে এটা কোন গতি না। জমিন এখানে কিছুটা উচু এবং নদীপাড় থেকে ছেঁড়া-ফাটা। কিন্তু দেখ তারকাতলের হোয়াইট মাউন্টেন কি চোটে নিকটবর্তী হচ্ছে! কৃষ্ণ বর্শাফলারমতো সমুখের ওই থ্রাইহায়ান চূড়া (Thnihynne Prels) দু রাত আগে স্টিকুমের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছানের আগেই এসব অদৃশ্য হবে।

পিপিন আবার খানিকক্ষণ চুপ থাকলো। গ্রান্ডলীর বিভিন্ন ভাষায় গুনগুন করে কি যেন গাচ্ছিল এবং সে তা শুনলো। পরিশেষে যাদুকর এমন গান গাইল যা হবিট ধরতে পারলো। বাতাসের পতপত ধ্বনির মধ্যে কয়েকটা লাইন সে পরিষ্কার শুনলো ঃ

আকাশ ছোঁয়া জাহাজ আর দীর্ঘদেহী রাজারা
তিনক্রিক্কে নয় বার,
ছুটে চলা সে সাগর পেরিয়ে
ছেঁড়া ফালি সে দেশ থেকে এনেছিল কি করে
সাত সেতারা আর গতি পাথয় খণ।
আর এক শুভ্র বৃক্ষকাণ্ড (White Tree)

তুমি কি বলছ, গ্যান্ডলাফ? পিপিন জিজ্ঞাসা করে।

'পুঁথি কথার ছন্দ রোমন্থন করছি আরকি, যাদুকর বলল।

'বোধ করি হবিটরা সে সব ভুলে গেছে যদিও তারা জানতে মানা, সব না। এবং আমাদের জিজস্ব বহু ছড়া-কথা সম্ভবত তা তোমাকে আনন্দ দেবে না। কিন্তু এটা শুনিনি আমি। এটা কোন বিষয়ে– সাত তারা, সাত পাথর কী?

'পুরাকালের রাজাদের প্লানট্রি (PalanTiri) বিষয়ে বলল।

'সেটা আবার কি?'

'এটার অর্থ যা দূরে দেখায়। যেমন- অথেংক-ষ্টৌন (পাথর ফলক) একটি।'

'তবে এটা তেরি... তৈরি করেনি...... সাউরান? পিপিন তোতলা মেরে গেলো।

'না,' র‍্যান্ডলফ বলল। ' সারুম্যানও তৈরি করেনি। এটা তার পিল্প বোধের বাইরে,

এবং এনিমিরাও আওতামুক্ত। প্লানস্ত্রি ওয়েস্টারনের ওপারে এল্ডমার থেকে এসেছিল। নোল্ডরিরা (উঁচু শ্রেণীর এলফ) সেগুলো বানিয়েছিল। হয়তবা ফিয়ানোরা নিজেই তা গড়েছিল, অনেক আগে যে সময়টা বছরের হিসেবে সম্ভব না। তবে এমন কিছু নেই সাউরান যা কুকাজে লাগতে পারে না। সারুম্যানের জন্য দুঃখ হয়। এখন বুঝলাম এটা তার পতনের কারণ। সমুখ বিপদের কারণ হলো- তারা সবাই আমাদের থেকে- নাভীরা কৌশলের অধিকারী তবু দায়দায়িত্ব সারুমানকে বহন করতে হবে। হদ্দ বোকা! স্বস্বার্থে এটা সে নিজের কাছে সেরে রেখেছে। কখনো কাউন্সিলের কারো সাথে এ নিয়ে সে টু শব্দ করেনি। আমরাও গন্ডরের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মধ্যে প্লনস্ত্রির ভাগ্য নিয়ে ভাবিনি। সেগুলো থেকে প্রায় ভূলেই গিয়েছিল। এমনকি গ্নডরের গুটি কয়েকটি স্লোকে ওপেন যোক্রেনলি এ সম্পর্কে জানে। আর্মরো (Aranor) ডুনকেইন সম্প্রদায়ের গাঁথা -- মধ্যে এসব স্মরণ করা হতো।

এক সাদা প্রশ্নের জবাব পাবার আনন্দ -বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পিপিন জিজ্ঞাসা করলো- পুরাকালের মেনরা ০০ কোন কর্মে তা ব্যবহার করতো?'

দূরের কিছু দেখতে, এবং একে অপরের সাথে গভীর -- আলোচনার জন্য,' গ্যান্ডলফ বলল। 'এভাবে তারা গন্ডরকে একত্রিক রেখে বহুদিন রক্ষা করেছিল।' তারা মিনাস এ্যনার, মিসাস ইথিল এবংয় আইজেনগার্ড বয়সের অথেংকে পাথরগুলো সেট করেছিল। সেগুলোর পরিচালক অসগ্নিয়াতের তারকা খচিত গম্বুজ-মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। অপর তিনটে ছিল দূর নর্থে। এলরন্ড গৃহে। কথিত আছে যে সেগুলো ছিল এ্যানামিনাস (Annuminas) এবং এমল-সালে- আর ইলেন্ডিলের পাথর (Elemails Stone)খানি ছিলো টাওয়ার হিলে (Tower Hill) ধূসর জাহাজ ভর্তি লূন উপসাগরে মিল্ভন্ডের দিকে ছিল তাকিয়ে থাকে।

'প্রত্যেকটি প্ল্যান্টির পরস্পরকে সাড়া দিত। কিন্তু গন্ডরের সবগুলো খবা শি ।লয়তের কাছে চির উন্মুক্ত ছিলো। এখন মান যে, যেহেতু অথেংকের চূড়া যুগ-যুগান্তরের ঝড়ফাপটা প্রতিরোধ করেছে, সেহেতু ওই লীভিয়ারের প্ল্যান্টির রয়ে গেছে বুঝতে হবে। কিন্তু দূরের প্রতিমূর্তি কল্পনা করা ছাড়া এটা একাকি কিছুই করতে পারেনি। সন্দেহ সেই যে সেটা সারুম্যানের খুব দরকারে এসেছিল; তবু সারুম্যানকে অতৃপ্ত মনে হলো। যতক্ষণ না সে বারাডুকে চোখ ফেলতে পেরেছিল, ততক্ষণ সে দূর-দূরান্তে তাকিয়ে ছিল। অতঃপর সে ধরা খেল!

'এখন মানির ও গন্ডরের পাথরগুলো কোথায় কবর হয়ে আছে কে জানে? কিন্তু এটা... কমপক্ষে একটা সাউরান অবশ্যই পেয়ে থাকবে এবং স্বকাজে লাগাবে। মনে করি যে এটা ইথিম স্টোন। কারণ স অনেক আগে মিম্যাস ইথিলের দখল নিয়ে বাজে স্থানে পরিণত করেছিলঃ মিনাস সর্গুল তা এখন।

'এখন পানির মতো অনুমেয় যে কত তাড়াতাড়ি সারুম্যানের চাতক চোখ ফাঁদে আটকে গেল; এবং দূর থেকে সে কতই না অণুপ্রাণিত হয়েছে, আর মদদ বন্ধ হলে কিভাবেই না দমে গেল। ঠোকরবাজ বাঁজ এখন ঈগলের পায়ের নীচে, দুর্ভেদ্য মাকড়সার জালে আটকে গেছে! ভাবছি, পরিদর্শন নির্দেশনার জন্য কতদিন যে পাথরগুলোর কাছে

আসতে বাধ্য হয়েছে, তারা মন-প্রাণকে সেদিকে সানবের এটা যে কেউকে করার ইচ্ছা আমার আছে। দেখতে চাই, একে তার কাছ থেকে ফিরিয়ে ইচ্ছামতো চালনা করতে পারি কিনা– বুঝতে চাই বিশাল সাগরের অন্য তীরের বাওতারামানা। পর্যবেক্ষণ করতে চাই ট্রিয়ান দ্য ফেয়ার এর এর জামানা এবং কর্মরত ফিয়ানোরের কাল্পনিক হাত অন্তর, যন সাদাবৃক্ষ এবং সোনালী বৃক্ষ ফুলে ফুলে ঠাসা ছিল! সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নির্জনতায় ডুবে গেল।

'আহ! যদি এসব আগে জানতাম; পিপিন বলল। 'আমি করছিলাম তাতে আমার মন ছিলো না।'

'হ্যাঁ, ছিল.' প্যান্ডলীসা বলল। 'তুমি জ্ঞাতসারে আবোল-তাবোল আচরণ করছিলে, এবং এ কথা নিজেই বলেছিলে যদিও তুমি মনোযোগ ছিল। কিছু তোমাকে আগে বলিনি। কারণ বর্ণিত ঘটনার আদ্যপান্ত বুঝতে আমার সময় লেগেছে। তবে তোমাকে চটজলদি বললে তোমার আকাঙ্খা প্রশমিত হতো না। পক্ষান্তরে... না। দগ্ধ হাত সমুচিত শিক্ষা দেয়। আগুনে হাত পোড়ার পরের উপদেশ কলজের ভেতর -- থাকে।'

'তা থাকে,' পিপিন বলল। 'এখন যদি সাত পাথরই আমার সামনে রাখা হয়, ভবে চোখ বুঁজে হাত দু খানি পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখব।'

'ডিম! এটাই আমি আমি চেয়েছিলাম,' গ্যান্ডালফ বলল।

তবে আমি জানতে চাই–' পিপিন আরম্ভ করল।

ক্ষমা করো! স্যান্ডলফ চেচিয়ে বললো। যদি তথ্য প্রদান করাটা তোমার অনুসন্ধিৎসু রোগের ওষুধ হয়, তবে তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে দিনের বাকি সময়টুক বরবাদ হবে। আর কী চাও?'

'তারকারাজি আর জীবন্ত সবকিছুর নাম এবং মধ্যবিশ্বের তাবত ইতিহাস ও ওভার হ্যাভেন (Over heaven) আর সাণ্ডরিং সী (Sundering Seas) বিচ্ছিন্ন সমুদ্র) সম্বন্ধে জানতে চাই। এটা কম কিছু কি? অবশ্য আজ বাতে আমি ততটা ব্যস্ত নই। এ মুহূর্তে আমি কালো ছায়া নিয়ে ভাবছিলাম। "মর্ডরের দূত" বলে তোমাকে চিৎকার করতে শুনেছি। এটা কী ছিল? এ আইজেনগার্ডে কী করতে পারতো?'

'এটা পালকবিশিষ্ট এক কৃষ্ণআরোহী, একজন নাজগুল,' বলল গ্যাণ্ডালফ। 'এ তোমাকে দূর মুলুকে ডার্কটাওয়ারে (সাউরানের আস্তানা) নিয়ে যেতে পারতো।'

'তবে এ আমার জন্য আসছিল না, আসছিল কি?' পিপিন থতমত খেয়ে বলল। 'মানে, সে জানত না যে আমি...'

'অবশ্যই না,' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'সটকাট পথে অর্থেংক এবং বাবাডরের মধ্যবর্তী দূরত্ব দু শো' লিগ কিংবা তার বেশি এ পথ মাড়াতে কোন নাজগুলের বেশ কয়েকঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু অর্কহানার শুরু থেকে সারুম্যান নিশ্চয় ষ্টোনের মধ্যে তাকিয়ে ছিলো। এবং নিঃসন্দেহে তার গোপন বাসনা তার ভাবনার অধিক প্রকাশ পেয়েছে। সে কি করছে তা দেখার জন্য একজন দূত পাঠানো হয়েছে। এবং আরো মনে করি, আজ রাতের ঘটনার পর অন্য কেউ ধা করে এলো বলে। সুতরাং সারুম্যানের পাপের ষোলকলা পূর্ণ হচ্ছে যা সে মুঠো করে ধরে আছে। পাঠানোর মতো কোন বন্দী তার হাতে নেই। দূরে

দেখার জন্য নেই কোন ষ্টোন এবং কোন তলবের জবাব দিতে পারছে না। সাউরান শুধু ভাববে যে সে বন্দীদের বিষয় স্থগিত রেখে ষ্টোন ব্যবহার পরিহার করছে। এতে দূতের কাছে সত্যি কথা বলেও সারুম্যানের উপকার হবে না। কারণ আইজেনগার্ড ভূমিস্মাৎ হলেও সে এখনো অর্থেংকে বহাল তবিয়তে আছে। সুতরাং সে থাক কিংবা দূর হোক, সে দ্রোহী সাবস্ত হবেই। তথাপি, এ মহা বিপর্যয় এড়ানোর জন্য সে আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলো! বুঝতে পারছি না, এ করুণ দশার মধ্যে সে কী করবে। অবশ্যই যতক্ষণ অর্থেংকে আছে ততক্ষণ নয় আরোহীকে (Nine Riders নাজগুল) প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার আছে। সে নাজগুলদের পাখা কর্তন করে হত্যা করা চেষ্টা করতে পারে। এক্ষেত্রে রোহানবাসী ঘোড়াগুলোর প্রতি সতর্ক থাকুক!

'কিন্তু ভাবতে পারছি না এটা কিভাবে ঘটবে এবং তা আমাদের জন্য উপকারি নাকি অপকারি হবে। হয়ত, সারুম্যানের সাথে রেষারেষির কারণে এনিমির (সাউরান) পরামর্শ সংশয়াচ্ছন্ন বা বিঘ্নিত হবে। এমনও হতে পারে যে সে ভাববে আমি অর্থেংকের সোপানে দাঁড়িয়েছিলাম– আর হবিটরা আমার লেজ ধরে ছিল। বা ইলেণ্ডিলের কোন উত্তরাধিকারি আমার পাশে ছিল। ওয়ার্মটাং–যদি রোহানের কুলগৌরব দেখে ভুলপথে চালিত না হতো, তবে সে এ এ্যারাগর্ণ এবং তার পদবির বিষয়ে দুরার ভাবতো। এখানেই আমার ভয় হচ্ছে। এবং তাই আমরা ছুটে চলেছি –বিপদের বাইরে না, বরং ঘোরতর সংকটের মধ্যে। পেরিগ্রিন টুক, স্যাডোফ্যাক্সের প্রতিটি ধাপ তোমাকে ক্রমেই সায়ার দেশের (Lond of Shadow) নিকটে নিয়ে যাবে।'

পিপিন নিরুত্তর, তবে তার আলখিল্লা এমন কায়দায় আঁকড়ে ধরলো যেন কোন হিমেল ফলা অকস্মাৎ তার গতরে বিদ্ধ হলো। তাদের পদতলের ধূসর জমিন পিছু হটতে লাগলো।

'ঐ দেখ!' গ্যাণ্ডালফ বলল। 'সামনে ওয়েষ্টফোল্ড ডেল (Dales) উন্মুক্ত হচ্ছে। পূর্বমুখী পথ ধরে এদিকে ফিরে আসলাম। অদূরের কালো স্থানটি ডিপিংকুমের (Deeping Coomb) মুখ। ওদিকটায় আছে এ্যালারণ্ড (Aglarond) এবং গ্লিটারিং কেইভ (জ্বলন্ত গুহা)। এ বিষয়ে কিছু জানতে চেয়ো না। আবার দেখা হলে গিম্‌লির কাছে জিজ্ঞাসা করো। সর্বাগ্রে তোমাদের প্রত্যাশার থেকে দীর্ঘ জবাব পেতে পারো। তোমরা স্বীয় চর্মচক্ষে গুহাগুলো দেখবে না, অন্তত এ অভিযানে না। শিগ্রই সেগুলো অতি পেছনে পড়ে যাবে।'

'আমিতো ভাবলাম তুমি হেলমস ডিপে থামবে!' পিপিন বলল। 'তবে কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'মিনাসট্রিথে, যুদ্ধ-সমুদ্রে পরিবেষ্টিত হবার আগেই।'

'ও! কিন্তু তা কতদূরে?'

'লিগ লিগ দূরত্বে' গ্যাণ্ডালফ জবাব দিল। 'এখান থেকে থিওডেনের আবাসগৃহ থেকে তিনগুণ দূরত্বে অর্থাৎ পূর্বদিকে শতশত মাইলের অধিক যে পথে মর্ডরের দূতরা উড়ে চলে। সাডোফ্যাক্স অবশ্যই দীর্ঘ রাস্তা ছুটবে। কে বেশি দ্রুতগামী গণ্য হবে?

'এখন আমরা প্রত্যুষ পর্যন্ত অভিযান চালাবো, যা ঘণ্টাকয়েক দূরে। তারপর

স্যাডোফ্যাক্স পাহাড়ের (ইদোরাসের) কোন গর্তে রেষ্ট করবে আশা করি। পারলে তোমরা ঘুমিয়ে নিও! হাউস অব ইয়লের সোনালী ছাদের ওপর ভোরের প্রথম আলো তোমরা দেখতে পাবে। আর দু'দিনের মধ্যে দেখবে মাউন্ট মিন্ডোলুইনের (Mount Mindolluin) বেগুনি ছায়া এবং ডিনেথর টাওয়ারের ভোরের শুভ্র দেয়ালগুলো।

'এখন চলো স্যাডোফ্যাক্স। প্রাণপনে ছোট, যেমনটি জীবনে আর একবার করোনি। আমরা সে অঞ্চলেই যাচ্ছি যেখানে তুমি জন্মেছিলে। সেখানকার প্রতিটি শিলাখণ্ড তোমার জানা দৌড়াও! গতিবেগই ভরসা!'

স্যাডোফ্যাক্স মাথা ঝাঁকুনি মেরে চিৎকার দিল, যেন রণঢংকা বেজে উঠলো। তারপর সামনে ঝম্ফ মারল। পদতলে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হলো, নিশি বুঝি লেজগুটিয়ে পালালো।

পিপিন ধীরে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে আজব অনুভূতিতে আক্রান্ত হলোঃ যেন চলন্ত অশ্বমূর্তির ওপর সে আর গ্যাণ্ডালফ পাথরের ন্যায় নিথর। নিচেই মাটির পৃথিবী হাওয়া বেগে ফরফর করে ঘুরতে থাকলো।

অধ্যায় বার
স্মিয়াগল বশীকরণ

'হ্যাঁ প্রভু, আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হালতে আছি–তাতে কোন ভুল নেই,' শ্যামগামজি বলল। সে ফ্রোডোর পাশে ঘাড় বাঁকিয়ে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং কুঞ্চিত নয়নে গুমোট অন্ধকারে নেত্রপাত করে ছিল।

এটা ছিল তাদের কাফেলা থেকে পালিয়ে যাবার তৃতীয় রজনী – যতদূর মনে হয়। এ্যামিনমুইলের বন্ধুর ঢালে পড়িমরি করে উঠার লগ্নে তারা মাঝেমধ্যে একই পথ বারবার ব্যবহার করেছে। কারণ তারা সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। আবার কখনো কখনো আবিষ্কার করলো যে তারা পূর্বোক্ত সার্কেলে ঘুরাফেরা করছে। এতে করে তাদের সময়জ্ঞান হারিয়ে গেলো। তবুও মোটের উপর প্যাঁচালো পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথকে যতদুর সম্ভব সন্নিকটবর্তী অনুমান করে তারা অবিরাম পূর্বদিকে চলেছে। তবে তারা সবসময় উঁচু-খাড়া উত্তরাইয়ের বাইরের পাশটাকে দূরতিক্রম্য ভাবছে। এটা যেন তলদেশের ভূমিতে রক্তচোখে তাকিয়ে আছে। এটার এবড়োথেবড়ো কিনারপার্শ্বে কালচে পচা জলা চিৎপটাং হয়ে ছিল। সেখানে কোন কিছুর নড়নচড়ন বা একটা পক্ষি পর্যন্ত দেখা গেলো না।

হবিটরা এখন পতিত, নিষ্পাদপ উঁচু দুরারোহ পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে । এটার পাদদেশ কুয়াশায় মোড়া। মেঘের ভেলায় ঢাকা সুউচ্চ ভূমি তাদের পশ্চাতে জেগে ওঠে। কনকনে সমীরণ পূর্ব দিক থেকে বয়ে যাচ্ছে। সামনের নিরাকার জমিতে অমানিশার আঁধার পুঞ্জিভূত হচ্ছেঃ ভূভাগের রুগ্ন সবুজ জ্যোতি গুমোট বাদামি রূপ ধারণ করছে। দূরে ডানধারে যে আন্দুইন (Anduin) দিনের মিটমিটে রোদে থেকে থেকে ঝকমক করছিল, তা এখন ছায়ায় ঢাকা পড়েছে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি নদীর ওপারে না পড়ে পেছনের গণ্ডর, সুহৃদ ও মেনদের (Men) ভূখণ্ডে নজর করে আছে। দক্ষিণ ও পূর্বে তাকিয়ে নিশ্চল ধোয়ার রেখাসম দূর পর্বতমালার ন্যায় কিছু দেখতে পাচ্ছে। কখনো সখনো আকাশ ও ধরিত্রীর দিগন্তরেখা জুড়ে এক আধটু লোহিত আলো ঝিলিমিলি খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে।

'কি মুষ্কিল!' শ্যাম বলল। 'সকল স্থানের মধ্যে আমরা সদা শুনেছি ওই জায়গাটার কথা যা কখনো ধারেকাছে দেখতে চাইনে। আর আমরা কিনা ওখানে যাবার চেষ্টা করছি! অথচ সেখানে কিছুতে যাওয়া সম্ভব না। মালুম হচ্ছে; আমরা ভুলপথ ধরেছি। নিচেই নামা সম্ভব না। নমতে পারলেও গোটা সবুজ ভুমিকে নোংরা জলা হিসেবে দেখতে পাব–আমি ভবিষ্যদ্বানী করলাম। ফু! কোন গন্ধ পাচ্ছ কি?' সে নাকে হাওয়া টানলো। ফ্রোডোও গন্ধ

পাচ্ছে। সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে কালো রেখা এবং লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে আছে। চাপা নিঃশ্বাসে বিড়বিড় করে বলল, 'মর্ডর! তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছে যদি একটা সমাপ্তি টানতে পারতাম।' সে শিহরিত হল। শীতল সুগন্ধ সত্ত্বেও হাড় জিরজিরানি বাতাস বেশ ভারি। শেষটায় দৃষ্টি-গতিপথ পরিবর্তন করে শেষে বলল- বেশ, আমরা এখানে সারারাত থাকতে পারি না, মুস্কিল হোক বা না হোক। আমরা আরো ভাল আশ্রয় খুঁজে নেব। বোধ করি, পরিবর্তি দিবসে পথ দেখব।

'অথবা অন্য এবং অন্য ও অন্য,' শ্যাম জড়ানো স্বরে বলল। 'বা কোনদিন দেখবো না। ভুল পথে এসেছি আমরা।'

ফ্রোডো বলল, 'হ্যাঁ, মানলাম, সামনের ওই ছায়া দিয়ে যাওয়ার অর্থ হল আমার শেষ পরিণতি। সুতরাং অন্য রাস্তা পেতে হবে। তবে এতে মঙ্গল না অমঙ্গল? গতির মধ্যেই আমাদের সব আশা ভরসা। বিলম্ব আমাদের শত্রুর থাবায় নিয়ে যাবে। আর এখানে তাই হচ্ছে। এটা কি ডার্কটাওয়ারের সদিচ্ছায়? আমার সকল নির্বাচন দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়েছে। আরো আগে আমার দল ত্যাগ করা উচিত ছিল। আমার করনীয় ছিলো রিভার ও এ্যামিনমুইলের পূর্বের নর্থ এলাকা ছেড়ে রুক্ষ কঠিন রণক্ষেত্রের সমভূমি (Battle plain) দিয়ে সরাসরি মর্ডরের পথ ধরা। কিন্তু এখন তোমার আমার কারো পক্ষে পিছু হটে পথ খোঁজা সম্ভব না। আবার, অর্করা পশ্চিম তীরে ঘুরঘুর করছে। ক্ষণেক্ষণে সে মূল্যবান পথটি নাগালের বাইরে যাচ্ছে। শ্যাম, আমি ক্লান্ত। কি করব জানি না। খাবার-দাবার কি পরিমাণ আছে?

'ওহ তাই আছে, যাকে তুমি লেম্বাস (লরিয়েনের পাউরুটি) বলে থাকো যথেষ্ট পরিমাণ। তা থাকার থেকে না থাকাই ভালো, বারবার এক সালুন। এ খাবারে দাঁত বসানোর পর যদিও কখনো ভাবিনি যে আসার রুচি পরিবর্তনের দরকার-এখন তার এক কামড়টি পর্যন্ত আমার রুচছে না। এক মগ বুঝলে কিনা- আধমগ বিয়ার হলে যথার্থ হবে। শেষ শিবির থেকে এত পথ রান্নাবান্নার সামগ্রি বয়ে আনলাম, তাতে সুফল কি হলো? এট্টু আগুন জ্বালিয়ে কটা ঘাসও সিদ্ধ করতে পারলাম না!'

গতিপথ বদলে তারা এক ফাঁকা গর্তে নামল। অস্তগামী সূর্য মেঘে ধরা পড়লে মুহূর্তেই আঁধার নামলো এক নির্জন কোনে নানাবিধ আবহাওয়া পীড়িত পাথর চূড়ায় তারা যতটা পারলো শীতের মধ্যে এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে নিল- নিদেনপক্ষে পুবালী বাতাস থেকে গা বাঁচাতে সক্ষম হলো।

ভোরে শীতের মধ্যে বসে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে লেম্বাস চিবোতে চিবোতে শ্যাম ফ্রোডোকে বলল- তুমি কি সেগুলো আর দেখেছিলে?

'না, কিচ্ছু শুনিনি, কিছুই দেখিনি-দু'রাত ধরে।'

'আমি ও না!' শ্যাম বলল। 'আন্‌তারা বান্‌তারা! ও চোখগুলো যদি আমার চোখে একবার পড়তো! মনে হয় আমরা তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়ালাম, বেচারী গুপ্তচোর। গোলাম! যদি তার ঘাড়ে একবার হাত রাখতে পারি, তবে গোলামির জিঞ্জির পরাবই।'

'বোধ করি তা কখনো দরকার হবে না। জানি না সে কিভাবে আমাদের অনুসরণ

করলো। তবে এখনো হতে পারে যে সে আমাদের আবার হারিয়েছে– তুমি যেমন বলো। এ নিরানন্দ, শুকনো মাটিতে তার প্রশিক্ষিত নাকের জন্য আমরা অধিক কোন ফুটপ্রিন্ট, সুগন্ধ ফেলে যেতে পারি না।'

'এটা এক উপায় বটে,' শ্যাম বলল। 'যদি তার হাত থেকে চিরতরে নিস্তার পেতাম!'

'তা ঠিক,' ফ্রোডো বলল; 'তবে সে আমার প্রধান বিঘ্ন না। আহ! যদি এ পাহাড়শ্রেণী থেকে দূর হতে পারতাম! এগুলোতে ঘৃণা করি আমি। পূর্বধারের সবটাই নেংটা সর্বহারার মতো নিঃস্ব। সামনের ছায়া আর আমাদের মধ্যে খানিকটে সমভূমি ছাড়া আর কিছু না। এর মধ্যে এক চোখ (Eye of Sauran) আছে। এসো! এখান থেকে আজই নামি।'

দিন গড়িয়ে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তারা এখনো শৈলশিরা দিয়ে টেনে হেঁচড়ে চলেছে, তবু মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। শূন্য প্রান্তরের নিথর নিরবতার মধ্যে মাঝে মাঝে কল্পনায় তারা পাথর গড়িয়ে পড়া কিংবা অদৃশ্য পায়ের খপাৎখপাৎ ধ্বনি ক্ষিণভাবে অনুভব করছে। তবে তা সব দণ্ডায়মান হয়ে শুনতে গেলে বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে থেকে বেশি কিছু মনে হয় না–তবু এ দীর্ঘশ্বাস তাদেরকে সূঁচালো দাঁতের ফাক দিয়ে হিসহিস শব্দের স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। সেই সারাদিন ধরে এ্যামিনমুইলের বহিস্থঃ গিরিপথটি উত্তরদিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে নামতে লাগলো। এ পথের কিনারায় এখন শত-সহস্র যুগের সুপ্রশস্থ বিশাল শিলাখণ্ড পড়ে আছে। শিলামধ্যে কিছু গর্ত নালার রূপে অবারিত ভঙ্গিতে পাহাড় গাত্র বরাবর বয়ে চলেছে। এখান থেকে এক অবিরাম ঢাল নিচু থেকে নিচুতর হয়ে এগোচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারা বুঝলো যে এ পথ কয়েক মাইল দূরে সমভূমিতে মিশেছে। এক পর্যায়ে তারা থমকে দাঁড়ালো। শৈলশিরাটি উত্তরে এক তীক্ষ্ণবাঁক নিয়ে এক গভীর গিরিসংকটে বিদ্ধ হয়েছে। দূরতম পাশে এটা আবার খাড়া হয়েছে। বেশ কয়েক ফ্যাদ-মতো হবেই। ছুরি দিয়ে শৈল্পীক কায়দায় কারুকার্য করা–এমন ধরনের প্রকাণ্ড এক ধূসর পাহাড় তারা চোখে সরষে ফুল দেখার ন্যায় সামনে দেখতে পাচ্ছে। আর এগোন গেল না। পথ এখন হয় পূর্বে নয়তো পশ্চিমে। পশ্চিমে আছে পাহাড় শ্রেণীর মধ্যভাগ। সেখানে অপেক্ষা করছে অধিক বিলম্ব ও শ্রম। আবার পূর্বের পথ তাদেরকে বাইরের খাড়া গিরিচূড়ায় নিয়ে যাবে।

'এ গলিপথ দিয়ে ছেঁচড়িয়ে চলা ছাড়া আর কিছু করার নেই, শ্যাম,' ফ্রোডো বলল। 'দেখা যাক, এ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়!'

শ্যাম তাদের জঘন্য এক পতনের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হল।

ধারনা অপেক্ষা ফাটল পথকে অধিক দীর্ঘ ও গভীর মনে হলো। কিছুটা দূরে তারা কতক গিটযুক্ত খর্বাকৃতির বার্চ ও ফাঁক ফোকরে দু'একটা ফার বৃক্ষ দেখলো। অনেকগুলো মরে বিশুস্ক চেহারার হয়ে আছে' পূবালী দমকা হাওয়ায় মজ্জাহারা। পর্বের সুদিনে এ গিরিসংকটে অবশ্যই সুন্দর কাটা ঝোপঝাড় ছিল। তবে এখন পঞ্চাশ গজ দূরে গাছপালা শেষ হয়ে আসলো, যদিও পুরনো ভাঙ্গাগুড়িগুলো ধকল সহ্য করে প্রায় পাহাড়

কিনারা পর্যন্ত মাথা উঁচিয়ে আছে। গিরিখাতের তলদেশ কুচি শিলা ও উঁচুনিচু ঢিবি-সমন্বয়ে এবড়োথেবড়ো হয়ে আছে। ফ্রোডো এখানে এসে দৃষ্টি নামালো।

'দেখ!' সে বলল। 'আমরা অনেকখানি নেমে এসেছি, বা পাহাড় বসে গেছে। এটা যেমন ছিল তার থেকে বহু নিচু হয়েছে, বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ হচ্ছে।'

শ্যাম তার পাশে হাঁটু ভেঙ্গে বসে অনিচ্ছুকভাবে কিনারার ওপর দিয়ে উঁকি মারলো। অতঃপর তাদের বামে উদীয়মান এক বিরাটকায় পাহাড়ে (Clist) দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। 'খুব স্বচ্ছন্দ!' সে ঘোঁতঘোঁত করলো 'বেশ, সব সময় মানবো যে ওপরে উঠার থেকে নিচে নামা অধিকতর সহজ। এ ক্ষেত্রে লাফ মরে যাবার সুযোগ আছে, যেমনটি-মাছি উড়ে যেতে পারে না!'

'দীর্ঘ লাফের দরকার হবে,' ফ্রোডো বলল।

'প্রায়-যাক'-চোখের আন্দাজে সে এটার পরিমাপ করতে করতে মুহূর্তখানি দাঁড়িয়ে থাকলো-'প্রায় আঠারো ফ্যাদম মতো হবে। তার বেশি না।'

'এবং তা-ই যথেষ্ট!' শ্যাম বলল। 'উফ! ওপর থেকে নিচেই তাকাতে আমি কতটা যে অপছন্দ করি! তবে অবতরণ থেকে দেখাই উত্তম।'

'উঠা-নামা একই কথা-দেখ, কয়েক মাইল পেছনের তুলনায় এখানকার পাথর সম্পূর্ণ আলাদা-স্থানচ্যুত হয়ে ফাটল তৈরি হয়েছে।' ফ্রোডো বলল।

বস্তুতপক্ষে বহিঃর্দিকটার খাড়া অবস্থা কিছুটা ঢালু হয়ে এসেছে। এটাকে বড় এক সমতল ঢিবি বা স্থানান্তরিত সমুদ্র প্রতিরোধী বাঁধের মত দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে বড় ফাটল ও লম্বা ধারের (প্রান্তপাশ) জন্য প্রশস্থ সিঁড়ির আবহ তৈরি হয়েছে। যাতে করে, পথ শৃংখলাহীন হয়ে আছে। নিচেই নামতে চাইলে তাদের তা এখনই করতে হবে। দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে। হয়তবা ঝড় আসবে। পশ্চিমাগামী গাঢ় অন্ধকারের দীর্ঘ হাত পর্বতমালার ঝাপসা ধোঁয়াকে-ঢেকে ফেললো। আগুয়ান শান্ত বাতাসে চেপে দূরের বজ্রনির্ঘোষ কানের পর্দা কাঁপতে থাকলো। হাওয়ার গন্ধ শুকে সন্ধিগ্ধ চিত্তে আকাশের পানে তাকালো। কোমর বন্ধনিটি আলখিল্লার ওপর দিয়ে কষে বেঁধে হালকা বোঁচকাটি তার পিঠে চড়ালো তারপর কিনারার দিকে পা বাড়ালো। নিচে নামার চেষ্টা করল। এ অবস্থা দেখে শ্যাম বিষণ্ন সুরে বলল-উত্তম! আমি আগে যাব।

'তুমি?' ফ্রোডো বলল, 'পাড়ারোহনে তোমার অন্তরে কিসে এ পরিবর্তন আসলো?'

'আমার কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এটা কেবল সেন্স এর ব্যাপার। তোমার ওপরে থেকে পিছনে পড়ে তোমাকে কিক (Kick off) করবো না, এক পিছলানিতে দু'জন নিহত হওয়া বুদ্ধিমানের কথা না।'

ফ্রোডো তাকে থামিয়ে দেয়ার আগেই সে বসে পড়লো; কানায় পা ছড়িয়ে দিয়ে কোন জায়গা খুঁজতে লাগলো। সন্দেহ হয়, সে আগে কখনো অধিক সাহসের কিছু করে ছিল কি না, বা অতি মূর্খতায় ডুবেছিল কিনা।

'না, না! শ্যাম, তুমি এক পুরনো গাড়োল। 'হিসেব-কিতেব ছাড়া আলবত তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছো। ফিরে এসো!' সে শ্যামকে আবার টেনে উপরে আনলো। একটু অপেক্ষা করো, শান্ত হও!' তারপর সে কিনারে উপুড় হয়ে পড়ে গলা বাড়িয়ে

তলদেশে দেখলো। সূর্য তখনো ডোবেনি, তথাপি দ্রুত আলো পড়ে আসছিল। মনে হলো। ' বোধ হয় কিছু একটা করতে পারবো,' সে তাৎক্ষণিক বলল। 'পারবই পারব, এবং তুমিও পারতে– যদি কিনা মাথা ঠাণ্ডা রেখে সতর্কতার সাথে আমাকে অনুসরণ করো।'

'জানি না তুমি এতটা নিশ্চিত কি করে!' শ্যাম বলল। 'কেন! এ আলোয় তুমি তলদেশ দেখতে পাচ্ছো না। যেখানে হাত পা রাখার জায়গা পাবে না, সেখানে কী করবে শুনি?'

'পিছিয়ে আসবো।'

'বলা সহজ। জোরের সূর্য পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা ভালো হবে' শ্যাম আপত্তি করলো।

'না! যদি আমি অধৈর্য্য হই,' অকস্মাত আশ্চর্য ভোরের সাথে ফ্রোডো বলল। 'প্রতিটি সেকেণ্ড অস্বস্তির মধ্যে আছি। পরীক্ষামূলকভাবে আমি নিচেই যাচ্ছি। আমি ফেরা বা ডাকা পর্যন্ত নজর রেখো!'

পাথুরে কানা ধরে সে ধীর গতিতে প্রায় পুরো দেহ লম্বা করে দিলো। পায়ের আঙ্গুল এক সংকীর্ণ শৈলশিরার নাগাল পেলো। সে বলল– এক ধাপ নিচে এ পথ ডান দিকে চলে গেছে। কোন ধরা ছাড়া সেখানে দাঁড়ানো সম্ভব। পারব '। তার কথা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেলো।

পূর্বদিক থেকে অন্ধকার ধাইধাই করে ছুটে এসে আকাশটাকে গিলে ফেলল। ঠিক মাথার ওপরে গগনফাড়া এক বজ্রগর্জন শোনা গেলো। শুষ্ক ও বিশীর্ণ আলো পাহাড় শীর্ষে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়লো। তারপর উঠলো দমকা হাওয়ার মাতম। বায়ুর তর্জন- গর্জন মেদিনী কেঁপে উঠলো। হবিটন থেকে পালানোর সময় হবিটরা মারিশে (Marish) অনেক দূরে এরকম এক চিৎকার শুনেছে। এমনকি সায়ারের জঙ্গলে এ চিৎকার তাদের রক্ত হিম করে দিয়েছিলো। এ পতিত স্থানে এটার আতংক আরো অধিক ঃ মারাত্মক ভীতি আর হতাশার হিমেল তরবারির খোঁচায় তারা বিদ্ধ হয়েছে, হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ অবস্থা। শ্যাম ভূমিতে মুখ গুজে সটাং পড়ে থাকলো। অসচেতন ফ্রোডো তার ধরা আলগা করে দিয়ে হাত দিয়ে কান-মাথা জাবড়ে ধরলো। সে প্রকম্পিত হলো, স্লিপ খেয়ে বিলাপ ধ্বনি তুলে নিচের দিকে গড়াতে লাগলো।

শ্যাম শুনতে পেয়ে হামাগুড়ি মেরে কিনারে যাবার চেষ্টা করলো। 'মাষ্টার, মাষ্টার, মাষ্টার!' সে ডাকলো। কোন জবাব নেই। তারা সমস্ত দেহে কাঁটা দিলো। কোনমতে আর একবার দম সঞ্চয় করে চিৎকার দিলো ঃ প্রভু! বাতাস যেন তার স্বর আটকে দিচ্ছিল। তবে বাধাগ্রস্ত স্বর পাহাড়ের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষীণ উত্তর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে তা তার কানে ফিরতে লাগলোঃ অল রাইট, রাইট! আমি এখানে। তবে দেখতে পাচ্ছি না।

ফ্রোডো দুর্বল সুরে ডেকে চলল। প্রকৃতপক্ষে সে বেশি দূরে না। সে পাথর ধসের শিকার, পিছলে পড়েনি। সে নিচে অনতিদূরের এক শৈলশিরার ওপর তিড়িং করে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। সৌভাগ্যক্রমে এখানে পাথরতল কিছুটা ঢালু, আর বাতাসও তাকে

পাহাড় গাত্রে চেপে ধরলো। ফলে সে ভারসাম্য হারিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়েনি। হিমেল শিলাখণ্ডে মুখমণ্ডল চেপে রেখে কিছুটা সুস্থির হলো, অবশ্য তখনো তার হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ি পেটা চলছিল। তবে হয় অমানিশার অন্ধকার নামলো, বা সে অন্ধ হলো। তার চারধারে সবকিছু কালো। সে অন্ধ হয়ে যাবার আশংকা করতে লাগলো। গভীর নিঃশ্বাস টানলো।

অন্ধকারে ওপার থেকে সে শ্যামের গলা শুনল–ফিরে এসো! এসো!

'পারছি না, দেখতে পাচ্ছি না আমি। কোন ধরার নিশানা নেই, নড়তে-চড়তে পর্যন্ত অক্ষম, ফ্রোডো বলল।

'আমি কি করতে পারি? কী করব, মিষ্টার ফ্রোডো?' শ্যাম হেলে চিৎকার করে বলল। কেন তার মাষ্টার দেখতে পাচ্ছে না? হ্যাঁ, আলো অবশ্যই কম ছিলো। তবে নিকষ অন্ধকার ছিলো না। সে ফ্রোডোকে তার নিচেই দেখলো, এক ধূসর পরিত্যক্ত মূর্তি পর্বতগাত্রে লেপ্টেচেপ্টে থাকলো–তবে যে কোন সহযোগী হাতের নাগালের অনেক বাইরে।

আর একটা বজ্রধ্বনির পর এলো বৃষ্টি। শিলাবৃষ্টির খ্যাপাটে হিমেল ঝাপটা পাহাড়ের গায়ে আঘাত করে চলল।

ফ্রোডো এখন আরো দৃঢ়তার সাথে কলব্যাক করল–'নো, নো! থাম! শিঘ্রই আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠবো। ইতোমধ্যে ভালো বোধ করছি। রশি ছাড়া তুমি কিছু করতে পারবে না।'

শ্যাম উত্তেজনা আর স্বস্থির মধ্যে মাতালের মতো বকবক করছিল। চিৎকার দিয়ে বরল–দড়ি! বেশ অসাড় ঘিলুওলাদের প্রতি ওয়ার্নিং স্বরূপ আমি কোন রশির মাথায় ঝুলবার যোগ্য কিনা কি জানি! "হাবাগোবা এক হাতুড়ি ছাড়া তুমি কিছু না, শ্যাম গামজি" অনেক আগে গ্যাফার আমাকে প্রায়ই এ কথা বলতো। দড়ি!

'গলা চড়িয়ে ফ্রোডো বলল– অযথা চটর-পটর রাখ! কখনো গ্যাফারের কথায় মাইণ্ড করো না! তোমার পকেটে দড়ি আছে কিনা-তাই বলার চেষ্টা করছো কি? থাকলে ফেলো!

'হ্যাঁ, মশাই, আমার পুটুলিতে আছে সব। এ আমি শত শত মাইল বয়ে বেড়াচ্ছি, এবং বেমালুম তা ভুলে গেছি!'

'তাহলে এখনই তা নামাও!'

দ্রুত প্যাক খুলে শ্যাম তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো। এর তলায় লরিয়েনে তৈরি ধূসর সিল্কের এক বাণ্ডিল দড়ি পাওয়া গেলো। এটার এক প্রান্ত মনিরের দিকে চলে গেল। ফ্রোডোর চোখের ঝাপসা ভাব কেটে যাচ্ছে বোধ হয়। ধূসর রশিটি ক্ষীণ রূপালী জেল্লা নিয়ে নেমে আসলো। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে তার মাথা ঝিমঝিম কমে গেলো। রশিটির প্রান্ত কোমরে ভাল করে পেঁচিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লো।

ফোডো পিছু হটে কিনার থেকে দু'এক গজ দূরে এক গুঁড়িমূলে খাম্বার মতো পা বসিয়ে দিলো। ফ্রোডোর গতরের অর্ধেক আনুভূমিক, অর্ধেক লম্ব। কোনক্রমে ওপরে উঠে মড়ার মতো পড়ে থাকলো।

সুদূরে বজ্রপাতের গুরুগুরু ধ্বনি। বৃষ্টি এখনো অঝরে ঝরছে। হবিটরা বুকে ভর করে গিরিখাতের খানিকটে দূরে সরে গেরো। তবে যুঁতসই কোন আশ্রয় মিলল না।

ঘূর্নায়মান পানিকুণ্ডলে পাথরগাত্রে ছিটকে পড়ে বাষ্পায়িত হতে থাকলো এবং অবশেষে সেখানে গর্ত তৈরি হলো যেখান থেকে পানি তীব্রবেগে ছুটতে লাগলো যেমনটি বিশাল ছাদের ওপর থেকে পাইপ সহযোগে নির্গত হয়।

ফ্রোডো শ্যামের চোখে চোখ রাখলো। দৃষ্টি রুদ্ধ করে পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে তার স্বস্তি প্রকাশ করলো। বুক থেকে কোমল নিঃশ্বাস ধ্বনি তুলল।

'তোমার লাকি দড়িটি না থাকলে, আমি ভেগেই যেতাম!' ফ্রোডো বলল।

'ভাগ্যিস এটার কথা চট করে মনে পড়লো,' শ্যাম বলল। 'আমার প্যাকের ভেতর একদলা রশি রেখেছিলাম। বোধ করি তা বহু আগে। হালদির বলেছিল- এটা সময়ে কাজে আসতে পারে। এবং তার কথা ঠিক।'

'দুঃখের বিষয়, আর এক গাছি আনার চিন্তা আমার মাথায় ছিল না,' ফ্রোডো বলল; কিন্তু আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে তড়িঘড়ি করে কোম্পানী ত্যাগ করলাম। আরো কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি নামতে পারতাম। আচ্ছা, রশিটি কত লম্বা হবে?'

শ্যাম এটা প্রসারিত করে হাতে মাপতে লাগলোঃ পাঁচ, দশ, বিশ-হ্যাঁ, ত্রিশ গজের কাছাকাছি।

'ত্রিশ গজ! না, আরো বেশি হবে। নিশীপতনের আগে ঝড় থামলে এটা আমি কাজে লাগাতে আরম্ভ করব।'

'বৃষ্টি থেমে এলো, গঠিত, আত্মগরিমা বশে স্বতন্ত্র আর কি শ্যাম বলল। 'তবে ফাপসার মধ্যে আর একবার কোন ঝুঁকি নিও না মিষ্টার ফ্রোডো! এবং এখনো বাতাসের গম্ভীর চিৎকারের সে ধকল কাটরে উঠতে পারিনি, তুমি যদি তা পেরে থাক। শব্দটা কালো আরোহীর (Black Rider) তারা কেউ একজন আকাশে ছিল, যদি কিনা তারা উড়তে সক্ষম হয়। রজনী বিদায় হওয়া পর্যন্ত আমি এ ফাটলে থেকে যাবার কথা ভাবছি।'

'এবং আমি ভাবছি, এখানে আর এক মুহূর্ত না। জলা ভূমির ওপর দিয়ে ডার্ককান্দ্রির চোখগুলো তাক করে আছে,' ফ্রোডো বলল।

এ কথার সাথে সাথে সে উঠে শৈলশিরার তলদেশে আবার গেলো। সে বাইরে তাকালো। আদ্র, ছিন্নভিন্ন ঝড়ো পর্দা উন্মোচিত হলো, আর প্রধান যুদ্ধাস্ত্র এ্যামিনমুইলের ওপর দিয়ে পাখা বিস্তার করে বিগত হয়েছে। সাউরান কিছুকাল এ্যামিনমুইলে তার কৃষ্ণ মনস্কামনা চর্চা করেছে। তারপর এ ঝড় শিলা, বজ্র সহকারে ভেইল অব আন্দুইন চূর্ণ করতে করতে অন্যদিকে ঘুরলো! রণ-আতংক-ছড়িয়ে মিনাসট্রিথের ওপর ছাড়া ফেলল। তারপর পর্বত মালায় নেমে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করে এটা গণ্ডরা এবং রোহানের সীমান্তে ধীরে পাক খেতে লাগলো। পশ্চিমে যাবার পথে সুদূরের সমভূমির আরোহীরা সূর্যের পশ্চাতে গণ্ডরের কালো টাওয়ারগুলো দেখলো। কিন্তু এখানে, মরু আর দুর্গন্ধময় জলার ওপরে সন্ধ্যার গাঢ়-নীলাকাশ পুনশ্চ উন্মুক্ত হলো, এবং কিছু বিবর্ণ তার আবির্ভূত হলো। তারাগুলোকে পূর্ণিমার চাঁদের উপরকার চাঁদোয়ার ক্ষুদ্র-শুভ্র গর্তের মতো মনে হলো।

'নজর ফেরত পেয়ে ভালই লাগছে,' গভীর শ্বাস ফেলে ফ্রোডো বলল, 'জান, অনেকক্ষণ ভেবেছি আমার দৃষ্টি শক্তি নেই?বিদ্যুৎলতা বা এরকম খারাপ কিছুর কারণে ....। ধূসর রশিটি নেমে আসার আগ পর্যন্ত কিছুই দেখিনি। এটা জ্বলে উঠেছিলো।'

'অন্ধকারে এটা রূপোর মতো দেখায়,' শ্যাম বলল। 'পুঁটুলিতে ভরার আগে কখনো এটা দেখিনি। মিষ্টার ফ্রোডো, রশি বাওয়া প্রাকটিস হয়ে গেলে তুমি এটা কিভাবে ব্যবহার করবে? ত্রিশ গজ প্রায় আঠারো ফ্যাদম ঃ এটা ক্লিপের উচ্চতা থেকে অধিক না তোমার ধারণা ঠিক।'

ফ্রোডো কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, শ্যাম এটাকে ওই গুড়ির সাথে বাঁধো। তারপর তোমার আশা মিটবে। আমি তোমাকে নামিয়ে দেব। তাতে হড়কে পড়ে তোমার হাত-পা রক্ষা করার ভয় থাকবে না। কিছু কিছু জায়গায় দেহের ভর আমাকে একটু বিরাম দিবে। তুমি নিচেই নামলে আমি অনুসরণ করবো। আমি এখন পুরো সুস্থবোধ করছি।

শ্যাম গম্ভীরভাবে বলল–'অতি চমৎকার! এই বাঁধলাম আর কি।' সে কিনারের কাছের গুড়িটার সাথে রশিটি বাঁধলো। অন্যপ্রান্ত কোমরের সাথে বেঁধে নিয়ে একবার নিচেই ঝোঁকে আর একবার উপরে উঠে আসতে লাগল। ভয়ে তার কলজে উথাল পাতাল করতে লাগলো।

যাহোক, সে যতটা আশা করেছিল, আসলে ভয় ততটা ছিলো না। যদিও সে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে নিচেই তাকিয়ে একাধিকবার চোখ বন্ধ করল, তথাপি রশিটির ওপর তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসলো বোধ হয়। একটা বিব্রতকর স্থান ছিলো যেখানে কোন খাঁজ ছিলো না। দেয়াল সেখানে ডাহা খাড়া এবং কর্তিত হয়ে ভেতরের দিকে বেঁকে গেছে। সে দড়ি সমেত সুইং করে দেয়াল থেকে দূরে ছিটকে গেল। তবে ফ্রোডো তাকে ধীর অথচ অবিরাম গতিতে ঠিকমতো নামালো। তার প্রধান ভীতি ছিলো রজ্জু কম পড়ে যাবে কি না। তবে শ্যাম যখন গলা ছেড়ে বলল যে, সে নিচেই নেমেছে, তখনো ফ্রোডোর হাতে বহু রশি ছিলো। নিচ থেকে পরিষ্কার এক স্বর ভেসে আসলেও ফ্রোডো তাকে দেখতে পেলো না; তার ধূসর এলভেন আলখিল্লা গোধূলী আভায় একাকার হয়ে গেছে।

তাকে অনুসরণ করতে ফ্রোডোর বড় বেশি সময় লাগল। তার কোমর ঘিরে রশি পেঁচান ছিল একটু বেশি মাত্রায়। যাতে করে সে ভূমি থেকে খানিক ওপরে থামতে পারে। শ্যামের মতো এ সরু রশির প্রতি তার আস্থা ছিল না। তাই সে কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি। সে দুটো জায়গাকে একই ধরণের আন্দাজ করল। মসৃণ সমতল যেখানে হবিটের শক্তিশালী আঙ্গুল রাখার মতো ধরা ছিল না। কিন্তু তারপরও সে শেষ মুহূর্তে নামল।

চিৎকার পেড়ে সে বলল, 'বেশ, আমরা বেশ করেছি! এ্যামিনমুইল থেকে নিস্তার পেলাম। এবং এবার কী করব? সম্ভবত পায়ের তলে আবার শক্ত পাথরের জন্য খুব শিগ্‌গিরই আমাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে।

'শ্যাম কোন জবাব না দিয়ে পিছু হটে পাহাড় গাত্রের দিকে এগোল। কৃতজ্ঞতার বশে রশিটির প্রতি সে হাবাগোবা, সোনামণি, ইত্যাদি আদুরে শব্দ ছুড়তে থাকলো। বলল, বৃক্ষগুড়ির সাথে এটাকে বাঁধলাম এবং আমরা নিচেই নামলাম। ঠিক যেন চোরা গোলামের জন্য এক যাতায়াত সিঁড়ি। কোন পথে আমরা আসলাম, তা নির্দেশ করার জন্য এক কাটি রেখে যাওয়া উত্তম হবে।

ফ্রোডো বলল, 'পথের কথা যদি বলো, তবে আমরা দড়িটা সঙ্গে সঙ্গে রাখতে পারি। তারপর তুমি আমার কাছে হস্তান্তর করতে পারো হাবাগোবা, সোনামনি বা যে নাম গ্যাফার

তোমাকে শিখিয়েছে সে নামের কিছুকে। মনে চাইলে উপরে উঠে এটাকে খুলে আনতে পারো।

শ্যাম মাথা চুলকালো। বলল, 'না, ভাবতে পারছি না কি করে, ক্ষমা করো। তবে সাচ্চা কথা হলো এটা আমি ছাড়তে চাইনে।' সে রশিটির প্রান্ত ধরে আলতোভাবে নাড়া দিল। 'এলফ-দেশ থেকে আনা যে কোন কিছু থেকে পৃথক হতে মনে ব্যথা পাব। গ্লাড্রিয়েল নিজেই বানিয়েছিল, বোধ করি। ওহ, গ্লাড্রিয়েল!' শোকে মাথা ঝাকিয়ে সে বিড়বিড় করে বলল। ওপরে তাকিয়ে বিদায়ের ভঙ্গিতে রশিটিতে সে যেন শেষ টান মারলো।

হবিটদের নিরেট বিস্মিত করে রশিটি আলগা হয়ে গেলো। শ্যাম চিৎ হয়ে পড়ল এবং রশিটি তার বুকের পরে কুণ্ডলী আকারে অবস্থান নিল। ফ্রোডো হেসে খুন। 'কে দড়ি বেঁধেছিল?' সে বলল। 'এটা যতটা পেরেছে, আমাদের সেবা দিয়েছে! তোমার গিটের পরে আমি পুরো আস্তা রেখেছিলম কিনা!'

শ্যামের মুখ অন্ধকার। 'মিষ্টার ফ্রোডো, আরোহনবিদ্যায় আমি অনভিজ্ঞ হতে পারি,' সে আহত স্বরে বলল, 'কিন্তু দড়ি এবং গিট বিষয়ে সামান্য জানা আছে। বলতে পার, এটা সাংসারিক বিষয়। কেন, আমার গ্রাণ্ড ড্যাড এবং আমার আংকেল এন্ডি যে কিনা গ্যাফারের বড় ভ্রাতা অনেক বছর ধরে টাইফিল্ডের ওপর দিয়ে তার একটা দড়ির রাস্তা ছিলো। এবং আমি বাঁধন হিসেবে গুঁড়িতে একটা মাত্র ফাঁস দিয়েছিলাম যা যে কেউ পারবে।'

'তাহলে রাশিটি ছিন্ন হয়েছে—পাথর ধারে উপর্যুপরি ঘষা খেয়েছে, মনে করি।'

শ্যাম অধিক আহত স্বরে বলল—'রাজি ধরে বলতে পারি এমন কিছু ঘটেনি। দেখ, দড়ির প্রান্তে একটা ফেঁসো পর্যন্ত নেই।'

ফোডো বলল—'আমার বুক কাপছে, নিশ্চয়ই এটা সিটের রহস্য।'

শ্যাম মাথা নাড়িয়ে নিরুত্তর রইল। চিন্তান্বিত ভাবে আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে রশিটি টানাটানি করছিল। 'তুমি যাই মনে করো মিষ্টার ফ্রোডো, আমার ধারণা, আমি ডাকার সাথে সাথে রাশিটি নিজ থেকেই আলগা হয়ে গিয়েছিল।' সে এটাকে জড়িয়ে ধরদের সাথে আবার পুটুলিতে রাখলো।

'অবশ্যই আলগা হয়ে গিয়েছিলো,' ফ্রোডো বলল, এবং সেটাই আসল কথা। এখন আমাদের অন্যদিকে মুভ করার কথা ভাবতে হবে। মাথার ওপরে থাকবে রাত। রাতের চাঁদ আর তারা কতই না মধুর।'

উপরে তাকিয়ে শ্যাম বলল—সে গুলো খোশ মেজাজে আছে, না কি? তারা এক প্রকার এলফ ছাচের চন্দ্র আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ মেঘলা আবহাওয়ায় দু'একটা দিন তার দেখা পাইনি। সে ষোল আনা আনো দিতে আরম্ভ করেছে।

ফ্রোডো সম্মতি দিয়ে বলল—'তবে সে কিছুদিন যাবত পূর্ণতা পাবে না। এ অর্ধচন্দ্রালোকে জলা-খানা ভাঙ্গার কথা ভাবতে পারছি না।

রাতের প্রাথমিক আঁধারের বুক চিরে তারা পরবর্তী অভিযান শুরু করল। কিছুক্ষণ পর শ্যাম পেছন ফিরে ফেলে আসা পথের দিকে তাকালো। নিষ্প্রাণ পাহাড়ে গিরিপথের মুখটি খাঁজকাটা খাঁজকাটা হয়ে ছিল। 'রশিটি ফেরত পেয়ে আমি সাংঘাতিক খুশী,' সে বলল।

'যে ভাবে হোক, আমরা ওই নরম পায়ের জন্য এক ধাঁধা রেখে আসলাম। গোলাম তার নোংরা তুলতুলে পা ওই শৈলশিরাগুলোর মধ্যে ট্রাই করতে পারবে।'

এবড়োথেবড়ো, সিক্ত পিচ্ছিল বিশালাকার পাথর খণ্ডের সুনসান নিরবতার মধ্য দিয়ে তারা চলতে লাগলো। ভূমি তখনও দুর্বিনীত, বিদ্রোহী। কিছুটা হাঁটার পরেই এক বৃহৎ ফাটল সামনে পড়লো। ফাটলটি আকস্মিক হাই তোলার কায়দার অবির্ভূত হলো। এটা তেমন প্রশস্থ ছিল না। তবে যতটুকু ছিলো তা অন্ধকারে লাফ মেরে পার হওয়া দুঃসাধ্য। তারা এটার মধ্যে জলের কলকল ধ্বনি কল্পনা করলো। ফাটলটা তাদের বামে উত্তর দিকে বেঁকে চলার পথের বাঁধা হয়ে ছিল। শ্যাম পিছু হটে দক্ষিণে যেতে চাইল। তার ধারণা সেদিকে কোন আশ্রয় কিংবা গুহার মতো কিছু থাকতে পারে। ফ্রোডোর অভিমত ও এ রকমই। তবে বড্ড ক্লান্ত। পাথুরে রাস্তায় আজ রাতে সে নিজকে আর টেনে হেঁচড়ে নিতে অক্ষম–যদিও সে বিলম্ব চায় না। সে এখন মোজাইক করা পথের স্বপ্ন দেখছে। এ পথ পেলে সে হাটবে যত ক্ষণ পা দু'খানি থাকে।

এ্যামিনমুইলের ভাঙ্গাচোরা পাদদেশ দিয়ে হাঁটাটা সহজ ছিলো না। শ্যামও আশ্রয়ের কোন নির্জন স্থান পেলো না। বরং সামনে দেখলো আরো উঁচু পাহাড় ঢালের কটাক্ষ ভ্রুকুটি। শেষটায় জরাজীর্ণ অবস্থায় গিরিচূড়ার অদূরে প্রকান্ড এক পাথরের অনুবাত পাশে মাটিতে নেতিয়ে পড়লো। হিমেল কঠিন আঁধারে তারা কিছুক্ষণ শোকাতুর বদনে গায়ে গা চেপে বসে থাকল। সকল রকম বিপদের আশংকা সত্ত্বেও ঝিমুনিতে আক্রান্ত হলো। চন্দ্র উপরে উঠে পরিচ্ছন্ন রূপ ধারণ করেছে। এটার হালকা সাদা আলো পাথুরে তল আর পাহাড়গাত্র বয়ে ঢেলে পড়তে লাগলো। কালো ছায়া মলিন আলোয় একাকার হয়ে সাংঘাতিক মরিচিকায় পরিণত হল।

ফ্রোডো উঠে আল খিল্লাটি শরীরের সাথে অধিক চেপে ধরল। বলল, 'শ্যাম, তুমি একটু ঘুমাও, নাও আমার কম্বল। আমি কিছুক্ষণ সেন্ট্রির মতো হাঁটাহাটি করব। 'হঠাৎই সে কঠিন হলো। নিচেই ঝুঁকে শ্যামের বাহু থাবা দিয়ে ধরলো। 'ওটা কি?' চুপি চুপি বলল। 'পাহাড়ের ওদিকে তাকাও!'

শ্যাম তাকালো এবং দাঁতের ফাঁক দিকে থর-র-র–করে শব্দ বের করলো। বলল, 'ওটা ইয়ে- ইয়ে। ওটা হলো গোলাম! সারা শাপ বিষধর নাগ! তাকাও ওর দিকে! দেয়ালের বুকে গুড়ি মেরে চলা মাকড়সা যেন।'

গিরিচূড়ার নিচের দিকে পান্ডুর চাঁদের আলোয় খাড়া-মসৃণ তলে এলোমেলো সরু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে এক বিকট কালোমূর্তি ঘোরাফেরা করতে লাগলো। সম্ভবত প্রাচীরগাত্রে কোন ফাটল পথ খুঁজছিল যার সন্ধান কোন হবিট পায়নি। তবে এটা যেন খাবার অনুসন্ধানী কোন পতঙ্গের ন্যায় নিচের দিকে আসছিল। মাথাটা ভূমি সমতলে। অনেকটা মাটির ঘ্রাণ নিয়ে পথ চলার ভঙ্গি। মাঝেমধ্যে অচল বৃদ্ধের ন্যায় মাথা তুলছিল, যাতে করে তার পিঠের বটা চামড়ার দীর্ঘ ভাঁজ প্রকটতর হচ্ছিল। হবিটরা অকস্মাত দুটো ক্ষুদ্র বাল্ব জ্বলতে দেখলো–জানোয়ারটির মিটমিটে চোখ দুটি চাঁদের আলোয় ক্ষণিকের তরে ঠিকরে উঠলো, তারপর আবার চোখ বন্ধ করলো।

শ্যাম বলল–'সে আমাদের দেখছে মনে করো কি'? ফ্রোডো নিঃশব্দে বলল– 'জানি

না, তবে আমি এরকম মনে করি না।' এলভেন-আলখিল্লা দেখতে পাওয়া স্বদলের লোকের পক্ষেও দুস্তর কঠিন। এমন কি সামান্য দূরত্ব থেকে আমি পর্যন্ত তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। এবং শুনেছি সে রোদ কিংবা জোছনা-কোনটা পছন্দ করে না।'

শ্যাম বলল-' তবে সে কেন এদিকে আসছে?'

ফ্রোডো বলল- 'হ্যাঁ, ধীরে আসছে। বোধ করি, আমাদের গন্ধ পাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, তার শ্রবণশক্তি এলফদের মতোই। মনে করি, সে আমাদের আভাস পেয়েছে। এক মিনিট আগেও আমরা চেঁচামেচি করে কথা বলেছি।'

শ্যাম বলল- 'বেশ, আমি তার প্রতি দুর্বল। সে আমারই উদ্দেশ্যে এসেছে। যদি পারি, গিয়ে তার সাথে আলাপ করি। আমার মনে হয় না, আমরা এখন তাকে অন্য দিকে মুভ করাতে সক্ষম হব।' মুখের ওপর ধূসর হুডখানি টেনে নিয়ে সে চুপিসারে ক্লিপের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

ফ্রোডো পিছন থেকে সতর্কবানি উচ্চারণ করল-'তাকে ভয় দেখিও না! সে তার চেহারার থেকে বিপজ্জনক।'

কালো মূর্তি এখন প্রায় ভূতলের পঞ্চাশ ফুট কাছে এসে গেলো। বড় এক পাথরখণ্ডের আড়ালে জড় পদার্থের ন্যায় নিশ্চল বসে হবিটরা তার পানে তাকালো। মনে হলো সে কঠিন পথ ভেঙ্গে এসেছে, বা বিশেষ কোন সমস্যা নিয়ে ভাবছে। তারা তাকে নাক ডাকতে শুনলো, এবং শুনলো এক-আধটু রুক্ষ্ম প্রশ্বাস ধ্বনি যা শাপপমন্যির মতো লাগলো। সে মাথা তুলল এবং তারা থুথু ফেলার আওয়াজ শুনলো। অতঃপর সে আবার সামনে বাড়লো। এখন তারা তার ক্রিক-ক্রিক হুইসেলের শব্দ শুনলো।

'হুম-ম-ম...! সতর্কতা আমার অতি জরুরী! অধিক ব্যস্ততা গতি কমিয়ে দেয়। অবশ্যই মূল্যবান ঘাড়ের ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না, হবে কি? না, মূল্যবান-গোলাম।' সে আবার মাথা তুলে চাঁদের প্রতি নিভু নিভু দৃষ্টি দিল এবং দ্রুত চোখ বুজলো 'আমরা এটাকে ঘৃণা করি,' সে ফোঁস করে বলল। 'শালা জঘন্য আলো এটা-শা -লা- এটা আমাদের ওপর গোয়েন্দা গিরি চালায়, সাংঘাতিক -এ আমাদের চোখে আগুন ধরিয়ে দেয়।'

সে এখন আরো কাছে, এবং ভোস ভোস আওয়াজ তীক্ষ্ণ, পরিস্কার হলো। 'কোথায় তা, কোথায়-আমার দামী জিনিসটি-জিনিসটি? এটা আমাদের, এ আমরা চাই। চোর চোর, নোংরা ক্ষুদে চোরেরা। আমার মূল্যবান ধনটি নিয়ে কোথায় আছে তারা? ধিক তাদের! আমরা সে শালাদের ঘেন্না করি।'

'তোর বকবকানি শুনে মনে হচ্ছে যেন সে জানে এখানে আমরা আছি, তাই কি না?' শ্যাম কানে কানে বলল। 'আর তার মূল্যবান জিনিসটিই বা কী? সে কি ইয়ের কথা-'

ফ্রোডোর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সতর্ক ইঙ্গিত করে বলল- সে এখন খুব নিকটে। শুনে ফেলবে সব।

সত্যি বলতে গোলাম আকস্মিকভাবে থামলো, এবং তার হাড্ডিসার কানদুটি এদিক-ওদিক দুলতে লাগলো যেন কিছু শুনতে পাচ্ছে। তার পাণ্ডুর নয়নযুগল অর্ধনির্মীলিত। যদিও আঙুল মোচড়াতে থাকল, তথাপি শ্যাম নিজকে সামলে নিল। তার ক্রুদ্ধ বিতৃষ্ণার্ত

দৃষ্টি আগুয়ান হতচ্ছাড়াটার ওপর পড়ে থাকল। গোলাম এখনো আবোল তাবোল খাপছাড়া কথার সাথে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

গোলাম এবার ঠিক তাদের মাথার ওপর যৎকিঞ্চিত দূরে। সেখান থেকে পাহাড়গাত্র অনেকটা ভেতর দিকে ডাবা। যাতে করে গোলাম কোনা ধরা পেলো না। মনে হয় সে কুণ্ডলীকৃত হয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালো। অতঃপর অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ হুইসেলের মতো শব্দ তুলে পতিত হল। এটা করার সময় সে তার চারদিকে হাত-পা মুছতে নিল যেন কোন সাকড়সা তার অবতরণ সূতা গুটিয়ে নিচ্ছে।

শ্যাম এক ঝলকে গোপন স্থান থেকে বের হয়ে গোলাম আর ভূতলের মাঝের স্থানটি দু'এক লাফে অতিক্রম করলো। গোলাম উঠে দাঁড়ানোর আগে সে তার ওপরে চড়লো। কিন্তু পতনের পর গোলামকে সে যেরকম জানতো তার থেকে খেপাটে বুঝল। শ্যাম কোন ধরা পাওয়ার আগেই দীর্ঘ হাত-পা তার বাহুকে আঁকড়ে ধরল ঃ এবং এক সাড়াশি মার্কা থাবা যা কোমল কিন্তু সাংঘাতিক শক্তিশালী দড়ির ন্যায় তাকে সবদিক থেকে চাপতে লাগলো। আঠালো আঙ্গুলগুলো তার কণ্ঠ জাপটে ধরলো। অতঃপর তার কাঁধে সূঁচালো দাঁত বিদ্ধ হলো। গোলাকার মাথার পাশ দিয়ে জানোয়ারটির মুখমণ্ডলে কঠিন ঠুল মারা ছাড়া শ্যামের আর কিছু করার ছিলো না। গোলাম হিস হিস করে থু থু ছুঁড়লো। কিন্তু শ্যাম তাকে ছাড়লো না।

শ্যামের কপালে খারাবি ছিলো, যদি কিনা সে একা থাকতো। ফ্রোডো লাফ মেরে উঠে কোষ থেকে তার স্টিং (তরবারি) বের করলো। বাম হাত দিয়ে সে গোলামের দীর্ঘ ও বিরল কেশ ধরে হেঁচকা টান মেরে চিৎ করে ফেলল। যাতে করে প্রাণীটির বিবর্ণ বিষাক্ত দৃষ্টি আকাশমুখী হলো।

'ছাড়! গোলাম,' সে বলল। 'এই যে সরুডোগা তরবারি; আগে একবার এ তুই দেখেছিস। ছাড়, নতুবা এখন এটার ঝাল টের পাবি! গলা কেটে দুভাগ করে ছাড়ব।'

গোলাম শান্ত হলো এবং ভেজা সূতোর মতো নেতিয়ে পড়ল। শ্যাম উঠলো। তার চোখজোড়া ক্রোধে শিখাহীন জ্বলতে লাগলো, কিন্তু নিজে কোন প্রতিশোধ নিতে পারলো না; তার বেচারী শত্রু প্যানপ্যান করে কেঁদে কেটে হাড্ডিসার বুকে ভর দিয়ে গড়াতে শুরু করল।

'আমাদের আঘাত করো না! তাদেরকে আঘাত করতে দিয়ো না, মূল্যবান জিনিস! তারা আমাদের আঘাত করবে না, করবে কি, হে সুদর্শন ক্ষুদে হবিটরা? আমরা ক্ষতিকারক না, কিন্তু তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমন অসহায় ইঁদুরের পরে বিড়ালেরা পড়ে থাকে, হ্যাঁ ঝাপিয়ে পড়তো, মূল্যবান জিনিস। এবং আমরা গোলামেরা বড় রিক্ত। আমরা তাদের কাছে ভাল থাকব, খুব ভাল, যদি তারা আমাদের কাছে ভালো থাকে, থাকবে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ... ।'

যাক, এটাকে নিয়ে কী করা যায়? শ্যাম বলল। 'আমি বলব, এটাকে ঝুলিয়ে রাখা যাক। যাতে করে আমাদের উদ্দেশ্যে আর ওত পাতে না পারে।'

'কিন্তু এ আমাকে খুনের সামিল' নাঁকি কান্নায় গোলাম বলল। 'ক্ষুদে হবিটরা নিষ্ঠুর।

এ শীতল-কঠিন প্রান্তরে আমাদের বেঁধে রেখে যাচ্ছে– গোলাম, গোলাম।' চাপা কান্নার অশ্রুতে তার বাকরুদ্ধ হলো।

ফ্রোডো বাঁধ সাধলো। বলল, 'তাকে মারলে একেবারে জানে শেষ করতে হবে। কিন্তু কোন মালপত্র ফেলে দেয়ার মতো আমরা তা করতে পানি না। শতভাগ হতভাগা! সে আমাদের কোন ক্ষতি করেনি।

শ্যাম ঘাড় চুলকিয়ে বলল, 'তা করেনি। তবে করতে চেয়েছিল এবং চায় আমি ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। আমাদেরকে ঘুমের ঘরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করাই তার পরিকল্পনা।'

'আমার অনুমানও এরকম' ফ্রোডো বলল। 'কিন্তু তারপর সে কী করতে চায়?' সে কিছুক্ষণ নিরবে ভালো। কান্নাকাটি থামিয়ে গোলাম স্থির পড়ে আছে। শ্যাম ভ্রুকুটি করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অতঃপর ফ্রোডো যেন অতীতের কোন গায়েবি আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেলো ঃ এ নর্দমার প্রাণীটিকে সুযোগ পেয়েও বিলবো খুন করেনি। কী দয়া! দয়া? এ দয়া করার ক্ষমতা তার ছিলো। প্রয়োজন ছাড়া আঘাত করা যাবে না। এটা দয়া, করুণার মূল নীতি।

আমি গোলামের জন্য কোন করুণা অনুভব করছি না। মৃত্যুই তার পুরস্কার।

মৃত্যুর যোগ্য! আমি তা মানি। বহু জীবিত প্রাণি মৃত্যুর যোগ্য। এবং কেউ কেউ মরে জীবন পায়। তুমি কি সে জীবন দিতে পারো? তাহলে স্বনিরাপত্তার ভয়ে ন্যায় বিচারের নামে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এত আকুল হয়ো না। এমনকি বড় বড় সাধু দরবেশরাও প্রাজ্ঞ নহে।

'খুব ভাল,' তলোয়ার নামিয়ে সে চিৎকার করে জবাব দিল। 'কিন্তু এখনো আমি শংকিত। তবু তুমি দেখ, আমি প্রাণিটিকে স্পর্শ পর্যন্ত করব না। আমিও তাকে দয়া করলাম।'

শ্যাম তার মনিরের দিকে তাকাল। বুঝল সে অদৃশ্য কারো সাথে কথা বলছে। গোলাম মাথা তুলল।

'হ্যাঁ... আমরা হতভাগা, মূল্যবান জিনিস,' সে গোঙ্গিয়ে বলল। 'দয়া, কি দয়া! বাঃ হবিটরা আমায় খুন করবে না। কি ভালো তারা!'

'না, খুন করবো না,' ফ্রোডো বলল। 'তবে তোকে ছাড়বো-ও না, বাছাধন। গোলাম, তুই দুষ্টুমি ও ভণ্ডামির হেডমাষ্টার। তোর ওপর আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখতে চাই। তাই তোকে আমাদের সাথে থাকতে হবে, সাফ কথা। পারলে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবি। একটা ভালো থেকে অন্য একটা ভালো জন্ম নেয়।'

'হ্যাঁ, বেজায় খাঁটি বাত,' গোলাম বসে বলল। 'হবিটরা বড় ভালো! আমরা তাদের সাথে থাকবো। অন্ধকারে ঝক্কি-ঝামেলাহীন রাস্তা খুঁজে দেব, অবশ্যই দেব। কিন্তু আমরা ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি–এ হিমেল কঠিন দেশের কোথায় তারা যাচ্ছে? মাথা উঁচিয়ে সে তাদের দিকে তাকালো, এবং তার বিবর্ণ মিটমিটে দৃষ্টিতে সেকেণ্ড সময়ের জন্য ধূর্তামি ও ব্যাগ্রতার এক ক্ষীণ ঝলক প্রকাশ পেলো।

দাঁত বের করে শ্যাম তার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করলো। তবে সাধারণ জ্ঞানে সে

বুঝলো। যে তার মনিবের অন্তরে অদ্ভুত কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে যা তর্কাতীত। তথাপি ফ্রোডোর জবাবে তার তাক লেগে গেলো। পিছু হটা গোলামের ছলনাপূর্ণ চোখে সরাসরি চোখ রেখে ফ্রোডো শান্ত-কঠিন স্বরে বলল–স্মিয়াগল, তুমি ভাল করেই অনুমান করেছ যে আমরা নিশ্চয়ই মর্ডরে যাচ্ছি। আর আমার বিশ্বাস তুমি সে পথটা চেনো।

মুখে তো-তো ধ্বনি তুলে গোলাম দু'হাতে চোখ ঢাকলো যেন এত খোলাখুলি কথাতে শরম পেয়েছেন।

'করেছি, হ্যাঁ আমরা ধারণা করেছি' সে ফিসফিস করে বলল, 'এবং আমরা চাইনি তারা যাক, তাই না? না, মূল্যবান, হবিটরা ভালো না। ছাই, ছাই আর ধুলো, আর পিপাসা সেখানে– আর কয়লা, কয়লা, কয়লা ও অর্ক– হাজার হাজার অর্ক। ফুলবাবু হবিটরা অবশ্যই সে-সে-সেখানে যেতে পারে না।'

ফ্রোডো জোরের সহিত বলল– 'ও, তাহলে তুমি সেখানে গিয়েছো? এবং সেখানে তোমাকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ–া-া। না।' গোলাম লাফিয়ে উঠলো। 'একবার, তাও সেটা দুর্ঘটনাক্রমে, তাই না, মুল্যবান? হ্যাঁ, দৈবক্রমে। কিন্তু আমরা ফিরে যাবো না, না, না! হঠাৎ তার সুর ও ভাষা বদলে গেলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদতে লাগলো, তবে তাদের উদ্দেশ্যে না। 'একা থাকতে দাও আমাকে গোলাম! আমকে গোলাম! আমাকে তোমরা আঘাত করো। ক্ষত-বিক্ষত হাত আমার গোলাম। আমি আমরা আমি ফিরে যেতে চাইনে। আমি খুঁজে দিতে পারি না। আমি ক্লান্ত। আমি, আমরা আমি পথ খঁজতে পারিনে, গোলাম, গোলাম কোন কিছু খুঁজতে পারে না, না। তারা সদা সজাগ। ডুয়ার্ফ মেন এবং এলফরা, ভয়ানক এলফরা চোখ ছানা বড়া করে তাকিয়ে থাকে। আমি তা দেখতে পারি না উফ!' সে উঠলো। দীর্ঘ হাতের হাড্ডিসার এক গ্রন্থি আঁকড়ে ধরে নাড়িয়ে পূর্ব দিকে বাড়িয়ে দিলো। 'আমরা পারব না!' সে চিৎকার দিল। 'পারব না তোমাদের জন্য।' তারপর সে পুনর্বার স্থিমিত হলো। ' গোলাম, গোলাম,' মাটিতে মুখ গুঁজে সে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। 'আমাদের ওপর ভরসা করো না! দুর হও! ঘুমাও গিয়ে!'

' তোমার নির্দেশে সে দূর হওয়া কিংবা ঘুমোতে যাবে না, স্মিয়াগল,' ফ্রোডো বলল। 'তবে সত্যিই তুমি যদি আবার স্বাধীন হতে চাও, তবে তাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে। আর তাতেই আমরা পথ পেয়ে যাবো। কিন্তু তোমাকে সমস্ত পথ যেতে হবেনা, শুধু সে দেশের ফটকের অদূরে গেলেই চলবে।'

গোলাম আবার উঠে চোখের পাতার নিচ দিয়ে তাকালো। 'সে তারও ওপারে থাকে,' সে কক্কক্ করে বলল। 'সব সময় সেখানে। অর্করা তোমাদের সব পথ নিয়ে যাবে। নদীর পূব পাশে অর্ক পাওয়া খুব সোজা। স্মিয়াগলকে বলো না। বেচারি, বেচারি স্মিয়াগল সে অনেক আগে গিয়েছিল। তারা তার মূল্যবান জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছিল, এবং তা এখন নেই।'

আমাদের সাথে তুমি থাকলে, সম্ভবত সেটা আবার খুঁজে পাব,' ফ্রোডো বলল।

'না, না কখনো না! সে তার মূল্যবান জিনিস হারিয়েছে,' গোলাম বলল।

'ওঠ!' ফ্রোডো বলল।

গোলাম উঠলো, এবং পিছু হটে ক্লিপের গায়ে সেঁটে থাকলো।

ফ্রোডো বলল, 'এখন কি তুমি রাতে বা দিনে কোন সহজ পথ দেখাতে পার? আমরা ক্লান্ত। কিন্তু তুমি যদি অন্ধকার পছন্দ কর; তবে আমরা আজ রাতে রওনা দেব।'

'বেশি আলো আমাদের চোখের জ্বালা ধরায় হ্যাঁ,' গোলাম কোঁকিয়ে বলল। 'ফর্সা স্থান দিয়ে এখন যাওয়া সম্ভব না। আমি পাহাড়শ্রেণীর আড়াল দিয়ে তাড়াতাড়ি যাব ক্ষণ হ্যাঁ। আগে একটু বিশ্রাম করো, হবিট সোনারা আমার!'

'তবে বসো, চুল পরিমাণ নড়বে না!' ফ্রোডো বলল।

পাগুলো ছেড়ে দিয়ে দেয়ালে পিট ঠেকিয়ে গোলামের দু'পাশে হবিটরা বসল। তারা জানত যে তারা এক দণ্ডের জন্য ঘুমাবে না। তাই বাড়তি কথা বলার দরকার হলো না। ধীরে জোছনা কেটে গেলো। পাহাড়ের ছায়ায় তাদের সম্মুখ স্থান ঘুটঘুটে হয়ে এল। উপর আকাশের ঘন তারকারাজি উজ্জ্বল হলো। সকলে অনড়। গোলামের চোখ বন্ধ, থুত্নির নিচেই হাটু রেখে হাত-পায়ের সমতল তলা মাটিতে বিছিয়ে বসে থাকল। তবে তাকে উত্তেজিত মনে হলো যেন ভাবনার কোন কিছু সে শুনেছে।

ফ্রোডো শ্যামের পানে তাড়াতাড়ি তাকালো। চোখে চোখে সংযোগ হলে তারা বুঝল। চোখ বন্ধ করে মাথা পেছনে হেলিয়ে উভয়ে রিলাক্স করলো। শিঘ্রই তাদের কোমল নিঃশ্বাস শোনা গেলো। গোলাম একটু হাত নাড়লো। বোধের অগম্য এমন কায়দায় ডানে-বায়ে মাথা ঘুরাল। প্রথমে এক চোখ পরে অন্য চোখ খুলল। হবিটরা অনড়।

হঠাৎ কোন ঘাসফড়িং বা ব্যাঙের মতো অবাক করা উত্তেজনা ও গতি নিয়ে গোলাম সামনে অন্ধকারে ঝাপ দিল। কিন্তু ফ্রোডোরা এমনই ভেবে রেখেছিল। গোলাম দু'কদম এগোনোর সাথে সাথে শ্যাম তার ওপর গিয়ে পড়ল। ফ্রোডো পেছন থেকেএসে তার পণ টেনে সরিয়ে দিল।

'তোমার রশি আর একবার কাজে লাগবে শ্যাম,' সে বলল।

শ্যাম রশি বের করল। 'অন্ধকারে এ কঠিন দেশে কোথায় অভিযান শুরু করলে, মিষ্টার গোলাম? সে ক্ষেপে বলল। 'তাজ্জব কাণ্ড! নিশ্চয় তোমার কোন অর্ক বন্ধুর খোঁজে চলেছ? তুই নোংরা বিশ্বাসঘাতক। এ রশিই তোর গলায় উঠুক পর এ ফাঁস।'

গোলাম সুবোধ বালক হয়ে পড়ে থাকল এবং দ্বিতীয় কোন ফন্দি আঁটলো না। শ্যামের কথার কাউন্টারও দিল না, কিন্তু তার প্রতি বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'তাকে ধরে নিয়ে চলার মতো কোন ব্যবস্থা দরকার,' ফ্রোডো বলল। 'তাকে আমরা হাঁটাতে চাই। সুতরাং হাত কিংবা পাগুলো বাঁধলে ভাল হবে না। মনে হচ্ছে ও চার হাত পায়ে চলাচল করে। এক পায়ে রশি বেঁধে অন্য প্রান্ত হাতে রাখো।'

সে গোলামের ওপর উঠে দাঁড়ালো এবং শ্যাম রশি বাঁধলো। এর ফলাফল উভয়কে অবাক করে দিলো। গোলাম নিনাদ করতে আরম্ভ করলো– চিকন ক্রন্দন ধ্বনি, শুনতে বড্ড ভয়াবহ। অঙ্গ মোচড় দিয়ে পায়ের কাছে মুখ নিয়ে দড়ি কাটার চেষ্টা করলো। সে নিনাদ করেই চলল।

অবশেষে ফ্রোডো বিশ্বাস করলো যে সে সত্যিই ব্যথা পাচ্ছে। তবে তা গিটের দরুণ না। সে বাঁধন পরীক্ষা করে বুঝল গিটটা আসলে ঢিলা। শ্যাম একটু বেশি দয়াপরবশ হল। 'তোমার কী হচ্ছে?' সে বলল। 'পালাবার পায়তারা করলে আলবত বাঁধা থাকতে হবে। আমরা কিন্তু তোমাকে আঘাত করতে চাইনে।'

'আঘাত আমরা পেয়েই গেছি,' গোলাম ভোঁস ভোঁস করে বলল। 'এ দড়ির বাঁধন আমাকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। এলফরা এটা পাকিয়েছিল, গোল্লায় যাক তারা! নোংরা হিংস্র হবিটরা! এ জন্য আমরা জালানোর চেষ্টা করি, মাইরি, মূল্যবান জিনিস। আমরা তাদের নিষ্টুর হবিট জানতাম। তারা লিয়াজো করে এলফদের সাথে। রক্ত-চক্ষু এলফ। এটা সরাও! জ্বলে পুড়ে গেল।'

'না, এটা খুলব না,' ফ্রোডো বলল, 'যতক্ষণ না'– সে কিছুক্ষণ ভাবল–'যতক্ষণ না বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রতিশ্রুতি না দিচ্ছ।'

'সে যা চায় তা করার প্রতিশ্রুতি আমরা দেব, হ্যাঁ, ইয়েস' গোলাম বলল, এখনো গোড়ালি ঘসে যাচ্ছে, 'ব্যাথায় মরে গেলাম।',

'প্রোমিজ?' ফ্রোডো বলল।

'স্মিয়াশল,' অকস্মাত গোলামের কণ্ঠ পরিষ্কার হল, চোখ বড় করে খুলে অদ্ভূত আ-লো ছড়িয়ে ফ্রোডোর দিকে তাকালো। 'স্মিয়াগল মূল্যবান বস্তুটাকে ঘিরেই প্রোমিজ করবে।'

ফ্রোডো তাকে টেনে তুলল, এবং শ্যাম তার রুক্ষ স্বরে আর একবার হতচকিত হল। 'মূল্যবান বস্তু? কি বুকের পাটা?' সে বলল। 'ভাব!

একটা রিং সকল জনের শাসন করে
যা রাখবে ধরে তোদের সবার অন্ধকারে।

স্মিয়াগল? তুমি কি এ রিংটির ওপরেই প্রোমিজ করবে? এটা তোকে ধরে রাখবে। কিন্তু এ যে ভোর চেয়েও বিশ্বাসঘাতক। এটা তোকে তোতলা বানাতে পারে। সাবধান!'

গোলাম হাত-পা গোটানো। 'মূল্যবান–মূল্যবান জিনিসটির পরেই!' সে দ্বিরুক্তি করল।

'আর তোর প্রতিজ্ঞাটা কী?' ফ্রোডো জিজ্ঞাসা করল।

'ভাল, খুব ভাল,' গোলাম বলল। তারপর পইপই করে ফ্রোডোর পায়ের সামনে গিয়ে গড়তে লাগল বুনো শুয়োরের ফিসফিসানি শোনা গেলোঃ তার গতরে ভূমিকম্প উঠলো, হাড় পর্যন্ত নড়ে গেল। কখনও না, স্মিয়াগল কখনো এটা তাকে (সাউরান) দেবার জন্য অঙ্গীকার করবে না, জিন্দেগীতে না। এটা স্মিয়াগল রাখবে। কারণ তুমি জান এটা কোথায়। হ্যাঁ, স্মিয়াগল তুমি জান। এ তোমার সামনেই।'

ভগ্নাংশ সময়ের জন্য শ্যামের মনে হলো তার মনিব বিকটাকার এবং গোলাম ক্ষুদ্রাকার হয়েছেঃ দীর্ঘ-দৃঢ় ছায়া, এক মহা প্রতাপশালী লর্ড মেঘের আড়ালে মোজেজা লুকিয়ে রেখেছে, এবং তার পায়ে আছড়ে পড়ে আছে এক কান্নারত কুত্তা। তবু দু'জন

কিছু ক্ষেত্রে এক রকম, বিরোধী না ঃ একে অপরের মনে ঢুকতে পারে। গোলাম ফ্রোডোর হাঁটু আঁকড়ে হীনভাবে উঠতে লাগলো।

'নাম্ নাম্।' ফ্রোডো বলল। 'তোর প্রতিজ্ঞার কথা বল।'

'আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, হ্যাঁ আমি প্রতিজ্ঞা করছি!' গোলাম বলল। 'আমি মূল্যবান জিনিসটির প্রভূর দাস হবো। সদাশয় প্রভু, সদাশয় স্মোয়াগল, গোলাম, গোলাম!' আচমকা কেঁদে ফেলে সে পা দাপাতে লাগলো।

'রশি খুলে রাখো শ্যাম!' ফ্রোডো বলল।

অনিচ্ছায় শ্যাম আদেশ পালন করলো। গোলাম তড়াক করে মনিবের চাবুক পেটা খেঁকি কুকুরের মতো চড়মাতাল হয়ে গেল। এ মুহূর্ত থেকে তার কিছুটা দীর্ঘ পরিবর্তন আসলো। সুরের পরিবর্তন এনে সঙ্গীদের সাথে সোজা কথা বলল। এলভিন আলখিল্লা নিয়ে হবিটরা হুট করে তার দিকে এগিয়ে আসলে সে ভয়ে পিছিয়ে বশ্যতাসূচক ইংগিত করল। ফ্রোডো কোন কৌতুককর কথা বললে সে কককক, তিড়িংবিড়িং নেচে অট্ট হাসল। আবার তিরস্কার শুনলে কাঁদত। শ্যাম সামান্য কথা বলত। সে গভীর মনোনিবেশ তাকে সন্দেহ করত। পুরোন গোলামের চেয়ে নতুন গোলামকে সে কি ভাবতো বলা যায় না।

'ঠিক আছে, গোলাম কিংবা যা তোমাকে ডাকি না কেন,' সে বলল, 'চাঁদ ডুবেছে। এখন রওনা করা ভাল হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', তাবত শরীর শূন্যে তুলে গোলাম সম্মতি দিল। 'অনেক দূরে যাব! নর্থ-এন্ড ও সাউথ এন্ডের মাঝ দিয়ে আড়াআড়ি কেবল একটি পথই আছে। এটা আমি পেয়েছিলাম, আমি। অর্করা এ পথ ব্যবহার করে না, তারা এটার খবর রাখে না। তারা জলা (Marshes) পার হয় না, মাইল মাইল পথ ঘুরে যায়। এ পথে এসে তোমরা খুব ভাগ্যবান হলে। স্মিয়াগলকে পাওয়া আরো ভাল হলো, হ্যাঁ। স্মিয়াগলকে অনুসরণ করো।'

সে কিছুদূর এগিয়ে তদন্ত-দৃষ্টিতে পেছনে তাকালো, যেন কোন কুকুর তাদের হাঁটার পরামর্শ দিচ্ছে।

'গোলাম একটু রসো।' শ্যাম চিৎকার করলো। বেশি আগে থেক না! আমি তোমার লেজে-লেজে থাকবো, দড়িটি আমার হাতে আছে।'

'না না!' গোলাম বলল। 'স্মিয়াগল অঙ্গীকার করেছে।'

পরিপূর্ণ তারকাতলে নিশুতি রাতে তারা যাত্রা করল। গোলাম উত্তর দিকে তাদেরকে খানিক পিছিয়ে নিয়ে গেলো। তারপর এ্যামিন মুইলের খাড়া ধার থেকে বেশ দূরে ডান পাশের তীর্যক পথ ধরে টুকরো পাথরের ঢাল বেয়ে নিচের প্রকাণ্ড জলায় অবতরণ করলো। তারা আঁধারে সত্বর অন্তর্হিত হলো। মর্ডরের তোরণগুলোর সামনে আবর্জনাময় লিগ লিগ পথে শুধু মৃত্যুপুরীর অথৈ নিরবতা।

অধ্যায় তের

জলার পথ

গোলাম ঘাড়-মাথা সামনে বাড়িয়ে দ্রুত চলল। প্রায় সময়ে হাতকে পায়ের ন্যায় ব্যবহার করল। তার সাথে তাল মেলানো হবিটদের পক্ষে মুশকিল হলো। তবে মনে সে আর পালাবে বোধ হল না। তারা পেছনে পড়ে গেলে সে বরং তাদের জন্য অপেক্ষা করল। কিছুক্ষণ বাদে তারা এক সংকীর্ণ শৈলশিরার কিনারায় আসলো যেখানে আগেও একবার আসা হয়েছে।

'ও এখানে।' সে চিৎকার দিল। 'ভেতরে এক পথ আছে, হ্যাঁ। এখন এ পথেই বের হবো, সে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে জলা নির্দেশ করল। হিমেল রাতের বাতাসেও তার বেদম পচা গন্ধ পেল।

কিনারা থেকে উপর-নিচে দৃষ্টি বুলিয়ে গোলাম তাদের ডাকল। 'এইত! এখান থেকে আমরা নামতে পারি। স্মিয়াগল একবার এ পথে গেছে। অর্কদের চোখে ধুলো মেরে এ পথেই গিয়েছিলাম।'

সে আগে, এবং হবিবরা পিছে অন্ধকারে নামল। এ স্থলে ফাটলের গভীরতা ফুট পঞ্চাশেক এবং বিস্তার বার ফুটের মতো। সুতরা পার হওয়া দুষ্কর না। তলদেশে চলিষ্ণু জল ধারা; প্রকৃতপক্ষে এ ছিলো বহু ক্ষুদ্র নদীর এক তলা যে নদী পাহাড় শীর্ষ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ে উদ্ভূত হয়েছে, অদূরের পাঁকে ভরা নিরুদ্দম জলাগুলোকে পরিপুষ্ট করার জন্য। গোলাম দক্ষিণে খানিক সরে গিয়ে পাথুরে স্রোতের পানি ছেঁটাতে থাকল। বেতাল খুশী সে, মুখ টিপে হাসতে লাগল, মাঝে মাঝে মক্‌মক্‌ শব্দে সুর ভাঁজেঃ

হিমেল কঠিন দেশ
কামড়ে করে শেষ,
চিবোয় পাদদেশ।
পাথর নুড়ি যত
বুড়ো হাড়ের মত
গোশত হতে গত।
তবে শীতল ঝর্ণা নালা
করে গতর দলা;
সুতরা ঠ্যাং এর কত ভালো!
আয়, মোদের এখন মন কামনা –

'হা! হা! কী কামনা?' ফ্রোডোর প্রতি আড় নয়ন করে বলল। ' তোমাদের বলব,' সে ঠমঠম করে বলল। 'সে অনেক আগে ধারণা করেছিল, ব্যাগিনস ধারণা করেছিল।'

তার চোখে এক আলো ঠিকরে উঠল, আর শ্যাম অন্ধকারে এ আলো দেখে ভাবলোঃ

নিঃশ্বাসহীন জীবন;
যেন হিমেল মরন;
কখনো না তৃষ্ণা, সদা শুধু পান;
বর্মতে মোড়া, নেই ঠুনঠান।
মরো ডুবে ডাঙ্গায়,
দ্বীপ যেন পাহাড় আনো ভাবনায়,
ঝর্ণাকে করো মনে
পাবে হাওয়া যেখানে।
কত শোভনীয়, ভাবি চিকচিকে!
মজা পাই কত চোখে দেখে তাকে।
মোরা শুধু কামনা করি
মনের সুখে মাছ ধরি,
রসাল স্বাদ, আহ মরি মরি!

শ্যামের অন্তরে এ কথাগুলো অধিক সমস্যার হলো তখন, যখন সে বুঝল যে গোলাম ফ্রোডোর গাইড হতে যাচ্ছেঃ খাবারের সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে নির্জনপুরীতে নিজের জন্য গোলাম কতটা খাদ্য মজুত করেছে? 'তেমন না' শ্যাম ভাবল। 'তাকে বুভুক্ষ মনে হয়। হবিটখাদ্য তার মুখে রোচে না। বাজি ধরে বলতে পারি মাছ না পেলে সে আমাদের ঘাড় মটকাবে। যাকগে, কপালে যা আছে, শ্যাম গামজি।'

দীর্ঘক্ষণ ধরে আঁকাবাঁকা অন্ধকার পথ দিয়ে তারা হুঁচোট খেয়ে চলল বা ফ্রোডো ও শ্যামের ক্লান্ত পদদ্বয় এমন একটি ইঙ্গিত দিলো। গিরিপথ পূর্বদিকে গিয়ে প্রশস্ত এবং ধীরে ধীরে অগভীর হলো। প্রথম প্রভাতের আভায় শেষ পর্যন্ত আকাশ ঝাপসা হলো। গোলামের কোন ক্লান্তি নেই, তবে সে এখন উপরে তাকিয়ে থামল।

'দিন সমাগত! সে ফিসফিসিয়ে বলল, যেন দিন তার কথা শুনতে পেলে ঘাড়ের পরে ঝাপিয়ে পড়বে। 'স্মিয়াগল এখানে থাকবে, এবং হলুদ কিরণ আমাকে খুঁজে পাবে না।'

ফ্রোডোরা কিন্তু সূর্য পেলে খুশি হয়। তবু তারা এত ক্লান্ত যে এখন আর বিন্দুও হাঁটতে পারবে না।

'সূর্য- দেখে খুশি হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ না,' গোলাম বলল। 'এটা শুধু নজর উপরে টানে। বুদ্ধিদীপ্ত হবিটরা স্মিয়াগলের সাথে থাকে। চারদিকে অর্ক এবং নোংরা কারবার। তারা অনেক দূরে দেখতে পায়। আমার সাথে লুকাও!'

সংকীর্ণ পথের শিলাময় দেয়ালের পাদদেশে তিনজনেই বিশ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিল। দেয়ালটি কোন দীর্ঘদেহী মানব থেকে উঁচু হবে না, এবং এটার মূলে শুষ্ক পাথরের প্রশস্ত, সমতল তাক ছিল। উভয় পাশের চ্যানেল দিয়ে পানি দৌড়ে চলেছে। পিঠে ঠেসান দিয়ে ফ্রোডো এবং শ্যাম এক তাকে বসে। গোলাম চ্যানেলে পা দাপিয়ে চলল।

'আমরা সামান্য কিছু খাবই,' ফ্রোডো বলল। 'স্মিয়াগল, তুমি ক্ষুধার্ত? আমাদের সামান্য কিছু আছে তবে যতটা পারি তুমি পাবে।'

ক্ষুধার কথা শুনে গোলামের বিবর্ণ দৃষ্টি থেকে এক সবুজ আলো বেরিয়ে এলো। আর, তার সরু রোগা মুখমণ্ডল দেখে হবিটার এ যাবতকালের মধ্যে সর্বাধিক লম্বা হয়ে উঠলো। মুহূর্তের জন্য গোলাম তার সাবেক গোলামি আচরণে ফিরে গেলো। 'আমরা ক্ষু-ক্ষুধার্ত, হ্যাঁ ক্ষু-ক্ষুধার্ত আমরা, মূল্যবান,' সে বলল। 'এসব তারা কি খায়? তাদের কি উত্তম মাছ আছে?' তীক্ষ্ণ হলুদ দাঁতের ফাক দিয়ে তার লকলকে জিহ্বা রংহীন ঠোঁট চাটতে লাগলো।

'না, আমরা কোন মাছ পাইনি,' ফ্রোডো বলল। 'পেয়েছি কেবল এই'– সে লেম্বাস পাউরুটি বাড়িয়ে ধরল–'এবং পানি, যদি এখানকার তা পানের যোগ্য হয়।'

'হ্যাঁ-া-া, হ্যাঁ-া-া চমৎকার পানি,' গোলাম বলল। 'করো, পান করো, যতটা পারো! কিন্তু তারা এ কী আনল, মূল্যবান? এটা কি চর্বনের যোগ্য? স্বাদ আছে কি?'

ফ্রোডো একটু ভেঙ্গে তার হাতে দিল। গোলাম শুকলো এবং তার চেহারায় পরিবর্তন আসলো : একটা বিতৃষ্ণার অবসাদ, এবং সাবেক বিদ্বেষের ইঙ্গিত চোখে মুখে। 'স্মিয়াগল এটা শুকে থাকে!' সে বলল। 'এলফ অঞ্চলের পাতা, থু! ইতর গন্ধ। সে সেসব গাছে চড়তো, কিন্তু হাতের সুগন্ধী মুছে ফেলত না, পরানের হাত আমার।' পাতাটা ছাড়িয়ে লেম্বাসের এক কোন ধসিয়ে নিয়ে সে কুটকুট করে কামড়ালো। সে থু থু ফেলল, এক ঝটকা কাশি তাকে কাঁপিয়ে দিল।

'উই!, না' থু থু ছিটাল সে। 'তোমরা বেচারি স্মিয়াগলকে মারার ধান্দায় আছে। এ ছাইভস্ম আমি খেতে পারি না। সে উপোস করবে কিন্তু স্মিয়াগলের তাতে যায় আসে না। সোনামনি হবিটগো! স্মিয়াগল অনাহারে থাকার অঙ্গীকার করেছে। হবিটের খাদ্যে তার রুচি নেই। সে উপবাস চালাবে। আধমরা রুগ্ন স্মিয়াগল!'

'দুঃখিত,' ফ্রোডো বলল; 'কিন্তু আমি তোমাকে অন্য কোন সাহায্য করতে পারব না বোধ করি। চেষ্টা করলে এ তুমি খেতে পারবে। মনে হয়, কোনমতেই তা তুমি করবে না।'

হবিটরা কথাহীন পরিবেশে লেম্বাস চিবিয়ে চলল। শ্যামের কাছে এটার স্বাদ তুলনামুলক বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা নিয়ে গোলামের খিস্তিখেউড় তাকে নতুন করে নাড়া দিয়েছে। তবু সে আরাম বোধ করলো না। গোলাম প্রতি গ্রাস হাত থেকে গলায় ঢুকতে দেখলো–যেন কোন কুকুর ডাইনিং টেবিলের পাশে আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাওয়া শেষে তারা বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হল। তাতেই গোলামের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল এ খাবারের স্পেশাল কোন গুণাগুণ নেই। তারপর কয়েক কদম সরে বসে কিছুটা ঘ্যাঁন ঘ্যাঁন

করল।

'এইযে দেখ!' শ্যাম অনেকটা তারস্বরে বলল। সে গোলামের উপস্থিতিকে গ্রাহ্যই করল না। 'ক্ষুধার্ত ভিলেনটা পাশে রেখে এক সাথে ঘুমান যাবে না, প্রতিজ্ঞা করুক বা না করুক। কসম করে বলতে পারি, স্মিয়াগল বা গোলাম সহসা মানুষ হবে না। তুমি ঘুমোতে যাও, মিষ্টার ফ্রোডো। আমার চোখের পাতা বুঁজে আসলে তোমাকে জাগাব। সে যতক্ষণ মুক্ত, এদিক-ওদিক চোখ রাখতে হবে।'

নিদ্রাতুর ফ্রোডো কথার মাঝেই ঘুমিয়ে গেল, মাথাটা তার বুকের উপরে উপুড় করা, গোলাম এখন নির্ভীক। গা মোচড় দিয়ে উঠে দ্রুত চুপটি মেরে ঘুমোতে গেল। তা ৎক্ষণিক ফাঁকা দাঁতের মাঝ থেকে হিসহিস শব্দ বের হলো, তবে সে পাথরের মতো পড়ে থাকলো। হবিটদের নাক ডাকা শুনে সে ভেগে পড়তে পারে। এ আশংকায় শ্যাম উঠে আলতো করে গোলামকে খোঁচা মারল। তার হাত প্রসারিত কিন্তু কোন নড়নচড়ন ছিলো না। শ্যাম নত হয়ে তার কানের কাছে বলল– মাছ-ছ-ছ। কোন সাড়া নেই। এমনকি গোলামের শ্বাস-প্রশ্বাসেও পরিবর্তন দেখা গেলো না।

শ্যাম মাথা চুলকাল। 'নিশ্চই ঘুমিয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল। 'গোলামের মতো আমি হলে এ জনমে আর জাগতে পারতাম না।' সে তলোয়ার, দড়ির কথা ভুলে গিয়ে মনিবের পাশে বসল।

উপরের আকাশ নিষ্প্রভ, তাদের নাস্তার সময় থেকে অধিক কালো। শ্যাম লাফিয়ে দাঁড়াল। স্বীয় সতেজতা এবং ক্ষুধা থেকে অকস্মাৎ বুঝল কমপক্ষে সে নয় ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। ফ্রোডো এখনো গভীর ঘুমে এক পাশে কাত হয়ে সটান পড়ে আছে। গোলামকে দেখা গেল না। গ্যাফারের পিতৃসুলভ বিশাল কথার ভাণ্ডার থেকে নিজের সম্বন্ধে ভৎসনামূলক অনেক কথা। শ্যামের মনে পড়ল। তারপর মনিবের কথা ঠিক বলে সাব্যস্ত করলঃ বর্তমানে কোন কিছুর বিরুদ্ধে গার্ডের দরকার নেই। যাহোক, তারা জীবন্ত অক্ষত আছে।

'বেচারী হতভাগা,' অনেকটা বিবেক দংশনের সাথে বলল। 'সে এখন কোথায়?'

'বেশি দূরে না, বেশি দুরে না!' উপর থেকে একস্বর আসলো। সে উপরে তাকালো এবং সন্ধ্যার আকাশের গায়ে গোলামের মাথা আর প্রকাণ্ড কানের প্রতিচ্ছবি দেখলো।

'এখানে, কী কর?' চিৎকার দিল শ্যাম, এ মুখচ্ছবি দেখে তার সন্দেহ ফিরে আসতে থাকল।

'স্মিয়াগল ক্ষুধার্ত,' গোলাম বলল। 'তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

'এখনই ফের!' শ্যামের ঝাঁঝাল গলা। ' হেই! ফিরে আয়!' কিন্তু গোলাম নিখোঁজ।

'শ্যামের চিৎকারে ফ্রোডো জেগে উঠে চোখ ঘষতে লাগল।

'কি হলো!' সে বলল। 'কোন সমস্যা? কটা বাজে?'

'জানি না,' শ্যাম বলল। 'সূর্যাস্তের পর টের পেয়েছি। এবং সে গেছে। বলে কিনা ক্ষুধার্ত।'

'দুশ্চিন্তার কারণ নেই!' ফ্রোডো বলল। 'করে লাভ নেই। তবে সে ফিরবে, দেখে নিও। অঙ্গীকার আরো কিছুক্ষণ বহাল থাকবে। এবং যত কিছুই হোক, সে তার মূল্যবান

জিনিস ছাড়বে না।'

শ্যামের চলতি মনোভাব অনুধাবন করে ফ্রোডো আবার বলল, 'গ্যাফারের কঠিন কোন কিছু মনে করো না,'। 'তুমি ক্লান্ত বিধ্বস্ত ছিলে, এবং সেটা হয়েছে। বহুত বিশ্রাম করেছি আমরা। সামনে কঠিন পথ, সব পথের বাজে পথ।'

'খাবারের বিষয়ে,' শ্যাম বলল। 'এ কাজ করতে কত সময় লাগবে? আর এটা শেষ করার পরের পর্ব কী? তুমি যা ভাবনা কেন, যদিও এ পথরুটি উদরকে তৃপ্ত করে না, তবুও তোমার পা আশ্চর্য রকমের সচল থাকে। আমি একে অসম্মান করার কথা বলছি না। কিন্তু এ তোমার নিত্যদিনের খাবার যা নতুন করে পয়দা হচ্ছে না। মনে কর দেখ, হালকা দাঁত আর টাইট বেল্টে এ খাবার সপ্তাহ তিনেক পার করে দিল।'

'জানিনা আমাদের কত সময় লাগবে—শেষ করতে,' ফ্রোডো বলল। 'পাহাড়ে ঢের বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু পণ্ডিত শ্যাম গামজি, মাইডিয়ার হবিট—সত্যি, শ্যাম আমার প্রিয়তর হবিট, বন্ধুদের বন্ধু— পরে কি হবে সে দিকে মন দেবার প্রয়োজন বোধ করছি না। তুমি যে কাজের কথা ভাবছ—বিনিময়ে কি আশা যা সদা পোষণ করি, কাজ সমাপ্তির পর ফলা-ফল কি হবে কে জানে? যদি রিংটি ফায়ারে (বজ্রনির্ঘোষ) পড়ে, আর ধরা খেলে? শ্যাম, আমাদের জীবনে কি আর রুটির দরকার আছে? মনে হয় না। মাউন্ট ডুমে গতরটাকে নিতে পারলে আর কিছু চাই না। যা পারি তা থেকে বেশি ভাবতে আরম্ভ করেছি।'

শ্যাম নিরবে মাথা নাড়ল। মনিবের হাতের তালুতে মুখ লুকাল। চুম্বন করতে অপারগ, যদিও অশ্রু পড়লো ফোটা কয়েক। তারপর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে জামার হাতা নাকে চেপে দাঁড়াল এবং চারদিকে হেঁটে কোথায়, কোথায় করে বললঃ কোন চুলোয় গেল, জানোয়ারটা?

গোলাম প্রকৃতপক্ষে একটু দেরীতেই ফিরেছিল। তবে এত সন্তর্পনে এসেছিল যে তারা না দেখা পর্যন্ত কোন সাড়া শব্দ শুনতে পায়নি। তার আঙ্গুল ও মুখমণ্ডল কালো কাঁদা-মাটিতে একাকার; এখনো কি যেন চিবোচ্ছে আর লালা ঝরছে। কি খাচ্ছে তা তারা জিজ্ঞাসা কলল না। 'গর্তের বাইরে গোবরে পোকা বা চটচটে মতো কিছু একটা যেন ছিল,' শ্যাম ভাবলো। 'থু! ছ্যাঁদড় হতভাগা!'

মন ভরে পানি খেয়ে ক্ষুদ্র নদীতে স্নান না করা পর্যন্ত গোলাম বাকরুদ্ধ হয়ে থাকলো। অতঃপর তাদের কাছ ঘেষে অবস্থান নিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে।

'বেশ হলো,' সে বলল। 'বিশ্রাম শেষ? প্রস্তুত? নাইস হবিট, শিশুর মতো ঘুমোয় তারা। এখন স্মিয়াগলকে বিশ্বাস করলে তো? ভালো, খুব ভালো।'

তাদের অভিযানের ক্রমাবনতীশীল সব ঢালু পথ আরো গভীর হলো। এলাকা জলাভূমি মৃত্তিকা হতে হতে দুধার এক পর্যায়ে হ্রদ সমতলে মিশে গেলো, কবে মেঘে চাঁদ-তারা ঢেকে আছে। ধুসর আলোর বিচ্ছুরণ থেকে হবিটরা দিনের আগমন বার্তা পেল।

নিরব এক মুহূর্তে তারা জার্নি পথের শেষপ্রান্তে পৌছল। তীরবর্তী --- দিত। ক্ষয়িষ্ণু পাথর শৃঙ্গ সীমানা আছাড় খেয়ে হলদে আলোয় হাকিয়ে গেছে। যদিও তারা কোন বাতাস অনুভব করলো না, তবুও শুষ্ক নদীখালার হিসহিস, চটাপট শব্দ উঠলো। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বিস্তৃত কর্মমাক্ত বিশাল জলাভূমি অর্ধ-নিভু আলো মধ্যে পড়ে আছে। দ্বন্দ্বমুখর স্রোত

থেকে ধোয়া, কুয়াশা অন্ধকারে পাক খেয়ে ওঠে। নিশ্চল বাতাসে দুর্গন্ধ যেন ঝুলে থাকে। খানিক দূরে সোজা দক্ষিণে বিপজ্জনক কুয়াশা ঢাকা সাগরেরর সাগরোপরস্থ ছেঁড়াফাড়া ভঅসমান মেঘের করের মতো -- পাহাড় সদৃশ সুউচ্চচ প্রাচীর আবছা দৃষ্টিগোচর হল।

হবিটরা এখন ষোলআনা গোলামের অধীনস্ত। তারা জানলো না,এবং কুয়াশা আলোয় বুঝতেও পারলো না যে তারা শুধুমাত্র সোর শুধুমাত্র উত্তরষঞ্চলীয় সীমান্তে আছে। অবশ্য প্রাক-অভিজ্ঞতা থাকলে তারা বুঝতে পারতো। যাক, অতঃপর পূর্ব নদীকে ঘুরে শক্তি পথের ওপর দিয়ে তারা চলে আসে ডাগোর লাডের (Dagorlad) সমভূমিতে তোরণশ্রেণীর সম্মুখস্থ প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র। এমন খুব একটা আশাব্যাঞ্জক না। এ পাথুরে ভূমিতে না ঢাকা দেবার কোন জায়গা নেই। এবং এর বুকের ওপর দিয়ে অর্ক এবং এনিমির (সাউরান) সেনাদের হাইওয়ে ছুটে চলেছে। এমনকি সেখানে লরিয়েনের তৈরি আলখিল্লা পর্যন্ত গোপন থাকলো না।

ফ্রোডো পথেল ধাঁধায় পড়ে গেল। স্মিয়াগলকে বলল– এ দুর্গন্ধময় জলা-বিল পার হতে পারলে বাঁচি।

'আদৌ তার দরকার নেই,' গোলাম বলল 'যদি না হবিটরা অন্ধকার ডার্ক মাউন্টেনে পৌছে তার (Him) সাথে সত্ত্বর দেখা করতে চায়। কিছুটা পিছিয়ে খানিক ঘুর সে অস্থি-চর্ম-সার হাত বাড়িয়ে উত্তর-পূর্ব নির্দেশ করল 'এবং এভাবে তোমরা তার অঞ্চলের তোরণ শ্রেণীর পথ ধরতে পার। তার প্রচুর লোকজন অতিথিদের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকবে এবং তার কাছে সরাসরি হাজির করে দিয়ে খুব খোশ হবে, হ্যাঁ ইয়েস। সদা সে পথে তার চোখ (Eye) পড়ে থাকে। অনেক আগে স্মিয়াগল এখানে ধরা পড়েছিল। গোলামের গায়ে কাটা দিল। 'কিন্তু তারপর থেকে স্মিয়াগল চোখ খোলা রাখে, হ্যাঁ, হ্যাঁঃ তখন থেকে আমি চোখ-পা নাক ব্যবহার করে আসছি। আমি বিকল্প রাস্তা চিনি। আরো কঠিন, ধীর গতির; তবে শ্রেয় পথ, যদি কিনা আমরা তাকে না দেখতে চাই। স্মিয়াগলের পিছু নাও! সে তোমাদের নিয়ে যাবে জলাভূমি, কুয়াশা, চমৎকার ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে। স্মিয়াগলকে সাবধানে অনুসরণ কর, এবং তোমরা সম্ভবত তার হাতে ধরা খাওয়ার আগে অনেক দূরে চলে যেতে পারবে।'

ইতোমধ্যে আঁধার দূর হয়েছে, বাতাসহীন বিষন্ন সকাল, এবং গম্ভীর তীরে জলা-বিলের বোঁটকা গন্ধ হামাগুড়ি মেরে বেড়াচ্ছে। মেঘ ফুটো করে কোন রোদ পৃথিবীতে পড়তে পারছে না, আর এ মুহূর্তে গোলামের বাইরে বের হতে উৎকণ্ঠিত লাগছে। সুতরাং সামান্য অবকাশান্তে তারা আবার যাত্রা করলো এবং নিরব পৃথিবীর ছায়ায় হারিয়ে গেলো, লোক' দৃষ্টির আড়াল থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথিবী। সাথীরা লম্বা সারিতে চলেছেঃ গোলাম, শ্যাম, ফ্রোডো।

তিন জনের মধ্যে ফ্রোডো অধিক ধীর ক্লান্ত। প্রায় সময় পেছনে পড়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণ হবিটরা যেটাকে বিশাল জলা মনে করছিল, আসলে সেটা জালের মত ছড়িয়ে থাকা অন্তহীন হ্রদ, কর্দমাক্ত ভূমি ও আঁকা বাঁকা রুদ্ধ জলস্রোতের সমন্বয়। এগুলোর মধ্য দিয়ে ধূর্ত এক চোখ ও পা আশ্চার্যভাবে পথ বুনে বুনে চলল। । এমন বৈশিষ্ট্য গোলামের

মধ্যে সুনিশ্চিত ছিল। দীর্ঘ ঘাড়ের ওপর তার উদ্ভট মাথাটি সদা এদিক-ওদিক করতে লাগলো, আর মনে মনে অনর্গল নাকি সুরের ফিসফিসানি তো ছিলই। মাঝে মাঝে সে যখন চুপটি করে সামনে একটু এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন হাত উর্ধ্বে হলে তাদেরকে থামিয়ে দিচ্ছিল। হাত-পায়ের আঙ্গুল দিয়ে ভূমি পরীক্ষা মাটিতে এক কান চেপে কিছু শোনার প্রয়াস ইত্যাদি কর্মগুলো নৈপূণ্যের সাথে সমাধা করছিল।

আবহাওয়া নিষ্প্রান, অস্বস্বিকর। এ পরিত্যক্ত জনপদে কনকনে, সাঁতসেঁতে শীত এখনো রাজত্ব করে যাচ্ছে। সবুজ বলতে একমাত্র বিষন্ন পানির কালচে তেলতেলে তলের বিবর্ণ নীলাভ গাঁজলাকে বুঝায়। মরা ঘাস ও পচা নলখাগড়াকে কুয়াশায় মরিচিকার মতো লাগে যেন বহুদিনের বিস্মৃত গ্রীষ্মের জীর্ণশীর্ণ ছায়া।

বেলা গড়ে, আলো বাড়ে, এবং প্রক্ষীপ্ত কুয়াশা হাল্কা হয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। ধরনীর পচা গন্ধ ও রাষোর অনেক ওপরে এখন সোনালী সূর্য যা চোখ ধাঁধান তরঙ্গ বিছানা বানিয়ে চলেছে। কিন্তু তারা নিচেই দেখলো শুধু মাত্র সূর্যের চলমান প্রতিমূর্তি, ঝাপসা, বিবর্ন আর উষ্ণতাহীন। কিন্তু সূর্য্যিমামার এ ক্ষীণ উপস্থিতিতেও গোলাম বিদ্বেষপূর্ণ ভ্রুকুটি করে পিছু হটলো। সে অভিযান থামালো, এবং বড় এক নলখাগড়া বনের প্রান্তে শিকারির শিকারের ন্যায় উবু হয়ে তারা বিশ্রাম নিল। চারদিকে শূন্যতার কাঁপুনি বাদে অথৈ নিরবতা। ক্ষীণ বাতাসে বিচ্ছিন্ন ঘাসপাতার কম্পন মালুম করা দুঃসাধ্য।

'একটা কাকপক্ষীও নেই!' শ্যাম শোকাতুর কণ্ঠে বলল।

'না, কোন পাখি নেই,' গোলাম বলল। 'পাখি কি মজার!' সে দাঁতে হাত বোলাল। 'কোন পাখি নেই এখানে। পানিতে সাপ, কেঁচোর মত পোকা, বিস্তর নোংরা মাল আছে। নেই কোন পাখির বালাই,' সে দুঃখের সাথে কথা শেষ করল। শ্যাম ঘৃণাভরে তার দিকে তাকালো।

সুতরাং গোলামের সাথে অভিযানের তৃতীয় দিবস কেটে গেল। অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই তারা রওনা দেয়, ছোটখাটো বিরতি ছাড়া যাচ্ছে-তো যাচ্ছেই। এ বিরত বিশ্রামের জন্য যতটা না, ঠিক ততটা গোলামের সহায়তার জন্য ঃ কারণ এখন তাকে মহা সতর্কতার সাথে এগোতে হচ্ছে, কখনো বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছে। তারা ডেড মার্সের (Dead Marshes)একেবারে কেন্দ্রে অবস্থান করছে, পানি যেন কবরের অন্ধকার।

গোলামের প্রতিটি মুভমেন্ট ফলো করে তারা ধীরে, ঝুঁকে, পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে হাঁটতে লাগলো। সামনের পথ আরো জলো, কর্দমাক্ত। যেখানে পা পড়ে সেখানেই কোমর পর্যন্ত ডুবে যায় যায় অবস্থা। বোধ করি হবিটরা চলার এমন পথ জীবনে দেখেনি।

সাত তাড়াতাড়ি হাজির হলো মহাকালের অন্ধকার। বাতাস যেন নিজেই কালো মূর্তি ধারন করে ভারী হয়ে উঠেছে। দম নেয়া কষ্টকর। আলো অবির্ভূত হলে শ্যাম নেত্র ঘষে ভাবলো তার মাথা উলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে সে বাম চোখে টেরা ভাবে তাকিয়ে বিবর্ণ জেল্লামারা এক খড়ের আঁটিকে দূরে মিলিয়ে যেতে দেখলো; তবে পরপরই অন্য কতক উপস্থিত হলোঃ কিছু নিষ্প্রভ জ্বলজ্বলে ধোঁয়ার মতোঃ কিছু অদৃশ্য মমের ওপর থেকে ধীরে লকলকিয়ে উঠা কুয়াশা শিখার ন্যায়; মাঝেমধ্যে সেগুলো প্রেতাত্মার মতো

মোচড়ামুচড়ি করে জোড় বেঁধে যাচ্ছিল, আবার অদৃশ্য হাতের ইশারায় পৃথক হচ্ছিল। কিন্তু শ্যামের সাথিরা কেউ কিছু বলল না।

শেষতক সে আর থাকতে পারলো না, এসব আবার কী গোলাম?' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'আলো গুলো? চারদিক থেকে ঘিরে আছে। ফাঁন্দে পড়লাম নাকি? তারা কারা?'

গোলাম উপরে তাকালো। তার সামনে কালো পানি। পথের ব্যাপারে সন্ধিগ্ধ হয়ে ওদিক ওদিক ক্রলিং করতে লাগলো। 'হ্যাঁ তারা আমাদের চারপাশে' সে মুখ টিপে বলল। 'চতুর আলো। শবযাত্রার মোমবাতি, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। ওদের থেকে পালিও না! তাকিও না! চোখ নামাও। মনিব কোথায়?'

ফ্রোডো আবার পেছনে পড়ে গেছে। শ্যাম তাকে দেখলো না। অন্ধকারে খানিক পেছনে গেল। টান টান ভয়ার্ত উত্তেজনায় জোরে ডাকতে পারল না। অকস্মাৎ সে কিছু একটার সাথে ধাক্কা খেলো। দেখলো, ফ্রোডো বিবর্ণ আলো দেখে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে তার হাত শক্ত হয়ে ঝুলে আছেঃ সেগুলো দিয়ে পানি ও আঠালো কষ ফোঁটায় ফোটায় ঝরছিল।

'এসো, মিঃ ফ্রোডো।' শ্যাম ডাকল। 'তাদের দিকে চোখ দিয়ো না! গোলামের নিষেধ। চলো, দেখি কোন মতে গোলামের সাথে এ অভিশপ্ত স্থান ত্যাগ করতে পারি কিনা–পারা যাবে কিনা জানি না!'

' বেশ,' ফ্রোডো বলল, যেন স্বপ্ন থেকে ফিরেছে। 'চলো যাই!'

সামনে দৌড়াতে দৌড়াতে শ্যাম কিছু শিকড়-বাকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। হাত-দুখানি খোলা কাদায় বসে গেলো, এবং মুখমণ্ডল নর্দমায় ঢুকে পড়ার উপক্রম করলো। হিস্ করে ক্ষীণ আওয়াজ হলো, বেরুলো পচা গন্ধ, ফ্লিক করে আলোগুলো জ্বলে উঠে পাক খেয়ে নাচতে লাগলো। মুহূর্তের জন্য তার নিচের পানি জানালার মতো দেখালো। জানালার ঝুলকালির গ্লেজ দেয়া পচা পানি থেকে হাত-বাঁচানোর চেষ্টা করে সে জানালা দিয়ে উঁকি মারলো। চিৎকার দিয়ে পেছনে লাফিয়ে আসলো। পানিতে পচা মাল, মৃত মুখচ্ছবি,' আতংকিত স্বরে বলল। 'মরা মুখমণ্ডল!'

গোলাম হেসে দিল। 'মৃতের জলা, হ্যাঁ, হ্যাঁঃ এ-ই এগুলোর নাম,' সে ক্যাঁক ক্যাঁক করে বলল। 'মোমবাতি জ্বলে উঠলে তাকানো ঠিক না।'

শ্যাম পেছনে ফ্রোডোর দিকে ফিরে গায়ে ঝাঁকুনি হলে জিজ্ঞাসা করল–তারা কারা? কে তারা?

অনেকটা স্বপ্নের ঘোরে ফ্রোডো বলল–'জানি না। তবে আমিও তাদের দেখেছি। তারা সবাই এখানকার অধিবাসী; বিবর্ণ চেহারা; কালো পানির অনেক অনেক গভীরে তাদের অবস্থান। হ্যাঁ দেখেছি সে সবঃ দুবিনীত শয়তানি আর মহৎ করুণ চেহারা। অনেক মুখ গর্বোদ্ধত সৌন্দর্যে ভরা; এবং রূপালী কেন্টে বুনো লতাপাতা গোঁজা। তবে তা সব ফাউল পচা, মৃত। তাদের ভেতর এক বিভৎস আলোককিরণ।' ফ্রোডে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো। 'জানি না তারা কারা। তবে বোধ করি, তাদের পাশে মেন, এলফ ও অর্করাও রয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' গোলাম বলল। 'সব মৃত পচা। এলফ ও মেন ও অর্করা। মৃতের

জলাভূমি। অনেক আগে এক মহা যুদ্ধ হয়েছিল। স্মিয়াগল এরকমই শুনেছে, হ্যাঁ, মূল্যবান বস্তুটি আসার আগে আমি ইয়ং ছিলাম। এ এক মহামারি যুদ্ধ। সুদীর্ঘ তলোয়ার ধারি সুদীর্ঘ মেন, এবং সাংঘাতিক এলফ ও মেনরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। ব্লাক গেটের সমভূমিতে তারা মাস মাস যুদ্ধ চালিয়ে গেল। তখন থেকে জলাভূমি বাড়তে শুরু করে। কবর গুলোকে গ্রাস করেছে। সদা বাড়ছে আর বাড়ছে।

'কিন্তু সেটা অনেক আগের এক যুগ,' শ্যাম বলল। 'প্রকৃত অর্থে ডেড সার্মের ব্যাপারটা এক শয়তানি কারবার। এটা কি ডার্কল্যান্ডের সৃষ্টি?'

'তা কে বলবে? স্মিয়াগল জানে না,' গোলাম জবাব দিল। 'তুমি তাদের নাগাল পাবে না, কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আমরা একবার চেষ্টা চালিয়েছি, হ্যাঁ, মূল্যবান। আমি একবার চেষ্টা করেছি; কিন্তু তোমরা নাগাল পাবে না। সম্ভবত প্রতিমূর্তি শুধু দেখা যায় ধরা যায় না। কোন লাভ নেই। সব মরা।'

শ্যাম নিভু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আবার কেঁপে উঠলো। মনে হয় স্মিয়াগলের সে সব স্পর্শ করার কারণ সে উদ্ধার করেছে। 'থাক, আমি তা দেখতে চাচ্ছি না। জন্মেও না! এখন কি আমরা যেতে পারি?'

গোলাম সম্মতি জানিয়ে বলল–পার, তবে আস্তে খুব আস্তে এবং সাবধানে! নতুবা ওই মৃতের দলে মিশে হবিটদেরও মোমের ক্ষীণ আলো জ্বালাতে হবে। স্মিয়াগলের পিছে থাক! আলোয় চোখ পেত না।

কর্দমাক্ত স্থানের পাশ দিয়ে পথ করার জন্য সে ডানদিকে ক্রলিং করে এগোল। হবিটরা প্রয়োজনে তার মতো হাত ব্যবহার করে চলতে লাগলো। 'আমরা তিন ক্ষুদে গোলাম এক লাইনে চললাম,' শ্যাম ভাবলো।

পরিশেষে তারা এ মৃত্যুপুরীর প্রান্ত রেখায় এসে গেল। এক উঁচু স্থান থেকে অন্যস্থানে বুকে হেঁটে লাফ মেরে তারা বিপজ্জনকভাবে এটা পাড়ি দিল। প্রাণহানীকর জলায় হাত পা ছেড়ে ধপাস ধপাস করে পড়ে তারা নাকানি চোবানি কম খায়নি। চটচট পচা কাঁদায় তাদের ঘাড় পর্যন্ত কালিমালিপ্ত হল, এবং তার ঝাঁঝ স্ব স্ব নাকে পৌঁছে গেলো।

তারা শক্ত ভূমিতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত দুপুর গড়িয়ে গেলো। গোলাম আপন মনে বকতে লাগলো। তবে তাকে খুশি খুশি মনে হলো। অন্ধ জলার প্রতিমূর্তির ভূতুড়ে স্মৃতি, গন্ধ ইত্যাদির মিশ্র অনুভূতিতে সে খানিক আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। তবে সম্মুখ পথ সম্পর্কে নিশ্চিত একটা ধারণা করে ফেলেছে। মুখের চিত্র অন্তত সে রকম ইঙ্গিত দিচ্ছে।

'এখন সামনে যাই!' সে বলল। 'হবিট সোনারা! সাহসী বীররা! খুব, খুব সতর্ক; আমরা এ রকম, আমার মূল্যবান, আমরা সকলে তাই। তবে মনিবকে এ কুচক্রী আলো থেকে দূরে দূরে রাখতে হবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একশবার তা করব।' এ কথা বলেই সে দুলকি চালে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো, এবং হবিটরা পড়িমড়ি করে তার পিছু নিল। কিন্তু একটু পরেই সে অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সন্দেহজনক উদ্বেগের সাথে বাতাস শুঁকতে থাকলো,

ফোঁস করে উঠলো যেন আবার কোন কারণে সে দ্বিধাহিত, নাখোশ।

'এটা কী?' ভুল বুখে খেঁকিয়ে উঠলো শ্যাম। 'নাকে শোকার জরুরত কী? বোঁটকা গন্ধ তো অটোমেটিক আমার নাকে আঘাত করে কাঁত করে ফেলেছে। তুমি গন্ধ পাচ্ছ, মনিব গন্ধ পাচ্ছে, এমনকি পুরো স্থানটি দুর্গন্ধের কারখানা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর শ্যামও গন্ধ পাচ্ছে!' গোলাম ফোড়ন কাটলো। ' বেচারা স্মিয়াগল এ গন্ধ শোঁকে, কিন্তু ভালো মানুষ স্মিয়াগালের গতরে এ গন্ধ আছে। এ কোন ব্যাপার না, আগে সহৃদয় মনিবকে বাঁচাতে হবে, বাতাস ঘুরছে। পরিবর্তন আসছে। স্মিয়াগল ভাবছে; 'সে খুশি না।'

আবার সে সামনে চলল, তবে অস্বস্তি বেগে গেলে এবং মাঝে মাঝে সে উঠে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ ঋজু হয়ে পূর্ব ও দক্ষিণে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছিল। হবিটরা কিছুক্ষণ ধরে তার মনব্যথার কারণ শুনতে কিংবা বুঝতে পারলো না। অতঃপর তিনজনেই কান পেতে, শক্ত হয়ে অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। ফ্রোডো ও শ্যাম দূরে উঁচু-নিচু-করুণ -নিষ্ঠুর বিলাপধ্বনি অনুভব করলো। তাদের গায়ে কাঁটা ছিল। একই সময়ে হাওয়ার তোড় অনুভূত হল; এ বাতাস বড্ড হাড় জিরজিরে। তারা কান খাড়া করে দাঁড়ালো এবং দূরান্তর থেকে ধেয়ে আসা বাতাসের মতো আওয়াজ শুনলো। কুহেলিকাচ্ছন্ন আলো তরঙ্গিত হয়ে নিষ্প্রভ হতে হতে ভস্ম হলো।

গোলাম নড়লো না। সে দাঁড়িয়ে কাঁপাকাঁপি করছে। জলার ওপর দিয়ে শোনো, হৈ হৈ করে দমকা হাওয়া তাদের আঘাত করা না পর্যন্ত সে বোবার ন্যায় আওয়াজ করে গেলো। আঁধার হালকা হলো। এক আধটু দেখার মতো আলো হাজির। আকৃতিহীন কুয়াশার চাং ঘুরে-ঘুরে পাক খেতে-খেতে তাদেরকে ছাড়িয়ে গেলো। উপরের মেঘমালা ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারপর দক্ষিণ আকাশে চন্দ্র ঝকমক করে উঠলো, আকাশ সাগরের বুকে উড়ন্ত শৈবাল।

এ দৃশ্য কিছুক্ষণ হবিটদের মন মাতিয়ে দিল। গোলাম কিন্তু চাঁদকে (White Face) অভিশাপ দিতে দিতে ভয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লো। শ্যাম ও ফ্রোডো আকাশের দিকে হা করে পেট-বুক ভরে সতেজ বাতাসের নিঃশ্বাস নিল। এক খণ্ড ছোট মেঘ অভিশপ্ত পাহাড় থেকে উড়ে আসলো; এক ফোঁটা কালো ছায়া মর্ডর থেকে ছিড়ে এসেছে; ডানাওয়ালা, কুলক্ষণে বিশাল এক প্রতিমূর্তি। এটা বুঝি চাঁদের দেশ থেকে বজ্রবেগে ছুটে এসে সবেগে পাখা ঝাপটিয়ে হৃৎকাঁপানো গর্জনে পশ্চিম দিকে চলে গেলো।

তারা অলক্ষে ঠাণ্ডা মাটিতে উবু হয়ে পড়ল। কিন্তু আতংক, ছায়া আবার ফিরে এসে নিচে নেমে ঠিক তাদের মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো, এবং মৃতবৎ ভয়ংকর পাখা দিয়ে জলার বোঁটকা গন্ধ যেন ঝাড় দিয়ে নিয়ে চলল। তারপর তা সাউরানের ক্রোধের মতো গতি নিয়ে মর্ডরের দিকে প্রস্থান করল। এবং এটার পেছনে পেছনে গর্জনশীলা বায়ুও মরণশীলের নিষ্পাদপ জলাকে বিদায় জানালো। ভীতিসঞ্চারি দূরের পর্বতমালা মিটমিটে চন্দ্রালোকে নানান ফুটকি দাগে চিত্রবিচিত্রিত হলো।

ফ্রোডো আর শ্যাম উঠে চোখ ডলতে লাগলো। যেন শিশুরা চিরায়ত রাত দেখবার জন্য দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে। তবে বেত্রাঘাতে জর্জরিত অপরাধীর মতো গোলাম

ভূমিতে পড়ে থাকলো। তাকে চেতন করতে কষ্ট হলো, এবং কিয়ৎক্ষণ সে তার মুখ তুলল না, চাব কনুই হাঁটু জমিনে পেতে মাথার পেছনে চওড়া হাতের তালু রেখে উপুড় হয়ে থাকল।

'প্রেতাত্মা।' বিলাপের স্বরে, বলল। ডানাওয়ালা প্রেতাত্মা! মূল্যবান জিনিসটি তাদের প্রভু। তারা সব দেখে সব কিছু ঢাকবার সুযোগ নেই। ধিক তোরে, জোছনা! এবং তারাই তাকে (সাউরান) সব জানাবে। সে দেখে, জানে। ইস, গোলাম, গোলাম, গোলাম!' দূর পশ্চিমে টলব্রাণ্ডিরের আড়ালে চন্দ্রাস্তের আগে গোলাম এক চুলও নড়বে না।

সে সময় থেকে শ্যাম গোলামের মধ্যে পুনঃপরিবর্তনের আভাস পেল। সে অধিক বশীভূত ও বন্ধুভাবাপন্ন হল; কিন্তু শ্যাম ফ্রোডোর প্রতি গোলামের চাহনিতে বিস্মিত; এবং সে তার আদি ইতিহাসে ফিরে গেলো। এবং শ্যামের বর্ধিষ্ণু উত্তেজনার আরো কারণ ছিলো। মনে হয়, ফ্রোডো চূড়ান্ত ক্লান্ত। কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। তবে মুখে 'রা' পর্যন্ত করল না। তার হাঁটা দেখে মনে হয় সে এক বোঝাভারাক্রান্ত ব্যক্তি যার বোঝা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গতি মন্দ হতে হতে পুরো মন্থর হলো। এমতাবস্থায় শ্যাম অপেক্ষা করার জন্য গোলামের কাছে মিনতি করলোঃ সে যেন তার মালিককে পেছনে ফেলে না যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, মর্ডর যত কাছে আসছে, ফ্রোডো গলায় ঝুলানো রিংটিকে তত্ত্ব ভারী মনে করলো। এ বোঝা এখন তাকে মাটির দিকে টানতে শুরু করলো। কিন্তু মূল্য সমস্যাটা ওই চোখ (Eye): সে মনে মনে ভাবলো। রিংটির টান থেকে ওই চোখই তাকে অধিক কুঁজো বানিয়ে ফেলল। চোখ এ মারাত্মক শত্রু মেঘের ছায়া, মাটি, মাংশ সব কিছু ভেদ করে তোমাকে উলঙ্গ, অনড় অবস্থায় আবিষ্কার করবে–অবচেতন মনে ফ্রোডো ভাবলো। তার অঙ্গাবরনী অতি পাতলা, পলকা হওয়া সত্ত্বেও জিনিসটি এখনো সুরক্ষিত। একজন চোখ বাঁধা মানুষ যেমন সূর্যের অবস্থান সুনিশ্চিত করে বলতে পারে ঠিক তেমনি ফ্রোডো ওই চোখের বর্তমান আভাসভূমির কথা অবগত। সেদিক ফিরে তার মস্তিষ্কে ধকধকানি শুরু হলো।

সম্ভবত গোলাম একই রকম কিছু অনুভব করল। কিন্তু সাউরানের শানিত চোখ, অতিসন্নিকটে রিংটির প্রতি লালসা, হড়বড়ে গলায় করা অঙ্গীকার-এ সবের মধ্যে তার হতভাগা পরানের খবর হবিটরা আন্দাজ করতে পারলো না। ফ্রোডো এদিকে গভীর চিন্তা নিয়োগ করলো না। শ্যাম ছিলো তার মনিরকে নিয়ে, নিজের প্রতি নজর দেবার অবকাশ নেই। সে ফ্রোডোকে এখন সামনে রেখে প্রতিটি মুভমেন্টে সহায়তা করে যাচ্ছে, কৌতুককর কথা বলে উৎসাহতো দিচ্ছেই।

দিবাভাগ হাজির হরে রাহুগ্রস্ত পর্বতমালাকে হাতের কাছে দেখে হবিটরা বিস্মিত হলো। বাতাস এখন কোমল, শান্ত। যদিও দূরে এখনো স্থির, তথাপি দৃষ্টিসীমানায় মর্ডরের বেষ্টনীকে আর মেঘে ঢাকা আতংক মনে হলো না, বিনিময়ে ঝল-কালিসম টাওয়ারগুলো মনে হলো। জলাভূমির প্রান্তরেখার দেখা গেলো জলসিক্ত, বিকৃত উদ্ভিদ আর শুকনো

ফাটা মাটির সুবিশাল চাপড়া। সমুখের জমি লম্বাটে এক ঢাল অকর্ষিত ও নির্মম সাউরানের ব্লাক গেটের মরুভূমির দিকে চলে গেছে।

ধূসর আলো যতক্ষণ থাকলো, তারা ততক্ষণ পোকা মাকড়ের মতো এক কালে পাথরের নিচে গুঁটিসুঁটি মেরে থাকলো, পাছে পাখাওয়ালা সন্ত্রাসী নিষ্ঠুর চোখে তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করে। অভিযানের বাকি অংশটি ছিলো ক্রমবর্ধমান ভীতির ছায়া যার মধ্যে বিশ্রাম করার কথা মাথায় আসে না। পথহীন প্রান্তর দিয়ে তারা দূরাতের অধিক সময় ধরে সংগ্রাম করে গেলো। বাতাসের রুক্ষ্ম, বোঁটকা গন্ধে তাদের নাক, মুখ রুদ্ধ হয়ে এলো।

শেষ পর্যন্ত পঞ্চম প্রভাতে তারা আবার থামলো। সামনের প্রত্যুষের পর্বত চূড়া মেঘ ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে। তাদের থেকে মাত্র ডজন মাইল দূরে প্রচুর সংখ্যক ভাঙ্গাচুরা পাহাড় মূল পর্বতের চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কলজে হাতে নিয়ে ফ্রোডো এদিক-ওদিক তাকালো। ভীতিকর ডেডমার্স (Dead Marsh),নোম্যান্স ল্যাণ্ডের বিশুষ্ক প্রান্তর। সামনে আরো জঘন্য এলাকা। মিটিমিটি এগিয়ে আসা দিনমনি কুঞ্চিত চোখে প্রকাশ পেল। এমনকি মিয়ার অব ডেডফেস (Marshes) এ তরুণ বসন্তের খেপাটে কিছু অি-লকমূর্তি আসতো; কিন্তু এখানে বসন্তই বলো, আর গ্রীষ্মই বলো– কোনটিই আর কোনদিন আসবে না। এখানে কিছুই থাকতো না, এমনকি পচা আবর্জনা খেয়ে জীবন ধারণ করা কুষ্ঠরোগীরাও নেই। হা করে থাকা দিঘীগুলো ছাই আর সাদা ধূসর রুগ্ন ম্যাড়মেড়ে কাঁদায় পূর্ণ যেন পর্বতমালা তার ভেতরকার নাড়িভূড়ি বমি করে চারদিকের জমিতে ঢেলে রেখেছে। চূর্ণ-বিচূর্ণ পাথরের কোনকাকার বৃহৎ উঁচু টিবিগুটি যা বিষ্ফোরিত বিষাক্ত-অনন্ত সারিতে দাঁড়িয়ে থাকলো, নিস্তরঙ্গ আলোয় সারিগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেলো।

তারা এবার মর্ডরের সামনের খাঁ খাঁ পুরীতে, পণ্ডশ্রমের মরণ কবুল করে সমাধি হয়ে আকৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাসরা অবিন্যস্ত, দূরারোগ্য এক ভূখণ্ড–এ অবস্থা থেকেই যাবে যদি না গ্রেট সী (Great Sea) এটাকে ধুয়েমুছে না দেয়। শ্যাম অসুস্থ অনুভব করলো। ফ্রোডো কিছু বলল না।

নিদ্রাকালে ভোরের দুঃস্বপ্নের ঘোরে জাগতে চেয়েও যেমন অনড় পড়ে থাকতে হয়, তারা কিছুক্ষণ সেখানে সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো। আলো বেড়ে তেজদীপ্ত হলো। চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে থাকা গর্ত ও বিষধর ডিবিগুলো নির্মম চেহারায় প্রকট হলো। ধোয়ার ফালি ঝাণ্ডা ও মেঘমালার মধ্য দিয়ে গুটিগুটি পায়ে সূর্য উপরে উঠলো, তবে সূর্য কিরণ বিচ্ছুরিত। এ আলোকে হবিটরা স্বাগত জানালো না; একে শত্রু মনে হলো, হতাশ মনে তারা আঁচ করল যে, ডার্কলর্ডের ছাই-স্তূপের ক্ষুদে প্রেতাত্মারা চিঁ-চিঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারা আর পা চালাতে অক্ষম। বিশ্রামের জন্য একটু জায়গা খুঁজলো। কিছুক্ষণের তরে ধাতুমলের এক ঢিবির ছায়ায় তারা নিঃশব্দে বসে থাকলো; কিন্তু এখন থেকে নোংরা বাষ্প গন্ধে বের হচ্ছিল যা তাদের কণ্ঠ নালিকে রুদ্ধ করে ফেলল। গোলামই আগে চরবর করে শাপমন্যি উচ্চারণ করতে করতে উঠলো। হবিটদের দিকে না তাকিয়ে চার-হাত

পায়ে নির্বাক এগিয়ে চলল। হবিটরা তার পিছু নিয়ে প্রশস্থ বৃত্তাকার এক গর্ত পর্যন্ত আসলো। গর্তের পশ্চিমে সুউচ্চ কিনারা। গুহাটি হিমেল মৃতবৎ এবং এটার তলায় রকমারি রং এর পুঁজের এক পিচ্ছিল গর্ত। এ দুষ্টু গর্তে তারা এই মনে করে গা ঢাকা দিল যে এ খানকার ছায়া চোখটির (Eye) রোষানল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করবে।

দিবাভাগ ধীর পায়ে এগোল। তারা ভয়ানক তৃষ্ণার্ত। বোতলের শেষ ফোটাটুকু পান করলো। এ পানি পেয়েছিল গিরিপথে যা এখন তাদের কাছে শান্তি আর সৌন্দর্যের স্থান বলে মনে হচ্ছে। প্রথমটায় হবিটদের কেউই ঘুমাতে পারেনি। তবে সূর্য দূরের ধীরগতির মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়লে শ্যামের মাথা ঝিমুনি আরম্ভ হলো। এখন ফ্রোডোর গার্ড দেবার পালা। সে গুহার ঢালে পিট রেখে পড়ে থাকলো। তবে তার বোঝার কোন উপশম হলো না। সে উপরের ধোয়াটে আকাশের দিকে তাকালো এবং দেখলো আশ্চর্য অলিক মূর্তি, কৃষ্ণকালো প্রতিমূর্তি, এবং অতীতের মুখাকৃতি। নিদ্রা জাগরনের মাঝে দোদুল্যমান হয়ে সে সময়বোধটা বেমালুম ভুলে থাকলো যতক্ষণ না পুরো বিস্মৃতির ছায়ায় সে ঢাকা পড়লো।

মনিব ডাকছে মনে করে শ্যাম ধড়ফড় করে জেগে উঠলো। রাতের বেলা। ফ্রোডোর ডাকার কথা না কারণ সে গভীর নিদ্রায়, এবং প্রায় গর্তের তলদেশ পর্যন্ত সে গড়িয়ে গেছে। গোলাম তার পাশে ছিল। শ্যাম ভাবলো সে ফ্রোডোকে জাগানোর চেষ্টা করছে। পরে দেখলো ব্যাপার আসলে তানা গোলাম নিজের সাথে কথা বলছিল। স্মিয়াগলের চেতন মন আর অবচেতন সত্ত্বার মধ্যে সড়সড় বিতর্ক শুরু হয়েছে। কথা বলার সময় একটা মলিন আলো এবং একটা সবুজ আলো পালাক্রমে তার চোখে ফুটে উঠছিলো।

'স্মিয়াগল প্রতিজ্ঞা করেছে,' প্রথম ভাবনা বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার মূল্যবান,' জবাব এলো, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম: আমাদের মূল্যবানকে (Precious) বাঁচাতে তাকে (সাউরান) এটা দেবার জন্য না–কখনো না। কিন্তু এটা তার কাছে যাচ্ছে, হ্যাঁ, প্রতিটি পদক্ষেপে এগোচ্ছে। এটা নিয়ে হবিটরা কি করতে যাচ্ছে, আমরা ভাবছি, হ্যাঁ, আমাদের ভাবনার বিষয়।'

'আমি জানি না। আর পারি না। মনিব এটা পেয়েছে। স্মিয়াগল মনিবকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনিবকে সাহায্য, মূল্যবান জিনিসটির মনিব। কিন্তু আমরা যদি মনিব হতে পারতাম, তবে নিজেরা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারতাম, হ্যাঁ, এবং প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হতো।'

'কিন্তু স্মিয়াগল বলেছে সে খুব, খুব ভালো হবে। সদাশয় হবিট। সে স্মিয়াগলের পা থেকে ঘাতক রশি খুলে নিয়েছিলো। সে আমার সাথে মধুর সুরে কথা বলে।

'খুব-খুব ভালো, আরে মরণ, আমার মূল্যবান জিনিস? আমরা ভালো হয়ে যাই, স্বাদু মাছের মতো ভালো, তবে সেটা নিজেদের মধ্যে। সদাশয় হবিটকে আঘাত করো না, অবশ্যই না, না।'

'কিন্তু মূল্যবানটি প্রতিজ্ঞা ধরে রাখবে,' স্মিয়াগলের স্বর আপত্তি করলো।

'তাহলে এটা দখল করো,' অন্যটি বলল। 'এবং এটা আমাদের জন্য রাখা যাক! তখন আমরা হবো মনিব, গোলাম! অন্য নোংরা, সন্দেহকারী হবিটকে খেদানোর চেষ্টা করো, গোলাম, হ্যাঁ!'

'কিন্তু সদাশয় হবিটটাকে তাড়াবো না?'

'আরে না, খামোখা। এখনো সে একজন ব্যাগিনস, হ্যাঁ, ব্যাগিনস। একজন ব্যাগিনস এটা চুরি করেছিল। সে এটা পেয়েছিল এবং কিছুই বলতো না, মুখ খুলতো না। ব্যাগিনসদের ঘৃণা করি আমরা।'

'না, এ ব্যাগিনসকে না।'

'হ্যাঁ, প্রত্যেক ব্যাগিনসকে। যারা মূল্যবানটিকে রাখে তাদের সবাইকে আমরা এটা চা-ই চাই।

'কি সে (He) দেখে ফেলবে জানবে এবং কেড়ে নেবে!'

' সে দেখছে, জানছে। তার (সাউরান) নির্দেশের বিরুদ্ধে অসার প্রতিজ্ঞা করতেও সে দেখছে, হ্যাঁ। অবশ্যই এটা নাও। পাখাওয়ালা প্রেতাত্মারা (রেইথ) খুঁজছে। এটা নিতেই হবে।'

'তার জন্য না!'

না, সোনা দেখ, আমার মূল্যায়ন;

একবার পেলে, এমন কি তার চোখের আড়াল হতে পারবো, হু? বোধ করি আমরা বেজায় শক্তিশালী হতে যাচ্ছি, রেইথদেরকে টেক্কা মারতে চলেছি। লর্ড স্মিয়াগল? গোলাম দ্য গ্রেট? গোলাম! প্রতিদিন মাছ খাও–তিনবার করে সাগরের তাজা মাছ। অদ্বিতীয় মূল্যবান, গোলাম! এটা অবশ্যই কাড়তে হবে। এটা আমরা চাই, চাই, চাই!'

'কিন্তু তারা দু'জন দ্রুত উঠে পড়ে আমাদের খুন করবে,' স্মিয়াগল শেষ চেষ্টা করে গোঙিয়ে উঠলো। 'এখন না। কোনমতেই না।'

'আমরা এটা চাই! কিন্তু'– এবং এখানে এসে এক দীর্ঘ বিরতি, যেন নতুন কোন কিছু মাথায় ঢুকলো। 'এখন না, হু? বোধ করি না। সে (She) সাহায্য করতে পারে। পারে সে, হ্যাঁ।'

'না, না। এভাবে হবে না!' স্মিয়াগল, বিলাপ করল।

'হ্যাঁ! এটা চাই। এটা আমরা চাই!'

দ্বিতীয় চিন্তা মাথা চাড়া দিলেই গোলাম ফ্রোডোর দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। আবার চেতন মনে ফিরে আসার সাথে সাথে ঝাকি মেরে হাতটা টেনে এনে নিজের কোলে ভাঁজ করে রাখছিল। শেষ পর্যন্ত উভয় হাত দীর্ঘ আঙ্গুল সহকারে আনচান করতে করতে তার গলার দিকে অগ্রসর হলো।

এ বিতর্কে মুখর হয়ে শ্যাম স্থির হয়ে গেলো। তবে আধবোঁজা চোখের পাতার নিচ দিয়ে গোলামের প্রতিটি মুভমেন্ট পর্যবেক্ষণ করলো। তার সাধাসিদা মন আগে ভেবে রেখেছিল যে, গোলাম দুরকমের বিপদ– ১। তার রাক্ষুসে ক্ষুধা এবং ২। এবং সে হবিটদের খেয়ে ফেলতে পারে। তবে সে ধারণা এখন পাল্টে গেলো: রিংটির জন্য এখন সে উন্মাদ হয়ে আছে। অবশ্যই ডার্ক লর্ড সে (He) সাউরান): কিন্তু শ্যাম ভাবতে লাগ-

লো সে (I he) কে। সাথে বুঝি নোংরা, পুঁচকে হতভাগা জুটেছে– সে ভাবলো। তারপর সে বিষয়বস্তু ভুলে যেতে চাইল। তার তাবত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জগদ্দল পাথরের ন্যায় ভারী হয়ে গেছে। তবু চেষ্টা করে গতর খাড়া করলো। কেউ যেন তাকে সতর্ক করলো যা শুনেছে তা প্রকাশ না করার জন্য। সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গভীর হাই কাড়লো।

'সময় কত?' সে ঘুমঘুম ভাবে বলল।

গোলাম দাঁতের ফাঁক দিয়ে লম্বা হিসহিস ধ্বনি তুলল। মুহূর্তের জন্য উঠে দাঁড়ালো, চিন্তিত, আতংকগ্রস্ত; তারপর শান্ত হলো। গর্তের তীরে চার-হাত-পা রেখে ক্রলিং করে ওপরে উঠতে লাগলো। 'সদাশয় হবিটরা! সদাশয় শ্যাম!' সে বলল। 'ঘুমকাতুরে, হ্যাঁ তারা ঘুমকাতুরে! স্মিয়াগলকে একা পাহারায় রেখেছে! কিন্তু এখন সন্ধ্যা। আসিতেছে অন্ধকার। যাইবার বেলা।'

'খাঁটি সময়!' শ্যাম ভাবলো। 'এবং পৃথক হবার উপযুক্ত সময় বটে।' এখনো তার অন্তর কামড়াচ্ছে গোলামকে মুক্ত অবস্থায় সাথে রাখা ঠিক হবে কিনা। 'ধিক তারে, সে যদি মরতো!' সে বিড়বিড় করে বলল। সে পড়িমরি করে মনিবের কাছে গিয়ে তাকে জাগালো।

দারুণ আশ্চর্যের ব্যাপার, ফ্রোডো সতেজতা অনুভব করলো। সে স্বপ্ন দেখছিল। কালো ছায়া কেটে গেছে, এবং এ রুগ্ন ভূখণ্ডে চমৎকার এক দৃশ্য উপস্থিত হলো। তার স্মৃতিতে এ অঞ্চলের বিষয়ে আর কিছু অবশিষ্ট ছিলো না, তবুও তার মন হালকা হলো–খুশি খুশি ভাব। বোঝা হ্রাস পেল। কুত্তার উন্মাদনায় গোলাম তাকে অভ্যর্থনা জানালো। ফ্রোডোর হাঁটুতে লম্বা আঙ্গুলের থাবা বুলোতে বুলোতে খোসামোদ তোষামোদ করে চলল। ফ্রোডো মিষ্টি হাসলো।

'এসো!' সে বলল। 'বিশ্বস্ততার সাথে তুমি আমাদের গাইড দিয়েছ। এটা শেষ পর্ব। গেট পর্যন্ত চলো, তারপর আর আমাদের সাথে যেতে হবে না। গেট পর্যন্ত গিয়ে সেখানে খুশি যেতে পারো–শুধু আমাদের শত্রুদের কাছে বাদে।'

' গেট পর্যন্ত, হ্যাঁ?' গোলাম মিনমিন করে বলল, মনে হলো সে বিস্মিত, ভীত। 'গেট পর্যন্ত, মনিব বলছে। হ্যাঁ, সে এরকম বলে। এবং সুবোধ স্মিয়াগল তাই করে, সে যা বলে। হ্যাঁ, তাই। তবে যখন কাছে পাবো, তখন সম্ভবত দেখবো, তখন দেখবো। এটা আদৌ ভালো দেখাবে না। আরে না! আরে না!'

' তোমাদের সাথে থাকছি!' শ্যাম বলল।

পতিত অন্ধকারে গর্ত থেকে টেনে হেঁচড়ে উঠে তারা বধ্যভূমির ভেতর দিয়ে ধীর পথ করে এগোল। বেশি দূর যায়নি, এমন সময়ে পাখাওয়ালা ভয়ালমূর্তি জলাভূমির ওপর দিয়ে উড়ে গেলো। তারা থমকে গেল, দুর্গন্ধময় ভূমিতে মাথা গুজে থাকলো। তবে বিদঘুটে আধারী আকাশে কিচ্ছু দেখা গেলো না, এবং খুব শিঘ্রই অনেক উপর দিয়ে আতংক ভেগে গেল। বোধ হয় বারাদ-ডুর থেকে কোন খবর দ্রুত পাস হচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে গোলাম উঠে বকবক করে আবার সামনের দিকে এগোল।

মধ্যরাতের প্রায় ঘণ্টাখানেক পর তৃতীয়বারের মতো তাদের ওপর ভীতি বর্ষণ হল, তবে এখন কারিটাকে বহুদূরে মনে হলো, এটা যেন ভয়ানক বেগে মেঘের অনেক উপরে দিয়ে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করেছে। যাহোক, গোলাম ভয়ে অসহায় হয়ে গেলো। সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো যে তাদের গতিবিধি অপরের নজরে পড়েছে এবং তারা এখন তৃতীয় কোন পক্ষের শিকার।

'তিনবার!' সে গজগজ করে বলল। 'তিন তিন বার একই হুংকার। তারা ভাবছে আমরা এখানে, ভাবছে মূল্যবান বস্তুটির কথা। এ বস্তুটিই তাদের মনিব। আমরা এ পথে আর যেতে পারি না, না। আর দরকার নেই, ওরে বাপরে!'

কাকুতি-মিনতির কোন কথা কাজে আসলো না। তরোবারির বাটে হাত ছুঁইয়ে ফ্রোডো হুংকার না ছাড়া পর্যন্ত গোলাম উঠলো না। সে উঠলো নাকে কাঁদতে কাঁদতে এবং প্রহৃত কুকুরের মতো আগে আগে চলল।

ক্লান্তিকর রজনীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা হুঁচোট খেতে খেতেই চলল। কিছুই না দেখে, না শুনে–বাতাসের শো-শো শব্দ ছাড়া–তারা পরের দিবসের ভয়ার্ত উপস্থিতির আগ পর্যন্ত মাথা নিচু করে নিরবে পথ ভেঙ্গে এগোল।

অধ্যায় চৌদ্দ

রুদ্ধ কালো দ্বার

পরের দিনের প্রত্যুষের আগেই তাদের মর্ডর অভিযান শেষ হলো। জলা আর পরিত্যক্ত মরু পেছনে পড়ে আছে। সামনে নিষ্প্রভ, বিবর্ণ আকাশের ক্যানভাসে প্রকাণ্ড মাউন্টেন তার ভীতিকর মাথাগুলো তুলে ধরলো।

মর্ডরের পশ্চিমে আছে সারিবদ্ধ বিদঘুটে ইফেল ডুয়াথ, ছায়া পর্বত মালা, এবং উত্তরে আছে ইরেদ লিথুই (Ered Lithui) এবং ভাঙ্গাচোরা, অকর্ষিত চূড়া, শৈলশিরা, ছাই এর ন্যায় ধূসর। পরস্পরের সন্নিকটবর্তী এ পর্বত শ্রেণী লিথলাদ (Lithlad) ও গর্গোরথের শোকাতুর সমভূমির প্রকাণ্ড বেষ্টনীর অংশ, এবং কেন্দ্রীয় নার্ণেন সমুদ্রের (Sea of Nurnen) তিক্ত অন্তর্দেশও। মাউন্টেনের দীর্ঘ ভূজসমুহ উত্তর দিকে প্রসারিত। ভূজের ভেতর ছিল এক গভীর গিরিসঙ্কট। এটা ছিল ক্রিথগর্গোরথ, ভূতুড়ে জনপদ; (Hunted Pass) শত্রু দেশের প্রবেশ পথ। সুউচ্চ ক্লিপগুলোর উভয় পাশ চাপা, এবং এ গুলোর সম্মুখ দেশে দুটো খাড়া পাহাড় ছিল–নগ্ন, কালো হাড্ডির মতো। সেগুলোর পর দণ্ডায়মান ছিলো মর্ডরের দাঁত (Teeth of Mordon), দীর্ঘ ও সুউচ্চ দুটো টাওয়ার। সুদূর অতীতে গন্ডরবাসির গর্ব আর ক্ষমতার নমুনা স্বরূপ এগুলো নির্মিত হয়। নির্মাণকাল সাউরান ও তার উড়ন্ত বাহিনীর পতনের পর, পাছে সে যদি তার পুরোন রাজ্য খুঁজতে ফিরে আসে। কিন্তু গণ্ডরের শক্তি ব্যর্থ হলো, মানুষগুলো ঘুমিয়ে গেল, এবং যুগ যুগ কাল টাওয়ারগুলো খালি পড়ে থাকলো। অতঃপর সাউরান ফিরলো। এখন সে ক্ষয়িষ্ণু টাওওয়ারগুলো মেরামত করে অস্ত্রশস্ত্র আর অফুরন্ত প্রহরীতে ভরে তোলা হয়েছে। সে গুলোর বহির্ভাগ পাথরে গড়া, গর্তসদৃশ কৃষ্ণ জানালাগুলো উত্তর পূর্ব আর পশ্চিমে ফেরানো। প্রতিটি গোবাক্ষ নিদ্রাহীন চোখে ঠাসা।

গিরিসংকটের বক্ষপরে, ক্লিপ থেকে ক্লিপে, ডাক লর্ড পাথরের আত্মারক্ষা দুর্গ তৈরি করেছে। এটার ভেতর একটি মাত্র লোহার গেট। আর এর ছাদে অবিরাম পদক্ষেপে প্রহরীরা বিচরণরত। পাহাড়ের নিচেই উভয় পাশে পাথরে শত-শত ফুটা করে রাখা–শুককীটের গর্ত; সেখানে এক দল অর্ক রণ আদেশের অপেক্ষায় কালো পিঁপড়া সারির মতো অপেক্ষমান। টিথ অব মর্ডর পেরিয়ে কেউ তাদের কামড় অনুভব করতে পারবে না, যদি না সাউরান তাদেরকে তলব করে, কিংবা কেউ মরানানের পথের (কালো ফটকের) পাসওয়ার্ড (মুক্ত সংকেত) আবিষ্কার করতে পারে।

হবিট দু'জন টাওয়ারের কাণ্ডকারবারের দিকে হতাশ মেরে তাকিয়ে থাকলো। এমনকি দূর হতে নিষ্প্রভ আলোর মধ্যে তারা প্রাচীরের পরে কালো রক্ষীদের নড়চড়া দেখতে পেল। আর গেটে দেখলো পেট্রোল গার্ড। তারা এখন পাথুরে শর্তের কিনারা দিয়ে নিচের অন্ধকারের ইফেল ডুয়াথের আলম্বগুলোতে দৃষ্টি বিঁধিয়ে রাখলো। সম্ভবত

টাওয়ারের কালো চূড়া থেকে ভারী বাতাস ঠেলে সোজা পথে উড়াল দিয়ে কোন কাক এক ফার্লং এর অধিক যেতে পারবে না। এটার ওপরে ক্ষীণ ধোয়া ঘুরপাক খাচ্ছিল। যেন পাহাড়ের ভূগর্ভে আগুন জ্বেলে রাখা আছে।

দিন আসলো, পিঙ্গল সূর্য ইরেদ লিথুই (Ered Lithui) এর নির্জীব শৈল শিরার ওপর দিয়ে বুড়বুড় করে তাকালো। তারপর আকস্মাত ধৃষ্ট কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেলো। প্রহরা টাওয়ার, দূর পাহাড়ের গুপ্তস্থান থেকে প্রতি উত্তর আসলো। বারাদডুরের ড্রাম, শক্তিশালী হর্ণ–এসবকে ছাড়িয়ে প্রতিধ্বনি গর্তে থেকে গর্তে গম্ভীর পরিবেশ তৈরি করলো। অন্য আর এক ভীতিকর পরিশ্রমের দিন মর্ডরে হাজির। ভূগর্ভস্থ গভীর কক্ষ থেকে নাইট গার্ডদের তলক করা হল। দুষ্টু চোখের নির্দয় দিবা প্রহরীরা কুচকাওয়াজ শুরু করলো। দূর্গ চূড়ায় ইস্পাতের নিষ্প্রভ আলো ঠিকরে উঠলো।

‘ও আচ্ছা, আমরা তবে এখানে।’ শ্যাম বলল। ‘এইতো গেট, আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমরা সর্বদা ওর ভেতর দিয়ে যাতায়াত করে থাকি। আমার কথা, কিন্তু গ্যাফার এখন আমাকে দেখলে দু একটা কথা না বলে পারতো না। সর্বদা বলত দেখে শুনে পা না ফেলল আমার পরিণতি পাপর ভাজা হবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমার পরাণে কয় না যে সে বুড়ো মানুষটাকে আর একবার দেখতে পাব। হে শ্যাম কি করা দশায় না তুমি পড়লে–এ কথা বলার সুযোগ সে পাবে না। শুধু আর একবার সে বৃদ্ধ মুখটির সামনে পড়লে দম ধরে কথা বলেই যেত। তবে এখন আমাকে একটু ধুয়ে নেয়া দরকার, নইলে কেউ আবার আমায় চিনবে না। এখন আমরা কোন্ দিকে যাব এ কথা জানতে চাওয়া বোধ করি ভাল হবে না। আমরা আর এগোতে পারি না–যতক্ষণ না অর্কদের কাছে লিফট চাচ্ছি।’

‘না, না, দুর।’ গোলাম বলল। ‘দরকার নেই। আমরা আর এগোতে পারি না। স্মিয়াগল এরূপ বলেছিল। সে বলেছিল ঃ আমরা গেট পর্যন্ত গিয়ে পরবর্তী চিন্তা করব। এবং আমরা চিন্তা করি। ও হ্যাঁ, আমার মূল্যবান, চিন্তা আমরা করি। স্মিয়াগল জানত হবিটরা এ পথে যেতে পারবে না। আরে হ্যাঁ, অবশ্যই সে জানত।’

‘তবে কোন মহামারির ভয়ে তুমি আমাদের এখানে নিয়ে আসলে?’ শ্যাম বলল, তার মেজাজ বিগড়ে আছে।

‘মনিব এরকম বলেছিলো। মনিব বলেন ঃ আমাদেরকে গেট পর্যন্ত নিয়ে দাও। সুতরাং ভালো মানুষ স্মিয়াগল তাই করলো। মনিব ওরকম বলেছিল, জ্ঞানী মনিব।’

‘আমি বলেছিলাম,’ ফ্রোডো বলল। মুখমন্ডলে গুমোট ভাব তবে স্থির সংকল্পবদ্ধ। সে মুখমন্ডলে গুমোট ভাব তবে স্থির সংকল্প বদ্ধ। সে ঝুল-কালি মেখে অলিক এক মূর্তি যেন, শ্রান্তিতে বিধ্বস্ত। কিন্তু সে আর গুটিয়ে থাকলো না, তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হলো। ‘আমি এরকম বলেছিলাম, কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিলো মর্ডরে ঢোকা, এবং আমি জানি এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অতএব আমি এ পথেই যাব। কাউকে আমার সাথে থাকতে বলছি না।’

‘না, মনিব না!’ হাত তুলে বিলাপের সুরে গোলাম বলল, মনে হলো সে অনুশো-

চিত। 'ওপথে দরকার নেই! থাকগে! মূল্যবান জিনিসটি তাকে (Him) দিও না। এটা পেলে সে আমাদের সকলকে গ্রাস করবে। তাবত দুনিয়াকে হাপিস করে দেবে। এটা রেখে দাও, মহিয়ান মনিব, এবং স্মিয়াগলের প্রতি সদয় হও। এ তাকে পেতে দিও না। অথবা দূরে চলে যাও, ভালো কোন জায়গায় এবং বেচারি স্মিয়াগলকে এটা ফেরত দাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফেরত দিবে মনিব, হু? স্মিয়াগল সুহেফাজতে রাখবে। সে অনেক ভালো কিছু করবে, বিশেষ করে সুধী হবিটদের জন্য। ঘরে ফের হবিট বৃন্দ। গেটে যেও না!'

'আমি মর্ডরে যাবার জন্য আর্দিষ্ট, এবং আমি যাব,' ফ্রোডো বলল। 'একমাত্র পথ যদি এটাই হয়, তবু যাব। অবশ্যম্ভাবীর পরে আর কী থাকতে পারে?'

শ্যাম নির্বাক। ফ্রোডোর চেহারা দেখে আগেই বুঝে বসে আছে তার কথা বলা নিষ্ফল হবে। আর তাছাড়া শুরু থেকে এ বিষয়ে তার প্রকৃত কোন আশা-ভরসা ছিল না। কিন্তু আমুদে হবিটরা এস্পার ওস্পার কিছু একটা না হওয়া পর্যন্ত আশা-নিরাশা নিয়ে নাক গলায় না। এখন তারা এক তিক্ত পরিণতির দিকে এসেছে। তবে সে সমস্ত পথ মনিবের পেছনে আঁঠার মতো লেগে আছে। মনিব একা মর্ডরে যেতে পারে না। শ্যাম সাথে থাকবে–এবং যে ভাবেই হোক, গোলামের হাত থেকে নিস্তার পেতে হবে।

যা হোক, গোলাম এখন আর বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে না। সে ফ্রোডোর পদতলে হাঁটু পেতে বসে কিউ কিউ করে হাত কচলাতে লাগলো। ওকালতির সুরে বলল– 'এ পথে না, মনিব! অন্য পথ আছে। হ্যাঁ আছে মাইরি। সে আরো অন্ধকারময়, খুঁজে পাওয়া অধিক কঠিন গোপন পথ। তবে স্মিয়াগলের তা অজানা না। তাকে গাইড হিসেবে নিয়োগ দাও!'

'অন্যপথ!' ফ্রোডো বলল। সে গোলামের ওপর সন্দেহজনক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বুলোতে লাগল।

'হ্যাঁ, সত্যিই মাইরি! অন্য এক পথ ছিল। স্মিয়াগল খুঁজে পেয়েছিলো। চলো নিয়ে দেখি, তা এখনো সেখানে আছে কিনা!'

'আগে তুমি এ কথা বলোনি।'

'না, বলিনি। মনিব জানতে চায়নি। সে কি করতে চায় তা জানায়নি। সে বেচারা স্মিয়াগলের কাছে কিছু বলে না। শুধু বলে ঃ স্মিয়াগল আমাকে গেট পর্যন্ত নে–তারপর তোর ছুটি! স্মিয়াগল চম্পট দিতেও পারে এবং ভালো ও হতে পারে। তবে এখন তার কথা হলো ঃ আমি এ পথে মর্ডরে ঢোকার অভিসন্ধি করছি। সুতরাং স্মিয়াগল খুব ভীরু। সে উদার মনিবকে হারাতে চায় না। এবং সে অঙ্গীকার করেছিলো, মনিব তাকে অঙ্গিকার করিয়েছিলো, মূল্যবান জিনিসটি রক্ষা করার। লেকিন মনিব যদি এ পথে যায়। তবে জিনিসকে সরাসরি কালো হাতে (Black Hand) অর্পণ করতে হবে। অতএব স্মিয়াগল উভয়কে রক্ষা করবে। অন্য পথে যাবে। খাঁটি সোনা মনিব। স্মিয়াগল ও দিল দরিয়া লোক, সদা সহানুভূতিশীল।'

শ্যামের চোখ কপালে উঠলো। দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যদি গোলামের গতরে গর্ত খোঁড়া

যেত তবে শ্যাম তাই করত। তার অন্তর সন্দেহে জর্জরিত। ফ্রোডোকে সহায়তার ব্যাপারে গোলাম সর্বোপরি নিরুপায় ও উদ্বিগ্ন। শ্যামের কান পেতে শোনা তর্ক বিতর্কের কথা স্মরণ হলো এবং এ বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন হলো যে পাতালে নিমজ্জিত স্মিয়াগল আবার উপরে উঠে এসেছে ঃ তর্ক বিতর্কের অন্তিম স্বরের সাথে এ স্বরের কোন মিল নেই। শ্যামের ধারণা স্মিয়াগল ও গোলাম (যাদেরকে সে নিজের ভাষায় স্লিংকার গুপ্তচোর ও স্টিংকার–হীন প্রাণী হিসেবে জানে) আধা-আধি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি এব অস্থায়ী এক মৈত্রী বন্ধন চায়। রিংটি যাতে সাউরান (Enemy) ও ফ্রোডো কারো কাছে। না থেকে পড়ো মাল হিসেবে সে পেয়ে যায়। আদৌ মর্ডরে যাবার অন্য কোন রাস্তা আছে কি না সে বিষয়ে শ্যাম ভীষণ সন্দিহান।

শ্যাম ভাবলো এ পুরোণ ভিলেনের অর্ধসত্ত্বা (স্লিংকার বা স্টিংকার) জানে না মনিব কি করতে চায়। শ্যামের ধারণায় এ এক ভালো খবর। সে মনে মনে বলল–ফ্রোডো মূল্যবান জিনিসটিকে চিরদিনের মতো শেষ করে দিতে যাচ্ছে–এ কথা সে যদি জানতো, তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে সমস্যা দ্রুত গুরুচরণ হয়ে পড়বে। যে করেই হোক, বুড়ো স্টিংকার এনিমিকে সাংঘাতিক ভয় করে–এবং তার শৃংখলার মধ্যে সে আবদ্ধ আছে বা ছিল–সম্ভবত সে মূল্যবান দ্রব্যটিকে দগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করে আমাদেরকে ধরিয়ে দেবে বরং। অন্তত আমার ধারণা এমন। বোধকরি মনিব এটা সতর্কতার সাথে নেবে। সে যথেষ্ট বিচক্ষণ, তবে কোমল মনের। এক মুহূর্ত পরে সে কি করবে না বোঝার সাধ্যি কোন গামজির নেই।

ফ্রোডো গোলামের কথায় তাৎক্ষণিক জবাব দিল না। যখন শ্যামের ধীর-শান্ত অথচ চালাক অন্তরে সন্দেহের ঝড় বইছিল, ফ্রোডো তখন ক্রিথ গগরের (Haunted Pass) কালো ক্লিপের দিকে অপলক দৃষ্টি রেখে দঁড়িয়ে ছিল। তাদের আশ্রয় নেয়া গর্তটি এক ছিল এক ছোট পাহাড়ের পাশে দীর্ঘ পরিখা সদৃশ এক ভেলি থেকে একটু উচ্চতায়। ভেলির একেবারে কেন্দ্রে পশ্চিম পাশের কালো প্রহরা টাওয়ারের ভিত্তি প্রস্তর দন্ডায়মান। প্রভাতের আলোয় মর্ডরের গেটে মিলিত পথগুলো পরিষ্কার দেখা গেল, ধু-লিময়, পান্ডুর; এক পথ গেছে উত্তরে বেঁকে; অন্য একটা ইরেদ লিথুই এর পাদদেশে হাতড়ে মরা কুয়াশার মধ্যে পূর্বদিকে হারিয়ে যাচ্ছিল এবং তৃতীয় পথটি তার দিকে চলে গেছে। এ পথ তীক্ষ্নভাবে টাওয়ার বেষ্টন করে সংকীর্ণ এক গিরিপথে প্রবেশ করে তার বর্তমান আশ্রয় গুহার অনতিদূর পর্যন্ত চলে গেছে। তার ডানে একটা পথ পশ্চিম দিকে ঘুরে মাউটেনের কিনারা দিয়ে দক্ষিণের গাঢ় ছায়ায় ঢুকে পড়েছে। এ ছায়া ইফেল ডুয়াথের 'পশ্চিম' কিনারাকে যেন বোরখা পরিয়ে রেখেছে। তার দৃষ্টি সীমানার বাইরে এ অন্ধকার মাউন্টেন ও গ্রেট রিভারের মধ্যবর্তী সরু ভূ-ভাগ দিয়ে অভিযান করে চলেছে।

তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই ফ্রোডো সমভূমিতে সাংঘাতিক লম্ফ-ঝম্ফের আওয়াজ শুনলো। যেন তাবত সৈন্য কুচকাওয়াজরত, যদিও তাদের অধিকাংশই, দুর্গন্ধময় জলা। খালে গা ঢাকা দিয়ে থাকতো। কিন্তু যেখানে-সেখানে সে বর্শা আর হেলমেটের বিদ্যুচ্ছটা দেখলো। রাস্তার পাশের লেবেল গ্রাউন্ডে ঘোড় সওয়ারিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিচরণ করছিল। দূর থেকে দেখা এ্যামন হেনের দৃশ্য তার কাছে বহু পুরোন মনে হলো,

যদিও তা সেদিনের কথা। অতঃপর তার মনে ভেসে উঠা আশা দূরাশায় পর্যবসিত হলো। গর্জনধ্বনি অভ্যর্থনামূলক, প্রতিযোগীতামূলক না। বহুদিন বিগত হওয়া কবরপুরীর সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিশোধপরায়ণ প্রেতাত্মার ন্যায় গন্ডরবাসিতো ডার্ক লর্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। এরা ছিল বিশাল ইষ্টল্যান্ডের অন্য প্রজাতির মানুষ, ওপরওয়ালার নির্দেশে জড়ো হচ্ছে, যে সেনাবাহিনী রাতে তার গেটে শিবির স্থাপন করেছে তা এখন তার উত্থিত শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভেতরে প্রবেশ করছে। তারা যেন দিনের আলোর ভয়ে অকস্মাৎ তাদের বিপদাপন্ন অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো। ফ্রোডো পাতলা ফিরফিরে হুড মাথায় টেনে দিয়ে গর্তের দিকে এগোলো। তারপর গোলামের দিকে ফিরলো।

'স্মিয়াগল,' সে বলল, 'তোমাকে আমি আর একবার বিশ্বাস করব। মনে হচ্ছে তোমার সাহায্য নেয়া আমরা নিয়তি, আর তোমার নিয়তি আমাকে সাহায্য করা যাকে তুমি দীর্ঘক্ষণ কুমতলব সহকারে অনুপ্রাণিত করছো। আবার যদ্দুর সম্ভব তুমি তোমার অঙ্গীকার রক্ষা করেছ। রক্ষা করেছ, আমি বলছি এবং বলতে চাই,' সে শ্যামের দিকে এক নজর তাকিয়ে সংযোজনী হিসেবে বলল, 'কারণ তুমি আমাদের কোন ক্ষতি করোনি। এবং যা তুমি একদা খুঁজছিলে, তা আমার কাছ থেকে নেবার চেষ্টাও করোনি। অর্থাৎ দুবারের পরীক্ষায় ভালো করেছ। বার্ষিক পরীক্ষা আসল ব্যাপার প্রমাণ করবে কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি স্মিয়াগল, তুমি বিপদে আছো।'

'তা আছি মনিব!' গোলাম বলল। 'সর্বনাশা বিপদ, মনে করে স্মিয়াগলের হাড়ে কাঁপুনি উঠেছে, তবে সে পালাবে না। অবশ্যই মহামানব মনিবকে সাহায্য করে ছাড়বে সে।'

'এ বিপদের অংশীদার সবাই না,' ফ্রোডো বলল। 'আমি তোমার একার বিপদের কথা বলছি। তুমি মূল্যবান জিনিসটির নামে শপথ করেছ। মনে রেখ! এটা তোমাকে বেঁধে রাখবে, এ তোমার স্বীয় সর্বনাশের কারণ। ইতোমধ্যে তুমি জট পাকিয়ে বসেছ। এইমাত্র আহাম্মুকের মতো নিজকে প্রকাশ করলে। তুমি বললে ঃ এটা স্মিয়াগলকে ফেরত দাও। আর একবার এ কথা বলো না! মন থেকে এ ভাবনা ঝেটিয়ে দূর করো। কখনো এটা ফেরত পাবে না। এটার প্রতি তোমার লালসা পরিণামে তোমারই শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। কখনো ফেরত পাবে না। স্মিয়াগল, নিদেন কালে জিনিসটি আমি পরব, যার অধীনে অনেক আগে তুমি ছিলে। এটা পরে আমি যদি তোমাকে আদেশ করি, তুমি মান্য করবে, এমনকি যদি এটা তোমাকে আগুনে পর্যন্ত নিক্ষেপ করে। এবং আমার কমান্ড এমনই। সাবধান স্মিয়াগল!'

শ্যাম মনিবের দিকে অনুমোদনের চোখে তাকালো, কিন্তু তাতে বিস্ময়ও ছিলো ঃ তার মুখের ভাব, গলার স্বর আগে সে এমন দেখেনি। ফ্রোডের দয়া এত উঁচু মাত্রার যে, তা মাঝে মাঝে অন্ধ ভালোবাসায় পরিগণিত হয়। অবশ্যই শ্যামের মধ্যে এক এক সময়ে বেমানান এক দৃঢ়বিশ্বাস কাজ করে ঃ পৃথিবীতে মিঃ বিলবো ও গ্যান্ডালফ ছাড়া ফ্রোডো অপেক্ষা জ্ঞানী কেউ নেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে গোলাম তার নিজস্ব কায়দায় বুদ্ধি-জ্ঞানে কারো থেকে কম যাচ্ছে না। আসলে তার কথাবার্তা বিহবলজনক, ভীতিকর। সে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, 'সোনামনি মনিব' ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করতে পারলো

না।

ধৈর্য্য ধরে ফ্রোডো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। তারপর কণ্ঠে কিছুটা রুক্ষতা কমিয়ে বলল– 'এখন এসো গোলাম স্মিয়াগল, ইচ্ছে করলে তোমার অন্য পথের কথা বলতে পার–দেখি সমতল পথ বাদ দিয়ে সে পথে ফায়দা কি। আমার তাড়া আছে।'

কিন্তু ভগ্নদশার মধ্যে ফ্রোডোর হুমকি গোলামকে পুরোটা বলশূন্য করে দিল। আসলে তার হাতে-পায়ে পড়ে বোবার মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে কথার গুঢ়ার্থ বোঝা বড় শক্ত। কিছুক্ষণ পর সে একটু ঠাণ্ডা হল, এবং ফ্রোডোও একটু একটু বুঝল যে ঃ যদি কোন পথচারী ইফেল ডুয়াথের পশ্চিম দিকের পথ অনুসরণ করে, তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃক্ষ-বৃত্তের ক্রসিং এ সময় মতো উপস্থিত হতে পারবে। ডানদিক দিয়ে এক পথ অসগিলিয়াথ এবং আন্দুইন ব্রিজের দিকে চলে গেছে; মাঝ বরাবর স্থানে রাস্তা দক্ষিণে ঘুরেছে।

'শুধু চলো, চলো, চলো,' গোলাম বলল। 'আমরা কখনো সে পথে যাইনি, তবে শোনা যায়, সদাচঞ্চল গ্রেট ওয়াটার এর আগ পর্যন্ত শশ লিগের পথ। সেখানে প্রচুর মাছ যা ইয়া বড় পাখিরা ধরে খায়, কি সুন্দর পাখি ঃ তবে সেখানে কখনো যাইনি, উহ যাওয়া হয়নি! কখনো সুযোগ পাইনি আমরা এবং শোনা যায়, তারপরেও বহু প্রান্তর, তবে সেখানকার ইয়েলো ফেস (সূর্যালোক) অতি উত্তপ্ত। মেঘ নেই বলেন চলে, আর কালোমুখো মানুষগুলো অতি ভয়ংকর। আমাদের সে এলাকা দেখার ইচ্ছে নেই।

'না! ফ্রোডো বলল। 'তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। তৃতীয় পথটি কি?'

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তৃতীয় এক পথ আছে,' গোলাম বলল। 'সেটা বাম দিকের পথ। সেটা এখনই উপরে উঠতে শুরু করেছো, উপরে, উপরে সুউচ্চ ছায়ার দিকে একে বেঁকে চলেছে এটাকে তোমরা কালো পাহাড় বেষ্টন করে যেতে দেখবে, অকস্মাৎ তোমাদের উপরে দেখ যাবে, আর তোমরা পালাতে চাইবে।'

'দেখতে হবে, দেখতে হবে। কী দেখবো?'

'প্রাচীন দুর্গ, খুব সাবেকি, এখন খুব ভয়ংকর। বহু পূর্বে স্মিয়াগল যখন যুবক ছিলো, তখন দক্ষিণাদের (the south) কাছ থেকে নানান কথা শুনতাম। হারে হা, উইলো ভূমিতে গ্রেট রিভারের পাশে বসে সন্ধ্যাবেলায় আমরা বিস্তর গল্প চালাচালি করতাম। রিভারও তখন তরুণ ছিল, গোলাম, গোলাম।' সে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। হবিটরা ধৈর্য্যের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

'দক্ষিণের গল্প,' গোলাম আবার বলে চলল, জ্বলন্ত চোখের দীর্ঘ মানুষ, এবং তাদের পাথুরে পাহাড় সদৃশ বাড়িঘর, আর তাদের রাজার রুপালী মুকুট এবং রাজার সাদা বৃক্ষের (White tree) স্মারক মূর্তি ঃ আজব সব গল্প। তারা বড় বড় ইমারত গড়েছিল। তার একটা ছিল রুপালী সাদা যার মধ্যে চন্দ্রাকৃতির এক পাথর ছিলো এবং ইমারতের চারধারে ছিলো সাদা পাঁচিল। হ্যাঁ মনে পড়েছে, চন্দ্র টাওয়ার (Towell of the Moon) সম্পর্কে গাঁদা গাঁদা গল্প ছিলো।'

'সেটা মিনাস ইথিল (Minas Ithil) হবে যা যা ইলেনডিনতনয় আইজিলডুর বানিয়েছিল। ফ্রোডো বলল 'আইজিলডুয়ই এনিমির আঙ্গুল কর্তন করেছিলো।'

'হ্যাঁ, তার কালো হাতে মাত্র চারটি আঙ্গুল আছে তবে সেগুলো যথেষ্ট,' গোলাম

শিউরে উঠে বলল। 'এবং সে আইজিলডুরের নগরীকে ঘৃণা করতো।'

'সে কী না ঘৃণা করে?' ফ্রোডো বলল। 'কিন্তু টাওয়ার অব দ্য মুন আমাদের সাথে কি আচরণ করতে পারে?' 'খাঁটি কথা, মাষ্টার, এটা সেখানে ছিল এবং আছে ঃ সু উচ্চ টাওয়ার সাদা বাড়িঘর আর পাঁচিল; কিন্তু এখন সুন্দর নেই, বিউটিফুল নেই। অনেক আগে এটা বিজিত হয়। এ এখন এক সাংঘাতিক-ডেরা। এটার দিকে তাকিয়ে পর্যটকরা ঠকঠক করে কাঁপে, চোখ বুঁজে তাকায় এটার ছায়াকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু মনিবকে সে পথে যেতে হবে। একমাত্র তৃতীয় পথ ওটাই। সেখানে পর্বতমালা অপেক্ষাকৃত নিচু। পথ উঁচু হতে হতে এক অন্ধকার গিরিপথে মিশেছে। তারপর আবার নিচেই নেমেছে–নামতে নামতে একেবারে গর্গরথে।' তার স্বর পুরো ফিসফিসানিতে নেমে এলো, শরীরে কাঁটা দিল যেন।

'তবে এ পথে উপকারটা কী?' শ্যাম জিজ্ঞাসা করল। 'সাউরান (এনিমি) নিশ্চয়ই তার নিজস্ব এলাকার চারধারের খবর সব জানে, এবং সে পথে প্রহরা থাকবে? টাওয়ার কি খালি নেই, আছে কি?'

'আরা না, নেই।' গোলাম ফিসফিস করলো। 'মনে হয় খালি, কিন্তু কথা হলো গিয়ে কথা না-খালি না! ভয়াবহ মালেরা সেখানে ঘাঁটি গেড়ে আছে। অর্করা তো নিত্য পড়ে আছে; কিন্তু অধিক খারাপ কিছুও রয়েছে। দেয়ালগুলোর ছায়া দিয়ে রাস্তাটি ডানপাশ দিয়ে উঠে গেট অতিক্রম করেছে। পথে কোন কিছু চলাফেরা করে কি না কেউ তা জানে না। জানে ভেতরের জিনিসপত্র ঃ নিরব প্রহরী।'

'সুতরাং তোমার উপদেশ হলো যে দক্ষিণে আমরা আর একটা লংমার্চ করবো এবং সেখানে পৌঁছে আবার একই ঝক্কি ঝামেলায় পড়বো, তাই কি না?'

'না, আসলে তা নো,' গোলাম বলল। 'হবিটরা বোঝে এবং অবশ্যই বোঝার চেষ্টা করবে। সে ওই পথে আক্রমণের কথা ভাবে না। তার চোখ সব দিকে আছে, তবে কিছু কিছু স্পটে বেশি খেয়াল রাখে। সে তাৎক্ষণিক সবকিছু দেখে না। তোমরা বুঝতে পারছ, ছায়া-ঢাকা মাউন্টেনের পশ্চিমের রিভার পর্যন্ত সে সব অঞ্চল দখল করেছে। আর এখন সেতুগুলো তার অধীনে। সেতু অঞ্চলে মহাযুদ্ধের সম্মুখীন না হয়ে কিংবা অসংখ্য নৌকোর সমাবেশ না ঘটিয়ে কেউ চন্দ্র টাওয়ারে (Moon tower) পৌঁছতে সক্ষম হবে না, নৌকাগুলোকে লুকিয়ে রাখাও অসম্ভব। এবং সাউরান এসব খুব ভাল করেই জানে ও জানবে।

'তার ভাবনা-চিন্তা, করণীয় বিষয়ে তুমি বেশ জানো মনে হয়,' শ্যাম বলল। 'ইদানিং তার সাথে তোমার কথাটথা যা হয়েছে? নাকি শুধু অর্কদের সাথে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে?'

'এহবিটটি ভালো না, রুচিসম্পন্ন না,' গোলাম বলল শ্যামের দিকে কটু চোখে তাকিয়ে ফ্রোডোর দিকে ফিরল 'অবশ্যই স্মিয়াগল অর্কদের সাথে কথা বলেছে– অবশ্যই তা মনিবের সাথে দেখা হবার আগে। এবং কথা বলেছি বহু জাতির সাথে। এবং দূর-দূরান্তরের মহকুমা, পরগণায় পা দিয়েছে। আর এখন সে লা বলে, বহুলোকে তাই বলে থাকে। এ নর্থেই তার (Him) এবং আমাদের জন্য সাংঘাতিক বিপদটি ঘুমিয়ে আছে।

সে একদা, খুব তাড়াতাড়িই ব্লাক গেট দিয়ে বেরিয়ে আসবে। বিশাল সৈন্যবাহিনী বের হবার সেটাই একমাত্র পথ। কিন্তু সুদূর পশ্চিমে তার কোন ভয় নেই, সেখানে গোপন প্রহরা আছে।'

'ঠিক তাই।' অনবদমিত শ্যাম বলল। 'সুতরাং আমাদের পথ ধরে যেতে হবে এবং গিয়ে তাদের দরজায় কড়া নেড়ে জানতে হবে ঃ আমরা কি মর্ডরে যাবার সঠিক পথে আছি? অথবা, তারা কি জবাব না দেবার মতো চুপ মেরে আছে। এটা রুচির কথা না। ও রকম আমরা এখানেও করতে পারি–দীর্ঘপদক্ষেপ রক্ষা করতে পারে।'

'এ নিয়ে কৌতুক মারাইও না,' গোলাম ভোঁস ভোঁস করে বলল। 'এটা বাজার বিষয় না, মোটেই না! কোন খোশ খবর না। মর্ডরে ঢোকার চেষ্টা কোন সজ্ঞানের পরিচায়ক হবে না। কিন্তু মনিব বললে আমি অবশ্যই যাব বা যাবই, তবে সে অন্যথা ভাবতে পারে এখনও। কিন্তু যমরাজের নগরীতে কোন কিছুতেই তার ঢোকা ঠিক না, ওরে না, অবশ্যই না। এ আমার আপত্তি ও স্মিয়াগলের একটা সাহায্য কৌশল যদিও কেউ তাকে বলেনি–এখানকার সব রহস্য কি। স্মিয়াগল আবার সাহায্য করছে। এটা সে খুঁজে বের করেছিলো। সে এটা জানে।'

'কী খুঁজে পেয়েছিলে?' ফ্রোডো জিজ্ঞাসা করল।

গোলাম ঘাড় গুঁজে গুঁটিগুঁটি মেরে গেলো, আবার তার গলা বসে গেলো। 'ছোট্ট এক পথ মাউন্টেনের দিকে চলে গেছে, তারপর এক সিঁড়ি, স্যার সোপান, হ্যাঁ, খুব লম্বা এবং সংকীর্ণ। আর তারপর আরো সোপান শ্রেণী। আর তারপর–' তার গলা ভেঙ্গে গেলো–'এক সুড়ঙ্গ পথ অন্ধকারে ঠাসা, অবশেষে এক ক্ষুদ্র ফাটল এবং প্রধান গিরিপথের উপরে এক পথ। স্মিয়াগলই অন্ধকারে এ পথ হাতড়ে বের করেছে। অনেক আগের কথা। পথটি এখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে; তবে আবার নাও পারে নাও পারে।'

'আমি গালবাজি আদৌ পছন্দ করিনে,' শ্যাম বলল। 'কিছু বলার সময় যাচ্ছে তাই বলা সহজ। পথ যদি সেখানে থেকেও থাকে, তবে তা থাকবে রক্ষিত। এটা কি রক্ষিত ছিলো না গোলাম?' এ কথা বলার পর যেন গোলামের চোখে এক সবুজ সংকেত পেলো। গোলাম ইনিয়ে বিনিয়ে চলল; নিরুত্তর।

'এটা রক্ষিত না?' রুক্ষস্বরে ফ্রোডো জিজ্ঞাসা করল। 'আর তুমি কি অন্ধপুরী থেকে পালিয়েছিলে, স্মিয়াগল? কোন বার্তা প্রেরণের দায়িত্ব দিয়ে তোমাকে প্রস্থান করার অনুমতি দেয় হয়নি? অন্তত এ রকমটি এ্যারাগর্ণ ভাবে যে তোমাকে কতক বছর পূর্বে ডেড মার্সের তীরে দেখেছে।'

'মিথ্যা কথা!' গোলাম ফোঁস করে বলল। এ্যারাগর্ণের নাম শুনে তার চোখে এক শয়তানি জ্যোতি আবির্ভূত হলো। 'সে মিথ্যা রটনা ছড়িয়েছে হ্যাঁ। আমি আমার হতদরিদ্র অস্তিত্ব নিয়ে পালিয়েছিলাম। আসলে আমাকে মূল্যবান জিনিসটি খুঁজতে বলা হয়েছিল এবং তা খুঁজে খুঁজে ফিরছি। তবে তা ব্লাক-লর্ডের জন্য না। মূল্যবান বস্তুটি ছিলো আমাদের- আমার বলে রাখছি। আমি পালিয়েছিলাম।

ফ্রোডো অদ্ভুত এক নিশ্চয়তায় অভিভূত হলো যে, এ বিষয়ে গোলামের প্রতি সন্দেহ সত্যের কাছাকাছি ঃ যে করে হোক, সে এক বিকল্প পথ পেয়েছিলো। এবং সে অন্তত

এটুকু বিশ্বাস করলো যে গোলামের স্বীয় ধূর্ততা দ্বারা এটা সম্ভব হয়। গোলাম যখন 'আমি কথাটি ব্যবহার করে তখন তার ভেতরের চেহারার চিরাচরিত এক রূপ ফুটে ওঠে ঃ মুহূর্তের জন্য তার সাবেক সত্যবাদিতা আর আন্তরিকতার রেশ ফুটে ওঠে। কিন্তু এ পয়েন্টে গোলামকে বিশ্বাস করা গেলেও ফ্রোডো এনিমির ইচ্ছার কথা ভুলল না। পালানে-টা, মেনে নেয় যেতে পারে এবং এ ঘটনা ডার্ক টাওয়ারে পান্তা ভাত। এবং যে কারণেই হোক, গোলাম খোলাখুলি যথেষ্ট পিছু হটেছে।

'আমি আরো এককার বলছি,' সে বললঃ 'এ পথ কি রক্ষিত না?'

তবে এ্যারাগর্ণ এর নামে গোলাম মুখ গোমরা করে থাকলো। মুখ ফোসকে সে এখন ঘোরতর সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। সে না-জবাব।

'এটা রক্ষিত না?'ফ্রোডো পুনর্ব্যক্ত করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বোধ করি। এ অঞ্চলে কোন নিরাপদ ঠাঁই নেই,' গোলাম মুখচোরাভাবে বলল। 'না নেই। তবে মাস্টার অবশ্যই এ পথে ট্রাই করুক, নতুবা দেশে ফিরুক। অন্য উপায় নেই।' তারা তাকে আর বলতে শুনলো না। পিলে চমকানো জায়গা এবং উঁচু গিরিপথের নাম সে উচ্চারণ করতে পারলো না বা করলো না।

এ ছিলো ক্রিম আঙ্গল (Cirith Ungol), ভয়ানক এক গুজবের গল্প। মনে হয় এ্যারাগর্ণের কাছ থেকে তারা এ নাম ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে শুনেছে। গ্যান্ডালফ তাদেরকে সতর্ক করেছে। কিন্তু তারা একাকি। এ্যারগর্ণও দূরে। গ্যান্ডলফও আইজেন গার্ডের ধ্বংসাবশেষে দাঁড়িয়ে মূর্তিমান বিশ্বাসঘাতক সারুম্যানের সাথে যুদ্ধরত। তবু সারুম্যানের উদ্দেশ্যে সে যখন তার শেষ কথা বলেছিলো এবং অর্থেংকের সোপাানে প্লান্টির আগুনে ভস্মীভূত হলো তখনও সে আশা আর করুণাভরে শতশত মাইল দূরের ফ্রোডো ও শ্যামওয়াইজের কথা অন্তরে পুরে রেখেছিল।

সম্ভবত অজ্ঞাতসরে এ্যামন হেনে দাঁড়িয়ে ফ্রোডো এটা অনুভব করেছিল, যদিও তার বিশ্বাস ছিল গ্যান্ডালফ গেছে, চিরদিনের মতো দূর মারিয়ার অতলান্তকে হারিয়ে গেছে। মাথা নিচু করে মৌনভাবে সে দীর্ঘক্ষণ বসে গ্যান্ডালফের কথাগুলো মনে করলো। কিন্তু এ যাত্রায় কোন পরামর্শের কথা স্মরণ করতে পারলো না। প্রকৃতপক্ষে ডার্কল্যান্ড বহুদূর থাকতেই তারা গ্যান্ডালফের গাইডচ্যুত হয়ে পড়লো। গ্যান্ডালফ বলেনি তারা এখানে কিভাবে প্রবেশ করবে। বোধ করি বলতে পারেনি। নর্থে এনিমির দূর্গ ডলগার্ডুরে সে একবার দুঃসাহসিক কায়দায় ঢুকেছে। কিন্তু ডার্কলর্ড পুনর্বার ক্ষমতাসীন হলে মাউন্টেন অব ফায়ার অভিমুখী মর্ডরে সে কি কখনো প্রবেশ করেছে? ফ্রোডো এরকম ভাবলো না। আর এখন কিনা সায়াবের নির্জন প্রান্তরের এক ক্ষুদে হাফলিং (হবিট) সেখানে ঢোকার আশা করে যেখানে–হাতী ঘোড়া গেল তল গাধা বলে কত জল। এ যেন এক দুর্বিষহ নিয়তি। কিন্তু সে তারা বসার কক্ষে নিজের ঘাড়ে বোঝা তুলে নিয়েছে যে হ্যা মনে পড়ে যাচ্ছে সে বসন্তের কক্ষের কথা ঃ মনে হয় সে দায়িত্বগ্রহণ পর্বটি–যুবক–পৃথিবীর ইতিহাসের কোন অধ্যায়- যে পৃথিবীতে রূপালী সোনালী বৃক্ষগুলো অবলীলায় পুষ্প ধারণ করতো। পথ নির্বাচন করা বড্ড শক্ত হলো। কোন পথ সে বেছে নিবে? এবং প্রতি পথে যদি সন্ত্রাস আর মরণ থেকে থাকে, তাহলে পথ বেছেই বা লাভ কি?

দিবা আসন্ন হলো। তাদের ফাঁকা আশ্রয়ের ওপর গভীর নিরবতা নামল; অনুভব যোগ্য এক নিরবতা যা এক প্রকান্ড চাঁদোয়ার মতো মাথার ওপর চেপে চারপাশের বিশ্ব থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। উপরে উড়ন্ত ধোঁয়ার আড়ালে গম্বুজতুল্য বিবর্ণ আকাশকে অনেক দূরে অনুমান করা গেলো, যেন গভীর ভারী বাতাসের আড়ালে পড়ে অস্পষ্ট প্রতিসরণের দরুণ এমন হচ্ছে।

হবিটরা ধূসর আলকিল্লগুলো শরীরে আষ্টে-পৃষ্টে চেঁচিয়ে নিরব অনড় বসে থাকলো। এ নরক পরিস্থিতির মধ্যে উপর থেকে কোন ঈগল পর্যন্ত তাদেরকে কিনার করতে পারত না। মুহূর্তের তরে সে হয়ত ক্ষুদে আকৃতির গোলামকে মাটিতে হাত-পা ছুঁড়ে লুটোপুটি খেতে দেখতে পেত ঃ হয়ত সেখানে মানুষের ভূখা-নাঙ্গা শিশু কংকাল পড়ে রয়েছে–ছেঁড়া ফুটো কাপড় চোপড় এখনও অঙ্গে জাকিয়ে বসে আছে- অস্থি চর্ম সার দীর্ঘ সরু ঠ্যাং পা; দশ সের মাংসও হবে না।

হাঁটুর উপর ফ্রোডোর মস্তক, তবে শ্যাম মাথার পিছে হাত রেখে হেলে আছে–হুডের ফাঁক দিয়ে ফাঁকা আকাশে তাকাচ্ছে। মোটামুটি কতকক্ষণ যাবত আকাশ ফাঁকা। তারপর তাৎক্ষণিক শ্যাম ভাবল যে চক্রসদৃশ কোন কালোপক্ষি তার দৃষ্টি সীমানায় জেগে উঠে দূরে সটকে গেল। আরো দুটো পেছনে। তারপর চারটি। দেখতে খুব ক্ষুদ্র। তবু সে বুঝল আসলে বিকট। ডানার পুরোটা মেলে অনেক উপরে উড়ছে। চোখ বুঁজে সে ভয়ে সামনে নত হল। কৃষ্ণ আরোহীদের উপস্থিতিতে যে ভীতি সে পেয়েছিল এখন তেমনই কিছু একটা সে অনুভব করলো, যদিও এখন আগের মতো মরিমরি দশায় সে পড়লো না; আতংকটা অধিক নেপথ্যে ছিলো। তবে এটা সলিড আতংক। ফ্রোডোও একই রকম অনুভব করল। সে বিচ্ছিন্ন ভাবনায় আক্রান্ত হলো। তার গায়ে কাঁটা দিল, কিন্তু উপরে তাকালো না। গোলাম ঘরকুনো মাকড়সার মতো গুটিয়ে গেলো। পাখাওয়ালা মূর্তি চর্কাকারে ছোঁ মারার মতো ধা করে নিচে নামল–মর্ডরের দিকে ফিরছে।

শ্যাম গভীর শ্বাস নিল। 'আরোহীরা আবার আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে,' সে অসহায় সুরে বলল। 'তাদের আমি দেখেছি। তারা আমাদের দেখেছে মনে কর? অনেক উপরে তারা। তারা যদি পূর্বেকার আরোহীদের মতো হয়, তবে দিনের আলোয় তারা নিশ্চয় বেশি দেখে না, দেখে কি?'

'না, মনে হয় না,' ফ্রোডো বলল। 'তবে তাদের তাজীরা দেখেছিল। আর এ ডানাওয়ালা প্রাণীরা সম্ভবত অন্যদের থেকে অধিক দেখতে পায়। তারা শকুনের মতো, কিছু একটা খুঁজছে ঃ এনিমি এখন পাহারার মধ্যে আছে, আমার আশংকা ভঙ্গ হলো।

ভয়ংকর অনুভূতি অতিক্রান্ত হলো, তবে নিরবতার আমেজ উপুড় হলো। তারা কিছুক্ষণক্ষণ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, যেন কোন অজানা দ্বীপে আটকা পড়েছে। পরিস্থিতি অন্যরকম। তবু ফ্রোডো গোলামের সাথে কোন কথা বলল না। চোখ বন্ধ করে মনের মুকুরে উঁকি মেরে অতীত স্মৃতি হাতড়াতে লাগল। পরিশেষে ঝাঁকুনি খেয়ে অকস্মাৎ উঠে পড়ল, ভাবটা এমনি যেন এখনই কোন সিদ্ধান্ত হতে যাচ্ছে। কিন্তু 'শোন!' সে বলল। 'ওটা কী?'

তারা নতুন ভয়ে জড়িয়ে পড়ল। গান আর দরাজ গলার চিৎকার শুনলো। প্রথমে মনে হলো অনেক দূরে। কিন্তু না, আওয়াজ তাদের দিকে ছুটে আসছিল। হয়ত কৃষ্ণ-পাখাধারীরা তাদের উপর নজরদাবি করছে, হয়ত তাদেরকে জব্দ করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে। তাদের মনে এ ভাবনা ঝিলিক মেরে গেলো। সাউরানের সাংঘাতিক অনুচরদের থেকে বেগবান আর কিছু নেই বলে মনে হলো। তারা কান পেতে জড়সড়ো হয়ে থাকলো। কণ্ঠস্বর ও হাতিয়ারাদির ঝণাৎ ঝণাৎ শব্দ আরো নিকটাসন্ন হল। ফ্রোডো আর শ্যাম তরোবারি কোষে হাত বোলাতে লাগলো। পলায়ন করা অসম্ভব।

গোলাম ধীরে উঠে তুঁত পোকার মত বুকে হেঁটে গর্তের (আশ্রয়স্থান) কানার দিকে রওনা করল। বিস্তর সতর্কতার সাথে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে দুটি ভাঙ্গা পাথর খণ্ডের মাঝ পর্যন্ত গেল। সেখানে নিঃশব্দে অনড় কয়েক মুহূর্ত কাটালো। আওয়াজটি তাৎক্ষণিকভাবে আবার হ্রাস পেলো। তারপর অকস্মাত স্তব্ধ হলো। দূরে মুরাননের (Moranon) রক্ষাদূর্গে হর্নধ্বনি বাজলো। আর গোলাম তড়িঘড়ি করে পিছলে গর্তে ফিরে আসলো।

'অনেকেই মর্ডরে যাচ্ছে,' চাপা স্বরে বলল। 'তাদের মুখ সব অন্ধকার। আগে এমন মেন দেখিনি না, স্মিয়াগল দেখেনি। ভয়ংকর তারা। চোখে অমাবস্যার রং, দীর্ঘ কালো কেশ, এবং কানে সোনার রিং বেঁধানো হ্যাঁ; দেদার সোনা। কেউ কেউ তাদের গণ্ডদেশ ও আলখিল্লায় লাল রং এর কাজ করেছে। তাদের ঝাণ্ডা আর বর্শা ফলকগুলো রক্তিম, গোলাকার ঢালগুলো হলুদ ও কালো রং এর বিরাটকায় স্পাইকশোভিত। ভালো না; তাদের চেহারা বেকায়দা হিংস্র, দুষ্ট। প্রায় অর্কদের মতোই খারাপ, এবং অনেক বড়। স্মিয়াগলের অনুমান– তারা গ্রেট রিভারের শেষ সীমানার দক্ষিণাঞ্চল থেকে আমদানি হয়েছে; তারা ও পথেই এসেছে। তারা ব্লাক গেটের দিকে গেছে; কিন্তু আরো অনেকে তাদেরকে অনুসরণ করছে। গাদাগাদা মানুষ মর্ডরের দিকে আসছে। একদিন সকলে ভেতরে ঢুকবে।'

শ্যাম ভীতি ভুলে গিয়ে নতুন স্থানের চমকে ব্যাকুল হলো। বলল–সেখানে কোন অলিফ্যান্ট (Oliphant) ছিল কি?

'না কোন অলিফ্যান্ট ছিলো না। অলিফ্যাণ্ট আবার কী?' গোলাম বলল। শ্যাম চির-াচরিত বিশেষ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে পিঠে হাত বাঁধলো। এবং আরম্ভ করলঃ

ধূসর যেন ইঁদুর সম;

বড় যেন গৃহ সম,
নাকটি যেন সর্প সম,
যখন চলি ঘাস মাড়িয়ে,
বৃক্ষ ওঠে ক্যাঁচকেচিয়ে,
মাটি কাপে গমগমিয়ে।
মুখে শিং বাঁধিয়ে

দক্ষিণে যাই হেঁটে,
বড়বড় কান নাচিয়ে।

বেহিসেবি সময় ধরে
বেড়াই আমি ঘুরে ফিরে,
কখনো না পড়ি শুয়ে,
ভূমি বক্ষ পরে,
সত্যি বলি কোন মরণ
টানেনাকো কারো মোরে।
অলিফ্যান্ট আমি নামটি ধরি
সবার থেকে বড়
সবচে বুড়ো, সবচে বড়
বলতে পারো মোরে।
একবার যদি দেখো মোরে
যাবে না ভোলা কোন তরে।
যদি না রাখো মনে মোরে,
সাচ্চা বলে লাগে না মোরে;
কিন্তু, অলিফ্যাণ্ট আমি বৃদ্ধ ভারি,
শুই না মোটেই মাটির বক্ষপরি।

'এটা,' শ্যাম বলল আবৃতি শেষ করে। 'এটা সায়ারের এক ছন্দ। আজেবাজে কিছু হতে পারে, বা নাও পারে। তবে আমাদেরও গল্প আছে, এবং আছে দক্ষিণের গল্প তুমি জানো। পুরাকালে হবিটরা মাঝেমধ্যে ভ্রমণে যেতো। অনেকেই ফিরে আসতো না, আবার তাদের অনেক কথাই বিশ্বাস করা হতো না; ব্রি,-র সংবাদ, চলতি জনশ্রুতি মোতাবেক সেখানকার গালগল্প সায়ারের মতো সুনিশ্চিত না। কিন্তু আমি দূরবর্তী সানল্যাণ্ডে বিগফকদের (Begfolk) কথা শুনেছি। আমাদের ভাষায় তাদেরকে সয়ার্টিং (Swertings) বলা হয়; তারা অলিফ্যান্টে চড়ে, যখন যুদ্ধ করে। তাদের বাড়িঘর অলিফ্যান্টের পিঠে, এবং অলিফ্যান্টরা একে অন্যের দিকে পাথর, বৃক্ষগুড়ি ছুঁড়ে মারে। তাইত তুমি যখন বলল, লাল-সোনালী সাজে দক্ষিণের মেন, তখন আমার অলিফ্যান্টের কথা মনে হলো। কারণ জান অলিফ্যান্ট পেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি এক নজর দেখতে চাইতাম। তবে মনে হচ্ছে না, জিন্দেগিতে কোন অলিফ্যান্ট দেখতে পাবো। বোধ করি এ ধরনের কোন পশু নেই।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'না, কোন অলিফ্যান্ট নেই,' গোলাম বলল। 'স্মিয়াগল তাদের কথা শোনেনি। সে তাদের দেখতে চায় না, সামনে পড়তে বেকবুল। স্মিয়াগল এখান থেকে আজাদী পেয়ে নিরাপদ কোনখানে লুকোতে চায়। স্মিয়াগল চায় মনিব যাত্রা করুক। সোনামনি মনিব, সে কি স্মিয়াগলের সাথে যাবেই।'

ফ্রোডো দাঁড়ালো। শ্যামের মুখে অকস্মাৎ আগুন পোহানোর গল্প শুনে সে সতর্কভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে হাসিতে ফেটে গেলো, দ্বিধা থেকে মুক্তি পেলো। 'আহ! গ্যাণ্ডালফ হাজার হাজার অলিফ্যান্ট বাহিনীর সামনে সাদা ঘোড়ায় চেপে বসে থাকতো!' সে প্রার্থনা করল। 'তবে এ শয়তানপুরীতে পথ করে এগোতে পারতাম, মনে হয়। কিন্তু ক্লান্ত-শ্রান্ত ঠ্যাংদুটি ছাড়া আমাদের আর কোন পুঁজি নেই। বেশ, স্মিয়াগল, তৃতীয় পথই সেরা পথ। আমি তোমার সাথে আছি।'

'মহীয়ান মনিব, বিজ্ঞ মনিব, সোনামনি মনিব!' গোলাম স্যোৎসাহে চিৎকার দিল। ফ্রোডোর হাঁটু চাপড়ালো। 'সদাশয় মাষ্টার! তাহলে এখন–নয়নমনি হবিটরা আমার পাথরের ছায়াতলে বিশ্রাম করো। সূর্য কিরণ দূর হওয়া না পর্যন্ত সুবোধ শিশুর মতো পড়ে থাকো। অতঃপর তড়িঘড়ি যাবক্ষণ। ছুটে যাবো ছায়ার বেগে!'

অধ্যায় পনের
লতাপাতা ও সিদ্ধ শশকের কথা

দিবাভাগের বাকি সময়টুকু তারা বিশ্রাম নিল। উপত্যকার পশ্চিম কিনারার ছায়া গাঢ় হলো, সমুদয় গর্ত তিমির আঁধারে ভরে গেলো। তারা সামান্য খেলো এবং যৎকিঞ্চিত পান করলো। গোলাম অনাহারি, কিন্তু সানন্দে পানি পান করে নিলো। ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল– 'এখন জলদি করো। গ্রেট রিভারে এখন নিটল পানি ছুটছে। আর আমরা স্থলভাগের স্বেভ পানির দিকে যাচ্ছি। মনে হয়, স্মিয়াগলও সেখানে খাবার পাবে। সে বেকায়দা ক্ষুধার্ত, হ্যাঁ, গোলাম!' সংকুচিত পেটের উপরে চ্যাটা হাতের তালু দুটি রাখল। তার চোখে এখন বিবর্ণ সবুজ দীপ্তি।

আঁধার আরো গাঢ়। বিচ্ছিন্ন এলাকার উপত্যকার পশ্চিমাভিমুখী কিনারায় হামাগুড়ি মেরে তারা প্রেতাত্মার মতো হারিয়ে গেলো। পরিপূর্ণ অবস্থা থেকে চাঁদের বয়স এখন তিনদিন গড়িয়েছে, কিন্তু মধ্যরাত সমাগত না হওয়া পর্যন্ত এটা মাউন্টেনের উপরে আসে না। টাওয়ারস অব টিথের অনেক উপরে কেবল একটা লাল আলো জ্বলছে তাছাড়া মোরাননের নির্ঘুম প্রহরীদের পক্ষ থেকে কোন আলামত পাওয়া গেলো না।

অকর্ষিত খাঁ খাঁ প্রান্তর থেকে ভেগে পড়ার সময় বহু পথ তাদের পানে রক্তচক্ষু তাকিয়ে থাকলো। তারা সমান্তরালে এগোতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত রাত বাড়ার সাথে সাথে তারা ক্লান্ত হলো। একবারের এতটুকু বিরাম ছাড়া আর কিছু পায়নি। চোখটি (Eye) অগ্নিময় ক্ষুদ্রমণিতে পরিণত হয়ে অদৃশ্য হলো। মাউন্টেনের অন্ধকার নিচ এলাকার উত্তরে ঘুরে দক্ষিণে রওনা করলো তারা।

উজ্জীবিত মনোভাবে তারা আবার অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিল। গোলামের জন্য যাত্রা যথেষ্ট গতিশীল ছিল না। তার হিসেব অনুযায়ী অস্‌গ্লিয়াথের রোড-ক্রসিং থেকে মোরানোন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ লিগের পথ। চারপর্বের অভিযানে সে এ দূরত্ব কাভার করার আশা করলো। নির্জন বিশাল ধূসর প্রান্তরে প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত তারা আর এক দফা পা চালাতে শুরু করলো। প্রায় আট লিগ গেলো। হবিটরা আর পারে না, যদিও সাহসের অভাব ছিলো না।

বর্ধিষ্ণু আলোয় তারা এক অর্ধনিষ্পাদপ ও ধ্বংসানুখ ভূখণ্ড দেখতে পায়। এখনো বামে দুর্লক্ষণে মরিচীকাবৎ মাউন্টেন প্রতিভাত হচ্ছে। তবে হাতের কাছে দেখতে পেলো দক্ষিণমুখী পথ যা পাহাড়শ্রেণীর অন্ধকার মূলদেশ থেকে ঢালু হয়ে পশ্চিম দিকে চলে

গেছে এটার অদূরে নিকষ কালো মেঘের ন্যায় গুমোট বৃক্ষে ঢাকা ঢালু স্থানের সমাহার। তবে সে-সবের চারধারে এবড়ো-থেবড়ো ঊষার প্রান্তর–গুল্ম ও রক্তলাল প্রান্তর এবং অন্যান্য লতাপাতায় ভরা যা তাদের অজানা। মাঝে মাঝে পাইন বৃক্ষের জট। কায়িক পরিশ্রম সত্ত্বেও হবিটদের মনে আর একবার নাচন শুরু হল। সতেজ, সুগন্ধী বাতাসে দূরের নর্থ ফার্দিং এর আপারল্যাণ্ডের স্মৃতি মনে পড়ে গেলো। এ সাময়িক রেহাই চমৎকার ঠেকলো। ডার্কলডের এক কালের রাজ্যে (যা এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি) দিল খুলে চলা অন্য রকম ব্যাপার। তবে তারা বিপদের কথা ভুললো না, ভুললো না বিষণ্ন হাইটের (মালভূমি) পশ্চাতে লুকায়িত ব্লাক গেটের কথা। একটা গোপন আশ্রয়ের সন্ধানে তারা চারদিক চোখ বুলালো।

অস্বস্তিকর দিন কেটে গেলো। ঘন গুল্মে গা লুকিয়ে তারা ধীর সময় গুনলো। একটু পরিবর্তন বোঝা গেলো ঃ তারা এখনো ইফেল ডুয়াতের ছায়ায়, এবং সূর্য অবগুণ্ঠিত। ফ্রোডো কখনো-সখনো গভীর শান্তিপূর্ণ ঘুমে ডুবলো– হয় গোলামকে বিশ্বাস করে, কিংবা তার দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে। কিন্তু শ্যামের পক্ষে ঝিমানোর বেশি কিছু সম্ভব হলো না। গোলাম গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে রহস্যময় স্বপ্নে নাক ডাকানিতে বিভোর থাকলেও। বোধ করি, বেঈমানী অপেক্ষা ক্ষুধাই তাকে জাগিয়ে রাখলোঃ সে দেশী খাবারের প্রত্যাশা আরম্ভ করলোঃ গরম করা তাজা খাবার আর কি।

আগুয়ান রাতে ভূ-ভাগ নিরাকার হওয়ামাত্র তারা আবার যাত্রা করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে দক্ষিণমুখী পথে নামলো। বিপদ ঘোরতর হওয়া সত্ত্বেও তারা আরো জোরকদ্যম চলল। পেছনে অশ্ব বা মনুষ্য পদধ্বনি শোনার জন্য তাদের কান খাড়া ছিল; তবে নিশী পার হলে নির্বিঘ্নে কোন পথচারী বা আরোহীর নিশানা গরহাজির।

পথের অনেকখানি মেরামত করা, মোরাননের নিচেই প্রায় ত্রিশমাইল পর্যন্ত। তবে পথের দক্ষিণ অংশটা বন্যপ্রাণীর দখলে চলে গেছে। প্রাচীন কালের মেনদের হস্তনৈপূণ্যের স্বাক্ষর আজো এ পথ যা স্থানে স্থানে পাহাড়গাত্র কেটে পথ করে চলেছে; কিংবা কোথাও জলধারার মধ্যে ঠূতোরের গড়া খিলানের পর দিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় ছুটে চলেছে। এক সময়ে পাথর-কর্মের সকল নিদর্শন ফুরিয়ে যাবার পর ইতিউতি এক চূর্ণ পিলার দেখা গেল–চত্ত্বরের সাবেক পাথর আগাছা, শাওলার মধ্যে এখনো লার্ক পাখির ন্যায় তাকিয়ে আছে। লতাগুল্ম বৃক্ষরাজিতে এবং পূর্ণরাশি কিনারা আঁকড়ে টেনে-হেঁচড়ে ঝুলে ভারসাম-্যহীন হয়ে ছড়িয়ে -ছিটিয়ে আছে। এটা শেষ পর্যন্ত এক ঠেলাগাড়ির পথে (স্বল্প ব্যবহৃত) পরিণত হয়– সটান সোজা পথ–দ্রুত তাদের গাইড করে নিয়ে চলল। এভাবে তারা এ ভূমির উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তে পৌঁছল, একদা মেনরা এটাকে বলত ইলিলিন (Gthilien), অবরোহনকারী জঙ্গল আর জলপ্রপাতের মনোহর দেশ। সেতারা ও গোলাকার শশীতলে রজনী মায়াময় হলো। যতই এগোন হচ্ছে ততই বাতাস সুগন্ধীতে ভরে উঠছে–হবিটরা ভাবছে। গোলামের হাত পা ছুড়াছুড়ি ও ফুসুর ফুসুর থেকে ধারণা করা গেল যে সেও এটা টের পেয়েছে। দিনের প্রাথমিক আগমনী বার্তায় তারা আবার থামলো। তারা এখন দীর্ঘ এক চেরাই এর প্রান্তে–মাঝে গভীর, খাড়া পাশ বিশিষ্ট। এটার দ্বারা রাস্তাটি এক

শৈলশিরার মধ্য দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এবার তারা পশ্চিমমুখী তীরে উঠে বহিঃদেশে নজর দিলো।

আকাশে জলজ্যান্ত দিনমনি ফুটে উঠলো। মাউন্টেনকে বেশ দূরে দেখা গেলো, দূরে অস্পষ্ট কোন ভাঁজের মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছিল। তারা পশ্চিমমুখী হল। অনেক নিচেই আবছা কুয়াশা ভ্যন্তরে বিনম্র ঢাল তীর্যক হয়ে নেমেছে। তাদের চারপাশে ফার, দারু ও মোচাকার বৃক্ষমিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাক্ষাকুঞ্জ। আরো ছিলো সায়ারে অপরিচিত কয়েক প্রকারের গাছ। এ কুঞ্জবনের ফাঁকে ফাঁকে বিশাল বিশাল শূণ্যস্থান। সর্বত্রই সুগন্ধিময় লতাপাতার প্রাচুর্য। রিভেণ্ডেল থেকে শুরু করা দীর্ঘ অভিযান তাদেরকে স্বীয় ভূখণ্ডের সুদূর দক্ষিণে টেনে এনেছে। কিন্তু হবিটরা এ অধিকতর আশ্রয় এলাকায় স্বদেশের কোন হাবভাব পেলো না। এখানে সর্বত্র ব্যস্তবসন্ত: মসউদ্ভিদ ও মাটি ফুঁড়ে ফার্ন গজাচ্ছে, লার্চগাছগুলো শোভিত হচ্ছে, তৃণভূমিতে ক্ষুদ্র ফুলমালা সবে উঁকি দিচ্ছে-পাখি গাইছে। ইথিলিন (গণ্ডরের খাঁ খাঁ উদ্যান) এখনো আলুথালু বনপরীর সৌন্দর্যে ভরে আছে।

উদ্যানের নৈঋৎ কোন আন্দুইনের উষ্ণ, নিচ উপত্যকা চোখে পড়ল: পূর্ব দিকটা ইফেলডুয়াতের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এখনো মাউন্টেন ছায়াতলে পড়েনি, উত্তর দিকটা দূরান্তরের সাগর থেকে আসা দক্ষিণা বায়ু ও আদ্র হাওয়া সমৃদ্ধ এ্যামিনমুইল কর্তৃক রক্ষিত। সেখানে ছিল মহাকালে রোপিত অসংখ্য প্রকাণ্ডবৃক্ষ, যা অপরিণামদর্শী উত্তরসুরীদের হাঙ্গামায় দুরবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে ছিল ট্যামারিস্ক, কুটগন্ধের তার্পিন, জলপাই ও বেগাছের (চিরহরিৎ) উদ্যান ও কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড়। আরো ছিল চিরহরিৎ জুনিপার, পাতাবাহার, মিষ্টি পাতার গুল্ম। এসবের খাটো লতা-পাতা সদৃশ কাণ্ডরাশি কারুকার্যময় পাথরে ঢাকা। হরেক জাতের সেজ গাছে নীল, লাল, বিবর্ণ সবুজ পুষ্প মুকুরিত হচ্ছে। মার্জোরাম, নব-বিকশিত ব্যঞ্জনলতা, সুগন্ধীময় বনৌষধ–এসব শ্যামের উদ্যান সম্পর্কিত লোকগীতির বাইরে। কম্পমান দেয়ালগুলো ইতোমধ্যে স্যাক্সিফ্রেজ। ও ষ্টোনক্রপ ফুলের তারকাশোভিত হয়ে আছে। বাদাম বনে প্রাইম রোল ও বায়ুপরাগী পুষ্পরাজি নির্ঘুম। এবং ঘাস বনে এ্যাসফোডেলও অগুনতি লিলিফুল অর্ধউন্মুক্ত মাথা নেড়ে যাচ্ছে! জলাপাড়ের ঘন-সবুজ ঘাস।

অভিযাত্রীরা রাস্তার পানে পিঠ করে পর্বতের উৎরাই দিয়ে চলল। ঝোঁপঝাড় ভেঙ্গে এগোতে থাকল। চার দিকে মিষ্টি সুবাস। গোলাম কেশে ওয়াক তুলল। তবে হবিটরা বুক ভরে দম নিল এবং শ্যাম অকস্মাৎ অট্টহাসি দিল, যদিও কৌতুককর কিছু ঘটেনি। তাদের সামনে এক জল-নালা দ্রুতবেগে নিচেই নেমেছে এবং তারা তা অনুসরণ করে তাৎক্ষণিক এক অগভীর উপত্যকার ক্ষুদ্রস্বচ্ছ কোন লেকে চলে আসলো। লেকটি প্রাচীন কালের পাথুরে অববাহিকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পড়ে আছে। ক্ষুধাই করা কিনারার পুরোটা মসউদ্ভিদ ও গোলাপ বৈঁচিতে ঢাকা; চারপাশে সারি সারি আইরিশন সোর্ড। শাপলা পাতারাশি এটার টলটলে আলতো তরঙ্গিত কালো পানির উপরিতলে ভাসমান; তবে এ ছিল গহীন, সতেজ। পাথুরে কিনারা উপচিয়ে চুলকিয়ে চুলকিয়ে পানি ছিটোচ্ছে।

এখানে তারা গা-গতর ধোয়ামুছা করে নিল, এবং কলকল জল প্রবাহে তৃপ্তি সহকারে পান করল। অতঃপর বিশ্রাম ও পালানোর জায়গা খুঁজলো; কারণ এ জায়গাটা ভালো বোধ

হলেও এনিমির আঁচড়মুক্ত না। রাস্তা থেকে তারা বেশি দূরে না, এমন কি এ ছোট্ট স্পেসে যুদ্ধের দগদগে ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়লো–অর্ক আর ডার্কলর্ডের অনুচরের দৃষ্টি নবতর ক্ষতিচিহ্ন: উন্মুক্ত ময়লা আবর্জনার গর্ত; গাছগুলো নচ্ছারের মতো কর্তন করে মড়া করে রাখা নিষ্ঠুর খোঁচায় ছালের মধ্যে রুণ অক্ষর সমেত চোখটি (Eye) আকানো।

মর্ডরের কথা ভুলে গিয়ে গোলাম লেকের মোহনায় উবু হয়ে অপরিচিত গাছ-পালার ঘ্রাণ নিচ্ছিল। অকস্মাৎ নিত্য নৈমিত্তিক মহা বিপদের কথা স্মরণ করলো। সে এক স্থানে হুঁচোট খেয়ে পড়ল। দেখলো তা এক প্রজ্জ্বলিত বলয় যারা মাঝে বিচূর্ণ হাড় ও মাথার খু-লির অঙ্গারের স্তূপ। কাটাঝোঁপ বনগোলাপ আর বনলতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এ ভোজ আর কোরবানি স্থানকে ইতিমধ্যে আচ্ছাদিত করে আছে. তবে স্থানটি প্রাচীন হয়ে যায়নি। সে দৌড়ে সাথীদের কাছে ফিরে আসলো, তবে নির্বাক: হাড্ডিগুলো উৎপাত বিহীন পড়ে রইল, গোলাম হাত লাগিয়ে ছত্রভঙ্গ করেনি।

'থাকার মতো একটা জায়গা দরকার সে বলল 'নিচু হলে চলবে না। উঁচু হওয়া চাই।'

লেক থেকে কিছুটা পশ্চাতে বিগত সালের ফার্ণের এক ঘন, বাদামী চত্বর দেখা গেল। এটার অদূরে ছিল একগুচ্ছ শুকনো পাতার বে-বৃক্ষ যা দারুবৃক্ষ-সজ্জিত এক খাড়া বাঁধ ধরে লতিয়ে পাতিয়ে চলেছে। এখানেই বিশ্রাম নিয়ে দিনটি কাটানোর সিদ্ধান্ত হল। চলার পথে ইথিলিনের কুঞ্জবন ও উন্মুক্ত স্থানে পায়চারি করার মতো সুন্দর দিন, কিন্তু যদিও অর্করা সূর্যালোক এড়িয়ে চলে, তথাপি তাদের পক্ষে এখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার মতো আরো অনেক জায়গা ছিল যেখান থেকে চোখ রাখা সম্ভব। অন্যান্য দুষ্ট দৃষ্টি তো আশপাশে ছিলই। সাউরানের গুপ্তরের অভাব নেই। গোলাম কোন অবস্থাতেই সূর্যালোাকে নড়াচড়া করবে না। খুব সত্বরই সে ইফেলডুয়াতের ছায়া ঢাকা শৈল শিরায় উঁকি ঝুঁকি মারবে। আবার আলোতাপের মধ্যে আলুথালু হয়ে কুঁতকুঁত করবে। শ্যাম যাত্রাপথের খাবার দাবারের চিন্তায়। ডুবে ছিল। এখন অপ্রবেশ্য গেটের (Back Gate) হতাশা পিছনে পড়ে আছে ঠিকই তাই বলে সে তার মনিবের মতো খাবারের ব্যাপারটা ভুলে বসে নেই। সামনে আরো মন্দ সময়ের কথা ভেবে সে পাউরুটিগুলোকে রক্ষা করাটাকে জরুরি মনে করলো। তিন সপ্তাহের জন্য সামান্য একটু খাবার–এ চিন্তা দিনছয়েক আগ থেকেই তার মগজে মোচড় মেরে উঠছিলো।

'এ সময়ের মধ্যে যদি আমরা ফায়ারে (Crack of Doom) পৌছুতে পারি, তবে কপাল ভাল,' সে ভাবলো। এবং ফিরে যাবার আশা করতে পারি। হ্যাঁ পারি।'

তাছাড়া, রাতের দীর্ঘ অভিযানের পর নাওয়া, পান করা সেরে তার ভীষণ ক্ষুধা পেলো। একটা নৈশভোজ বা কোন নাস্তা যা সে ব্যাগসট রো এর পুরোন রান্নাঘরের আগুনের পাশে বসে গ্রাস করতেন সে আশা করলো। চট করে এক ধারনার বশবর্তী হয়ে সে গোলামের দিকে ফিরলো। গোলাম সবে নাক মুখ খিঁচিয়ে ফার্নগাছের মধ্যে চার হাত-পা ফেলে লাফাতে শুরু করেছে।

'হাই! গোলাম!' শ্যাম বলল। 'যাও কই? শিকারে? এই দেখ বুড়ো কৌতুহলী! তুমি-তো আবার আমাদের খাবার পছন্দ করো না। তবে আমার মেনু পাল্টাতে কোন দুঃখ

নেই। তোমার নতুন লক্ষ্যগুলো সদা সাহায্যের আশ্বাস। ক্ষুধার্ত হবিটের জন্য মানানসই কিছু এনে দিতে পারো কি?'

'হ্যাঁ, বোধ করি পারি!' গোলাম বলল। 'স্মিয়াগল সদা সাহায্য করে, যদি তারা–যদি তারা সুন্দর সুরে দাবি করে।'

'ঠিক আছে! আমি দাবি করছি। এবং সুর হেরফের হলে ক্ষমা করো।'

গোলাম অদৃশ্য হল। দু'এক লোকমা লেম্বাস মুখে পুরে ফ্রোডো ফার্নের গভীর জঙ্গলে ঘুমিয়ে গেলো। শ্যাম সে দিকে তাকালো। সাঁঝ সকালের আলো কেবল ডাল-পালার ফাকে ঢুকে গুড়ি মারতে শুরু করেছে। তদ্‌সত্ত্বেও সে তার মনিবের মুখ খুব স্পষ্ট দেখলো, হাত দুখানি সাবলীল ঢং এ পাশে পড়ে। মারাত্মক–আহত হবার পর এলরনাড গৃহে সে এভাবেই পড়ে ছিলো। তবে এখনকার আলো অধিক পরিষ্কার আর প্রকট। ফ্রোডোর মুখ মণ্ডল শান্তিপূর্ণ, ভীতি-সতর্কতার লেশমাত্র নেই; কিন্তু বয়স্ক দেখালো, বয়স্ক এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত, যেন বাটালি দিয়ে ক্ষুদাই করা বহু লালিত্যময় দর্শনীয় রেখা সেখানে ফুটে ছিল যা আগে ছিল লুকায়িত, যদিও চেহারা অপরিবর্তনীয়। শ্যামগামজি খানিক মুস্কিলে পড়লো। মাথা ঝাঁকি মেরে অবান্তর কিছু বিড়বিড় করে বলল ঃ 'আমি তাকে ভালবাসি। সে ও রকম, এবং কখনো কখনো যে করেই হোক সে এ রকম হয়। তবে তাকে আমি পিয়ার করি বা না।'

গোলাম চুপি চুপি ফিরে এসে শ্যামের কাঁধের উপর দিয়ে ফুচকি মারলো। ফ্রোডোর দিকে তাকিয়ে চক্ষুরুদ্ধ রেখে ক্রলিং করে নিঃশব্দে সরে গেলো। এক মুহূর্ত অন্তে শ্যাম তার কাছে গেলো এবং দেখলো সে কিছু চিবোচ্ছে এবং নিজের সাথে বোবা-কথা বলছে, তার পার্শ্বভূমিতে দুটো ছোট্ট শশক শুয়ে। সেদিকে সে লোভী চোখে তাকাতে আরম্ভ করেছে।

'স্মিয়াগল নিত্য নৈমিত্তিক সাহায্য করে,' সে বলল। ' সে শশক (খরগোশ) যোগাড় করেছে, চমৎকার শশক। কিন্তু বোধ করি মনিব ঘুমিয়ে পড়েছে। এবং বোধ করি শ্যামও তা করতে চায়। শশকের দরকার নেই কি? স্মিয়াগল সাহায্য করতে চায়, তাই, বলে সে এক পলকে সব কিছু করতে পারে না।'

যা হোক, শশক নিয়ে শ্যামের কোন আপত্তি ছিলো না। অন্তত রান্না করা শশক নিয়ে। অবশ্য সকল হবিট রান্না জানে। কারণ, অক্ষর জ্ঞানের আগেই এ শিল্প সবাইকে বড় তারা রপ্ত করতে আরম্ভ করে। শ্যাম কিন্তু অন্যরকম জাচক। হবিট জাত এ স্বীকৃতি তাকে দিয়েই রেখেছে। তাছাড়া দীর্ঘ অভিযানে অনুকূল সময়ে সে যথেষ্ট রান্নাবান্না করেছে। এখনও তো একবুক আশা নিয়ে রান্নাঘরের রসদ সামগ্রী বোঁচকায় বয়ে চলেছে: একটা ছোট টিণ্ডার বক্স, দুটো ক্ষুদ্র অগভীর কড়াই। সেগুলোর মধ্যে একটা কাঠের চামচ, একটা দু'কাটাযুক্ত খাটো ফর্ক এবং ব্যাণ্ডেল করা কিছু শিক। বোচকার তলায় এক কাঠের বক্স কিছু লবণ ছিলো। কিন্তু আগুন ও আরো কিছু তারদরকার ছিল। সে একটু খানি ভেবে নিয়ে ছুরি খানি বের করে শান দিল। তারপর শশক ড্রেস করতে লাগলো। ফ্রোডোকে ঘুমন্ত অবস্থায় মুহূর্তের তরে সে একা ফেলে রাখতে চায়নি।

'গোলাম, এখন অন্য আর এক কাজ করতে হবে;' সে বলল, 'এ কড়াইগুলো পানি ভর্তি করে আন!'

'হ্যাঁ স্মিয়াগল তা আনবে,' গোলাম বলল কিন্তু হবিট পানি দিয়ে কী করবে? সে তো ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়েছে।'

'কিছু মনে করো না,' শ্যাম বলল। 'যদি না বুঝে থাক, শীঘ্রই বুঝবে। যত সত্ত্বর পানি আনবে তত সত্ত্বর বুঝবে। আমার কোন কড়াই যেন খোয়া না যায়, গেলে তোমাকে আমি ইঁদুরের গোশত বানাব, হ্যাঁ।'

গোলাম প্রস্থান করলে শ্যাম ফ্রোডোর দিকে আর একবার তাকালো। তখনো সে শান্ত নিবিষ্টচিত্তে ঘুমাচ্ছিল, কিন্তু শ্যাম এখন তার মুখ হাতের শুকনো ভাব দেখে মর্মাহত হলো। 'হায়রে কপাল। কি হালকা-পাতলা!' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'এটা কোন হবিটের জন্য খাপছাড়া কাণ্ড। খরগোশগুলো বাঁধতে পারলে হয়–আমি তাকে জাগাবো।'

শ্যাম এক তাল শুকনো ফার্ণ সংগ্রহ করলো। বাঁধ বেয়ে হাঁচড়-প্যাঁচড় করে এক আঁটি ক্ষুদ্র ডালপালা ও ভাঙ্গাচুরা কাঠকোঠ ম্যানেজ করলো। বাঁধশীর্ষে পতিত দারুবৃক্ষের শাখা তাকে বেশখানিক পুষিয়ে দিলো। ঠিক ফার্ণ ঝোপের বাইরে বাঁধের তলদেশে সে তৃণাচ্ছাদিত মাটির চাপড়ার খানিকটে খুঁড়লো। অগভীর গর্ত করে তাতে জ্বালানীগুলো রাখলো। চকমকি পাথর আর খড়কুটো চটজলদি আগুন জ্বেলে তাতে অন্যান্য কাঠকোঠ যোগ করে নিল। গোলাম এ সময়ে হড়বড় করে, তোতলিয়ে বকবক করে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করে ফের হাজির হলো।

কড়াইটা নামানোর সময় শ্যামের তৎপরতা দেখতে পেয়ে এক সুতীক্ষ্ণ চিৎকার দিলো, মনে হলো সে ভীত, ক্রোধান্বিত। চিৎকার দিয়ে বলল,- না, কোন বোকার দল, হবিট! অবশ্যই এ হতে পারে না!

'কী হতে পারে না?' শ্যাম বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

'নোংরা লোহিত জিহ্বা বানানো যাবে না,' গোলাম ভোস ভোস করে বলল। 'আগুন, আগুন! বিপজ্জনক, হ্যাঁ এটা বিপজ্জনক। এ জ্বলেপুড়ে ধ্বংস করে। এ শত্রু দাওয়াত করে আনবে, হ্যাঁ আনবে!'

শ্যামের এরকম মনে হয় না? এটার উপর ভিজে মাল রাখলে কেন তা হবে? যদি হয়, হোক। যাহোক, সে ঝুঁকি নেবে। সে এ খরগোশগুলোকে সেদ্ধ করবেই।

'সেদ্ধ করবে!' গোলাম হতাশায় খেঁকিয়ে উঠলো। 'তাজা গোশত নষ্ট করবে! কেন? কেন-রে বোকা হবিট? এগুরো তরুণ, কচি, সুন্দর। খাও, খাও!' ইতোমধ্যে আগুনের পাশ থেকে নোখের ছোবল মেরে সে একটা ছাল ছাড়ানো শশক তুলে নিলো।

আসলে যার কাছে যা লাগে ভালো। শ্যামের লেম্বাস দেখে গোলামের যেমন চড়কগাছ হয়েছিল, খরগোশের সৎকারের শ্যামের এখন তেমনই দশা। তারপরও সে তার ভাগেরটা নিয়ে যা খুশী তাই করতে চাইল। বলল–করো গিয়ে। আড়ালে গিয়ে আরো কিছু ধরে খাও। আগুন চোখে পড়বে না। আর আমি চেষ্টা করবো আগুনের ধোঁয়া যাতে তোমাকে কোনরূপ ডিষ্টার্ব না করে, যদি এতে তোমার কোন উপশম হয়।

গোলাম খ্যাঁক খ্যাঁক করা বন্ধ দিয়ে পাশের ফার্নগাছের মধ্যে ঢুকে গেল। শ্যাম তার

কড়াই নিয়ে ব্যস্ত। মনে মনে বলল– একজন হবিটের খরগোশের সাথে লতাপাতা ও কন্দ হলে তথাস্ত–রুটি পড়ে মরুকগে। ডাঁটাহীন লতা-পাতা পাব কি!'

এবার মুখ ফুটে বলল, ' গোলাম! তিন নম্বরে আর এক কাজ করতে হবে। শাঁক জাতীয় কিছু লতা-পাতা চাই।' গোলাম ফার্ণবন থেকে মাথা বের করলো। এখন তাকে সহায়তাপ্রবণ বা বন্ধুভাবাপন্ন–কিচ্ছু মনে হলো না। 'কিছু বে-পাতা, কিছু থাইম এবং সেজ শাঁক হলে চলবে– পানি সিদ্ধ হবার আগে দরকার,' শ্যাম বলল।

'নাগো না! স্মিয়াগলের অত পুলক নেই,' গোলাম বলল। 'স্মিয়াগল আবার সুগন্ধি পাতা পছন্দ ঘাসপাতা, শিকড়-বাকড় গেলে না– আজেবাজে খাবারদাবার। মরমর বা অসুস্থ না হলে স্মিয়াগল এ মাল খায় না।'

'স্মিয়াগল সত্যিকারের ফুটন্ত পানিতে নামবে, যদি সে তা না করে যা সে বলেছে,' শ্যাম গরগর করে বলল। 'শ্যাম এর মধ্যে তার মাথা চুবোবে, হ্যাঁ মূল্যবান। আর যদি মরশুম থাকতো তাহলে তোমাকে দিয়ে শালগম, গাঁজর, এবং এমনকি আলুও খোঁজাতাম। কসম খেয়ে বলতে পারি, এ অঞ্চলে সবরকম ভাল জিনিস বেদম জন্মে।'

'স্মিয়াগল যাবে না, ওরে মূল্যবান না, এখন না,' গোলাম ফোঁস করে উঠলো। 'সে ভীত, বড্ড ক্লান্ত, এবং এ হবিট সুবিধের না, মোটেই না। স্মিয়াগল কন্দ, গাঁজর এবং–এবং আলু' জন্য মাট মেরে বেড়াতে পারবে না। আলু সে কী, মূল্যবান, হারে, আলু খাবার কোন চিজ?'

'গোল-আ-লু,' শ্যাম বলল। 'গ্যাফার এ পেলে খুশিতে ধেই ধেই করে নাচত, খালি পেট এটা খেয়েই লোড করত। তুমি যখন তা দেখনি, তবে আর দেখার দরকার নেই। কিন্তু স্মিয়াগল, সদয় হও। কিছু শাঁকপাতা আন, এবং তোমার জন্য উত্তম কিছু করবো। কোন একদিন তোমাকে গোলআলু রান্না করে দেব, নিশ্চই দেব: গামজির ফিশ ফ্রাই ও চিপস বেজাত রকমের সুস্বাদু। তুমি মুখের লালা রোধ করতে পারবে না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ পারব। তাজা মাছ পুড়িয়ে বরবাদ করা আর কি। এখন আমাকে মাছ দাও। নোংরা চিপসের কথা ছাড়!'

'আহ, তোমার পরাণ পুঁটি মাছের,' শ্যাম বলল। ঘুমাও তো গিয়ে,'

শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সবকিছু তার নিজকেই খুঁজে নিতে হলো। তবে তার জন্য দূরে যেতে হয়নি। ঘুমন্ত মনিবের আশপাশে সব ছিলো। কিয়ৎক্ষণ গীতিকবিতার সুরে সুরে শ্যাম আগুন পরিচর্যা করলো, যতক্ষণ না পানি ফুটলো। দিনের আলো বেড়ে বাতাস উত্তপ্ত হলো। শিশির বিন্দুরা ঘাসপাতা ছেড়ে দূরে হলো। দলাপাকানো শাঁকপাতার সাথে খরগোশের চাপ মিশিয়ে কড়াইয়ে ছেড়ে দেয়া হলো। সময়ের সাথে সাথে শ্যামের ঘুম ঘুম অবস্থা। ঘণ্টাখানেক ধরে সেগুলোকে সেদ্ধ করে কাঁটা চামচে ঝোল লাগিয়ে চেখে দেখলো।

কাজ সারা হলে সে গুড়িমেরে ফ্রোডোর কাছে গেল। ফ্রোডো তখন আধখোলা চোখে তাকিয়ে। শ্যাম তার উপর ঝুকলে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে পুরো সচেতন হলো; অন্যরকম ভদ্রোচিত্ ও অবারিত শান্তির স্বপ্ন।

'কি হে শ্যাম?' সে বলল। 'বিশ্রাম করোনি? কোন দুর্ঘটনা? কটা বাজে?'

'সকালের প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পার হয়েছে, শ্যাম বলল। 'খারাপ কিছু ঘটেনি, যদিও যা চেয়েছিলাম তা পাইনি– নেই যুঁতসই কোন কাঠকোঠ, পেঁয়াজ, আলু–। তোমার জন্য একটু ভূনা ও ঝোল করেছি, মিষ্টার ফ্রোডো। সামান্য ঠাণ্ডা হলে মনে করে বা সরাসরি কড়াই ধরে ঝোলটুকু খেয়ে ফেলো। সাথে কিন্তু বাটি জাতীয় কিছু নেই।'

ফ্রোডো হাই তুলে গতরের আলস্য ঝাড়লো। সে মনে করে যে শ্যামের রেস্ট নেয়া উচিৎত এখানে আগুন ধরানো বিপজ্জনক ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সে খুব ক্ষুধার্ত। অকস্মাৎ বলল–কিরে! কিসের গন্ধ পাই যেন। কিছু ভূনাটুনা করলে নাকি?

'স্মিয়াগলের তরফ থেকে উপহার,' শ্যাম বলল। 'খরগোশ-গোশতের সাথে মিশিয়ে হ্যানত্যান করলাম আর কি। বোধ করি গোলাম এখন অনুশোচনা করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কি করতাম আমি–কিছু শাঁক-লতা ছাড়া শশক-মাংশের শোভা ফোটে না।'

পুরনো কাঁটা চামচ ও নরমাল চামচ ভাগ করে নিয়ে সেদ্ধমাংশের কড়াই সহ দু'জনে ফার্ন–বনে বসে পড়ল। একখানা এলফ পাউরুটি দু'ভাগ করে নিল। বনভোজনের পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

'হেই! গোলাম!' শ্যাম বিয়ের বাশির নরম সুরে ডাকলো। 'চলে এসো! এখনো অন্যরকম ভাবার সময় আছে। এখনো খানিক আছে, যদি খরগোশ খেতে চাও-তো ....।' কোন সাড়া পাওয়া গেলো না।

'ওহ ভাল হয়েছে। মনে করি সে দূরে কিছু খুঁজতে বের হয়েছে। আমরাই সব সাবাড় করবো।' শ্যাম বলল।

'এবং তারপর অবশ্যই কিছুটা ঘুমোবে,' ফ্রোডো বলল।

'মিষ্টার ফ্রোডো, আমার ঝিমুনির মধ্যে তুমি যেন গায়েব হয়ে যেও না। তার ব্যাপারে আমি অতটা নিশ্চিত না। তার ইতরামির অভাব নেই– জঘন্য গোলাম, আমার কথা যদি বুঝে থাকো–তারমধ্যে এখনো, আবার কুচক্রীপনা প্রবল হচ্ছে। তবে এ নয় যে আমার ধারণা, সে আমার আমার টুটি আগে চেপে ধরবে না। আমরা একমত হতে পারছিনে, এবং শ্যামের পরে সে বিস্তর নাখোশ।'

খাওয়া শেষ হলো। শ্যাম জলস্রোতে বাসন-কোসন ধুতে গেলো। ফেরার জন্য উঠে দাঁড়িয়েই সে ঢালের ওপর দিয়ে তাকালো। ধোঁয়া-বাষ্প, বা কুহেলিকা, বা নিকষকালো অন্ধকার, বা যা হোক না কেন– এসবের মধ্য থেকে সূর্যোদয় দেখতে পেল। বৃক্ষরাজি শীর্ষে, তার চারধারের উন্মুক্ত ফাঁকা স্থানে সূর্য সোনালী আলো পাঠিয়ে দিচ্ছিল। তারপর সে হালকা-পাতলা নীলাভ ধূসর সর্পীল আকারের ধোঁয়া দেখল, দেখতে সাদা-সিধা, যেন সূর্যালোকের পরশ পেয়েছে। ধোঁয়া তার মাথার উপরের এক ঝোপ থেকে উত্থিত হচ্ছে। চমকিত হয়ে সে উপলব্ধি করলো যে, এ আগুন তার চুলা থেকে উড়ছে।

'এ রকম হতে পারে না! এমন হবার কথা নাতো!' সে মনে মনে ভাবলো এবং ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পেছনে দৌড়াতে শুরু করলো। আকস্মিক থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে রাখলো। সে কি কোন হুইসেলধ্বনি শুনেছে নাকি? কিংবা এ কি কোন অজানা পাখির ডাক? এটা হুইসেল ধ্বনি হলে ফ্রোডোর দিক থেকে আসতো না। আর এক দিক থেকে

ধ্বনি শোনা গেলো! শ্যাম পাহাড়ের উপর দিকে ছুটতে লাগলো।

একটা জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড থেকে ফার্ন গাছে আগুন দেখে গেছে। ফার্ণের আগুন ঘাসের চাপড়ায় লেগে শিখাহীন হয়ে জ্বলছে। শ্যাম এসব দেখলো। তড়িঘড়ি করে লাথিগুঁতো মেরে আগুন নিভাতে লাগল। ছাই ভস্ম ছড়িয়ে পড়লো। ঘাসের চাপড়া গর্তে (চুলার) রাখলো। অতঃপর চুপিচুপি ফ্রোডোর কাছে ফিরলো।

'কোন হুইসেল শুনেছ কি, এবং জবাবের মতো কিছু একটা শোনা গেল না?' সে জিজ্ঞাসা করলো। 'কয়েক মিনিট আগে। মনে হয় এটা শুধুই কোন পাখি, তবে পাখির ন্যায় ষোল আনা কোন শব্দ করেনি: খুব সম্ভব পাখির সুরে কেউ চিৎকার করেছে। আমার আশংকা হচ্ছে যে আমার জ্বালান আগুন থেকে ধোয়া ছুটেছে। এখন যদি আমার জন্য কোন সর্বনাশ হয়, তবে নিজেকে আমি ক্ষমা করব না শ্যাম বলল।

'চুপরাও!' ফ্রোডো ফিসফিস করলো। 'মনে হচ্ছে শব্দ আমিও শুনেছি।'

হবিট দু'জন বাক্স-পেটারা গুছিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো। অতঃপর গভীর ফার্ণের মধ্যে ক্রলিং করে প্রবেশ করলো। তারা সেখানে গুটিসুটি মেরে কান খাড়া করে থাকলো।

স্বরের বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলো না। স্বরগুলো চাপা, চোরা শব্দের। ক্রমে নিকট থেকে নিকটতর হলো। তারপর সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে খুব নিকটে কে একজন কথা বলল।

'এখানে! এইত এখান থেকে ধোঁয়া উড়েছিলো!' সে বলল। 'ধারে-কাছে মাল আছে। ফার্ণ বনে, সন্দেহ নেই। ফাঁদে পড়া খরগোশের মতো আমরা তা পেয়ে যাব। তারপর জানা যাবে তা কোন চিজ।'

'হুম, এবং তা কত কি যে জানে!' দ্বিতীয় স্বর বলল।

তাৎক্ষণিক বিভিন্ন দিক থেকে চার ব্যক্তি লম্বা ধাপ মেরে ফার্ণ বনে ঢুকলো। ছুট দেয়া বা পালানোর কোন সম্ভাবনা নেই বুঝে ফ্রোডো ও শ্যাম তিড়িং করে দাঁড়িয়ে পড়ে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে তাদের ক্ষুদ্র তরবারি বাতাসে ঘোরাতে আরম্ভ করলো।

তারা যা দেখলো তাতে যদি তারা বিস্মিত হতো, তবে তাদের গ্রেপ্তারকারীতে অধিক বিস্মিত হতো। চার দীর্ঘদেহী মেন দেখালে দণ্ডায়মান। দু'জনের হাতে ধরা লম্বা-চওড়া শীর্ষমণ্ডিত বল্লম। বাকি দু'জনের হাতে তাদের সমউচ্চতা বিশিষ্ট তুনী, সবুজ পালকের তীরে ভরা। সবার পাশে তরবারি, এবং সকলে ভিন্ন ছাঁচের সবুজ ও ধূসর পোশাকে আবৃত। দেখে মনে হলো, এ সব পরে ইথিলিনের অজানা-উন্মুক্ত স্থানে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ান যায়। সবুজ দস্তানা তাদের হাত ঢেকে রেখেছে। চোখ দুটো বাদে তাবত মুখমণ্ডল হুডে ঢাকা; মুখোশ পরিহিত। তীক্ষ্ণ ধারালো দৃষ্টি। ফ্রোডোর হঠাৎ বোমিরকে মনে পড়লো। কারণ অবয়ব ও আচরণে লোকটা তারই মতো, কথা বলার ঢং-এও তারতম্য নেই। 'যা খুঁজছি তা আমরা পাইনি,' এক স্বর বলল। 'কিন্তু এ কী পেলাম?'

অন্যজন তলোয়ারের বাটে হাত বুলোতে লাগল। সে ফ্রোডোর হাতে স্টিং-এ আগুন লাগা দেখে ফেলেছে। বলল– 'অর্ক না এরা।'

'এলফ?' তৃতীয় এক স্বর সন্দেহের সাথে বলল।

'তা-ও না! এলফ না,' চতুর্থ স্বর বলল। তার দানবীয় দৈর্ঘ্য দেখে মনে হলো দলনেতা। ' এ জামানায় এলফরা ইথিলিনে হাঁটাহাঁটি করে না। এবং তারা দেখতে বিস্ময়কর রকমের সুন্দর, বা এমনই শোনা যায়।'

'তার মানে হচ্ছে আমরা তা না,' শ্যাম বলল। 'সদাশয় ধন্যবাদ তোমাদের। তোমাদের আলোচনা শেষে বোধ কার তোমরা বলবে– তোমরা কারা, এবং কেন তোমরা দুই ক্লান্ত মুসাফিরকে বিশ্রাম নিতে দিচ্ছ না।'

দীর্ঘ সবুজাব মানুষটি দাঁত বের করে হাসলো।

'আমি ফ্রামির, গণ্ডরের কাপ্তান,' সে বলল। 'কিন্তু এদেশে কোন মুসাফির নেইঃ কেবল ডার্কটাওয়ারের অনুচর বা হোয়াইটের অনুচররা ছাড়া।'

'কিন্তু আমরা কোনটিই না,' ফ্রোডো বলল। 'কাপ্তান ফ্রামির যা বলুক না কেন, আমরা মুসাফির!'

'তাহলে ঝটপট তোমাদের সবকিছু খুলে বলো,'

ফ্রামির বলল। 'আমাদের কাজ আছে। ধাঁধা বা কথামালা রচনা করার সময় বা স্থান এটা না। বলো! তোমাদের দলের তৃতীয়জন কই?'

'তৃতীয় জন?'

'হ্যাঁ, টোটো করে বেড়ানো বেচারা যাকে সামনের ঝর্ণায় মুখ ডুবিয়ে রাখতে দেখেছি। নির্দয় চেহারা তার। ধারণা করি অর্কের জন্য দেয়া গুপ্তচর; বা তাদের জাতের কোন জন্তু। তবে শিয়ালের ধূর্তামিতে সে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে।'

'আমি জানিনে সে কোথায়,' ফ্রোডো বলল। 'কাকতালীয়ভাবে রাস্তায় তার সাথে আমাদের দেখা হয়। তার জন্য আমি জবাবদিহি করতে পারিনে। তাকে তোমরা ক্ষমা করো। আমাদের কাছে তাকে আনা বা পাঠানো হোক। সে কেবলই একজন হতভাগা প্রাণি, তবে আমার তত্ত্বাবধানে তাকে খানিকক্ষণ রেখেছি। আমাদের বৃত্তান্ত হল, আমরা হবিট, দূর উত্তর ও পশ্চিমে সায়ারে আমাদের ঘর, অনেক নদী পার হতে হয়। আমি ড্রাগোর পুত্র ফ্রোডো। আমার সাথে রয়েছে হ্যামফাস্ট-তনয় শ্যাম ওয়াইজ, আমার সেবায় নিয়োজিত–উপযুক্ত এক হবিট। আমরা রিভেণ্ডেল বা কারো মতে ইমাদ্রিস থেকে এ পর্যন্ত বহু পথ পাড়ি দিয়ে আসছি।' ফ্রামির এখানে হতচকিত হলো ও শ্রোতা হিসেবে অধিক মনোযোগী হলো। 'আমাদের সাত সাথী ছিল: একজনকে মারিয়াতে হারিয়েছি, অন্যদেরকে রাউরাসের অদূরে পার্থগ্যালেনে ফেলে এসেছি: আমার গোত্রের দু'জন আছে; আর ছিল এক ডুয়ার্ক, একজন এলফ এবং দু'জন মেন। তারা হচ্ছে এ্যারাগর্ণ এবং ব্রোমির। ব্রোমি বলেছিল যে সে দক্ষিণের এক শহর মিনাসট্রিথ থেকে এসেছিল।

'ব্রোমির!' চারজন একসাথে চিৎকার করে উঠলো।

'লর্ড ডিনেথরের পুত্র ব্রোমিরের কথা বলছ?' ফ্রামির বলল। এক অজাত রুক্ষতা তার মুখে ফুটে উঠলো। 'তোমরা তার সাথে এসেছ? সত্য হলে এ এক সংবাদ বটে।

হে ক্ষুদে আগন্তুকরা, জেনে রাখ যে ডিনেথর পুত্র হোয়াইট টাওয়ারের হাইওয়ার্ডেন (উচ্চপদস্থ কর্তা) ছিল, আর ছিল আমাদের ক্যাপ্টেন জেনারেলঃ আমরা নিদারুন ভাবে তাকে মিস করছি। তবে তোমরা কারা এবং তার সাথে তোমাদের কী কাজ ছিল? তাড়াতাড়ি কর, বেলা বাড়ছে।'

'রিভেণ্ডেলে ব্রোমির যে রহস্যময় স্বপ্ন-বানী বয়ে এনেছিল, তোমরা কি তা জান?' ফ্রোডো জবাব দিল।

ভাঙ্গা তরবারি খোঁজ তোরা তারে
ইমাদ্রিসে এখন যেটা বসত করে।

'আসলে এ কথা-তো শুনেছি,' ফ্রামির অবাক কণ্ঠে বলল। 'এ তোমার কথার সত্যতার একটা নিদর্শন।'

'এ্যারাগর্ণ সেই তরবারি বাহক যা ভেঙ্গে গেছে,' ফ্রোডো বলল। 'এবং গাঁথা কথার মধ্যে যে হাফলিং এর কথা উল্লেখ আছে, আমরাই সে হাফ্লিং।'

'ও আচ্ছা,' ফ্রামির চিন্তিত বদনে বলল। 'হয়ত এরকম হবে। কিন্তু আইজিলডুরের সর্বনাশটা(Isildur's Bane) কী?'

'সেটা গুপ্ত আছে,' ফ্রোডো জবাব দিলো। 'এবং সন্দেহ নেই তা সময়মত প্রকাশ পাবে।'

'আমরা অবশ্যই ভেঙ্গে-চুরে জানতে চাই,' ফ্রামির বলল, 'এবং বুঝতে চাই দূরে প্রাচ্যে সামনের অন্ধকারে তোমরা কি নিয়ে যাচ্ছ-,' সে অঙ্গুলী নির্দেশ করলো, নাম বলল না। 'কিন্তু এখন না। আমাদের হাতে কাজ আছে। তোমরা মহাসংকটে পড়েছ। আজ মাঠ বা রাস্তা ধরে তোমরা বেশিদূর যেতে পারনা। পূর্ণাঙ্গ দিন আসার আগেই গুঁতোনি প্যাঁদানি খেয়ে বসতে পারো। তাহলে দু'টো কাজ করার থাকবে তোমাদের-হয় মরণকবুল করা নতুবা লেজগুটিয়ে আন্দুইনে ফিরে যাওয়া। আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য আমি তোমাদের দু'জন রক্ষী দেব। এ অঞ্চলে বুদ্ধিমানেরা 'কাকতালীয় কায়দায় পথে দেখা হয়েছে' কথাটা বিশ্বাস করে না। আমি ফিরলে তোমার সাথে আরো কথা বলবো।'

'বিদায়!' ফ্রোডো বলল মাথা নত করে। 'দেখ কি করা যায় আমি একজন শত্রুর (One Enemy সাউরান) তাবত প্রতিপক্ষের বন্ধু। আমরা হাফলিংরা যদি তোমার কাজে আসতে পারি, তবে তোমার সাথে আমরা থাকব। হাফলিংদের ও তোমার ছাঁচের বলবান ও অকুতোভয় মনে করতে পারো। আমার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হলে তোমাদের সাথে না থাকতে পারার কোন কারণ দেখি না। তোমার তলোয়ার যেন ঝলসে ওঠে, প্রার্থনা করি।

'হাফলিংরা ভদ্রলোক তারা অন্য যা কিছু থাক না কেন,' ফ্রামির বলল। 'বিদায়!'

হবিটরা আবার বসে পড়লো। চিন্তা ও সন্দেহ নিয়ে তারা একে অপরের সাথে কোন

কথা বলল না। কাছেই, ঠিক অন্ধকার বে-গাছের চাকাচাকা ছায়ার নিচেই দুটো লোক গার্ডে ছিলো। দিনের তাপ বেড়ে গেলে তার হুডটা এক-আধটু ঠাণ্ডা পরশ পাবার জন্য খুলে নিল।। ফ্রোডো দেখল তারা লোক ভালো; বিবর্ণ চামড়া কালো কেশি, ধূসর দৃষ্টি এবং দুঃখ জড়ানো গর্বিত চেহারা। তারা কোমল সুরে কথা বলছিল। প্রথমে পুরাকালের কমন ভাষা (Common Speceh) ব্যবহার করে এবং স্বভাষায়। কথা শুনে ফ্রোডো অবাক হল। এ ভাষা যে এলফদের। একটু ভিন্ন সরের। এ ভাষা দক্ষিণের ডুনেডেইনদের। এরা লর্ড অব দ্য ওয়েষ্টারনেসের কাতারের লোক।

কিছুক্ষণ বাদে সে তাদের সাথে কথা বলল। কিন্তু তারা প্রথমটায় ধীর এবং সতর্ক জবাব দিল। তাদের নাম ম্যাবলাং এবং ডামরুদ, গণ্ডরের সৈন্য। এবং তারা ইথিলিনের রেঞ্জার (Ranger of I thilien)। কারন তারা তাদেরই বংশধর যারা এককালে ইথি-লিনে বাস করতো। ইথিলিন তখন বিধস্ত হয়নি। এমন লোক নিয়েই লর্ড ডিনেথর তার হানাদার বাহিনী গড়েছিল। ইফেলডুয়াথ এবং রিভারের (River) মধ্যিখানে যত অর্ক এবং অন্যান্য শত্রু বিচরণ করতো তাদেরকে বিনাশ করার জন্য এ বাহিনী গোপনে আন্দুইন অতিক্রম করেছিলো।

'এ জায়গা আন্দুইন নদীর পূর্ব তীর থেকে দশ লিগ দূরে।,' ম্যাবলাং বলল, 'এবং এদিকে আমরা দৈবাৎ আমি কিন্তু এ অভিযানে আমাদের নতুন কিছু করার আছেঃ আমরা হারাদের লোকদেরকে (Men of Harad) ওৎপেতে ধরার জন্য এসেছি। অভিশাপ নামুক তাদের উপর!

'হ্যাঁ, ধিক দক্ষিণিদের!' ডামরুদ বলল। 'কথিত আছে, দূর দক্ষিণের হারাদ রাজ্য সমূহ ও গণ্ডরের মধ্যে আগেকার কালে উঠাবসা ছিল; যদিও কখনো বন্ধুত্ব ছিলো না। সে কালে আম্বার (Umbar) এবং আন্দুইন মোহনার ওপারে আরো দূরে দক্ষিণের সাথে আমাদের বন্ধন ছিল। তারা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তবে তা বহু পুরোন কথা। সে লোকেরা আমাদের মাঝে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি আমরা জেনেছি এনিমি (Enemy) তাদের মধ্যে আছে, এবং তারা তার তার দলে ভিড়েছে বা তার কাছে ফিরে গেছে–তারা তার (Hes) ইচ্ছাপূরণে সদা প্রস্তুত– যেমন ইষ্টের অনেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। আমার সন্দেহ নেই যে গন্ডরের দিন শেষ হয়ে আসছে, মিনাসট্রিথের প্রাচীরগুলো প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে–সাংঘাতিক তার (Enemy) বিদ্বেষ আর শক্তি।'

'তবু আমরা কুঁড়ের মতো বসে থাকব না, তার যা খুশি তা করতে দেব না, ' ম্যা-বলাং বলল। 'এ অভিশপ্ত দক্ষিণারা ডার্কটাওয়ারের মেহমানদের বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রাচীন সড়কগুলো দিয়ে বিদ্যুৎবেগে তেড়ে আসছে। হ্যাঁ, সে সড়কগুলো দিয়ে যেগুলো গন্ডরের শিল্পকর্ম। তারা ভাবে তাদের নতুন প্রভুর শক্তি অনেক, তার (সাউরান) পাহাড়ের ছায়া তাদেরকে–রক্ষা করবে–ইত্যাদি কারণে তারা চোখ-কান-মুখ বুঁজে ছুটতে শুরু করেছে। আমরা এসেছি তাদের আর এক শিক্ষা দিতে। কয়েক দিন আগে তাদের

মহাশক্তি সম্পর্কে খবর পেয়েছি। আমাদের হিসেবে তাদের একটা রেজিমেন্ট এখনো পথে নামেনি। সড়ক উড়ে যেতে পারে তবে তারা পার হতে পারবে না– যতক্ষণ ফ্রামির ক্যাপ্টেন আছে। সে এখন সব ধরনের বিপজ্জনক অভিযান পরিচালনা করছে। তবে তার জীবন রোমাঞ্চকর, কিংবা ভাগ্য তাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে।'

এক কানাঘোষার শব্দে তাদের আলোচনা স্তিমিত হলো। সবাই নিশ্চল, সতর্কদৃষ্টি সম্পন্ন। ফার্ণ বনের কোনে গুঁটিসুটি মেরে শ্যাম বাইরে উঁকি মারলো। হবিটের তীক্ষ্ণ চোখে সে চারপাশে আরো অনেক মেন (Men) দেখলো। এক এক রে বা সারিবদ্ধ ভাবে ঝোপঝাড়কে আড়াল করে চোরের মতো তার ঢাল বেয়ে উঠছিলো। ধূসর, সবুজ পোশাকে তাদেরকে দেখাই যাচ্ছিল না বলা যায়। সকলের মস্তক ঢাকা, মুখোশ পরিহিত। হাতে লৌহ-দস্তানা, ফ্রামির এবং তার সাথীদের মতো সশস্ত্র। শীঘ্রই তারা অদৃশ্য হলো। সূর্য দক্ষিণে গেলে ছায়া সংকুচিত হলো।

'ভাবছি, চুলোমুখো গোলাম কই?' শ্যাম ভাবলো। ঘন অন্ধকারের আড়ালে সে হামাগুড়ি মেরে ফিরে আসলো। 'সে হয়ত অর্কের শিক কাবারের শিকে বিঁধে গেছে, বা সূর্যালোকে Yellow Face) রোস্ট হয়ে গেছে। তবে সে নিজেকে বাঁচাতে চাইবে।' ফ্রোডোর পাশে শুয়ে সে ঝিমোতে লাগলো।

হর্ণের আওয়াজ শুনেছে মনে করে সে জেগে গেল। বসলো। 'এখন খাঁটি দুপুর। রক্ষীরা সতর্কতা, উত্তেজনা নিয়ে বৃক্ষ ছায়ায় দাঁড়িয়ে। অকস্মাৎ ঝাঁঝাল হর্ণ, ধ্বনি ঢালের উপরে আসলো। শ্যাম যেন হৈ-চৈ শুনলো। তবে আওয়াজটা ক্ষীণ, যেন এ কোন পাহাড়ের গর্ত থেকে আসছিল। পরপরই তাদের পালানোর স্থানের উপরেই দাঙ্গাহাঙ্গামার শব্দ ছড়িয়ে পড়লো। ইস্পাতে ইস্পাতে ঘষাঘষি নৌহটুপিতে তরবারির ঝনঝনানি, বর্ম-পরে হালকাপাতের কোপ– এসব শব্দ সে শুনলো। জনমানবের চিৎকার হৈ-হুল্লোড়। স্পষ্ট এক ঝাঁঝালো কণ্ঠে শোনা গেল গন্ডর! গণ্ডর!

'এটা একশত কামারের একত্রীভূত ঘাপাঘাপির মতো মনে হয়,' শ্যাম ফ্রোডোকে বলল। 'যত নিকটে আমি আশা করছি তারা এখন তত নিকটে।'

চেঁচামেচি ঘনীভূত হলো। 'তারা আসিতেছে!' ডামরুদ চিৎকার করলো। ' দেখ! কিছু দক্ষিণারা সড়ক হইতে উড়িয়া আসিতেছে। সেখানে যাইতেছে! আমাদের লোকেরা তাহাদের পশ্চাতে এবং ক্যাপ্টেন নেতৃত্ব দিতেছে।'

পাগল পারা শ্যাম এখন রক্ষীদের সাথে যোগ দিল। সে গাছের বনে পড়িমড়ি করে কিছুটা প্রবেশ করলো। এক মুহূর্তের তরে সে ঝলকের মতো কৃষ্ণকায় লোকজন দেখলো। লোহিত গতর নিয়ে ঢাল বেয়ে দৌড়িয়ে নামছে। কিছুটা পেছনে সবুজ আবরনে আচ্ছাদিত যোদ্ধারা লাফিয়ে চলছে, পলাতকদের কচু কাটা করে চলেছে। বাতাস তীরে ভারী হয়ে গেল। অকস্মাৎ তাদের আশ্রয়-বাঁধের উপর কিনারা থেকে গাছের ডালাপালা মড়মড় করে নিয়ে তাদের মাথার উপরে কি যেন একটা এগিয়ে আসছিলো। দেখা গেল সে একজন লোক। সে এসেছিলো কতকফুট দূরে ফার্ণ বনে বিশ্রাম নিতে, মুখটা তার

নিচের দিকে, সোনালী কলারের নিচে সবুজ তীর ঘাড় বিদ্ধ করেছে। তার টকটকে লোহিত পোশাক ছিন্নভিন্ন হলো, ব্রোঞ্জের প্রলেপ মারা দেহত্রাণ ছিড়েফুড়ে ফাঁক হয়ে ছিলো, সোনা দিয়ে চুনোট করা কালো কেশরাজি রক্তস্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। ধূসর হাত দিয়ে এখনো ভাঙ্গা তলোয়ারের আছাড় ধরে আছে।

মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধ শ্যাম এই প্রথম দেখলো, সে এটাকে মানবিক মনে করলো না। রক্তস্নাত মুখমণ্ডল না দেখতে পেরে সে খুশিই হলো। লোকটার নাম কি, কোথার থেকে এসেছে, আসলে সে বজ্জাত কি না, কোন হুমকির জন্য মার কোল ছেড়ে সে এত দূরে এসেছে, স্বদেশে সে নিরুপদ্রুপ জীবন-যাপন করতো কিনা–ইত্যাদি চিন্তা ক্যামেরার ফ্লাসের মতো তার মনের পর্দায় দ্রুত ছাপ ফেলে গেলো। ম্যাবলাং পতিত দেহের দিকে পা বাড়াতেই নতুন করে সোরগোল বাঁধলো। ভয়ানক চিৎকার চেঁচামেচি। এর মধ্যে শ্যাম সুতীক্ষ্ণ নিনাদ বা গর্জন শুনলো। এবং তারপর ধূমধাম এবং এলোপাতাড়ি ঝাঁকুনি যেন প্রকাণ্ড সব ঢেঁকিকল দরমুজের মতো ভূমিতে আঁছড়ে পড়ছে।

'সাবধান! সাবধান!' ডামরুদ সাথীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার পড়লো। 'ভ্যালার (Valar নাম) তাকে এক পাশে সরিয়ে দিক্! মুমাক (Mumak বিশাল বপু পশু)! মুমাক!'

বিস্ময়, ভীতি ও মেয়াদী উল্লাসের শ্যাম এক বিশাল মূর্তি দেখল; গাছপালা ছানুবানু করে ঢাল ধরে নামছিলো। বাড়ির ন্যায় বড়, বাড়ির থেকে ও অনেক বড়-তার কাছে মনে হলো, সবুজে ঢাকা চলন্ত পাহাড়। বোধ করি, হবিটের ভীতি আর বিস্ময়ের দরুণ এটা অধিক বড় দেখালো। তবে হ্যারাদের মুমাক সত্যিই বিশাল বপু এক পশু এবং এটার মতো মধ্যবিশ্বে (Middleenth) আর নেই, তার জ্ঞাতীরা যারা এখনো এ কলিযুগে বেঁচেবর্তে আছে–তারা তো তার দেহের মাপ আর ভাবসাবের দিক থেকে নস্যির স্মৃতি মাত্র। সে সটান দর্শকদের দিকে এগিয়ে আসলো, এবং সময়মতো ধাক্কা খাওয়ার মতো কয়েক গজ দূরে সরে গেল। পায়ের নিচের মাটি দুরু দুরু কেঁপে উঠলো; তার বৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড পদদয় ও জাহাজের পালের ন্যায় কান দুটি ছড়িয়ে ছিল, লম্বা নাক সাপের ফনার মতো উঁচু হয়ে পড়লো, আর তার চোখজোড়া ক্রোধে অন্ধ। তার উর্ধ্বমুখী হর্ণের ন্যায় দাঁতগুলো সোনার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। সেখান থেকে ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝরে পড়ছিল। তার লাল টকটকে ও সোনার ফাঁদ ছিন্ন নেকড়ার মতো তার চারদিকে ঝুলে পড়লো। জানোয়ারটির কম্পমান পিঠে যুদ্ধ টাওয়ারের মতো বোধ হয় কি যেন পড়ে তছনছ হয়ে তার চলার পথেই গুড়োগুড়ো হয়ে পড়ে রইল। তবু তার ঘাড়ের উপর এখনো বেপরোয়ার মতো টুনি পাখির ন্যায় এক মূর্তি জোঁকের মতো লেগে ছিল–শক্তিমান কোন যোদ্ধার শরীর, সোয়াটিং এর কোন দানব।

বজ্রপাতের হুংকার তুলে ক্ষ্যাপাক্রোধে হ্রদ ও কাটাঝোঁপঝাড় ভেঙ্গে মহিরুহটি সামনে এগোল। তার পার্শ্ব দেশের তিনস্তরবিশিষ্ট চামড়ায় তীর গুলো লাফিয়ে পড়লো ঠিকই, তবে তাসব মটমট করে ভেঙ্গে গেলো। তারা উভয়পাশের লোকজন সামনে থেকে পালালো, কিন্তু অনেককে সে ছাড়িয়ে গেলো এবং মাটির সাথে চেপ্টে দিলো।

শীঘ্রই সে চোখের আড়াল হলো, তবু দূরে তর্জন গর্জন ও পা ফেলার খপাৎ-খপাৎ আওয়াজ। তার কি ঘটলো শ্যাম জানলো না; পালিয়ে সে গহীন অরণ্যে গেলো কিনা, নিজের আশ্রয়স্থান থেকে দূরের কোথাও নিঃশেষ হয়ে গেলো কিনা বা কোন খনিগর্তে আটকা পড়লো না বা সে খেপতে খেপতে গ্রেট রিভারে ঝাপ দিয়ে নদীর খাবার হয়ে গেলো কিনা– শ্যামের মনে এমন ভাবনা কিছুতে বুঝি আর ঘোচে না।

শ্যাম গভীর এক দম টানলো। 'তাহলে এটা ছিল হতী(হাতি)!' সে বলল আচ্ছা, হতী বুঝি এমন, এবং একটা আমি দেখে ফেললাম। আহ্ কি জীবন! কিন্তু দেশের মানুষ এ জনমে আমারে বিশ্বাস করবে না। যাকগে, ঝামেলা বিদায়–এট্টুখানি ঘুমোতে হবে!

'ঘুমাও যতক্ষণ পারো,' ম্যাবলাং বলল। 'তবে ক্যাপ্টেন ফিরবে, যদি অক্ষত থাকে; এবং ফিরলে সে ধা করে প্রস্থান করবে। এনিমির কাছে আমাদের কার্যকলাপের খবর যাওয়ামাত্র সে আমাদের অনুসরণ করবে, এবং তার আর বেশি বিলম্ব নেই।'

'তাড়া থাকলে মুখ বুঁজে কেটে পড়ো!' শ্যাম বলল। 'আমার নিদ্রা ভাঙার কোন দরকার নেই। সারারাত হেঁটেছি।'

ম্যাবলাং ফিক করে হাসলো। 'আমার মনে হয় না ক্যাপ্টেন তোমাকে এখানে রেখে যাবে, মাষ্টার শ্যাম পণ্ডিত,' সে বলল। 'তুমি তা দেখতে পাবে।'

অধ্যায় ষোল

পশ্চিমের জানালা

কেবলই শ্যাম কয়েক মিনিট ঘুমিয়েছিলো। শেষ বিকেলে জেগে দেখলো ফ্রামির ফিরেছে। তার সাথে বহু লোকজন; সত্যি বলতে, আকস্মিক হানা থেকে বেঁচে যাওয়া সকলে এখন নিকটে ঢালে জমায়েত হলো, দু'তিনশো শক্তিধা মানব। তারা দু'শাখায় বিভক্ত হয়ে (সেমি বৃত্তাকারে বসলো যার মাঝে বসে ফ্রামির। ফ্রামিরে সামনে ফ্রোডো। পরিবেশটাকে কোন কয়েদীর বিচারালয় বোধ হলো।

ফার্ণ বন থেকে শ্যাম চুপিচুপি বেরিয়ে আসলো অলক্ষিতে, জনসারির প্রান্তে বসে পড়লো যেখান থেকে সবকিছু শোনা গেল, দেখা গেল। আবার, প্রয়োজনে মনিবকে সাহায্য করা যাবে সে রকম অবস্থান সে নিয়েই ছিলো। সে মনোযোগের সাথে সব খেয়াল করছিল। ফ্রামিরের মুখোশহীন মুখমন্ডল দেখা গেলো: এটা রুক্ষ ও আদেশপ্রবণ এবং তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির আড়ালে উপস্থিত বুদ্ধি যেন গিজগিজ করছিলো। ফ্রোডোর দিকে অবিরাম তাকিয়ে থাকা চোখজোড়া বুঝি সন্দেহের বাসাবাড়ি।

শ্যাম সত্বর বুঝলো যে ফ্রামির ফ্রোডোর জবাবদিহিতার কতক পয়েন্টে তৃপ্ত হচ্ছে না; রিভেণ্ডেল থেকে যাত্রা করা কাফেলায় তার কি ভূমিকা ছিল; কেন সে ব্রোমিরকে ত্যাগ করলো; এবং এখন তার গন্তব্য কোথায়। বিশেষ করে সে সদা আইজিনডুরের সর্বনাশের (Esildun's Bane) দিকে মোড় নিচ্ছিল। পরিষ্কার বোঝা গেল, ফ্রোডো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিলো।

'কিন্তু হাফ্‌লিং এর উপস্থিতিতে আইজিলডুরের সর্বনাশ পুনরুজ্জীবিত হবে, কিংবা এরকম কেউ বলেছে,' সে জিদ ধরলো। 'তুমি যদি হাফলিং হবে, তবে নিঃসন্দেহে জিনিসটা তুমি এনেছ, তা সে যা হোক না কেন, এনিছিলে তোমার মুখে উচ্চারিত সে কাউন্সিলে (Council), এবং সেখানে ব্রোমির এটা দেখেছিল। অস্বীকার করতে পারো?'

ফ্রোডো নিরুত্তর। 'সুতরা!' ফ্রামির বলল। 'তোমার থেকে আমি জানতে ইচ্ছুক; কোন্ বিষয়ে ব্রোমির আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে। এক অর্ক-তীরের আঘাতে আইজিনডুর নিহত হয়েছিল, যতদূর জানি, পুরোন কথায় এরকমই আছে। কিন্তু অর্কদের বিস্তর তীর আছে, এবং একজনের দেখার ওপর নির্ভর করে গণ্ডরের ব্রোমির কর্তৃক গঠিত সর্বনাশের কিনারা করা অসম্ভব। তুমি এটা আয়ত্ত্বে রেখেছিলে না? এটা লুকায়িত, তুমি বলছ; কিন্তু তুমিই এটা লুকিয়ে রাখতে চাও, সত্যি কি না?'

'না, কারণ আমি চাই না,' ফ্রোডো জবাব দিলো। 'এটা আমার অধিকারে নেই। এটা আয়ত্ত্বে নেই কোন মরণশীলের, বড় হোক বা ক্ষুদ্র হোক; যদি এটা কেউ দাবি করতে পারতো, তবে সে হতো এ্যারাথর্ণর পুত্র এ্যারাগর্ণ। তার নাম আমি আগেই উল্লেখ

করেছি। সে মারিয়া থেকে রাউরাস পর্যন্ত আমাদের কাফেলার নেতৃত্বে ছিল।

' কেন এমন হলো, ব্রোমির পারতো না? ইলেন্ডিলের উত্তরপুরুষদের তৈরি নগরীর যুবরাজ সে।'

'কারণ এ্যারাগর্ণ সরাসরি উত্তরাধিকারী, সে আইজিলডুরের পুত্র ইলেন্ডিলেরই সন্তান। এবং যে শমশের সে বয়ে বেড়ায়, তা ইলেণ্ডিলেরই ছিল।'

সমাবেশে হতাশার এক মর্মর ধ্বনির গুঞ্জন বয়ে গেলো। 'ইলেন্ডিলের তলোয়ার! ইলিন্ডিলের তলোয়ার, বলে কি! ইলেণ্ডিলের তলোয়ার মিনাসস্ত্রিথে এসে পড়েছে। সাংঘাতিক খবর! কিন্তু ফ্রামর অটল।

'হয়ত বা, সে বলল। 'কিন্তু এ রকম একটা দাবি প্রতিষ্ঠিত করা জরুরী, এবং স্পষ্ট প্রমাণ দরকার যে, এ এ্যারাগর্ণ কোনদিন মিনাসস্ত্রিথে আসবে কিনা। সে আসেনি, আসেনি তোমাদের কোম্পানীর (কাফেলা) কেউই, ছয়দিন পূর্বে যখন আমি বাইরে গিয়েছিলাম।'

'এ দাবির ব্যাপারে ব্রোমির খুশী হয়েছিল,' ফ্রোডো বলল। 'মন্দা কথা হল, ব্রোমির এখানে থাকলে তোমার সব সওয়ালের জাবাব সে দিত। এবং অনেক আগেই সে রাউরাসে যেতে চেয়েছিল, এবং সেখান থেকে তার সরাসরি তোমার নগরীতে যাবার কথা ছিল। তুমি ফিরলে, সহসাই সব কিছুর উত্তর পেয়ে যেতে পার। কোম্পানীতে সে আমার ভূমিকা জানতো। কারণ, পুরো কাউন্সিল ইম্লাদ্রিসের এলরণ্ড আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ঘোষণা করেছিল। সে সমস্ত কাজ নিয়ে আমি এদেশে প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু কোম্পানীর বাইরে কারো সাথে তা সব প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। এমনকি যারা এনিমিকে প্রতিরোধ করতে চায়, তারাও এ কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে ভালো করবে না।'

মনের খবর যাই থাক, ফ্রোডোর স্বর এখন গর্বোদ্ধত হয়ে উঠলো, এবং শ্যাম এ রকম হাবভাবে সায় দিল; কিন্তু ফ্রামির তাতে তৃপ্ত হলো না।

'সুতরাং!' সে বলল। 'তুমি আমার নিজের চরকায় তেল দিতে বলছ, এবং ঘরের ফেরার ফরমান জানি করছ, আর এ সুযোগে নিজেও চম্পট দিতে চাও। ব্রোমির এসে সব কিছু বলবে। সে আসলে তুমি বলো তোমার কথা! তুমি কি ব্রোমিরের দোস্ত ছিলে?'

ফ্রোডোকে ব্রোমির আক্রমণ করেছিল। ফ্রোডো উল্লসিত হবার আগেই এ ঘটনা তার স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে উঠলো, এবং মুহূর্তের তরে সে দ্বিধান্বিত হলো। ফ্রামিরের দৃষ্টি আরো কঠিন হলো। 'ব্রোমির আমাদের কোম্পানীর অকুতোভয় সদস্য ছিল,' অবশেষে ফ্রোডো বলল। 'আমার তরফ থেকে আমি তার বন্ধু ছিলাম, হ্যাঁ।'

ফ্রামির দুর্দান্ত ভাবে হাসলো। 'তাহলে ব্রোমির মৃত্যুর খবরে তুমি অনুশোচনা করবে?'

'সত্যিই আমি অনুশোচনা করব,' ফ্রোডো বলল। তারপর ফ্রামিরের চোখে চোখ রেখে সে দ্বিধান্বিত হল। 'মৃত?' সে বলল। 'বলতে চাচ্ছ সে মৃত, এবং তুমি তা জানতে? তুমি আমাকে কথার মার প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করছো? কিংবা এখন তুমি আমাকে প্রতারণার ফাঁদে আটকানোর চেষ্টা করছো না?'

'প্রতারনার আশ্রয় নিয়ে আমি কোন অর্ককে পর্যন্ত ফাঁদে ফেলব না,' ফ্রামির বলল।

'তাহলে সে কিভাবে মরণ, এবং তা কি করে জানলে? তুমিতো বললে তোমার নগর

ছাড়ার সময়ে কোম্পানীর কেউ সেখানে পৌছায়নি।'

'আভাস ইঙ্গিতে। ভেবেছি তার বন্ধু এবং সাথী এ বিষয়ে আমাকে বলবে।'

'কিন্তু আমাদের পৃথক হবার সময় সে জীবিত ও তেজস্বী ছিল। এবং সবার জন্য সে এখনো বেঁচে আছে জানি যদিও দুনিয়াতে বালামসিবতের কোন অভাব নেই।'

'তা আছে সত্যি,' ফ্রামির বলল, 'বেঈমানীর কমতি অন্তত নেই।'

শ্যাম ক্রমাগত অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিল, এ আলাপ চারিতায় ক্রুদ্ধ হলো। শেষ কথাগুলোর জন্য তার পিত্তপিত্তি জ্বলে গেল। সে তড়িঘড়ি তার মনিবের পাশে গিয়ে অবস্থান নিল।

মাফ চাই, মিষ্টার ফ্রোডো,' সে বলল, 'অনেক হয়েছে। তোমার সাথে এভাবে কথা বলার অধিকার তার নেই। মোটের উপর এসব সদাশয় মহান ব্যক্তিত্বদের বিষয়ে তুমি ইতোমধ্যে অনেক জেনে গেছ।

'এদিকে, তাকাও, ক্যাপ্টেন!' সে যুঁতসই কায়দায় ফ্রামিরের সামনে খুঁটির মতো পা পুঁতে দাঁড়ালো। তার হাতদুটো পাছার উপরে আর চোখ জোড়া ক্যাপ্টেনের চোখের উপর। ভাবখানা এমনই সে যেন কোন যুবা হবিট এর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা ঝাড়ছে যে কিনা তার ফলের বাগান পরিদর্শন কালে তাকে চাটনি উপহার দিয়েছিল। খানিক গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেলো। কারো মুখে আবার ভেংচি কাটার ইঙ্গিতও ছিল। একজন ছোকরা হবিট ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ তাকিয়ে,পা দুটো ফাঁক করে রাখা, ক্রোধে ফেটে গেল গেল ভাব-এসব ঘটনা তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। এদিকে তাকাও!' সে বলল। ' চোখ বুজে কী এত ঢিল ছুড়ছ? মর্ডরের তাবত অর্ক আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই আমরা কাজের কথায় আসি! যদি ভাব আমার মনিব ব্রোমিরকে হত্যা করে পালিয়েছে, তবে তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই ভাবব। কিন্তু যদি তা বিশ্বাস কর তাহলে বলব যা হবার হয়ে গেছে! এখন দয়া করে বলে ফেল; এ ব্যাপারে তুমি কী করতে চাও। কিন্তু অনুশোচনার কথা হলো যারা এনিমির বিরুদ্ধে লড়তে চায়, তারা বিনা প্রতিবাদে এক ইঞ্চি স্থানও কাউকে ছেড়ে দিতে পারে না। সে সাংঘাতিক খুশী হতো, সে নতুন এক মিত্র পেয়েছে, পাবে।'

'রুখো!' ফ্রামির সুবোধ ছেলের মতো বলল। 'তুমি মনিবের সামনে কথা বলো না, সে তোমার থেকে কম জানে না। আর আমাদের বিপদ নিয়ে কারো কাছ থেকে ছবক নেবার দরকার আমার নেই। এমনকি ঝক্কি ঝামেলা আসলেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আমার সামান্যতম সময় খরচা হয় না। আমি যদি তোমার মতো ক্ষ্যাপাটে হতামই, তবে অনেক কাল পূর্বেই তোমারে আমি যমের বাড়ি পাঠাতাম। কারণ, গণ্ডরের লর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে যারা এ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, তাদের জান কবচ করার অনুমতি আমাকে আগেই দেয়া আছে। তবে আমি কাউকে মানুষ হোক বা পশু হোক অকারণে হত্যা করি নে। আর হত্যার দরকার হলেও হাসতে হাসতে তা করি নে। অযথা বাক্যব্যয়ও করিনে। সুতরাং ঠাণ্ডা হও। বসো তোমার মনিবের পাশে, মুখে তালা মার!'

রক্তলাল চেহারা নিয়ে শ্যাম গম্ভীর হয়ে বসল। ফ্রামির আবার ফ্রোডোর দিকে ফিরলো। 'তুমি জানতে চেয়েছ ডিনেথর তনয়ের মৃত্যুর কথা আমি কিভাবে জানলাম।

মৃত্যু সংবাদের হরেক ডানা আছে। রাতের আঁধার সদা নিকটতম জ্ঞাতিদের খবর বয়ে আনে–কথায় আছে। ব্রোমির আমার ভাই।'

একটা শোকের ছায়া তার মুখমণ্ডলের ওপর বয়ে গেলো। 'তুমি কি মনে করতে পারছ, ব্রোমির কোন বিশেষ জিনিসটা বয়ে নিয়ে বেড়াতো?'

ফ্রোডো কিছুক্ষণ ভাবলো। কি জানি আবার নতুন কোন ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে কিনা। কিভাবে এ বিতর্কের শেষ নামবে। সে কোনমতে ব্রোমিরের থাবা থেকে রিংটাকে রক্ষা করেছে, এবং এখন এত যুদ্ধোংদেহী, শক্তিমানদের সাথে সে কী করে কুলিয়ে পারবে সে জানে না। তথাপি সে মনে মনে হিসেব কষলো যে, ফ্রামির খানিকটে তার ভাই এর মতো দেখতে হলেও লোক হিসেবে সে কম আত্মকেন্দ্রিক, অবশ্য অধিক রাগি এবং চতুর। ' ব্রোমির এক হর্ন (শিঙা) বহন করত মনে পড়ছে,' শেষ পর্যন্ত সে বলল।

'তুমি ভালই মনে রেখেছ, মনে রেখেছ তার মতো যে কিনা প্রকৃতপক্ষে তাকে দেখেছে, ফ্রামির বলল। 'তবে এ তুমি মনোশ্চক্ষেও দেখতে পারো: প্রাচ্যের বুনো ষাঁড়ের প্রকাণ্ড এক শিঙা, রূপোয় বাঁধান, এবং প্রাচীন অক্ষরে খোঁদাইকৃত। আমাদের গৃহের বড় ছেলেরা বংশ পরম্পরায় ওই হর্ন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং কথিত আছে, গণ্ডরের সীমানায় কোথাও এ বাঁশি বাজলে এর শব্দ কারো অগচর থাকে না, রাজ্য সাবেক আমলের মতো বড় হলেও।

পাঁচদিন আগে আমি এ অভিযানে বের হয়েছি, এগার দিন আগে প্রায় এ সময়ে আমি সে হর্নের আওয়াজ শুনেছি: মনে হলো উত্তর থেকে আওয়াজ আসছে, কিন্তু ক্ষীণ যেন নিজের কথারই কোন প্রতিধ্বনি। আমরা বাবা এবং আমি এটাকে কোন দুঃসংবাদের পূর্বাভাস মনে করলাম। কারণ, ঘর থেকে বের হবার পর ব্রোমিরের কোন খবর ছিল না। এবং আমাদের কোন রক্ষী তাকে সীমান্ত পার হতে দেখেনি। এবং ঘটনার তৃতীয় রাতে আমি এক অবাক কাণ্ড লক্ষ করলাম।

'কাস্তের ন্যায় বিবর্ণ চাঁদের ধূসর কালচে অন্ধকার রাতে আন্দুইন নদীর পাশে আমি বসে থাকলাম। স্রোতধারা সদা চলমান। শোকাচ্ছন্ন বেনুবনে পতপত ধ্বনি উঠলো। আমরা সবসময়ে অসগ্নিয়াতের নিকটবর্তী তীরে চোখ রাখি। শত্রুরা এখন অসগ্নিয়াতের আংশিক দখল করে রেখেছে, এবং আমাদের ভূখণ্ডকে বিধ্বস্ত করার জন্য এদিক থেকে তারা এগিয়ে আসে। কিন্তু সে রাতের মধ্যাহ্নবেলায় তাবত বিশ্ব ঘুমিয়ে ছিল। তখন আমি দেখলাম বা আমার অনুভব হলো যে, ধূসর জ্যোতি ছড়িয়ে একখানা ছোট নৌকা নদীর বুকে ভেসে চলেছে। সুউচ্চ মাস্তুলের একটা ভীতি আমাকে ঘিরে ধরলো, কারণ এর চারদিকে ছিল ফ্যাকাশে আলো। কিন্তু আমি উঠে এগোলাম তীরের দিকে, নেমে পড়লাম পানিতে, কারণ আমাকে কিসে যেন সেদিকে টানছিল। তারপর নৌকাখানা গতি রুখে আমার দিকে ফিরলো, এবং ধীরে ধীরে হাতের নাগালে আসলো, তথাপি তাতে হাত লাগাতে সাহস পেলাম না। নৌকার তলা পানিতে বেশখানিক ডোবান-যেন বেজায় ভারাক্রান্ত। ধারণায় বুঝলাম–স্বচ্ছ পানিতে এটা প্রায় পরিপূর্ণ এবং তা থেকে আলো বেরোচ্ছে; এবং কিছু একটা দিয়ে জড়ানো এক যোদ্ধা পানিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

তার হাঁটুর পর ছিল এক চূর্ণ তরোবারি। এ ছিল ব্রোমির, হ্যাঁ আমার ভাই, আর

নেই। আমি তার সাজসজ্জা, তরোবারি প্রিয়া মুখ–সব দেখলাম। পেলাম না একটা জিনিস; শিঙা বাঁশি। চিনলাম না মাত্র একটা জিনিস; চমৎকার এক বেল্ট, যেন সোনার পাতাসদৃশ–তার কোমরে জড়ানো। ওরে ব্রোমির! আমি চিৎকার করলাম। কোথায় তোমার শিঙ্গা?

কিন্তু সে চলে গেল। রাতের অন্ধকারে ঝিকমিকে নৌকাখানা আবার স্রোতে ভাসলো। এ ছিল স্বপ্নের মতো, তবু স্বপ্ন না, কারণ সেখানে জাগার কোন প্রশ্ন ছিল না। এবং তার মৃত্যু নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। নদী পেরিয়ে সে চলে গেছে সাগরে।'

'হায়রে।' ফ্রোডো বলল। 'এ হলো আমার চেনা ব্রোমির। লথলরিয়েনে লেডি গ্লাড্রিয়েল তাকে সোনার কটিবন্ধ উপহার দিয়েছিল। এই যে আমাদের এলভেন পোশাক-এ সে-ই দিয়েছে। এই ব্রুচও (পরিচয়বাহি চিহ্ন) তাঁরই কর্মশালায় বানানো। গলার নিচেই আলখিল্লায় লাগানো সবুজ আর রূপালী পাতা সে স্পর্শ করল।

ফ্রামির সেদিকে খেয়ালের সাথে তাকাল। 'সুন্দর,' সে বলল। 'হ্যাঁ এ একই রকমের শিল্পকর্ম। সুতরাং তুমিও লরিয়েনে ছিলে? এর সাবেক নাম হল লরে-লিন্ডোরেনান, তবে বহুবছর বাদে এ এখন লোকের জ্ঞানের বাইরে চলে গেছে,' সে কোমল স্বরে যোগ করলো, ফ্রোডোকে এক নতুন বিস্ময় গণ্য করলো। 'এবার তোমাকে অন্য কিছু ভাবতে শুরু করলাম। আরো কিছু বলবে নাকি? কারণ দেশের দৃষ্টিসীমানার মধ্যে ব্রোমিরের প্রয়ান সাংঘাতিক তিক্ত বটে।'

'যা বলেছি তার অধিক আমি বলতে পারি না,' ফ্রোডো জবাব দিল। 'তথাপি তোমার কথা আমার কাছে পূর্বাভাস মনে হচ্ছে। বোধ করি, তুমি দেখেছ কোন কল্পনাচিত্র তার অধিক কিছু না, পোড়ামুখী কোন ছায়া এসে গেছে বা আসবে। এটা এনিমির কোন মায়াময় ফাঁদ কিনা -তাও কি জানি। ডেডমার্সের পানিতে আমি পুরোন জামানার সৌম্যচেহারার যোদ্ধাদের ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি, বা তার ঘৃণ্য ছলাকলার জন্য এরকম মনে হয়েছে।

'না, ব্যাপারটা সে রকম না,' ফ্রামির বলল। 'কারণ, তার কাজকর্ম ঘৃণার উদ্রেক করে; কিন্তু আমার দিল্ অনুশোচনার যন্ত্রণায় ভরা ছিল।'

'তবু এমন একটা ব্যাপার কিভাবে সত্যি হবে?' ফ্রোডো বলল। 'কারণ টলব্রাণ্ডির থেকে পাহাড়ের উপর দিয়ে কোন নৌকা বয়ে আনা হয়নি; এবং সে এন্টাশ ও রোহানের পর দিয়ে বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল। কোন যানবাহনের পক্ষে প্রবল জলপ্রপাতের ফেনা ডিঙ্গান কী করে সম্ভব হলো? উন্মত্ত জলধারায় তা ভেঙ্গেচুরে গুড়োগুড়ো হয়ে যাবার কথা না?'

'জানি না,' ফ্রামির বলল। 'তবে নৌকা কোথা থেকে এসেছিল।

'লরিয়েন থেকে,' ফ্রোডো বলল। 'এ রকম তিনখানা নৌকায় আমরা আন্দুইনে ভেসে ছিলাম। এলফরা এগুলো গড়েছিল।'

'তোমরা হিডেন ল্যাণ্ডের (Hidden Land) মধ্য দিয়ে গিয়েছিলে,' ফ্রামির বলল, 'তবে মনে হচ্ছে, এটার ক্ষমতা তুমি কমই টের পেয়েছিলে। স্বর্ণকুঞ্জের যাদুর রাণীর সাথে যাদের উঠাবসা থাকে তাদেরকে অদ্ভূত ব্যাপারস্যাপার দেখার জন্য তৈরি থাকতে

হয়। কারণ, কোন মরণশীলের পক্ষে এখান থেকে বেরিয়ে আসা বিপজ্জনক, এবং খুব কম লোকই সেখান থেকে অপরিবর্তিত অবস্থায় ফিরে এসেছে–কথিত আছে।'

'ব্রোমির, ও ব্রোমির!' সে বুক চাপড়ালো। 'অমর লেডি তোমাকে কী বলেছিল? কী দেখেছিল সে? কী জেগেছিল তখন তোমার মনে? কেন তুমি বারবার লরেলিন্‌ডরিনানে যেতে, এবং কেন তুমি নিজ পথ রোহানের প্রান্তর ছেড়ে অন্যপথে আসতে?'

ফ্রোডোর দিকে ফিরে সে আবার গলা নামাল। 'ড্রাগোপুত্র ফ্রোডো, আমার এ প্রশ্নগুলোতে তুমি কিছু উত্তর পেয়েছ বোধ করি। তবে উত্তর এখনকার না, মনে হয়। আমি তোমাকে বলব, পাছে আমার কথাকে যদি স্বপ্ন ভাব। কমপক্ষে ব্রোমিরের শিঙা বাস্তবে ফিরে এসেছিল, কল্পনায় না। শিঙা এসেছিল, তবে দু'ভাগ হয়ে, যেন কুড়াল বা কোন ছোরায় এমন হয়েছে। তীরে টুকরোগুলো পৃথকভাবে এসেছিল; একটা পাওয়া গেল নলখাগড়া বনে যেখানে গন্ডরের প্রহরীরা ছিল, উত্তরে এন্টাশের ঢালু অঞ্চলে; অন্য টুকরাটি পাওয়া গেল কুণ্ডলীপাকানো প্লাবনের উপর কারো হাতে যে কিনা পানি পথে খবর নিয়ে এসেছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, তবে খুনের রহস্য বের হবে, এমন কথা প্রচলিত আছে।

'খবরের জন্য আকুল, চেয়ারে আসীন ডিনেথরের কোলে এখন ভাঙ্গা টুকরাগুলো আশ্রয় নিয়েছে। শিঙাটি ভাঙ্গার ব্যাপারে তুমি আমাকে কিছু বলতে পার কি?'

'না, এ ব্যাপারে আমি কিছু জানতাম না,' ফ্রোডো বলল। 'কিন্তু যেদিন তুমি শিঙার ফুঁক শুনেছ, অবশ্য তোমার হিসেব যদি সঠিক থাকে, সেদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম–আমার কাজের ছেলেটা আর আমি কোম্পানী ছেড়েছিলাম। এবং তোমার কথায় এখন আমি আতংকগ্রস্ত। কারণ, ব্রোমির তখন খুন হয়ে থাকলে, অবশ্যই আমার পুরো কোম্পানীর শেষ হয়ে গেছে। তারা আমার জ্ঞাতী, বন্ধু ছিল।

'তুমি কি সন্দেহ ফেলে আমাকে যেতে দেবে না? আমি ক্লান্ত, শোকাচ্ছন্ন এবং ভীত। কিন্তু আমার কিছু করার বা চেষ্টা করার আছে, যতক্ষণ না আমিও বধ হচ্ছি। এবং আরো তাড়াতাড়ি করা দরকার, যদি আমরা দু'জনই দলের একমাত্র জীবিত সদস্য হই।

'ফিরে যাও ব্রোমির, গণ্ডরের অকুতভয় কাপ্তান। যতক্ষণ পার স্বনগরীকে রক্ষা করো, আর আমাকে নিয়তি যেখানে নিয়ে যায় যেতে দাও।'

'আমার জন্য আমাদের ভাষায় কোন সান্ত্বনা বাক্য নেই,' ফ্রোমির বলল; কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই এ ঘটনা থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভীতি টেনে বের করছো। লরিয়েনের লোকজন তার কাছে আসার আগ পর্যন্ত ব্রোমিরের সৎকারের ব্যবস্থা কারা করেছে? অর্ক কিংবা অনামিকার (সাউরান) অনুচররা নিশ্চয়ই না। বোধ করি তোমার দলের কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছে।

উত্তর অভিযানে (Work March) যা ঘটুক না কেন, ফ্রোডো, তোমাকে আমি আর সন্দেহ করছি না। এ দুর্দিনে মানুষের কথা আর চেহারা বিবেচনা করে কোন রায় দেবার ক্ষমতা যদি আমার থেকে থাকে, তবে আমি হাফলিংদের ব্যাপারেও অনুমান করতে পারি! যদিও,' এখন সে মিষ্টি হাসল, 'যদিও তোমার বিষয়টা অদ্ভুত কিছু হবে ফ্রোডো, বোধ করি, এলফের হাবভাব পাওয়া যাচ্ছে। তবে আগে যা ভেবেছিলাম তার থেকে বেশি কিছু

তোমার কথার ওপর নির্ভর করে। তোমাকে আমি মিনাসট্রিথে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি ডিনেথরের নিকট জবাবদিহি করবে। এখন যদি আমার নগরীর পক্ষে ক্ষতিকর কোন পথ অবলম্বন করি, তবে সেটা হবে আমার নিজের জীবনকে বাজেয়াপ্ত করার সামিল। সুতরাং হড়াস করে কোন সিদ্ধান্ত নেব না। তবুও আমরা অবিলম্বে যাত্রা করব।'

সে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে কিছু আদেশ জারি করল। জমায়েতের লোকগুলো তাৎক্ষণিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বৃক্ষপল্লব আচ্ছাদিত পাহাড়ের ছায়ার এদিক সেদিক হারিয়ে গেল। থাকলো কেবল ম্যাবলাং আর ডামরুদ।

'এখন আমার সাথে থাকছ ফ্রোডো, শ্যাম পণ্ডিত এবং আমার গার্ডরা,' ফ্রামির বলল। 'তোমরা দক্ষিণমুখী পথ ধরে যেতে পারো না, যদি তোমাদের তেমন উদ্দেশ্য থেকে থাকে। এ পথ কতকদিন অনিরাপদ থাকবে, এবং এরকম মার-দাঙ্গার পর সেখানে স্মরণাতীতকালের প্রহরা বসানো হবে। তাছাড়া তোমরা ক্লান্ত। বোধ করি, আজ আর মোটেই এগোতে পারবে না। আমরাও শ্রান্ত। এখন গোপন এক জায়গায় যাওয়া যাক, এখান থেকে দশ মাইলের কিছু কম পথ। অর্ক ও এনিমির গুপ্তচরেরা এখনো সে জায়গার খবর জানে না। আর জানলেও তা দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা যাবে। সেখানে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারি। কি করলে ভাল হবে তা সকালে ভেবে দেখা যাবে।'

এ অনুরোধ বা নির্দেশের কাছে নতি স্বীকার না করে ফ্রোডোর আর কিছু করার ছিল না। যেহেতু গণ্ডরের জনসাধারণের এ আকস্মিক আক্রমণকারীরা টান টান উত্তেজনাপূর্ণ ইথিলিনে অভিযান শুরু করেছে, সেহেতু, এ মুহূর্তে এ কথায় সাড়া দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

তারা তড়িঘড়ি রওনা দিলঃ ম্যাবলং এবং ডামরুদ একটু আগে। ফ্রোডো, শ্যামের সাথে ফ্রামির পিছে। হবিটরা যে জলধারায় স্নান করেছিল, সে জল পেরিয়ে তারা ক্রমাগত পশ্চিম দিকে গেলো। ফ্রামিররা হাঁটছিল, আর হবিটরা প্রাণপনে দৌড়াচ্ছিল, তারা চাপা গলায় কথা বলছিল।

'আমি কথায় ইস্তফা দিয়েছিলাম,' ফ্রামির বলল, 'সময় বয়ে যাচ্ছে–শুধু শ্যামের এ সতর্কবাণীর জন্য নয়, এ জন্যেও যে, আমি খোলামাঠে এ ব্যাপারে গল্প করাটাকে শুভ মনে করিনি। এ জন্যই আমার ভাই, আইজিলডুরের ধ্বংস এসব প্রসঙ্গে চলে গেলাম। তুমি আমার সাথে পুরোপুরি মন খুলছিলে না, ফ্রোডো।'

'আমি কোন মিথ্যা বলিনি, এবং সব সত্য প্রকাশ করিনি।'

'তোমার দোষ দিই না,' ফ্রামির বলল। 'মনে করি একটা কঠিন অবস্থানে দক্ষতা বিজ্ঞতা সহকারে কথা বলেছ তুমি। তবে তোমার কথা থেকে আমি অধিক জেনেছি বা ধারণা করেছি। ব্রোমিরের সাথে তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো না, বা বিদায়কালে তোমাদের বন্ধুত্ব ছিলো না। এবং মাষ্টার শ্যামওয়াইজ তোমারও কোন ক্ষোভ আছে, বোধ করি। তাকে আমি মনভরে ভালোবাসি এবং তার মৃত্যুর প্রতিশোধ সানন্দে নিতে পারতাম। আইজীল ডুরের সর্বনাশ– তোমাদের মধ্যকার এ আইজিলডুরের সর্বনাশকে আমি সর্বনাশ করে ছাড়তাম। এটাই তোমাদের দলে ভাঙ্গনের কারণ। এটা স্পষ্টতই এক

অবস্থার সম্পত্তি যার জন্য কোন মৈত্রিজোটে শান্তি জন্ম নিতে পারে না। পুরোন নীতিকথাগুলো এরকম শিক্ষাই দিয়ে আসছে। আমি সত্যের কাছাকাছি আঘাত করলাম কিনা?'

'কাছাকাছি,' ফ্রোডো বলল, 'তবে সত্যের স্বর্ণখনিতে না। আমাদের দলে কোন বিবাদ ছিল না, যদিও সন্দেহ ছিলঃ সন্দেহ যা এ্যামিনমুইল থেকে এসেছিল। কিন্তু সে যা হোক, অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে এলেবেলে মন্তব্য করা নিয়েও পুরোন নীতিকথাগুলো কম ছবক দেয়নি।'

'আহ, তাহলে আমি যা ভেবেছিলাম তাই; তোমার ঝগড়া শুধু ব্রোমিরের সাথেই ছিল। সে এ জিনিস মিনাসট্রিতে আনতে চেয়েছিল। হায়রে! তার নিষ্ঠুর পরিণতির সিল মোহর তোমার ঠোঁটে দেখা যাচ্ছে। পিছু হটতে হচ্ছে আমাকে সেসব জানার প্রত্যাশা থেকেঃ শেষ মুহূর্তে তার হৃদয়ের কথা কী ছিল, কী ছিল তার ভাবনা সে ভুল করুক আর না করুক, আমি নিশ্চিত যে ভালো কিছু অর্জন করে সে মহান মৃত্যুবরণ করেছে। তার সারা জীবনের সেরা সৌন্দর্য তার মৃত চেহারায় দেখা গেছে।

'কিন্তু ফ্রোডো, আইজিলডুরের ধ্বংস (Isildur's Bane) নিয়ে প্রথমেই আমি তোমার খানিক চাপ সৃষ্টি করতে চাই। মার্জনা করো! সময় ও স্থানটা প্রতিকূলই বলা যায়। আমার ভাবার সময় ছিল না। আমরা কঠিন যুদ্ধ করেছিলাম, এবং আমার অন্তর ভরতে প্রয়োজনের বেশি হাড্ডাহাড্ডি মারদাঙ্গা হয়েছিল। তবে তোমার সাথে কথা বলার সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঢিল ছুড়ে সত্যের কাছাকাছি পৌছেছি। কারণ তুমি জান যে নগররাষ্ট্রের শাসকদের মধ্যে প্রাচীন লোক কথার বহু কিছু এখনো সংরক্ষিত। আমাদের গৃহের কেউ ইলেন্ডিলের বংশধর না, যদিও নিউমেনরের (Numenor) রক্ত আমাদের শরীরে আছে। পেছনে আমরা মার্ডিল (Mardil) পর্যন্ত স্মরণ করতে পারি। মার্ডিন ছিল দক্ষ তত্ত্বাবধায়ক যে রাজার পরিবর্তে শাসন কাজ চালিয়েছিল। রাজা তখন ছিলেন যুদ্ধে। এ যোদ্ধাই হলো রাজা অনির (King Earnur) যে এ্যানারিয়ন (Ararion) বংশের শেষ বংশধর, নিঃসন্তান, কখনো ঘরে ফেরেনি। আর তখন থেকে তত্ত্বাবধায়করা নগরী শাসন করে এসেছে। যদিও এটা মেনদের (Men-জাতি) বহু পুরুষ আগের কথা।

এবং বালক হিসেবে আমি ব্রোমিরের কথা এই স্মরণ করতে পারি যে যখন আমরা দুজনে একত্রে আমাদের রাজন্যবর্গও নগরীর ইতিহাস শুনতাম, তখন সে নাখোশ হত; কারণ তার পিতা রাজা ছিল না। একজন তত্ত্বাবধায়ককে রাজা হতে কয় যুগ সময় দরকার-রাজা যদি না ফিরে আসে?' সে জিজ্ঞাসা করত। "সম্ভবত সামান্য কয় বছর, কম সম্মানীর অন্য কোথায়ও," আমার বাবা জবাব দিয়েছিল। "গণ্ডরের দশ হাজার বছর ও যথেষ্ট না। হায়রে ব্রোমির! বেচারা ব্রোমির। সে তোমাকে তার কথা কিছু বলেনি?'

'বলেছে,' ফ্রোডো বলল। 'তবু সে সদা এ্যারাগর্ণের সাথে বিনয় প্রকাশ করে কথা বলত।'

'আমি তা বিশ্বাস করি,' ফ্রামির বলল। 'তুমি যা বলছ, যদি সে এ্যারাগর্ণের দাবীর ব্যাপারে খুশী হয়ে থাকে তবে সে তাকে শ্রদ্ধা করেছে। তবে সময় এখনো আসেনি। তারা এখনো মিনাসট্রিথে আসেনি কিংবা বিদ্রোহের সম্মুখিন হয়নি।

'কিন্তু আমি বাউলের মতো ঘুরছি। আমরা ডিনেথর পরিবারের লোক প্রাচীন লোকগাঁথার অনেক কিছু জানি, এবং আমাদের সিন্ধুকে অনেক কিছু রক্ষিত আছেঃ বই, শুকনো চামড়ায় বড় বড় হস্তলিপি, হ্যাঁ, পাথরের লেখা এবং রূপালী ও সোনালী পাতার লিপি নানা আকারের অক্ষরের। এখন কেউ তা একটুও পড়তে পারে না; এবং বাকিদের জন্য তা সব আজীবন তালাবদ্ধ। আমি কিছুটা পড়তে পারি, কারণ দু'এক কলম পড়ালেখা করেছি। এ রেকর্ডগুলো গ্রে পিলগ্রিমস (গ্যাণ্ডালফ) আমাদের কাছে এনেছিল। আমি শিশুকালে তাকে প্রথম দেখেছিলাম, এবং তারপর থেকে সে কয়েকগুণ অধিক ক্ষমতাধর হয়েছে।'

'গ্রেট পিলগ্রিম?' ফ্রোডো বলল। 'তার জন্য কোন নীল আছে কি?'

'মিথ্রাণ্ডির, এলফ স্টাইলে তাকে আমরা ডাকি,' ফ্রামির বলল, 'এবং তাতেই সে তৃপ্ত। হরেক অঞ্চলে আমার হরেক নাম, সে বলত। এলফদের মধ্যে মিথ্রাণ্ডির, ডায়ার্ফদের কাছে থার্কান (Tharkun) ; যৌবন বয়সে পশ্চিমাদের (the West) আমি ছিলাম ওলোরিন (Olorin) যা এখন জলাঞ্জলি গেছে, দক্ষিণাদের কাছে ইনকানাস (Incanus), উত্তরাঞ্চলীয়দের কাছে গ্যাণ্ডালফ; পূর্বদিকে আমি পা বাড়াই না।'

'গ্যাণ্ডালফ!' ফ্রোডো বিস্ময় প্রকাশ করলো। ' ভেবেছি তার কথাই হচ্ছে। গ্যাণ্ডালফ দ্য গ্রে, পারিষদদের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী ব্যক্তিত্ব। আমাদের কাফেলার নেতা। সে মারিয়াতে হারিয়ে গেছে।'

'মিথ্রাণ্ডির নিখোঁজ!' ফ্রামির বলল। 'মনে হচ্ছে তোমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে দুভার্গ্য ঢুকে পড়েছে। সত্যি বিশ্বাস করা কঠিন যে এত বড় একজন জ্ঞানী, শক্তিমান ব্যক্তি– যে আমাদের মাঝে আশ্চর্য বহু কিছু করেছিল–সে হারিয়ে গেল, আর দুনিয়া থেকে অসংখ্য পুরোন কথা বিদায় নিল–ভাবতে অবাক লাগে। তুমি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত?'

'হায়রে নিয়তি! হ্যাঁ,' ফ্রোডো বলল। 'আমি তাকে অতল গহ্বরে পড়তে দেখেছিলাম।'

'বুঝতে পারলাম, এর মধ্যে কিছু ভয়ংকর গল্প লুকিয়ে আছে,' ফ্রামির বলল, 'এসব বোধকরি সন্ধ্যায় তুমি আমাকে বলতে পারবে। এখন বুঝলাম, এ মিথ্রান্ডির লোককথার কাহিনীকার থেকেও অধিক কিছু, আমাদের যুগের কর্মকাণ্ডের মহান এক প্রস্তাবক। আমাদের স্বপ্নের কঠিন শব্দগুলোকে তর্জমা করার জন্য সে যদি আমাদের মাঝে থাকত, কোন সংবাদবাহকের সাহায্য ছাড়াই সে সব কিছু পরিষ্কার করে দিত। তথাপি, সে সম্ভবত তা করত না, এবং ব্রোমিরের অভিযান ভেস্তে গেল। কি হবার কথা ছিল; তা মিথ্রান্ডির আমাদের কাছে কখনো প্রকাশ করেনি, বলেনি তার উদ্দেশ্যের কথাও। সে ডিনেথরের কাছে, আমি তা যে কিভাবে জানলাম না, আমাদের সঞ্চিত জিনিসের গোপন রহস্য পরীক্ষা করার অনুমতি চেয়েছিল। এবং যখন সে জ্ঞান বিতরণ করত, তখন তার ব্যাপারে আমি সামান্যই জানতাম। সে অনুসন্ধান করতো এবং সবকিছু বাদ দিয়ে গন্ডরের ড্যাগরলাডের যুদ্ধের বিষয়ে বারবার জানতে চাইত। সেই যুদ্ধে অনুচ্চারিত সে (He সাউরান) ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল। সে আইজিলডুরের কথা শুনতে আকুল ছিল, যদিও তার ব্যাপারে আমাদের কমই বলার ছিল; কারণ, তার শেষ পরিণতির বিষয়ে আমাদের কেউ কোনদিন

সুনিশ্চিত হয়নি।'

এখন ফ্রামিরের গলা বসে গেল। তবে আমি যতটুকু জেনেছি কিংবা ধারণা করেছি তা অন্তরে আবদ্ধ করে রেখেছি। অনামিকা (সাউরান) গন্ডর থেকে প্রস্থান করার আগে আইজিলডুর তার হাত থেকে কিছু একটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। মরণশীলদের মাঝে তাকে (Him) আর একবার দেখা যায়নি। ভেবেছিলাম এখানেই মিথ্রাণ্ডিরের প্রশ্নের জবাব। কিন্তু তখন একটা ব্যাপার ভেবেছিলাম যে পুরোন ব্যাপারস্যাপার শুধু গবেষকদের মাথা ব্যথা। আমাদের মাঝে যখন স্বপ্নের ধাঁধাটি নিয়ে শোরগোল উঠলো, তখনো আমি আইজিলডুরের বিষয়টা ভাবিনি। কারণ আমাদের একমাত্র পৌরাণিক ইতিহাস অবলম্বনে আমরা জানতাম যে, আইজিলডুর কোণঠাসা অবস্থায় অর্কদের তীরের আঘাতে নিহত হয়েছিল। মিথ্রাণ্ডির কখনো বেশি কিছু আমার বলেনি।

এর কোনটা সত্য আমি আজো বুঝে উঠতে পারিনি; তবে ক্ষমতা আর ঝঞ্ঝাটের অস্থাবর সম্পত্তি অবশ্যই হবে। নির্দয় মারণাস্ত্র, সম্ভবত, ডার্কলর্ড গড়েছে। এটা যদি যুদ্ধের কোন বাড়তি সুবিধা হত, তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি যে, গর্বিত অকুতোভয়, সদা রগচটা, এবং মিনাসস্ত্রিথের বিজয়ের জন্য অষ্টপ্রহর উদ্বিগ্ন ব্রোমির এরকম জিনিসের প্রতি প্রলুব্ধ হতো। হায়রে! নিত্য সে ঘুরে ফিরেছে! আমার পিতার ও বড়দের উচিৎ ছিল আমার ওপর আস্থা রাখা। কিন্তু দায়িত্ব পেল কঠিন কঠোর বড় জন যাকে ঠেকিয়ে রাখা যেত না।

'কিন্তু আর ভয় নেই! আমি নিতাম না এ জিনিসটা। যদি এটা হাইওয়ের পাশে পড়েও থাকত। ধ্বংসোম্মুখ মিনাসত্রিতের কল্যাণ আর আমার গৌরবের জন্য আমি ডাকলর্ডের হাতিয়ার ব্যবহার করতাম না। না, 'আমি এমন বিজয় কামনা করিনে ড্রাগোপুত্র ফ্রোডো।'

'কাউন্সিল ও (Council) তা করেনি, ফ্রোডো বলল। 'আমিও করিনে। এরকম ব্যাপারে আমার কিছু করার ছিল না।'

'স্বয়ং আমি,' ফ্রামির বলল, 'যদি আবার রাজারাজড়াদের দরবার প্রাঙ্গনের ফুলে ভরা শ্বেত বৃক্ষটি (White Treev) নৃপতিদের স্মারক স্বরূপ) এবং রূপোর মুকুটটি (Siluer Crown) এবং শান্তিময় মিনাসত্রিতে দেখতে পেতাম। মিনাস এ্যানর আবার আগের মতো হবে, মোহনীয় সমুজ্জ্বল আলোয় ভরা, সুন্দরী রাণীদের সুন্দরী অসখ্য কৃতদাসের মহিয়সীদের না শুধু তাই না; ঐকান্তিক চাকর-বাকর দয়াদ্র মহিয়সীও না এমনকি। যুদ্ধ হবেই যতক্ষণ আমাদের ভক্ষক সর্বনাশির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে টিকে থাকতে চাইব; কিন্তু আমি জ্বলজ্বলে তরোবারিকে তীক্ষ্ণতার দরুণ ভালবাসিনে, না ভালোবাসি গৌরবের জন্য যোদ্ধাকে। শুধু ভালবাসি তাই যা এগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারে; নিউমেনববাসির নগরী; এবং আমি তাকে ভালবাসতাম নিউমেনর তার স্মৃতি, প্রাচীনতা, সৌন্দর্য এবং বর্তমান খ্যাতির জন্য। মুরুব্বি ও বিজ্ঞ মানবের মর্যাদার বাইরে আর কিছুর ভয় নেই।

'সুতরাং আমাকে ভয় করো না! আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব না। এখন আমি সত্যের কাছে পৌছাতে পারলাম কিনা তা-ও জানতে চাই না। তবে যদি আমাকে বিশ্বাস

করে থাক তোমার বর্তমান লক্ষ্যের ব্যাপারে কিছু উপদেশ দিতে পারি হয়ত। তা সে যা হোক, আর হ্যাঁ, সাহায্য করতেও পারি।

ফ্রোডো নিরুত্তর এই বীর্যবান যুবকের কাছে সাহায্য পরামর্শ চাওয়ার ব্যাপারে সে প্রায় রাজি আরকি। এ যুবকের কথা তার মনে খুবই ধরেছে। 'কিন্তু কোন কারনে সে পিছু হটছে। ভয় এবং দুঃখে তার অন্তর ভারী হয়ে আসছে ঃ ফলে যদি শুধু মাত্র সে এবং শ্যাম থাকতো তাহলে গোপনীয়তা ফাঁস করতে আর কোন বাঁধা থাকত না। তড়িঘড়ি কথা অপেক্ষা ভুল অধিকতর অগ্রহণীয়। এবং রিংটির প্রতি ব্রোমিরের ভয়ানক লালসার স্মৃতি তার মনোজগতে নাড়া দিল, যখন সে ফ্রামিরের কথা শুনে তার দিকে তাকাল। তারা ভিন্ন রকমের তবুও যথেষ্ট একই ঢং এর।

বুড়ো গাছপালার নিচ দিয়ে ধূসর-সবুজ ছায়ার ন্যায় তারা কিছুক্ষণ নিরবে হেঁটে চলল, কোন পদশব্দ নেই। তাদের উপরে সংগীতরত অসংখ্য পাকপাখালি, আর ইথিলিনের জঙ্গলে পাতার ছাদে সূর্যকিরণের আলোকোজ্জ্বল মিছিল।

শ্যাম আলোচনায় শরীক হয়নি, যদিও সে শুনেছে; এবং সময়ে সে হবিটের তীক্ষ্ণ কান পেতে বন্যভূমির চারধারের খবর রেখে চলল। সে একটা বিষয় লক্ষ করল যে আ-লোচনায় গোলামের নাম একটিবারের জন্যও আসেনি। সে বেজায় উল্লোসিত হল। যদিও সে ভাবল যে, তার নাম আর শুনতে হবে না–এটা নিয়ে অধিক ভরসা পাবার কোন কারণ নেই। তারা একাকী তাকলেও আবার সে তড়িঘড়ি সতর্ক হলো যে, হাতের কাছে অনেক মানুষজন আছে সামনে শুধুমাত্র ডামরুদ এবং ম্যাবলাং ঘুর ঘুর করছে না, অন্যরাও নিরাপদ দূরত্ব থেকে কড়া নজর রেখে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে পেছনে ফিরলো। ভাবটা এমন যে, তার পিঠের চামড়া যেন শিহরিত হয়ে তাকে সজাগ করল। তার ধারণা যেন শিহরিত হয়ে তাকে সজাগ করল। তার ধারনা হলো-বুঝিবা কোন ক্ষুধেকালমূর্তি এক বৃক্ষগুড়ির আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। সে কথা বলার জন্য মুখ আবার থমকে গেল। 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' সে মনে মনে ভাবলো, 'তথাপি এ বুড়ো বদমাশের কথা আমি তাদের মনে করিয়ে দিতে যাব কেন, যদি তারা তাকে ভুলতে চায়? আমি যদি ভুলতে পারতাম!'

তারা এভাবে এগোতে লাগল। বন্যভূমি ঘন হল। ভূ-পৃষ্ঠ আরো খাড়া হয়ে নামতে থাকল। তারা ডান দিকে ফিরল, এবং সংকীর্ণ গিরিসংকটে যুক্ত এক ক্ষুদ্র নদীতে আসল। এটা ছিল সেই একই নদী যা অনেক উপরের গোলাকার ঝর্ণা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ে জন্ম হয়ে এখন দ্রুত স্রোতে পরিণত হয়েছে। শত সহস্র শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে লাফিয়ে চলে চেরাফাড়া তলদেশে আশ্রয় করে নিচ্ছে। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে তারা আবছা আলোয় দেখতে পেল; নিচু জমি প্রশস্ত মাঠ এবং পশ্চিমা সূর্যতলে চাপা আন্দুইন নদীর ঝিকমিকে পানি।

'হায়রে এখানে আমি অবশ্যই তোমার সাথে একটা ভদ্রতা করব,' ফ্রামির বলল। 'আশা করি তোমরা ক্ষমা করে দিবে আমাকে যে তার নিয়ম ভেঙ্গে এখনো তোমাদের খুন বা বন্দী করেনি কিন্তু নির্দেশ আছে যে কোন আগন্তুক এমনকি রোহানের কেউ এ পথ যেন না দেখে। আমি অবশ্যই তোমাদের চোখ বাঁধব।'

'যেমন তোমার ইচ্ছা,' ফ্রোডো বলল। লথলরিয়েনের বর্ডার পার হবার সময়ে এলফরা এমন করেছিল। গিম্‌লি দ্য ডুয়ার্ফ অখুশী হয়েছিল। তবে হবিটরা এটা সহ্য করেছিল।'

'এটা এমন কোন আকর্ষণীয় জায়গা না যেখানে তোমাদের আমি নিতে পারি। তা সত্ত্বেও আমি খুশি জোর প্রয়োগ ছাড়াই তোমার নজর বন্দী হচ্ছে।'

সে নরম সুরে ডাকার সাথে সাথে গাছের আড়াল হতে ম্যাকলাং আর ডামরুদ বেরিয়ে আসলো। 'মেহমানদের চোখ বাঁধ,' ফ্রামির বলল, 'ভাল করে, তবে তারা যেন ব্যথা না পায়' হাত বেঁধ না। না পালাবার এবং দেখার প্রতিশ্রুতি তারা দেবে। তাদের ইচ্ছানুসারে চোখ বেঁধে আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু হুঁচোট খেলে চোখ বুড় বুড় করবে যে। তারা যেন হুচোট না খায়, খেয়াল রাখবে।'

সবুজ কাপড় দিয়ে রক্ষী দু'জন হবিটদের চোখ বাঁধল এবং তাদের হুড প্রায় মুখ পর্যন্ত টেনে দিল; তারপর চটাপট তাদের হাত ধরে নিয়ে চলতে লাগল রাস্তার শেষটুকু বন্দীরা কেবল অনুমান করতে পারল। কিছুক্ষণ পর পথ খাড়াভাবে নিচেই নামল; শীঘ্রই এটা এত সংকীর্ণ হলো যে তারা সারিবদ্ধভাবে চলল, উভয় পাশের পাথুরে দেয়ালের সাথে বাঁধা খাচ্ছিল; রক্ষীরা তাদের কাঁধে দৃঢ় হাত রেখে কড়া নজর রাখছিল। মাঝে মাঝে বন্ধুর স্থানে তাদেরকে উঁচু করে পার করা হচ্ছিল। তাদের ডান দিকে সর্বদা চলন্ত পানির কল-কল ধ্বনি, এ ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্তী হয়ে জোরালো হল। অবশেষে থামল তারা। ম্যাবলাং এবং ডামরুদ ফালুক ফুলুক করে এদিক-সেদিক তাকাল, দিকভ্রান্ত হয়েছে। তার কিছুটা উপরের দিকে হোল ঃ হিম অনুভূত হচ্ছে, স্রোতের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তার পর তারা হবিটদের কোলে তুলে নিয়ে খানিক দূরের এক কোণে নিয়ে গেল। অকস্মাত আবার পানির উচ্চ ধ্বনি শোনা গেল, ছলাৎ ছলাৎ করে পানি ছিটিয়ে চলেছে। তাদের চোখে মুখে যেন বারিপাত হলো। আবার হবিটদের কোল ছাড়া করা হল। কিছুক্ষণ তারা পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকল, কারো মুখে কথা নেই।

অতঃপর পেছন থেকে ফ্রামিরের গলা শোনা গেল। 'তাদের চোখ খোল!' সে বলল, চোখ খোলা হল। তারা হা করে বুড়-বুড় করে তাকাল। তারা পালিশ করা সিক্ত পাথরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে। সামনে দরজা। এ যেন বিশ্রী ছাঁচে কাটা পাথরের গেট, পেছন পানে নিকষ কালো অন্ধকার উন্মুক্ত করে রেখেছে। কিন্তু সামনে ঝুলন্ত পানির এক হালকা ছদ্মবেশ। এত কাছে যে ফ্রোডো ইচ্ছা করলে তাতে হাত ডুবিয়ে দিতে পারত। এটা পশ্চিমমুখী ছিল। পেছনের অস্তগামী সূর্যের মসৃণ আলো এর ওপর আছাড় খাচ্ছিল, আর লাল আভা শতছিন্ন হয়ে বর্ণালীর পরিবেশ সৃষ্টি করল। তারা যেন এলফ টাওয়ারের জানালায় সোনা-রূপাখচিত পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রুবি, পান্না আর নীলকান্ত মনির উপস্থিতিও টের পাওয়া গেল, সবকিছু অক্ষয় আগুনে কিরন্ময়ী।

'তোমার ধৈর্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সৌভাগ্যক্রমে আমরা অন্তত যথাসময়ে পৌছালাম,' ফ্রামির বলল। 'এটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের জানালা (Window of the Sunset), হেনেথ আনান (Henneth Annun), ঝর্ণাভরা দেশ নইথিলিনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী

জলপ্রপাত। এ পর্যন্ত গুটিকতক পর্যটক এটা দেখেছে। তবে এটার সাথে তুলনা করার মতো কোন রাজকীয় হল নেই। এখন ভেতরে ঢুকে দেখ!'

সে কথা বলার ফাঁকে সূর্য ডুবল, অগ্নি আভা প্রবাহমান পানি মধ্যে ভস্ম হলো। তারা ঘুরল এবং নিচু খিলানতল দিয়ে চলল। হঠাৎ তারা তাদেরকে এক পাথরের কক্ষে আবিষ্কার করল, বিশাল, এবড়ো খেবড়ো, অসমতল ঝুলন্ত ছাদ। প্রজ্জ্বলিত কিছু বাতি চিকচিকে দেয়ালে আবছা আলো ফেলল। ইতোমধ্যে সেখানে অনেক লোক। অপর পাশের সরু দরজা দিয়ে দুই তিনজন করে আরো লোক আসছিল। ভেতরের আলোক ব্যবস্থার সাথে খাপ খেয়ে গেলে হবিটরা বুঝল যে, কক্ষটি আসলে অনেক বড়, অস্ত্রপাতি আর যোগানদারে ভরা।

'এই হল আমাদের আশ্রয় ফ্রামির বলল।' 'খুব স্বস্তির জায়গা না তবে এখানে শান্তিতে রাত কাটাতে পার। নিদেনপক্ষে এটা শুকনো। খাদ্য আছে যদিও আগুন নেই। কোন এক সময়ে এ গর্ত নিয়ে পানি প্রবাহিত হত, কিন্তু সাবেককালের মিস্ত্রীরা এর গতিপথ পরিবর্তন করে পাহাড়ের উপরের স্রোতকে দ্বিগুণ শক্তিশালী করেছে। এটার সব গর্ত সীল করে দিয়ে পানি নিরোধক করা হয়েছে। এখন মাত্র দুটি নির্গম পথ আছে ঃ ঐ সামনের পথ যেখান থেকে তোমরা চোখ বাঁধা অবস্থায় ঢুকেছিল, এবং পর্দাওয়ালা জানালা পথ। সন্ধ্যার খাবার রেডি না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম করা।'

হবিটদের কোণে নিয়ে নিচু শয্যা দেয়া হল, তবে এটা তাদের কাম্য ছিল কিনা বলা দুস্কর। ইত্যাবসরে অপর লোকজন চুপিচুপি, শৃংখলার সাথে গুহাটির চারপাশে নজর রাখল। দেয়াল থেকে আলোকটেবিলগুলো এনে কাঠের পায়ার ওপর স্থাপন করা হলো। তারপর তা খাদ্য খাবারে সাজান হল। সব কিছু সাদামাটা ডিজাইনের তবে নিপুণ হাতে বানানো ঃ গোলাকার প্রকান্ড থালা, চকচকে কাদামাটি বা কাঠের ঘটিবাটি, মসৃণ এবং স্বচ্ছ। যেখানে সেখানে পালিশ করা ব্রোঞ্জের কাপ এবং অন্দরের টেবিলের মাঝখানে ক্যাপ্টেনের সিটের পাশে নিরেট রূপোর এক ভয়ংকর মূর্তি।

ফ্রামির জনসমাগমে ঘুরে ঘুরে খবর নিল সবাই এসেছে কিনা। কতক জন সাউথ্রোনদের পিছু ছেড়ে ফিরে এসেছিল; অন্যরা যারা চর হিসেবে পিছু ছিল, তারা সবশেষে আসলো সকল সাউথ্রোনের কড়া হিসেব নেয়া হয়েছে, কেবল বিরাটকায় মুমাক ছাড়া ঃ তার কি হল কেউ পারেনি বলতে। শত্রুদের মধ্যে কোন নড়ন চড়ন দেখা গেল না; এমন কি বাইরে কোন অর্ক-গুপ্তচরও ছিল না।

'তুমি কিছু দেখনি, শোননি আনবর্ণ?' ফ্রামির সর্বশেষে ফিরে আসা লোকটিকে বলল।

'না লর্ড, লোকটি বলল।' অন্তত কোন অর্ককে না। তবে ক্ষুদে এ ধরনের অদ্ভুত কিছু দেখেছি বা অনুমান করেছি। তখন ছিল গাঢ় অন্ধকার যখন যেটাকে যেমন দেখা উচিত সেটাকে তার থেকে অধিক কিছু মনে হয়। সুতরাং এ কোন কাঠবিড়ালীরা অধিক কিছু না হতে পারে।' শ্যামের কান খাড়া হল, 'যদি তাই হয়, তবে তা ছিল কাল কাঠবিড়াল এব আমি কোন লেজ দেখিনি। এ ছিল মাটির বুকে ছায়ার মতো। কাছে গেলে এটা গাছের আড়ালে গিয়ে আর দশটা কাঠবিড়ালীর ন্যায় সবেগে উপরে উঠলো। বিনা

দরকারে কোন বন্যপ্রাণী নিধন করাটা তোমার নিষেধ আছে বলে আমি কোন তীর পরীক্ষা করলাম না। তাছাড়া এত অন্ধকারে নির্ভুল নিশানা করা দুঃসাধ্য এবং প্রাণীটি চোখের নিমিষেই পল্লব গুচ্ছের গুমোট অন্ধকারে হারিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ আমি অপেক্ষা করলাম, কারণ এটাকে অদ্ভুত মনে হল, তারপর তড়িঘড়ি ফিরে আসলাম। ফেরার সময় ভাবলাম ওপর থেকে হিসহিস কোন শব্দ আসলো। বোধ করি, বড় কোন কাঠবিড়ালী। আরো মনে করি, আমাদের এদিককার জঙ্গলের অনামিকার (সাউরান) বেশে মাকুর্ডের কিছু পশুরা পায়চারী করছে। শোনা যায়, তাদের কালো কাঠবিড়ালী আছে।

'মনে হয় ফ্রামির বলল। তবে ব্যাপার এমন হলে, তা দুর্লক্ষণই পরিগণিত হবে। আমরা ইথিলিনে মাকুর্ডের কারো জায়গা চাইনে।' শ্যাম ভাবল কথা বলার সময় সে হবিটদের উপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল; কিন্তু শ্যাম চুপ। কিছুক্ষণ ফ্রোডো এবং সে শুয়ে থেকে টর্চলাইট দেখলো; ফিসফিসে স্বরে কথা বলতে বলতে লোকজন এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। ফ্রোডো হঠাৎ ঘুমিয়ে গেল।

শ্যাম আপন মনে হরেক রকম যুক্তিতর্ক করতে থাকল। 'মনে হয় সে ভাল মানুষ,' সে ভাবল, 'এবং তা নাও হতে পারে। অনেক সময় মুখে মধু অন্তরে বিষ,' সে হাই তুলল। 'টানা সাত দিন ঘুমাতে পারলে ভাল হতো। একা একা জেগে থেকে কি করব আমি, চারপাশে শুধু এত এত মানুষ? কিচ্ছু না, শ্যাম গামজী; তোমাকে বরং সারাক্ষণ জেগে থাকতে হবে।' গুহা-দ্বার থেকে আলো খ্রীয়মান হল, পড়ন্ত পানির ধূসর পর্দা জমাট অন্ধকারে হারিয়ে গর্জন। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই। রাত নেই– পানির কল-কল ধ্বনি সদা একই ধরনের। যেন ঘুম পাড়ানি গান। শ্যাম আঙ্গুলের গাঁট দিয়ে আপন চোখ ঘষতে লাগলো।

এখন আরো টর্চের আলো দেখা গেল। এক পিপে মদ কাটা হলো। গুদাম উন্মুক্ত করে দেয়া হল। ঝর্ণা থেকে লোকজন পানি আনতে লাগল। কেউ কেউ বেসিনে হাত জোড়া ধুয়ে ছিলো। তামার প্রশস্ত এক গামলা, আর এক সাদা কাপড় ফ্রামিরের ধোয়া মোছার জন্য আশা হল।

'মেহমানদের জাগাও,' সে বলল, 'পানিপুনি দাও। এখন খাওয়ার সময়।'

ফ্রোডো বসে হাই তুলতে তুলতে শরীরের আড় ভাঙ্গতে থাকল। শ্যাম হাতে বেসিন নিয়ে উবু হয়ে থাকা আকাশ চুম্বী লোকটার দিকে অবাক চোখে তাকালো।

'যদি চাও তো এটা মটিতে রাখি, মাষ্টার।' সে বলল, 'তোমার, আমার দু'জনের জন্য ভাল হয়।' অতঃপর দানবটিকে অবাক করে দিয়ে শ্যাম পানির মধ্যে ঘাড় পর্যন্ত মাথা ঠেলে দিয়ে ধোয়া মোছার পর্ব সেরে নিল।

'নৈশভোজের আগে এভাবে ধোয়ামোছা করা কি তোমাদের দেশের রীতি?' লোক কোমর সমকোণে বাঁকিয়ে বলল।

'না, নাস্তার আগে,' শ্যাম বলল। 'কিন্তু শুকনো লেটুস পাতার উপরের পানির ন্যায় ঘাড়টা ভেজানোর মত ঠাণ্ডা পানির যদি অভাব পড়ে থাকে...। তবে! সামান্য একটু খাবার জন্য আমি অসামান্য কাল জেগে থাকতে পারি।'

ফ্রামিরের পাশে তাদেরকে বসতে দেয়া হল ঃ তাদের সুবিধার জন্য তাদেরকে চামড়া আবৃত ব্যারেলের উপরকার বেঞ্চের পর রাখা হল। ভোজ শুরুর আগে ফ্রামির এবং তার সব সাঙ্গপাঙ্গ নিরবতার ভঙ্গিতে পশ্চিম দিকে ফিরলো। ফ্রামির ফ্রোডো ও শ্যামকে এ ভঙ্গিতে শরিক হবার ইঙ্গিত দিল।

বসতে বসতে সে বলল–আমরা সদা এরকম করে থাকি। তাকিয়ে থাকি নিউমেনবের দিকে যার অবস্থান এলডেনহামের অনেক উর্ধ্বে ছিল, আছে এব জনমভর থাকবেও। তোমাদের এমন কোন প্রথা নেই কি?' অশিক্ষিত, গেঁয়োর অনুভূতি নিয়ে ফ্রোডো বসল–না; তবে যদি কিনা আমরা মেহমান হই, তাহলে আপ্যায়নকারীকে আমরা সেলাম টুকি, এবং খাওয়া শেষে তাকে ধন্যবাদ জানাই।

ফ্রামির বলল–আমরাও তা করি।

দীর্ঘভ্রমণে শিবিরবাসের পর নির্জরপুরীতে দিনের পর দিন কাটানোর পর হবিটদের কাছে সন্ধ্যের খাবার আর খাবার থাকলো না, তা হয়ে গেলো এক ভুরিভোজ ঃ পান করার হলুদ মদ যা খুব হিমশীতল আর সুগন্ধীময় রুটি, মাখন, জারিত মাংস, শুকনো ফল, তরতাজা লোহিত পনির আর থালাবাসন, ছুরি ও পরিবেশনের হাতগুলো ঝকঝকা কতকতা। ফ্রেডো ও শ্যামের কোন কিছুতে আপত্তি ছিল না। তৃতীয় কারো সাধাসাধি ছাড়াই তারা গোগ্রাসে খেয়ে চলল–গপাগফ, খপাখফ। মদ তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিরায় উপশিরায় ঢুকে পড়ে দেহে অবিশ্বাস্য তাকদ পয়দা করলো। লরিয়েন ছাড়ার পর এ কিসিমের বল–শক্তি তারা আর একবারও টের পায়নি।

সবশেষে ফ্রামির তাদেরকে গুহার পেছনের এক আশ্রয়ে নিয়ে গেলো, পর্দা দিয়ে আংশিক ঘেরা। একটা চেয়ার ও দুটো চৌকি সেখানে নেয়া হল, কুলুঙ্গিতে মাটির এক ছোট ল্যাম্প।

'বোধ করি তোমরা সত্ত্বর ঘুমোতে চাও,' সে বলল, 'এবং বিশেষ করে শ্যামপন্ডিত যে কিনা খাওয়ার আগে চোখ বুজতে পারতো না–জানি না, সেটা তার রাক্ষুসে ক্ষুধা নিবারণ না হবার আশংকায় নাকি আমার ভয়ে। তবে আমাদের খাবার খেয়ে তড়িঘড়ি ঘুমপড়া চারত্তিখানি কথা না। কিছুক্ষণ গল্প করা যাক। রিভেন্ডেল থেকে তোমাদের অভিযান পথে আলবৎ বহুকিছু ঘটেছে। এবং তোমরাও সম্ভবত আমাদের সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, জানতে চাও আমাদের দেশকে যেখানে এখন আছো। আমার ভাই এর বিষয়ে বলো এব বলো প্রবীণ মিথ্রান্ডিরের কথা। আরো জানতে চাই লথলরিয়েনের সদাশয় জনমানব নিয়ে।

ফ্রোডো আর নিদ্রাতুর দশা অনুভব করছে না, গল্পের দিকে পা বাড়াতে উদ্যত। যদিও খাদ্য-পানীয় তার স্বাভাবিক অবস্থাকে বিতাড়িত করেছে, তবু সে তার সকল সতর্কতাকে কোরবানি করেনি। শ্যাম আপনমনে গুণগুণ করছিল। ফ্রোডোর কথার সময় কিন্তু প্রস্তুতি গ্রহণ করলো, শুনতে সম্মত হবার এক বিস্ময়বোধক ইঙ্গিত প্রকাশ করলো।

ফ্রোডো অনেক কথা বলল। তবে সে কাফেলার অভীষ্ট লক্ষ এব রিংটি নিয়ে দূরত্ব

বজায় রেখে চলল। গল্পে অধিকাংশ সময় সে ব্রোমিরের দুঃসাহসিক কান্ডকারখানা, বন্য প্রান্তরের নেকড়ে, কারধরাসের তুষারপাত এবং মারিয়ার খনিগর্তে গ্যান্ডালফের পতনের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিল। ফ্রামির সেতুর যুদ্ধকথায় অসম্ভব আন্দলিত হল।

'অর্কদের কাছ থেকে পালানোর ব্যাপারে নিশ্চয়ই ব্রোমির খুব বিরক্ত ছিল,' সে বলল, 'অথবা যে হিংস্র ব্যালরগের কথা তুমি বলছো–তার ব্যাপারেও– যদিও সে সবার পেছনে ছিল।'

'সবার পেছনে,' ফ্রোডো বলল, 'কিন্তু আমাদের পরিচালনার ক্ষেত্রে এ্যারাগর্ণ আদ্দিষ্ট ছিলো। গ্যান্ডালফের পতনের পর পথের খবর একমাত্র সে-ই জানত। তবে আমাদেরকে তদারক করার কম লোক ছিল না। আমি ভাবি না যে ব্রোমির বা এ্যারাগর্ণ-কেউই পালাত'

' বোধ করি, মিথ্রান্ডিরের সাথে পতিত হলে ব্রোমিরের ভাল হতো,' ফ্রামির বলল, 'এবং অপেক্ষায় থাকা রাউরাসের নিয়তি তাকে গ্রাস করতো না।'

'হয়তবা। এখন তোমাদের কথা শুনি,' ফ্রোডো বলল, প্রসঙ্গ অন্যদিকে নেবার জন্য। কারণ আমি মিনাসইথিল, অসগ্লিয়াথ, এবং বহুকাল টিকে থাকা মিনাসট্রিথ-এর কথা শুনতে চাই। তোমাদের দীর্ঘ যুদ্ধে ওই শহর নিয়ে কী আশা কর?'

'কি আশা করি?' ফ্রামির বলল।' আমাদের আশা ভরসার অনেকদিন গেলো। ইলেন্ডিলের অসি, যদি সত্যি তা ফিরে আসে, পুনর্বার আশা জাগাতে পারে, তবে আমি মনে করি না যে এটা দুর্দিনের কফিনে পেরেক ঠুকার অধিক অধিক কিছু করবে, যদি না এলফ কিংবা মেনদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত কোন সহযোগিতা আসে। কারণ, শত্রুরা বাড়ছে আর আমরা কমছি। আমরা ব্যর্থ জনতা, আবেদনহীন শরতের সামিল।

নিউমেনরের মেনরা সমুদ্রমুখী মহাভূখন্ড (Great Land) এবং সমুদ্রতীরে বসতি গড়েছিল, তাদের অধিকাংশ শয়তানি আর বোকামীর জালে ফেঁসে গেলো। অনেকেই অন্ধকার আর অন্ধকার শৈলীর মোহে প্রেমপাগল হলো; কিছু কিছু অলসতা ও গড্ডালিকা প্রবাহে সমর্পিত হলো, এবং কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি লাগিয়ে বসলো। এ ধুন্ধুমার কারবার চলল ততক্ষণ, যতক্ষণ না তারা দুর্বল মুহূর্তে বন্যমানুষ কর্তৃক বিজিত হল।

'কোন খবর নেই যে গন্ডরে কখনো কু-কর্ম অনুশীলন করা হতো, বা অনামিকা কাউকে (Nameless One সাউরান) সেখানে সম্মান দেখানো হতো; এবং ওয়েস্ট থেকে প্রকাশ পাওয়া পুরোন প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য ইলেন্ডিল দ্য ফেয়ারের উত্তরসুরীর রাজ্যে বহুকাল টিকে গেল এবং তা আজোবধি অস্তিত্ব মান। এতসব সত্ত্বেও গন্ডরই তার ধ্বংস দাওয়াত করে আনলো। গন্ডর পড়লো একটু একটু করে অন্ধ ভালোবাসায়, মনে করলো এনিমি ঘুমিয়ে রয়েছে, যদিও সে কেবল নির্বাসিত অবস্থায় ছিল, ধ্বংসস্তূপের সামগ্রী না।

'মৃত্যুর উপস্থিতি ছিল সার্বক্ষণিক। কারণ, নিউমেরনবাসীদের সাবেক রাজত্বকালের খাসলত ঘুচলো না। তারা অন্তহীন জীবনের জন্য আকুল প্রার্থনা চালিয়ে গেলো। রাজারা থাকার ঘর থেকে উপাসনা মন্দিরকে আরো জমকালো করতে লাগল। স্বীয় পুত্রদের চেয়ে বংশের পুরোন নামগুলোকে বড় বেশি হিসেবে আনতে থাকলো। নিঃসন্তান লর্ডরা প্রৌঢ় হলঘরে বসে দুতালিপনা নিয়ে ধ্যানমগ্ন হলো; গোপন কক্ষের জীর্ণশীর্ণ লোকেরা অমোঘ

ওষুধ তৈরি কর্মে নিযুক্ত হলো, কিংবা সুউচ্চ নিস্তেজ টাওয়ারে বসে চাঁদ-তারা গুনে তিথি-লগ্নের প্রশ্নে মশগুল হয়ে পড়লো। এবং এ্যানারিয়ন বংশের শেষ রাজার গালে পানি দেবার জন্যও কোন উত্তরাধিকারী রইল না।

'তবে দেওয়ানরা ছিল অধিক চতুর ও ভাগ্যবান! ভাগ্যবান, কারণ, তারা আমাদের জনবল গাদা করেছিল সমুদ্র উপকূলের এবং ইরেদানিম্রাইজের গাট্টাগোট্টা পর্ব তারোহীদের নিয়ে। এবং তারা সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছিল নর্থের উদ্ধত জনতার সাথে- যারা আমাদেরকে হরহামেশা আক্রমণ করতো। তারা নিষ্ঠুর বীরত্বপূর্ণ, কিন্তু আমাদের দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি। বন্য (ইস্টারলিং (Easterling) কিংবা হিংস্র হারাদ্রিমের (Hardrim) মতো তারা না।

'সুতরাং, ক্রিয়নদ্য টুয়েলফথ্ স্টুয়ার্ডের জামানায় (কিন্তু আমার জনক ষষ্ঠ এবং কুড়ি নম্বর) তারা আমাদের সাহায্যে এগোল। এবং সেলিব্রান্টের মহা যুদ্ধক্ষেত্রে (The great Field of Celebrant) তারা দূর করে দিল শত্রুদের যারা আমাদের উত্তর প্রদেশসমূহ দখল করে নিয়েছিল। এগুলো রোহিরিম যেমন আমরা বলে থাকি অশ্ব-প্রভূ (masters of horses), এবং সেগুলোকে আমরা দ্য ফিল্ড অব ক্যালেন-াধন কাছে সমর্পণ করেছিলাম। তখন ওগুলোর নাম রোহান। কারণ, ওই প্রদেশগুলো বহুকাল হালকা বসতিপূর্ণ ছিল। এবং তারা আমাদের মিত্র হলো, এবং প্রয়োজনে সাহায্যের ইতি বাড়িয়ে আমাদের সততবন্ধু হয়ে আছে। গ্যাপ অব রোহান এবং উত্তরাঞ্চলের সীমান্তগুলো তদারকি করে।

'আমাদের লোককথা ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা শিখে নিয়েছে, এবং তাদের লর্ডরা দরকারে আমাদের ভাষায় কথা বলে; তবে অধিকাংশ সময় তারা তাদের বাপ-দাদার স্মৃতি বয়ে চলে, এবং তারা নিজেদের মধ্যে উত্তরাঞ্চলীয় ভাষা বিনিময় করে থাকে। আর আমরা ভালবাসি তাদেরকে ঃ দীর্ঘদেহী মানব ও সুন্দরী মানবি, উভয়ে একই প্রকৃতির সাহসী, সোনালী কেশি, উজ্জ্বল দৃষ্টিসম্পন্ন এবং ভারি বলিষ্ঠ; তারা মেনদের যৌবনকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মেনরা পুরাকালে (Elderdays) এমন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, লোককথার পন্ডিতদের বরাতে কথিত আছে যে, আদিকাল থেকে তাদের সাথে আমাদের বৈবাহিক কুটুম্বিতা আছে। কথিত আছে যে, তারা এসেছে ওই থ্রি হাউজেস অব মেন (Three Houses of Men) থেকে, যেমনটি প্রথম প্রথম নিউমেনরদের বেলায় ঘটেছিল; তারা আসেনি স্বর্ণকেশী হৃদয়ের (Nador the Golden haired) কাছ থেকে, এমনকি তার কোন উত্তর পুরুষ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এবং সাগর ডিঙ্গিয়ে পশ্চিমে যাওয়া কোন লোকের কাছ থেকেও না। মনে হয় হাদর এলফফ্রেন্ড।

'কারণ, আমাদের লোককাহিনীতে নিউমেনোরিয়নদেরকে এরকমই হিসেব করি, তাদেরকে বলি হাইমেন (High Men), দ্য মেন অব দ্য ওয়েস্ট যারা নিউমেনোরিয়ন ছিল, এবং মিডল পিপল (Middle people), মেন অব দ্য টুইলাইট (Twilight), যেমন রোহিরিম এবং তাদের জ্ঞাতরা যারা আজো দূল নর্থে বাস করে; এবং দ্য ওয়াইল্ড, অন্ধকারের মেন (Men of the Darkness)।

'তবু এখনো যদি রোহিরিম জাতি কোন কায়দায় আমাদের মতো বেড়ে যায়, তবে শিল্পকলা আর সভ্যতায় সমৃদ্ধ হয়ে আমরাও তাদের সাথে তাল মেলাতে পারতাম, এবং হাই উপাধি দাবি করতে পারতাম না বললেই চলে। আমরা টুইলাইটের মাধম মেন (Middle Men), কিন্তু স্মৃতি বহন করি অন্য কিছুর। কারণ, রোহিরিমদের মতো আমরা এখন যুদ্ধ ও বাহাদুরিকে খেলনার মতো পিয়ার করি, উভয়টি হচ্ছে খেলা এব চরম পরিণতি; এবং যদিও আমরা এখনো ভাবি যে শুধু হাতিয়ার এবং অস্ত্রবিদ্যা থেকে একজন যোদ্ধার অধিক দক্ষতা ও জ্ঞান থাকা জরুরী। এ এখন সময়ের দাবি। আমার ভ্রাতা ব্রোমির এরকমই ছিল ঃ শৌর্যবান ব্যক্তিত্ব, আর শৌর্যের কারণেই তাকে গন্ডরের সন্তান গণ্য করা হতো। সত্যিই সে ভয়ানক সাহসী ঃ বহু বছর ধরে এমন পরিশ্রমী উত্তরাধিকারী গন্ডরে আর একটা ছিল না, অতএব আমরা যুদ্ধের পথে আছি, কিংবা গ্রেট হলে (Great Horn—শিঙা) কলজেভেদী সুর তুলে এগোচ্ছি।' ফ্রামির বুক হালকা করা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো।

'স্যার, আপনার গল্পে এলফ বিষয়ে যথেষ্ট কিছু আসেনি,' শ্যাম বলল। অকস্মাৎ যেন সে সাহস আমদানি করে ফেলেছে। তবে সে লক্ষ করেছে যে ফ্রামির শ্রদ্ধার সাথে এলফদের কথা উল্লেখ করেছে, এমনকি তা করেছে সে তার সৌজন্যের সীমা লংঘন করে। এবং তার খাদ্য পানীয় শ্যামের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে এবং তার সন্দেহকে নিস্তব্ধ করেছে।

সত্যিকারভাবে আসেনি, মাস্টার শ্যামপন্ডিত,' ফ্রামির বলল, 'কারণ আমি এলফ কাহিনীর বিশেষজ্ঞ নই। তবে তুমি অন্য বিষয়ে আলোকপাত করতে পার যেখানে আমরা পরিবর্তিত এবং অবনমিত, অন্তত নিউমেনর থেকে মিডল আর্থের মধ্যবর্তী পার্থক্যের মতো। কারণ তুমি জানতে পার, যদি তুমি মিথ্রান্ডিরের সঙ্গী হয়ে থাক কিংবা এলরন্ডের সাথে কথা বলে থাক–তা হলে শুনে রাখ- দ্য ইডেন, নিউমেনোরিয়নদের জনকেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এলফদের পাশে থেকে লড়াই চালিয়েছিল, এবং তারা পুরস্কৃত হয়েছিল এলভেনহোম শোভিত, সমুদ্রবেষ্টিত রাজ্য কর্তৃক। কিন্তু মধ্যবিশ্বে মেন এবং এলফরা অন্ধকার জামনায় এনিমির কলাকৌশল এবং সময়ের মন্থর পরিবর্তের সাথে সালীবিহীন যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। মেনরা এখন এলফদেরকে দুর্বোধ্য সন্দেহ করে, এবং এমনকি তাদের বিষয়ে কমই খবর রাখে। আর আমরা গন্ডরবাসী বেড়ে উঠছি অন্য মেনদের মতো, রোহানের মেনদের মতো; তারা ডার্কলর্ডের শত্রু, তথাপি এলফদের পরিত্যাগ করে ভীতির সাথে স্বর্ণকুঞ্জের গল্প করে।

'তবু আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যে সুযোগ পেলে এলফদের সাথে লিঁয়াজো রাখে, এবং মাঝে মধ্যে চুপিচুপি লরিয়েনে চলে যায় এবং কদাচিৎ ফিরে আসে। আমি তা করি না। কারণ, আমার গাণিতিক হিসেবে মনে হয়; আদিকালের মরণশীল মানবের (Elder People) সাথে স্বেচ্ছায় লেনদেন রাখা বিপজ্জনকই বটে। এমনকি হোয়াইট লেডিকে নিয়ে কথা বলায় আমি তোমাকে রীতিমতো ঈর্ষা করি।'

'দ্য লেডি অব লরিয়েন! গ্লাড্রিয়েল!' শ্যাম চিৎকার দিলো। 'সাক্ষাৎ করা উচিত, সত্যি স্যার, তার সাথে আপনার সাক্ষাৎ করা উচিত। আমি সামান্য একজন হবিট, দেশে

বাগানের কাজ করি। জানি না স্যার, আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন কিনা, এবং আমি ছড়া কবিতায় সুপটু না- এসব রচনায় কোন দক্ষতাও নেই। আপনি জানেন তো মাঝে মধ্যে লেজ–মাথা বাদ দিয়ে হাস্যকর কায়দায় কিছু কিছু আওড়াই। কিন্তু সেসব তো আর নিখাঁদ কবিতা না সুতরাং, বুকের কথা মুখে বলতে পারলাম না। এসব গানের সুরে বলা উচিত। আপনার দেখা হওয়া উচিত ছিল স্ট্রাইডারের সাথে, যে কিনা এ্যারাগর্ণ, অথবা বিলবোর সাথে। আজ যদি আমি লেডিকে নিয়ে গান বাঁধতে পারতাম! সে যে কি রমণীয় স্যার! বিদিক সুন্দরী। মাঝে মাঝে ফুলে ভরা মহাবৃক্ষের মতো, আবার কখনো সে সাদা ড্যাফোডিলের মতো, কৃষ্ণকায়। ডায়মন্ডের ন্যায় কঠিন, জোছনার মতো কোমল। আবার, সূর্যালোকের মতো উত্তপ্ত কিন্তু বরফের ন্যায় শীতল। তুষার পাহাড়ের মতো উদ্ধত ও দুর্বোধ্য, ঋতুরাজে চুলের খোঁপায় ডেইজি ফুল গোঁজা কোন ছুঁড়িকে এত উৎফুল্ল আমি আর একবার দেখিনি। কিন্তু এ হলো নিছক ধারা বর্ণনা, কতক বাজে কথা, এবং সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার গুণপনার বাইরে।'

'তাহলে সত্যিই সে নিরেট সুন্দরী হবে,' ফ্রামির বলল 'ভয়ানক সুন্দরী হবে।'

'আমি ভয়ানকভাবে বলে কিছু বুঝিনে,' শ্যাম বলল। 'আমার যা মনে হয় তা হলো, লোকে লরিয়েনে ভয়ানক কিছু সাথে করে নিয়ে যায়, এবং সেখানে গিয়ে তা দেখে, কারণ এটা সে-ই সঙ্গে বয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আপনি বোধ হয় তাকেই ভয়ানক ভাবতে পারেন, কারণ সে নিজের দিক থেকে সাংঘাতিক শক্তিশালী। আপনি, আপনি তাঁর সাথে ধাক্কা খেয়ে সেরকম হয়ে যেতে পারেন যেমনটি পাহাড়ের গায়ে আছাড় লেগে কোন জাহাজের বেলায় ঘটে থাকে। কিংবা একজন হবিট যেমন নদীতে হাবুডুবু খায়। তেমনও খেতে পারেন। তবে নদী বা পাহাড় কারুরই দোষারোপ করা যাবে না। এখন ব্রো' সে থামল এবং তার মুখদেশ রাঙা মেরে গেলো।

'হ্যাঁ! এখন ব্রোমির কী বললে?' ব্রমির বলল। কী বললে তুমি সঙ্গে করে বিপদ নিয়ে গিয়েছিল কী?'

'ইয়েস স্যার, ক্ষমা করবেন, এবং আপনার ভ্রাতা একজন ভালো মানুষ ছিল, যদি আমার এটা বলার অধিকার থাকে। কিন্তু আপনি বরাবরই আশাবাদী কাজের কথায় আসি, ব্রোমিরকে আমি দেখেছি এবং তার কথা শুনেছি। মনিবের দিকে নজর রাখতে রিভেন্ডিল থেকে সমস্ত পথ তার কথা শুনেছি এবং তাকে কোন ক্ষতি করার কথা চিন্তাও করিনি। তবে আমি যা আগেভাগে ভেবে রেখেছিলাম, ব্রোমির তা-ই লরিয়েলে পেয়েছিল, যা সে কামনা করেছিল। সে দেখামাত্রই এনিমির রিংটির পেছনে লেগে থাকলো!'

'শ্যা-া-া-ম!' ফ্রোডো হতবিহ্বল হয়ে চিৎকার দিল। সে কিছুক্ষণের জন্য গভীর ভাবনায় ডুবে গেল, এবং অকস্মাৎ চেতন জগতে ফিরলো।

'রক্ষা করুন!' শ্যাম ফ্যাকাশে হয়ে বলল, এবং তারপর হয়ে গেল টকটকে লাল। 'আমি আবার সেই গর্তে পা দিলাম। একবার হাঁ করলে তুমি মুখে ঠ্যাং ভরে দিয়ে রেখ গ্যাফার আমাকে বলত এবং ঠিকই বলত। হায়রে ড্যাড, আমার ড্যাড!

'এখন এদিকে তাকান, স্যার!' সাহস যোগাড় করে শ্যাম ফ্রামিরের দিকে ফিরে বলল। 'আমার মনিবের কাছ থেকে অযথা কোন সুবিধে নেবেন না–তার চাকর একজন

বোকার থেকে অধিক কিছু না। আগাগোড়া আপনি চমৎকার বলেছেন, এলফ এবং আনুষঙ্গিক কথা নিয়ে আমাকে দূরে দূরে রেখেছেন। কিন্তু গুণিজনে যা করে তা–সবই সুন্দর। আপনার প্রজ্ঞা প্রদর্শনের এটাই উপযুক্ত সময়।'

'তাই মনে হচ্ছে,' ফ্রামির বলল, ধীর এবং কোমল স্বরে, ঠেঁটে অদ্ভুত, মৃদু হাসি। 'তাহলে এ হচ্ছে সকল ধাঁধার এক কথায় জবাব! সেই রিংটি যা দুনিয়া থেকে বিদেয় হয়েছে মনে করা হতো। আর ব্রোমির কিনা সেটা বলপূর্বক নেবার প্রয়াস চালিয়েছিল? এবং তোমরা পালিয়েছিলে? আর রাজ্যের পথ ছুটে এসে–আমার কাছে! এবং তোমাদের পেলাম এই অরণ্যে ঃ দুই হাফলিং এবং আমার ডাকে একদল জনতা, ও রিংগুলোর চালক রিং। সৌভাগ্যের চমৎকার এক পরশ! যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য গত্তরের ক্যাপ্টেন ফ্রামিরের জন্য এক সুযোগ! হা হা!' সে উঠে দাঁড়ালো, সুদীর্ঘ–রুক্ষ, ধূসর চোখে ফুলকি ছুটছে।

ফ্রোডো ও শ্যাম তিড়িং করে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পাশাপাশি অবস্থান নিল, তলোয়ারের বাট হাতড়াতে লাগল। এক পশলা নিরবতা। কথা থামিয়ে গুহার সবাই বিস্ময়ে এ দুজনের দিকে তাকালো। কিন্তু ফ্রামির আবার চেয়ারে ফিরে গিয়ে শান্ত মেজাজে হাসতে আরম্ভ করলো। অতঃপর আচমকা গম্ভীর হলো।

'হায়রে ব্রোমির! কি নির্মম পরিহাস!' সে বলল, 'আমার দুঃখ বাড়ালে, দূরদেশের তোমরা দু'জন অচেনা ভ্রমণচারী! মেনদের বিপদ বয়ে আনলে! তবে হাফলিংদের আমরা যতটা জান, তোমরা মেনদের তদপেক্ষা কমই জান। আমরা গন্ডরবাসী সত্যরে ভালোবাসি, সত্যভাষিণী। আমরা কদাচিৎ দর্প করি, তারপর কাজ করি, অথবা চেষ্টা করে মারা পড়ি। হাইওয়েতে পেলেও এটা আমি নিতাম না আমি বলেছিলাম। এমনকি যদিও এ বিষয়ে পরিষ্কার কোন ধারণা আমার ছিল না, তবু এটার প্রতি লালসা থাকা সত্ত্বেও আমি ও কথাগুলোকে প্রতিজ্ঞা জ্ঞান করে বহাল রাখতাম।

'কিন্তু আমি তেমন লোক নই। বা, বিপদে পড়লে যে কেউ পালাতে পারে–এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিসাধ্যি আমার আছে! স্বচ্ছন্দে বসো। এবং স্থির হও, শ্যাম পন্ডিত। মনে হচ্ছে, তুমি মুখ থুবড়ে পড়বে। আরে ভাবো না একবার এটাই নিয়তিতে ছিলো। তোমার অন্তর যেমন চতুর তেমন বিশ্বাসপূর্ণ। চোখের থেকেই তোমার অন্তরই বেশি দেখে। যদিও ঘটনা অদ্ভুত মনে হচ্ছে, তথাপি আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়াটা নিরাপদ হয়েছে। এটা তোমার মনিবকে সাহায্য করতে পারে। এটা তাকে মঙ্গলের দিকে টেনে নেবে, যদি এটাতে শক্তি থেকে থাকে। সুতরাং শান্ত হও। তবে জোরেসোরে এটার নাম উচ্চারণ করো না। একবারই ঢের হয়েছে।

হবিটরা তাদের আসনে ফিরে এসে সুবোধ বালকের মতো বসলো। অপর লোকেরা তাদের খানাপিনা পানীয় এবং কথাবার্তার দিকে ফের মনোনিবেশ করলো। ভাবলো যে ক্ষুদে মেহমানদের সাথে তারেদ ক্যাপ্টেনেরা কিছু খোশালাপ হবে।

'বহুত আচ্ছা, এখন তাহলে আমরা একে অপরকে বুঝলাম, ফ্রোডো' ফ্রামির বলল। 'যদি তোমরা অপরের কথায় অনিচ্ছায় এটা বহনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে থাক, তবে তোমাদের জন্য আমার দয়া ও সম্মান দুটোই আছে। তোমরা এটা লুকিয়ে রেখেছ,

ব্যবহার করোনি, অবাক হচ্ছি আমি। তোমরা আমার কাছে নতুন মানব, নতুন দুনিয়া। তোমাদের সবাই কি এরকম? তোমাদের দেশ অবশ্যই সুখ-শান্তির রাজ্য হবে। নিশ্চয়ই সেখানে মালিদের জন্য রয়েছে অশেষ সম্মান।'

'সবাই সেখানে ভালো না,' ফ্রোডো বলল, 'তবে মালিদেরকে ফুল-চন্দন দেয়া হয়।'

'তবে জনগণ নিশ্চয়ই ক্লান্ত, এমনকি তাদের বাগানেও তারা ক্লান্ত থাকে যেমনটি সূর্যের নিচেই সবকিছুতে থাকে। আর তোমরা অনেক দূর থেকে এসেছ, ভ্রমণক্লান্ত। আজ রাতে আর না। পারলে তোমরা শান্তিতে ঘুমাও। ভয় নেই! আমি এটা দেখতে, ছুঁতে বা জানার থেকে বেশি জানতে চাইনে, পাছে দৈবক্রমে বিপদ আমাকে আচ্ছন্ন করে তোমাদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়। কি বলো ড্রাগোপুত্র ফ্রোডো? যাও রেষ্ট নাও–তবে ইচ্ছে হলে কেবল একটা কথার জবাব দিতে পার–কোথায় যাবে, কি করবে। কারণ, আমি অবশ্যই নজর রাখবো, অপেক্ষায় থাকব এবং ভাবব। সময় যাচ্ছে। ভোরে অবশ্যই সুনির্ধারিত পথে বেরোতে হবে।'

কেটে যাওয়া ভীতির প্রথম শকে ফ্রোডো কম্পন অনুভব করলো। এখন সে বড্ড ক্লান্তি ভারাক্রান্ত হলো যেন একরাশ মেঘ মাথার পরে চেপে বসেছে। সে আর মনোবাঞ্ছা গোপন করতে পারলো না। নিজেকে ধরে রাখতে অক্ষম।

'আমি মর্ডরের পথ খুঁজে ফিরছিলাম,' সে ক্ষীণস্বরে বলল।' আমি গর্গরথে যাচ্ছিলাম। অবশ্যই আমি মাউন্টেন অব ফায়ার খুঁজবো এবং রিংটি ধ্বংস-সাগরে (Doom) নিক্ষেপ করবো। গ্যান্ডালফ এরকম বলেছিল। মনে হয় না আমি কখনো সেখানে পৌঁছাব।'

গম্ভীর বিস্ময়ের সাথে ফ্রামির এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। অকস্মাৎ কম্পনরত ফ্রোডোকে আলতো ছোঁয়ায় তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল, এবং গরম কাপড়ে ঢাকলো। তৎক্ষণাত সে ঘুমিয়ে পড়লো।

পাশে তার চাকরের জন্য অন্য একটা বেড ছিল। শ্যাম কিয়ৎক্ষণ দ্বিধান্বিত ছিল, তারপর শির অতি নত করে বলল–শুভরাত, ক্যাপ্টেন, মাই লর্ড। সুযোগটা আপনি নিলেন, স্যার।'

'নিয়েছি কি?' ফ্রামির বলল।

'হ্যার স্যার, এবং আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন ঃ খুব উঁচুদরের যোগ্যতা।'

ফ্রামির মৃদু হাসলো। 'মাস্টার শ্যামপন্ডিত এক দুষ্টু মার্কা চাকর। তবে শুধু তাই না ঃ সর্বোপরি প্রশংসার দাবিদার থেকে অধিক প্রশংসা লাভের যোগ্য এবং এটাই তার উপঢৌকন। প্রশংসা ছাড়া যুৎসই আর কোন ইনাম এখানে নেই। আমি যা করেছি তার বেশি কোন চাওয়া-পাওয়া আমার ছিলো না।'

'ওহ কি মজা, স্যার,' শ্যাম বলল, 'আপনি বলেছিলেন আমার মনিবের একটা এলভিস চাল-চলন আছে; এবং সে কথা উত্তম এবং বেলকুল ঠিক ছিল। কিন্তু আমি বলতে পারি ঃ আপনার এমন এক কায়দা–কানুন আছে যা আমাকে–আ-আ-আমাকে গ্যা–গ্যান্ডালথা, যাদু-যাদুকরের কথা মনে করিয়ে দেয়।'

'হয়ত বা,' ফ্রামির বলল। 'বোধকরি, দূর থেকে তুমি নিউমেনরের আদব-কায়দা অনুধাবন করতে পার। শুভ রাত!'

অধ্যায় সতের

নিষিদ্ধ নদী

ফ্রোডো জেগে দেখলো ফ্রামির তার উপর উবু হয়ে আছে। এক সেকেন্ডের জন্য পুরোন ভীতি তাকে গ্রাস করলো। সে বসে পড়ে গুটিসুটি মেরে গেলো।

'ভয়ের কিছু নেই,' ফ্রামির বলল।

'ভোর হল কি?' ফ্রোডো হাই তুলে বলল।

'এখনো না, তবে রাত শেষ হয়ে আসছে, পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত যাবার পথে। তুমি কি এসে দেখবে? আরা এক কাজ আছে যে ব্যাপারে তোমার পরামর্শ দরকার। তোমাকে জাগিয়ে আমি দুঃখিত, কিন্তু তুমি যাবে বাইরে?'

'যাব,' বলল ফ্রোডো, কম্পমান হস্তে গতরের ওপর থেকে কম্বল ও চর্ম-বস্ত্র অপসারণ করলো। অগ্নিহীন গুহায় ঠান্ডা আবহাওয়া অনুভূত হলো। নিস্তব্ধতার মধ্যে পানির কলকল ধ্বনি শোনা গেলো। আলখিল্লাটা পরিধান করে ফ্রামিরকে সে অনুসরণ করলো।

সহজাত অভ্যাস মোতাবেক শ্যাম আকস্মিকভাবে জাগলো। দেখলো তার মনিবের বেড খালি। তারপর লাফ মেরে উঠে গেল। দেখতে পেল দুটো অন্ধকার মূর্তি; ফ্রোডো এবং আর একটা কে যেন, বিবর্ণ শুভ্র আলোয় ভরা আচ্ছাদিত এক পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সে তাদেরকে ঝটপট অনুসরণ করলো। দেয়ালের গা ঘেসে ম্যাট্রেসে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে অতিক্রম করে গেলো। গুহামুখ পেরোবার সময় সে দেখল যে পর্দাটা সিল্ক, মুক্ত এবং রুপালী সূতার, ঝকমকা এক আব্রুঃ জমাট বাঁধা তুষারসম চন্দ্রালোকে বিদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে সায়ের গাইবার জন্য সে দাঁড়াল না, এবং ও একপাশে ঘুরে সরু দ্বারপথ ধরে মনিবকে অনুসরণ করলো।

প্রথমে তারা গেলো এক তিমিরাচ্ছন্ন পথে, অতঃপর কতক ভেজা সোপান বেয়ে উপরে উঠলো। এভাবে পাথরে গড়া একটা ছোট সমতলে আসলো; ফ্যাকাশে আকাশের ফ্যাকাশে আলোয় প্রজ্জ্বলিত। এখান থেকে দুটো সোপানশ্রেণী গমন করেছে ঃ একটা মনে হলো নদীর উঁচু বাঁধে গিয়ে ঠেকেছে এবং আর একটা দূর-বাক নিয়ে বামে চলে গেছে। এটা ধরেই তারা চলল। এ যেন চূড়াগামী পথের ন্যায় এঁকেবেঁকে চলেছে।

পরিশেষে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে তারা চারদিকে তাকালো। এখন তারা বেষ্টনিহীন এক পাথুরে সমভূমিতে। তাদের ডানে, পূর্বপাশে অবিরাম এক স্রোত যা অসংখ্য চত্বরের উপর দিয়ে ছলাৎছলাৎ বয়ে গিয়ে খাড়া এক জলপথে ঢেলে পড়ছে। মসৃণ পাথরের চ্যানেল দিয়ে ফণা তোলা বন্য কালো স্রোত–এঁকেবেঁকে–দুর্মর গতিতে ঠিক তাদের বামপাশে কোথাও ঝপাংঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিনারায় দন্ডায়মান এক লোক স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

ফ্রোডো ঢেউ এর উঠানামা দেখার জন্য ফিরল। তারপর চোখ তুলে দূরে অপলক তাকালো। ধরিত্রী নিস্তব্ধ হিমেল,যেন ভোরের লগ্ন আসন্ন। দূর পশ্চিমে পূর্ণিমার গোলাকার, সাদা চাঁদ ডুবুডুবু। নিচের মহা উপত্যকায় পান্ডুর কুহেলিকা ছল ছল করে বেড়াচ্ছে ঃ রুপালী বাষ্পের এক বিশাল উপসাগর। কুয়াশা বাষ্পতলে আন্দুইনের রাতের কনকনে জলধারা কুন্ডলী পাকিয়ে ঝাপিয়ে চলেছে। অদূরের নিকষ কালো অন্ধকারকে মরিচীকারৎ মনে হলো এবং এর মধ্যে ইতিউতি চমকে উঠছিল গন্ডর রাজ্যের হোয়াইট মাউন্টেনের ইরেদ নিম্রাইজের চূড়াগুলো ঃ হিমশীতল, তীক্ষ্ণ, দূরবর্তী এবং প্রেতাত্মার দাঁতের টুপি পরা। ন্যায় শুভ্র। এ চূড়া চিরবিরাজমান তুষারের।

উঁচু পাথরের ওপর ফ্রোডো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো এবং তার নখ থেকে চুল পর্যন্ত এক প্রস্থ কম্পন খেলে গেলো। ভাবছিলো তারা পুরোন সাথীরা এ অন্ধকার ভূমিতে চলমান বা ঘুমন্ত বা কুয়াশা সমাধিতে লাশ অবস্থায় আছে কিনা। ভাবনা তাড়ানো ঘুম থেকে তুলে কেন তাকে এখানে আনা হলো?

একই প্রশ্নের জবাব পেতে শ্যাম ব্যাকুল হলো। সে যেন মনিবের উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল ঃ 'মিঃ ফ্রোডো, সন্দেহ নেই এ এক অপূর্ব দৃশ্য। তবে কলজে জমিয়ে দেয়া ঠাণ্ডা, হাড্ডির কথা নাইবা বল্লাম! এ কী হচ্ছে?'

ফ্রামির শুনে জবাব দিল–'গন্ডরের চন্দ্রাস্ত। বর্ণাঢ্য ইথিল (চাঁদ) মধ্যবিশ্ব থেকে বিদায় নিচ্ছে, ফ্যালফেলে জ্যোতিতে মিন্ডোলিনের শুভ্রমুন্ডে তাকিয়ে আছে। কি দুরুদুরু কম্পন! তবে এটা দেখার জন্য তোমাকে আনিনি– এবং যদিও তোমাকে আনা হয়নি, শ্যামপণ্ডিত তবু তুমি দেখ, নচেত আড়িপাতার কারণে দন্ড ভোগ করবে। এক চুমুক পানীয় এটা মেরামত করে দেবে। এখন এসো, দেখ!'

অন্ধকার কিনারার নিরব প্রহরীর পাশে গিয়ে সে উঠলো এবং ফ্রোডো পিছু নিল। শ্যাম ইতস্তত করলো। এ উঁচু সিক্ত প্লাটফর্মে সে ইতোমধ্যে নিরাপত্তাহীন বোধ করল। ফ্রামির ও ফ্রোডো নিচেই তাকালো। অনেক তলায় দেখতে পেল সাদা জলরাশি যা ফেনায়িত কোন গর্বে ঢেলে পড়ছে, তারপর ডিম্বাকার গভীর বেসিনের চারদিকে এলোমেলোভাবে ছিটকে পড়ে আবার একটা সংকীর্ণ গেট দিয়ে ধোয়া-বাষ্প তুলে চ্যাটচ্যাট করে কোন সমতলে নেমে শান্ত গতি প্রাপ্ত হচ্ছে। তখনো চন্দ্রালোক বেসিনের জলে আপতিত হয়ে চিকমিক -ঝিকমিকে আবহ তৈরি করে যাচ্ছিল। নিকট কিনারায় কালো কোনকিছুর আনাগোনা আঁচ করে ফ্রোডো তাৎক্ষণিক চকিত হলো। তবু সে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো। এটা ডুব মেরে বারিরাশির বুদবুদের মধ্যে অদৃশ্য হল। পানির বুকে এক ফাটল দেখা গেলো যেন কোন তীর বা ছুরির পাতের আকারের কোন পাথরখন্ড সেখানে পতিত হয়েছে।

ফ্রামির তার পাশের লোকটার দিকে ফিরলো। 'এখন এটাকে তুমি কি বলবে, আনবর্ণ (Anborn)? কাঠবিড়ালী, নাকি মাছরাঙা? মার্কুডের রাতে জলরাশিতে কালো মাছরাঙা আছে বুঝি?'

'যাহোক, এটা পাখি না,' আনবর্ণ জবাব দিল। 'দৃশ্যতঃ এর চারখানা উপাঙ্গ, এবং মানুষের মতো ডুব মারে; শিল্প নিদর্শনের মনমাতানো কলাকৌশলও। এটা কী ধান্দায়

আছে? লুকিয়ে লুকিয়ে কিসের তালাশে আছে? বোধ হয় আমরা প্রকাশ হয়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত। এইতো আমার ধনুক। উভয় কিনারে আরো তীরন্দাজ পাঠিয়েছি। তারাও কম যায় না, আমার মতো খেলুড়ে। ক্যাপ্টেন, আমরা যে কোন মুহূর্তে ফুটো করতে প্রস্তুত, কেবল তোমার অনুমতির অপেক্ষায় আছি।'

ফ্রামিরা তৎক্ষণাৎ ফ্রোডোর দিকে ফিরলো এবং বলল–গুলি করতে পারি কি?

ফ্রোডো কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না। তারপর বলল–'না! না! আমি অনুরোধ করছি'। শ্যামের বুকের পাটা এ মুহূর্তে সবল থাকলে উচ্চ চিৎকার চটাং করে বলে ফেলত ঃ 'হ্যাঁ, চালাও গুলি। সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, তবে তাদের কথাবার্তা শুনে ভালোমতো বুঝল যে তারা ভোম্বলের মতো তাকিয়ে আছে।

'তাহলে তুমি জান, এটা কী?' ফ্রামির বলল। 'এখন বলো, কেন এটাকে রেহায় দিতে হবে। এত কথা হলো, তবু এ আজব সাথীর কথা একবারও বললে না এবং এটা জানবার জন্য অনেক অপেক্ষা করেছি। পাকড়াও করে আমার কাছে আনা পর্যন্ত সে নিরাপদ থাকতে পারে। তাকে খোঁজার জন্য আমার ধুরন্ধর শিকারিরা গিয়েছিল। কিন্তু সে চোখে ধুলো দিয়ে লম্বা দিল এবং এ পর্যন্ত গত সন্ধ্যায় আনবর্ণ ছাড়া কেউ তাকে দেখেনি। কিন্তু সে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে সীমার বাইরে পা ফেলেছে ঃ হেনেথ আনানে (Henneth Annun) আসার হিম্মত দেখিয়েছে এবং তার জীবন বাজেয়াপ্ত হলো, অর্থাৎ মৃত্যুপরোয়ানা। পুচকে জন্তুটি আমাকে বিস্মিত করলো। কতই না গোপনে, চোরাপদক্ষেপে আমাদের জলাধারে ঢুকে পড়লো! তাও আবার আমাদেরই জানালার সামনে দিয়ে! সে কি মনে করে যে লোকেরা গার্ড না দিয়ে সারারাত মরে পড়েছে? কেন তার এমন ভাবনা?'

'এর জবাব আমার ধারণায়, দু'রকম,' ফ্রোডো বলল। 'প্রথমটা হলো, সে মেন সম্পর্কে সামান্যই জানে এবং যদিও সে চুপিসারে এসেছে তবু বোধ করি, সে তার অজানা যে এখানে মেনরা কেউ গুপ্তভাবে সজাগ আছে। কারণ, তোমার আস্তানা অধিক গুপ্ত। আর দ্বিতীয় জবাব হলো, হয়ত বড় কোন আকাংখার মোহে সে এখানে এসেছে। আর তারা এ আকাংখা-সামগ্রি তার সতর্কতা থেকেও জরুরী।'

'তুমি বলছ, প্রলুব্ধ হয়ে এসেছে?' নিচুস্বরে ফ্রামির বলল। 'তবে সে তোমার বোঝা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল বা ইতোমধ্যে ওয়াকেবহাল হয়েছে কি?

'সত্যিই তাই। সে এটা বহুদিন বহন করেছে।'

'সে বহন করেছে?' ফ্রামির বলল, সে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে শ্বাস টানলো। 'ঘটনা এমনিতেই নতুন ধাঁধায় মোড় নিচ্ছে দেখছি। তাহলে সে এটার পাছায় লেগে আছে?'

'হয়তবা। এটা তার কাছে অনেক দামী। তবে সে ব্যাপারে আমি তাকে কিছু বলিনি।'

'তাহলে জানোয়ারটি কী খুঁজছে?'

'মাছ, মাছ!' ফ্রোডো বলল। 'তাকাও!'

অন্ধকার জলাশয়ে তারা পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে তাকালো। বেসিনের দূর প্রান্তে একটা ছোট্ট

কালো মাথা পরিদৃষ্ট হলো, পাহাড়ের গাঢ় ছায়ার একটু বাইরে। স্বল্প পরিসরের এক রুপালী তরঙ্গ পাক খেয়ে বয়ে গেল। সাঁতরিয়ে পাড়ে গিয়ে ব্যাঙের মতো মূর্তিটি হতবাক করা ক্ষীপ্রতায় পানি থেকে উঠে আসলো। হুট করে বসে রুপো রং-এর কি যেন একটা কি চিবোচ্ছিল। এ সময়ে চাঁদের শেষ কিরণ জলাপার্শ্বস্থ দেয়ালের পিছনে বর্ষিত হচ্ছিল।

ফ্রামির ম্যাড়মেড়ে হাসলো। বলল–মাছ! এতো উনবিপজ্জনক ক্ষিদে। বা এটা নাও হতে পারেঃ হেনেথ আনান নদী থেকে মাছ ধরে খাবার চড়ামূল্য তাকে দিতে হতে পারে।'

'এখন তাকে আমি তীরের পাল্লায় পেলাম,' আনবর্ণ বলল। 'গুলি করবো কি, ক্যাপ্টেন? আমাদের আইনানুসারে অনুমতি ছাড়া এ স্থানে প্রবেশ করা মৃত্যু কবুল করার সামিল।'

'চুপরাও, আনবর্ণ,' ফ্রামির বলল। 'বোধ করি, এ এক কঠিন সিদ্ধান্ত। ফ্রোডো, এখন তোমার কি বলার আছে? কেন তাকে বাঁচিয়ে রাখব?'

'জানোয়ারটি অভাগা, ক্ষুধার্ত,' ফ্রোডো বলল, 'এবং স্বীয় বালামসিবত সম্বন্ধে অসাবধান। আর গ্যান্ডালফ, তোমার মিথ্রান্ডির, সে তোমাকে এজন্য এবং অন্যান্য কিছু কারণে একে হত্যা করতে নিষেধ করতো। সে এলফদের এরকম করতে মানা করেছিল। আমি স্পষ্ট বুঝছি না কেন, এবং যা ভাবছি তা এ খোলা জায়গায় বলতেও পারবো না। তবে এ যন্ত্র অজ্ঞাত কিছু কারণে আমার কিছু খবরা খবরের সাথে সম্পর্কিত। তোমার হাতে আমরা ধরা পড়ার আগপর্যন্ত সে আমার গাইড ছিলো।'

'তোমার গাইড!' ফ্রামির বলল। 'ব্যাপার যেন আরো ঘোলাটে হচ্ছে। তোমার জন্য আমার অনেক কিছু করার ছিলো, ফ্রোডো, কিন্তু এসব মেনে নিতে পারিনে ঃ এ ঘাপটি মারা পরিব্রাজককে মুক্ত বিহঙ্গের মতো এখান থেকে যেতে দিতে পারিনে, অর্কের হাতে তোমাকে বন্দী হতে দিতে চাইনে, চাইনে সে তাদেরকে সবকিছু বলে দিক। অবশ্যই তাকে হত্যা বা গ্রেপ্তার করা হবে। হত্যাই করা হবে, যদি কিনা সে ছল চাতুরি ছাড়া ধরা না দেয়। কিন্তু বিশেষ কৌশল প্রয়োগ ছাড়া এ পিছলা বহুরুপীকে কি করে ধরা যাবে?'

'আমাকে তার কাছে যাবার একবার অনুমতি দাও,' ফ্রোডো বলল। 'তুমি তোমার তীরকে আমার দিকে তাক করে রাখতে পারো। যদি তাকে আনতে ব্যর্থ হই, আমাদের দুজনকে একসাথে খতম করে দিও। আমি পালাবো না।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি কর!' ফ্রামির বলল। 'সে যদি জ্যান্ত ফিরে আসে, তবে সে তোমার আসছে দুর্দিনগুলোতে আস্থাভাজন হয়ে থাকবে। আনবর্ণ, ফ্রোডোকে নিচেই নামিয়ে দাও, কুইক। জন্তুটির নাক-কান আছে দেখছি। দাও তোমার ধনুকটি।'

আনবর্ণ ঘোঁতঘোঁত করে ফ্রোডোকে নামিয়ে ঝোপঝাড় ঘেরা এক সরুপথ দিয়ে কিনারে নিয়ে গেল। পানির উপরিতলে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল। সে গোলামকে দেখতে পেল না। খানিকটে সামনে গেল। আনবর্ণ পেছনে পা টিপে টিপে চলল।

'যাও!' সে ফ্রোডোর কানে দম ছেড়ে বলল। 'নিজের অধিকার বিষয়ে সচেতন থেক। নদীতে পড়ে গেলে মাছুরে বন্ধু ছাড়া তোমাকে আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না। আর ভুলে যেও না যেন হাতের কাছে তীরন্দাজ দাঁড়িয়ে আছে, যদিও তুমি তাদের

দেখছো না।'

ফ্রোডো গোলামের কায়দায় হামাগুড়ি মেরে সামনের দিকে এগোল। অধিকাংশ জায়গায় পাথর সমতল ও মসৃণ ছিলো, কিন্তু পিচ্ছিল। সে থেমে কানখাড়া করলো। প্রথমটায় পেছনে পানি পতনের শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনলো না। অতঃপর, অদূরে শুনলো হিসহিস মর্মর ধ্বনি।

'মাছ-ছ-ছ, লকলকে মাছ-ছ-ছ জোছনা (White Face) মরেছে, আমার মূল্যবান সম্পত্তি, শেষ পর্যন্ত, হ্যাঁ। এখন আমরা আরামে মাছ খেতে পারি। না, আরামে না-তো, মূল্যবান। মূল্যবান মাস যে হারিয়ে গেছে; হ্যাঁ, তা নেই। বিশ্রী হবিট, জঘন্য হবিট। পড়ে আছি শুধু আমরা গোলাম, ওটা হারিয়ে হলাম, বেচারি স্মিয়াগল। মূল্যবান নেই। জঘন্য যেন তারা এটা কেড়ে নেবে, চুরি করবে, আর হায়ারে আমার মূল্যবান। চোরের জাত! ঘৃণা করি তাদেরকে। থু! থু! মাছ-ছ, লকলকে টাটকা মাছ-ছ। বলবান করে আমাদের। চোখের জ্যোতি বাড়ায়, হাতের বল জাগায়, হ্যাঁ। গলা টিপে ধরো তাদের মূল্যবান। ধরো সবটার গলা টিপে, হ্যাঁ, যদি আমরা মওকা পাই। লকলকে মাছ-ছ, তরতাজা মাছ-ছ-ছ!'অবিরাম স্রোতধারার মতো এরকম চলতে থাকলো। মাঝে-মধ্যে তার হাসার গরগর কান্নার ধ্বনি শোনা গেলো। এ বিতৃষ্ণা আর আর্তি শুনে ফ্রোডো শিহরিত হলো। সে প্রার্থনা করলো এ আওয়াজ যেন বন্ধ হয়। তার এসব আর কখনো শোনার দরকার নেই। আনবর্ণ নিকটে ছিল। সে পিছে ফিরে গিয়ে শিকারিকে তীর ছোঁড়ার নির্দেশ দিতে পারতো। গোলাম যখন গাণ্ডেপিণ্ডে খেতে থাকল তখন তারা তার খুব কাছে হাজির হলো। মাত্র একটা অব্যর্থ আঘাত আর তাতেই ফ্রোডো তার দুর্দশামূলক আহাজারি থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু না, এখন তার ওপর গোলামের দাবি আছে। সেবার কারণে মনিবের ওপর চাকরের দাবি থাকে, এমনকি ভীতিকর সেবা সত্ত্বেও। গোলাম না থাকলে ডেড মার্সে তারা নিখোঁজ হতে পারতো। যে করে হোক, ফ্রোডো স্পষ্ট বুঝলো যে গ্যান্ডালফ এরকম হত্যাকান্ড বরদাস্ত করবে না।

'স্মিয়াগল!' সে কোমল স্বরে ডাকলো।

'মাছ-ছ-, লকলকে মাছ-ছ,' স্বরটি জবাব দিল।

'স্মিয়াগল!' সে আর একটু উঁচু গলায় বলল। এখন স্বরটা নেই হয়ে গেলো।

'স্মিয়াগল, মনিব তোমাকে খুঁজতে এসেছে। মনিব এখানে। এসো, স্মিয়াগল!' কোন জবাব নেই হুপিং কাশের রুগীর শ্বাস টানার হাস-পাস ধ্বনি ছাড়া।

'এসো, স্মিয়াগল!' ফ্রোডো বলল। 'আমরা বিপদে আছি। লোকে তোমায় হত্যা করবে,' যদি তারা তোমাকে পায়। মৃত্যু এড়াতে চাইলে জলদি এসো। মনিবের কাছে এসো!'

'না!' স্বরটা জবাব দিল। 'মনিব ভালো না। স্মিয়াগলের আশা ছেড়ে নতুন বন্ধুদের সাথে যাও! মনিব অপেক্ষা করতে পারে। স্মিয়াগলের কাজ শেষ হয়নি।'

'সময় কম। মাছ সাথে নিয়ে এসো!' ফ্রোডো বলল।

'না! এগুলো শেষ করতেই হবে।'

'স্মিয়াগল!' ফ্রোডো বেপরোয়ার মতো বলল। 'মূল্যবান জিনিসটি ক্ষেপে যাবে।

মূল্যবানকে আমি বলব ঃ তার হাড়-মাংসসুদ্ধ গিলে ফেল। আর এক রতিও মাছ খেয়ো না। এসো, মূল্যবান অপেক্ষা করছে!'

জবর হিসহিস আওয়াজ হলো। চার-হাত পায়ে ক্রলিং করে পথ-ভ্রান্ত কুকুরের মতো গোলাম অন্ধকার থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসলো। তার দাঁতে বেঁধানো আধা-খাওয়া এক মাছ, এবং হাতে আস্ত আর একটা। সে ফ্রোডোর কাছে আসলো, প্রায় নাকে নাক মিলিয়ে দিল। ঘ্রাকে শুঁকে দেখলো। তার খোলা চোখ চকচক করছিল। তারপর মুখ থেকে মাছটা নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো।

'চমৎকার মনিব!' সে ফিসফিস করে বলল। 'অপূর্ব হবিট, হতভাগা স্মিয়াগলের খবর নিতে এসেছে। সদাশয় স্মিয়াগলও হাজির। চলো এখন আমরা যাই, তাড়াতাড়ি হ্যাঁ। গাছপালার মধ্য দিয়ে, যত সময় চাঁদ আছে। হ্যাঁ, এসো, চলো!'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করবো,' ফ্রোডো বলল। 'কিন্তু এক্ষুণি না। আমি পূর্বের প্রতিশ্রুতি মাফিক তোমার সাথে যাব। এখন আবার প্রতিজ্ঞা করছি। তবে এখন না। তুমি এখনো নিরাপদ না। তোমাকে আমি রক্ষা করবো, তবে তুমি অবশ্যই আমাকে বিশ্বাস করবে।'

'আমরা অবশ্যই মনিবকে বিশ্বাস করবো মানে?' গোলাম সন্দেহপরবশ হয়ে বলল। 'এ কথা কেন? আমরা কেন এখন যাচ্ছি না? আর একজন গেলো কই, মন বাঁকা হবিট? আছে কোথায় সে?'

'দূরে,' ফ্রোডো জলপ্রপাতের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলল। 'তাকে ছাড়া আমি যাচ্ছি না। অবশ্যই তার কাছে ফিরে যাব।' তার মন দুর্বল হলো। এটা চাতুরির ন্যায় অধিক কিছু ছিলো। ফ্রামির গোলামকে কোতল করবে এমন আশংকা প্রকৃতপক্ষে সে করলো না। তবে সে তাকে বন্দী করতে পারে। এক্ষেত্রে, ফ্রোডো বেচারা প্রাণিটার সাথে যা করলো তা বাহ্যতঃ বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। তাকে বোঝানো বা বিশ্বাস করানো অসম্ভব হয়ে পড়লো যে ফ্রোডো তাকে বাঁচাবেই। সে কী করতে পারবে? উভয় পক্ষের আস্থা রাখতে সক্ষম হবে কি? 'এসো!' সে বলল, নতুবা মূল্যবান ক্ষেপে যাবে। এখন আমরা উজানের দিকে যাচ্ছি। আরম্ভ করো, তুমি আগে আগে থাকো!'

সন্দেহচিত্তে ভোঁসভোঁস করে গোলাম ক্রলিং করে কিনারা বরাবর কিছু পথ এগোল। থমকে দাঁড়িয়ে মাথা তুলল। 'ওখানে যেন কি একটা আছে!' সে বলল। 'কোন হবিট না।' অকস্মাৎ সে পিছ ফিরলো। তার স্ফীত চোখে একটা সবুজ আলো ঠিকরে উঠলো। 'মনিব, মনিব!' ফিসফিসিয়ে বলল। 'শয়তান! ষড়যন্ত্র! প্রতারণা !' সে থুথু ফেলল এবং নোখরযুক্ত লম্বা হাত প্রসারিত করলো।

এ মুহূর্তে আনবর্ণের বিরাটকায় কালোমূর্তি তার পেছনে প্রতিভাত হলো এবং তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দানবীয় এক হাত তার গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ ধরে তাকে পিনের মতো খাড়া করে ধরলো। সে আলোর ফোয়ারার মতো গা মোচড়াতে লাগলো। তেল-চিটচিটে কদমাক্ত পিচ্ছিল গা বান মাছের ন্যায় ফরফর করে ঘোরাতে লাগলো। বিড়ালের ন্যায় দাঁত-নোখ বের করে হ্যাঁচড়-প্যাচড় করে চলল। কিন্তু অন্ধকার থেকে আরো দুজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো।

'থাম্!' একজন বলল। 'নচেৎ আমরা তোকে মাটির সাথে গেঁথে রাখবো। থাম্

বলছি!'

গোলাম খুঁড়িয়ে গেলো, আর্তনাদের সুরে কাঁদা আরম্ভ করলো। তাকে তারা কষে বাঁধলো।

'ঢিলে কর, ঢিলে!' ফ্রোডো বলল। 'তোমাদের সাথে পাল্লা দেবার শক্তি তার নেই। তাকে আঘাত করো না, সদয় হও। সে নম্র হবে, যদি তোমরা দয়ার্দ্র হও। স্মিয়াগল, তারা তোমায় মারবে না। আমি তোমার সাথে আছি, কোন ঝামেলা নেই। মনিবের ওপর আস্থা রাখ, যদি না তারা আমায় খুন করে!'

গোলাম ফিরে তার দিকে থুথু নিক্ষেপ করলো। লোকেরা তার চোখের উপর এক টুকরো কাপড় রেখে তাকে বয়ে নিয়ে চলল।

ফ্রোডো হতভাগা বলে গিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করলো। তারা ঝোঁপের পশ্চাতের পথ ধরে গুহায় পৌঁছুলো। গোটা তিনেক টর্চ জ্বালানো ছিলো। অন্য সকলে দুরু দুরু কাঁপছিলো। শ্যাম সেখানে ছিলো। ঘাড়ের পরের বোঝাটার দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। 'তাকে পেলে?' সে ফ্রোডোকে বলল।

'হ্যাঁ, আরে না, তাকে পাইনি। সে আমার কাছে এসেছিলো, কারণ, সে আমাকে বিশ্বাস করেছিলো। আমি শংকিত এবং চাই না তাকে এভাবে বাঁধা হোক। আশা করি, সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে; তবে পুরো ব্যাপারটাকে ঘৃণা না করে পারা যায় না।'

'এরূপ আমিও করি,' শ্যাম বলল। 'কোনকিছুই ঠিক হবে না, যতো বেলা ঐ ঝামেলার বিচিটা সাথে থেকে যাচ্ছে।'

এক লোক হবিটদেরকে হাত-ইশারায় ডেকে নিয়ে গুহার পিছের নিভৃত স্থানে গেলো। ফ্রামির সেখানে বসা এবং তার মাথার ওপরে কুলুঙ্গির ল্যাম্পটি আবার জ্বালানো হলো। সে তাদের পাশের টুলে বসার ইঙ্গিত করলো। 'মেহমানদের জন্য পানীয় লাগাও, আর বন্দীকে আমার কাছে আনো,' সে বলল।

মদ পরিবেশন করা হলো। অতঃপর গোলামকে হাজির করলো আনবর্ণ। গোলামের মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে সে তাকে দাঁড়িয়ে দিলো। গোলাম টেরাচোখে তাকালো। চোখের পাতা দিয়ে সেখানের ঘৃণাকে সে ঢেকে রাখলো। ভারী শোচনীয় প্রাণীটার গতর থেকে ময়লা আবর্জনা ঝরে পড়ছে, মাছের উলঙ্গ গন্ধ (হাতের মুঠোর বাচ্চা ছেলের মতো এখনো ধরে আছে। এবং হাতেগোনা বিক্ষিপ্ত চুলগুলো তার কংকালসার কপালের ওপরে খড়কুটো হয়ে উড়ছিল, আর বিরতিহীন নাকে কান্না তো ছিলই।

'আমাদের বাঁধন আলগা করো, আলগা করো!' সে বলল 'রশিতে আমরা ব্যথা পাই, হ্যাঁ এটা ব্যথা দেয়, এবং আমরা কোন কিছু করিনি।'

'কিছুই নাই' ফ্রামির বলল। চেহারায় কোন প্রকার ক্রোধ, করুণা বিস্ময় বা অন্যকোন ভাবান্তর ছাড়া সে হতভাগা জীবটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো। 'কিছুই না? চোখ বাঁধা বা যথেষ্ট শাস্তি পাবার মতো কিছু তুমি করোনি? যাহোক, তা সানন্দে বিচার করা আমার কাজ না। তবে আজ রাতে তুমি এসেছ সেখানে যেখানে যমরাজও পিছে পিছে আসে। এ জলাধারের মাছে হাত দিয়েছ।'

গোলাম হাত থেকে মাছু ছুড়ে ফেলল। 'মাছ চাই না আর,' সে বলল।

'মাছের গায়ে দাম লেখা নেই,' ফ্রামির বলল।

'এখানে প্রবেশ করা এবং জলাশয়ে তাকানো মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। শুধু ফ্রোডোর অনুরোধে তোমার জানটা এতবেলা বহাল রেখেছি। সে বলে–কিছুটা হলেও তুমি ধন্যবাদ পাবার অধিকার রাখ। কিন্তু সে জন্য তুমি অবশ্যই আমাকে তৃপ্ত করবে। নাম কী? কোথা থেকে আমদানি হলে? যাও বা কোথায়? কোন চাকরিতে আছ?'

'আমরা হারিয়ে গেছি, গেছি,' গোলাম বলল। 'কোন নাম নেই, কাম নেই, মূল্যবান নেই, কানাকড়িও নেই। আছে কেবল ক্ষিদে; হ্যাঁ, আমরা ক্ষুধার্ত। সামান্য এট্টু ক্ষুধে মাছ, এক বেচারী প্রাণির জন্য কংকালসার গোড়া কতক নোংরা মাছ, এবং লোকে বলে তাতেই নাকি মৃত্যুদণ্ড। কি জ্ঞানী তারা, কি বিচারক, ওহ, কি ন্যায় বিচারক!'

'খুব জ্ঞানী না,' ফ্রামির বলল। 'তবু বিচারক ঃ বোধ করি তাই, ততটা আমরা সঠিক যতটা ছোট্ট জ্ঞানে কুলোয়। তাকে বাঁধনমুক্ত করো!' ফ্রামির তার কোমর থেকে নখাকৃতির এক ছুরি টেনে বের করে ফ্রোডোর হাতে ধরিয়ে দিল। গোলাম সঠিক কিছু না বুঝে মেঝেয় পড়ে বিলাপ শুরু করলো।

'শোন স্মিয়াগল!' ফ্রোডো বলল। 'আমাকে বিশ্বাস করো।' তোমাকে আমি ত্যাগ করবো না। যতটা সম্ভব, সত্য কথা বলো। এতে ভালই হবে, মন্দ কিছু না।' সে গোলামের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

'এদিকে আয়।' ফ্রামির বলল। 'তাকা আমার দিকে! তুই কি এ স্থানের নাম জানিস? পূর্বে কখনো এ মহল্লায় পা দিয়েছিস?'

গোলাম ধীরে চোখ তুলল। বিতৃষ্ণায় ফ্রামিরের নজরে নজর মেলাল। গুহা থেকে অন্য সব আলো দূর হলো, আর মুহূর্তখানেকের জন্য গণ্ডরের সকল চোখ নিরানন্দ, ঘোলাটে হয়ে স্থির হয়ে গেলো। মূখর এক নিরবতা। তারপর গোলাম মস্তক নামিয়ে সংকুচিত হলো। মেঝেয় পড়ে তাবত অঙ্গে কম্পন তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে থাকলো। 'আমরা জানিনে এবং আমরা জানতে চাইও না,' সে প্যানপ্যান করে কেঁদে উঠলো। 'কখনো আসিনি এখানে। আর আসবো–ও না।'

'তোমার ভেতরের দরজা-জানালাগুলো দেখছি বন্ধ। এবং অন্তরে তোমার অন্ধকুঠুরীও আছে,' ফ্রামির বলল।

'কিন্তু আমি ন্যায়বিচারের দফারফা করে ছাড়ব অন্তত তোমার বলা এ কথাটা দিয়ে। তুই যে এখানে আর আসবিনে, তুই যে কথা বা ইঙ্গিত মেরে কোন জীবন্ত কিছুকে আর সাঙ্গ, করবি না–তার পেছনের কঠোর শপথ বা প্রমাণ কি?'

'মনিব জানে,' গোলাম বলল এবং সাথে সাথে বাঁকা দৃষ্টিতে ফ্রোডোর দিকে তাকালো। 'হ্যাঁ, সে জানে। আমাদের রক্ষা করলে মনিবের কাছে শপথ করবো। আমরা শপথ করবো, হ্যাঁ।'

সে ফ্রোডোর পদতলে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ল। 'আমাদের বাঁচাও, সোনামনিরা!' সে গোঙিয়ে উঠলো। 'স্মিয়াগল মূল্যবানের কাছে অঙ্গীকার করেছে, সে প্রতিজ্ঞা করে ঈমানের সাথে আবার কখনো আসবো না, কাউকে আসতে বলবো না, না কোন দিল না!'

'তুমি পরিতৃপ্ত?' ফ্রামির বলল।

'ইয়েস,' ফ্রোডো বলল। 'কমপক্ষে, হয় তুমি প্রতিজ্ঞার মান রাখবে অথবা তোমার বিধি পালন করবে। তুমি আর কিছু পাবে না। কিন্তু আমি অঙ্গীকার করেছি যে সে আমার কাছে আসলে তার কোন ক্ষতি করা হবে না। এবং আমি মিথ্যাবাদী চিহ্নিত হতে চাইনে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা বিমোহিত হয়ে ফ্রামির বসে থাকলো 'বহুত আচ্ছা,' শেষটায় সে বলল। 'তোকে আমি হস্তান্তর করছি তোর মনিবের কাছে, ড্রাগো-পুত্র ফ্রোডো। তার কাছে জিজ্ঞাসা কর সে তোকে নিয়ে কি করবে।'

'ইয়ে, লর্ড ফ্রামির, ফ্রোডো শির নত করে বলল, 'উক্ত ফ্রোডোর বিষয়ে তোমার ইচ্ছের কথা এখানো ব্যক্ত করোনি, এবং সে তা জানা পর্যন্ত নিজের বা তার সাথীদের ব্যাপারে নতুন কোন কিছু বলবে না। তোমার রায় ভোর পর্যন্ত স্থগিত ছিলো; কিন্তু এখন সে সময়টা আসন্ন।'

'তবে শাস্তিই ঘোষণা করছি,' ফ্রামির বলল। 'ফ্রোডো, তোমার বিষয়ে যতটুকু ক্ষমতা আমার আছে, সে ক্ষমতা বলে গন্ডর রাজ্যে তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করলাম। এ রাজ্যের প্রাচীন সীমানা থেকে আরম্ভ করে যে কোন স্থানে তুমি চলাচল করতে পার। তবে তুমি বা তোমার সাথে যারা থাক না কেন–কেউই এখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ রায় এক বছর একদিন বহাল থাকবে এবং তারপর খারিজ হবে যদি না এ সময়ে মধ্যে তুমি ফিরে এসে মিনাসট্রিথের লর্ড এবং স্টুয়ার্ডের দরবারে হাজির হও। তখন আমি তাকে অনুরোধ করবো যা আমি করেছি তা নিশ্চিত করতে এব সারা জীবনের জন্য বহাল রাখতে। ইতোমধ্যে, যারা তোমার হেফাজতে আসবে তারা আমার হেফাজতে থাকবে। তারা থাকবে গন্ডরের ছায়াতলে। জবাব পেলে কি?'

ফ্রোডো মাথা নোয়ালো। বলল–জবাব পেলাম। আর নিজকে তোমার সেবায় নিয়োগ করলাম, যদি তা সম্মানীয় কারো যোগ্য হয়।'

'এটা বেজায় যোগ্যতর এবং মূল্যবান,' ফ্রামির বলল।

'এখন তুমি কি গোলামকে তোমার হেফাজতে নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ, স্মিয়াগলকে আমার হেফাজতে নিলাম,' ফ্রোডো বলল। শ্যাম ইঙ্গিতবহ দীর্ঘশ্বাস টানলো। হবিটদের চিরাচরিত রীতি মাফিক কোন সৌজন্য ছাড়াই ঘটনাটার অনুমোদনে স্বাক্ষর দিয়ে ফেলল। সত্যি বলতে কি, সায়ারে এমন ঘটনার জের টানতে বহু কথা ও ধনুকের দরকার পড়তো।

ফ্রামির এবার গোলামের দিকে ফিরে বলল–'তবে তোমাকে বলে রাখলাম মরণই তোমার প্রকৃত হেফাজত। তবে ফ্রোডোর অধীনে যতবেলা আছো ততোবেলা আমাদের পক্ষ থেকে তুমি নিরাপদ। তথাপি, যদি গন্ডরের কেউ তোমাকে এখানে আর একবার লাগাম ছাড়া ঘুরে বেড়াতে দেখে, তবে মৃত্যুর খড়্গই নাজিল হবে, আলবত। আর তাকে যদি সুযোগ্য সেবা প্রদান না করো, তবে শেষ দিনটা সত্বর কাছাকাছি হবে। এখন উত্তর দাও ঃ তুমি কোথায় যাবে? সে বলে তুমি তার গাইড ছিলে। কোথায় তাকে নিচ্ছিলে?' গোলাম নিরুত্তর রইলো।

'এ আমি রহস্যের বেড়াজালে বন্দী রাখতে চাই না,' ফ্রামির বলল। 'জবাব দাও,

নতুবা আমার রায় ফেরত নেব!' গোলাম তখনো লা–জবাব থাকলো।

'তার পক্ষে জবাব আমি দেব,' ফ্রোডো বলল। 'সে আমাকে ব্লাক গেটে (Black Gate) নিয়ে এসেছিল, যেহেতু আমি তা চেয়েছিলাম; কিন্তু তা অনতিক্রম্য।'

'অনামিকা দেশে (Nameless Land) প্রবেশের কোন উন্মুক্ত গেট নেই,' ফ্রামির বলল।

'এবং এ অবস্থা বুঝে একদিকে ঘুরে আমরা দক্ষিণমুখী-পথ ধরে আসলাম, ফ্রোডো বলে চলল; 'কারণ সে বলেছিল যে মিনাসইথিলের কাছে কোন পথ আছে বা থাকতে পারে।'

'মিনাস মর্গুল?' ফ্রামির জানতে চাইলো।

'আমি পরিষ্কার জানিনে,' ফ্রোডো বলল; 'তবে পথটি মনে হয় উপত্যকার উত্তর পার্শ্বস্থ পর্বতমালায় চড়ে বসেছে। সেখানে প্রাচীন নগরী অবস্থিত। এটা উঁচু চূড়ার দিকে চলে গেছে।'

'তুমি সে উঁচু পথের নাম জান কি?' ফ্রামির বলল।

'না,' ফ্রোডো বল।

'এটাকে ক্রিথ আংগল (Cirith Ungol) বলে।' গোলাম তীক্ষ্ণ ভোঁস ভোঁস ধ্বনি তুলল। আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলো। নামটা এই না?' ফ্রামির তার দিকে ফিরে বলল।

'না!' গোলাম বলল, তারপর কোঁকিয়ে উঠলো যেন কেউ তাকে পেছন থেকে চাকু মারলো। 'হ্যাঁ, হ্যাতো, আমরা এ নাম একবার শুনেছি। কিন্তু নাম দিয়ে কাম কী? মনিব বলে সে অবশ্যই ভেতরে ঢুকবে। সুতরাং আমরা অবশ্যই অন্য কোন পথ দেখবো। এটা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই, না নেই।'

'অন্য পথ নেই?' ফ্রামির বলল। ' নেই তা তুমি কিভাবে জানলে? এবং সেই অন্ধকার রাজ্যের গোটা সীমান্তকে অনুসন্ধান করেছে?' গোলামের উপরে ভাবুক দৃষ্টির পুরোটা সে অর্পণ করলো। চট করে আবার বলল, 'এ জীবটিকে নিয়ে যাও, আনবর্ণ। যত্ন খাতির করো, তবে চোখ রেখ। আর তুমি স্মিয়াগল, সরবরে পুনর্বার ডুবমারার চেষ্টা করবে না। পাথরে এত সূঁচালো দাঁত আছে যে ফুটে গেলে সময়ের আগে খেল খতম হবে। এখন যাও, মাছ খাও!'

আনবর্ণের আগে আগে গোলাম পশুর মতো চলতে লাগলো। আশ্রয়-স্থলের চারদিকে পর্দা নামলো।

'ফ্রোডো, বোধ করি তুমি বোকার মত কাজ করলে,' ফ্রামির বলল। 'এর সাথে পথ চলা সমীচিন হবে মনে হয় না। ভারী শয়তান।'

'না, সর্বোতভাবে শয়তান না,' ফ্রোডো বলল।

'না, হয়তো বা পুরোপুরি না,' ফ্রামির বলল; 'তবে ক্ষয়রোগের মতো ঘৃণা-বিদ্বেষ এটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে এবং এর কুমতলব বেড়ে চলেছে। তোমাকে সে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে। তার কাছ থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হতে পারলে তাকে আমি গন্ডরের যেকোন পয়েন্টে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারতাম। যে পথে নিতাম সে পথের

নাম সে হয়ত বলতে পারতো।'

'সে পথে সে যাবে না,' ফ্রোডো বলল। 'সে আমার সাথেই থাকবে যেমনটি এতদিন ছিল। আর আমিও তার কাছে অঙ্গীকার করেছি যে সে আমার ছত্রছায়ায় থাকবে এবং তার দেখানো পথে আমি চলবো। তুমি কি তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে বলছো?'

'আমার মুখ তা বলছে না। তবে আমার অন্তর তা বলে। বিশেষ করে কেউ যদি দেখে যে তার বন্ধু স্বীয় সর্বনাশের ব্যাপারে অসতর্ক, তবে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করার পরামর্শ দিতে পারে বৈকি। কারণ, এ কাজটি নিজের পায়ে কুড়াল মারার থেকে কম ক্ষতিকারক। কিন্তু না–যদি সে তোমার সাথে যায়, তাহলে অবশ্যই তুমি তার সাথে মানিয়ে চলবে। কিন্তু আমি মনে করি না যে তোমরা ক্রিথ আঙ্গলে যেতে বদ্ধ পরিকর। কারণ সে এ স্থান সম্পর্কে যতটা অবগত বলেছে তা থেকে কম। তার মতিগতি পরিষ্কার এ ধারণা দিচ্ছে। ক্রিথআঙ্গলে যেও না!'

'তাহলে যাব কোথায়?' ফ্রোডো বলল। 'কালো ফটকের (Black Gate) পেছনে গিয়ে রক্ষীদের হাতে নিজকে সঁপে দেব কি? তুমি সে জায়গা সম্বন্ধে কি এমন জান যে সে স্থানের নামে হৃৎপিন্ড কেঁপে উঠবে?'

'সুনির্দিষ্ট কিছু জানিনে,' ফ্রামির বলল। এ-জামানায় গন্ডবের কেউ সড়কের (Road) পূর্ব পাশে যায় না, এবং আমাদের কোন জোয়ানমরদ এ পর্যন্ত এ কাজ করেনি। আমাদের কেউই ছায়া মাউন্টেন (Mountain of shadow) পর্যন্ত পা দিয়ে ছুঁয়ে দেখেনি তাদের নিয়ে আমরা কেবল কিছু পুরোন খবর রাখি, আর জানি বিগত দিনের গুজব। কিন্তু ধোঁয়াটে কালো ভীতি এখনো মিনাস মর্গুলে ওপরে বসবাস করে। ক্রিথ আঙ্গলের নাম উচ্চারণ করা হলে লোক-কাহিনীর ঝানু পন্ডিতেরা পর্যন্ত ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তাদের মুখে আর রা থাকে না।

'বহুপূর্বে মিনাসমর্গুল ভয়ানক দুঃসময় পার করেছিল এবং এ ছিল আতঙ্ক আর ভীতিপুরী যদিও নির্বাসিত শত্রু (Enermy) তখন বহুদূরে ছিল। তখনো ইথিলিনের অধিকাংশ আমাদের দখলে ছিল। তোমরা জানো যে একসময়ে সে নগরী ছিল বীর্যবান, উদ্ধত সুন্দরী। হায়রে মিনাসইথিল! আমাদের স্বনগরীর যমজ বোন। কিন্তু এটা শত্রু হিংস্র সাঙ্গপাঙ্গরা কেড়ে নিল। তারা তখন ছিল ঘরহারা মনিবহারা। কথিত আছে, তাদের লর্ডরা ছিল নিউমেনরের লোক। এ লর্ডরা দুষ্টচক্রে আটকা পড়ে গেল। শত্রু রিংটি তাদের হাতে দিল এবং তার ষড়যন্ত্রের গ্রাস হলো। তারা পরিণত হলো ভয়ানক সব জীবন্ত প্রেতাত্মায়। তার প্রস্থানের পর তারা মিনাসইথিল দখল করে সেখানে নিবাস গাড়লো। তারপর চারধারের উপত্যকাসহ সবকিছু ধ্বংসযজ্ঞে ভরে উঠলো। এ স্থানকে মনে হতো ফাঁকা প্রান্তর। কারণ, নিরাকার, অজানা কোন ভয় মৃত পাচিল বেষ্টনিতে অবস্থান নিল।' সেখানে নয়জন লর্ড ছিল। তাদের সাহায্যপুষ্ট প্রভু সেখানে ফিরে আসার পর তারা আবার তেজী হয়ে উঠলো। অতঃপর কলিজা কাঁপানো গেটগুলো দিয়ে নয়জন অশ্বারোহী বেরিয়ে পড়লো। আমরা তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। তাদের নগরদুর্গে পা ফেল না। গুপ্তচরের পাল্লায় পড়বে। এ এক অবিরাম বিদ্বেষে ভরা স্থান, নির্ঘুম দৃষ্টিতে ভরপুর। এ পথে যেও না!'

'তাহলে কোন্‌দিকে যেতে বলো?' ফ্রোডো বলল। 'তুমি বলছ, পর্বত দেশে দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আবার বলছো পর্বতের উপর দিয়েও না। কিন্তু কাউন্সিলের (Council) কড়া পরামর্শ হলো–আমি উপর দিয়ে যাব। তাতে ফিরে যাই, তবে এলফ কিংবা মেনদের মধ্যে আমি কোথায় যাব? তুমি কি আমাকে গন্ডরে থাকতে দেবে এ জিনিস (রিং) নিয়ে যে, জিনিসের লালসা তোমার ভ্রাতাকে পাগল বানিয়েছে? মিনাসট্রিথে এটার ভূমিকা কী হবে? পঁচা আবর্জনায় ভরা মৃত জলাভূমির (Dead land) উপর দিয়ে একে অপরের দিকে দাঁত কড়মড় করে তাকিয়ে থাকা মিনাসমর্গুলের দু'নগরী কি টিকে থাকবে?

'আমি এটা রাখবো না,' ফ্রামির বলল।

'তাহলে আমাকে কী করতে বলো?'

'জানি নে। আমি কেবল তোমাকে মৃত্যুর পথে যেতে দেবোনা। আমার মনে হয় না যে মিথ্রান্ডির তোমাকে এ পথে যেতে দিত।'

'তবু যেহেতু সে এ পথে যায়, তাই আমিও অবশ্যই যাব। এবং এ নিয়ে গবেষণা করার সময় আর নেই।' ফ্রোডো বলল।

'এটা কঠিন কোন দণ্ড ও হতাশাভরা এক অভিযান,' ফ্রামির বলল। 'তবে নিদেনপক্ষে, আমার সতর্কবাণী মনে রেখ ঃ এ গাইড স্মিয়াগলের ব্যাপারে সাবধান। সে আগে খুনখারাবি করেছে। এটা আমি বুঝেছি।' সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। 'বেশ, তাহলে আমরা পৃথক হতে যাচ্ছি, ড্রাগো-পুত্র ফ্রোডো। কোমল কথা শোনার দরকার নেই তোমার, বোধ করি ঃ এ সংসারে তোমাকে আর একবার দেখার আশা আমি করিনে। তবে তোমার এবং তোমার সকলের সাথে আমার আশীর্বাদ রইলো। খাবার যখন রেডি হয়ে আছে, তখন আর একটু অপেক্ষা করো।

'কৌতূহল বশত ঃ জানতে ইচ্ছে হয় চার হাত-পায়ে চলা এ স্মিয়াগল কি করে জিনিসটার মালিক হলো, কি করেই বা সে এটা হারালো। তবে এখন তোমাকে আমি ঝামেলায় ফেলতে চাই না। আবার যদি কোন দিন তুমি জনধারণাকে মিছে প্রমাণ করে জীবন্ত জগতে ফিরে আসতে পার, তবে আমি তোমার সাথে রোদে বসে দেয়ালে হেলান মেরে আমাদের গল্পের পুনঃবর্ণনা জুড়ে দেব। পুরোন অনুশোচনাকে বিদ্রূপ করবো আর স্মিয়াগলের রাজাগিরির খবর নেব। সেই সময় পর্যন্ত তোমাকে বিদায়! নিউমেনরের স্মৃতি ফলক (Secing-stones of Numenor) না দেখা পর্যন্ত বিদায়!!'

সে উঠে মাথা নুইয়ে ফ্রোডোকে অভিবাদন জানালো। পর্দা নামিয়ে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

অধ্যায় আঠার

ক্রসরোডে অভিযান

ফ্রোডো ও শ্যাম শয্যায় ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকলো। লোকেরা কর্মতৎপর হলে দিনের কাজ আরম্ভ হলো। মুখ-হাত ধোয়ানোর পর মেহমানদেরকে খাবার টেবিলে নেয়া হলো। তাদের সাথে বসে ফ্রামির তার উপবাস ভাঙ্গলো। দুদিন আগে শুরু হওয়া যুদ্ধের পর থেকে সে ঘুমায়নি, তবু এখনো তাকে ক্লান্ত মনে হলো না।

খাওয়া শেষে তারা দাঁড়ালো। ফ্রামির বলল, পথে ক্ষুধা তোমাদের জ্বালাবে না। তোমাদের সামান্য মালপত্র আছে। তবে পথচারীদের জন্য কিছু খাদ্য আমি দিয়ে দিলাম। ইথিলিনে তোমাদের পানির কোন অভাব হবে না। তবে ইম্লাদ মর্গুল (Velly of Lıving Death) থেকে প্রবাহিত কোন নদীর পানি পান করো না। এ কথা দিব্যি দিয়ে বলে রাখলাম। আমার স্কাউট ও প্রহরীরা সবাই ফিরে এসেছে। তাদের কেউ কেউ আবার মোরানোনের (Black Gate) সামনে দিয়ে চুপিচুপি এসেছে। অদ্ভূত কিছু দেখেছে তারা। ভূভাগ খালি। পথে কিচ্ছু নেই। নেই কোন শব্দ শব্দ। শিঙা বা ধনুকের রশি থেকে শোনা যায়নি কোন শব্দ। এ অনামিকার দেশে (Nameless Land) বয়ে যাচ্ছে এক অপেক্ষমান নিরবতা। জানি না এসব কিসের আলামত। তবে সময় কোন মহা উপসংহারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ঝড় আসছে। যতটা পারা যায় তাড়াতাড়ি কর। চল যাই। সূর্য উঠলো বলে।'

হবিটদের বোঁচকা তাদের কাছে আনা হলো। আরো আনা হলো দুটো কাঠের পিপা, লোহার নাল পরান এবং এগুলোর খোদাই করা মাথায় বিনুনি করা চামড়ার রশি লাগানো আছে।

'এ বিদায় লগ্নে তোমাদের দেবার মতো যোগ্য কোন উপহার আমার নেই,' ফ্রামির বলল; 'কিন্তু এ পিপাগলো রাখ। এগুলো বনবাদাড়ের পথচারীদের সেবায় লাগে। হোয়াইট মাউন্টেনের লোকে এরকম পিপা ব্যবহার করে, যদিও এগুলো তোমাদের উচ্চতার সমান করে কেটে ছোট করা হয়েছে। এসব সুরম্য লেবেথ্রন (Lebethron) গাছ থেকে তৈরি, গন্ডরের কাষ্টফলক লিখিয়েদের খুব প্রিয় এবং এর স্থায়ী সদ্‌গুণ আছে। এ গুণ তোমাদের ছায়াপথে পুরোপুরি ব্যর্থ নাও হতে পারে।'

হবিটরা অবনত হলো। 'সহৃদয় আপ্যায়নকারী', ফ্রোডো বলল, 'এলবন্ড হাফ এলভেন আমাকে আগেই' বলেছিল যে, চলার পথে আমি অপ্রত্যাশিত অনেক বন্ধু পাব। তুমি যা দেখালে এরকম বন্ধুত্ব সত্যিই আমি আশা করিনি। এরকম পেলে মস্ত শয়তানগুলোও মহামানব বনে যাবে।'

এখন তারা প্রস্থানে উদ্যত হলো। গোলামকে কোণকাঞ্চির এক গর্ত থেকে বের

করা হল। হাবভাবে বোঝা গেল সে বেশ টাটকা মেজাজে আছে। তবে ফ্রামিরের দৃষ্টি এড়িয়ে ফ্রোডোকে ঘেষে অবস্থান নিল।

'তোমার সাইডের চোখ অবশ্যই বাঁধব,' ফ্রামির বলল, 'তবে সে তুমি চাইলে তোমার এবং শ্যামপন্ডিতকে (Samwise) ক্ষমা করা যেতে পারে।'

চোখ বাঁধতে আসলে গোলাম আর্তনাদ করে দেহ মোচড়ানি দিয়ে ফ্রোডোকে জড়িয়ে ধরলো এবং ফ্রোডো বলল ঃ 'আমাদের তিনজনেরই চোখ বাঁধ। সবার আগে আমারটা। তাহলে সে বুঝবে যে চোখ বাঁধাতে কোন ক্ষতি নেই।' এটা করে তাদের হেলেথ আনানের গুহা থেকে বের করা হলো। বারান্দা মতো জায়গা থেকে সিঁড়ি পেরিয়ে তারা অনুভব করলো সকালের হীমশিতলতা, সতেজ ও সুমিষ্ট। তখনও চোখ বাঁধা অবস্থায় তারা একটু উপরে উঠে ধীরে নিচেই নামতে থাকলো। পরিশেষে ফ্রামিরের নির্দেশে তারা বাঁধনমুক্ত হলো।

'এখান থেকেই আমরা শেষবারের জন্য বিদায় নেব,' ফ্রামির বলল। 'আমার পরামর্শ যদি শোন তবে তোমরা কখনো পূর্বমুখী হবে না। সোজা চলে যাও, আর এভাবে কতকমাইল ধরে তোমরা বন্যভূমির আড়াল পেতে পার। পশ্চিম প্রান্তের ভূমি বড় উপত্যকার মধ্যে পড়েছে, কখনো আকস্মিক ভাবে, আবার কখনো খাড়াভাবে, কখনো বা পথ দীর্ঘ পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে চলে গেছে। এ প্রান্ত হাতের কাছে রেখ। এলাকাটি কল্পশান্তির স্বপ্ন দেখে এবং কিছুক্ষণের জন্য খারাপ সবকিছু তিরোহিত হয়। বিদায়!

সে তার রীতি অনুসারে হবিটদের কাঁধে হাত রেখে, কপাল চুম্বন করে তাদের সাথে কুলাকুলি করল। 'সদাশয়গণের শুভ কামনা সাথে নিয়ে চলো!' সে বলল।

তারা আভূমি নত হলো। তারপর ফ্রামির পেছন ফিরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দু'রক্ষীর দিকে গমন করলো। পেছনে আর তাকালো না। সবুজ পোশাক পরা এ ব্যক্তিটি চোখের নিমিষেই অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং তা দেখে মেহমানরা বিস্ময়ে হা করে পড়লো। ফ্রামির যে জঙ্গলটার ধারে দাঁড়াল সেটাকে শূন্য, নিরানন্দপুরী মনে হলো, যেন কোন স্বপ্ন পরিবেশ সমাপ্ত হলো।

ফ্রোডো দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে দক্ষিণ দিকে মোড় নিল। গোলাম এক বৃক্ষের নিচে জমে থাকা ঝুরি মাটিতে গা ঘষতে লাগলো। ভাবখানা এমন যেন সে এ ধাতের সৌজন্যের প্রতি অনিহা প্রকাশ করে দেখালো। 'আবার কি ক্ষুধা পেল?'

'শেষ পর্যন্ত তারা দূর হয়েছে নাকি?' গোলাম বলল। 'শালার পাঁজীরা! এখনো স্মিয়াগলের ঘাড় জ্বলে যাচ্ছে, হ্যাঁ ছাই হয়ে যাচ্ছে। চলো যাই!'

'হ্যাঁ, চলো যাই,' ফ্রোডো বলল। 'কিন্তু যারা তোমাকে কৃপা করেছে, তোমার যদি কেবল তাদের গুষ্ঠী উদ্ধার করার খায়েশ হয়ে থাকে, তবে তুমি তুমি থামতে পার!'

'সদাশয় মনিব!' গোলাম বলল। 'আরে স্মিয়াগল একটু ফাজলামি করে নিল। ইয়ে, ইয়ে–সে-তো অনর্গল ক্ষমা করে, কৌতুক করে। এমন কি সদাশয়-সদাশয় মালিকও এক-আধটু করে। আর হ্যাঁ, মনিবও ভাল। আবার স্মিয়াগলও ভালো!'

ফ্রোডোরা কিছু বলল না। মালপত্র তুলে নিয়ে তারা ইথিলিনের জঙ্গল দিয়ে চলল।

সেদিন তারা দুবার বিরাম নিল এবং ফ্রামিরের দেয়া খাবার একটু একটু করে খেলো

ঃ শুকনো ফল আর জারিত মাংস যা দিয়ে বহুদিন চালান যাবে; এবং রুটিগুলোও অপরিবর্তনীয়। গোলাম কিছু খেলো না।

বেলা উঠে অলক্ষিতে মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে ডুবতে শুরু করলো। বৃক্ষাবকাশ দিয়ে পশ্চিম থেকে ছুটে আসা আলোকরশ্মি সোনা হয়ে গেল। হবিটরা সদা ঠান্ডা সবুজ ছায়াতল দিয়ে হাঁটলো, তবে বড়ো নিরবে। মনে হলো পাখি সব উড়ে গেছে বা বোবামেরে গেছে।

নিরব নিকুঞ্জে সত্বর অন্ধকার নামলো। রাত গাঢ় হবার আগে তারা থামলো। বড্ড ক্লান্ত। কারণ, হেলেন আনান থেকে সাত লিগ বা তার অধিক দূরত্ব তারা হেঁটেছে। এক পুরোন গাছের নিচেই ঝুরো মাটির পরে ঘুমিয়ে ফ্রোডো রাত কাবার করলো। অতি অস্বস্তি নিয়ে শ্যাম তার পাশে ছিল; সে অনেকবার জেগে উঠলো, কিন্তু গোলামের কোন নিদর্শন পেল না। অন্যেরা রেষ্টে যাওয়া মাত্রই গোলাম ভেগে গিয়েছিল। সে কাছের কোন গর্তে ঘুমিয়েছিল, নাকি রাতভর ছোকছোক করে ঘুরে বেড়িয়েছিল–এসব শ্যাম জানল না। গোলাম কিন্তু প্রভাতের শুরুতেই ফিরে আসলো এবং সাথীদেরকে জাগালো।

'ও হ্যাঁ ওঠ!' সে বলল। 'এখনো অনেক পথ পড়ে আছে, দক্ষিণ এবং পূর্বে। হবিটদের দ্রুত করতেই হবে!'

চলমান দিনটি গত পরশু দিনের ন্যায় গত হল। ব্যতিক্রম শুধু নিরবতা আরো ঘনীভূত হলো; বাতাস ভারী হয়ে বৃক্ষতলে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের উদ্ভব ঘটল। মনে হলো বজ্রপাতের আয়োজন চলছে। গোলাম কেবল থেমে থেমে বাতাস শুঁকছিলো আর তাদেরকে গতি বাড়ানোর জন্য আপন মনে বিড়বিড় করে চলল।

দিনের তৃতীয় প্রহর সমাগত হয়ে শেষ বিকেল পর্যন্ত গড়ালো। জঙ্গল উন্মুক্ত হলো। বৃক্ষরাজি আরো প্রকান্ড হয়ে আরো বিক্ষিপ্ত হতে লাগল। বিরাটাকায় পরিধির গুঁড়িগুলো কালোমুখো গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। উন্মুক্ত প্রান্তরের স্থানে স্থানে বুড়ো মার্কা এ্যাশ ও বিশালকায় ওক গাছগুলো তামাটে সবুজ কুঁড়ি বের করে দাঁড়িয়েছিল। চারিদিকে ছিল সবুজ ঘাসের বেষ্টনী যা নীল-সাদা অর্কবৃক্ষ ও বায়ুপরাগি ফুলে শোভিত। আর অপরিমেয় স্থান জুড়ে ছিল বুনো কচুরিপানা। সেগুলোর লকলকে কচি কান্ডগুলো ঝুরোমাটি ঢিবিমধ্য দিয়ে আরামে যাতায়াত আরম্ভ করেছে। জ্যান্ত কোন প্রাণির সাড়া নেই। গোলাম কিন্তু এ খোলা স্থানে তটস্ত এবং তারা সাবধানে, নিঃশব্দে এক ছায়াময় স্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটতে থাকল।

জঙ্গল-প্রান্তে আসার পর দ্রুত আলো পড়ে এল। গ্রন্থিলযুক্তি এক পুরোন ওক গাছের নিচেই তারা বসে পড়ল। গাছটা তার সর্পিল শিকড় ভাঙ্গাচোরা খাড়া বাঁধে অনেকটা বিছিয়ে ছিল। সামনে অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর এক উপত্যকা। এটার দূরবর্তী পাশে জঙ্গল আবার ঘন হল, মুখ-গোমরা সন্ধ্যার অন্ধকারে নিলাভ-তামাটে দেখা গেল। জঙ্গলটি দক্ষিণমুখী ছিল। অগ্নিবৎ আকাশ তলে ডানে কিন্তু দূরে মাউটেন অব গন্ডর জ্বলে উঠলো। বামদিকে পড়ে ছিল অন্ধকার ঃ মর্ডরের আকাশচুম্বী বেষ্টনীগুলো; এবং আন্দুইন অভিমুখী ক্রমবিস্তারমান খাতের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ উপত্যকাটা যেন খাড়াভাবে নেমে পড়লো, এবং পড়লো ওই অন্ধকার মধ্য থেকে। এটার তলদেশ দিয়ে বয়ে গেছে দ্রুত ধাবমান

স্রোত-ধারা ঃ নিরবতার মধ্যে ছুটে আসা এটার কর্কশ ধ্বনি ফ্রোডো শুনলো; এবং নিকটবর্তী পাড় দিয়ে ফিতাকার এক আঁকা বাঁকা পথ হিমেল-ধূসর কুহেলিকায় ঢাকা, সূর্যালোক বহির্ভূত এখানে এসে ফ্রোডো মনশ্চক্ষে পরিত্যক্ত, তিমিরাচ্ছন্ন কিছু সাবেকী টাওয়ার দেখলো। এগুলোর অস্পষ্ট সুউচ্চ শীর্ষদেশ চূর্ণবিচূর্ণ। অস্পষ্টতা এতটা প্রকট যেন তা সব কোন মায়া-সাগরে ভাসছিল।

সে গোলামের দিকে ফিরে বলল, 'জান কি আমরা কোথায়?'

'হ্যাঁ মালিক। এসব ভয়ানক স্থান। মালিক, এ পথ টাওয়ার অব দ্য মুন থেকে বেরিয়ে রিভার তীরস্থ ধুলিস্যাত হয়ে যাওয়া নগরীতে নেমেছে। ধুলিস্যাত হওয়া নগর হ্যাঁ, ঘৃণ্য স্থান বটে–শত্রুতে ভরপুর। মেনদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত হয়নি আমাদের হবিটরা অনেক পথ ভেঙ্গে এসেছে। এখন আমরা অবশ্যই পূর্বে যাব।' সে তার অস্থি চর্মসার হাতখানা অন্ধকার মাউন্টেনের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। 'আর এ পথ আমরা ব্যবহার করতে পারি না। ওহ্ না! টাওয়ার থেকে ঘাতক লোকেরা এ পথে আসে।'

ফ্রোডো পথটার পানে নিরীক্ষার দৃষ্টিতে তাকালো। যাহোক, এ মুহূর্তে সেখানে কোনকিছুর নড়াচড়া ছিল না। এটা কুয়াশার মধ্যে শূন্য ধ্বংসপুরীর দিকে অনাথের ন্যায় নির্জনে ছুটছিল। কিন্তু বাতাসে একটা মন্দ আবহ ছিল, যেন কোনকিছু অলক্ষিতে এদিক-সেদিক যাতায়াত করছিল। রাতের আঁধারে ফিকে হয়ে আসা দূর চূড়াগুলোর দিকে ফ্রোডো আর একবার তাকালো এবং আকস্মিকভাবে কেঁপে উঠলো। পানির আওয়াজ হিমশীতল নিষ্ঠুর ঠেকলো ঃ মর্গুলডিনের (Morgulduin) আওয়াজ, দুষিত স্রোত যা ভেলি অব রেইল (প্রেতাত্মা উপত্যকা) থেকে প্রবাহিত হতো।

'কী করা যায়?' সে বলল। 'আমরা অনেক হেঁটেছি। আমরা কি পেছনের জঙ্গলে গোপনে থাকার মতো কোন স্থান খুঁজে নেব?'

'অন্ধকারে পালিয়ে কোন মুনাফা নেই,' গোলাম বলল। 'দিনেই হবিটরা পালাতে পারে, হ্যাঁ দিনেই।'

'আরে এসো না!' শ্যাম বলল। 'বিশ্রাম একটু নেবই । মধ্যরাতে উঠতে হলেও নেব। তখনও কতক ঘণ্টা অন্ধকার থাকবে। সেটা আমাদেরকে লংমার্চে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট সময়, অবশ্য যদি তোমার পথ চেনা থাকে।'

গোলাম দোনামনা করে রাজি হল। পেছনের বৃক্ষরাজির পানে মুখ করলো। কিয়ৎক্ষণ বনের খাড়া প্রান্ত বরাবর পূর্বদিকে কসরৎ করে চলল। সে শয়তানি ভরা দুষ্ট পথের কাছে কোথাও বিশ্রাম নেবে না এবং কিছুটা যুক্তিতর্কের পর তারা সকলে প্রকান্ড তর্ক গাছে পরিপূর্ণ এক দ্বীপে গিয়ে উঠলো। ওক গাছের পল্লবময় শাখা প্রশাখাগুলো ছন্দাকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। যাতে করে হবিটরা গা ঢাকা দিয়ে থাকার এক যুঁতসই স্থান পেয়ে গেল। রাত আসন্ন এবং বৃক্ষ-চাঁদোয়া তলে অন্ধকার ঘণীভূত হল। ফ্রোডো আর শ্যাম কিছুটা পানি পান করে একটু রুটি আর শুকনো ফল খেল। গোলাম কিন্তু শরীরে মোচড় মেরে তাৎক্ষণিক ঘুমিয়ে গেল। হবিটদের চোখের পাতা খোলা থাকল।

মধ্যরাত পার হতে না হতে গোলাম জাগলো। অকস্মাৎ হবিটরা তার পাতাহীন বিবর্ণ দৃষ্টির আলোকচ্ছটা আঁচ করলো। সে কান পেতে নাকে শুঁকে নিশিকালীন সময়টা পরিমাপ

করতে সচেষ্ট হল বোধ হয়। এরকমটি সে সচরাচর করত এবং হবিটরা তা দেখেছেও।

'আমাদের রেষ্ট হয়েছে কি? আরামের ঘুম দিলাম কি?' সে বলল। 'চল হাঁটা যাক!'

'রেষ্ট হয়নি, ঘুম পড়িনি,' শ্যাম গরগর শব্দে বলল। 'তবে জরুরী হলে আমরা রওনা করব।'

গোলাম চট করে গাছের শাখা থেকে লাফিয়ে চার হাত পায়ে ভর করলো। এবং হবিটরা আরো ধীর গতিতে পিছু নিল। নিচেই নেমেই তারা গোলামের নেতৃত্বে অন্ধকারময় ঢালু ভূমির ওপর দিয়ে পূব দিকে হাঁটা আরম্ভ করল। তারা আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছিল। কারণ অন্ধকার এত গাঢ় হলো যে কোন বৃক্ষমূলের সাথে ধাক্কা না খেয়ে সতর্ক হওয়ার কোন অবকাশই ছিল না। ভূভাগ আরো ভাঙ্গাচুরা, হাঁটা অধিক দুঃসাধ্য হলো। তবে গোলামের কোন ঝামেলাই হলো না। সে তাদেরকে বিভিন্ন স্থান দিয়ে পরিচালিত করলো ঃ কখনো কাঁটাযুক্ত বৈচীর ঝাড় দিয়ে, কখনো বা গভীর খাদ কিংবা তিমিরে ভরা গর্তের কিনার দিয়ে আবার কখনো কালো ঝোপে ঘেরা ফাঁকা গর্ত দিয়ে। একটু পূর্বে গেলেই তারা পাচ্ছিল সুদীর্ঘ খাড়া ঢাল আর ঢাল। হবিটরা অবিরাম এগিয়ে গেল। প্রথম বিরতির ফাঁকে তারা পেছনে তাকালো। পিছে রেখে আসা জঙ্গলের ছাদকে অস্পষ্ট লাগলো; বিশাল ঘন-কুয়াশার আস্তরণ যেন অন্ধকার ধূঁ ধূঁ আকাশতলে তিমিরাচ্ছন্ন রাত। ইষ্ট (East) থেকে যেন মরীচিকাবৎ ভয়ানক এক কৃষ্ণ আবহ বেরিয়ে আসলো। ক্ষীণ ঝাপসা তারকারাজিকে তা গিলে ফেলতে উদ্যত। পরে অস্তগামী শশী পিছু ধাওয়া করা মেঘ থেকে পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু তা রুগ্ন হলুদাতে এক জ্যোতিতে ঘেরাও হলো।

অবশেষে গোলাম হবিটদের দিয়ে ফিরল এবং বলল' একটু পরেই দিনমনি আসবো। হবিটদের ঝটপট করতে হবে। এ জায়গায় উন্মুক্ত থাকা নিরাপদ না। দৌঁড় লাগাও!

সে গতি বাড়াল এবং ক্লান্ত শ্রান্তভরে পিছু নিল। শীঘ্রই তারা শূকরপৃষ্ঠের ন্যায় অর্ধবৃত্তাকার এক প্রকান্ড জমিতে আরোহণ করতে শুরু শুরু করল। এ স্থানের অধিকাংশ ঘন পিত বর্ণের গুল্ম, হর্টোলবেরি এবং বেঁটে খাটো নির্মম কাঁটায় ভরা। মাঝে মধ্যে খোলা জায়গাও ছিল। এসব সাম্প্রতীক দাবানলের দগদগে ক্ষতচিহ্ন। তারা যত চূড়ায় কাছে যেতে লাগল গুল্মের ঝাড় ততই বাড়তে থাকল; সেগুলো অতি প্রাচীন, রোগাটে এবং লেঙলেঙে গা-ওয়ালা। কিন্তু ওপরের দিকটা তার হৃষ্টপুষ্ট। হলদে পুষ্পরাজি জন্ম দিয়ে বিষণ্ন অন্ধকারে সুগন্ধী ছড়িয়ে দীপ্তিময় আবহ তৈরি করে রেখেছে। কন্টকহুল উঁচু ঝোপের ভেতর দিয়ে হবিটরা পুরো খাড়া হয়ে চলতে পারল। সূক্ষ্ম সূঁচাল ঢিবি ঢাকা বিশুষ্ক সূদীর্ঘ ঘোরান-পেঁচান পথ দিয়ে তারা হেঁটে চলল।

এ পাহাড়ের দূরবর্তী প্রান্তে তারা কুচকাওয়াজ থামল। জট পাকানো কোন কাঁটা ঝোপের নিচেই পালানোর জন্য হামাগুড়ি মারা শুরু করল। মাটির দিকে ঝুঁকে থাকা ঝোপের মোচড়ান লতাপাতা পড়িমরি করে বেয়ে উঠা সাবেক বন গোলাপের গোলক ধাঁধায় ঢাকা। ঝোপের গভীরে তারা এক ফাঁপা (গর্তসম) হল পেল যার মেঝে মরা ডালপালায় আচ্ছন্ন এবং ছাদের মতো উপরিভাগটা বসন্তের নব পল্লব ও কচি শাখায় গড়া। কিছুক্ষণ তারা সেখানে পড়ে থাকল। এত ক্লান্ত যে খেতে পর্যন্ত পারল না। আশ্রয়স্থলের

গর্ত দিয়ে উঁকি মারল, দেখল দিনের ধীরগতি।

কিন্তু মৃত বাদামী গোধূলী ছাড়া কোন দিবা আসলো না। পূর্বের (East) ঝুলন্ত মেঘরাশির নিচেই একটা বিষন্ন লাল আভা সমাগত হল। এটা ভোরের রং না। মাঝের এবড়ো-খেবড়ো ভূমিতে ইফেল ডুয়াতের পর্বতমালা তাদের পানে চোখ টাটিয়ে তাকালো। এটার কৃষ্ণ এবং নিরাকার নিচের দিকটা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এ যেন কখনো ঘুচবার নয়। আর এ পর্বতের আঁকাবাঁকা চূঁড়ো ও কিণার আগুনে রঞ্জিত কঠোর ও হৃৎকাঁপান দৃশ্যে অংকিত। তাদের ডানে দূরে মাউন্টেনের ইয়াবড় এক চাঁই অন্ধকারে কালো ছায়ামূর্তি যা পশ্চিম দিকে সবেগে ধাবিত।

ফ্রোডো বলল–এখান থেকে কোন পথে যাব আমরা? ওই কৃষ্ণপুঞ্জের ওপর দিয়েই কি মর্গুল ভেলির প্রবেশ পথ?

শ্যাম বলল–এখন কি এ নিয়ে ভাবার দরকার আছে? এটা যদি দিনের বেলা হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমরা আর নড়ছি না।

গোলাম বলল–না, বোধ হয় না। কিন্তু ক্রস রোড পর্যন্ত অবশ্যই চটপট যেতে হবে। হ্যাঁ, ক্রসরোড পর্যন্ত। হ্যাঁ ওখান দিয়েই সে পথ, মনিব।

মর্ডরের ওপরের লাল আভা নিঃশেষ হল। ইষ্টে (East) গুটি গুটি পায়ে বিপুলকায় ধোয়াশা উত্থিত হলে গোধূলী গাঢ় হল। সামান্য কিছু খেয়ে ফ্রোডো ও শ্যাম শুয়ে পড়ল, কিন্তু গোলাম অস্থির। একটু পানি ছাড়া সে কিছু খেল না। নাকে শুঁকে বিড়বিড়িয়ে ঝোপের নিচেই ক্রলিং করে চলতে থাকল। তারপর আচম্বিতে হারিয়ে গেল।

'বোধ করি, শিকারে গেছে,' শ্যাম হাই তুলে বলল। প্রথমে তার ঘুম পাড়বার পালা। সত্ত্বর সে গভীর স্বপ্নে ডুবে গেল। ভাবল সে যেন বাগএন্ডের উদ্যানে ফিরে কিছু খুঁজছে। তার কাঁধের ভারী পুঁটুলিটা তার মেরুদণ্ড বাঁধিয়ে দিল। উদ্যানকে আগাছা ও নোংরা গন্ধপূর্ণ মনে হলো। আর উদ্যানতল কাঁটা ও পর্ণতে আক্রান্ত।

'বুঝতে পারছি আমার কাজ পড়ে গেছে; কিন্তু অতি ক্লান্ত আমি,' সে বলে চলল। তাৎক্ষণিক তার মনে পড়ল কিসের সন্ধানে সে আছে। 'আমার পাইপ!' এ কথা বলে সে জেগে গেল।

'মূর্খ!' সে নিজেকে বলল, এবং চোখ মেলে ভাবলো কেন সে ঝোপের নিচেই শুয়ে আছে। 'এটাতো সব সময় তামার পুঁটুলিতে!' অতঃপর তার বোধগম্য হল যে পাইপটা তার পুঁটুলিতে, কিন্তু কোন তামাকপাতা নেই। আরো পরে বুঝল যে সে বাগএন্ড থেকে শতশত মাইল দূরে। সে বসল। অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে বোধ করল। নিয়ম ভঙ্গ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মনিব কেন তাকে ঘুমাতে দিল?

'তুমি ঘুমোওনি মিঃ ফ্রোডো?' সে বলল। 'সময় কত? মনে হয় দেরী হয়ে গেছে!'

'না হয়নি,' ফ্রোডো বলল। 'কিন্তু আলোকিত হওয়ার বিনিময়ে দিন অন্ধকার হয়ে আসছে। অন্ধকার আর অন্ধকার। যতদূর বুঝতে পারছি এখনো, মধ্যাহ্ন আসেনি। তুমি বড় জোর ঘন্টা তিনেক ঘুমিয়েছ।'

'ভাবছি কি হবে,' শ্যাম বলল। ঝড় আসছে কি? তাই যদি আসে তবে তা হবে এ

যাবতকালের ভয়ালতম ঝড়। ঝোপের নিচেই না থেকে গভীর গর্তে গেলে ভাল হয়।' তার কান খাড়া হল। 'ওটা কী? বজ্রগর্জন, কিংবা ড্রাম, বা কী ও?'

'জানি না,' ফ্রোডো বলল। 'এ রকম অনেকক্ষণ ধরে চলছে। কখনো মনে হচ্ছে মাটি কাঁপছে। আবার কখনো মনে হচ্ছে, তোমার কানে ভারী হাওয়া ঢুকে শোঁ শোঁ করছে।'

শ্যাম চারদিকে তাকাল। 'গোলাম কোথায়?' সে বলল। 'সে এখনো ফেরেনি?'

'না,' ফ্রোডো বলল। 'তার কোন নিশানা বোঝা যাচ্ছে না।'

'বেশ হয়েছে, আমি তাকে বরদাস্ত করতে পারি নে,' শ্যাম বলল। 'সত্যি কথা বলতে, অভিযানকালে সঙ্গে এমন কিছু আনিনি যা পথে হারিয়ে গেলে আমি কম ব্যাথা পাব। কিন্তু এত পথ আসার পর এখন তাকে হারালে ব্যাপারটা অন্যরকম হবে, বিশেষ করে যখন তাকে খুব দরকার–অর্থাৎ, আসলে সে কোন কাজে আসবে কিনা–আমার সন্দেহ হয়।'

'ডেড মার্সের কথা ভুলে যাও,' ফ্রোডো বলল। 'আশা করি তার কিছুই হয়নি।'

এই মুহূর্তে এক এক গুড়গুড় ঘূর্ণায়মান শব্দ আবার শোনা গেল। শব্দ ক্রমশ জোরাল এব গভীর হল। তাদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো। 'মনে হয় আমরা কোন সমস্যায় পড়েছি,' 'ফ্রোডো বলল। 'আমার আশংকা আমাদের অভিযান গুটিয়ে আসছে।'

'হয়তবা,' শ্যাম বলল; 'যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণ আশা আছে, যেমনটি আমার গ্যাফার বুড়োকর্তা বলত; এবং আরো তেজপোটের দরকার, যেমনটি সে অধিকাংশ সময় যোগ করত। মি. ফ্রোডো, এক কামড় খেয়ে নিয়ে একটুখানি ঘুমাও।'

শ্যামের ধারণা মোতাবেক বিকেল পাকিয়ে এল। আশ্রয়স্থল থেকে সে কেবল দেখল খাকি রঙের ছায়াহীন বিশ্ব, বৈশিষ্ট্যহীন, বর্ণহীন বিষন্নতায় ক্রমান্বয়ে ম্রীয়মান হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশটা শ্বাসরুদ্ধকর অনুভূত হলো কিন্তু গরম না। অস্থির নিদ্রার মধ্যে ফ্রোডো এপাশ-ওপাশ করছিল। মাঝে মধ্যে কি যেন বকবক করল। এ বকবকানি শ্যামের কাছে গ্যান্ডালফের উদ্দেশে কোন কথা মনে হল। সময়টা পার হয়েও হচ্ছিল না, অশেষ মনে হল। আচমকা শ্যাম পিছে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনল। চার হাত-পায়ে ভর করা গোলাম দ্যুতিময় চোখে তাদের দিকে উঁকি মেরে ছিল।

'জাগো! জাগো! জাগো ঘুমন্ত রা!' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'জাগো! নষ্ট করার মতো সময় নেই। এখনই যেতে হবে, হ্যাঁ আমরা এখনই যাব। সময়ের অপচয় চলবে না!'

শ্যাম সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল ঃ সে বোধ হয় ভটত বা উত্তেজিত। 'যেতে হবে? মতলবটা কী? এখনো সময় হয়নি। এমন কি চা খাওয়ার সময় হয়নি। চা পর্ব সারা যাবে এমন কোন স্থানে অন্তত ঃ আমরা নেই।'

'কোথাকার বোকা রে!' গোলাম ভোঁস ভোঁস করে বলল। 'আমরা যুঁতসই জায়গায় নেই। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, সত্যি বলছি, দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। নষ্ট করার সময় নেই। অবশ্যই যাত্রা করতে হবে। জাগো মাষ্টার জাগো!' ফ্রোডোর গায়ে সে নোখরযুক্ত থাবা

স্পর্শ করাল। ফ্রোডো 'ধড়ফড় করে আচমকা উঠে বসল এবং তাকে আঁকড়ে ধরল। গোলাম পিছু হটলো।

'নিশ্চয়ই তারা মূর্খ না,' সে ফোঁস করে বলল। 'আমাদের যেতেই হবে। কোন কালক্ষেপণ চলবে না!' এবং তার মুখ থেকে আর কিছু শোনা গেল না। সে কোথায় ছিল, কি ভাবছে, কেন এত তাড়াতাড়ি করছে–এসবের কিছু সে উচ্চারণ করল না। শ্যাম চরম সন্দেহভরে এসব লক্ষ করল। তবে ফ্রোডোর ভাবসাব টের পাওয়া গেল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তল্পিতল্পা হাতাতে থাকল। জমাট অন্ধকারে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

যতদূর পারা যায় আড়াল বজায় রেখে বাড়াবাড়ি ধাঁচের গোপনীয় তার সাথে পাহাড় পার্শ দিয়ে গোলাম তাদেরকে চালনা করল। কোন খোলা জায়গা আসলে প্রায় মাটির সাথে মিশে তারা দৌড় লাগাল। আলো অতি অস্পষ্ট। ধারাল চোখওয়ালা কোন বন্য প্রাণীও ধূসর আলখিল্লা পরিহিত হবিটদের দেখতে পেল না বসা যায়। কিংবা সন্তর্পণে চলা ক্ষুদে মানবের পদশব্দ পর্যন্ত ঠাওর করতে পারল না। সরু ডাল ভাঙ্গার টুংটাং বা পাতার খসখস ধ্বনি ছাড়াই তারা ছুটল এবং অদৃশ্য হল।

আগপিছ হয়ে নিরবে তারা প্রায় এক ঘন্টা হাঁটল। বিষন্ন ও পরম নিথর ভূভাগে তারা উৎপীড়িত। দূরের বজ্রগর্জন বা পাহাড়ের ফাঁকা গর্তের ড্রামসদৃশ আওয়াজে এ মুখর নিরবতা মাঝে মাঝে ভঙ্গ হচ্ছিল। গা-ঢাকা দেয়া স্থান থেকে সরে গিয়ে তারা দক্ষিণে গেল। তারপর নাক বরাবর সোজা এক পথ গোলাম দেখাল। মাউন্টেনের সাথে হেলে থাকা পথটা দীর্ঘ ভাঙ্গা এক ঢালে অবস্থিত। তৎক্ষণাৎ সন্নিকটেই তারা দেখতে পেল এক বৃক্ষসমাহার যা কালচে প্রাচীরের ন্যায় মরিচীকাসম। যত কাছে গেল ততই বুঝল এটা বিরাটকায়। মনে করল অতি পুরনো, এখনো উপরের দিকে উঠছে। তবে সেগুলোর চূড়ো ভাঙ্গাচুরা, এবড়ো-খেবড়ো। মনে হল কোন মনে হল কোন মারাত্মক ঝটিকা বজ্রপাত সহকারে সেগুলোর উপর দেশে নির্মমভাবে ঝাড় দিয়ে গেছে। তবে এ বজ্র-ঝটিকা তাদেরকে নিঃশেষ করতে কিংবা তাদের গহীন ভিত্তিমূলে নাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

'ক্রসরোড, হ্যাঁ,' গোলাম বলল। আশ্রয়স্থান ত্যাগ করায় পর এটাই তাদের প্রথম কথা। 'আমরা অবশ্যই ও পথে যাব।' পূর্ব দিকে ঘুরে এখন সে তাদের ঢালের দিকে নিয়ে গেল। তারপর আচমকা সামনে হাজির সেই পথটা ঃ দক্ষিণের মহাসড়ক। পথটা এঁকেবেঁকে মাউন্টেনের বর্হিপ্রাঙ্গণ বেষ্টন করে বৃক্ষবলয়ের মাঝে অকস্মাৎ ঝাপ দিয়ে পড়েছি।

'এই একমাত্র পথ,' গোলাম কানে কানে বলল। 'সড়কের ওপারে আর কোন পথ নেই। নেই কোন পথ। অবশ্যই ক্রসরোডে যাব। তবে জলদি কর! মুখে তালা মেরে রাখ!'

শত্রুর তাঁবুতে গুপ্তচরের মতো অলক্ষিতে প্রবেশ করার ন্যায় তারা সড়কে হামাগুঁড়ি মেরে গেল, এবং পাথুরে বাঁধের নিচেই এটার পূর্ব কিনারা ধরল। গুপ্তচরদের পাথর রং এর দেখাল। তাদের পাগুলো যেন শিকারী বিড়ালের। অবশেষে তারা বৃক্ষরাজির কাছে পৌঁছল এবং বুঝল তারা বিষন্ন আকাশ তলে ছাদহীন এক প্রকান্ড বলয়মাঝে দাঁড়িয়ে

আছে। এবং জায়গাটি ছিল ধ্বংস হয়ে যাওয়া হলঘরের বিপুলকায় কাল খিলানসদৃশ ইয়াবড় বৃক্ষগুঁড়ির মাঝে। মাঝখানে চারটা পথ এসে মিলেছে। সেগুলোর পেছনে মোরাননের রাস্তা এবং সামনে দিয়ে এ রাস্তা আবার দক্ষিণে লম্বা অভিযানে চলে গেছে। তাদের ডানে একটা রাস্তা অস্‌গ্লিয়াথের দিক থেকে এসে উপরে উঠে একটু ঘুরে পূর্বদিকের অন্ধকারে প্রবেশ করেছে। আর চতুর্থ রাস্তাটাই অবলম্বন করতে চায় তারা।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর ফ্রোডো ভয়াক্রান্ত হল। জ্বলজ্বল করে উপরে ওঠা কোন আলোর ব্যাপারে সচেতন হল। এ আলো পাশে দাঁড়ানো শ্যামের মুখমণ্ডলে ফোকাস করছিল। সে সেদিকে ফিরে জটপাকানো এক কুঞ্জের অদূরে তাকাল। দেখল অস্‌গ্লিয়াথের রাস্তা যা সোজা এক ফিতার মত নিচের থেকে নিচেই নেমে ওয়েষ্টে (West) প্রবেশ করেছে। দূরে ছায়া ঢাকা শোকাতুর গন্ডরের ওপারে সূর্যদেব ধীরে চলন্ত মেঘের পালের অবগুণ্ঠন হল, এবং আজো নিষ্কলংক মহাসাগরের অভিমুখে এক দুর্লক্ষণে অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হচ্ছিল। অতি নগণ্য আলোক-জ্যোতি বিরাটকায় এক আসীনমূর্তির ওপরে আপতিত হল। অর্গনথের রাজ-রাজড়াদের পাথরের মূর্তির ন্যায় স্থির গম্ভীর। এটা শত শত বছরের আঘাত সহ্য করেছে, অসংখ্য নিষ্ঠুর হাতে বিকলাঙ্গ হয়েছে। এটা মস্তক বিহীন। এর স্থলে বসানো ছিল পরিহাসের সাথে এবড়ো-খেবড়ো করে কাটা গোলাকার এক পাথরখন্ড যেটার কপালের মাঝখানে নির্মম হস্তে রূঢ়ভাবে অংকিত আছে বড় এক লাল চোখ। এটার হাঁটুদেশ প্রকাণ্ড কেদারায় এবং বেদীর চারপাশে আজেবাজে প্রতীক সহকারে হিজিবিজি করে টানা হাতের লেখা ছিল। মর্ডরের খেয়ালী জনতা এভাবে লিখত।

ফ্রোডো অকস্মাৎ প্রাচীন রাজার মস্তক দেখতে পেল। এটা যেন রাস্তার পাশে ঘুরে দাঁড়াল। ফ্রোডো হতবাক হয়ে গেল। চিৎকার দিয়ে বলল–'দেখ শ্যাম! দেখ! রাজা আবার মুকুট পরিধান করেছে।'

'চোখের স্থানে কোটর এবং পাট করা দাড়ি ছিন্ন ভিন্ন, তবে উন্নত রুক্ষ কপালের চারখারে সোনা-রূপার মুকুটসদৃশ বেষ্টনী। তারারুপি পুষ্পরাজি সহকারে লতিয়েপাতিয়ে ওঠা এক বণলতা যেন পতিত রাজনের যথা সম্মান জ্ঞাপনের নিমিত্তে তাঁর কপোলদেশ পাগড়ির ন্যায় আঁকড়ে ধরেছে, আর তাঁর চিড় ধরা পাথুরে কেশে হলুদ মরুশস্যের বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়ছিল।

'অনন্তকাল তারা বিজয় ধরে রাখতে পারে না,' ফ্রোডো বলল। এবং তৎক্ষণাৎ সংক্ষিপ্ত আলোকচ্ছকাটা দূরীভূত হল। সূর্যদেব নিমজ্জনের দরুণ অদৃশ্য হল যেন প্রদীপের আকস্মিক পতনে কাসরাত নামল।

অধ্যায় উনিশ
ক্রিথ্ আঙ্গলের সোপান শ্রেণী

গোলাম ফ্রোডোর আলখিল্লার কিনারা জাপটে ধরে ভয়ে আর অস্থিরতায় হাঁপাতে থাকল।

'চল এখনই যাই,' সে বলল। 'এখানে থাকা যাবেই না। ঝটপট কর!'

অনিচ্ছার সাথে ফ্রোডো পশ্চিম দিকে পিঠ করে অন্ধকারে গাইডের নির্দেশমত পূর্বদিকে তাকাল। বৃক্ষবলয় পেছনে রেখে মাউন্টেনের দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি করে এগোল। বর্তমান পথটাও কিছুদূর নাক বরাবর অগ্রসর হয়ে একটা সময়ে দক্ষিণ দিকে বাঁকতে থাকল। বাঁকতে বাঁকতে তা এক পর্যায়ে এক পাথরে খাদের বক্রতলের নিচেই ঢুকলো যা তারা দূর থেকে দেখেছিল। এটা পশ্চাতের কালো আকাশ থেকে অধিক কালো। আর এগিয়ে না, এসো না–এরকম একটা গায়েবি আওয়াজ যেন সেখান থেকে প্রতিফলিত হচ্ছিল। রাস্তাটা এর ছায়ায় নতজানু কায়দায় ঘুরেফিরে অগ্রসর হয়ে আবার পূর্বে গিয়ে খাড়াভাবে ওপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করলো।

ভারাক্রান্ত মনে কষ্টসৃষ্টে ফ্রোডো এবং শ্যাম কোনমতে পা টেনে এগোল। বিপদের কথা বেমালুম ভুলে গেল। ফ্রোডের শির সামনে হেলে গেল; শরীরের বোঝা তাকে আবার নিচেই টেনে নিল। ক্রসরোড পার হবার সাথে সাথে এটার ওজন, যা ইথিলিনে প্রায় মনেই ছিল না, পুনর্বার বাড়তে লাগল। পদ সম্মুখে মৃত্তিকা খাড়া আন্দাজ করে সাবধানতার সাথে সে ওপরে তাকাল। অতঃপর সে দেখল গোলাম যা তাকে বলে রেখেছে ঃ রিংরেইথ (কুচক্রী) নগরী। পাথুরে বাঁধের সাথে সে লেপ্টেচেপ্টে গেল।

সুদীর্ঘ ঢালু এক উপত্যকা, ছায়ার গভীর এক উপসাগর যা মাউন্টেনের মধ্যে পিছ ফিরে ছুটে চলেছে। দূর পার্শ্বে কিছুটা উপত্যকা-ভূজের মধ্যে ইফেলডুয়াথের কালো হাঁটুর উপরকার এক পাথুরে আসনে মিনাসমর্গুলে দেয়ালঘেরা টাওয়ারটি দাঁড়িয়ে আছে। এটার চারধারের ভূভাগ এবং আকাশ–সবকিছু অন্ধকার। কিন্তু এটা আলোয় আলোকিত। মিনাসইথিলের (Tower of the Moon (মিনাসমর্গুল) মার্বেল পাথরের দেয়াল ফুঁড়ে আটকপড়া চন্দ্রালোক উপচে পড়ছে না ঠিকই। তবুও এটা পাহাড়ের শূন্য বলয়ে অত্যুজ্জ্বল বিকীর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এটার আলো এখন মৃদু গ্রহণে জরাক্রান্ত চাঁদের আলো থেকেও বিবর্ণ যা ক্ষতিকর বাষ্পের ন্যায় কেঁপে কেঁপে তরঙ্গায়িত হচ্ছে, শবাধারের আলো যা কোন প্রতিফলন ঘটায় না। টাওয়ার এবং দেয়ালগুলোর জানালা অসংখ্য কালো কোটরের মতো দেখাচ্ছে। এগুলো কোন শূন্যপুরীতে অপলক তাকিয়ে আছে। তবে টাওয়ারটির শিখরের

পথ ধীরে ঘুরছে, প্রথমে একদিকে তারপর অন্যদিকে। প্রকাণ্ড কোন প্রেতাত্মামুণ্ডু অন্ধকারে উঁকি মেরে আছে বোঝা যাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য তিন সঙ্গী সেখানে দণ্ডায়মান আছে। অনিচ্ছুক চোখে বুড়বুড় করে উপরে দেখছে। গোলামের চেতনা আগে ফিরল। তৎপরতার সাথে হবিটদের আলখিল্লার কিনারা ধরে টান লাগাল, তবে মুখে কোন কথা বলল না। তাদেরকে প্রায় টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল। প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল অনৈকান্তিক। সময়ের গতি স্থির হল বোধ হয়। যাতে করে এক পা তুলে সেটা আবার নামানোর মাঝে বিরক্তিকর কিছু সময় কেটে যাচ্ছিল।

এভাবে তারা ধির পদক্ষেপে সাদা সেতুটির কাছে আসলো। সড়কটি এখানে ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে উপত্যকার মধ্যকার নালার উপর দিয়ে ভ্রান্তিকর সর্পিল কায়দায় নগরীর গেটের দিকে দৌঁড়ে চলল। গেটটি হচ্ছে উত্তর পাশের দেয়ালগুলোর বহিঃভাগের এক কালো প্রবেশদ্বার। উভয় পাশে সুবিস্তীর্ণ সমভূমি, ছায়াঢাকা তৃণভূমি যা বিবর্ণ সাদা ফুলে ভরপুর। এগুলোও মরীচিকাবৎ যদিও অপরূপ আর লোমহর্ষক আকৃতির। অস্বস্তিকর স্বপ্নে নিমজ্জিত উন্মত্তরূপী সেগুলো রুগ্ন-পচা হাড়ের ক্ষীণ গন্ধ ছড়াচ্ছিল, পচা গন্ধে বাতাস পরিপূর্ণ। সেতুটি নেচে নেচে অগ্রসর হল। এটার প্রান্তভাগ মনুষ্য ও পশু আকৃতির যা ডাহা কলুষিত জঘন্য। প্রান্তবিন্দুতে মূর্তিগুলো দণ্ডায়মান ছিল। নিচ দিয়ে প্রবাহমান পানি ধীরস্থির, বাষ্পময়, কিন্তু যে বাষ্পকুন্ডলী ঘুরতে ঘুরতে মোচড় খেয়ে খেয়ে উপরে উঠছিল তা ছিল ভীষণ শীতল। ফ্রোডোর বোধ লোপ পেল, অন্ধকার কালিমায় হৃদয় আচ্ছন্ন হল। তারপর আকস্মিক কোন বাহ্যিক প্রভাবে টলতে টলতে দ্রুত পা চালালো। হস্তদ্বয় সামনে কি যেন হাতড়াচ্ছিল, মস্তক এপাশ-ওপাশ হেলতে দুলতে থাকলো। শ্যাম, গোলাম উভয়ে তাকে অনুসরণ করলো। ঠিক সেতুর চৌকাঠে ফ্রোডো প্রায় হুঁচোট খেয়ে পড়তে লাগল। শ্যাম তার হাত ধরে বিপর্যয় রোধ করলো।

'ওপথে না। না, ওপথে না!' গোলাম ফিসফিসিয়ে বলল। কিন্তু তার ফিসফিসানি হুইসেলের ন্যায় গভীর নিরবতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলল, এবং আতংকে সে মৃত্তিকার ওপর গুটিসুটি মেরে পড়লো।

'থামো, মিষ্টার ফ্রোডো!' শ্যাম ফ্রোডোর কানে কানে বলল। 'ফিরে এসো। ওপথে না। গোলাম মানা করেছে। আমি অন্তত একবারের জন্য তার সাথে একমত।'

ফ্রোডো কপালে হাত বোলালো। পাহাড়ী নগর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দূরে নিক্ষেপ করল। মরীচিকা টাওয়ারটি তাকে মুগ্ধ করল। এবং তাতেই সে হালকা দ্যুতিময় পথ ধরে এটার গেটের দিকে ছুটবার আকাংখা পোষণ করল। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে সে পিছে ফিরলো। আর তখনই রিংটা তার গুণ প্রকাশ করলো ঃ এটা তাকে প্রতিরোধ করল, তার গ্রীবার চেইনটি টানা হেঁচড়া আরম্ভ করল; এবং সে দূরে তাকান মাত্রই তার চোখ দুটোও যেন ক্ষণিকের তরে অন্ধ হয়ে গেল। তার সামনের অন্ধকার হল অভেদ্য।

গোলাম ভয়কাতুরে প্রাণীর ন্যায় মাটিতে ক্রলিং করে অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। শ্যাম পড়িমরি হয়ে উঠা মনিবকে সামলে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তাকে অনুসরণ করল। সড়কের লাগোয়া পাথুরে দেয়ালের মাঝে এক শূন্যস্থান ছিল। এ স্থানটা জলধারার সন্নিকটে। এর মধ্য দিয়ে চলল তারা। শ্যাম বুঝল যে তারা এক সংকীর্ণ

পথে। পথটা প্রধান সড়কের ন্যায় হালকা আলোকিত। তারা ভয়াবহ পুষ্পের মেঠো জমিতে অবির্ভূত হলো। তখন সংকীর্ণ পথটা মলিন হতে হতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো। এ অন্ধকার পথ আবার ছলাকলা করে এঁকে বেঁকে উপত্যকার উত্তর পার্শ্বে গিয়ে ওপরের দিকে কোথাও ঢুকে গেলো।

পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে এ পথ ধরে হবিটরা টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে গেল, সামনে গোলামকে দেখতে অক্ষম হল। গোলাম মাঝে মধ্যে পেছন ফিরে তাদের উদ্দেশে হাঁক মেরে হাত ইশারা করছিল। আর এভাবেই হবিটরা তাকে এক-আধটু দেখতে পেল। তখন তার চক্ষুদ্বয় সবুজ শ্বেত আলোর কিরণ ছিটোচ্ছিল, সম্ভবত মর্গুলের দাঙ্গাবাজি ঔজ্জ্বল্য বেরিয়ে আসছিল, কিংবা তার ভেতরের কোন কৈফিয়তের তোপে এমন ঘটনা ঘটছিল। সেই ভয়ানক জ্যোতি আর অন্ধকার অক্ষিকোটরের বিষয়ে ফ্রোডো ও শ্যাম নিত্য সতর্ক ছিল। কাঁধের ওপর দিয়ে তদের ভয়কাতুরে চক্ষুদ্বয় মুহুর্মুহু নিচে কি যেন দেখছিল। তারা কসরত করে এগোল। বাষ্প পুঁতিগন্ধময় বিষাক্ত জলধারার ওপরে উঠা মাত্রই তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস সাবলীল হল এবং মাথা হালকা হয়ে গেল। তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদম ক্লান্ত হল যেন সারারাত তারা বোঝা বয়েছে বা প্রবল স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটেছে। শেষ পর্যন্ত একটু না থেমে তারা আর এগোতে পারল না।

ফ্রোডো থেমে পড়ল এবং এক পাথর খন্ডের ওপর বসলো। এখন তারা নগ্ন এক পাহাড়ের কুঁজের ওপর আরোহণ করেছে। উপত্যকা-পাশে তাদের সামনে এক বে-বৃক্ষের চিবহরিৎ বন। এটার শীর্ষদেশ ঘুরে পথটা চলে গেল। পথটা ডালে এক খাদ্যযুক্ত শৈলশিরার ছাড়া অধিক কিছু না। মাউন্টেনের খাড়া দক্ষিণপাশ দিয়ে এটা উপরে উঠে গেছে। উঠতে উঠতে অন্ধকারে কোথাও অদৃশ্য হয়েছে।

'শ্যাম' অবশ্যই আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে,' ফ্রোডো চাপা স্বরে বলল। 'এ আমার পক্ষে বড্ড বোঝা, ভদ্রে শ্যাম, সাংঘাতিক বোঁঝা। ভাবছি কতদূর এটা বয়ে নিয়ে যেতে পারব। ওপথে অভিযান করার আলো বিশ্রাম আমাকে নিতেই হবে।' সে সামনের সংকীর্ণ পথে অঙ্গুলী নির্দেশ করল।

গোলাম হিসহিস করে সামনে থেকে ক্ষীপ্র বেগে ছুটে আসলো। 'চুপ!' ঠোঁটের পর তার অঙ্গুল রাখা। গুরুত্বের সাথে শির ঝাঁকালো। ফ্রোডোর আস্তিন জাবড়ে ধরে পথটার দিকে দিক নির্দেশ করল। ফ্রোডো কিন্তু অনড়, অটল।

'এখন না,' সে বলল, 'এখন না।' ক্লান্তি এবং ক্লান্তি অপেক্ষা অধিক কিছু দ্বারা সে নিপীড়িত। যেন কোন গুরুমন্ত্রের চাপে তার দেহ-মন জড় পদার্থে পরিণত হল। তাবত অঙ্গ অলস অবশ, নিঃসাড়। 'বিশ্রাম নেবই,' সে ধরা গলায় বলল।

এ কথায় গোলাম বেদম ভীত ও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। হাতের তালু দ্বারা মুখ আড়াল করে আবার কথা বলতে শুরু করল। যেন হাওয়ায় অদৃশ্য কোন শ্রোতার কান থেকে কথার আওয়াজ করল। 'এখানে না, না। এখানে বিশ্রাম নিও না। বোকার দল! বহু চোখ তাকিয়ে থাকবে। সাঁকোতে আসলে তারা আমাদের দেখে ফেলবে। দূরে সরো! উপরে ওঠ, ওঠ! এসো!'

‘এসো, মিঃ ফ্রোডো,’ শ্যাম বলল। ‘সে আর একবার নির্ভূল বলল। এখানে এখানে থাকতে পারি না আমরা।’

‘বেশ,’ দূর-স্বরে ফ্রোডো বলল যেমনটি আধো ঘুমন্ত লোকে বলে থাকে। ‘আমি চেষ্টা করব।’ ক্লান্তি ভরে সে পায়ে শরীরের ভর রাখল।

কিন্তু অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। তাদের নিচের পাথরখন্ড ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। প্রচন্ড গুরুগুরু ধ্বনি তাবত পার্বত্য অঞ্চলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চারদিক উন্মাতাল করে ছাড়ল। অতঃপর কলজে কাঁপানো আকস্মিকতায় ভয়াবহ এক লোহিত দীপ্তি আবির্ভূত হল। দুর পূর্বের মাউন্টেনের অদূরে এটা আকাশে লাফিয়ে উঠে নিম্নগামী মেঘমালাকে টকটকে লাল করে ফেলল। ছায়া ঢাকা উপত্যকার এ মৃত-শীতল আলোকে অসহ্য ভয়াবহ ও নিদারুণ বোধ হলো। গর্গোরথের উত্থিত অগ্নিশিখার সাথে মিশ্রিত নিকষকালো অন্ধকার থেকে খাঁজকাটার ছুরির ন্যায় পাহাড় চূড়োগুলো ফাল মেরে স্বঅস্তিত্বের জানান দিল। অতঃপর আবির্ভূত হল বজ্রপাতের মহাঅশনি সংকেত।

এবং মিনাসমর্গুল থেকে এ সংকেতের জবাব পাওয়া গেল। কৃষ্ণ নীল বর্ণের এক বিদ্যুৎলতা ছড়িয়ে পড়ল ঃ সাপের জিহ্বার মতো ফর্ক আকৃতির নীলাভ শিখা টাওয়ারটা এবং গুমেটা মেঘে ঢাকা পাহাড়ী বলয় থেকে বিপুল বেগে আকাশের বুকপানে ধাওয়া করতে লাগলো। মৃত্তিকা গোঙিয়ে উঠলো; এবং নগরী থেকে ভেসে আসলো চিৎকার আহাজারি। শিকারি পক্ষী আর গোস্বা-ডরে ক্ষীপ্ত অশ্বের তীক্ষ্ণ চিৎকার একীভূত হয়ে গগণবিদারি এক কর্কশ আওয়াজের উৎপত্তি হল। যতদূর শোনা যায় ততদূর পর্যন্ত আওয়াজের এভাবে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেল। হবিটরা কানে আঙ্গুল পুরে চর্কির মাথা ঘুরতে থাকল। তারপর ভূমিতে ধপাস করে পড়ে গেল।

দীর্ঘ রুগ্ন বিলাপের ন্যায় ভীতিকর চিৎকার-ধ্বনি সমাপ্ত হলো, সবকিছু থমথমে। ফ্রোডো আস্তে মাথা তুলল। সংকীর্ণ উপত্যকা যা এখন তার দৃষ্টি সমতলে তার ওপারে দুষ্ট নগরীর পাঁচিলগুলো উদ্ধত ঢং এ দণ্ডায়মান। নগরীর গুহাবৎ দ্বার উজ্জ্বল দেঁতো কোন হা করা মুখাকৃতির। মুখটা বিশাল দু'পাটি (দাঁতের পাটি) মেলে ছিল। এবং এ গেট দিয়ে এক মস্ত সেনাদল বেরিয়ে আসলো।

বাহিনীর সকলেই রাতের আঁধারের ন্যায় কাল পোশাকে মোড়া। পান্ডুর দেয়ালপার্শ্বে এবং সড়কের মরীচিকাবৎ চত্বরে ফ্রোডো তাদেরকে দেখলো; সারিবদ্ধ ক্ষুদ্র কালোমূর্তি, তড়িৎবেগে নিরবে অগ্রসর হচ্ছে। অন্তহীন স্রোতের ন্যায় এগিয়ে আসছে। তাদের সামনে সুবিন্যাস্ত ছায়ার মতো এক তোফ্রা অশ্বারোহী বাহিনী। আবার, এ বাহিনীর সর্বাগ্রে সর্বাধিক দীর্ঘদেহী এক অশ্বারোহী, আগাগোড়া কালো। কেবল তার শিরস্ত্রাণ থেকে বিপদ সংকেত সূঁচক আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। এখন সে নিচের সেতুটির কাছাকাছি। ফ্রোডোর ছানাবড়া চোখ তার পানে তাক করে রইল, পলক ফেলা বা অন্য দিকে ফেরা সম্ভব ছিল না। নিশ্চয়ই নয় অশ্বারোহী (Nazgul–রিংরেইথ) লর্ড ধরায় ফিরে এসেছে? বিভৎস বাহিনীকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার জন্য কি? এইত, হ্যাঁ এইত সেই বন্য-ক্ষ্যাপাটে নৃপতি যে তার শীতল হাতের অভিশপ্ত ছুরি দিয়ে রিং বাহককে (ফ্রোডো) নির্মম আঘাতে জর্জরিত

করেছিল। পুরনো ক্ষত ব্যথায় কাতরে উঠল এবং ভয়ানক এক যন্ত্রণার অনুভূতি ফ্রোডোর কলিজার দিকে তেড়ে গেল।

একে-তো ভয়ের জ্বালায় তার দিল চিরে যাচ্ছে এবং যাদু মুগ্ধের ন্যায় সে নিষ্প্রাণ হয়ে আছে, তার ওপর সর্দার আরোহীটা অকস্মাৎ থামল, ঠিক সাঁকোটিতে প্রবেশ পথের আগে, এবং তার পেছনে দাঁড়িয়ে গেল বাকি সবাই। গোঁদের ওপর বিষ ফোঁড়া আর কাকে বলে! একটা বিরতি, যেন মরণতুল্য নিরবতা। সম্ভবত রিংটা রেইথ-লর্ডকে ডেকে থামলো, এবং মুহূর্তের জন্য সে দ্বিধাগ্রস্ত হল। তার উপত্যকায় অন্য কোন শক্তি প্রবেশ করেছে আঁচ করলো। মুকুট সদৃশ শিরস্ত্রাণযুক্ত মস্তক এদিক-ওদিক ঘোরাল, যেন ভয় পেয়েছে ভাবটা এমন। ফ্রোডো অনড়। কোন সর্পের আগমনে ভীতু পাখির মতো হয়ে থাকল। এমতাবস্থায় সে আরো জোরাল তাগিদ অনুভব করল যে তার এখনই রিংটা পরে নেয়া উচিৎ। যদিও সে জোরাল মানসিক চাপে ছিল তবু সে এখনো এটার কাছে আত্মসমর্পণ করার আগ্রহ প্রকাশ করলো না। সে জানে রিংটা কেবল তার সাথে প্রতারণাই করবে। এবং এও জানে যে রিংটা পরা সত্ত্বেও সে মর্গুল-রাজাকে (রিং-রেইথ) প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। রিং পরার তাগিদের সমর্থনে সে আর কোন আন্তরিক সাড়া পেল না। যদিও সে ভয়ে কাতর বিহ্বল। কেবল সে তার ভেতরে অনুভব করছে বাইরের কোন বৃহৎ শক্তির হাতুড়িপেটা। ফ্রোডো দোনামনা করে ভাবছে যে এ শক্তি তার হাতে ভর করেছে এবং হাতটা এখন তার গলার চেইনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অতঃপর তার নিজস্ব চেতনায় টোকা লাগল এবং ইঞ্চি ইঞ্চি করে হাতটা আবার পিছিয়ে এসে তার বুকের কাছে লুকানো কিছু একটা খুঁজতে আরম্ভ করলো। এবার মুঠিবদ্ধ থাবার ভেতর হীমেল আর কঠিন কিছু একটা অনুভব করলো ঃ গ্লাড্রিয়েলের শিশি (বোতল) বহুদিন তুলে রাখা, এবং সে সময়ের পর হতে একপ্রকার বিস্মরিত। এটা ছোঁয়ার পর রিং-ভাবনা কিছুক্ষণের জন্য তার অন্তর থেকে উধাও হল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মাথা এলিয়ে দিল।

এ মুহূর্তে রেইথ-কিং এক পাশে ঘুরে তার ঘোড়ার নাল বেয়ে সেতুর ওপরে চলে গেল, এবং তার কালো বাহিনী পিছু নিল। বোধকরি তার অদৃশ্য চোখ এলফ-হুডের ফাঁকিতে পড়েছে, এবং তার ক্ষুদে প্রতিপক্ষের মন তার চিন্তাচেতনাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু সে ব্যস্ততার মধ্যে ছিল। ইতোমধ্যে সময় পেরিয়ে গেছে। বড় মনিবের (সাউরান) নির্দেশে রণবেশে তাকে ওয়েষ্টে (West) যেতেই হবে। গত্যন্তর নেই। মালিকের অনড় হুকুম এরকমই।

ফ্রোডো দিশেহারা হল। অকস্মাৎ ফ্রামিরের কথা ভাবল। 'শেষপর্যন্ত ঝড়ের বোমা ফাটল,' সে মনে মনে বলল। 'বর্শা তলোয়ারের এ প্রকান্ড সারি অসগ্লিয়াথে যাচ্ছে। ফ্রামির কি যথাসময়ে পার হতে সক্ষম হবে? সে এ আলামত পেয়েছিল, কিন্তু ঘটনা ঘটবার মুহূর্ত অবগত ছিল কি? কিং অব দ্য নাইন রাইডার্স (রিং রেইথ) হাজির হলে কে ফোর্ড রক্ষা করবে? এবং আরো সেনাবাহিনী আসতে বাকি। আমার বড় দেরী হয়ে গেছে।

সব শেষ, কোন আশা নেই। পথে গড়িমসি করলাম। ওহ, সব শেষ হয়ে গেল। এমন কি আমার কর্ম সম্পাদিত হলেও কেউ তারা খোঁজ রাখবে না, কেউ জানবে না। এ কথা বলার মতো কেউ থাকবে না। এ কর্ম বৃথা যাবে, বাতে বরাতে যাবে, স্রেফ রসাতলে যাবে।' সে বিলাপ করে উঠলো দুর্বলতায় পরাক্রান্ত জর্জরিত হয়ে। এবং এখনো মর্গুল বাহিনী সাঁকো অতিক্রমণ সমাপ্ত করতে পারেনি।

ফ্রোডো অবচেতন মনে স্মৃতি হাতড়িয়ে কল্পনা করছে যে সে এখন সায়ারে। প্রভাত সূর্যের সোনালী রোদ দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে। দূর থেকে ভেসে আসছে শ্যামের পরিচিত স্বর ঃ 'উঠুন মিষ্টার ফ্রোডে! উঠুন!' শ্যাম যদি বলত যে এখন নাস্তার সময়, তবে ফ্রোডো অবাক হত না বললেই চলে। শ্যাম আসলে বড্ড দরকারি জিনিস। 'উঠুন মিষ্টার ফ্রোডো! তারা চলে গেছে,' সে বলল।

নিস্তেজ ঢংঢং আওয়াজ হল। মিনাসমর্গুলের ফটক রুদ্ধ হল। শত্রুর বর্শাফলকের শেষ সারি পথের আড়াল হল। টাওয়ারটি উপত্যকার পানে দাঁত খিঁচিয়ে এখনো তাকিয়ে আছে। তবে এর ভেতরকার আলো জ্বলে চলেছে। ডিমে তা দেয়া মুরগীর মতো ছায়া এসে পুরো নগরের ওপর চেপে বসল। নামলো নিরবতা। তবুও টাওয়ার ছিল প্রহরি ও রক্ষীতে ভরপুর।

'উঠুন মিষ্টার ফ্রোডো! চলে গেছে তারা। এবং আমরাও বরং যাই। ওখানে জীবন্ত এখনো কিছু আছে। ওখানে আছে সচেতন কিছু চোখ আর জাগরুক মন। যত বিলম্ব হবে ততই তারা আমাদের পরে ঝাপ মারবে, রেহাই মিলবে না। আসুন মিষ্টার ফ্রোডো!'

ফ্রোডো মাথা তুললো এব উঠে দাঁড়াল। হতাশা তাকে ছাড়েনি যদিও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। তথাপি সে এক মুহূর্ত আগে যা ভেবেছিল তারা উল্টোটা ভেবে হিংস্র হাসি হাসল আর আপন মনে বলে উঠল ঃ আমার কী করার ছিল, হ্যাঁ? সাধ্য থাকলেও আমার কি করার ছিল? ফ্রামির কিংবা এ্যারাগর্ণ কিংবা এলরন্ড কিংবা গ্লাড্রিয়েল কিংবা গ্যান্ডালফ বা অমুক অমুক একথা জানলে আমার কি করার ছিল? যে লাউ সে-ই কদু হত। এখন সে রিংটা এক হাতে এবং শিশিটা অপর হাতে ধরলো। স্বচ্ছ আলো তার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে লাগল। এ রকমটি দেখে সে এটাকে তার পরাণের ওপর চেপে ধরলো। অতঃপর মর্গুল নগর থেকে মুখ ফিরিয়ে ওপর পানের পথ ধরল। মর্গুল নগরী এখন সমুদ্রবক্ষে বাদামি আভার অধিক কিছু না।,

হবিটরা পূর্বতন স্থানে স্থির আছে। গোলাম সাথে নেই। মনে হচ্ছে সে শৈলশিরা ধরে অদূরের অন্ধকারে ক্রলিং করে ঢুকে পড়েছে। এ মুহূর্তে মিনাসমর্গুলের দ্বারগুলো খোলা। গোলাম আবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসছে। দাঁতে দাঁত ফাটছে। আঙ্গুলির গিটগুলো কটকট করছে। 'মূর্খ! অর্বাচীন!' ফোঁস ফোঁস করে সে বলল। 'এই বেলা হাঁটা শুরু কর! বিপদ দূর হয়েছে ভাবার কোনই ফুরসৎ নেই। ঝামেলা সরেনি। জলদি করা!'

তারা জবাব দিল না। মুখ বুজে তার পিছু পিছু গিরিপথের (শৈলশিরা) দিকে অগ্রসর হলো। এত বড় বিপদের মুখে এগোবার ইচ্ছা তাদের তেমন একটা ছিল না। আমতা আমতা করতে লাগল। শেষটায় আবার কৃতসংকল্প হলো। পথটা সত্ত্বর এক মোচাকার

স্থানে পৌঁছালো। মাউন্টেন সেখানে বাইরের দিকে ফুলন্ত। আর সেখানকার সরু প্রবেশ দ্বার দিয়ে এ পথ পাহাড়ের ভেতর ঢুকে পড়লো। তারা হাজির হল প্রথম সোপানে যার কথা, গোলাম আগেই বলেছে। অন্ধকার পূর্ণাঙ্গ হয়ে এল, এবং তারা হাতের নাগালের মধ্যেও কী দেখতে পেল না। কিন্তু গোলামের চোখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে জ্যোতিতে জ্বলতে লাগবে সে এখন গজ কয়েক উপর থেকে তাদের দিকে দৌড়ে এল।

'সাবধান!' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'পা বাড়াও! বেদম চোটে পা চালাও। সতর্কতা অনিবার্য!'

সর্তকতা অবলম্বন নিশ্চয়ই ফরজ ছিল। দুপাশে দেয়াল থাকায় ফ্রোডো ও শ্যাম খানিক স্বস্তি বোধ করলো। কিন্তু সিঁড়িটি প্রায় মই এর মতো খাড়া। তারা আরোহণ করতেই থাকল এবং পেছনের দীর্ঘ অন্ধকার পথবিষয়ে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলল। সোপানের প্রতিটা ধাপ ছিল সংকীর্ণ, অসমান এবং বারো আনা প্রতারণাপূর্ণ ঃ এগুলো জরাজীর্ণ, ভাঙ্গাচোরা কিন্তু প্রান্তভাজা পিছলা। এগুলোর কোন কোনটাতে পা রাখা মাত্র মচমচ করে উঠছিল। হবিটরা হ্যাঁচড়প্যাচড় করে এগুলো, জ্বালাপোড়া ধরা হাঁটু বাঁকিয়ে হাতের বেপরোয়া আঙ্গুল সোপানের কার্নিশ ধরে প্রায় ঝুলতে লাগল। পাথুরে দেয়াল তাদের মাথার ওপর থেকে ওপরে দৃষ্টিগোচর হতেই থাকলো। কারণ, সিঁড়িটা খাড়া মাউন্টেন কেটে আরো গভীরে প্রবেশ করেছে।

পরিশেষে তারা আর কুলোতে পারলো না আর কি। গোলাম আবার পিছু ফিরে নিচেই তাদের দিকে বুড়বুড় নয়নে তাকালো। সে ফিসফিস করে বলল, 'আমরা উঠে গেছি আর কি। প্রথম সোপান শেষ। এতটুকু উপরে উঠতে হবিটরা পারদর্শী। তারা বেধড়ক সুচতুর। এই আর কদম কয়েক বাকি আছে বই কি, তারপর খেল খতম, বুঝলে কিনা?

ঝিমন্ত ক্লান্ত শ্যামকে অনুসরণ করে ফ্রোডো শেষ পর্বটা সমাপ্ত করলো, এবং বসে পড়ে হাঁটু দেশ ও পায়ের পাতা ঘষতে লাগলো। তারা এখন গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সরু পথে যা মনে হয় এখনো সামনের দিকে এগোচ্ছে। তবে সম্মুখের পথ ঢালু। এবড়ো খেবড়ো না। গোলাম বেশিক্ষণ তাদেরকে স্থির থাকতে দিল না।

সে বলল, 'আরো সিঁড়ি আছে। আরো লম্বা সিঁড়ি। পরের সিঁড়ি পার হয়ে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারবে। এখন আর না।'

শ্যাম গোঙানির স্বরে জিজ্ঞাসা করল, লম্বা সিঁড়ি, কী বললে?

গোলাম বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ আরো লম্বা। কিন্তু তেমন জটিল-কুটিল পথ না। হবিটরা খাড়া সিঁড়ি (Straiglt Stair) পার হয়েছে। পরে আসছে আঁকাবাঁকা সিঁড়ি (Winding Stair)

শ্যাম বলল, 'আর তারপর কী আসবে?'

গোলাম নরম স্বরে বলল, 'সে তখন দেখা যাবে। বুঝলে কিনা, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা আর কি!

শ্যাম বলল, ভাবছিলাম কোন সূড়ঙ্গ পথের কথা তুমি বলবে। সূড়ঙ্গ কিংবা অন্যকিছু কি নেই যার মধ্য দিয়ে যাওয়া যায়?

গোলাম বলল, 'তাইতো-রে সুড়ঙ্গ আছে। কিন্তু সেখানে যাবার পূর্বে হবিটরা বিশ্রাম নিতে পারে। এ পথ ধরে গেলে তারা পৌঁছুতে পারবে প্রায় শীর্ষদেশে। খুব কাছে যেতে পারবে যদি তারা এটার ভেতর ঢোকে। হ্যাঁ পারবে।

ফ্রোডো শিহরিত হল। উর্ধ্বগমন তার গা ঘামিয়ে দিয়েছিল। আর এখন কিন্তু সে শরীরে শীত শীত চটচটে দশা টের পাচ্ছে। এবং অন্ধকার গলিপথে আছে হাড্ডি জমিয়ে ফেলা দমকা বাতাস যা ওপরের অজানা অদৃশ্য দূরত্ব হতে নিচেই ঢেলে পড়ছে। গন্ডরে আচমকা আন্দোলন তুলে সে উঠে দাঁড়ালো। বলল, বেশ, চল যাই! এটা বসবার কোন জায়গা না।

পথটা যেন মাইলকে মাইল চলে গেছে বোধ হল। আবার কলকলে হাওয়া সর্বদা তাদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে চলল। হাওয়া যেন ক্রমশ তিক্তরূপ ধারণ করছিল। মনে হলো মাউন্টেন তার মারাত্মক নিঃশ্বাস ছড়িয়ে তাদেরকে দমিয়ে দিতে চাইল, উঁচু স্থানের রহস্য থেকে তাদেরকে পুশব্যাক করে দেবার চেষ্টা করলো কিংবা তাদেরকে পেছনের অন্ধকার গহ্বরে উড়িয়ে নেবার প্রয়াস চালালো। তারা শেষ প্রান্তে এসে গেছে-এটা তারা এখনই জানতে পারল যখন ডান ধারে আর কোন দেয়াল অনুভব করতে পারলো না। এচোখে তারা আবছা দেখলো। মহাকালের নিরাকার পুঞ্জীভূত গাঢ় ধূসর ছায়া তাদের ওপরে এবং চারদিকে মরীচিকার মতো হাজির হল। কিন্তু দিগন্তরেখা সংলগ্ন মেঘমালার নিচেই লোহিত রাঙা লেলিহান শিখা দমকা মেরে মেরে ওপরে উঠছিল। এবং মুহূর্তের মধ্যে হবিটরা সামনের এবং ডান বামের সুউচ্চ চূড়া সম্পর্কে সচেতন হল। চূড়োগুলো ঝুলন্ত ছাদ মাথায় করে রাখা পিলারাকৃতির। তারা যেন কয়েক শত ফুট উপরের কোন বিশাল তাকে আরোহণ করল। তাদের বামে এক টীলা এবং ডানে কোন এক খনিসদৃশ গর্ত।

গোলাম দুরারোহ পাশবিশিষ্ট টিলা সন্নিকট দিয়ে চলল। তারা এখন আর ওপরে যাচ্ছে না। যাচ্ছে ভূমি সমান্তরালে। তবে এ ভূমি অধিক ভাঙা-চোরা অন্ধকারে বিপজ্জনক। এ পথে অনেক ব্যারিকেড, ছড়ানো ছিটানো আর স্তূপীকৃত পাথর। ধীর সাবধানে চলতে হবে। মর্গুল উপত্যকায় ঢোকার পর থেকে কত সময় যে পার হলো তা ফ্রোডো কিংবা শ্যাম কেউই বুঝলো না। রাত যেন অন্তহীন।

অবশেষে তারা আর একবার সচেতন হল। মরীচিকার ন্যায় এক দেয়াল চোখের পর্দায় ভেসে উঠলো। আর একবার সামনে এক সিঁড়ি পথ উন্মুক্ত হলো। আবার তারা থামল, এবং আবার ওপর দিকে এগোল। এটা ছিল দীর্ঘ ক্লান্তিকর এক আরোহণ; কিন্তু এ সিঁড়িপথ পর্বতগাত্র ফুঁড়ে অগ্রসর হয়নি। এখানে পাহাড়ের বিশাল দুরারোহ পাশটি পেছন দিকে ঢালু হয়ে চলে গেছে এবং পথটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে এদিকে-ওদিক করেছে। একটা পয়েন্টে এটা পাশকেটে হামাগুড়ি দেবার কায়দায় ডানদিকের অন্ধকার খাদটার কিনারায় চলে গেছে। ফ্রোডো নিচেই তাকালো। মর্গুল দ্যুতিকার শীর্ষে দেখতে পেল বৃহৎ এক গিরিখাত যা বিরাট গভীর কোন খনিখাদের মতো। এ খাদের তলদেশটা

জোনাকির মতো মিটমিট করে জ্বলছিল। এবং এ মিটমিটানির বুক চিরে প্রেতাত্মার পথ (Wrailth-moad) সুতোর মতো মৃত নগরী থেকে অনামিকা গিরিপথ (Nameless Pass) পর্যন্ত পর্যন্ত চলে গেছে। সে দ্রুত পিট ফিরিয়ে পূর্বতন অবস্থায় ফিরলো।

এখনো সিঁড়িপথটা এদিক-ওদিক বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সটান সোজা সংক্ষিপ্ত এক লাফে অন্য এক সমতল জায়গায় প্রবেশ করলো। গিরিখাতের মূলস্রোত হতে পথটা দিক পরিবর্তন করলো। গিরিখাতের মূলস্রোত হতে পথটা দিক পরিবর্তন করলো এবং এটা এখন তার স্বীয় বিপদসংকুল পথ ধরলো। এ বিপজ্জনক পথটা ইফেল ডুয়ার্থের উঁচু অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র ফাটলের তলায় অবস্থিত। পথের উভয় পাশে ইবিটরা পাথরের উঁচু স্তম্ভ এবং বাঁকাত্যাড়া চূড়োদেশ আবছা আবছা অনুমান করল। এ স্তম্ভ সারির মাঝে ছিল রাতের আঁধার থেকে নিকষ কালো বিদায় কিংবা ফাটলের সমাহার। এখানকার বিস্মরিত শীত ঋতু রৌদ্র বঞ্চিত পাথর খন্ডকে চিবিয়ে-চাবিয়ে দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছে। আবার এখন আকাশের রাঙা আলো অধিক তেজদীপ্ত যদিও তারা বলতে পারল না এ ছায়া ঢাকা অঞ্চলে সত্যিকারার্থে ভয়াবহ কোন ভোর অবিভূর্ত হচ্ছে কিনা, কিংবা তারা সামনের গগের্রেরথের জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে সাউরানের কোন মারাত্মক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের আভাস ইঙ্গিত দেখলো কিনা। আরো দূরে আরো ওপরে ফ্রোডো তাকালো এবং এ তিক্ত রাস্তার শীর্ষদেশ দেখলো অনুমানের ভঙ্গিতে। পূর্ব আকাশের মরাটে গোমরামুখো লোহিত আভায় সর্বোচ্চ চূড়ায় এক ফাটলের রেখাচিত্র জেগে উঠলো ঃ চূড়োফাটলটা সরু। গভীরভাবে দ্বিখন্ডিত কালো দুই চুটির ফাঁকে, এবং উভয় চুটি (উঁচুস্থান) পাথরে গড়া কোন শিঙ।

সে থামল এবং অধিক মনোনিবেশে তাকালো। বামপাশের শিঙটা লম্বা ও সরু; এটার ভেতর লাস আলো জ্বালা ছিল, কিংবা লাল আলোর মতো কিছু একটা সামনের গর্ত থেকে কিরণ ঢেলে বের হয়ে আসছিল। এখন সে বুঝল যে এ একটা কৃষ্ণ টাওয়ার যা বহিঃপথের উপর উপর ভার সাম্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে শ্যামের বাহু স্পর্শ করে দূরে আঙ্গুল নির্দেশ করল।

'আমি অমন অমন পরিবেশ পছন্দ করিনে, শ্যাম, বলল। 'যাহোক, তোমার এ গোপন পথও রক্ষী পরিবেষ্টিত,' সে দরাজ গলায় বলে গোলামের দিকে ফিরলো। 'মনে করি তুমি বরাবরই এসব জানতে, তাই কি?'

গোলাম বলল, 'হ্যাঁ সব পথে চোখ তাকিয়ে আছে। অবশ্যই আছে। তবে হবিটদের এমন পথ বেছে নিতে হবে যেখানে প্রহরা একটু কম। বোধ করি, তারা (মর্গুল সৈন্য) সবাই মহাযুদ্ধে অগ্রগমন করেছে।

শ্যাম ঘোঁতঘোঁত করে বলল, 'বোধ করি। বেশ, গন্তব্য এখনো বহুদূর, সামনে অনেক পথ পড়ে আছে। এবং সুড়ঙ্গ পথও বাকি আছে। মি. ফ্রোডো আমি ভাবছি তোমার এখন বিশ্রাম করা উচিত। আমি জানি না, দিন বা রাত ক'টা বাজে। কিন্তু আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা চলতেই আছি, যাচ্ছিতো যাচ্ছিই। কোন ব্রেক নেই।

'হ্যাঁ আমরা বিরাম নেব,' ফ্রোডো বলল। 'হাওয়া এলাকার বাইরে কোন একটা

জায়গা আমরা খুঁজে নিই! শক্তি সঞ্চয় করে নিই–শেষ ল্যাপের জন্য।' সে এরকম কিছু ভাবতে লাগলো। সামনের ভূখন্ডের ভয়ভীতি এবং সেখানকার করণীয় কাজ তার কাছে অনেক দূর মনে হল। এত দূর মনে হল যে তাৎক্ষণিক ঝামেলার কোন আশংকা সে করলো না। এ দুর্ভেদ্য দেয়াল আর প্রহরা ভেদ করার চিন্তায় তার তাবত মনপ্রাণ নিবদ্ধ ছিল। যদি কোনভাবে এ অসম্ভব কাজটা সে করতে পারে তবে তার অভিষ্ট লক্ষ সম্পাদন হবে, অথবা সে ভাবতে পারবে যে ক্লান্তিকর অন্ধকার মুহূর্তে ক্রিথআঙ্গলের নিচেই পাথুরে ছায়ায় হাড়ভাঙ্গা, বুকভাঙ্গা শ্রমটা কাজে লেগেছে।

দুই বৃহৎ পাথুরের স্তম্ভের মাঝে এক কালো ফাটলের মধ্যে তারা বসলো। ফ্রোডো ও শ্যাম একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসলো। গোলাম ফাটলের প্রবেশমুখে কোথায়ও গুটিগুটি মেরে থাকলো। অনামিকা ভূখন্ডে (Nameless Land) নামার আগে হবিটরা সেখানে তাদের শেষ খাবারটুকু খেয়ে নিল। সম্ভবত একসাথে বসে এটাই তাদের শেষ ভোজন। তারা গন্ডরের কিছু খাবার এবং এলফদের বানানো মচমচে পাউরুটি খেল। অতঃপর সামান্য একটু পান করল। তবে খাবার পানির ব্যাপারে তারা অধিক সতর্ক হল; অর্থাৎ জিহ্বাটা ভেজানোর মতো একটু পানি মুখে ঢালল।

শ্যাম বলল, 'ভাবছি আবার কখন আমরা পানি পাব। তবে আর একটা কথা ভাবছি; ওই ওখানটার প্রাণীরা কি পানি খায়? পানি খায় অর্করা, খায় না?'

ফ্রোডো বলল, 'হ্যাঁ খায়। তবে সে বিষয়ে কথা খরচা করে লাভ নেই। তাদের পানীয় আমাদের জন্য না, আমাদের উপযুক্তও না।'

শ্যাম বলল, 'তাহলে আমাদের বোতলগুলো ভরে নেয়া অধিক জরুরী। কিন্তু এখানে কোথায়ও জল নেই। একটা শব্দ কিংবা এক ফুট জল পড়ার কোন আওয়াজ আমি শুনিনি। ফ্রামির কিন্তু বলেছিল যে মর্গুলে পান করার মতো কোন পানি আমরা পাব না।'

ফ্রোডো বলল,' না, ফ্রামির কিন্তু বলেছিল ইম্লাদ মর্গুলের বাইরে কোন পানি প্রবাহিত হয় না। আমরা এখনো সে উপত্যকায় আসিনি। এবং আমরা যদি কোন স্রোতস্বীনির দিক থেকে আসতাম তবে তা এখানে হাজির হত, এর বাইরে দিয়ে চলত না।'

শ্যাম বলল, 'আমি এ কথা বিশ্বাস করতাম না যতক্ষণ না তৃষ্ণায় বুক ফেটে মারা যেতাম। এ তল্লাটে একটা শয়তানি অনুভূতি ঘুরঘুর করছে।'

শ্যাম এবার একটু নাঁকে কিছু শুঁকে নিয়ে আবার বলল, 'বোধকরি কোথা থেকে আসছে। তুমি কি বুঝতে পারছ, খেয়াল করেছ কি? বিচিত্র গন্ধ, শ্বাসরুদ্ধকর। না, এমন আমি পছন্দ করিনে।'

ফ্রোডো বলল, 'এখানকার কোন কিছু আমি আদৌ পছন্দ করিনে। সিঁড়ি বা পাথর, শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু, হাড্ডি, মাটি, পানি–সবকিছুই আমার কাছে নৃশংস লাগে। কিন্তু আমাদের চলার পথটা এমনই।'

'শ্যাম বলল, 'হ্যাঁ এমনই। এবং যাত্রা শুরু করার আগে আর একটু জানা থাকলে কিছুতে এমুখো হতাম না। কিন্তু সেই মুখোই হলাম শেষটায় মিঃ ফ্রোডো, আমরা মুখোমুখী হলাম পুরোন সব গল্প-গানের দুঃসাহসিক ব্যাপার-স্যাপারের যাকে আমরা কিনা এ্যাডভেঞ্চার বলতাম। আমি এ গল্প-গানের চরিত্রদের এমন কিছু আশ্চর্য মানব ভাবতাম

যারা খামোখা খেলাচ্ছলে একবার বাইরে নামে আবার ঘরে ফেরে। কারণ আমার ধারণা তারা এমনটি পছন্দ করত বলতে পার তারা ছিল অহেতুক ক্রেজি এবং তাদের জীবন ছিল অনেকটা নিস্তেজ নিষ্প্রাণ। কিন্তু এখন দেখছি বাস্তবতা আলাদা। মনে হচ্ছে গল্পের মানবেরা সেখানে শেকড় গেঁড়েই আছে। শেকড় গাঁড়াই তাদের একমাত্র পথ। তবে আমার মনে হয় আমাদের মতো তাদেরও ফিরে আসার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এবং যদি তাদের ফেরার সম্বাবনা থাকে তবে তা আমরা জানতে পারবনা। কারণ তারা বিস্মরিত। আমরা তাদের বেরিয়ে পড়া সম্পর্কে শুনে থাকি, পরিণতি সম্পর্কে না, মনে রেখ। নিদেনপক্ষে, গল্পের ভেতরের মানুষ এবং বাইরের মানুষের পরিণতি একটু আলাদা।

তুমিতো জান, ঘরে ফিরে সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে পাওয়া– যদিও পুরোপুরি ঠিক না–ব্যাপারটা খানিকটে মিঃ বিলবোর মতো। কিন্তু ওগুলো শোনার মতো যথাযথ গল্প না যদিও তা সব শোনার পক্ষে বেশ যুঁতসই। আমি ভাবছি, এখন আমরা কোন জাতের গল্পের ফাঁদে ফেঁসে গেলাম?'

ফ্রোডো বলল, 'আমিও ভাবছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না। এবং না জানাটাই হলো প্রকৃত গল্পের পথ। তোমার যা খুশী তা ভাবতে পার। তুমি জানতে কিংবা অনুমান করতে পার এটা কোন ধরনের গল্প। সুখকর বা শোকসূচক যবনিকার কথা ভাবতে পার। কিন্তু এ গল্পের লোকেরা তা জানে না। এবং তুমিও তা জানতে চেও না।

শ্যাম বলল, না স্যার, অবশ্যই না। ব্রেন (Beren) কিন্তু কখনো ভাবেনি যে সে থাংগ্রোড্রিমের (Thangorodrim) লৌহমুকুট (Iron erown) থেকে সিলমারিল (Silmaril–মুকুটসদৃশ) তুলে নেবে। তবু সে তা করেছিল এবং সেটাছিল আমাদের তুলনায় অধিকতর মন্দ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান। অবশ্য তা এক মহাকাব্য যা সুখের সীমানা ডিঙ্গিয়ে সাগরে ডুব মেরে আরো শোকাকুল হয়ে পড়েছে–এবং সিলমারিল ভেজো গিয়ে ইরেন্ডিলের মুঠোয় জমা পড়ল। স্যার, কেন আগে এসব আমি ভাবিনি! উফ! লেডি যে তারকাখচিত গ্লাস তোমাকে দিয়েছিল তার মধ্যে এসবের ইঙ্গিত তুমি এমনকি আমিও পেয়েছিলাম! কেন জেনেশুনে আমরা আবার সেই গল্পের মধ্যে আটকা পড়লাম! এ গল্প এগিয়েই চলেছে। আচ্ছা, এ মহাগল্পের কি কখনো শেষ নেই?

ফ্রোডো বলল, 'না, গল্প হিসেবে তা কখনো শেষ হয় না। কিন্তু সেসব গল্পের চরিত্ররা আসে এবং যায় যখন তাদের ভূমিকা শেষ হয়। আজ হোক–বা কাল হোক আমাদের অভিনয়ও খতম হবে।'

'এবং তারপর আমরা একটু বিশ্রাম নিতে- একটু ঘুমোতে পারব।' সে কঠোর হাসি হাসল। 'এবং আমি ও রকম কিছু বলতে চাচ্ছি মি. ফ্রোডো। আমি অকপট সাধারণ বিশ্রাম ও ঘুমের কথা বোঝাচ্ছি। বোঝাচ্ছি উদ্যানে ভোরের কাজের জন্য জেগে ওঠার কথা। বোধ করি, সারাক্ষণ যা ভাবছি তা বুঝি আর হলো না। গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় পরিকল্পনাগুলো আমার বলাতে আর দেখা হলো না। তারপরও স্বপ্ন দেখছি, গল্প বা গানে আমাদের কোনকালে ঠাঁই হবে কিনা। অবশ্য, এক গল্পের মধ্যে ইতোমধ্যে আমরা পড়ে আছি। তবে বলতে চাচ্ছি, শত শত বছর পর আগুন পোহাবার সময়ে কোন গল্পে আমরা স্থান পাব কিনা। লাল-কালো অক্ষরে লেখা কোন বড় পুস্তকে আমাদের ঠিকানা হবে

কিনা। এবং লোকে বলবে কিনা ঃ "ওহে ভাই সকল, তোমরা ফ্রোডো এবং রিংটির কাহিনী শোনা!" এবং শ্রোতারা বলবে কিনা ঃ "হ্যাঁ, এটা আমার প্রিয় গল্পের একটা। ফ্রোডো বেদম নির্ভীক ছিল, তাইনা ড্যাড?" "ইয়েস মাই বয়। সে ছিল সর্ব বিখ্যাত হবিট, এবং এ নিয়ে বিস্তর প্রবাদ বচন আছে।"

'অতি বিস্তর প্রবাদ বচন আছে, 'ফ্রোডো বলল এবং হেসে ফেলল, অন্তর থেকে ঢেলে পড়া প্রচ্ছন্ন দীর্ঘ হাসি। সাউরান মধ্যবিশ্বে আসার পর এমন শব্দ আর শোনা যায়নি। অকস্মাৎ শ্যামের মনে হল সব পাথর কান পেতে আছে, এবং সুউচ্চ চূড়াগুলো তাদের ওপর ঝুঁকে আছে। ফ্রোডো কিন্তু ভ্রুক্ষেপহীন। সে আবার হাসল। তারপর বলল, গল্প যদি লেখাই হয় তাহলে সেখানে কেন শুধু ফ্রোডোর নামোল্লেখ করে আমাকে কৌতুকের পাত্র করে তুলছ, শ্যাম? তুমি কিন্তু এক প্রধান চরিত্রকে বাদ দিলে ঃ সিংহপুরুষ শ্যাম পন্ডিত (Samwise). 'আমি শ্যাম সম্বন্ধে আরো শুনতে চাই, ড্যাড। কেন গল্পকাররা তার কথা বেশি করে লেখেনি, ড্যাড? সে বড্ড হাসাতে পারে। আর আমি সেটাই পছন্দ করি। এবং শ্যাম ব্যতিরেকে অতদূরে পৌঁছান ফ্রোডোর মুরোদে কুলোত না, কুলোত কি, ড্যাড?'

শ্যাম বলল, মি. ফ্রোডো তোমার এখন ফান করা ঠিক হচ্ছে না। আমি কিন্তু সিরিয়াস ছিলাম।

ফ্রোডো বলল, আমিও তা ছিলাম এবং আছিও। ক্ষীপ্রগতিতে আমরা আয়ত্ত্বের বাইরে যাচ্ছি। শ্যাম, আমরা এখনো গল্পের ভয়ানক বাজে এক স্থানে আছি। এ রকম একটা পয়েন্টে এসে খুব সম্ভবত কেউ কেউ বলবেঃ 'বই এখন তুলে রাখ, ড্যাড; আমরা আর পড়তে চাইনে, জানতে চাইনে।'

শ্যাম বলল, বোধ হয় তাই। কিন্তু এরকম বলার কারণ আমি হব না। বড় কোন গল্পে উত্থান-পতন, উল্টো-পাল্টা, হ্যান-ত্যান–অনেক কিছু ঘটে। কে বলতে পারে, গোলাম এখন যেমন দু'দিন বাদে আরেক রকম হবে না? যেভাবে হোক, সেওতো ধোয়া তুলসীপাতা হতে পারে? সে-তো নিজ্জেই কোন এক সময় স্ববর্ণনার গল্প পছন্দ করতো। আমার ধারণা সে নিজেকে আবার নায়ক কিংবা খলনায়ক ভাবে কিনা।

শ্যাম এবার আহ্বানের সুরে বলল, গোলাম! তুমি কি নায়ক হতে চাও–সে এখন আবার কোথায় গেল?

তাদের আশ্রয় মুখ বা নিকটের ছায়া কোথায়ও গোলামের নিশানা পাওয়া গেল না। সে তাদের খাবার প্রত্যাখান করেছে, যদিও স্বাভাবিকের মতো এক কুলি জল পান করেছে তারপর মনে হয়েছিল ঘুমোবার জন্য সে খানিক গতর মোচড়ামুচড়ি করেছে। গত পরশু একবার সে অদৃশ্য হলে তারা ভেবেছিল নিজ পছন্দের কোন শিকারে সে বেরিয়েছে। এবং সে এখন তাদের কথা বলার ফাঁকে অলক্ষিতে সটকে পড়ল। কিন্তু এবারের কারণটা কী?

শ্যাম বলল, আমি তার এই না বলেকয়ে পা টিপে টিপে সরে পড়াটাকে ভাল মনে করিনে এবং এখনকার ঘটনাটা আদৌ মানতে রাজি না আমি। যদি না সে বিশেষ কোন প্রকারের পাথর খেতে ভালবাসে, তাহলে আমি বিশ্বাস করব না যে সে এখন খাদ্যের

খোঁজে বেরিয়েছে। কেন যে এখানে এক টুকরো শ্যাওলা পর্যন্ত নেই!

ফ্রোডো বলল, এখন তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে কোন লাভ নেই। তাকে ছাড়া আমরা খুব একটা দূরে এগোতে পারতাম না। এমনকি গিরিখাতের দৃষ্টি সীমানায়ও। সুতরাং তার দেখানো পথের জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করতেই হবে। যদি সে প্রতারক হয়, হোকগে।

শ্যাম বলল, আমি তাকে চোখে চোখে রাখি বা না রাখি–একই কথা। বরের পিশি কণের মাসী আর কি। সে প্রতারক হলেও একই কথা। এ গিরিপথ রক্ষিত নাকি মুক্ত–এ ব্যাপারে সে পরিষ্কার কিছু বলেনি। মনে আছে তোমার? এবং এখন আমরা ওখানে একটাওয়ার দেখতে পাচ্ছি। এটা জল শূন্য বা পূর্ণ দু'ই হতে পারে। তোমার কি মনে হয় সে তাদেরকে আনতে গেছে–অর্ক বা যা কিছু হোক তারা?

ফ্রোডো জবাব দিল, আমি তা মনে করি না। সে যদি কোন ষড়যন্ত্রেও যায়, তবে আমি সেটাকে অসম্ভব মনে করছি না। না, সে অর্ক কিংবা শত্রুর অন্য কোন অনুচরকে এগিয়ে আনতে যায়নি। কেন সে আমাদের সাথে এতক্ষণ অপেক্ষা করল? কেন সে কঠোর পরিশ্রম করে এত পথ আসলো? কেন সে যে এলাকাকে ভয় করে সে এলাকার ধারে আসলো? আমাদের সাথে তার দেখা হবার পর হতে সে অনেকবার অর্কদের এড়াতে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। না, যদি এটা কিছু হয়ে থাকে তবে তার একান্ত ব্যক্তিগত কোন কৌশল যা সে সম্পূর্ণ গোপনীয় মনে করে।

শ্যাম বলল, বেশ, মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক মি. ফ্রোডো। কিন্তু এ কথা আমাকে তেমন একটা স্বস্তি দিচ্ছে না। আমি কোন প্রলাপ বকছি না যে নিঃসন্দেহে সে আমাকে সানন্দে অর্কদের কাছে একটা চুমার দামে হস্তান্তর করত। কিন্তু আমি ভুলে যাচ্ছিলাম–তার মূল্যবান জিনিসের কথাটা। না, এটা সর্বদা বেচারা স্মিয়াগলের জন্য মূল্যবান ছিল। তার যদি কোন পরিকল্পনা থাকে তবে এটাই সর্বসাকুল্যে একমাত্র পরিকল্পনা। কিন্তু আমার ধারণার থেকে এটা ভাবা অধিক জরুরী যে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসাটা তার জন্য কিভাবে এবং কতটা সহায়ক হবে।

ফ্রোডো বলল, খুব সম্ভব সে নিজেই কিছু বুঝতে পারছে না। এবং আমি ভাবিনা যে তার তালগোল-পাকানো মস্তিষ্কে স্রেফ একটা পরিকল্পনা কাজ করছে। আমার ধারণা যতক্ষণ পারে ততক্ষণ সে এনিমির (Enemy) হাত থেকে মূল্যবান বস্তুটাকে রক্ষা করার চেষ্টায় আছে। কারণ এনিমি এটা হাতে পেলে তার নিজের জন্য তা চরম বিপর্যয় এবং অপর পক্ষে, সম্ভবত, অপেক্ষা করে সে সুযোগ গ্রহণের ফিকিরে আছে।

শ্যাম বলল, হ্যাঁ ঝোপ বুঝে কোপ মারা (Slinker and Stinker) আর কি, আমি আগেই বলেছি। কিন্তু যত এনিমির ভূখন্ডের গভীরে আমরা যাব ততই ঝোপ বুঝে কোপ মারার ঝুঁকি বাড়বে। আমার কথা মনে রেখ ঃ আমরা যদি গিরিপথে কখনো পৌঁছুতে পারি তবে কোন প্রকার ঝামেলা ছাড়া মূল্যবেশি জিনিসটাকে সে প্রকৃত সীমানা পার করতে দেবে না।

ফ্রোডো বলল, সেখানে এখনো আমরা পৌঁছাইনি।

শ্যাম বলল, তা পোছাইনি ঠিক, কিন্তু পৌঁছান পর্যন্ত চরম সর্তক থাকা দরকার। ঘুমিয়ে পড়লে Stinker (গোলাম) বিদ্যুৎ বেগে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে

ইহা নয় যে এরকম ইঙ্গিত তোমার জন্য নিরাপদ হবে, মাষ্টার। নিরাপদ হবে, যদি আমার কাছাকাছি শোও। তোমাকে ঘুমাতে দেখলে আন্তরিকভাবে খুশী হব আমি। তোমার ওপর নজরদারি করব আমি। বাই দ্য বাই, যদি আমার হাত তোমার শরীরের উপরে রেখে শোয়, তাহলে শ্যামের চোখে ধুলো দিয়ে কোন চোরা থাবা তোমার পানে তেড়ে আসবে না।

ফ্রোডো দীর্ঘশ্বাস ফেলল এমনভাবে যে মরুভূমিতে সে যেন কোন শীতল-সবুজ পরীবিকার ইঙ্গিত পেল। তারপর বলল, ঘুম! হ্যাঁ এখানেও আমি ঘুমোতে পারি।

শ্যাম বলল, তাহলে ঘুমোও মাষ্টার! আমার কোলে মাথা রাখতে পার।

এবং এভাবে কতক ঘন্টা কেটে গেল। গোলাম সামনের গুমোট অন্ধকার থেকে বুকে ভরা করে বের হল, এবং তাদেরকে দেখল। শ্যাম পাথরে হেলান দিয়ে বসেছিল, মাথা একপাশে কাঁত করা, ভারী নিঃশ্বাস ফেলছিল। তার কোলে ফ্রোডোর গভীর নিদ্রাতুর মাথাটা পড়েছিল। ফ্রোডোর শ্বেত কপালে শ্যামের ধূসর একখানা হাত রাখা ছিল, এবং হাত তার মনিবের বুকের ওপরে আলতোভাবে চেপে ছিল। তাদের উভয়ের মুখমন্ডলে শান্তির আবহ।

গোলাম তাদের দিকে তাকাল। তার শুকনো ক্ষুধার্ত চেহারায় অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি খেলে গেল। তার চোখের ফ্যাকাশে জ্যোতি বেরিয়ে আসলো এবং সেগুলো নিষ্প্রভ ছাইরঙা হয়ে উঠল। সে বড্ড বৃদ্ধ ও ক্লান্ত। মনে হয় যন্ত্রণাদগ্ধ বিক্ষুদ্ধ এক আবেগ তারা ভেতরে দিয়ে উঠলো, এবং সে পিছু হঠে গিরিপথের দিকে ছুটল। মাথা ঝাকাতে লাগল এমন ভঙ্গিতে যেন কোন আভ্যন্তরীণ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর সে ফিরে আসলো। খুব ধীরে অতি সন্তর্পণে কম্পমান এক হাত দিয়ে ফ্রোডোর হাঁটু স্পর্শ করল–কিন্তু স্পর্শটা প্রায় হাত বোলানোর মত। মুহূর্তের তরে ঘুমন্ত কেউ একজন যদি তাকে এ অবস্থায় দেখতে পেত তবে সে ভাবত যে সে এক পরিশ্রান্ত বয়ঃবৃদ্ধ হবিটকে দেখেছে। দেখেছে সেই হবিটকে যে বয়সের ভারে সংকুচিত। দেখেছে সেই হবিটকে যার বয়স তাকে কালোত্তীর্ণ করে ফেলেছে, যার বয়স তাকে বন্ধু, বান্ধব-আত্মী-স্বজন এবং যৌবন মৌসুমের মাঠঘাট নদীনালা থেকে অসীম দূরত্বে ঠেলে দিয়েছে। হ্যাঁ, দর্শক ভাবত যে সে এক অনাহারি করুণাপ্রার্থীকে দেখেছে।

কিন্তু সেই স্পর্শে ফ্রোডো ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠে নরম চিৎকার দিল, এবং সাথে সাথেই শ্যাম পুরোপুরি সজাগ হল। প্রথমে যা সে দেখল তা হল গোলাম মনিবের দিকে থাবা বাড়িয়ে আছে' সে যেন এমন ভাবল।

রুক্ষ মেজাজে শ্যাম বলল, তুমি যে! কী কর?

গোলাম নরম গলায় বলল, কিছু না, কিছু না। আমাদের সোনা মানিক মনিব আরকি!

শ্যাম বলল, তা আমি বুঝি। কিন্তু চোরের মতো কোথায় মরেছিলে আর আবার কোথায় থেকেই বা যোগাড় হলে, বুড়ো ভাম?

গোলাম পিছিয়ে আসলো, এবং তার চোখের পাতার নিচ থেকে একটা সবুজ জ্যোতি-ঠিকরে বের হল। সে এখন প্রায় মাকড়সার ন্যায় তাকাল, বিস্ফোরিত নয়নে নিম্ন

উপাঙ্গের দিকে মাথা ঝুকিয়ে একেবারে গুটিয়ে গেল। এক ভগ্নাংশ সেকেন্ড পার হতে না হতে সে ভোঁস ভোঁস করে বলল, চোরের মতো, চোরের মতো! ও হ্যাঁ, হবিটরা সদা অতি ভদ্র। কি ভালো মানুষটি তারা! স্মিয়াগল তাদেরকে এত গোপন পথে এনেছে যা অন্য কেউ খুঁজে পেত না। সে ক্লান্ত সে তৃষ্ণার্ত। হ্যাঁ তৃষ্ণার্ত; সে তাদের পথ নির্দেশনা দেয়। পথ খুঁজে দেয়, এবং তারা কিনা বলে সে চোর, চোর। অতি মানবীয় বন্ধুরা আমার। ও হ্যাঁ আমার মূল্যবান। খুব সুন্দর।

শ্যাম সামান্য অনুতপ্ত হলো, যদিও গোলামকে নিয়ে তেমন ভরসা পেল না। সে বলল, দুঃখিত, আমি দুঃখিত। কিন্তু ঘুমের মধ্যে তুমি আমাকে অবাক করলে। আমার অবশ্য ঘুমান উচিত হয়নি যদিও এ ঘুম আমাকে একটু সজাগ করল। কিন্তু মি. ফ্রোডো ক্লান্ত। আমি তাকে একটু চোখ বুজে নিতে বলেছি। যাকগে, এই হলো ব্যাপার। আমি দুঃখিত। কিন্তু তুমি গিয়েছিলে কোথায়?

গোলামের দৃষ্টির সবুজ আভা এখনো দূর হয়নি। এ অবস্থায় সে জবাব দিল, চুরি করতে।

শ্যাম বলল, খুব ভাল কথা। চুরি নিজের বুদ্ধিতে কর। আমার মনে হয় না তোমার জবাব সত্য থেকে বেশি দূরে। এখন বরং আমরা এক সাথে মিলে চুরি করতে থাকি। সময় কত? এটা কি আজকের দিন নাকি আগামীকাল?

গোলাম বলল, এটা আগামীকাল। অথবা হবিটরা ঘুমোতে যাবার সময় এটা আগামীকাল ছিল। খুব বোকামি হত, খুব বিপদ আসতে পারত–যদি না বেচারী স্মিয়াগল গোপনে চারদিকে পাহারায় থাকত।

'বোধকরি পাহারার কথা বলে বলে আমরা খুব শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ব,' শ্যাম বলল। 'তুমি কিন্তু কিছু মনে করো না। মনিবকে আমি জাগিয়ে তুলব।' ফ্রোডোর কপালের কেশরাশি আলতোভাবে ধরে সে পেছন দিকে নিতে থাকল এবং তার ওপরে নত হয়ে কোমল স্বরে বলল, জাগো মি. ফ্রোডো, জাগো!

ফ্রোডো নড়ে উঠে চোখ মেলল এবং শ্যামকে তার দিকে ঝুঁকে থাকতে দেখে হেসে ফেলল। সে বলল, শ্যাম, তুমি কি আমাকে তাড়াতাড়ি ডেকে ফেলল না? এখনো অন্ধকার আছে!

শ্যাম বলল, হ্যাঁ এখানে নিত্য অন্ধকার থাকে। কিন্তু গোলাম ফিরেছে, মি. ফ্রোডো, এবং সে বলছে এখন আগামীকাল। সুতরাং আমাদের যাত্রা করতেই হবে। এটা আমাদের শেষ পর্ব।

গভীর নিঃশ্বাস টেনে ফ্রোডো বসল, সে বলল, শেষ পর্ব! আরে স্মিয়াগল যে! খাবার কিছু পেলে? বিশ্রাম ঠিশ্রাম নিয়েছ কি?

গোলাম বলল, কোন খাবারও নেই, বিশ্রাম ও নেই। স্মিয়াগলের পোড়া কপালে কিচ্ছু নেই। সে একটা চোর।

শ্যাম মুখ খুললেও কিছু বলা থেকে নিজকে সংযত রাখল।

ফ্রোডো বলল, নিজকে গালি দিও না, স্মিয়াগল। এমনটা করা অজ্ঞতা যদিও এ সত্য কিংবা মিথ্যা হোক।

গোলাম জবাব দিন, স্মিয়াগলকে যে নামে ডাকা হয়েছে তা তাকে মেনে নিতে হবে। মাষ্টার শ্যাম পন্ডিত, যে হবিট প্রচুর অভিজ্ঞ, এ নামটা তাকে দয়া করে দিয়েছে।

ফ্রোডো শ্যামের দিকে তাকাল, এবং শ্যাম বলল, হ্যাঁ স্যার, শব্দটি আমি ব্যবহার করেছি। কারণ আকস্মিকভাবে সে আমাকে জাগিয়ে তুলেছে। তাকে আবার কাছে পেয়ে এ কথা আমি বলেছি। কিন্তু তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশও করেছি, তবে আমি সহজে দুঃখিত হব না।

ফ্রোডো বলল, যাক এসব বাদ দাও। কিন্তু স্মিয়াগল, মনে হচ্ছে তুমি আর আমি এখন একটা বিষয়ে একমত হতে পারি। বলো, বাকি পথ কি আমরা নিজেরা চিনে নিতে পারব? গিরিপথ এখন আমাদের দৃষ্টির মধ্যে। এখন যদি তা আমরা খুঁজে নিতে পারি তবে মনে করব তোমার সাথে আমার চুক্তির মেয়াদ শেষ হল। যা অঙ্গীকার করেছ তা তুমি সম্পন্ন করেছ, এবং তুমি মুক্ত; খাদ্য আর বিশ্রামের জন্য তুমি মুক্ত। এনিমির অনুচরদের কাছে ছাড়া যেখানে খুশী সেখানে যেতে পার। একদিন তোমাকে পুরস্কৃত করতে পারি আমি। হ্যাঁ আমি–তোমাকে বা তাদেরকে যারা আমাকে স্মরণ রাখে।

গোলাম ঘ্যাঁন ঘ্যাঁন করে কাঁদল, না, না, এখন না। আরে না! তারা নিজেরা পথ খুঁজে নিতে পারে না, পারে কি? আরে না, সত্যিই পারবে না। ওইতো সুড়ঙ্গ পথ আসছে! স্মিয়াগল যাবেই। কোন বিশ্রাম না। কোন খাবার দরকার নেই। না, এখন না।

অধ্যায় বিশ
সেলব্য'স লেয়ার

গোলাম বলেছিল যে তখন দিবাভাগ। আসলে তার কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু হবিটরা আলাদা কিছু একটা দেখতে পেত যদি উপরের ভারী আকাশ অতি কালো না হত। ধোঁয়াটে ছাদ অপেক্ষা বেশি কিছু না মনে হত। তখন আকাশে ছিল না গভীর রাতের কালো ঘনঘটা যা কিন্তু ফাটল এবং গর্তগুলোতে বিদ্যমান ছিল। ঝাপসা ধূসর এক ছায়া তাদের চারপাশের পাথুরে দুনিয়াকে ঘিরে রেখে ছিল। তারা এগিয়ে চলল, গোলাম সামনে। হবিটরা পিছে। বহুকালের ঝড়বাদলে নির্যাতিত ছেঁড়াফাড়া পাথরের স্তম্ভ আর কলামের মাঝের শৈল-শিরা ধরে তার এগুলো। উভয় পাশের কলামসমূহকে প্রকান্ড বিকৃত চেহারার মূর্তি মনে হল। নিঃশব্দ পরিবেশ। মাইল খানেক দূরে বড় ধূসর প্রাচীর অন্দাজ করলো তারা। এ প্রাচীর উর্ধ্বমূখী মাউন্টেন-পাথরের স্তূপ। এটাকে আবছায়া অস্পষ্ট প্রতিভাত হল। যত তারা অগ্রসর হল ততই এটা যেন ওপরের উঠতে থাকলো। এক পর্যায়ে অনেক, অনেক ওপরে উঠে সম্মুখের দৃষ্টি সীমানা আবদ্ধ করল। এটার পাদদেশে গাঢ় ছায়া লেপন করা। শ্যাম বাতাস শুঁকল।

সে বলল, ইহঃ সেই গন্ধ! গন্ধ বেড়েই চলেছে।

সত্ত্বর তারা ছায়ার মধ্যে ঢুকল এবং এর মাঝে এক গুহামুখ দেখল। গোলাম নরম কণ্ঠে বলল, 'এটাই প্রবেশ পথ, সূড়ঙ্গ মুখ সে এটার নাম উচ্চারণ করল না ঃ টরেস আঙ্গল (Torech Ungol), সেলব'স লেয়ার (Shelob's Laor) এখান থেকে বেরিয়ে আসলো পুঁতিগন্ধ, মর্গুল ময়দানের জরাগ্রস্ত কোন গন্ধ না। কিন্তু বাজে বোঁটকা গন্ধ, যেন নামহীন কোন ময়লা-আবর্জনা অন্ধকারে গাঁদা করা ছিল। ফ্রোডো বলল, এটাই কি একমাত্র পথ, স্মিয়াগল? সে জবাব দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এখন এখন আমাদের এ পথে যেতেই হবে।

শ্যাম বলল, বলতে চাচ্ছ এ গর্ত দিয়ে তুমি গিয়েছ? থু! কিন্তু তোমার বোধ হয় কোন রকম দুর্গন্ধে যায় আসে না।

গোলামের চোখ আগুন ঠিকরোল। বলল, আমরা কি ভাবছি তাতে তার কোন যায় আসে না, আসে কি, মূল্যবান? না, তার যায় আসে না। কিন্তু স্মিয়াগল সহ্য করতে জানে। হ্যাঁ, সে এর ভেতর দিয়ে গেছে। আর হ্যাঁ, ঠিক এর ভেতর দিয়ে। এটাই একমাত্র পথ।

শ্যাম বলল, এবং আমি ভাবছি গন্ধ কোথায় থেকে আসছে। এটাতো ইয়ে–যাক, আমি বলব না। অর্কদের কোন নির্গম গর্ত, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। এখানে তাদের শত শত বছরের বিষ্টা গুদোম করা আছে।

ফ্রোডো বলল, বেশ, অর্কদের হোক বা না হোক, আমরা এ পথেই যাব যদি এ একমাত্র পথ হয়।

গভীর এক নিঃশ্বাস টেনে তারা ভেতরে ঢুকল। কয়েক পা এগোতেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পতিত হল। মারিয়ার সরু পথের আলোহীন অন্ধকারের পর এ অবস্থা ফ্রোডো বা শ্যাম–কেউই দেখেনি। এখানকার অন্ধকার বরং আরো গভীর গাঢ়। মারিয়াতে বায়ু চলাচল, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এবং ফাঁকা স্থান অনুভব করা যায়। কিন্তু এখানে হাওয়া স্থির বদ্ধ, ভারী, এবং শব্দ মৃত্যুর ন্যায় নির্দয়। তারা যেন খাঁটি অন্ধকারে গড়া কালো বাষ্পের মধ্য দিয়ে চলল এবং বাষ্প দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালিয়ে নিচ্ছিল। এ কালো বাষ্প শুধু তাদের চোখের অন্ধত্ব বয়ে আনল না, বয়ে আনল মনের অন্ধত্বও। যাতে করে রং, আকার এবং আলোর স্মৃতি স্মৃতিপট থেকে উধাও হল। সেখানে সদা রাত ছিল, আছে এবং থাকবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে তাদের অনুভব ইন্দ্রীয় কাজ করল। সত্যিকারার্থে তাদের পা, আঙ্গুলগুলো বেদনাদায়কভাবে সাড়া ছিল। তারা বিস্ময়ের সাথে দেয়ালগুলোর মসৃণতা অনুভব করলো। বুঝতে পারল যে গর্তের মেঝে কয়েক কদম পরপর রৈখিক এবং সমতল, শক্ত তালের মতো উপরে উঠে যাচ্ছিল। সুড়ঙ্গটা উঁচু আর প্রশস্ত ছিল। এত প্রশস্ত যে হবিটরা যদিও পাশাপাশি অবস্থান করে হাত ছড়িয়ে পার্শ্বদেয়াল স্পর্শ করে এগোচ্ছিল তথাপি তারা অন্ধকারে পৃথক হয়ে হাঁটতে সক্ষম হল।

কেবল গোলাম মনে হয় কিছুটা পথ এগিয়ে ছিল। তারা গোলামের হা করে নিঃশ্বাস নেবার হিসহিস শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু খানিক পর তাদের ইন্দ্রীয়জ্ঞান ক্ষীণ হয়ে এল। স্পর্স ও শ্রবণ ইন্দ্রীয়–উভয়ই হয়তবা অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। তারপরও তারা হাতড়াতে হাতড়াতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় সামনে এগোল। এগোল মনের জোরে যা তাদের এ সুড়ঙ্গে ঢুকতে বাধ্য করেছে, যা তাদেরকে এ গর্ত দিয়ে অদূরে উঁচু ফটকে পৌঁছতে উৎসাহিত করেছে।

খানিক যেতে না যেতে শ্যাম সময় এবং দূরত্ব জ্ঞান হারিয়ে বসল। সে এখন ডান পাশে। আচমকা সেদিকটার দেয়ালের স্পর্শ অনুভব করে সচেতন হল এবং বুঝল যে এ পাশে এক প্রবেশ পথ আছে। এক মুহূর্তের জন্য সে ছোট করে একটা নিঃশ্বাস নিল, এবং তারপর তারা এটাতে প্রবেশ করল। শ্যাম ফিসফিসিয়ে এখানে আরো সরু রাস্তা থাকার ব্যাপারে মন্তব্য করল। তার ক্ষীণ ফিসফিসানি অস্ফুটে আওয়াজ থেকেও ক্ষীণ সে এ স্থানকে অর্কের বাস গৃহ বলে ঠাওরালো।

তারপর প্রথমে সে ডানদিকের তিন-চারটা প্রবেশ মুখ অতিক্রম করল। অতঃপর ফ্রোগে ডান দিকের কয়েকটি অতিক্রম করল। প্রবেশ মুখগুলোর কতক বিশাল আবার কতক ক্ষুদ্রকায় কিন্তু প্রধান পথের কোন হদিস করা গেল না। কারণ প্রধান পথটা সটান-সোজা, কোন দিকে মোড় নেয়নি এবং একদমে উপরে উঠে গেছে। কিন্তু কতক্ষণ এবং কিভাবে তারা এ পরিবেশে টিকে থাকতে পারবে? তারা যত উপরে যাচ্ছিল বাতাসের দম ধরা দশা তত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এখন নিরেট অন্ধকারে তারা থেকে থেকে অন্য কিছুর প্রতিরোধ অনুভব করল যে প্রতিরোধ দুষিত হাওয়া অপেক্ষা প্রবল। জোরপূর্বক তারা সামনে এগোল। মাথা, হাতে কিসের স্পর্শ যেন অনুভব করল। হয়তবা আঁকসিওয়ালা

কিছু কিংবা ঝুলন্ত কোন গুল্ম হতে পারে। কিন্তু তারা কিছু বুঝল না। দুর্গন্ধ আরো, আরো বাড়ল। এত বাড়ল সে একমাত্র তাদের ঘ্রাণ ইন্দ্রীয়টা ছাড়া বাকি সব ইন্দ্রীয় বিকল। এতে তাদের অন্তর্জ্বালা বেড়ে গেল। এক ঘন্টা, দু'ঘন্টা, তিন ঘন্টা করে সময় যেতেই থাকল। এবং এভাবে কতক্ষণ তারা আলোকবিহীন গর্তে কাটাল? ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ আরো কত সময় যে গেল! শ্যাম সুড়ঙ্গ পাশ ত্যাগ করে ফ্রোডোর দিকে গেল। তারা একে অন্যের হাত সাড়াশির মতো আটকে ধরল এবং এভাবে আবার এগোল।

অবশেষে ফ্রোডো বাম ধারের দেয়াল হাতড়িয়ে হঠাৎই ফাঁকা স্থানে চলে এল। শূন্য স্থানের কোথায়ও সে যেন এক প্রকার দু চোট খেয়ে পড়ল। এখানে সে পাহাড়ের গায়ে আরও প্রবেশ মুখ পেল। এখান থেকে অতি দুর্গন্ধময় বোঁটকা ঝাঁঝ বেরোচ্ছিল। সুতীব্র গুপ্ত বিদ্বেষের আভাস ছুটে আসছিল, যার দরুণ ফ্রোডো স্খলিত চরণে টলমল করে চলতে লাগল। আর এ মুহূর্তে শ্যামও অসহায় বনে গিয়ে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ক্লান্তি আর ভীতির সাথে সংগ্রাম করে ফ্রোডো বিবশ হাতে শ্যামের বাহু আঁকড়ে ধরল। সে নিঃশব্দে ফিসফিস করে বলল–এইতো! দুর্গন্ধ, বিপদ সংকেত সবকিছু এখান থেকেই আসছে দেখছি। খবরতো এখানে! জলদি কর!

সঞ্চিত বাকি শক্তি আর জমাট সংকল্প নিয়ে সে শ্যামকে তার নিজের দিকে টানল, এবং নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সজোরে নড়াতে তৎপর হল। শ্যাম তার পাশে এসে উপুড় হয়ে পড়ল। এক *স্টেপ*, দুই *স্টেপ*, তিন *স্টেপ* করে শেষ পর্যন্ত তারা ছয় স্টেপ এগোল। সম্ভবত ভয়াবহ অজানা সে গুহামুখটা এভাবে পেরিয়ে গেল। ভয়াবহ থাক বা না থাক, হঠাৎ তাদের চলৎশক্তি সাবলীল হল, যেন কোন বিরুদ্ধ শক্তি ক্ষণিকের জন্য তাদের মুক্ত করে দিল। তারা পা টেনে টেনে চলল, এখনো হাত ধরাধরি করে।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার এক নতুন ঝামেলার সম্মুখীন হল। সুড়ঙ্গ ফর্কের মতো দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল, কিংবা তারা এমনটা মনে করল। এবং অন্ধকারে তারা বুঝল না কোন পথটা প্রশস্ত, বা কোন পথটা অধিকতর সটানসোজা। যাবে কোন দিকে তারা? ডানে, নাকি বামে? তারা কিছুই জানত না। একটা ভুল নির্বাচন নিসন্দেহে মহাপতন ডেকে আনবে।

শ্যামের দম ঠোঁটের আগায় এসে গেল। এ অবস্থায় বলল, গোলাম কোন পথে গেছে? এবং সে কেন অপেক্ষা করল না?

ডাকার চেষ্টা করে ফ্রোডো বলল, 'স্নিয়াগল, স্নিয়াগল!' কিন্তু তার স্বর মরে আসলো, কাকের মতো শোনাল। এবং তার মুখ থেকে নামটা যেন কোন মৃতের নামের মতো বেরোল। কোন উত্তর নেই, নেই কোন প্রতিধ্বনি, এমন কি বাতাসে একটু কাঁপুনি পর্যন্ত ছিল না।

শ্যাম বিড়বিড় করে বলল, আমার ধারণা সে এখন সত্যি সত্যি কেটে পড়েছে। বোধ করি, ঠিক এখানে সে আমাদের এনে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। শালার ভাই গোলাম! আবার যদি তোর গায়ে হাত তুলি, তবে তোকে পস্তাতে হবে, জানোয়ার।

তাৎক্ষণিক অন্ধকারে তালগোল পাকিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে তারা দেখল বামের প্রবেশমুখটি রুদ্ধ। হয় এটা পরিত্যক্ত পথ, নতুবা কোন পাথর খন্ড এর মধ্যে আটকা

পড়েছে। ফ্রোডো ফিসফিসিয়ে বলল, এ পথ হতে পারে না। ঠিক হোক আর বেঠিক হোক আমরা অবশ্যই অন্য পথে যাব।

শ্যাম হাপিঁয়ে বলল, জলদি! এখানে গোলাম থেকে মন্দ কিছু আছে। মনে হচ্ছে আমাদের কেউ লক্ষ করছে।

তারা কয়েক গজ এগোল মাত্র পেছনের নিরেট নিরবতার মধ্যে অবাক করা, হৃৎকাঁপান এক আওয়াজ শুনল। এতদিনের নিরবতা ভেঙ্গে জনমের মতো খান খান হয়ে গেল বুঝি। গড় গড় বুড় বুড় শব্দ, এবং সাথে বিষাক্ত ফোঁস ফোঁস ধ্বনি। তারা চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু কিছু না। তারা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ছানা বড়া চোখের তাকিয়ে রইল অদৃশ্য কিছু দেখার অপেক্ষায়।

'এ কোন ফাঁদ।' শ্যাম বলল, এবং সে তলোয়ারের বাটে হাত রাখল। এটা করার সময় সে ব্যারো ল্যান্ডের (অসমতল পার্বত্য উচ্চভূমি) অন্ধকারের কথা স্মরণ করল। 'টম বুড়ো এখন যদি ধারে কাছে থাকত!' সে আপন, মনে বলল। সে দন্ডায়মান হল। চারধারে ধূ ধূ অন্ধকার আর নৈরাশ্য ভরা কালচে পরিবেশ। রাগে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হল। সে যেন কল্পনায় কোন আলো দেখল। তার মনের আলো। অসম্ভব উজ্জ্বল দুর্বিসহ আলো যেন চোখে আটকে পড়া কোন সূর্যরশ্মি। তারপর আলোটা রং লাভ করতে শুরু করল ঃ সবুজ সোনালী, রূপালী, শুভ্র। দূরে সে দেখল ক্ষুদে চিত্রপটে এলভেন তুলিতে আঁকা লরিয়েনের লেডি গ্ল্যাড্রিয়েলকে; উপহারগুলো হাতে ধরে ঘাসের ওপর দন্ডায়মান। সে তাকে বলতে শুনল, দূর কিন্তু স্পষ্ট স্বরে ঃ এবং তোমার জন্য, রিং বাহক, এটা তৈরি করিয়েছি।

বুড়বুড় ফোঁস ফোঁস ধ্বনি আরো কাছে এল। আর এক ক্যাঁচ ক্যাঁচ ধ্বনি উঠলো যেন অন্ধকারে অলস উদ্দেশে প্রকান্ড গিটওয়ালা একটা কিছু পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। এটার আগে পচা বোঁটকা গন্ধ ছুটে আসছিল। 'মাষ্টার! মাষ্টার!' শ্যাম চিৎকার করলো। তার মধ্যে জীবনবোধ ফিরে এলো। সে যেন আবার বাস্তব জগতে ফিরল। 'লেডির উপহার! তারকাখোচিত গ্লাস! সে বলেছিল অন্ধকারে তোমার জন্য এটা আলোর কাজ করবে। বের কর সে গ্লাস।'

'তারকাখচিত গ্লাস?' ফ্রোডো আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল যেন ঘুমের ভেতর কেউ জবাব দিল, বুঝতে পারা বড় শক্ত। 'কেন, হ্যাতো! কেন আমি এটার কথা ভুলে আছি? সব আলো শেষ হবার পর এ আলো বেঁচে থাকে! সত্যিই একমাত্র আলোই আমাদের সাহায্য করতে পারে।

ধীরে তার হাতটা স্বীয় বুকের দিকে গেল, এবং আরো ধীরে গ্লাড্রিয়েলের শিশির মুখটা ধরলো। এক মুহূর্তের জন্য এটা ঝিকমিক করে উঠলো পূব আকাশের ভারী কুয়াশায় সংগ্রামরত উদীয়মান ক্ষীণলোক তারার মতো। এবং তারপর এর শক্তি বেড়ে গেল। ফ্রোডোর অন্তরে আশাও বাড়ল, এটা জ্বলতে শুরু করল। রূপালী আলো ঢেলে দিল। এ যেন আলোর উৎস ধারার কেন্দ্রবিন্দু। শেষ সিলমারিল খানি মাথায় ধারণ করে সূর্যাস্তের উঁচু পথ হতে ইরেন্ডিল যেন নিজেই নিচেই নেমে আসলো। বায়ু ভরা স্বচ্ছ বস্তুতে গড়া পৃথিবী কেন্দ্র থেকে বুঝি আলো জ্যোতি ছড়িয়ে চকমকে কিরণ দিয়ে বের হচ্ছিল। সাথে সাথে কবরের অন্ধকার পরাভূত হয়ে হটে গেল। শিশিটার ধারক হাতখানি

যেন শ্বেত-আলোয় শ্বেতাভ বনে গেল।

এত পথ বয়ে নিয়ে আসা বিস্ময়কর উপহারটার দিকে ফ্রোডো পলকহীন চোখে তাকালো। এর গুরুত্ব ও মূল্য অনুমান করেনি সে। মর্গুল উপত্যকায় পৌঁছুনোর আগ পর্যন্ত এটার গুরুত্ব সে কৃচিৎ অনুধাবন করেছে। এবং অতি প্রাকৃত আলোর ভয়ে সে এটা কখনো ব্যবহার করেনি। আয়া ইরেন্ডিল ইলেনিয়ন আন কালিমা! সে চিৎকার করল, এবং কী যে সে বলল তা নিজেই বুঝল না। কারণ অন্য একটা স্বর যেন তার কণ্ঠ থেকে পরিষ্কার হয়ে বেয় হল, খনি গর্তের দূষিত বাতাস কোন ব্যাঘাত ঘটায় নি।

কিন্তু মধ্যবিশ্বে কার্যকর আরো শক্তি আছে, রাতের শক্তি। এবং সেগুলো পুরোন ও প্রবল। এবং সে (সেলব) অন্ধকারে চলনরত অবস্থায় এলফদের চিৎকার শুনেছে, সময়ের অতল গহবরের চিৎকার। সে এটা গ্রাহ্য করেনি, এবং এটা তাকে অবদমিত করতে পারেনি। এমনকি ফ্রোডো কথা বলার সময় মাথার ওপরে আনত বিদ্বেষ অনুভব করল। সূড়ঙ্গের সুগভীরে না, তাদের এবং এটার প্রবেশমুখের মাঝে যেখানে তারা হুঁচোট খেয়ে চরকির মতো ঘুরে মরেছে সেখানে সে বাড়ন্ত চোখগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হল, অসংখ্য কোটরওয়ালা বিপুল চোখের সমাহার। শেষ পর্যন্ত আসন্ন আতংক উন্মোচিত হল তারকা-গ্লাসের দীপ্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে সহস্র চোখের জ্যোতিতে প্রতিহত হয়ে পিছু হটল। কিন্তু এ জ্যোতির আড়ালে অবিরাম জ্বলে চলল বিবর্ণ ভয়ানক এক আগুন, দুশমনের ভাবনার গভীর গর্তে প্রজ্জ্বলিত এক শিখা। সেগুলো ছিল দানবীয় জঘন্য চোখ, উদ্দেশ্য ভরা নৃশংস চোখ। নির্মম আলোয় ভরা চোখ যা বিদ্বেষ ভরা তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মুক্তির সবরকম আশা বঞ্চিত ফাঁদে পড়া শিকারের দিকে।

ভীত সন্ত্রস্ত ফ্রোডো ও শ্যাম ধীরে পিছু হঠতে লাগল। তাদের দৃষ্টি ভয়ানক অমঙ্গলপূর্ণ দৃষ্টিতে আটকে গেল। কিন্তু যত তারা পেছাল চোখগুলো তত তাদের দিকে এগিয়ে গেল। ফ্রোডোর হাতে কম্পন উঠলো, এবং শিশিটা ধীরে ধীরে ক্ষীণালোক হয়ে পড়লো। মজা করার জন্য মায়াময় চোখগুলো কিছুক্ষণের জন্য তাদেরকে মুক্ত করে দিল। অতঃপর অকস্মাৎ হবিটরা পিছ ফিরে একত্রে ছুট দিল। দৌড়ানোর সময় ফ্রোডো আতংকগ্রস্ত হয়ে ফিরে ফিরে তাকালো, এবং দেখলো যে চোখগুলো লাফ মেরে মেরে পিছু ধাওয়া করছে। তার চারধারে এখন মৃতের পঁচা লাশের গন্ধ মেঘের রং ধারণ করেছে।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' সে বেপরোয়া চিৎকার দিল। 'দৌড়িয়ে কোন ফায়দা নেই।'

চোখগুলো মন্থর গতিতে কাছে আসলো।

সে ডাকলো, গ্লাড্রিয়েল! এবং সাহস সঞ্চয় করে শিশিটা আরেকবার তুলল। চোখগুলো থামল। অল্পক্ষণের জন্য তাদের দৃষ্টি শিথিল হল যেন কোন সন্দেহের ইঙ্গিত তাদেরকে দ্বিধান্বিত করল। অতঃপর ফ্রোডোর কলজে দীপ্তিময় হল। শিশিটা বাম হাতে রেখে ডান হাতে তরবারীখানা কোষমুক্ত করে নিল। এ কাজ বোকামী নাকি হতাশাজনক নাকি সাহসীকতার পরিচায়ক–কোনটাই সে তোয়াক্কায় রাখল না। স্টিং (হুলসদৃশ তলোয়ার) ঝলক ছড়াল এবং রূপোলী আলোয় সুতীক্ষ্ণ এলভেন-পাত ঝকমক করে উঠল। কিন্তু এটার কিনারায় এক নীলাভ আগুন লেলিহান শিখার ন্যায় নাচন জুড়ল।

তারপর? তারপর সায়ারের হবিট ফ্রোডো তারকা-গ্লাস (শিশি) উর্ধ্বে তুলে দীপ্তিময় শমশের খানা আগে রেখে সরাসরি চোখগুলোর মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ়পদে অচঞ্চল চিত্তে নিচের দিকে গমন করল।

চোখেরা বিচলিত হল, অস্থির। আলোর অগ্রগমনের সাথে সাথে তাদের সন্দেহ সংশয় বেড়ে গেল। তারা একে একে নিভল এবং ধীরে ধীরে পিছুটান দিল। আগে কোন আলো এত নির্দয় কায়দায় তাদেরকে ক্লিষ্ট করতে পারেনি। চাঁদ-তারা-সূর্য থেকে আন্ডার গ্রাউন্ডে তারা নিরাপদে গা বাঁচিয়ে বহাল তবিয়তে ছিল। কিন্তু এখন এ কেমন দৃষ্টিতে ছাড়া তারা পৃথিবীতে নামল? এখনো যে এটা এগোচ্ছে! এবং চোখগুলো আতংকে পিছু হঠছে। একের পর এক তারা সবাই অন্ধকারে হয়ে গেল। তারা ভেগে গেল আলোর নাগালের বাইরে। আর পেছনে রেখে গেল এক পাঁশুটে ছায়া-কম্পন। তারা এখন অদৃশ্য।

'মাষ্টার, মাষ্টার!' শ্যাম চিৎকার দিল। সে একটু পেছনে স্বীয় খঞ্জর প্রস্তুত করেই দাঁড়িয়ে ছিল। 'তারকারাজি বনাম বিজয় গৌরব! এলফরা এ নিয়ে গান বাঁধত যদি তারা এসব কখনো শুনত! আর আমি এসব তাদের বলতে পারলে এবং তাদের মুখে গানটা শুনতে পেলে জীবনে একটা বড় কাজ করে ফেলেছি ভাবতাম। কিন্তু ওখানে যাবেন না, মাষ্টার! ওই গর্তে নামবেন না! কেবল এখনই আমাদের সময়। চলুন, এ লাশপঁচা গর্ত থেকে বের হই।

সুতরাং তারা আর একবার পেছন ফিরল, প্রথমে হেঁটে এবং পরে দৌড় মেরে। কারণ তারা যত এগোল টানেলের মেঝে তত খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটা পদক্ষেপে তারা না জানা লেয়ারের (স্তর) পুঁতি গন্ধ ছাড়িয়ে ওপরে উঠলো, এবং এতে করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কলিজায় বল ফিরে পেতে থাকল। কিন্তু পেছনে এখনো প্রহরি-দৃষ্টি উঁকি মেরে রইল। বোধ হয় এ চোখ কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হল। কিন্তু অপরাজিত। তথাপি মৃত্যু পথযাত্রীর মতো খুব ছিল। এবং এখন বাতাসের হালকা হিমেল পরশ হবিটদের শরীরে আছড়ে পড়লো। টানেলের অনপ্রান্তের প্রবেশমুখ আসন্ন হল। চাহনি উন্মুক্ত স্থানের স্বপ্নের বিভোর হয়ে আর যেন তারা সামনে উড়ে চলল। তারপর এক বিস্ময়ের আঘাতে টলতে টলতে পিছু হঠতে হঠতে চিৎ হয়ে পড়ল। বহির্গমনমুখটা বুঝি কিছু একটা দিয়ে আঁটকানো, তবে এ বাঁধা পাথর খন্ডের না : কোমল ও কিছুটা নমনীয় ঠেকল। তথাপি শক্তপোক্ত অভেদ্য। এ বাঁধার মধ্য দিয়ে বাতাস ফিল্টার হয়ে ফুঁড়ে যাতায়াত করছিল বটে তবে এক বিন্দু আলো গমনাগমনের কোন সুযোগ ছিল না। এ ব্যারিকেডে বার বার আঘাত হানল তারা। তবে সব আঘাত প্রত্যাঘাত হয়ে তাদেরই আশা ভরসা ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দিল।

শিশিটা উর্ধ্বে তুলে ধরে ফ্রোডো তাকাল এবং সামনে দেখতে পেল এক ধূসর আবহ যা তারকা-গ্লাস ভেদ করতে অক্ষম হল, ধূসর পরিবেশকে ঠিকভাবে দৃষ্টির আওতায় আনতে অপরাগ হল। এ যেন আলোবিহীন কোন ছায়া যা কোন আলো দূর করতে পারে না। টানেলের ভেতরকার তাবত পরিধি জুড়ে জাল বুনে রাখা। প্রকৃতপক্ষে প্রকাণ্ড জাতের কোন মাকড়সার জাল সুবিন্যাস্তভাবে বুনন করা, কিন্তু ঘন এবং অনেক বড় সূতোগুলো

দড়ির ন্যায় মোটা।

শ্যাম দেঁতো হেসে বলল, এ যে মাকড়সার জাল! সবখানে কি? কিন্তু এ কোন মুল্লুকের মাকড়সা, বাবা! মার শালারে, জাহান্নামে যাও!

বন্য হিংস্রতায় তরবারি দিয়ে সে সেগুলোতে কোপ বসাতে থাকলো। কিন্তু আঘাত প্রাপ্ত সূতো খন্ডিত হলো না। এটা বরং ধারাল পাতকে ফিরিয়ে দিয়ে এবং শ্যামের বাহুবলকে প্রতারিত করে ছিঁড়ে যাওয়া ধনুক তারে একটু লাফিয়ে উঠলো। তাবত শক্তি দিয়ে সে তিনবার আঘাত করল, এবং শেষে অসংখ্য দড়ির একটা মাত্র কট করে বিচ্ছিন্ন হল। এ দড়ির এক অংশ যেন চাবুক হয়ে তার হাতে আঘাত করল এবং যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। পিছু হঠে ক্ষতস্থানটা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল।

সে বলল, এভাবে পথ পরিষ্কার করতে গেলে কত দিন যে রাত হয়ে যাবে বলা যায় না। কী করা যায়? চোখগুলো কি ফিরে এসেছে?

ফ্রোডো বলল, না, দেখা যাচ্ছে না। তবে এখনো মনে হচ্ছে তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অথবা আমাকে নিয়ে ভাবছে। বোধ করি অন্য কোন মতলব আঁটছে। যদি আমার হাতের এ আলো ব্যর্থ হত তবে সেগুলো চটজলদি ফিরে আসতো।

শ্যামের ক্রোধ হতাশা ও ক্লান্তিকে ছাপিয়ে গেল এবং বলল, আখেরে তীরে এসে তরী ডুবল! জালের ভেতর জাল। ফ্রামিরের অভিশাপে নিপাত যাক গোলাম ব্যাটা। সে যেন পরাণ ফেটে মরে।

ফ্রোডো বলল, এখন এসব কথায় কোন কাজে নেই। এসো! দেখা যাক স্টিং (হুল-তলোয়ার) কি করতে পারে। এ এক এলভেন পাত। একে সেখানেই বানান হয়েছিল যেখানে ছিল আতংকময় অজস্র মাকড়সার জাল। জায়গাটা অবশ্য ব্ল্যারিয়ান্ডের চূড়ো। কিন্তু যোগ্যরক্ষীর মতো চোখগুলোকে তুমি সামলে রাখ। ধর, তারকা-গ্লাস ধর। ভয় নেই। এটা উঁচু করে ধর এবং চোখ রাখ!

অতঃপর ফ্রোডো ধূসর জালের দিকে অগ্রসর হল। মুড়ো ঝাঁটার ন্যায় জালের উপর নির্দয় হাতে তলোয়ার চালাতে লাগলো। কোপের পর কোপ, আঘাতের পর আঘাত। এভাবে সে উপনীত হল ঘন-বোনা জালের মইসদৃশ এক স্থানে। আর জাল তখনই স্প্রিং এর ন্যায় তিড়িং করে দূরে সটকে গেল। ঘাসের মধ্যে কাস্তে যেমন করে জালের মধ্যে নীলাভ দীপ্যমান পাতখানা তা-ই করলো। এবং সূতোগুলো লাফ মেরে পাক খেয়ে আলগা হয়ে ঝুলতে লাগল। বড় এক ফাঁকের সৃষ্টি হলো।

আবার কোপ। কোপের পর কোপ। এভাবে তার নাগালের সব জাল ছিন্ন ভিন্ন হলো। জালের ওপরের অংশ হওয়ায় দোদুল্যমান পর্দা বা বেডসিটের মতো দুরুদুরু কম্পন সহকারে ঝুলে থাকল। জালের ফাঁদ এখন লন্ডভন্ড।

'চলে এসো! এসো!' ফ্রোডো চিৎকার করে বলল। হা-হুতাশের সাক্ষাৎ গহবর থেকে মুক্তি পেয়ে তারা বুনো উল্লাসে ফেটে পড়ল, হৃদয়ানন্দের বাঁধ উপচে পড়ল। ফ্রোডোর মাথা যেন ঝাঁঝাল মদের এক চুমুকে ঝিনঝিন করে উঠল। চিৎকার জয়োল্লাসে সে লাফালাফি আরম্ভ করল।

তার চোখ, যা রাতের গহবর দেখে দেখে কাটিয়েছে, অন্ধকার ভূখন্ডের আলো অনুভব করলো। উত্থিত প্রকান্ড ধুয়ার কুন্ডলী ঘনত্ব লাভ করেছে এবং দিবসের অন্তিম সময়গুলো অতিবাহিত হচ্ছে। গোমরামুখো বিষণ্নতায় মর্ডরের লোহিত জ্যোতি মরে এসেছে। তারপরও ফ্রোডোর মনে হচ্ছে সে আকস্মিক আশা জানানো কোন প্রভাত বেলায় ওপরে তাকিয়ে আছে। প্রায় সে দেয়াল বা প্রাচীর শীর্ষে পৌঁছেছে। আর সামান্য একটু বাকি। ক্রিয়-আঙ্গল পাহাড় সামনেই। আকাশের পটে খাঁজকাটা কৃষ্ণ শৈলশিরা আর শিংসদৃশ পাথরের অন্ধকার প্রতিকৃতি দৃষ্টিতে আবছা ভেসে উঠছে। একজন স্প্রিন্টারের কাছে এটুকু দূরত্ব তো নস্যি!

।গিরিপথ, শ্যাম!' সে চিৎকার দিল। তার এ চিৎকার সূড়ঙ্গের আবদ্ধ বায়ু ঠেলে নিয়ে ক্ষ্যাপার ন্যায় ওপরে, নিচে, চারিদিক তোলড়পাড় করে ছুটে চলল। আওয়াজের তীক্ষ্ণতায় দিকে খেয়াল ছিল না তার। 'গিরিপথ! দৌঁড়াও, দৌঁড়াও, এবং আমরা ভেতর দিয়ে যাব–কেঁউ আমাদের থামিয়ে দেবার আগেই যাব।

যতটা পারা যায় পা চালিয়ে শ্যাম পেছনে পেছনে উঠতে থাকল। ছুটবার সময়ে বিরক্তি বোধ করল। তবে মুক্তি পাওয়াতে সে খুশী। সামনে এগোতে এগোতে সূড়ঙ্গের অন্ধকার খিলানের দিকে ফিরে ফিরে দেখছিল যেন কোন কিছুর ভয়, দৃষ্টির আড়ালে জানা অজানা কোন কিচ্ছুর ভয়। সেলবের কলাকৌশলের ব্যাপারে সে বা তার মনিব কমই জানলো। তার (সেলব) লেয়ার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার বহু পথ আছে।

দীর্ঘকাল সেলব এখানে বাস করেছে মাকড়সা-রূপী এক দুষ্ট শক্তি হিসেবে। এমন কি অনেক আগে সে ওয়েষ্টের এলফ-ভূখন্ডে নিবাস গেঁড়েছিল। ওয়েষ্ট এখন মহা সাগরের নিচে চাপা পড়ে গেছে। তার সাথে ডোরিয়াতের মাউন্টেন অব টেররে ব্রেনের লড়াই হয়েছিল। আর এভাবে সে বহু আগে চন্দ্রালোকিত রাতে হেমলক বনে সবুজ শ্যামল তৃণভূমিতে লুথিয়েনের মুখোমুখি হয়। মারাত্মক বিপর্যয় থেকে জান বাঁচিয়ে সেলক এখানে কি করে আসল কোন কাহিনী বা গল্প কার তা বলতে পারে না। কারণ এ পর্যন্ত অন্ধকার যুগের (Dark years) সামান্য খবরাখবর পাওয়া গেছে। কিন্তু সে এখানে আছে। সাউরানের আগ থেকেই আছে এবং বারাড্ডুরের প্রথম স্মৃতিফলকের আগেও ছিল। সে নিজের ছাড়া অন্য তারো দাসত্ব করেনি, করে না। এলফ আর মেনদের রক্ত চুষে আপনার সেবাই করে আসছে। স্বীয় ভোজ খাবারের অন্তহীন ধ্যানমগ্নতা নিয়ে দিনদিন ফুলে-ফেঁপে মোটাতাজা হচ্ছে, ছায়া জাল বুনে যাচ্ছে। তাবত জ্যান্ত জীবই তার খাদ্য এবং অমানিশার অন্ধকার তার বমি। নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কালো বর্ণের। যেসব হীনতর ঘৃণ্য বেজন্মা বাচ্চাদের সে হত্যা করত তারা ছড়িয়ে পড়েছে ঃ উপত্যকা থেকে উপত্যকায়, ইফেলডুয়াথ থেকে পূর্বের পাহাড়, ডলগার্ডুর এবং মার্কুডের আত্মরক্ষা দূর্গ আত্মরক্ষা দূর্গ পর্যন্ত। কিন্তু কেউই প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারল না তার, সেলব দ্য গ্রেট যে কিনা আঙ্গো লিয়ান্টের (Ungo Liant) শেষ সন্তান, যে কিনা অসুখী ধরিত্রীকে নরকের বানাবার কাজে নির্দয় এক জন্তু।

ইতোমধ্যে কয়েক বছর আগে গোলাম তাকে দেখেছে। স্মিয়াগল যার কাজ শুধু অন্ধকার গুহায় উঁকিঝুঁকি মারা সে অবনত মস্তকে তার পূঁজো করেছে এবং 'বর' হিসেবে

বরণ করেছে সেলবের দুষ্টশক্তি 'অন্ধকার'কে। তাই সে এখন অনুশোচনার ও ক্লান্তিকর পরিভ্রমণের আলো থেকে গা বাঁচিয়ে অন্ধকারে হাটে। এবং এ গোলামই তার খাবার যোগাড় করে দেবার প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে। কিন্তু তার কামনা সেলবের কামনার অনুরূপ না। টাওয়ার, রিং কিংবা মানুষের চিন্তা বা হাতে গড়া কোন কিছুর ব্যাপারে সেলব সামান্য জানত। অপরের মরণই কেবল তার কামনা। মনের মরণ, দেহের মরণ। তার দরকার শুধু গ্যান্ডেপিন্ডে নিজের পেট বোঝাই করা। হতে চায় সে বিশালকায়, বিশাল বপু কোন প্রাণী, যাতে করে মাউন্টেন তাকে ছুঁড়ে না ফেলতে পারে এবং অন্ধকার যাতে বন্দী না করতে পারে।

কিন্তু তার এসব আকাংখা পূরণের পাত্ররা এ মুহূর্তে অনেক দূরে। আবার সে-ও বহুকাল ক্ষুধাতুর হয়ে আছে। সাউরানের শক্তি গজানোর পর থেকে সে শুধু তার গর্তে ওঁৎ পেতে আছে। কোন আলো এবং জীবন্ত কোন কিছু সাউরান অধিকৃত এলাকা পরিত্যাগ করেছে। ফলে উপত্যকার নগরী মরে পড়ে আছে। কোন এলফ কিংবা মেন ধারেকাছে ঘেঁষে না। আসে শুধু দুভার্গ্যদায়ক অর্করা। এ যে যৎসামান্য খাবার। কিন্তু সাবধান। তবু সে খাবেই। যাহোক, হবিটরা টাওয়ার এবং গিরিদ্বার থেকে আঁকাবাঁকা হয়ে বেরিয়ে পড়া নতুন পথ অনুসন্ধানে নামল। কিন্তু তাদেরকে ফাঁদে ফেলার সুযোগ এখনো সেলবের হাতে রয়ে গেল। সে সুস্বাদু মাংস চায়। এবং গোলাম সে ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

গোলামের উপর শয়তানি ভাবমূর্তি ভর করলে সে আপন মনে বিড়বিড় করত। এ্যামিন মুইল থেকে মর্গুল উপত্যকার বিপদসংকুল পথে হাঁটার সময় সে বলল, 'সে দেখা যাবে, সে দেখা যাবে। সে দেখা যাবে। এটা হয়ত ভালো হবে, আরো হ্যা হয়ে যখন সেলফ হাড়গোড় আর জামা কাপড়ের ছেঁড়া-ফাঁড়া টুকরো ছুড়ে ফেলবে। আমরা তা পরীক্ষা করব এবং আমরা তা পাব, মূল্যবান মাল। সুখাদ্যের যোগানদার বেচারা স্মিয়াগলের জন্য এ দারুণ এক উপহার! এবং যখন এটা নিরাপদে পেয়ে যাব, তখন সে বুঝবে। আরে হ্যাঁ, তখন তার কাছ থেকে চড়ামূল্য পরিশোধ করে নেব, আমার মূল্যবান। তখন আমরা সব কিছু শোধ করে নেব পাই টু পাই করে!'

সুতরাং বুক থেকে সে এসব বলল বটে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার সে সেলবের কাছে গোপন রাখার ইচ্ছা পোষণ করলো। এমনকি তার সাথীরা ঘুমিয়ে পড়লে অবনত মস্তকে সে আরেকবার তার সামনে গেল। তবে আসল ব্যাপার গোপনই থাকল।

এবার একটু সাউরানের কথায় ফেরা যাক ঃ সে জানে সেলব কোথায় ওঁত পেতে আছে। সে এখানে বেদম বিদ্বেষ ভরা চিত্তে ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে বসবাস করাতে সাউরান বেপরোয়া খুশী। সে যেন তার ভূখন্ডের এ প্রাচীন পথে অতি নির্ভরযোগ্য এক প্রহরি পেয়ে গেছে। এ রকম আর একজন প্রহরি খুঁজে বের করতে তার দক্ষতায় কুলোবে না বলা যায়। এবং অর্করা অবশ্য অতি দরকারি ক্রীতদাস। কিন্তু এগুলো তার অপরিমেয় আছে। ক্ষুধা তাড়াবার নিমিত্তে সেলব তাদের গোটাকতককে গিলে ফেললে সাউরান তাকে বাহবা দিত। সে এগুলোকে অতিরিক্ত মনে করত। তাছাড়া অনেকেই তার পোষা বেড়ালকে অতি মুখরোচক খাবার মাঝে মধ্যে দিয়ে থাকত। সাউরান সেলবকে তার পোষা বেড়াল

ভাবত যদিও সেলব তার কোন ধার ধারত না। সে তার নিষ্কর্ম অচল কয়েদিদের তার গর্তে পাঠিয়ে দিত। আর সে তাদেরকে নিয়ে কি ধরনের খেলাটা যে খেলত তার ধারাভাষ্য সাউরান দূত মারফত ঘরে বসেই পেয়ে যেত।

এভাবে তারা দু'জন (সাউরান, সেলব) হর্ষ উৎফুল্লতা নিয়ে টিকে আছে। কোন আক্রমণ কিংবা ক্রোধ কিংবা ষড়যন্ত্রের পরিণতি নিয়ে তাদের কোন রকমের ভীতি-আশংকা নেই। সেলবের জাল ফাঁকি দিয়ে একটা মশা-মাছি পার পায়নি আর এখন-তো সে আছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আর পৃথিবী উলোটপালট করা ক্রোধের মধ্যে।

কিন্তু এ শয়তানি শক্তি তাদের বিরুদ্ধে কতটা উথলে উঠেছে তার কোন কিছুর খবর শ্যাম বেচারা রাখে না। সে কেবল বুঝতে পারছে যে তার ভেতরকার ভয় বেড়ে যাচ্ছে অদৃশ্য আতংকে তার শরীর ভারী হয়ে উঠছে। এত ভারী যে দৌড়ানোর ক্ষমতা আর থাকছে না। ঠ্যাং–পা যেন অসাড় হয়ে আসছে।

চারদিকে তার ভয়–ভীতি, শত্রুরা সামনের গিরিপথে, আর তার মনিব কর্ণপাতহীনভাবে তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য ছুটে যাচ্ছে। সে পেছনের ছায়া থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। দৃষ্টি সরিয়ে নিল তার বামের পাহাড়ের নিচেকার গভীর কালো অন্ধকার থেকে। তাকাল সামনে, এবং দেখল ভয়জাগানিয়া দুটো জিনিস। হতাশা বেড়ে গেল তার। সে দেখলো ফ্রোডোর হাতের নিষ্কোষিত অসি যা এখনো নীল আগুনে চকচক করে পুড়ছিল। যদিও পেছনের আকাশ এখন অন্ধকার। তথাপি সে টাওয়ারের গরাদে লোহিত জ্যোতি ঠিকরোতে দেখল।

সে জড়ান স্বরে বলল, 'এমন হটকারীতার সাথে ছুটলে চলবে না। সবখানেই অর্ক, এবং অর্কদের থেকে খারাপ কিছু আছে। অতঃপর সে তার অকস্মাৎ কোন কিছু গোপন করার অভ্যাসে ফিরে গেল। মূল্যবান শিশিটা দশ আঙ্গুলো মুঠোবদ্ধ করল। এতে করে তার হস্ত-চামড়ার নিচের লাল রক্ত লালে-লাল হয়ে মুহূর্তের জন্য একটা লালাভ আবহ তৈরি করল। এবং তারপর এ প্রকাশ হয়ে পড়া আলোক-উৎসকে বুক পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে ওপরে এলভেন-আলখিল্লা চাপিয়ে দিল। এখন সে পায়ের গতি বাড়াতে চেষ্টা করল। মনির তার প্রায় বিশ কদম সামনে, ছায়ার মতো এগোচ্ছে; জালের ধূসর ভূবনে শীঘ্রই যেন চোখের আড়াল হবে।

শ্যাম তারকা-গ্লাসের আলো নেভাতে না নেভাতেই এসে হাজির হল। একটু সামনে বাম পাশে অকস্মাৎ সে এক ছায়াভরা গর্ত দেখল। গর্তটা পাহাড়ের নিচেই। সেখান থেকে বেরুলো বিকটাকার ভয়ানক মূর্তি যা আগে সে কখনো দেখেনি। তার গতরের লোম খাড়া হয়ে উঠল যেমনটা কোন দুঃস্বপ্ন দেখে হয়নি। খুব সম্ভবত এ এক মাকড়সা। তবে রথিমহারথি শিকারী পশু অপেক্ষা দানবাকারের। তার অনুতাপ শূন্য চোখে ফুটে উঠলো বদমতলবের ইঙ্গিত যা আরো ভয়ানক। যে চোখগুলোকে সে পরাজিত এবং অবদমিত মনে করেছিল সেগুলো আবার হিংস্র আলো জ্বেলে দিল, অসংখ্য চোখ লুপ্ত মাথায় গুচ্ছবদ্ধ হয়ে আছে। সেলবের ছিল প্রকাণ্ড শিং। লাঠির মতো খাটো ঘাড়ের পিছে বিরাটকায় ফাঁপাফোলা শরীর যেন বিপুলকায় স্ফীত কোন ব্যাগ যা পাগুলোর ফাঁকে নেমে গিয়ে এদিক-সেদিক দোল খাচ্ছিল। এর বিশালায়তন গাত্র কৃষ্ণ নীলবর্ণের ফুসকুড়িতে

রঞ্জিত। কিন্তু পেটের নিচের অংশটা পান্ডুর, মরীচিকাসদৃশ, এবং সেখান থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছিল। তার বাঁকাচোরা পাগুলো পিঠের উপরকার বড় বড় জয়েন্ট থেকে বের হয়েছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চুলগুলো অনেকটা ইস্পাতের তারের মত আর প্রতিটা আঙ্গুল-শীর্ষে ছিল নোখর।

নরম পেঁচপেঁচে শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে সে তার লেয়ারের (আস্তানা) সর্বোচ্চ বাহির পথ দিয়ে ভাঁজ করা পায়ে সাড়া জাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভয়ানক বেগে ধাবমান হল। পায়ে ক্রিক ক্রিক ধ্বনি তুলল। তারপর হঠাৎই লাফ মেরে উঠল। সে শ্যাম এবং তার মনিবের মাঝে। হয় সে শ্যামকে দেখতে পেল না অথবা আলোর বাহক মনে করে সে তাকে মুহূর্তের জন্য এড়িয়ে গেল, এবং তাবত মনোযোগ আসল শিকার ফ্রোডোর ওপর নিবদ্ধ করল। শিশিহীন ফ্রোডো এখন মাতালের ন্যায় ছুটে চলেছে। কোন বিপদ-বালাই এর ভয়ডর নেই। একেবারে অসচেতন। সে ছুটছিল বটে কিন্তু সেলব আরো দ্রুতগামী। ফ্রোডোকে ধরবে ধরবে করে ফেলেছে আর কি। সেলবের কি উল্লম্ফন!

শ্যাম হা হয়ে গেল। চিৎকার করার জন্য সকল শক্তি যোগাড় করল। সুতীক্ষ্ণ স্বরে বলল, পেছনে তাকাও! তাকাও মাষ্টার! আমি–কিন্তু হঠাৎ তার শ্বাস রোধ হয়ে গেল।

আঁঠাল এক দীর্ঘ হাত তার মুখ চেপে ধরল এবং অপর এক হাত তার ঘাড় জাবড়ে ধরল। এ মুহূর্তে আরো কিছু যেন তার পদদ্বয় জড়িয়ে ধরল। রক্ষাকবচ (আলোক গ্লাস) থেকে আলাদা হয়ে সে তার আক্রমণকারী বাহু ডোরে আটকা পড়ে গেল বোধ হয়। কারণ সে পেছন দিকে ছিটকে পড়েছিল।

গোলাম তার কানে কানে ভোঁস ভোঁস করে বলল, 'পাইছি তারে। শেষ পর্যন্ত আমার মূল্যবানকে–পাইছি তারে হ্যাঁ, শালা গ্যাঞ্জামে হবিট। আমরা এটারে পাইছি। পাইছি শালা তোরে। আর সেলব পাবে অন্যটাকে। আরে হ্যাঁ সেলব তাকেই খাবে, স্মিয়াগলকে না। স্মিয়াগল প্রতিজ্ঞা করেছে, প্রতিজ্ঞা করেছে মনিবকে সে আদৌ আঘাত করবে না। কিন্তু সে তোরে পাইছে, শালা জঘন্য ক্ষুদে চোর! সে তার ঘাড়ে থুথু ছিটিয়ে দিল।

নির্দয় বিশ্বাসঘাতকতা এবং অত্যাধিক বিলম্ব মনিবের জন্য আজ মহাবিপদ ডেকে আনল। শ্যাম এসব ভাবল। এ ভাবনা তারা দেহে জোগান দিল হিংস্র শক্তির যে শক্তির যে শক্তি সব শক্তিকে বুঝি ছাড়িয়ে। ধীর গতির এই বোকা হবিটের শক্তি-হিম্মতের ঝাঁঝ ইতোমধ্যে বুঝতে আরম্ভ করেছে। গোলাম নিজেই তার সে ভয়াবহ শারীরিক মোচড় তুলেও কুলোতে পারল না। শ্যামের মুখ থেকে তার হাতটা স্লিপ করে সরে গেল। শ্যাম মাথা নিচু করে আবার সামনে ঝাঁপ দিল। তার ঘাড় আঁকড়ে ধরা গোলামের থাবা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করল। তরবারিখানা এখনো তার হাতে ধরা। আর বাম হাত থেকে ফ্রামিরের উপহার দেয়া লাঠিখানা চামড়ার ফিতেয় ঝুলছিল। সে বেপরোয়ার মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে শত্রুকে তলোয়ারে বিদ্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু গোলামও কম যায় না। যথেষ্ট ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন সে। সে তার সুদীর্ঘ ডান হাত দিয়ে শ্যামের কবজি জাপটে ধরল ঃ তার আঙ্গুলগুলো যেন সাঁড়াসি। ধীরে এবং নির্মম তালে শ্যামের হাতকে সে বার কয়েক উপর-নিচে করল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে শ্যাম তার তলোয়ার ছেড়ে দিল এবং তা ভূমিতে পড়ে গেল। তা সত্ত্বেও গোলামের অন্য হাত শ্যামের কণ্ঠনালীকে জবর কষতে

লাগল।

অতঃপর শ্যাম তার শেষ খেলাটা খেলল। তাবত শক্তি দিয়ে শরীরে এক হেঁচকা ঝাঁকুনি তুলল, এবং মাটিতে দৃঢ়ভাবে পা পুঁতলো। এবং তারপর অকস্মাৎ পা দুটো দিয়ে সজোরে মাটিকে আঘাত করে প্রত্যাঘাত হয়ে পিছে ছিটকে আসলো।

শ্যামের নিতান্ত সাদামাঠা কায়দাটুকু গোলাম আগে বুঝে ওঠেনি। আর তাই নির্বুদ্ধিতার আক্কেল সেলামী স্বরূপ শ্যামকে উপরে রেখে সে ভূপাতিত হল, একদম চিৎ হয়ে পড়ল। গাট্টা গোট্টা হবিটের সমুদয় ওজন তার শীর্ণ পেটের ওপর চেপে বসল। চাপা আঘাতের দরুণ তার মুখ থেকে করুণ এক সুর বেরিয়ে আসলো। এক সেকেন্ডের মধ্যে শ্যামের গলা আটকে ধরা হাতটা আলগা হল। কিন্তু তার আঙ্গুলগুলো শ্যামের তলোয়ার ধরা হাতটা এখনো থাবাবদ্ধ করে রাখল। শ্যাম প্রচণ্ড দাপটে ডান-বাম করে উঠে দাঁড়াল গোলামের ধরে থাকা কবজির দিকে চরকির মতো ঘুরে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সেদিকে মনোনিবেশ করল। বাম হাতে ধরা লাঠিটা উঁচু করে ঘুরাতে লাগল। তারপর সপাৎ সপাং শোঁ শোঁ শব্দে গোলামের অবাধ্য হাতে আঘাত আনল, ঠিক কনুই এর একটু নিচেই।

কোঁকিয়ে উঠে গোলাম সরে গেল। তারপর শ্যাম তীব্র তেজে আক্রমণ করলো। ডান হাতের লাঠি ডান হাতে নেবার জন্য কালক্ষেপণ করলো না। বসিয়ে দিল মারাত্মক আর একটা আঘাত। দ্রুতগামী সাপের কায়দায় গোলাম এক পাশে সরে গেল। যাতে করে তার মাথা সই করে আনা আঘাতটা পিঠে গিয়ে পড়ল। লাঠিটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে কড়াৎ করে ভেঙ্গে গেল। এটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। পেছন থেকে এসে জাবড়ে ধরাটা তার পুরনো চাতুর্যময় খেলা, এবং এ খেলাতে সে কচিৎ পরাভূত হত। কিন্তু এবার সে আক্রোশে দিকভ্রান্ত হয়ে আত্মতুষ্টির উল্লাসে গোটাকতক ভুল কথা বলে ফেলল, এবং এটা করে বসল সে শিকারের ঘাড়ে এক সাথে দু'হাত নেবার আগেই। তার এত সুন্দর মনোরম এক পরিকল্পনার ষোল আনাই বানচাল হয়ে গেল। কারণ ওই ভয়ানক আলোটা সম্পূর্ণ অভাবনীয় ভাবে অন্ধকারে হাজির হল। এখন কিনা সে মুখোমুখি হল সেই হিংস্র শত্রুর যে তার থেকে সাইজে অল্প একটু ছোট। সে এ ধরনের লড়াই এর যোগ্য না। শ্যাম মাটি হাতড়ে খঞ্জরখানা তুলল। শ্যাম বাপ-মার নামে চিৎকার দিয়ে চারহাত পা স্প্রিং এর ন্যায় কাজে লাগিয়ে ব্যাঙের মতো বড় এক লাফে সটকে গেল। শ্যাম তার কাছে পৌঁছানোর আগেই সে উধাও। বিস্ময়কর বেগে দৌড়ে সুড়ঙ্গের দিকে ফিরে গেল।

তলোয়ার হাতে করে শ্যাম তাকে অনুসরণ করলো। মাথায় রক্ত চড়ে যাওয়া নির্মমতা আর গোলামকে খুন করার নেশা বাদে বাকি সব কিছু সে মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল। কিন্তু সে তাকে ওভারটেক করার আগেই গোলাম নিখোঁজ। তার সামনে এখন, কালো গুহামুখ। সেখান থেকে বজ্রভীতির মতো পঁচা গন্ধ তাকে বরণ করতে এগিয়ে আসলো যেন। এ মুহূর্তে ফ্রোডো এবং দানব সেলবের ভাবনা তার অন্তরে মোচড় মেরে উঠলো। সে ঘুরে দাঁড়াল। বুনো উদ্যমে ছুট লাগাল। মুখে শুধু একজনের নাম–মনিব! মনিব! তার বড় দেরী হয়ে গেল। মনে হয় গোলামের ষড়যন্ত্রের নীল নকশা হয়তবা এতক্ষণে বাস্তবায়িত হয়েছে।

অধ্যায় একুশ

মাষ্টার শ্যাম পন্ডিতের চয়েস (পছন্দ)

মুখোমন্ডল আকাশমুখো করে ফ্রোডো মাটিতে পড়ে আছে, আর দানবটা তার ওপরে ঝুঁকছে। শিকারের নেশায় এত মশগুল যে সে শ্যামকে দেখতেও পেল না। তার চিৎকারধ্বনিও শুনল না যতক্ষণ না সে খুব কাছে আসলো। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে শ্যাম ফ্রোডোকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেল। পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা। দানবটা তার সামনের বড় পাগুলো দিয়ে তাকে অর্ধ উত্তোলন করতে লাগল, একটু একটু করে তার শরীর টানতে থাকল।

তার সন্নিকটেই জ্যোতির্ময় এলফ তরবারিখানা নাগালের বাইরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। কি করতে হবে তা নিয়ে সময় খরচ করার অবকাশ শ্যামের ছিল না। সে ভাবলো না যে সে সাহসী কিংবা অনুগত কিংবা ক্রোধে অন্ধ কিনা। হৃৎকাঁপানো গর্জনে সামনে লাফিয়ে পড়ে মনিবের শমশের বাম হাতে তুলে নিল। তার পর আনলো আঘাত। অসভ্য পশুজগতে এমন প্রচণ্ড আঘাত আর দেখা যায় নি। নিশ্চয় এ আঘাতের প্রচণ্ডতায় সদ্য দাঁত গজানো বেহিসেবী কতক ক্ষুদে প্রাণী শিং এর প্রতীকওয়ালা টাওয়ারে (টাওয়ারটা সেলবের সাথীদের শবদেহের ওপর নির্মিত) লাফ মেরে পালাবে।

শ্যামের গর্জন সেলব এর কাছে শিশু-কান্নার অধিক কিছু না। তারপর ও এটা তার কাছে দুঃস্বপ্নের অসুবিধা মনে হল। তাই সে দৃষ্টিতে পিলে চমকান বিদ্বেষ মিশিয়ে তার পানে তাকালো। কিন্তু যুগযুগ ধরে যে রোষানল সে প্রত্যক্ষ করেনি তা যে এ মুহূর্তে তাকে তাক করে ছিল। তাই অসাবধানতা বশতঃ মাসুলও তাকে গুণতে হল। জ্যোতির্ময় তলোয়ারখানা তার পানে সজোরে আঘাত হেনে নোখর আলাদা করে দিল। শ্যাম তার বুকের নিচ দিয়ে পায়ের ফাঁকে লাফ-মেরে ঢুকে পড়ল। তারপর অপর হাতের ছুরিটা শাঁ করে ওপর দিকে লম্বাভাবে ঠেলে দিল। আর তাতেই সেলবের নত মাথার গুচ্ছবদ্ধ চোখ ঠিকানাচ্যুত হয়ে গেল। এক মহা দৃষ্টিতে অন্ধকার নেমে আসলো।

এখন ক্ষুদ্র প্রাণী শ্যাম একদম তার নিচেই। এক মুহূর্তের জন্য সেলবের কাঁটা আর নোঁখর ছোবলের বাইরে। ভোঁসকা গন্ধমাখা বিশাল ভূড়িখানা শ্যামের ওপর। মারাত্মক দুর্গন্ধ তার স্মৃতিভ্রষ্ট হবার জোগাড় হল। এখনো তার মধ্যে পুনর্বার আঘাত করার মত হিংস্রতা বর্তমান। সেলব বসে পড়ে ক্ষুদে প্রাণীটারে তার ধৃষ্টতার জন্য মাটিতে মিশিয়ে দেবে আর কি এমন সময়ে বেপরোয়া বলপ্রয়োগে শ্যাম এলফ তলোয়ার যত্রতত্র চালনা করল।

কিন্তু সেলব ড্রাগনদের মত না। চোখ ছাড়া তার কোন নরম উপাঙ্গ নেই। তার

বয়ঃবৃদ্ধ দুর্গন্ধময় চামড়া আরও গহবর যুক্ত। জটিল কায়দায় স্তরে স্তরে বুনোট করা। গন্ডারের চামড়া এখানে তো নস্যি মাত্র। এলভেন ব্লেড চামড়ার প্রাথমিক স্তরে গভীরভাবে কেটে বসেছিল ঠিকই, কিন্তু মানবের কোন শক্তির পক্ষে ভেতরের জঘন্য ভাঁজগুলো বিদ্ধ করা অসম্ভব। এলফ কিংবা ডুয়ার্ফ ইস্পাত পিটিয়ে তরবারি বানিয়ে দিলেও অসম্ভব। ব্রেন কিংবা তুরিন (Turin) এ তলোয়ারের ধারক প্রকান্ড ঝুড়িটা শ্যামের মাথার উপরে তুলে নিল। ক্ষতস্থান থেকে বুড়বুড় শব্দে ফেনাময় বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে আবার শ্যামের ওপর দেহের ভার চাপাতে উদ্ধত হলো। খুব দ্রুত শ্যাম এখনো দাঁড়িয়ে। নিজের তলোয়ার মাটিতে ছেড়ে দিয়ে এলভেন হাতিয়ার হাতে তুলে নিল। এটা সে আকাশ মুখো করে সেলব ছাদ প্রতিরোধে উদ্যোগি হলো। এবং সেলব তার স্বীয় নিষ্ঠুর অভিপ্রায়ে বেপরোয়া অনুপ্রেরণা যোগ করে যেকোন যোদ্ধার বাহু অপেক্ষা অধিক বল সংযোজন সহকারে বেদরদী এক কাঁটার (Spike) পরে গতর সপে দিল। এ কাঁটা গভীর থেকে গভীরে ঢুকে গেল। শ্যাম চাপের তোড়ে মাটির দিকে দেবে যেতে লাগলো। চার হাত-পা একাকার হতে লাগল।

এ পৃথিবীতে দীর্ঘ শয়তানি জীবনে সেলব এমন জ্বালার শিকার কোনদিন হয়নি, অথবা এরকম ঝামেলা স্বপ্নেও ভাবেনি। সাবেক গন্ডরের বলবান কোন সেনা কিংবা বেপরোয়া ধ্বংসাত্মক কোন অর্ক তার এ প্রিয় গতরে ছুরি বসাতে সমর্থ হয়নি। তার ভেতর এক তীব্র ঝাঁকুনি বয়ে গেল। প্রচন্ড মোচড় মেরে দেহটা সবলে আর একবার উত্তোলন করে। খিঁচুনি মেরে সে পেছন দিকে লাফিয়ে হড়কে গেল।

শ্যাম হাঁটু গেঁড়ে ফ্রোডোর মাথার কাছে বসলো। বাজে দুর্গন্ধে তার ইন্দ্রীয় গড়বড় মেরে যাচ্ছিল। তার দুহাত এখনো তলোয়ারটা আঁকড়ে আছে। দৃষ্টি সম্মুখের কুয়াশা ভেদ করে ফ্রোডোর মুখমন্ডল আবছা অবগত হলো, নিজকে আয়ত্ত্বে এনে মূর্ছা যাবার দশা কাটানোর জন্য বেপরোয়া চেষ্টা চালাল। ধীরে মাথা তুলে সেলবকে দেখল, মাত্র ফুট কতক দূরে তার দিকে তাকিয়ে, চঞ্চুসদৃশ মুখ থেকে জলের ধারায় বিষ ছিটোচ্ছে, আর তার চোখের কোণা থেকে সবুজ পুঁজ ফোঁটায় ফোঁটায় খসে পড়ছে। সেলব সুঁটিসুঁটি মেরে আছে। তার থরথর কম্পমান ভুঁড়িখানা মাটিতে ছড়ান-বিছান, পায়ের প্রকান্ড গিঁটগুলো কাঁপছে যেন সে আবার কোন লাফের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে–কিন্তু না, এ সময়টা সব হারিয়ে মরার সময়, বিষাক্ত কামড়ের যন্ত্রণায় আছাড়-পিছাড়ের শেষ মুহূর্ত।

এমনকি শ্যামও সেলবের চোখের পর্দায় স্বীয় মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি কল্পনা করে জড়োসড়ো হয়ে থাকল। তার অন্তরে ভেসে উঠলো এক ভাবনা যেন কোন দূর আওয়াজ গায়েবী সুরে কথা বলে উঠলো, এবং বুকের কাছে হাত নিয়ে কি একটা খুঁজতে শুরু করল এবং বুকের কাছে গেল ঃ আতংকের কল্পলোকে এটা তার কাছে হিমেল শক্ত কঠিন অনুভূত হল, এ যে গ্লাড্রিয়েলের শিশি, আলোকাধার।

'গ্লাড্রিয়েল!' সে ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করলো। অতঃপর শুনল এক সুর কিন্তু পরিষ্কার স্বরঃ তারকাতলে সায়াবের মধুময় ছায়ায় ভ্রমণরত এলফদের চিৎকার, এবং এলরন্ড গৃহে হল অব ফায়ারে ঘুমের ঘোরে সে যেন শুনে গেল এলফ সংগীত।

গিলথোনিয়েল হে এলবারেথ!

এবং তারপর তার জিহ্বার আড়ষ্টতা ভেঙ্গে গেল। অজানা এক ভাষায় চিৎকার করে উঠলো ঃ

এবং এমন গাইতে গাইতে টলটলায়মান পায়ে চলতে চলতে হ্যামফাস্টের পুত্র হবিট শ্যাম পন্ডিত এগোতে আরম্ভ করল।

সে চিৎকার করে বলল, আয় জঘন্য বর্বর! রে পাষণ্ড, কড়ায় গন্ডায় সব শোধ কর। আমরা যাচ্ছি। কিন্তু তোর সাথে বোঝাপড়াটা আগে সেরে নিই। আয়, সামনে আয়, আর একবার এটার স্বাদ গ্রহণ কর!

শ্যামের অদম্য আত্মবিশ্বাস সব কিছুর কার্যকারিতা যেন বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। হাতের মধ্যে আলোক-গ্লাস টর্চের ন্যায় সাদা আলোর ফোয়ারা ছড়িয়ে অকস্মাত জ্বলে উঠলো। এটা জ্বলে উঠলো এমন এক তারার মতো যা নভোমন্ডল থেকে লাফ মেরে হাজির হয়ে অন্ধকার আকাশকে দুর্বিসহ আলোয় বিদ্ধ করে থাকে। গগন থেকে তেড়ে আসা এহেন কোন ত্রাস আগে কোনকালে সেলবের মুখমন্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দগ্ধ করেনি। আলোকরশ্মি তার ক্ষত মাথায় ঢুকে পড়লো। মাথায় এঁকে দিল অসহ্য যন্ত্রণার স্মারকরেখা, এবং আলোর ভয়ানক দুষণ ক্ষমতা তার চোখ থেকে চোখে ছড়িয়ে পড়লো। হাওয়ায় সামনের পাগুলো দিয়ে গোটাকয় লাথি মেরে চিৎ হয়ে পড়লো, ভেতরে প্রবিষ্ট আলোর বিষ্ফোরণে দৃষ্টির অন্তগঠন বুঝি ছিঁড়ে ফেঁড়ে গেল। যাতনায় অন্তর ভেঙ্গে হলো খান খান। তারপর পঙ্গু মস্তক নাড়িয়ে একপাশে কাঁত হয়ে একটু একটু করে হামাগুড়ি দিয়ে পেছনের অন্ধকার পাহাড়ের কালো গুহামুখের দিকে এগোতে থাকলো।

শ্যাম ও এগোল। মাতালের মতো টালামাটাল পায়ে সে এগোল। শেষটায় সেলব ভয়ে গুটিয়ে গেল, পরাজয়ে নত হল। দেহে প্রচন্ড ঝাঁকুনি তুলল বুঝিবা সে তার কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। সে গুহাদ্বারে পৌঁছালো। যতটা সম্ভব শরীরে মোচড় তুলে সবজে-হলুদ আঁঠালো পদার্থের চিহ্ন পেছনের রেখে পিছলিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। শ্যাম তার আধমরা টানা পায়ে চূড়ান্ত কোপটা বসাল। অতঃপর সে মাটিতে পড়ে গেল।

সেল্‌ব চলে গেল। আস্তানায় দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিল কিনা, দুঃখ-দুর্দশা ও বিদ্বেষ নিয়ে ভাবিত ছিল কিনা, অন্ধকারাচ্ছন্ন ধীরে সময়গুলোতে নিজকে আরোগ্য করার কাজে নিমগ্ন রেখেছিল কিনা, চক্ষুরাজি পুনঃর্মেরামতে ব্যস্ত ছিল কিনা, ক্ষুধাৎসম মৃত্যু পর্যন্ত পার্বত্য ছায়ার গিরিসঙ্কটে বসে আরো কোন ভয়াবহ ফাঁদ বুনেছিল কিনা তা কোন গল্পকারের গল্পে বলা হয়নি।

শ্যাম একাকী পড়ে আছে। অনামিকা ভূখন্ডের (Nameless Land) যুদ্ধ ক্ষেত্রে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে বুকে হেঁটে মনিবের কাছে ফিরল।

সে প্রিয় মনিবের নামোল্লেখ করে ডাকল। কিন্তু ফ্রোডোর কোন সাড়া ছিল না। মুক্তির আনন্দে ব্যাকুলতার সাথে সে যখন সামনে ছুটে যাচ্ছিল সেলব তখন হিংস্র বেগে তার পিছু নিয়েছিল, কাঁটার ভীষণ গুঁতো বসিয়ে দিয়েছিল। তাই সে এখন বিবর্ণ পাঁন্ডুর বদনে পড়ে আছে।, শ্রবনশক্তি নেই, নেই কোন চলন ক্ষমতা।

'মনিব প্রিয় মনিব!' শ্যাম ডাকলো। কিছু শোনার অপেক্ষায় একটা লম্বা নিরবতা

পালন করল, কিন্তু বৃথাই।

তারপর তড়িঘড়ি করে সে তার বাঁধন কেটে দিল। ফ্রোডোর বুকে মুখে হাত রাখল। তবে জীবনের কোন স্পন্দন খুঁজে পেল না, খুঁজে পেল না হৃৎপিন্ডের ন্যূনতম কাঁপুনি। মনিবের হাত-পা মালিশ করতে লাগলো, এবং তার কপালে হাত বোলাতে লাগল, কিন্তু সব কিছু হিমশীতল।

প্রলাপের সুরে সে বলল, ফ্রোডো মিষ্টার ফ্রোডো! আমাকে এখানে একা ফেলে যেও না! আমি তোমার শ্যাম ডাকছি। তুমি যেও না সেখানে যেখানে আমার যাবার ক্ষমতা নেই! জাগো আমার মনিব! ও আমার প্রিয় ফ্রোডো! জাগো! জাগো!!

তারপর প্রচণ্ড এক ক্রোধ তার ওপর ঢেলে পড়ল। চিৎকার করে, সমুখের বাতাস ছুরি দিয়ে কাটতে ক.টতে, পাথরে লাথিগুঁতো মারতে মারতে এবং জবর চিৎকারধ্বনি তুলে মনিবের চারপাশে উন্মাদ-উন্মাতাল হয়ে ছুটতে লাগলো। তৎক্ষণাৎ সে ফিরে এসে নুয়ে পড়ে ফ্রোডোর মুখের পানে তাকালো; গুমোট কালো অন্ধকারে পান্ডুর মুখ পড়ে আছে। এবং অকস্মাত দেখল যে সে কোন ছবির দিকে চোখ করে আছে, যে ছবি লরিয়েনে গ্যাড্রিয়েলের আরশিতে প্রকাশ পেয়েছিল ঃ ধু ধু অন্ধকারময় প্রকান্ড এক পাহাড়ের নিচে বিবর্ণ চেহারা নিয়ে ফ্রোডো গভীর ঘুমে পড়ে আছে। অথবা এভাবে ঘুমিয়ে ছিল তখনকার মতো সে ভাবল। সে বলল, 'হায়রে সে মারা গেছে! এ ঘুম না, মৃত্যু!' তার এ কথাগুলো যেন ঘুমন্তের ওপরে বিষের বান মেরে দিল, মনে হল মুখমন্ডল সবুজে সিসের রং ধারণ করলো।

এবং তারপর কালো হতাশায় শ্যাম মাটিতে নাক-কান ঠেকালো। মাথার ওপর ধূসর হুডটি টেনে নিল। তার কলিজায় নেমে এল তিমির রাতের ঘনঘটা। সে আর কিছু বুঝলো না।

শেষ পর্যন্ত মানসিক প্রাথমিক বেপরায় হালকা হবার পর শ্যাম মাথা তুলল। চারিদিকে ছায়া আর ছায়া। কিন্তু ঘন্টা মিনিট করে পৃথিবী কতক্ষণ যে এমন টানা হেঁচড়ার মধ্যে পার হলো তা সে বলতে পারলো না। সে এখনো একই স্থানে আছে। তার মনিব পাশেই মরে আছে। পর্বতমালা মড়মড় করে ওঠেনি, পৃথিবী ধ্বংসও হয়নি।

'কী করব আমি, কী করব?' সে বলল। 'এত পথ তার সাথে অকারণে কেন আসলাম?' অভিযানের শুরুতে শ্যাম একটা কথা বলেছিল যা সে নিজেই বুঝত না। এখন তার স্মরণ হল সে কথাটাঃ যবনিকাপাতের আগে আমার কিছু করার আছে। আমি এর শেষ দেখে ছড়ির স্যার, জানিনা আপনি বুঝেছেন কিনা।

'কিন্তু কী করার আছে আমার? মিষ্টার ফ্রোডো পাহাড় দেশে অসমাধিসস্থ, আর আমি ঘরে ফিরব? নাকি সামনে যাব? যাব কি?' সে পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলো, এবং এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহ ভয় তাকে নড়িয়ে দিল। 'যাব সামনে? আমি কি এটাই করতে চেয়েছিলাম? তাকে ফেলে যাব কি?'

অবশেষে সে কাঁদতে শুর করলো, এবং ফ্রোডোর নিকট গিয়ে তার দেহ বিন্যাস করলো। ঠান্ডা হাত দুটো তার বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখল। নিথর শরীরটা মৃতের আলখিল্লা দিয়ে জড়িয়ে দিল। শ্যাম তার স্বীয় তরবারি লাশের একপাশে রাখল। অন্যপাশে

রাখল ফ্রামিরের কাছ থেকে পাওয়া লাঠিখানা।

সে বলল, আমাকে যদি যেতেই হয় মিষ্টার ফ্রোডো তবে তোমার এ তলোয়ারখানা নিয়ে গেলাম, অনুমতি দাও। তবে তোমার পাশে এটা রাখলাম যেমন রাখা ছিল ব্যারো এলাকার পুরোন রাজার শিয়রে। আর তুমিতো প্রবীন বিলবো মশায়ের কাছ থেকে সুন্দর মিথ্রিল কোট পেয়েছ। এবং তোমার আলোক-গ্লাস, মিষ্টার ফ্রোডো, আমাকে কিন্তু ধার দিয়েছিলে, এবং এ আমার দরকার হবে। এটা আমার জন্য অতি ফলদায়ক। লেডি এটা তোমাকে দিয়েছিল। কিন্তু সে হয়ত আসল ব্যাপার অনুমান করেছিল। তুমি কি বুঝতে পারছ, মিষ্টার ফ্রোডো? আমি রওনা দিচ্ছি।

কিন্তু এখনো সে রওনা দিতে পারল না। গেড়ে বসে ফ্রোডোর হাত আঁকড়ে ধরল, ছাড়তে পারল না। সময় বয়ে যায়, তবু সে মনিবের হাতে হাত রেখে বসে থাকল। তার ভেতরে চেতন ও অবচেতন মনে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল।

এখন সে প্রস্থান করার জন্য মনোবল খোঁজার চেষ্টা করলো এবং নিঃসঙ্গ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হল–প্রতিশোধের জন্য। যদি একবার প্রস্থান করতে পারত তাহলে পৃথিবীর যেকোন পথ তার ক্রোধ দমন করতে পারত যতক্ষণ না তাকে সে খুঁজে পেত। তাকে অর্থাৎ গোলামকে। তখন গোলামের ভবলীলা সাঙ্গ হত কোন আস্তাকুড়ে। কিন্তু এ কাজের জন্য তার রওনা করার কথা না। এ কাজের জন্য মনিবকে ত্যাগ করে যাওয়া নিরর্থক। এ কাজ করে মনিবকে ফেরত পাওয়া যাবে না। কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। তাদের বরং এক সাথেই মৃত্যু বরণ করা উচিত। এবং এও হবে এক নির্জন অভিযান।

'কি? আমি একা? ক্রাক অব ডুমে (বজ্র নির্ঘোষে) যাব? কেবল একা?' সে ভয়ে পিছিয়ে আসলো, কিন্তু দৃঢ় সংকল্প অটুট রাখল। 'কি? আমি তার কাছ থেকে রিংটা নিয়ে নেব? কাউন্সিল (মন্ত্রনাসভা) এটা তাকেই দিয়েছিল।'

কিন্তু তৎক্ষণাৎ জবাব এসে গেল ঃ 'এবং কাউন্সিল তাকে সঙ্গীও দিয়েছিল। অতএব টার্গেট ব্যর্থ হতে পারে না। এবং তুমিই কাফেলার শেষ ব্যক্তি। লক্ষ্য কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারে না।'

শ্যাম আর্তনাদ করে বলল, ইস, যদি আমি শেষ ব্যক্তি না হতাম! প্রবীন গ্যান্ডালফ বা অন্য কেউ যদি এখন সাথে থাকত! সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কেন আমি একা হয়ে গেলাম? ভুল হবেই। এবং আমার পক্ষে রিংটি সামলে নেয়া সম্ভব না।

'কিন্তু তুমি সামনে চলছ না, ইতোমধ্যে চলেছ। এবং সৎ ও যোগ্য মিষ্টার ফ্রোডোও তো ব্যর্থ। বিলবো ও এ রকম বিবেচিত হতো। তারা নিজদেরকে নির্বাচন (পছন্দ) করেনি।'

'বহুত আচ্ছা, আমি নিজেই স্থির করব। আমি আমাকেই মনোনয়ন দেব। তবে ভুল আমার হবেই। মোটের উপর আমি যে শ্যাম গামজি।'

'এখন আমাকে বুঝতে দাওঃ কেউ যদি এখানে আমাদের দেখে ফেলে, বা মিষ্টার ফ্রোডোকে ওই জিনিসটা সহ দেখে, তাহলে কেল্লা ফতে, এনিমি (সাউরান) এটা পেয়ে যাবে। আর সেটা হবে আমাদের সবার বিনাস ঃ লরিয়েন, বিভেন্ডেল, সায়ার–সবকিছুর বিনাশ। সুতরাং নষ্ট করার মতো সময় নেই, একটা কিছু করতে হবে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে,

এবং খুব সম্ভবত এ পর্যন্ত সবকিছু এনিমির অনুকূলে আছে এটা (রিং) নিয়ে ফেরার কোন সুযোগ নেই। পরামর্শ বা অনুমতি নেবারও অবকাশ নেই। তারা এখানে এসে আমাকে লাশ বানিয়ে মনিবের দেহের উপর ফেলে রাখবো অপেক্ষার এখানে সুবোধ বালকের মতো পুঁতে বসে থাকার কোন মানে হয় না। সহমরণের জন্য এ উদারাচত্ততা রিংটা তাদের হাতে তলে দেবে, আর তারা- তা নিয়ে নাচতে নাচতে শ্বশুর বাড়ি যাবে।' সে গভীর নিঃশ্বাস টানলো আর ভাবলো ঃ আর তারা তা নিয়ে নাচতে নাচতে শ্বশুর বাড়ি যাবে! 'তাহলে এটা আমি রাখলাম।'

সে মাটির দিকে ঝুঁকলো। খুব ধীরে বক্‌লস (কলারের বোতাম খুলল) খুলে ফ্রোডোর টিউনিকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল। অন্য হাত দিয়ে মৃতের বরফ-শীতল মাথা তুলে নিয়ে চুমার পর চুমা দিয়ে গেল। সন্তর্পনে চেইনটা খুলে আনলো। অতঃপর অনন্ত বিশ্রামের জন্য মস্তকটা পুর্বস্থানে রেখেদিল। স্থির মুকোমণ্ডলে কোন পরিবর্তন আসলো না। এই লক্ষণ এবং আরো কিছু লক্ষণ থেকে শ্যাম শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হল যে ফ্রোডো আর নেই। অভিষ্ট লক্ষ্যকেও এক পাশে সরিয়ে রাখলো।

সে গুনগুন করে বলল, বিদায় মনিব, মাই ডিয়ার! তোমার শ্যামকে ক্ষমা করো। কাজ সমাধা হলে সে এখানে ফিরে আসবে–যদি সে সামলাতে পারে। তারপর সে আর তোমাকে ফেলে যাবে না। যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ শান্তিতে ঘুমাও, বিশ্রাম করো। এখন কোন ঘৃন্য জীব তোমার শিয়রে আসবে না! এবং লেডি যদি আমার কথা শুনে আমার ইচ্ছে পূরণ করে, তবে ফিরে এসে তোমায় আবার আমি যত্নখাতির করব। বিদায়!

তারপর সে নিজের ঘাড় নুইয়ে চেইনটা পরে নিল। তৎক্ষণাৎ রিং এর ভারে তার মাথা মাটি পর্যন্ত পৌঁছে গেল যেন প্রকান্ড কোন পাথর খন্ড তারা মাথায় চেপে বসলো। কিন্তু আস্তে আস্তে সে মাথা তুলল যেন ভার কমে আসলো, বা সে কোন নতুন শক্তি লাভ করলো। তারপর এক নিদেনের প্রচেষ্টায় খাড়া হলো, এবং বুঝলো এ বোঝা নিয়ে সে হাঁটতে পারবে, সে বইতে সক্ষম। মুহূর্তের জন্য শিশিটা তুলে ধরলো। গ্রীষ্মের সান্ধ্য তারার উজ্জ্বল্য ছড়িয়ে আলতো তেজে জ্বলে উঠলো। শ্যাম ফ্রোডোর দিকে চোখ নামালো। এ আলোয় ফ্রোডোর মুখমন্ডল রঙে রঞ্জিত হয়ে সৌম্য চেহারা ধারণ করলো, বিবর্ণ কিন্তু এলভেন সৌন্দর্য মন্ডিত। যে বহুকাল ছায়ায় চলেছে চেহারাটা তারই মতো। শেষ দর্শনের এই তিক্ত প্রশান্তি নিয়ে শ্যাম ঘুরলো। আলো নেভালো। তারপর ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে হুঁচোট খেতে খেতে যাত্রা করলো।

তাকে বেশীদূর যেতে হলো না। সূড়ঙ্গটা সামান্য পেছনে; ক্লেফটটা (ছোট পাহাড়) দু'শ গজ সামনে বা একটু কম হবে। পথ অন্ধকারে দর্শনযোগ্য ছিল। গভীর এই একমাত্র পথটা যুগযুগান্তরের চলাফেরার দরুণ জীর্ণশীর্ণ হয়ে আছে। উভয় পাশে দুরারোহ পাহাড় পার্শ্ব রেখে পথটা এখন দীর্ঘ এক নালার দিকে অগ্রসর হয়েছে ভদ্র গতিতে। নালাটা দ্রুত সংকীর্ণ হয়ে গেল। শ্যাম খুব শীঘ্রই অগভীর এক প্রশস্ত স্থানে উপনীত হলো। অর্ক-টাওয়ারটা এখন ঠিক তার ওপরে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। টাওয়ারের ভেতরে লাল চোখ জ্বলে উঠলো।

এ মুহূর্তে সে এটার নিচেকার কালো ছায়ায় ঢেকে গেল। সে উৎক্ষীপ্ত সোপান শ্রেণীর চূড়ো ধরবে ধরবে আর কি। এক পর্যায়ে ক্লেফটে পৌছুল।

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি,' সে আপন মনে বলে চলল। কিন্তু কিছু স্থির করে নি। যদিও সে স্থির করার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছে, তথাপি যা করছিল তা তার প্রবৃত্তি বিরোধী। 'আমি কি ভুল করেছি?' সে বিড় বিড় করে বলল। 'আমার করণীয় কি ছিল?' সে প্রকৃত ভূখণ্ডে পৌছানোর আগেই অনামিকা ভূখন্ডে (Nameless Land) অবতরনশীল পথটা দেখতে পাবার আগেই ক্লেফটের খাড়া পার্শ্ব চারপাশে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। তাই সে মোড় নিল। মুহূর্তের জন্য দুর্নিবার সন্দেহ নিয়ে গতিহীন হল, এবং পেছন ফিরে তাকালো। পুঞ্জীভূত অন্ধকারে ক্ষুদ্রকায় ফুটকির সুড়ঙ্গমুখকে এখনো দেখতে পেল। ফ্রোডো কোথায় পড়ে আছে সেখানটা সে মনশ্চক্ষে দেখল বা অনুভব করল। নিচের ভূভাগে আলোকজ্যোতি কল্পনা করলো, অথবা এটাকে সে তার সৃষ্টির প্রতারণা ভাবল। কারণ এ উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে উঁকি মেরে একজন ভাবতেই পারে যে তার গোটা জীবনটা ধ্বংস স্তুপে নেমে পড়েছে।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যদি ফিরে গিয়ে আর একটু তাকে দেখতে পেতাম, এ আমার এক মাত্র কামনা!' অবশেষে সে সামনের রাস্তা ধরে ঘুরে কয়েক পা এগোল। মনটা ভারী হতে হতে সাংঘাতিক অনিচ্ছুক হল। এমনটা আগে কখনো হয়নি।

আর মাত্র কয়েক কদম গেলে সে নিচেই নামার পথ ধরবে এবং উঁচু স্থানটা আর কখনো দেখা হবে না। তারপর হঠাৎই সে চিৎকার চেঁচামেচি শুনল। সে পাথরের ন্যায় নিশ্চল হল। অর্ক-স্বর। অর্করা তার সামনে পেছনে প্রচন্ড পদদলনের আওয়াজ আর কর্কশ চিৎকার ঃ সম্ভবত দূরবর্তী পার্শ্ব এবং টাওয়াবের কোন দরজা থেকে অর্করা ক্লেফটে আসছিল। প্রচন্ড পদদলন শব্দ ও চিৎকার পেছনেও। সে ঘুরে দাঁড়ালো। দেখল ক্ষুদে ক্ষুদে লাল আলো, টর্চ-টানেল থেকে পিট পিট করে জ্বলতে জ্বলতে বের হচ্ছে। পরিশেষে শিকার বুঝি ধরা খেল। টাওয়ারের লাল চোখ অন্ধ, নিষ্প্রভ ছিল না। সে ধরা পড়ে গেল।

আগুয়ান টর্চের ঝিলিক ও ইস্পাতের ঠুং ঠাং শব্দ এখন অতি নিকটবর্তী হলো। মিনিট খানেকের মধ্যে চূড়োয় পৌঁছে তারা তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। মনস্থির করতে বড্ড দেরী করে ফেলেছে, এবং এর চড়া মূল্য এখন মেটাতে হবে। সে কী করে পালাবে? বা নিজকে রক্ষা করবে? কিংবা রিংটাকে? রিংটা। সে এমন চিন্তা বা সিদ্ধান্তের বিষয়ে সজাগ ছিল না। গবেষনায় না গিয়ে চেইন টেনে রিংটাকে সরাসরি আঙ্গুলের দিকে এগিয়ে আনতে লাগল। অর্ক বাহিনীর চিফ ঠিক তার সামনে ক্লেফটে এসে হাজির হল। তারপর সে এটা পরে নিল।

পৃথিবী বদলে গেল। এক মুহূর্ত সময় এক ঘন্টার ভাবনায় পরিপূর্ণ হল। শ্রবণ ইন্দ্রীয় ধারাল হয় তখন যখন দর্শন ইন্দ্রায় নিভে যায়, এবং সেটা সে অকস্মাত বুঝলো। কিন্তু সেলবের আস্তানায় (লেয়ার) ঘটনা অন্যরকম। এখন তার চারধারের সবকিছু ঝাপসা যদিও অন্ধকারাচ্ছন্ন না। ক্ষুদে কালো-ধূসর পাথর খন্ডের ন্যায় কুয়াশাময় দুনিয়ায় সে এখন

একা। আর রিংটা, এটা যেন বাম হাতে উত্তপ্ত স্বর্ণ গোলকের দুর্বিসহ ওজন চাপিয়ে দিল। সে আদৌ নিজকে অদৃশ্য অনুভব করল না, বরং একচ্ছত্র ও ভয়ানকভাবে দর্শনীয় মনে করল। সে জেনে গেল কোথায় যেন একটা চোখ (সাউরানের চোখ) তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সে শুনলো পাথর ভাঙ্গার শব্দ, এবং শুনল। দূর মর্গুল ভেলির জলধারার মর্মর মর্মর ধ্বনি; আর নিচের থেকে শুনলো অন্ধ গলিতে পথ হাতড়ান সেলবের অসহায় আহাজারি এবং টাওয়ারের ভূগর্ভস্থ কক্ষের শোরগোল এবং আরো শুনলো টানেল থেকে নিষ্ক্রান্ত অর্কদের হৈ চৈ। গর্জন তর্জনে তার কানে তালা লেগে এল আর কি। অর্কদের ভারী পদবিক্ষেপধ্বনি আর গগনবিদারী চেঁচামেচি এখন তারই সামনে। সে পাহাড়-দেয়ালে সংকুচিত মেরে সেঁটে থাকলো। কিন্তু তারা কল্পজগতের কাফেলার মতো কুজকাওয়াজ করে গেল; কুয়াশায় ধূসর চেহারাগুলো বিকৃত, তাদের হাতে বির্বণ জ্যোতি, একমাত্র ভয়াল স্বপ্ন। তারা তাকে ছাড়িয়ে গেল। সে বসে পড়ল। কোন ফাটলের মধ্যে গুঁড়ি মেরে পালাবার চেষ্টা করল।

সে কান খাড়া করে রাখল। টানেল থেকে নির্গত অর্ক ও অন্যদিক থেকে আসা অর্করা একস্থানে মিলিত হলো। উভয় পক্ষের সমন্বিত চেঁচামেচি শোরগোলের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। তারা এখন আরও বেগে চলল। উভয়পক্ষের কথা সে স্পষ্ট শুনলো, তাদের কথার অর্থও বুঝল। হয়ত রিংটা তাদেরকে ভাষাজ্ঞান দান করেছে, বিশেষ করে রিং নির্মাতা সাউরানের অনুচরদেরকে। সুতরাং মনোযোগের সাথে তাদের কথা শুনে শ্যাম একটা ব্যাখ্যা দাড় করাতে সক্ষম হচ্ছিল। নিশ্চয়ই রিংটা শক্তি বৃদ্ধি করছে যত এটা নির্মাণ ক্ষেত্রের কাছাকাছি হচ্ছে। কিন্তু এটা একটা জিনিস দিতে পারল না, এবং তা হলো সাহস। শ্যাম এখনো কেবল গা ঢাকা দেবার কথা ভাবছে। আবার সবকিছু নিস্তব্ধ হবার পর কুঁজো মেরে পড়ে উৎকণ্ঠায় কান বাড়িয়ে রাখল। শব্দ আর কতদূরে বলতে পারল না। তবে কথাগুলো সে যেন কানে কানে শুনল।

'হোলা! গার্বাগ! তোমরা এখানে কী কর? কোন গোল বেঁধেছে কি?'

'আদেশ মারাও, শালা ঢেঁকি কোথার। আর তুমি কার লোম ছিড়ছো সাগ্রে? আড়ি পেতে ক্লান্ত হলি বুঝি? নিচেই এসে লড়ার কথা ভাবছ নি?'

'তোকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি। এ গিরিপথের কমান্ডার আমি। অতএব, ভদ্রভাবে কথা বল্। তোর খবর কী?'

'কিচ্ছু না।'

'হেই কী বলিল তুই কী!' নেতাদের মত মতান্তরের মধ্রে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে গেলো। নিচের অর্করা হঠাৎই কিছু একটা দেখে ফেলেছে। তারা দৌড় লাগাল। অন্যরাও তাই করল।

'হে-ই হোলা! এখানে কিছু একটা আছে বুঝি! ঠিক পথে পড়ে আছে। গুপ্তচর একজন গুপ্তচর!' এক ঝাঁক সাইরেন খিটিমিটি সুরে বেজে উঠলো। ধর ধর ধ্বনির হৈ-হট্টগোল।

ভয়ানক এক ঝাঁকুনির সাথে শ্যাম তার জবুথবু দশা থেকে জেগে ঘটলো। তারা তার মনিবকে দেখে ফেলেছে। কি করবে তারা তাকে নিয়ে? জমাট রক্ত সচল করতে সক্ষম অর্কদের গল্প সে শুনেছে। লাফিয়ে উঠলো তড়াক করে। অভিষ্ট লক্ষ্য আর সিদ্ধান্ত দূরে ছুঁড়ে ফেলল, যদিও সন্দেহ-ভীতি রয়েই গেল। এখন সে বুঝতে পারল সে কোথায় আছে এবং আগে কোথায় ছিল। সে আছে তার মনিবের পাশে। কিন্তু কি সে করতে পারবে সে বিষয়ে শ্যাম নিসংশয় না। পিছ ফিরে ফ্রোডোর দিকে ছুপ মারল।

'তারা কতজন?' সে মনে মনে বলল। 'বোধ করি টাওয়ার থেকে জনা ত্রিশ-চল্লিশেক বেরিয়েছে, আর নিচের থেকে অনেক গুন বেশী। আমাকে ধরে ফেলার আগে তাদের কত জনকে আমি হত্যা করতে পারব? তলোয়ার টেনে বের করার সাথে সাথে তারা এটার দীপ্তি দেখে ফেলবে, এবং এখন হোক আর তখন হোক তারা আমাদেরকে পাবেই। ভাবছি কোন গান এ ঘটনা কখনো উল্লেখ করবে কিনা ঃ হাই পাসে (গিরিপথ) কিভাবে শ্যাম ওয়াইজ এর পতন হয়েছিল, কিভাবে শ্যাম পন্ডিত তার মনিবকে ঘিরে দেহবর্ম রচনা করেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। না, কোন গান হবে না। অবশ্যই কোন গান রচিত হবে না। কারণ রিংটা তার মালিকের কাছে ফেরত যাবে। তাই আর কোন গান হবে না। আমি আর পারছি না। আমার ঠিকানা মিঃ ফ্রোডোর পাশে। তারা অবশ্যই এ কথা জানবে–এলরন্ড এবং মন্ত্রণাসভা এবং মহান লর্ড এবং লেডিরা তাদের প্রজ্ঞাবলে এসব বুঝে যাবে। তাদের পরিকল্পনা ভুল প্রমাণিত হয়েছি। আমি তাদের রিং বাহক হতে পারি–অন্তত মিষ্টার ফ্রোডোকে ছাড়া।'

কিন্তু অর্করা এখন তার নিভু নিভু দৃষ্টির বাইরে। নিজেকে নিয়ে ভাববার সময় তার শেষ। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারলো যে সে অতিক্লান্ত,এত ক্লান্ত যে নিঃশেষ হবার পথে। গতি খুব শ্লথ হলো। পথ যেন আর শেষ হবে না–তার কাছে এমনটা মনে হলো। তারা সবাই কুয়াশার মধ্যে কোথায় গেল?

তারা আবার সেখানে গেল! এখনো সামনে বেশ পথ। এক ঝাঁক প্রতিমূর্তি মাটিতে পড়ে থাকা একটা বেষ্টন করে অবস্থান নিল। তাদের কতকজন প্রচন্ড বেগে কিন্তু কুকুরেরা মাটি শুঁকে এদিক ওদিক করতে লাগলো। শ্যাম তার গতি বৃদ্ধির প্রাণান্তকর চেষ্টা করলো।

'জলদি কর, শ্যাম!' সে বলল, 'নতুবা আবার বিলম্ব হবে।' সে তার কোষবদ্ধ তরবারি আলগা করলো। এক মিনিটের মধ্যে সে এটা বের করবে, এবং তখনই–

কোন একটা কিছু ভূমি থেকে উত্তলোন করার সাথে সাথে বন্য চেঁচামেচি, হৈহুলোড়, অট্ট হাসিতে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। 'ইয়াহু! ইয়া হারি হই! তোল! চল! হেইয়ো।'

তারপর এক স্বর চিৎকার করে উঠলো ঃ 'এখন যাওয়া যাক! দ্রুত চলার মতো পথ। আন্ডার গেটে (Undergate) ফিরে চল! কোন প্রকার ভড়ং দেখিয়ে আজ রাতে সেলব আমাদের ঝামেলা করবে না।' অর্ক-প্রতিমূর্তির পুরোদল চলতে আরম্ভ করল। চারজনে মাঝখানে থেকে দেহটা কাঁধে তুলল। 'ইয়াহু।'

তারা ফ্রোডোর দেহ অধিগ্রহণ করেছে। চলে গেছে। সে তাদের ধরতে পারল না। তারপরও ঘেমে নেয়ে এগোতে লাগলো। অর্করা সূড়ঙ্গ-সন্নিকটে পৌঁছে ভেতরে

ঢুকছিল। লাশ বাহকরা আগে আগে চলল, এবং তাদের পেছনে সাংঘাতিক ঠেলাঠেলি গুঁতোগুতি। শ্যাম এসে পড়লো। খঞ্জর টেনে বের করলো। তার কম্পিত হস্তে নীলাভ জ্যোতি ঝলকে উঠলো। তবে তারা তা দেখলো না। এমন কি সেখন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হল তখন অর্কদের শেষ সদস্যটা কালো গর্তে হারিয়ে গেল।

দম বন্ধ করে এক মুহূর্ত সে হা করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর মুখমন্ডলে হাত আড় করে রেখে ঝুলকালি, ঘাম ও অশ্রু মুছতে লাগল। 'মরুকগে ময়লা-আর্বজনা!' সে বলল, এবং তাদের পেছনে অন্ধকারে ঝাঁপ মারল।

টানেলের ভেতরটা এখন তার কাছে খুব একটা অন্ধকার মনে হলো না। বরং সে যেন হালকা কুয়াশা থেকে ভারী কুয়াশায় প্রবেশ করেছে। তার ক্লান্তি বেড়ে যাচ্ছিল বটে; কিন্তু অদম্য ইচ্ছা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগলো। কিছুটা আগে সে টর্চের আলোর অস্তিত্ব টের পেল। তবে চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের নাগাল পেল না। অর্করা সুড়ঙ্গপথে দ্রুত চলনক্ষম। তাছাড়া এ পথ তাদের আগ থেকে জানা। এখানে সেলবের অবস্থিতি সত্ত্বেও এ পথ ব্যবহার করতে তারা বাঁধ্য ছিল। কারণ এ সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে মাউন্টেন ডিঙ্গিয়ে সত্ত্বর ডেড সিটিতে (Dead City) পৌঁছান সম্ভব। সেলবের দূর অতীতের বাসস্থান সংলগ্ন প্রধান টানেল গোলাকার প্রকান্ড গর্তটা যে কোথায় বানানো আছে তা তারা জানে না। কিন্তু এসবের চারপাশে অর্করা বহু বাই-পাস বানিয়ে রেখেছে। প্রভুর কাজে যাতায়াতের পথে সেলবের আস্তানা তারা এভাবে এড়াতে সক্ষম হয়েছে। আজ রাতে তাদের অধিক দূরে যাবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু তারা ব্যাকুল হলো একটা উপপথ খুঁজতে যে পথ দুরারোহ পাহাড়স্থ প্রহরা-টাওয়ারের দিকে নির্দেশিত। তারা যা পেয়েছে তার জন্য অধিকাংশ জনই উল্লসিত, আনন্দে বিহবল। দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে স্বজাতিগত ফ্যাশনে বাচালতা প্রকাশপূর্বক বকবক করে চলল। বদ্ধ হাওয়ায় শ্যাম তাদের কর্কশ স্বরের সোজা সাপটা কঠোর কথা শুনলো। এবং সে দুটো স্বরকে একদম আলাদা করে বুঝলো। এ স্বর অত্যুচ্চ, তার খুব কাছাকাছি। সম্ভবত দুই দলের অধিনায়ক পেছন দিকটা সামলাচ্ছে, এবং উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে।

'তোমার এ হৈ হৈ জৈ জৈ করা উচ্ছৃংখল ইতর সেনাগুলোকে থামাতে পার কি, সাগ্রেথ?' একজন ঘোঁত ঘোঁত করে বলল। 'সেলব ঘাড়ে এসে পড়ুক তা আমরা চাই না।'

'চালিয়ে যাও গার্বাগ! তোমার গুলো শোরগোলের অর্ধেকের বেশী করে ফেলেছে,' অন্যজন বলল। 'তবে ছোঁকরাদের এট্টু খেলা করতে দাও! বোধ করি, সেলবকে নিয়ে এক ফোটাও দুশ্চিন্তার দরকার নেই। সম্ভবত সে কোন পেরেকের ওপরে বসে আছে, এবং তা নিয়ে আমরা-চেঁচামেচি করব না। তুমি কি বোঝনি তার আস্তানার পথে অভিশপ্ত কী পড়ে ছিল? যদি আমরা এ একবার থামিয়ে দিই তবে তা একশবার থামানোর সামিল হবে। অতএব তাদের হাসতে দাও। এবং অবশেষে আমরা এক সৌভাগ্যের মুখ দেখলাম। এমন কিছু পেয়েছি যা লাজবার্গ (Lugburg) কামনা করে।'

'লাজবার্গ বারাড্ডুর কামনা করে, এহ? তুমি এটাকে কী ভাবো? আমার কাছে এলফ

মনে হয়, কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতির। এ রকম কোন জন্তুর ভেতর বিপদের কী থাকতে পারে?'

'না দেখা পর্যন্ত জানা যাবে না।'

'ওহহো, তাই বল! সুতরাং তারা তোমাকে কিছু বলেনি? তারা যা জানে তা সব আমাদের বলে না, বলে কি? অর্ধেকও বলে না। কিন্তু তারা ভুল করতে পারে, এমনকি মহারথিরাও করে।'

'চুপ, গার্বাগ!' সাগ্রেথের গলা চেপে গেল। তারপরও যা বলল শ্যাম তা শুনতে পেল। 'হ্যাঁ তারা ভুল করতে পারে, কিন্তু তাদের চোখ-কান সর্বত্র খোলা। কেউ কেউ আমাদের নিয়তি পর্যবেক্ষণ করছে। কিন্তু সন্দেহ নেই যে তারা কোন কিছু নিয়ে ঝামেলায় ফেঁসে আছে। নাজমুল মাটিতে অবতরণ করেছে, এবং লাজবার্গও। কোন কিছু প্রায় ফসকে গেছে।'

'প্রায় ফসকে গেছে!' গার্বাগ বলল।

'আচ্ছা থাক,' সাগ্রেথ বলল, 'এ বিষয়ে পরে কথা হবে। আন্ডার ওয়েতে (Under-Way) যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য্য ধর। সেখানে আলাপ-সালাপ করার একটু অবকাশ আছে। ততক্ষণে ছোকরারা চলে যাক।'

পরে খুব তাড়াতাড়ি শ্যাম টর্চের আলো দূরীভূত হতে দেখল। অতঃপর গুরু এক ধ্বনি উঠলো। সে ছুটে আর একটু এগোন মাত্রই দুড়ুম করে আওয়াজ হল। যথাসম্ভব আন্দাজ করে সে বুঝল যে অর্করা সেই প্রবেশ মুখে গেল যেখানে ঢোকার চেষ্টা ফ্রোডো এবং সে আগে করেছিল, কিন্তু রুদ্ধ দ্বারে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। পথটা এখনো অবরুদ্ধ। প্রবেশ পথে প্রকান্ড পাথর বসান। তবে তার মনে হল অর্করা যে করে হোক ভেতরে প্রবেশ করল। কারণ, যে উভয় পাশের আওয়াজ শুনলো। তারা এখনো ছুটতে ছুটতে মাইন্টেনের গভীর থেকে গভীরে যেতে থাকল, ঠিক টাওয়ার অভিমুখের পেছন দিকে। শ্যাম হতাশা অনুভব করলো। অসদুদ্দেশে তারা তার মনিবের দেহকে বয়ে নিয়ে চলল, এবং তা সে দেখতে পেল না। প্রবেশমুখের বাঁধা সরানোর জন্য সে চরম ধাক্কাধাক্কি করল, নিজ দেহকে পাথরখন্ডের ওপর ছুঁড়ে মারল। কিন্তু বাঁধা বশ্যতা স্বীকার করল না। তারপর বাঁধার অপর পাশে অর্থাৎ ভেতরে সে যেন কল্পনায় দুই অধিনায়কের ফিরতি আলাপ আলোচনা শুনল।

জরুরি কিছু জানা যায় কিনা এ আশায় সে কিছুক্ষণ থামের মতো দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। গার্বাগকে তার কাছে মিনাস মর্গুলের অধিবাসি মনে হল। সম্ভবত সে বাইরে এসে আবার পেছনে ভেতরে ঢুকল।

'না, আমি জানি না,' গার্বাগের কন্ঠ বলল। 'রাষ্ট্রীয় শাসনদন্ডের ন্যায় মেসেজগুলো উড়ন্ত কোন কিছুর থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমি জানতে চাইনে এটা কি করে করা হয়। কড়া নিরাপত্তায় নাকি–! ওই নাজগুলো আমার অঙ্গে শিরশির ভাব এনে দেয়। এবং তার চোখের পলকে তোমার চামড়া খুলে নিয়ে অপর পাশে অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে ফেলে রাখতে পারে। কিন্তু সে (ইউরাকস) তাদেরকে পছন্দ করে। এখন তারা তার প্রিয়পাত্র। সুতরাং এখন আর বিড় বিড় করে লাভ নেই। আমি বলছি, নগরে গিয়ে সেবা করাটা কোন কাজ না।'

'তুমি এখানে সেলবের সাথে জোট গড়ার চেষ্টা করে দেখতে পার,' সাগ্রেথ বলল।

'আমি এমন কোথাও চেষ্টা করতে চাই যেখানে দু'পক্ষের কেউ থাকবে না। কিন্তু এখন যুদ্ধ চলছে, এবং এ যখন শেষ হবে পরিস্থিতি ও হালকা হবে।'

'সাংঘাতিক যুদ্ধ চলছে, শোনা যাচ্ছে। তারা-তো বলে।'

সাগ্রেথ বলল ঘোঁত ঘোঁত করে, তারা বলবে এবং বলত। আমরা দেখব। যাহোক, এটা যদি চলেই তাহলে আরো অনেক পথ আছে। তুমি কী বলো?–যদি একবার সুযোগ পাই, তো তুমি আর আমি কতক বিশ্বস্ত ছোকরা সাথে নিয়ে ভেগে যাব। এখন কোথায়ও যাব যেখানে সুন্দর সহজলভ্য লুটের মাল আছে, যেখানে কোন বড় বস্ থাকবে না।

সাগ্রেথ বলল, আহা! সাবেক কালের মতো হবে।

গার্বাগ বলল, 'হ্যাঁ, তবে এ কথার ওপর আস্থা রেখ না। আমার মন-মেজাজ স্বাভাবিক নেই। কি যেন বলেছিলাম? মনে পড়েছে। হ্যাঁ, বড় বস,' তার গলা বসে গিয়ে ফিসফিসানির স্তরে নেমে আসল, 'হ্যাঁ বসদের বসরাও ভুল করতে পারে। তুমি বলেছ প্রায় কিছু একটা ফসকে গেল। আর আমি বলছি ফসকে গেছে। এবং আমরা এসেছি সতর্ক পর্যবেক্ষণের জন্য। বেচারা ইউরাক সর্বদা ফসকে যায় এবং তেমন সম্মানও পায় না। তবে ভুলে যেও না শত্রুরা আমাদের থেকে তাকেই অধিক ভালবাসে, এবং তারা (শত্রুরা) যদি তারা ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে তবে আমরাও পারব। কিন্তু, এখন শোন ঃ কখন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল?'

'প্রায় ঘন্টাখানেক হল ঠিক তোমার সাথে দেখা হবার আগে। একটা মেসেজ আসলো ঃ নাজগুল স্টিয়ারের গুপ্তচররা ভীত। প্রহরা দ্বিগুন কর। স্টিয়ারের প্রান্তে ঘোরাঘুরি কর, চোখ রাখ। আমি তখনই চলে এলাম।'

'বাজে কাজ,' গার্বাগ বলল। 'দেখ–আমাদের সাইলেন্ট প্রহরিরা (Silent Watchers) দুদিন আগের থেকেও অসুস্থ ছিল। তা আমি জানি। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের জন্য আমি কাউকে ডিউটি করার আদেশ দেইনি। লাজরার্গেও কোন মেসেজ পাঠাইনি ঃ গ্রেট সিগন্যাল (Great Signal) উপরে ওঠার জন্য, এবং হাই নাজগুল (High Naegul) যুদ্ধে প্রস্থান করার জন্য, এবং আরো অনেক কিছুর জন্য। আর তখন কিছুক্ষণের জন্য তারা সাজর্গের (বারাড্ডুর) সেবা পেতে পারেনি, আমাকে এমনটা জানানো হয়েছে।'

'মনে, করি, চোখ (সাউরান) অন্য কোথায়ও। ব্যস্ত ছিল,' সাগ্রেথ বলল। 'লেক বলে, মহারথীরা পশ্চিমে যাচ্ছে।'

সার্বাগ গরগর করে বলল, আমি তা মানছি। কিন্তু ইতোমধ্যে শত্রুদল স্টিয়ারে উপনীত হয়েছে। এবং তুমি এখানে কেন? বোধ করি তুমি নজর রাখছ, তাই না, বিশেষ কোন আদেশ নামা আছে কি, নাকি নেই? তুমি কোন কাজে এসেছ?'

'যথেষ্ট হয়েছে, ব্যস। আর বাড়িও না, আমার দায়িত্ব নিয়ে তোমার শিক্ষা দেবার দরকার নেই। আমরা সদা সজাগ ছিলাম। আমরা জানতাম মজার কিছু ঘটতে যাচ্ছে।'

'খুব মজার!'

'হ্যাঁ, খুব মজার ঃ আলো, চিৎকার এবং সব। কিন্তু সেলব ছিল গমনোদ্যত। আমার

ছেলেরা তাকে চোরের মতো লেজগুটাতে দেখেছে।'

'তাকে লেজ গুটাতে? সে কি?'

'তুমি অবশ্যই তাকে দেখে থাকবেঃ ক্ষুদে হ্যাংলা কালো বেচারা; নিজেই এক মাকড়সার মতো, অথবা অনাহারি ব্যাঙের মতো মনে করি। সে আগে এখানে এসেছে। অনেক, অনেক বছর আগে প্রথম বার লাজবার্গ থেকে এসেছিল, এবং আমরা হাই আপদের (উর্ধ্বতন) কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম তাকে বাঁধাহীনভাবে যেতে দেবার জন্য। তখন থেকে সে স্টিয়ারে কয়েকবার এসেছে, কিন্তু তাকে আমরা একা ছেড়ে দিয়েছিলাম। হয়ত সেলবের সাথে কোন বোঝাপড়া ছিল। মনে করি সে খাবার যোগ্য না ঃ সে (সেলব) উর্ধ্বতনদের কথার ব্যাপারে চিন্তিত ছিল না। কিন্তু তুমি উপত্যকায় বেশ এক প্রহরা বসিয়েছ ঃ সে এ সমস্ত ঝগড়াটে পোলাপান নিয়ে একদিন আগেই এখানে এসেছে। গত রাতের প্রারম্ভেই আমরা তাকে দেখেছি। যা হোক, আমার ছেলেরা খবর পাঠাল যে হার লেডিশিপ (সেলব) কিছু নিয়ে মজা করে যাচ্ছিল, এবং এ খবর আমার কাছে আরো মজার মনে হলো যতক্ষণ না মেসেজটা (উর্ধ্বতন থেকে) আমি পেলাম। তার চোরের মতো পালানোর ব্যাপারে আমি ভেবেছি সে হয়ত কোন খেলনা কিংবা তোমার কাছ থেকে পেয়েছে কোন উপহার, কোন যুদ্ধবন্দী বা আর কিছু। তার খেলার সময় আমি হস্তক্ষেপ করিনে। সেলব যখন শিকারে থাকে তখন কোন কিছু তার পাশ ঘেঁষে না।

'কোন কিছুই না, তুমি বলছ! তুমি তোমার চোখগুলো সেখানে ব্যবহার করোনি? আমি তোমাকে বলে রাখছি আমার মনের অবস্থা ভাল নেই। স্টিয়ারে যেই সে পাশ ঘেঁষেছে। সে সেলবের জাল কেটে ছালুবানু করেছে এবং স্পষ্টতই গর্ত থেকে বেরিয়েছে। যা নিয়ে ভাবছি এ-ই হলো সেই কিছু একটা!'

'তা বেশ, কিন্তু সেলব তাকে শেষ পর্যন্ত বাগে পেয়েছিল, পায়নি?'

'বাগে পেয়েছিল? এই ক্ষুদে বেচারাকে? কিন্তু সে যদি একা হয়ে থাকে তবে অনেক আগে সেলব তাকে তার মালঘরে জমা করে রাখত, এবং সেখানে বেচারা এখন বন্দী থাকত। এবং লাজবার্গ তাকে দাবি করে থাকলে তুমি তার কাছে যেতে এবং তাকে পেতেও। তোমার জন্য ভাল এক, খবর। কিন্তু বেচারার সাথে যে আর একজন ছিল।'

আলাপের এ পর্যায়ে শ্যাম শোনার জন্য অধিক মনযোগী হলো। পাথরখন্ডে কান দৃঢ়ভাবে চেপে রাখল।

'তাকে বেঁধে রাখা দড়ি কে কেটেছিল, সাগ্রেথ? একই রকম কেউ একজন জাল কেটেছিল। তুমি তা দেখনি? এবং হার লেডিশিপের (সেলব) গতরে কে হুল বিধাল? আমার ধারণা, একই রকমের কেউ একজন। কোথায় সে? কোথায় গেল সে, সাগ্রেথ?'

সাগ্রেথ লা জবাব।

'যদি একজনকে পেয়ে থাক তবে দুশ্চিন্তার টুপি আচ্ছা করে মাথায় পরে নিতে পার। এটা কোন হাস্যরসের ব্যাপার না। কেউ না, এর আগ পর্যন্ত কেউই সেলবের দেহে পিন ফুটাতে সক্ষম হয় নি। এ তোমার ভালভাবে জানা থাকা উচিত। এতে অনুশোচনার কিছু নেই; কিন্তু ভাবনার কথা আশেপাশে কেউ এড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব বিপজ্জনক হতে

পারে সে। পুরনো জামানার খারাপ সময়ের পর থেকে মহা খানাতল্লাশির (Great Siwge) পর থেকে এমন ভয়াবহ বিদ্রোহীর কথা আর একবার জানা যায়নি। কিছু একটা ফসকে গেছে।

'এবং সে কিছুটা কী?' সাগ্রেথ গরগর করে বলল।

'ক্যাপটেন সাগ্রেথ, সকল আলামত পর্যালোচনা করে আমি বলতে চাই বড় কোন যোদ্ধা মুক্তভাবে ঘুরছে, খুব সম্ভবত এলফ হবে, নিদেনপক্ষে এলফ-তলোয়ার কাছে নিয়ে আছে, এবং বোধ করি একখানা কুড়ালও। এবং সে তোমার এরিয়াতে মুক্ত হয়ে আছে, আর তাকে তুমি কখনো চিহ্নিত করতে সমর্থ হওনি। সত্যিই খুব মজার ব্যাপার!' গার্বাগ থু থু ফেলল। নিজের সম্পর্কে এমন শুনে শ্যাম দেঁতো হাসি হাসল।

'তা বুঝলাম, তুমি, সবসময় রহস্যময় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলে,' সাগ্রেথ বলল। তোমার যেমন খুশী তুমি পর্যালোচনা করতে পার, তবে এসব ব্যাখ্যা করার অন্য পথও থাকতে পারে। যেভাবে হোক, প্রতিটা পয়েন্টে আমি প্রহরী নিয়োগ করেছি, এবং একই সময়ে আমি অন্য এক কাজে যাচ্ছি। আমাদের হাতে আটক বেচারাটাকে ভালো করে, দেখে শুনে নিই। তারপর না হয় কিছু একটা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করা যাবে।'

গার্বাগ বলল, আমার ধারণা তুমি ওই ক্ষুদেটার কাছ থেকে অধিক কিছু পাবে না। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে তার কিছু করা বা বলার নাও থাকতে পারে। তীক্ষ্ণ তলোয়ারধারী বড় বেচারাটা এলফ মনে হয় তাকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ভাবেনি–কেবল তাকে ফেলে গেল ঃ এ এলফদের চিরাচরিত কায়দা-ফিকির।

সাগ্রেথ বলল, আচ্ছা দেখা যাবে। এখন চল! অনেক কথা হয়েছে। গিয়ে দেখি কয়েদীটা কেমন আছে!

গার্বাগ বলল, তাকে নিয়ে কী করতে চাও তুমি? ভুলে যেও না যে আমি তাকে আগে দেখেছিলাম। যদি কোন চাতুরালি চলে, তবে আমি এবং আমার ছোকরারা অবশ্যই তারা মধ্যে জড়িয়ে যাব।

সাগ্রেথ বলল, শোন, শোন। আমার নিকট ফরমান আছে। এবং তোমার বা আমার পেটের দাম অপেক্ষা এ ফরমান আদেশ অধিক কিছু। রক্ষীদের পাওয়া যে কোন অনুপ্রবেশকারিকে টাওয়ারে রাখতে হবে। কয়েদীর উলঙ্গ করতে হবে। প্রতিটা জিনিস যেমন জামা-কাপড়, অস্ত্রপাতি, চিঠিপত্র, আংটি বা তুচ্ছ গহনা–এসব কিছুর পূর্ণ বর্ণনা এখনই লাজবার্গে পাঠাতে, হ্যাঁ কেবল লাজবার্গেহ। এবং কয়েদীকে নিরাপদে ও অক্ষত রাখতে হবে–গার্ড বাহিনীর প্রতিটা সদস্যের মৃত্যু যন্ত্রণার বিনিময়ে হলেও অক্ষত রাখতে হবে যতক্ষণ না সে (ঊর্ধ্বতন) কাউকে পাঠায় কিংবা নিজে আসে। এটাই সাফ কথা, এবং যা আমি করতে যাচ্ছি তা এটাই।

গার্বাগ বলল, উলঙ্গ করতে হবে, সাজ-পোশাক খুলতে হবে, তা-ই নাকি? তাহলে দাঁত, নখ, চুল আর অন্যসব কিছুর কী হবে?

সাগ্রেথ বলল, না, ওসব নিয়ে কিছু হবে না। আমি তো বলে দিয়েছি তাকে লাজবার্গে নেয়া হবে, এবং তা নিরাপদে এবং অক্ষত অবস্থায়।

গার্বাগ হাসল, 'এতে তুমি ঝুটঝামেলায় পড়বে। সে এখন কক্কুট ছাড়া আর কিছু

না। এ মাল নিয়ে লাজবার্গ কি করবে আমি বুঝতে পারছি না সে-তো ঘটিতে (সেলবের পেট) ঢুকতেও পারত।

সাগ্রেথ খিটিমিটি করে বলল, রে মূর্খ, তুমিত বেশ চাতুরতার সাথে কথা বলছ। কিন্তু অনেক কিছুই তুমি জান না যদিও অধিকাংশ জনে তা জানে। সাবধান না হলে সেলবের থলেই তোমার যাওয়া লাগবে। কুক্কুট! হার লেডিশিপ (সেলব) সম্পর্কে এই তোমার জ্ঞান? সে দড়ি দিয়ে বাঁধলে বুঝতে হবে মাংস খেতে চাচ্ছে। মৃতের গোশত সে খায় না, ঠান্ডা রক্তও চোষে না। এই বেচারা মরেনি!'

শ্যাম পাঁজর আঁকড়ে ধরে শরীরে মোচড় তুলল। তার স্নায়ুতে ঝড় উঠলো যেন তাবত অন্ধকার পৃথিবীটা এক পাশে কাত হয়ে পড়ল। মারাত্মক শকে প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম হল। কিন্তু সজ্ঞানে থাকার জন্য বেদম সংগ্রাম করল। অন্তরের গোপন কন্দরে মন্তব্যটায় ব্যাপারে চকিত হয়ে উঠল ঃ 'হে বোকা, সে মরেনি, এবং তুমি এটা জানতে। তোমার মাথায় আস্থা রাখ না তুমি, শ্যাম-ওয়াইজ। এ তোমার বৃহত্তম সমস্যা না। তোমার আসল সমস্যা হল প্রকৃতপক্ষে তোমার কখনো কোন আশা ছিল না। এখন কী করা যায়?' মুহূর্তের জন্য অনড় পাথরে ঠেসান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকলো। অর্কদের বস্তাপঁচা কথা শুনেই চলল।

সাগ্রেথ বলল শোন! সে (সেলব) একাধিকবার বিষক্রীয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। শিকার ধরে সে তার ঘাড়ে কতক চড় কষায়। সেই চড়ে শিকার কাঁটা ছাড়া মাছের ন্যায় নেতিয়ে পড়ে। তারপর সে তা নিয়ে নিজস্ব খেলাটা খেলে। তোমার কি বৃদ্ধ আফতাকের (Ufthak) কথা মনে পড়ে? তাকে আমরা বহুদিন হারিয়ে ফেলেছিলাম। শেষটায় একটা কোণে তাকে ঝুলতে দেখলাম, কিন্তু সে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ছিল, চুক চুক করে তাকিয়েছিল। আমরা কি হাসাহাসিই না করলাম। সম্ভবত সে (সেলব) তাকে ভুলে গেছিল, কিন্তু আমরা আফতাককে স্পর্শ করলাম না–সেলবেরও কোন ব্যাঘাত ঘটালাম না। আর এখন এই পুঁচকেটা কয়েক ঘন্টার মধ্যে জেগে উঠবে। একটু একটু করে অভাবনীভাবে সুস্থ হবে। বা হয়ে যেত যদি এতক্ষণে লাজবার্গের ছোঁয়া পেত। অবশ্য এও বিস্ময়ের ব্যাপার যে সে কোথায় আছে এবং তার কি হবে।

গার্বাগ হেসে বলল, তাহলে তার কি হবে? আমরা যদি আর কিছু না করি, তবে তাকে নিয়ে নিদেনপক্ষে কিছু গল্প করতে পারি। আমার মনে হয় না সে কখনো নয়ন-হরি লাগবার্জে গেছে। সুতরাং এ বিষয়ে সে কিছু জানার আশা করবে বোধ হয়। যা আমি ভেবেছিলাম এটা তদাপেক্ষা অধিক মজার হবে। চল যাই!

সাগ্রেথ বলল, আমি বলছি, কোন মজা হবে না। তাকে নিরাপদে রাখতে বলা হয়েছে, অথবা আমাদের সবাইকে মরণতুল্য শান্ত থাকতে বলা হয়েছে।

গার্বাগ বলল, 'বহুত আচ্ছা! কিন্তু আমি যদি তুমি হতাম তবে লাজবার্গে কোন রিপোর্ট পাঠানোর আগেই ফসকে যাওয়া বড় সাহেবকে ধরতাম। বললে ভালো শোনা যাবে না যে বিড়ালছানাটাকে ধরে তুমি মা বিড়ালটাকে পালাতে দিয়েছ।

'আওয়াজ নড়তে আরম্ভ করল। পায়ের আওয়াজ অপসৃত হচ্ছে। শ্যাম তা বুঝল। সে তার তাক লাগা অবস্থা কাটিয়ে উঠছিল। এখন তার ওপর এক বন্য নৃশংসতা ভর

করলো। চিৎকার করে বলল, 'আমি পুরোটা ভুল বুঝেছিলাম! আমি জানতাম, আমি–। এখন তার কাছে তারা পৌঁছেছে। শয়তানের বাচ্চারা! জঘন্য! মনিব, কখনো তোমায় ফেলে যাব না, কখনো না, কখনো নাঃ এটাই আমার ধর্ম। এবং এ ধর্ম আমার আত্মা বোঝে, বুঝত। আমাকে ক্ষমা করা হোক! আমি তার কাছে ফিরবই। যে করেই হোক, যেভাবেই হোক!

'আবার সে তলোয়ার টেনে বের করল। আঁছাড়টা দিয়ে পাথরে আঘাত করল। কিন্তু শুধু একটা নিস্তেজ শব্দ বের হল। এখন তলোয়ারখানা এত জ্বলজ্বল করে জ্বলে যে চোখে সে ঝাপসা দেখল। অবাক হয়ে দেখল যে পাথরের ব্যারিকেড প্রকান্ড কম। এবং এটার ওপরে অর্থাৎ চূড়ো এবং প্রবেশমুখের নিচ-খিলানের মাঝে ছিল অন্ধকার ফাঁকা জায়গা। দরজায় ভেতর থেকে শক্ত করে ছিটকিনি বা হুড়কো লাগানো। সম্ভবত সেলবের অবৈধ অনুপ্রবেশ বোধ করার জন্য এমনটা করা হয়েছে। শেষ শক্তি প্রয়োগে শ্যাম লাফ মেরে দ্বারের চূড়োটা ধরে ফেলল। টেনে হেঁচড়ে উপরে উঠে অপর পাশে লাফিয়ে পড়ল। তারপর একটা বাঁক নিয়ে আঁকাবাঁকা পথে পাগলের মতো ভোঁ দৌড় লাগাল। হাতের তলোয়ারখানায় আগুন জ্বলছিল।

তার মনিব এখনো বেঁচে আছে এ সংবাদটা তাকে জাগিয়ে তুলল। ক্লান্তির চিন্তা আর মাথায় থাকল না। সে সামনে কিছু দেখতে পেল না। কারণ এ নতুন পথ দুমড়ানো-মোচরানো, বার বার মোড় নিয়েছে। তবু সে বুঝতে পারল দু'জন অর্ক যেন সামনে। তাদের গলার আওয়াজ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে। এখন আওয়াজ আরো কাছে মনে হচ্ছে।

সাগ্রেথ রাগত স্বরে বলল, 'আমি এখন এটাই করতে চাচ্ছি। তাকে ওপরের চেম্বারে রাখ।

'গার্বাগ ফেঁসে ফেঁসে গলায় বলল, কী জন্য? নিচেই কোন কারাগারের ব্যবস্থা নেই?

সাগ্রেথ জবাব দিল, 'সে অক্ষত থাকবে, বলে রাখলাম। বুঝেছ? সে মূল্যবান কেউ। আমি আমার সব ছেলেদের বিশ্বাস করিনে, এবং তোমার কোন ছেলেকে। এমন কি তোমাকেও না। কারণ, মজা করার জন্য তুমি পাগল হয়ে আছ। যদি তুমি অসামরিক আচরণ কর তবে আমি যেখানে চাই সেখানে যাবে যেখানে তুমি থাকবে না। আমি বলছি, ওপরের কক্ষে যাবে। সেখানে তার নিরাপত্তা বিধান হবে।'

'নিরাপত্তা বিধান হবে?' শ্যাম বলল। 'তোমরা ফঁসকে, যাওয়া এলফ-তুল্য মহা যোদ্ধাকে ভুলে যাচ্ছ!' এবং একথা বলে সে কোন ঘুরে দৌড় লাগাল। কারণ সূড়ঙ্গ পণের প্রতারণা বা রিংটার বদৌলতে সে আওয়াজ কাছে শুনেছিল। কিন্তু আসলে তা অনেক দূরে। এ ভুল ধারণা পুষিয়ে নিতে তাকে অধিক বেগে ছুটতে হল।

অর্কমূর্তি দুটো এখনো খানিক সামনে। শ্যাম তাদের দেখতে পাচ্ছে, লাল কিরণের মধ্যে কালোমূর্তি। শেষ পর্যন্ত সরু পথটা এখন সোজা ছুটতে আরম্ভ করেছে। ছুটতে ছুটতে এক উতবরাই-এ এসে হাজির হয়েছে। পথের শেষ সীমানায় বিশাল-প্রশস্ত দুই দরজা যা বোধ হয় টাওয়ারের শিং এর স্মৃতিফলকের নিচেকার গভীর কক্ষগুলোর প্রবেশমুখ। ইতোমধ্যে অর্করা তাদের বোঝা নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। গার্বাগ এবং

সাগ্রেথ প্রায় গেটের নিকটে এসে গেছে।

শ্যাম শুনতে পাচ্ছে হর্ষোৎফুল্ল গানের বিস্ফোরণ, কান-তালা-লাগা শিঙাধ্বনি, চ্যাপটা ঘন্টার ঢং ঢং আওয়াজ এবং অট্ট হাসির বেপরোয়া বিলাপ-সংলাপ। ইত্যোবসরে গার্বাগ এবং সাগরেথ চৌকাঠে পা রেখেছে।

শ্যাম চিৎকার জুড়ে দেয়, স্টিং (তলোয়ার) এলোপাতাড়ি হাওয়ায় ঘোরায়। কিন্তু অর্কদের হট্টগোলযজ্ঞে তার ছোট গলা চাপা পড়ে যায়। কেউ তার কথা শোনেনি।

বুম শব্দে বড় দ্বারগুলো রুদ্ধ হয়ে যায়। ক্ল্যাং ক্ল্যাং শব্দে ভেতরে লৌহের আড় াদন্ড (খিল) বেজে ওঠে। দ্বার এখন সম্পূর্ণ রুদ্ধ। শ্যাম নিজ দেহকে ব্রোঞ্জের পাতে ছুড়ে মারে এবং অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে পতিত হয়। সে অন্ধকার সিক্ত ধরনীতে মুক্ত রয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ফ্রোডো? সে জীবন্ত, তবে এনিমির (Enemy-সাউরান) কব্জায় বন্দী হয়ে গেছে।

ইংরেজি ভাষাভাষী দুনিয়া দু'অংশে বিভক্ত হয়ে গেলো। এক অংশে আছে যারা The Lord of the Rings পড়েছে। আর বাকি অংশে আছে যারা পড়তে যাচ্ছে।

-British Sunday Times-

ডার্কলর্ড সাউরান প্রতাপশালী রিংগুলো করায়ত্ত্ব করেছে। এসব দিয়ে সে বিশ্ব শাসন করতে সক্ষম। তার কর্তৃত্ব পরিকল্পনায় একমাত্র যে রিংটি রয়ে গেছে তা হল বেহাত হয়ে যাওয়া সেই শাসক রিংটি যা এখন হবিট বিলবো ব্যাগিন্স-এর কব্জায়।

সায়ারের নির্ঘুম পল্লীর তরুণ ফ্রোডো ব্যাগিন্স বড় এক কাজের জালে আটকা পড়েছে। কেননা, রিংটি এখন তারই তত্ত্বাবধানে। ডার্কলর্ডের সীমানার গভীর অংশে মধ্যবিশ্বের বজ্রনির্ঘোষ। ঘর ছেড়ে তাকে এখানে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অভিযান চালাতে হবে। রিংটি চিরতরে শেষ করতে হবে এখানে এবং পণ্ড করতেই হবে কুচক্রী সাউরানের বদমতলব।

জাঁকালো ফ্যাশনে বর্ণিত এক গল্প যাতে আছে রকমারি রং, গতি আর বিশালত্ব।

-New Statesman-

9 789847 020891 >